শ্রীশ্রীমদ্বেদান্তদর্শনম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবোপদিষ্টম্

শ্রীপাদবলদেববিদ্যাভূষণাচার্য্যবিলিখিতম্

শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যম্

শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যান্বিতং

শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকানুবাদ সহিতঞ্চ

প্রথমাধ্যায়ঃ

অশেষ শাস্ত্রাধ্যাপকাচার্য্যগুরু শ্রীমৎ কৃষ্ণচরণদাস ন্যায়াচার্য্যমহোদয়ৈরবলোকিতম্

শ্রীকুণ্ডতটাশ্রয়ি শ্রীআনন্দগোপাল বেদান্ততীর্থেন

সম্পাদিতং প্রকাশিতঞ্চ ।

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তী

১৩৯৯ বঙ্গাব্দম্

শ্রীরাধাকুণ্ড, ঘনমাধবঘেরা

দ্বিতীয়াধ্যায়স্য সেবানুকুল্যম্—১৩৫.০০

সমর্পণ।

যিনি সুদীর্ঘকাল শ্রীরাধাকুণ্ডতটাশ্রয়ি, শ্রীশ্রীরাধাবিনোদদেব চরণার্চ্চন নিরত
যাঁর শ্রীকরযুগল, যিনি পিতৃকোটি পালক, মাতৃকোটি বৎসল,
নৃপকোটি রক্ষক, সুসম্বর্দ্ধিত যাঁর কৃপামৃতসিঞ্চনে,
সুশিক্ষিত সৎশিক্ষায়, পরমস্নেহে পরিরক্ষিত,
পরিপুষ্ট, সেই অস্মদীয়সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুবর্য্য
অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমৎ কৃষ্ণগোপাল
দাসজি মহারাজের শ্রীকরকমলে
শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য গ্রন্থরত্ন
সমর্পণ করিলাম।

স্নেহধন্য—আনন্দ (লালা)

নিবেদন ॥

শ্রীমতী উপনিষৎ কুলবধূকুল সমর্চ্চিত চরণারবিন্দ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবাদিষ্ট তচ্চরণারবিন্দ চিন্মকরন্দ সেবননিষ্ঠ শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণাচার্য্য প্রভুপাদ কর্তৃক আবির্ভাবিত শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য আবির্ভূত হলেন 'শ্রীরসিকানন্দভাষ্য' নামে সংস্কৃত টীকা ও 'শ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা' নামে বঙ্গানুবাদ সঙ্গে নিয়ে। সম্প্রদায়ার্চ্চিত পরমোপাস্য স্বানন্দরস সতৃষ্ণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর সেবকবৃন্দকে রক্ষা করেছেন এই শ্রীগ্রন্থ। শ্রীগ্রন্থের আবির্ভাবের কারণ ও সময়াদি নির্ণয় করে সারাংশযুক্ত ভূমিকা রচনা করে দিয়েছেন শ্রীধাম নবদ্বীপ রাজকীয় সংস্কৃত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (প্রিন্সিপাল) শ্রীমৎ কানাইলাল পঞ্চতীর্থ মহোদয়। উৎসাহ বর্দ্ধন করে সংশোধনাদিকার্য্যে প্রভূত সাহায্য করেছেন শ্রীধাম বৃন্দাবন নিবাসি পরমারাধ্য শ্রীমৎ কৃষ্ণচরণদাস ন্যায়াচার্য্য মহারাজজী, এবং অশেষশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীহরিভক্তদাস কাব্য ব্যাকরণ বৈষ্ণবদর্শনতীর্থ মহোদয়, অসংখ্য প্রণতিজানাই তাঁদের শ্রীচরণপাদপীঠে, আরও যাঁরা করুণা করেছেন অন্বয় ও ব্যতিরেক মুখে।

এই শ্রীগ্রন্থ প্রকট হয়েছেন যাঁদের আংশিক অর্চনায় ৫০০০ শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র মাহাস্তী, শ্রীবিশ্বনা, মাহান্তী উলদা, পুরুলিয়া ১০০০, শ্রীমৎ কানাইলাল পঞ্চতীর্থ, নবদ্বীপ, শ্রীগুরুপদ সুবুদ্ধি, শ্রীআনন্দ গোপাল গোস্বামী গোড়িড পুরুলিয়া, শ্রীজগদীশ বশিষ্ঠ রোহতক হরিয়ানা, শ্রীহরিনারায়ণ বাবু কলিকাতা শ্রীব্রজগোবিন্দ দাসাধিকারী কেয়াগড়িয়া বালেশ্বর (উ) শ্রীমতী জানকী দেবী রাধাকুণ্ড, শ্রীমতী আঙ্গুরী বালা জী কলিকাতা, ৬০০ শ্রীজীবগোস্বামী (মারফত) নবদ্বীপ, ৫০০ শ্রীকাশীনাথ মাহান্তী উল্দাপুরুলিয়া, মহান্ত শ্রীধরণীধরদাসজী মহারাজ সিহী মথুরা, পণ্ডিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণদাসজী মহারাজ বৃন্দাবন, শ্রীনৃপেন্দ্র সামন্ত রাধাকুণ্ড শ্রীরেবতীরঞ্জনদেবনাথ (তাঁর অতি আদরের শ্রীমান্ গোপালের পরলোকগত আত্মার তুষ্টির জন্য) শ্রীআনন্দসরকার শ্রীমতী শোভাসরকার ছোটকালিয়াই মুর্শিদাবাদ, শ্রীমাণিক সাঁৎরা সাঁৎরাগাছি হাওড়া, শ্রীলক্ষ্মীবালা পাত্র, উত্তরভাটোরা হাওড়া, ৪০০ শ্রীমান্ শিশিরকুমার সাঁৎরা, শিয়ালদহ ২০০ শ্রীদীলিপকুমার অধিকারী সাঁৎরাগাছি, ১৫০ শ্রীসখীদাসী শ্রীবিনোদিনী দাসী গোবর্দ্ধন, ১০০ শ্রীমতীরেখা রামনগর হুগলী, শ্রীহেমচন্দ্রমাহাত বানজোড়া পুরুলিয়া, ৫০ শ্রীশঙ্করমাহান্তী, শ্রীগৌরদা, শ্রীদেবপ্রসাদদাস, শ্রীমধুসূদন মাহাত-তাঁদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল কামনা করি শ্রীভানুকুল ভূষণ বিভূষিত বামঙ্গ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণ সরোরুহ পাদপীঠে। জয় শ্রীগৌরহরি।

সম্পাদকস্য—

ভূমিকা

শ্রীগৌড়ীয় দর্শনাচার্য্যেতিহাস-পুরাণবেদবেদান্তপারঙ্গত-
নিখিল গোস্বামি শাস্ত্রনিষ্ণাত নবদ্বীপরাজকীয়-
সংস্কৃতমহাবিদ্যালয়াধ্যক্ষ বৈষ্ণবদর্শন-
বিভাগীয়াধ্যাপকবর্য্য শ্রীল

কানাইলাল

পঞ্চতীর্থ মহোদয়
লিখিত।

"নিরস্তসর্ব্বসন্দেহানেকীকৃত্য সুদর্শনম্।
প্রকাশিতরহস্যং তং নমামি গুরুমীশ্বরম্" ॥

শ্রীমদ্গৌড়ীয় বেদান্তভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ প্রভুর জীবনালেখ্য-শ্রীমদ্ রসিকানন্দ বংশাবতংশ আচার্য্য ভাস্কর শ্রীশ্রীবিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামি প্রভুপাদ কর্ত্তৃক ১২৯২ বঙ্গাব্দে লিখিত প্রবন্ধদৃষ্টে—শ্রীপাদ বলদেব শ্রী শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আহ্বানে উৎকল প্রদেশের অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় রেমুণার নিকটে একগ্রামে ব্রাহ্মণবংশে খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতকের শেষভাগে প্রায় ১৬০০ শকে শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদের আবির্ভাবস্থলীর নিকট আবির্ভূত হন। বলদেব নাম তিনবার উচ্চারিল। মহাপ্রভু যৈছে নরোত্তমে প্রকাশিল ॥ (শ্রীশ্যামানন্দ প্রকাশ ১০।১৭) তাঁহার আবির্ভাবের সঠিক তারিখ না জানা গেলেও তিনি যে ১৬৪০ শকে শ্রীবেদান্তসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা করেন এবং ১৬৮৬ শকে (১৭৬৪ খ্রী) শ্রীরূপগোস্বামি পাদের স্তবমালার টীকা রচনা করেন তাহা তাঁহার লেখনী হইতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ ঐতিহাসিক পলাশীর যুদ্ধ ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল, তাহারও ৭ বৎসর পরে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি টীকা রচনা করেন। সুতরাং শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ প্রায় ৯০ বৎসর প্রকট ছিলেন (১৬০০—১৬৯০ শক) অপ্রকট তিথি গঙ্গাদশহরা। 'স্তবমালা বিভূষণ' টীকার শেষে—"ষড়শীতি উত্তর ষোড়শশতী গণিতে (১৬৮৬) তস্য শকে তু টীকায়া নিষ্পত্তিঃ" এইরূপ শ্রীবলদেব লিখিয়াছেন।

শ্রীবলদেব স্থানীয় পাঠশালায় বিদ্যাশিক্ষার পর চিল্কাহ্রদের অপরপারে কোন বিদ্বদ্গোষ্ঠীর চতুষ্পাঠীতে ব্যাকরণ অলঙ্কার ও ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করেন এবং বেদান্ত অধ্যয়নের জন্য কর্ণাটে তত্ত্ববাদি মাধ্ব সম্প্রদায়ের শিষ্য হন। অতঃপর দ্বৈতবেদান্ত বিদ্বান্ শ্রীবলদেব তথায় সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দিগ্বিজয় উদ্দেশ্যে শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্র পুরীধামের তৎকালীন পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রযুদ্ধে

পরাজিত করেন। ঐসময় শ্রীশ্যামানন্দপ্রভুর প্রতিষ্ঠিত পুরীর শ্রীকুঞ্জ মঠে অবস্থান রত শ্রীল রসিকানন্দ মুরারির প্রশিষ্য কান্যকুব্জবাসী পণ্ডিত শ্রীরাধাদামোদরের নিকট শ্রীষট্‌সন্দর্ভ অধ্যয়ণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী শ্রীবলদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর সিদ্ধান্তে ও ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাহার আভাস স্বরচিত শ্লোকে প্রকাশ করিয়াছেন সিদ্ধান্তরত্নম্ ৮।৩৬, "আনন্দতীর্থ প্লুতমচ্যুতং মে চৈতন্যভাস্বৎ প্রভয়াতিফুল্লম্। চেতোরবিন্দং প্রিয়তামরন্দং পিবত্যলিঃ সচ্ছবিতত্ত্ববাদঃ॥ অর্থাৎ আমার চিত্তরূপ পদ্ম আনন্দতীর্থ মধ্বসরোবরে নিমগ্ন থাকিয়া অচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল, অতঃপর শ্রী-চৈতন্য সূর্য্যের আলোকে অতিশয় প্রস্ফুটিত হইয়া প্রেমমকরন্দ যুক্ত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ ভ্রমরের পান যোগ্য হইতেছে। তত্ত্ববাদ ছায়ার ন্যায় বোধ হইতেছে। শ্রীল বিদ্যাভূষণ পাদ "শ্রীশ্যামানন্দ শতকটিপ্পনীর" প্রথমে এবং "সাহিত্য কৌমুদীর" সর্বশেষে নিজগুরু পরম্পরা জানাইয়াছেন—"আনন্দয়তি শ্যামাং রসি-কান্ নয়নানি চ স্বধামনি যঃ। বিস্মাপকদামোদর লীলোঽবতু নঃ স গোবিন্দঃ॥ অর্থাৎ যিনি শ্যামা শ্রীরাধারাণীকে ব্রজবাসীরসিক সমূহকে, এবং ব্রজবাসী প্রানিমাত্রের নয়ন সমূহকে আনন্দ দান করেন সেই অত্যাশ্চর্য্য দামোদর লীলাকারী শ্যামসুন্দর শ্রীগোবিন্দ আমাদের পালন করুন। অর্থান্তরে—শ্রীগোবিন্দদেব আচার্য্যবপুতে শ্রীগুরু পরম্পরায় নূপুর প্রদান পূর্ব্বক শ্যামাকে আনন্দ দান করিয়া যিনি শ্রীশ্যামানন্দদেব, শ্রীরসিকানন্দদেব, শ্রীনয়নানন্দদেব এবং অত্যাশ্চর্য্য লীলাকারী (আমার ন্যায়দিগ্‌বিজয়ী দিগ্‌গজ পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া শ্রীগৌর প্রেমরসে নিমজ্জন কারী) শ্রীগুরু শ্রীরাধাদামোদররূপে সশিষ্য আমাদের স্বধামে রক্ষা করুন।

"বিজয়ন্তে শ্রীরাধাদামোদর পাদপঙ্কজদ্বন্দ্বতয়ঃ। যাভিঃ সকৃদুদিতাভির্বিনির্ম্মিতো মে মহান্ মোদঃ॥ (শ্রীশি০রত্নম্ ৮।৩৪) রাধাদামোদরঃ কান্যকুব্জবিপ্রাবতংসঃস্বস্য মন্ত্রোপদেষ্টা মহত্তমো বিদ্বদগ্রণীস্তস্য পাদ পঙ্কজদ্বন্দ্বতয়ঃ" (শ্রীসিদ্ধান্তরত্নভাষ্যপীঠকসমাপ্তিঃ) ছন্দঃকৌস্তভভাষ্যপ্রারম্ভে—"অর্চিতনয়নানন্দো রাধা দামোদরো গুরুর্জীয়াৎ। বিবৃণোমি যস্য কৃপয়া ছন্দঃকৌস্তভমহং মিতবাক॥ শেষে-"শ্রীরাধাদামোদরশিষ্যো বিদ্যাভূষণো নাম্না। ছন্দঃকৌস্তভশাস্ত্রে ভাষ্যমিদং সম্প্রতি ব্যদধাৎ॥ যাহা কর্ত্তৃক পরমগুরু শ্রীনয়নানন্দ আরাধিত হন, সেই শ্রীগুরুদেব শ্রীরাধাদামোদর জয় যুক্ত হউন, যাঁহার কৃপাতে তৎকৃত ছন্দঃকৌস্তভ আমি সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি। শ্রীরাধাদামোদরের শিষ্য এই বিদ্যাভূষণ নামক ব্যক্তি ছন্দঃকৌস্তভ শাস্ত্রের ভাষ্য সম্প্রতি রচনা করিলেন। অতঃপর শ্রীপাদ বলদেব "একান্তি গোবিন্দদাস" নাম প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরীধাম হইতে শ্রীধাম বৃন্দাবনে গিয়া শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর আরাধ্য শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর জীউর শ্রীমন্দিরে অবস্থান ও ভজন করিতে থাকেন। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রভু ১৪৫৬ হইতে ১৫৫২ শক প্রকট ছিলেন। শ্রীল রসিকানন্দ প্রভু ১৫১২-১৫৭৪ শক তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীল রাধানন্দদেব ১৫৩৮-১৬০৭ শক, তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীল নয়নানন্দদেব ১৬০৭ শকে শ্রীপাট গোপীবল্লভ পুরে মহান্ত গাদীশ্বর হন (১৬৮৫ খ্রী) ইহার ১৬বৎসর পূর্বে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঔরঙ্গজেব শ্রীবৃন্দাবনের শ্রীশ্রীগোবিন্দ-জীউর মন্দির আক্রমণের চেষ্টা করিলে সেবকবৃন্দ শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রথমে শ্রীরাধাকুণ্ডে পরে কাম্যবনে

স্থানান্তরিত করেন। তৎপরে রাজস্থানে মির্জারাজা প্রথম জয়সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র রামসিংহের সেবাশ্রয়ে লইয়া যান। রাজধানী অম্বর হইতে প্রায় পাঁচ ক্রোশ দূরে "গোবিন্দপুরা" পল্লীতে ১৬৯১-১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত শ্রীগোবিন্দজীউ অবস্থান করেন। সবাঈ জয়সিংহ (দ্বিতীয়) ১৭০০-১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জয়পুরের রাজ সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন, এবং তিনি বর্ত্তমান আকারে জয়পুর নগর প্রতিষ্ঠা করেন, তন্মধ্যে ১৭১৪ খৃ. শ্রীগোবিন্দজীউ অম্বরে এবং ১৭১৬ খৃ. জয়পুরের 'চন্দ্রমহল' রাজপ্রাসাদের সম্মুখভাগে "সূর্য্যমহলে" অধিষ্ঠিত হন ইহার প্রমাণ সেবাইত শ্রীপ্রদ্যুম্ন কুমার গোস্বামী জয়পুর ষ্টেটের প্রধান কাগজ পাত্র হইতে প্রদান করেন, (১৯৫২ খৃ.) শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবা শ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণগণই শ্রীবৃন্দাবনের প্রথানুযায়ী করিতে থাকেন। জয়পুর নগরের কেন্দ্রস্থল হইতে প্রায় একক্রোশ দূরে পূর্ব্বভাগে 'গলতা আশ্রম' বা 'গলতার গাদী' শ্রীরামানন্দ শাখার বৈষ্ণবগণের প্রসিদ্ধপীঠস্থান, ঐ আশ্রম অম্বরাধীশ মহারাজ পৃথ্বীরাজের সময় পৈহারী কৃষ্ণদাসজীর দ্বারা স্থাপিত, সেই হইতে জয়পুর রাজবংশের উপর রামানন্দী বৈষ্ণব মহান্তগণের প্রবল আধিপত্য চলিয়া আসিতেছে। জয়পুর রাজ-প্রাসাদের মধ্যে গৌড়ীয়ার ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউ গৌড়ীয়গণের পদ্ধতি অনুসারে পূজিত হইতেছেন জানিয়া গলতার গাদীস্থিত স্বামী বালানন্দ (১৬৬২ খৃ. জন্ম) প্রমুখ মহান্তগণ তাঁহাদের অনুগত তদানীন্তন জয়পুর নরেশকে জানাইলেন গৌড়ীয়গণ চতুঃসম্প্রদায়ের অন্তর্গত নন, সুতরাং তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার প্রদান করা উচিত নহে। এই ঘটনা ১৭১৮ খৃ. অর্থাৎ ১৬৪০ শকে ঘটিয়াছিল।

চতুঃসম্প্রদায়ঃ—ইহার কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে উত্তর ভারতে একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন সুরু হয়। শ্রীরামানন্দ স্বামীর পর চতুর্থ অধস্তন (রামানন্দ, অনন্তানন্দ, পৈহারী কৃষ্ণদাস, অগ্রদাস তাঁহার শিষ্য নাভাদাস) শ্রীনাভাদাসজী (প্রায় ১৬০০ খৃ জন্ম) তাঁর রচিত হিন্দী ভক্তমালে সর্ব্ব প্রথম চরিটি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে ছপ্পয় ও দোঁহা রচনা করিয়াছেন—শ্রীরামানুজ কল্পবৃক্ষ শ্রীবিষ্ণুস্বামী সংসার সমুদ্রের জাহাজ, শ্রীমধ্বাচার্য্য মেঘ, শ্রীনিম্বার্ক সূর্য্য সদৃশ। এই চারিজন ক্রমে শ্রী, রুদ্র, ব্রহ্ম ও সনক সম্প্রদায়ের আচার্য্য। সুতরাং পরবর্ত্তী জনগণের ধারণা উক্ত চারিসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত রূপে পরিচয় প্রদান করিতে না পারিলে কেহই বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া দাবী করিতে পারিবেন না। মতান্তরে শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয়স্কন্ধে (তা ২৯.৭-১১) শ্রীকপিলদেব বর্ণিত সগুন নির্গুণভেদে ভক্তিযোগ চারিপ্রকার। সগুণ সাত্ত্বিক রাজসিক ও তামসিক, এবং নির্গুণ একপ্রকার ইহা অবলম্বন করিয়া শ্রীবল্লভাচার্য্য স্বকৃত সুবোধিনী টীকায় উল্লেখ করিয়াছেন—শ্রীরামানুজ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় রাজসিক, শ্রীবিষ্ণুস্বামী প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় তামসিক, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় সাত্ত্বিক, অস্মৎ প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায় নির্গুণ। শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। শ্রীমদ্ভাগবতের ষষ্ঠ স্কন্ধে বর্ণিত স্বয়ম্ভু, ব্রহ্মা নারদ শম্ভু, কুমার অর্থাৎ চতুঃসন কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলিমহারাজ, ব্যাসনন্দন শ্রীশুক, এবং যমরাজ এই দ্বাদশ মহাজন এবং ইহাদের অনুগত সম্প্রদায়ই ভক্তিধর্মের প্রবর্ত্তক "শ্রীক্রমসন্দর্ভঃ" ৬।৩।২০।

"শ্রীবৈষ্ণবমতাব্জভাস্কর" গ্রন্থের উল্লেখানুসারে সবাঈ জয়সিংহের (দ্বিতীয়) রাজত্বকালে শ্রীরামানন্দস্বামীর শিষ্য সুরকুরানন্দের শাখায় (১০ ম অধস্তন) গোবর্দ্ধন বাসী ব্রজানন্দের প্রধান ও প্রবল প্রতাপ শালী শিষ্য শ্রীবালানন্দজী চারিসম্প্রদায়ের বৈষ্ণব সংগঠন করেন এবং জয়পুর রাজের সেনাবাহিনীকে বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া এক একটি আখড়ায় পরিণত করেন। শ্রীবালানন্দজী ১৭০২ খ্রী, প্রয়াগে ও অন্যান্য স্থানে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আখড়া স্থাপন করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বর্ত্তমান আকারে প্রকাশিত কুম্ভ মেলার প্রবর্ত্তক বলিয়াও মনে করেন, (পরিশিষ্টভাগ ১০১ পৃষ্ঠা)। জয়পুরে "চাঁদপোলদরজা" নামকপল্লীতে অদ্যাপি "বালানন্দজীর আখড়া" বা গাদী দৃষ্ট হয়। উক্ত বালানন্দজী ও তদনীন্তন গলতা মঠাধীশ শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণকে জানান যে—তাঁহারা যে পর্য্যন্ত চারিটি প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন একটির অন্তর্গতরূপে পরিচয় পত্র বা স্বসম্প্রদায়ের বেদান্তভাষ্যাদি প্রদর্শন করিতে না পারিবেন, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবাধিকার লাভ করিতে পারিবেন না। এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য জয়পুর নরেশ চারি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের সহিত গৌড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্যগণের একটি বিচার সভা আহ্বান করিবার প্রস্তাব করেন।

জয়পুরে বৈষ্ণবসভা ঃ—এই সংবাদ শ্রীধামবৃন্দাবনে আসিলে সমুদয় গোস্বামী মহান্ত অধিকারী ও বৈষ্ণবগণ একত্রিত হইয়া তদানীন্তন বর্ষীয়ান, ও প্রধান আচার্য শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি পাদের কর্ণগোচর করিলেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত শ্রীবলদেবকে, তাঁহার ছাত্র শ্রীকৃষ্ণদেবাচার্য্য প্রমুখ কতিপয় বৈষ্ণব পণ্ডিতের সহিত জয়পুরে বিচার সভায় প্রেরণ করিতে ইচ্ছাপ্রকাশ করিলেন। শ্রীবলদেব নিজ শ্রীগুরুপাঠ গোপীবল্লভপুর গাদীর তদানীন্তন শ্রীমহান্ত পদে অধিষ্ঠিত তাঁহার পরমগুরুদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দদেব গোস্বামি প্রভুর শ্রীচরণে শুভাশীর্ব্বাদ প্রার্থনা জানাইয়া জয়পুরে গমন করিলেন। পত্র পাইয়া শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দদেব প্রভু শ্রীপাট হইতে নৌকা যোগে গঙ্গাপথে প্রয়াগ হইয়া যমুনার প্রবাহ ধরিয়া শ্রীধাম বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দর মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। জয়পুর গলতার সভায় উপস্থিত হইয়া শ্রীবলদেব বলিলেন—গৌড়ীয়বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মূল প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণকেই শ্রীব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত ভাষ্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, শ্রীজীব গোস্বামিপাদকৃত ষট্‌সন্দর্ভাদি গ্রন্থই উহার প্রমাণ। কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের পণ্ডিতগণের এই কথায় মন মানিল না, স্বকীয় বেদান্ত ভাষ্য ব্যতীত কোন সম্প্রদায়ই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না, বলিয়া তাঁহারা আপত্তি উত্থাপন করিলেন। বিচার চলিতে থাকিলে প্রতিবাদী পণ্ডিতগণ একে একে পরাস্ত হইলেন।

শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা ঃ—অনন্তর শ্রীপাদবলদেব কয়েক দিনের মধ্যেই স্বসম্প্রদায়ের ভাষ্য দেখাইবেন বলিয়া সভায় প্রতিশ্রুতি দিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর শরণাপন্ন হইলেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর বারত্রয় স্বপ্নাদেশ লাভ করিয়া স্বল্পকাল মধ্যেই শ্রীমদ্‌ব্রহ্মসূত্রের শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভাষ্য গীতাভূষণ ভাষ্য শ্রীগোপালতাপনী ও দশোপনিষদ্ ভাষ্য এই প্রস্থান ত্রয়ের ভাষ্য রচনা করিয়া জয়পুরের পণ্ডিত সভায় প্রদর্শন করাইলেন ১৬৪০ শকে, ১৭১৮ খ্রীষ্টাব্দে। তখন ভিন্ন সম্প্রদায়ী পণ্ডিতগণ সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত

হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পঞ্চম বৈষ্ণব সম্প্রদায়রূপে স্বীকার করিলেন এবং পূর্ব্বতন পূজারীগণই শ্রীশ্রীগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত থাকিলেন। এই সময় হইতেই জয়পুর গলতা করৌলী এবং শ্রীধামবৃন্দাবন প্রভৃতি স্থানের শ্রীবিগ্রহগণের সেবাধিকার শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সম্প্রদায়ের বৈষ্ণববৃন্দেরই দৃঢ়ীকৃত হইল। জয়পুরাধীশ বহুসম্মানের সহিত শ্রীপাদ বলদেবকে "বিদ্যাভূষণ" উপাধি প্রদান করেন। উল্লিখিত বিচার আরম্ভকালে গলতার পণ্ডিতগণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—'পরাস্ত হইলে বিজয়িপক্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবেন" এক্ষণে পণ্ডিতগণ পরাজিত হইয়া শ্রীপাদের শিষ্য হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় শ্রীবিদ্যাভূষণপাদ বিনয় নম্রভাবে তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া গলতায় "শ্রীবিজয়গোপালজীউ" শ্রীবিগ্রহ স্থাপিত করিলেন এবং শ্রীগোপালজীউর আরত্রিক অগ্রে হইবে' এইমাত্র স্ববাক্যস্থায়ী রাখিলেন, অধুনা ঐ শ্রীবিজয়গোপালজীউর সেবা রামানন্দীসাধু গণের হস্তে সমর্পিত হইয়াছে। অতঃপর মহারাজের নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক সকলের নিকট আমূল বৃত্তান্ত প্রকাশ করায় সকলে শ্রীপাদকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। অনন্তর শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরের মহান্ত শ্রীশ্রীব্রজজনানন্দদেব গোস্বামি জীউর আজ্ঞামতে উক্ত গোস্বামিজীউর আরাধ্য শ্রীশ্রীশ্যামানন্দ প্রভুর প্রকটিত শ্রীবৃন্দাবনে বিরাজিত "শ্রীশ্যামসুন্দর! তে দাস্যং করবাম তবোদিতম্" শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজীউর সেবা নির্বাহের জন্য অধিকারী পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অন্যান্য শ্রীগ্রন্থসমূহ রচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সেই হইতে অদ্যাবধি শ্রীবৃন্দাবনেও সর্ব্বদেবালয়ের অগ্রে শ্রীশ্রীরাধাশ্যামসুন্দরজীউর আরত্রিক সর্ব্বপ্রথম অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দী কার্ষ্ণগোষ্ঠীর ইহাও একটি অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সম্প্রদায়ের সর্বতন্ত্র স্বাতন্ত্র্য স্থিরী করণ। শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিজয় গোবিন্দজীউর সেবা শ্রীল বিদ্যাভূষণপাদ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়, ইহা শ্রুত হয়। শ্রীশ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ ব্যক্ত করিয়াছেন—"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ। শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥" যিনি উদার অর্থাৎ মহান্ দাতা আমাকে "বিদ্যারূপ ভূষণ" প্রদান পূর্ব্বক "সেই বিদ্যাভূষণ" উপাধিদ্বারা আমাকে খ্যাতি লাভ করাইয়াছেন, এবং শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিতে আমার নিকট স্বপ্নযোগে আবির্ভূত হইয়া নির্দ্দেশদান দ্বারা বেদান্তরূপ নিজ শব্দ ব্রহ্ম বিগ্রহের ভাষ্য নির্ণয় করিয়াছেন, সেই ত্রিভঙ্গিম রম্য মূর্ত্তি শ্রীরাধাবন্ধু শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর জয়যুক্ত হউন সর্ব্বোৎকর্ষে বিরাজ করুন।

শ্রীগ্রন্থাবলীঃ—শ্রীপাদবলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত ও বর্ত্তমানে উপলভ্যমান শ্রীগ্রন্থাবলী—ন্যায় প্রস্থান—১। শ্রীব্রহ্ম সূত্রের শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্য। শ্রুতি প্রস্থান—২। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ ভাষ্য ঈশাদিদশোপনিষদ্ ভাষ্য—৩। স্মৃতিপ্রস্থান—৪। শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য,—৫। শ্রীবিষ্ণুসহস্র নামভাষ্য —শ্রীনামার্থসুধা,—৬। সিদ্ধান্তরত্ন ভাষ্যপীঠক,—৭। প্রমেয় রত্নাবলী,—৮। সিদ্ধান্তদর্পণ,—৯। বেদান্ত সামন্তক—১০। শ্রীমদ্ভাগবতটীকা বৈষ্ণবানন্দিনী,—১১। সাহিত্যকৌমুদী,—১২। তদীয় টীকা— শ্রীকৃষ্ণানন্দিনী,—১৩। ঐশ্বর্য্যকাদম্বিনী,—১৪। কাব্যকৌস্তুভ,—১৫। ছন্দঃকৌস্তুভ ভাষ্য,

১৬। শ্রীলঘুভাগবতামৃতটিপ্পনী সারাঙ্গরঙ্গদা, ১৭। নাটকচন্দ্রিকাটীকা, ১৮। স্তবমালাবিভূষণ ভাষ্য, ১৯। শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভটীকা,—২০। শ্রীশ্যামানন্দশতক টিপ্পনী,—২১। ব্যাকরণকৌমুদী,—২২। গুপ্তধামছত্র শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপদারবিন্দনিরত বৈষ্ণবানাং গুপ্তধাম ছত্রম্—"শ্রীচৈতন্যপদারবিন্দনিরতাস্তদ্ধাম বৃন্দাবনং, শ্রীকুণ্ডং সুখদং বিলাস নিলয়ং ক্ষেত্রঞ্চ বংশীবটম্। শ্রীগোবর্দ্ধন মণ্ডলস্য পরিতঃ কুর্বন্তি তে দক্ষিণং, রাধাকৃষ্ণপদারবিন্দ ভজনে তেষান্তু বাঞ্ছা পরম্ ॥১॥ শ্রীগোপালমনু, জপন্তি সততং পাটং নবদ্বীপক বর্ণং শুদ্ধমতো বদন্তি রসিকা গোত্রং পরমচ্যুতম্ ॥ গায়ত্রীং মদনাভিধামপি পরং মন্ত্রং মহামন্ত্রকং, আচার্য্যং কমলাসনং মুনিবরং ব্যাসং ঋষিং নারদম্ ॥২॥ দেবং মন্মথ মোহনঞ্চ নিগমং বেদাদিমূলং মনু র্গোপালস্য চং তাপনীমতঃ পরে সংচক্ষতে কোবিদঃ। রাধাকৃষ্ণপদাব্জলভ্যমমলাং মুক্তিঞ্চ শাখাভূতাং নামৈক মনুজীবনং তু কথিতং নিষ্ঠাতু কৃষ্ণার্পিতে ॥৩॥ শ্রীমন্নামদিদেশ পংক্তিরুচিরা মুদ্রামতা শীতলা, গোপীচন্দন চারুচিত্র তিলকং ভালে পটে শোভিতম্। শ্রীমৎ শ্রীতুলসীভবা চ শুভদা মালা দ্বিধা বা ত্রিধা, শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণ মনীশং সেবা মুদা শ্রেয়সে ॥৪॥ আচার্য্যং সততং বদন্তি সুখদং ত্বদ্বৈতচন্দ্রং পরে। নিত্যানন্দমনেক জীবশরণং-ক্রমঃ কিমন্যৎ পরম্ ॥৫॥ শ্রীল বিদ্যাভূষণ প্রভুপাদের প্রধান দুইজন শিষ্যের নাম পাওয়া যায়—১। শ্রীনন্দমিশ্র—সিদ্ধান্ত দর্পণের টীকাকার, ২। শ্রীউদ্ধবদাস—উপাসনা পদ্ধতি রচয়িতা।

সারসংক্ষেপঃ—শ্রীমদ্বেদান্তদর্শনের শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যের প্রথমাধ্যায়ে বিচার্যবিষয় বেদান্ত দর্শন চারিটি অধ্যয়ে বিভক্ত সমন্বয়, অবিরোধ, সাধন, ও ফল, এবং প্রতিটি অধ্যায় পাদচতুষ্টয়ে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সমন্বয় অধ্যায়ের প্রথমপাদে বেদের শিরোভাগ উপনিষদে বিভিন্ন গুরুশিষ্য সংবাদে বর্ণিত 'স্পষ্টব্রহ্ম' বিষয়ক শ্রুতিমন্ত্রসমূহ উল্লেখ করিয়া অধিকরণ অনুযায়ী প্রথমতঃ বিষয়, সংশয় পূর্ব্বপক্ষ, উত্তরপক্ষ, ও সঙ্গতি এই পঞ্চ ন্যায়াঙ্গ দ্বারা সজ্জিত করিয়া বিচার পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত স্থাপিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে বস্তুনির্দেশ ও নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণে সমগ্র গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু পরব্রহ্মপদবাচ্য, সত্য জ্ঞানাদি ব্রহ্মলক্ষণে লক্ষিত শিবাদি সংস্তুত, সর্বেশ্বরেশ্বর, অবিচিন্ত্যানন্ত শক্তিমান, জগজ্জন্মাদির নিমিত্ত উপাদান উভয়বিধ কারণ হইয়াও নির্দোষ, ভজনীয় স্বরূপ, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব" উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। ইহাদ্বারা ব্রহ্মসংহিতার প্রথম শ্লোকটির তাৎপর্য্যও বর্ণিত হইয়াছেন"ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরা-দির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণম্ ॥ ইত্যাদি। সাক্ষাৎ শঙ্করাবতার অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীল শঙ্করাচার্য্যের স্তবনীয় "ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে! প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে নহি নহি রক্ষতি ডুকৃঞ্ করণে" ইত্যাদির তাৎপর্য "শিবাদিসংস্তুত" এই বাক্যে লক্ষিত হইয়াছে। যেহেতু শ্রীগোবিন্দদেব নির্বিশেষ ব্রহ্মের ও আশ্রয় পরব্রহ্ম, পরমাত্মারও আত্মা, বৈকুণ্ঠাধীশেরও অধীশ্বর, মৎস্যাদি অবতার বর্গেরও অবতারী, মধুর ভূমানন্দ প্রবাহ প্রদাতা "কৃষ্ণ মেনমবেহিত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" সুতরাং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সরল মতি সকলের পক্ষেই এই ভাষ্য শ্রোতব্য মন্তব্য ও নিদিধ্যাসিতব্য। "বিচিন্ত্যানি বিচার্য্যানি বিচেয়ানি পুনঃ পুনঃ। কৃপণস্য ধনানীব তন্নামানি ভবন্তু নঃ॥ এই অধ্যায়ের প্রথম পঞ্চ অধিকরণে একাদশ সূত্রে নিখিল বেদবাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব নির্ণীত হইয়াছেন। ষষ্ঠ হইতে একাদশ অধিকরণে আনন্দময়

সূর্য্যান্তর্য্যামী অক্ষিপুরুষ আকাশ প্রাণ জ্যোতিঃ ইন্দ্র প্রাণ প্রজ্ঞাদি শব্দ বৈদিকরূঢ়ি অর্থে শ্রীগোবিন্দদেবেরই বাচক, ইহা প্রথমপাদের বিষয়।

দ্বিতীয়পাদে ঃ অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক শ্রুতিবাক্যসমূহ বিচার পূর্ব্বক মনোময়, আত্তা, গুহাপ্রবিষ্ট, অন্তর, অন্তর্য্যামী, অদৃশ্য, ও বৈশ্বানর' প্রভৃতি শব্দ শ্রীগোবিন্দদেবের বিশেষণ, যেমন—শ্যামসুন্দর শ্রীগোবিন্দদেবের রূপ গুণ বাচক নাম।

তৃতীয়পাদে ঃ—অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গক অথচ বিসাষ্টজীবাদিলিঙ্গক শ্রুতিবাক্যসমূহ বিচার পূর্ব্বক দ্যু ভূ প্রভৃতির আশ্রয় ও অমৃতের সেতু অর্থাৎ প্রাপক, শ্রীগোবিন্দদেবই বিশেষণ দ্বারা উক্ত হইয়াছেন। যেমন পতিব্রতারমণী সাক্ষাদ্‌ভাবে স্বামীর নাম উচ্চারণ করিতে না পারিয়া বিশেষণ দ্বারা পরিচয় দেন, সেই প্রকার শ্রুতিগণও পরিচয় দিতেছেন—"পতিব্রতা স্বামীর নাম কহিতে না পারি। বিশেষণে সবিশেষ কহিতে যে পারি॥" ভূমা, অক্ষর, ঈক্ষতি ক্রিয়ার কর্ত্তা, দহরাকাশ, অঙ্গুষ্ঠমাত্র, দেবতা, বজ্র, আকাশ মুক্তজীবও ব্রহ্মাভিন্ন' ইত্যাদি।

চতুর্থপাদে ঃ—বেদের কোন কোন শাখাতে দেখা যায় কপিলোক্ত সাংখ্য শাস্ত্রের পরিভাষার ন্যায় 'প্রকৃতিপুরুষ' বাচক শব্দ সকল যেমন—অব্যক্ত, অজা, পঞ্চজনা, জগৎকারণ, প্রকৃতির অধ্যক্ষ (কর্ত্তা) দ্রষ্টবা, উভয়বিধ কারণ, হর, সর্ব্বনাম' ইত্যাদি শব্দের প্রকৃততাৎপর্য্যার্থ পূর্বোক্ত ব্রহ্ম বিচারের অনুকূলে ব্যাখ্যা কর্ত্তব্য। বর্ষাকালে মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্য্য আমাদের দৃষ্টি গোচর না হইলেন কিছুক্ষণ মধ্যে সূর্য্য স্বকীয় তেজদ্বারা মেঘকে অপসারিত করিয়া দর্শন দান করেন, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যের করুণা হইলে "যস্য দেবে পরা ভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" এই ন্যায়ানুসারে ভক্তের নিকট শ্রুতি নিজ গূঢ়ার্থও প্রকাশ করেন, ইহাই প্রথমাধ্যায়ের সংক্ষিপ্তার্থ। ইতি শম্।

শ্রীনবদ্বীপ—

শুভবিজয়াদশমী—১৩৯৯

ইতি—শ্রীকানাইলাল পঞ্চতীর্থ

প্রথমাধ্যায়স্য সুত্র সূচী—

অ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ	৪৩৬
অতএব চ নিত্যত্বম্	৫০৩
অতএব ন দেবতা	৩৮৯
অতএব প্রাণঃ	২৭১
অত্তা চরাচর	৩২৮
অথাতো ব্রহ্ম	৯২
অদৃশ্যতাদিগুণকঃ	৩৬৬
অনবস্থিতেরসম্ভবা	৩৫১
অনুকৃতেস্তস্য চ	৪৭৪
অনুপপত্তেস্তু ন	৩১৫
অনুস্মৃতেরিতি	৩৯৩
অন্তর্য্যাম্যধিদৈ	৩৫৫
অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ	২৫৮
অন্তর উপপত্তেঃ	৩৪২
অন্যভাব ব্যাবৃত্তেশ্চ	৪৪০
অন্যার্থস্তু জৈমিনিঃ	৬৬১
অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ	৪৭২
অপি স্মর্য্যতে	৪৭৬
অভিধ্যোপাদেশাচ্চ	৬৯৩
অভিব্যক্তেরিত্যাশ্ম	৩৯২
অর্ভকৌকস্তাৎ	৩২০
অল্পশ্রুতেরিতিচেৎ	৪৭৩
অবস্থিতেরিতি	৬৮১
অস্মিন্নস্ত চতদ্	২৪৯

আ	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ	২৬৫
আকাশোঽর্থান্তর	৫৭৩
আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ	৬৯৮
আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ	২১৩
আনুমানিকমপ্যে	৫৯২
আমনন্তি চৈনমাস্মিন্	৩৯৬
ই, ঈ, উ, এ,	
ইতরপরামর্শাৎ সঃ	৪৬২
ঈক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ	৪৪৭
ঈক্ষতের্নাশব্দম্	১৭৭
উৎক্রমিষ্যত এবং	৬৭৪
উত্তরাচ্চেদাবির্ভূত	৪৬৫
উপদেশাভেদান্নেতি	২৮০
এতেন সর্ব্বেব্যাখ্যাতাঃ	৭১৯
ক	
কম্পনাৎ	৫৬৭
কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপাদেশাচ্চ	৩১৬
কল্পনোপদেশাচ্চ	৬২৩
কামাচ্চ নানুমানা	২৪৮
কারণত্বেন চাকাশাদিষু	৬৪২
ক্ষত্রিয়ত্বাবশতৌ	৫৪২
গ	
গতিশব্দাভ্যাম্	৪৫৬
গতিসামান্যাৎ	১৯৪
গুহাংপ্রবিষ্টাবাত্মনৌ	৩৩৪
গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ	২৮১

চ, ছ, জ.

চমসবদবিশেষাৎ ৬১৬
ছন্দোঽভিধানান্নেতি ২৭৬
জগদ্বাচিত্বাৎ ৬৫৫
জন্মাদ্যস্য যতঃ ১১৭
জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গ ৬৫৮
জীবমুখ্য প্রাণলিঙ্গা ২৯৮
জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ৬০৩
জ্যোতিরুপক্রমা ৬১৯
জ্যোতির্দ্দর্শনাৎ ৫৬৯
জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ২৭৩
জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ৫৩০
জ্যোতিষৈকেষামত্য ৬৩৬

ত

তত্তু সমন্বয়াৎ ২৬১
তদধীনত্বাদর্থবৎ ৫৯৯
তদভাবনির্দ্ধারণে চ ৫৪৭
তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ ৪৮৬
তদ্ধেতু ব্যপদেশাৎ ২৩৫
তন্নিষ্ঠস্যমোক্ষোপ ১৮৬
ত্রয়াণামেব চৈবমুপ ৬০৭

দ, ধ, ন.

দহর উত্তরেভ্যঃ ৪৫৩
দ্যুভ্বাদ্যায়তনং ৪০৪
ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ৩২৯
ধৃতেশ্চমহিম্নোঽস্য ৪৫৯
ন চ স্মার্তমতদ্ধর্ম্মা ৩৫৭
নবক্তুরাত্মাপদেশাৎ ২৮৭
নসংখ্যোপসংগ্রহাদপি ৬৩২
নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ৪০৭
নেতরোঽনুপপত্তেঃ ২৪১

প

পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ৫৮২
প্রকরণাচ্চ ৩৩০, ৩৭২
প্রকরণাৎ ৪১০
প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞা ৬৯২
প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে ৬৭১
প্রসিদ্ধেশ্চ ৪৬১
প্রাণভৃচ্চ ৪০৮
প্রাণস্তথানুগমাৎ ২৮৩
প্রাণদয়ো বাক্যশেষাৎ ৬৩৪

ভ

ভাবন্তু বাদরায়ণে ৫৩১
ভূতাদিব্যপদেশা ২৭৯
ভূমা সম্প্রসাদাদধ্যু ৪২১
ভেদব্যপদেশাচ্চ ৪১০
ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ২৬১
ভেদব্যপদেশাৎ ২৪৪

ম

মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদ ৫২৯
মহদ্বচ্চ ৬১২
মান্ত্রবর্ণিকমেব চ ২৩৭
মুক্তোপসৃপ্যব্যপ ৪০৬

য, র, ব,

যোনিশ্চহি গীয়তে ৭১২
রূপোপন্যাসাচ্চ ৩৬৯
বদতীতিচেন্ন ৬০৪
বাক্যান্বয়াৎ ৬৭০
বিকারশব্দান্নেতি ২২৮
বিরোধঃ কর্ম্মণীতি ৪৯২
বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ৩১৪

	পৃষ্ঠাঙ্কাঃ
বিশেষণভেদব্যপদেশাৎ	৩৬৮
বিশেষণাচ্চ	৩৩৮
বৈশ্বানরঃ সাধারণ	৩৮১
শ	
শব্দ ইতিচেন্ন	৩৯৭
শব্দাবিশেষাৎ	৩১৮
শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ	৩৮৫
শব্দাদেবপ্রমিতঃ	৪৮০
শারীরশ্চোভয়েঽপি	৩৫৯
শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশঃ	২৯০
শাস্ত্রযোনিত্বাৎ	১৪২
শুগস্য তদনাদরশ্রবণাৎ	৫৪০
শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতি	৪৪৯
শ্রুতত্বাচ্চ	১৯৮
শ্রুতোপনিষৎক	৩৪৯
স	
সংস্কারপরামর্শাৎ	৫৪৫
সমাকর্ষাৎ	৬৪৬
সমান নামরূপত্বাচ্চ	৫১৯
সম্পত্তেরিতিজৈমিনি	৩৯৪
সম্ভোগ প্রাপ্তিরিতি	৩২৩
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদে	৩০৯
সা চ প্রশাসনাৎ	৪৩৮
সাক্ষাচ্চোভয়াম্নানাৎ	৬৯৭
সাক্ষাদপ্যবিরোধং	৩৯০
সুখবিশিষ্টাভিধা	৩৪৫
সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যো	৫৭৯
সূক্ষ্মন্তুতদর্হত্বাৎ	৫৯৭
স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ	৩৪৪
স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ	৪১১
স্মর্য্যমানমনুমানং	৩৮৩
স্মৃতেশ্চ	৩১৬
স্বাপ্যয়াৎ	১৯২
হ	
হৃদ্যপেক্ষয়াতু মনুষ্যা	৪৮১
হেয়ত্বাবচনাৎ	১৮৯

ইতি প্রথমাধ্যায়স্য সূত্র সূচী সম্পূর্ণম্ ।

মুদ্রণে :—

❁ **শ্রীহরিনাম প্রেস, বৃন্দাবন।**

প্রথমাধ্যায়স্যাধিকরণসূচী ।

প্রথমপাদস্য — পৃষ্ঠাঙ্কঃ

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণম্ ৮৮
জন্মাদ্যধিকরণম্ ১১৩
শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্ ১২৬
সমন্বয়াধিকরণম্ ১৫৯
ঈক্ষত্যধিকরণম্ ১৭৪
আনন্দময়াধিকরণম্ ২০৩
অন্তরধিকরণম্ ২৫২
আকাশাধিকরণম্ ২৬৩
প্রাণাধিকরণম্ ২৬৯
জ্যোতিরধিকরণম্ ২৭২
ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণম্ ২৮১

দ্বিতীয়পাদস্য—

সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণম্ ৩০৪
অত্ত্রাধিকরণম্ ৩২৬
গুহাধিকরণম্ ৩৩২
অন্তরাধিকরণম্ ৩৪০
অন্তর্য্যাম্যধিকরণম্ ৩৫৩
অদৃশ্যত্বাধিকরণম্ ৩৬২
বৈশ্বানরাধিকরণম্ ৩৭৪

তৃতীয়পাদস্য— — পৃষ্ঠাঙ্কঃ

দ্যুভ্বাদ্যধিকরণম্ ৪০০
ভূমাধিকরণম্ ৪১৩
অক্ষরাধিকরণম্ ৪৩২
ঈক্ষতিকর্ম্মাধিকরণম্ ৪৪৩
দহরাধিকরণম্ ৪৫০
প্রতিমাধিকরণম্ ৪৭৭
দেবতাধিকরণম্ ৪৮৩
ভাবাধিকরণম্ ৫২৬
অপশূদ্রাধিকরণম্ ৫৩৪
কম্পনাধিকরণম্ ৫৬৪
অর্থান্তরত্বাধিকরণম্ ৫৭১

চতুর্থপাদস্য—

আনুমানিকাধিকরণম্ ৫৮৮
চমসাধিকরণম্ ৬১৪
সংখ্যোপসংগ্রহাধিকরণম্ ৬২৯
কারণত্বাধিকরণম্ ৬৩৭
জগদ্বাচিত্বাধিকরণম্ ৬৫১
বাক্যান্বয়াধিকরণম্ ৬৬৬
প্রকৃত্যধিকরণম্ ৬৮৫
এতেন সর্ব্বব্যাখ্যাতাধিকরণম্ ৭১৬

আগরা নিবাসি পরম সাধুসেবি শ্রীযুক্ত ফুলচাঁদ বংশল অযাচিতভাবে প্রদত্ত সাদরে গৃহীত-৫০১ এবং শ্রীগৌড়ীয়গোস্বামিগ্রন্থের প্রকাশক শ্রীধামবৃন্দাবন নিবাসি শ্রীযুক্ত শ্যামলাল হাকিমজীর নিকটে অযাচিতভাবে সাদর প্রাপ্ত—২০১ ।

* শ্রীশ্রীগৌরকৃষ্ণৌ জয়তি *

শ্রীশ্রীবেদান্তদর্শনম্

শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ বিরচিতম্

শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্যম্

ওঁ নমঃ পূর্ণপ্রমিতয়ে শ্রীগোবিন্দায়

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মশিবাদিস্তুতং ভজদ্রূপম্।

গোবিন্দং তমচিন্ত্যং হেতুমদোষং নমস্যামঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশ্রীরসিকানন্দ ভাষ্যম্

প্রেমারাধ্য পদদ্বন্দং প্রেমভক্তি প্রদায়কম্।
প্রসিদ্ধ গোপিকাভাব প্রকাশিত জগত্রয়ম্ ॥ ১ ॥
সিংহগ্রীবং মহামত্তং জানুলম্বিভুজদ্বয়ম্।
তপ্তহেমদ্যুতিং বন্দে বিশ্বম্ভরং জগদ্গুরুম্ ॥ ২ ॥
শ্রীশ্যামসুন্দরং বন্দে শ্যামং কিশোর বিগ্রহম্।
রসিকানন্দদং দেবং বৃন্দারণ্য পুরন্দরম্ ॥ ৩ ॥

শ্রীশ্রীরাধাচরণ চন্দ্রিকা।

গোবিন্দ কর লালিতা রসিকানন্দবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বেষাং হৃদয়ে ধার্য্যা রাধাচরণ চন্দ্রিকা ॥ ১ ॥

যাঁহার চর যুগল প্রেমভক্তির দ্বারা আরাধনা করা হয়, এবং যিনি ব্রজজাতীয় প্রেমভক্তি প্রদায়ক, যিনি শ্রীমদ্ ভাগবতাদি শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ব্রজগোপিকার শ্রীশ্যামসুন্দরের প্রতি যে জাতীয় ভাব বা প্রীতি সেই প্রীতি ত্রিজগতে প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সিংহগ্রীব স্বপ্রেমানন্দে মহামত্ত আজানুলম্বিত ভুজযুগল উত্তপ্ত শুদ্ধ স্বর্ণকান্তিযুক্ত, জগদ্গুরু, বিশ্বপালনকর্ত্তা শ্রীবিশ্বম্ভরদেবকে বন্দনা করি। ১-২।

শ্রীবৃন্দারণ্য পুরন্দর নবীন মেঘের সদৃশ শ্যামবর্ণ যিনি নিত্য নবনবায়মান সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত নিত্যকিশোর বিগ্রহ এবং যিনি শ্রীবৃন্দাবনীয় রস রসিক বৃন্দের আনন্দদায়ী, তথা ব্রজপরিকরগণের সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়াশীল, সেই শ্রীশ্যামসুন্দর দেবকে বন্দনা করি।৩।

অন্নপূর্ণাং নমাম্যহং দেবীং স্বাভীষ্টদায়িনীম্।
যস্যাঃ কৃপালবেনাত্র ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া ॥ ৪ ॥

অত্রেয়ং স্বগুরু পরম্পরা—

মহাপ্রভুং শ্রীচৈতন্যং গৌরীদাস সমন্বিতম্।
শ্রীমন্তং হৃদয়ানন্দং শ্যামানন্দেন শোভিতম্ ॥ ৫ ॥
কিশোরস্য পদং বন্দে বন্দে কৃষ্ণ গতিং তথা।
শ্রীমদ্ ব্রজজনানন্দং বৈষ্ণবানন্দদেবকম্ ॥ ৬ ॥
শ্রীমতীং চন্দনাদেবীং দেবীঞ্চ কুঙ্কুমাং তথা।
শ্রীমতীং কাঞ্চনাং বন্দে গোবিন্দ সেবনোৎসুকাম্ ॥ ৭ ॥
অন্নপূর্ণাং নমাম্যহং দেবীং স্বাভীষ্টদায়িনীম্।
যেষাং কৃপালবেনাত্র ব্যাখ্যায়াং জায়তে মতিঃ ॥ ৮ ॥

পক্ষে—শ্রীবৃন্দাবনাধিদৈবত শ্রীশ্যামসুন্দরকে বন্দনা করি, এবং শ্রীশ্যামসুন্দর সেবাপ্রকাশক শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুপাদকে বন্দনা করি, তথা শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুপাদের জ্যেষ্ঠ ও প্রিয় শিষ্য শ্রীকিশোরদেব গোস্বামি প্রভুকে বন্দনা করি, এবং শ্রীপাট গোপীবল্লভপুরে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা প্রকাশক শ্রীশ্যামানন্দ প্রভুপাদের প্রিয় শিষ্য শ্রীরসিকানন্দদেব প্রভুকে বন্দনা করি। ৩।

আমার অভীষ্টদায়িনী শ্রীঅন্নপূর্ণাদেবী মাতা গোস্বামিনীকে নমস্কার করি, যাঁহার কৃপা ভাণ্ডারের একলব মাত্রে মৎকর্ত্তৃক এই শ্রীমদ্ গোবিন্দভাষ্যের ব্যাখ্যান রচিত হইতেছে। ৪।

এই স্থলে নিজের শ্রীগুরু পরম্পরা বর্ণিত হইতেছে—

অনন্ত সম্প্রদায় সেবিত স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে বন্দনা করি, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু হইতে শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকে নমস্কার করি। ৫।

শ্রীহৃদয়চৈতন্য ঠাকুর অধিকারী গোস্বামী প্রভুকে বন্দনা করি, তাঁহার কৃপাপাত্র শ্রীশ্যামানন্দদেব গোস্বামী প্রভুকে নমস্কার করি, তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীকিশোরদেব গোস্বামী বড় বাবার শ্রীচরণ বন্দনা করি, তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীকৃষ্ণগতিদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করি তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্রীব্রজজনানন্দদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করি, তাঁহার প্রিয়শিষ্য শ্রীবৈষ্ণবানন্দদেব গোস্বামী প্রভুর শ্রীচরণ বন্দনা করি, তাঁহার অনুগতা শ্রীচন্দনা দেবী মাতা গোস্বামিনীর শ্রীচরণ বন্দনা করি, তাঁহার অনুগতা শ্রীকুঙ্কুমাদেবী মাতা গোস্বামিনীর শ্রীচরণ বন্দনা করি, তাঁহার অনুগতা শ্রীমতী কাঞ্চনাদেবি মাতা গোস্বামিনীর চরণ বন্দনা করি। যিনি সদা সর্ব্বদা শ্রীগোবিন্দদেব জীউর

অথ স্বারাধ্যদেব বন্দনা—

বিরিঞ্চি রুদ্রাদি সতামুপাস্যং বেদান্তগুহ্যং শ্রুতিসসার গম্যম্।
অচিন্ত্য ভেদাভিদ-বাদমূর্ত্তং বিশ্বম্ভরং তং সততং নমামি ॥ ৯ ॥
স্বানন্দ রস তৃষ্ণঃ সন্ যো গৌড়েঽবততার হ।
স্বপ্রিয়ালিঙ্গ্য-গোবিন্দ গৌরাঙ্গং তমুপাস্মহে ॥ ১০ ॥
বেদান্তবেদ্যং শ্রুতিসার রূপম্ পতিং পতীনাং পরমঞ্চ দৈবতম্।
নিত্যানন্দাদ্বৈত-স্বপ্রেষ্ঠবৃন্দৈরুপাস্যং গৌরং শরণং মমাস্তু ॥ ১১ ॥
দিব্যদ্ বৃন্দারণ্য কল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্ রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।
শ্রীমদ্ রাধা শ্রীল গোবিন্দদেবৌ প্রেষ্ঠালীভিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ১২ ॥
সনাতনং সরূপঞ্চ রঘুনাথং কৃপাম্বুধিম্।
ভট্ট যুগ্মং তথা জীবং বন্দে বাঞ্ছিত-পূর্ত্তয়ে ॥ ১৩ ॥

সেবায় উৎসুক হৃদয়া, তাঁহার অনুগতা পরম করুণাময়ী শ্রীঅন্নপূর্ণা দেবী মাতা গোস্বামিনীর শ্রীচরণ বন্দনা করি, যিনি শ্রীগৌরগোবিন্দ মন্ত্র প্রদান করতঃ এই অধমকে অনুগ্রহ করিয়াছেন, এবং যাঁহার করুণা পারাবারের কণা মাত্র অবলম্বন করিয়া আমার শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যানে মতি হইল। ৬-৮।

অতঃপর নিজ আরাধ্যদেবের বন্দনা করা হইতেছে—

যিনি ব্রহ্মা, দেবাদিদেব শঙ্কর এবং মনু জনক প্রভৃতি ভাগবত ধর্ম্মবক্তা সৎগণের আরাধ্য এবং বেদান্তশাস্ত্রের পরম গোপনীয় আনন্দময় যাঁহাকে একমাত্র উপনিষৎ প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়, তথা যিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদ বাদ রূপ সিদ্ধান্তের মূর্ত্তস্বরূপ সেই প্রেমাবতারী স্বয়ং ভগবান্ বিশ্বম্ভর শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে সতত নমস্কার করি। ৯।

যে শ্রীগোবিন্দ মহাভাবস্বরূপিণী বৃষভানুকুমারী শ্রীরাধাকে আলিঙ্গন করিয়া স্বমাধুর্য্য আস্বাদন করিবার জন্য প্রসিদ্ধ গৌড়দেশে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই শ্রীগৌরকৃষ্ণ ভগবান্‌কে উপাসনা করি। ১০।

যিনি বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা বেদ্য অর্থাৎ যাঁহাকে বেদান্তের দ্বারা জানা যায়, শ্রুতি যাঁহাকে আদিত্যের সদৃশ রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্রাদিরও পতি-পালক ও দেবতাগণেরও দেবতা অর্থাৎ পরম দেবতা এবং যিনি শ্রীনিত্যানন্দ-অদ্বৈত-গদাধর-শ্রীবাস প্রভৃতি প্রিয় পরিকরগণের দ্বারা উপাসিত সেই সর্ব্বোপাস্য শ্রীগৌর ভগবান্ আমার আশ্রয় হউন। ১১।

যাঁহারা পরম শোভাসম্পন্ন বৃন্দাবনের কল্পবৃক্ষ মূলে যোগপীঠস্থ সুষমামণ্ডিত শ্রীরত্নসিংহাসনে বিরাজিত এবং যাঁহারা শ্রীললিতা বিশাখা প্রভৃতি প্রিয়সখীগণ কর্ত্তৃক সুসেবিত সেই শ্রীমতী রাধা ও শ্রীল গোবিন্দদেবকে সর্ব্বদা স্মরণ করি। ১২।

হে শ্রীসনাতন প্রভো! করুণাম্বুরাশে! হে রূপ! দুর্গতিমনৈক-দয়াবলোক!
হে ভট্টযুগ্ম সুমতে! রঘুনাথ দাস! শ্রীজীব মে কুরুত মূঢ়মতেঃ কৃপাং ত্রাক্ ॥ ১৪ ॥

শ্রীশ্যামানন্দ দেবানাং বন্দে পাদাম্বুজদ্বয়ম্।
জায়তে যদনুধ্যানাৎ প্রেমভক্তির্নৃণাং হরৌ ॥ ১৫ ॥

শ্যামকুণ্ডতটে পূর্ব্বে রাধাবিনোদ মন্দিরে।
কৃষ্ণগোপাল পাদাব্জ মাধ্বীকাস্বাদি-ষট্পদঃ ॥ ১৬ ॥

শ্রীমদ্ বেদান্ত তীর্থেন বেদান্ত দর্শনে মুদা।
রসিকানন্দ ভাষ্যোঽয়ং রসিকানাং কৃতে কৃতঃ ॥ ১৭ ॥

যে শ্রীরাধা গিরিধর স্মরকেলিমগ্নাঃ যে সাধকা ব্রজবনে নিবসন্তি যত্নাৎ।
বিশ্বন্তরাঙ্ঘ্রি যুগলে সততং নিবিষ্টাঃ তেষাং কৃতে কৃতিরিয়ং বিতনোতু তুষ্টিম্ ॥ ১৮ ॥

অতঃপর সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক শ্রীষড়গোস্বামীগণের বন্দনা—

পরমগুরুবর শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভু এবং পরমকরুণাময় শ্রীরাধাকুণ্ড তটনিবাসী শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী প্রভু, শ্রীরাধারমণ প্রকটকারী শ্রীগোপালভট্ট গোস্বামী প্রভু, শ্রীমদ্ ভাগবত শাস্ত্র ব্যাখ্যাতা শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী তথা আচার্য্যপাদ শ্রীমৎ জীবগোস্বামি প্রভু, শ্রীগোবিন্দভাষ্য ব্যাখ্যারূপ বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য এই সকল প্রভুবৃন্দের শ্রীচরণ বন্দনা করি। ১৩।

পুনরায় শ্রীষড়গোস্বামীবৃন্দের শ্রীচরণে কৃপা প্রার্থনা করা হইতেছে—হে প্রভো শ্রীসনাতন গোস্বামী, আপনি করুণা জলধর, সুতরাং দয়া করিয়া করুণাবৃষ্টি করুন, হে দুর্গতজনের একমাত্র বন্ধু! শ্রীরূপগোস্বামী প্রভু! আপনি কৃপাপূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করুন, হে শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী এবং গোপাল ভট্ট গোস্বামী, হে সুমতি যুক্ত শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী, হে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, আপনারা স্বীয় করুণা প্রকাশ করতঃ এই ভক্তিহীন মূঢ়মতির প্রতি কিঞ্চিৎ অহৈতুকী কৃপাদৃষ্টি নিক্ষেপ করুন যাহাতে আপনাদের ইষ্টদেবতার গুণ কীর্ত্তন করিতে পারি। ১৪।

আপামর জন মানব কৃপাকারী শ্রীশ্যামানন্দদেব প্রভুর শ্রীচরণকমলদ্বয় বন্দনা করি, যাঁহার পতিত পাবন চরিত্র যৎসামান্য অনুধ্যান করিলেও মানবের শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দে প্রেমভক্তি লাভ হয়। ১৫।

শ্রীব্রজমণ্ডলের শ্রীরাধাকুণ্ড গ্রামস্থ শ্রীশ্যামকুণ্ডের পূর্ব্বতীর স্থিত শ্রীরাধাবিনোদ মন্দির নিবাসী, শ্রীমৎ কৃষ্ণগোপাল দাস জীর শ্রীচরণকমলের মধুলেহী ভ্রমর শ্রীমদ্ বেদান্ততীর্থ আনন্দ সহকারে বেদান্ত-দর্শন শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যের "শ্রীরসিকানন্দ" নামক ভাষ্য শ্রীগোবিন্দ ভক্তি রসিকগণের জন্য প্রণয়ন করিতেছি। ১৬-১৭।

শ্রীগোবিন্দ পদারবিন্দ মধুপানন্যাভিলাষোজ্ঝিতান্
পূর্ণ প্রেমরসোৎসবোজ্জ্বল মনোবৃত্তি প্রসন্নাননান্।
শশ্বৎ কৃষ্ণকথা মহামৃত পয়োরাশৌ মুদাখেলতো
বন্দে ভাগবতানিমাননুলবং মূৰ্দ্ধ্না নিপত্য ক্ষিতৌ ॥ ১৯ ॥
জয়তি শ্রীহরের্নাম সর্ব্বমঙ্গলদায়কম্।
সর্ব্বমাধুর্য্য বিস্তারি প্রেম সেবা প্রদায়কম্ ॥ ২০ ॥

অথ সর্ব্ববেদেতিহাস পুরাণাদি মহার্ণব মন্থনোত্থিতোত্তর মীমাংসাপর-নামধেয় ব্রহ্মসূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসুর্ভগবন্তো ভাষ্যকারাঃ শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণাচার্য্যপাদাঃ নির্ব্বিঘ্ন গ্রন্থ পূর্ত্তয়ে বেদবিহিত শিষ্টাচার পরিপ্রাপ্ত-শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য স্বেষ্টদেবতা নমস্কাররূপমঙ্গলমাচরন্তি। 'সত্যমিতি'।

ননু মঙ্গলং ন বিঘ্নধ্বংসং প্রতি কারণম্, ন বা সমাপ্তিং প্রতি কারণং ভবতি। তথাহি—বৈশেষিক

যে সকল শ্রীরাধাগিরিধারী জীউর একান্ত ভক্ত এবং যাঁহারা শ্রীযুবযুগলের নিভৃত নিকুঞ্জে স্মরকেলি বিলাস স্মরণ করতঃ অপরাধাদি রহিত হইয়া শ্রীব্রজবনে নিবাস করিতেছেন তথা যে সাধকবৃন্দ শ্রীবিশ্বম্ভরদেবের শ্রীচরণযুগলের স্মরণে সর্ব্বদা নিবিষ্ট হৃদয় সেই সাধকবৃন্দের নিমিত্ত বিরচিত আমার এই যৎসামান্য কার্য্য তাঁহাদের মনে তুষ্টি বিধান করুক। ১৮।

অধুনা শ্রীগোবিন্দভক্তিকমলমধুপ শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে প্রণাম করিতেছি। যাঁহারা শ্রীগোবিন্দ চরণারবিন্দমত্ত ভ্রমর সদৃশ, শ্রীভক্তি ভিন্ন অন্য সকল কামনা বাসনা পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত এবং যাঁহাদের শ্রীরাধাগোবিন্দের পরকীয়া উজ্জ্বল রসোৎসবে মন প্রাণ পরিপূর্ণ সুতরাং সর্ব্বদা যাঁহাদের বদনমণ্ডল প্রসন্ন এবং যাঁহারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণকথা মহামৃত পারাবাররাশিতে আনন্দ সহকারে বিচরণ করিতেছেন, সেই পরম ভাগবত শ্রীবৈষ্ণববৃন্দের শ্রীচরণে সর্ব্বদা ভূমিতে মস্তক অবনমিত করতঃ বন্দনা করি। ১৯

অনন্তর পরম করুণাময় শ্রীনামপ্রভুর জয়গান করিতেছি—সর্ব্বমঙ্গল প্রদায়ক, অখিল মাধুর্য্য বিস্তারকারী এবং শ্রীগৌরগোবিন্দের প্রেমসেবা প্রদানকারী শ্রীগোবিন্দের শ্রীনামপ্রভুর জয় হউক। ২০।

মঙ্গলাচরণের পর, সকল বেদ-ইতিহাস-পুরাণ প্রভৃতি মহাসমুদ্রের মন্থনের ফলে উত্থিত উত্তর মীমাংসা, যাঁহার অপর নাম "শ্রীব্রহ্মসূত্র", তাঁহার ব্যাখ্যা করিবার ইচ্ছা করতঃ ভগবান্ ভাষ্যকার শ্রীমদ্ বলদেব বিদ্যাভূষণ আচার্য্যচরণ, কোন প্রকার বিঘ্ন উপস্থিত না হইয়া যাহাতে এই শ্রীগ্রন্থব্যাখ্যান পূর্ণ হয় তাহার নিমিত্ত বেদবিহিত এবং শিষ্টাচারযুক্ত, সর্ব্বশাস্ত্র প্রতিপাদ্য নিজ অভীষ্ট দেবতার নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—সত্য ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। **শঙ্কা**—মঙ্গলাচরণ বিষয়ে আশঙ্কা এই যে—শাস্ত্রারম্ভে যে মঙ্গলাচরণ করা হয় তাহা গ্রন্থরচনার বিঘ্ন ধ্বংসের প্রতি কারণ নহে।

অথবা—নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তির প্রতিও কারণ নহে, যেহেতু এই বিষয়ে প্রমাণ দেখা যায়—যেমন

দর্শনস্য প্রশস্তপাদ ভাষ্যস্য কিরণাবলি টীকায়াং শ্রীমদুদয়নাচার্য্যেণ মঙ্গলাচরণং ন কৃতং তথাপি তস্যাঃ সমাপ্তির্দৃশ্যতে। এবঞ্চ কাদম্বর্য্যাং বাণভট্টেন মঙ্গলং কৃত্বা আরম্ভিতায়া অপি সমাপ্তির্ন জাতা।

অপরঞ্চ নাস্তিকাদীনাং গ্রন্থেষু কুত্রাপি মঙ্গলাচরণং ন দৃশ্যতে, তৎ কথং তেষাং নির্বিঘ্ন সমাপ্তির্বিলোক্যতে? ইতি চেৎ—ন, অবিগীত শিষ্টাচার বিষয়ত্বেন মঙ্গলস্য সফলত্বে সিদ্ধেঃ। অবিগীতত্বং—বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বম্। শিষ্টত্বং—বেদ প্রামাণ্যাভ্যুপগন্তৃত্বম্, তথাচ—মঙ্গলং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্ব—বিশিষ্টেষ্টসাধনতা বৎ—বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত বিশিষ্টেষ্ট সাধনত্ব-প্রকারক-ভ্রমশূন্য সমবেত কৃতিবিধেয়ত্বাৎ। নাস্তিকানাং তাদৃশশিষ্টত্বাভাবাদেব ন ব্যভিচারঃ।

অতো যথাহং নির্ব্বিঘ্নে গ্রন্থ পূর্ত্তয়ে, শিষ্টাচার রক্ষায়ৈ স্বেষ্টদেবতা বন্দনং করোমি, তথা—মচ্ছিষ্যা অপি কুর্য্যু ইতি শ্রীভাষ্যকারাণামাশয়ঃ।

বৈশেষিক দর্শনের যে প্রশস্তপাদ ভাষ্য রচনা করিয়াছেন, নৈয়ায়িক শিরোমণি শ্রীমৎ উদয়নাচার্য্য সেই ভাষ্যের কিরণাবলী টীকা রচনা করেন, কিন্তু তিনি টীকা গ্রন্থের আরম্ভ করিয়া প্রথমে মঙ্গলাচরণ করেন নাই। তথাপি তাহা নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অপর পক্ষে কাদম্বরী নামক কাব্য গ্রন্থে শ্রীবাণভট্ট কবি বহু প্রকার মঙ্গলাচরণ পূর্ব্বক আরম্ভ করিয়াও পরিসমাপ্তি করিতে পারেন নাই।

অপর আরও যে নাস্তিকাদির শাস্ত্রে কোথাও কোন প্রকার মঙ্গলাচরণ করা হয় নাই, কিংবা কোন দেবতার বন্দনা গ্রন্থারম্ভে কোন নাস্তিক করেন নাই, তাহা দেখা যায়, তথাপি কি প্রকারে তাঁহাদের আরব্ধ গ্রন্থ নির্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি হইয়াছে সুতরাং মঙ্গলাচরণের কোন সার্থকতা নাই।

উত্তর—আপনাদের এই প্রকার আশঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ—অবিগীত শিষ্টাচার বিষয়রূপে মঙ্গলাচরণের সফলত্ব সিদ্ধ হয়।

অবিগীত—অর্থাৎ বলবৎ অনিষ্টের অনুবন্ধের অভাব। শিষ্ট—অর্থাৎ যাঁহারা বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

মঙ্গলাচরণের বিশদ্ অর্থ এই প্রকার—অত্যন্ত বলবান্ অনিষ্টের দ্বারা যাহার অনুবন্ধ ধর্ম্ম নাই, সেই অনুবন্ধ বিহীন ইষ্ট সাধনতা রূপ এবং বলবদনিষ্টাননুবন্ধিত্বরূপ ইষ্ট সাধনতার যে প্রকার, সেই প্রকার বিশিষ্ট ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটবাদি দোষশূন্য গুর্বাদির সমবেত কৃতিসাধ্য কার্য্য হওয়া হেতু মঙ্গলাচরণ সকলের গ্রন্থারম্ভে করা কর্ত্তব্য।

নাস্তিকগণ বেদের প্রমাণতা স্বীকারকারী শিষ্ট নহেন, সুতরাং তাঁহারা নিজ গ্রন্থের প্রারম্ভে মঙ্গলাচরণ না করিলেও মঙ্গলাচরণ করা বা না করার জন্য তাহাদের কোন ব্যভিচার দোষ হয় না।

অতএব আমি যেমন নির্বিঘ্নরূপে গ্রন্থ পরিসমাপ্তির জন্য এবং বেদ প্রমাণক শিষ্টাচার রক্ষার নিমিত্ত নিজ ইষ্টদেবতার বন্দনা করিতেছি, সেই প্রকার আমার শিষ্যগণও করিবে" ইহাই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার

স্বূত্রস্থং পদমাদায় পদৈঃ স্বূত্রানুসারিভিঃ।
স্বপদানি চ বর্ণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিদুঃ॥　—পরাশরোপপুরাণম্

বস্তুতস্তু – অত্র শ্রীগোবিন্দভাষ্যে বিঘ্নলেশ শঙ্কাভাসোঽপি নাস্ত্যেব, স্বয়ং শ্রীগোবিন্দ বক্তৃকত্বাৎ। তং প্রসিদ্ধং সর্ব্বেশ্বরং, গোবিন্দং নমস্যামঃ। শ্রীগোবিন্দস্য সর্ব্বোৎকর্ষং জ্ঞাপয়িত্বা, স্বাপকর্ষং প্রকাশ্য তৎকৃপাং প্রার্থয়ামঃ। অত্র বিশেষণৈঃ শ্রীগোবিন্দমেব বিশিনষ্টিঃ—সত্যমিতি—সত্যং ত্রৈকালিকাবাধ্যত্বম্, প্রামাণিকং বা, তত্র প্রমাণানি—**সত্যমিতি।**

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈ০ ২।১, সত্যং—যদ্রূপেণ বিনিশ্চতং তদ্রূপং কদাপি ন ব্যভিচরতি, জ্ঞানং—জানাতীতি, জ্ঞায়তে ইদমনেন ইতি। জ্ঞানগুণাশ্রয়ত্বমেব, জ্ঞানরূপস্য জ্ঞানাশ্রয়ত্বং তু প্রকাশরূপস্য রবেঃ প্রকাশাশ্রয়ত্ববদবিরুদ্ধম্। অনন্তম্—অন্তবত্ত্বপ্রতিষেধদ্বারেণ বিশেষণম্।

প্রভুপাদের অভিপ্রায়। শ্রীপরাশর উপপুরাণে ভাষ্যের লক্ষণ এইরূপ বলিয়াছেন—

"স্বূত্রস্থ পদসকল গ্রহণ করিয়া স্বূত্রানুসারি পদ সকলের দ্বারা যে স্বূত্রের বিস্তৃত বর্ণনা করা হয় সেই ব্যাখ্যানকেই ভাষ্যবিৎ পণ্ডিতগণ 'ভাষ্য' বলিয়া থাকেন।"

সার কথা এই যে—প্রস্তুত শ্রীমদ্ গোবিন্দভাষ্য গ্রন্থে কোন প্রকার বিঘ্নলেশের আশঙ্কার আভাস মাত্রও নাই, কারণ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব এই শ্রীমদ্ গোবিন্দ ভাষ্যের বক্তা।

অতঃপর শ্রীমদ্ গোবিন্দভাষ্যের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—সেই বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে আমরা নমস্কার করি, অর্থাৎ তাঁহার সর্ব্বোৎকর্ষ জ্ঞাপন করিয়া এবং নিজের অপকর্ষ বা হীনতা প্রকাশ করিয়া শ্রীগোবিন্দদেবের নিকট কৃপা প্রার্থনা করি।

শ্লোকস্থ বিশেষণ সকলের দ্বারা সেই শ্রীগোবিন্দদেবকেই বিশেষিত করিতেছেন—সত্য ইত্যাদির দ্বারা। সত্য—অর্থাৎ ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিকালে যাঁহাকে কেহ বাধা প্রদান করিতে পারে নাই, কিংবা যিনি এই ত্রিকালের বাধ্য নহেন। অথবা যিনি বেদাদি শাস্ত্রসমূহ দ্বারা প্রমাণিত বস্তু। এই স্থলে শ্রীগোবিন্দজীউর বিশেষণ সমূহের উপনিষদাদি শাস্ত্র সকলের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীগোবিন্দদেব যে 'সত্য' সেই বিষয়ে প্রথমে প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে—তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম-সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত স্বরূপ।

সত্য—অর্থাৎ যাহাকে যেরূপে পূর্ণতারূপে নিশ্চয় করা হয়, তাহার সেই রূপের কোন কালেও অন্যথা হয় না, জ্ঞান—অর্থাৎ যাহার দ্বারা জানা যায়, সেই ব্রহ্ম বস্তু জ্ঞানগুণাশ্রয়, ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও তিনি জ্ঞানের আশ্রয়, যেমন প্রকাশ স্বরূপ সূর্য্য সেই প্রকাশের আশ্রয়, তাহাতে কোন প্রকার বিরোধ ঘটে না সেই প্রকার জানিতে হইবে।

অনন্ত—এই বিশেষণটি অন্তবান্ বস্তুর প্রতিষেধ করিতেছে অর্থাৎ অব্যভিচারী নিত্য কিশোর শ্রীগোবিন্দদেব সত্য।

"সত্যং পরং ধীমহি" (ভা০ ১।১।১), পরং পরমেশ্বরং ধ্যায়েমঃ। সত্যত্বে হেতুঃ—যত্র যস্মিন্ ব্রহ্মণি ত্রয়াণাং মায়া গুণানাং তমো রজঃ সত্ত্বানাং সর্গো ভূতেন্দ্রিয় দেবতারূপোঽমৃষা সত্যঃ, যৎ সত্যতয়া মিথ্যা সর্গোঽপি সত্যবৎ প্রতীয়তে তং পরং সত্যমিত্যর্থঃ।

সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃত সত্য নেত্রং সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ॥

—ভা০ ১০।২।২৬

শ্রীগোবিন্দদেব যে পরম সত্য তাহা শ্রীভাগবত মহাপুরাণের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি। তাঁহার সত্যত্বের কারণ বলিতেছেন—যে পরব্রহ্মে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ তিনটি মায়িক গুণের দ্বারা সৃষ্টি দেবতা, ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত সত্য হয়। অর্থাৎ যাঁহার সত্যতা হেতু বহিরঙ্গা মায়ার সৃষ্টিও সত্যবৎ প্রতীতি হইতেছে—সেই পরম সত্য পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ দেবকে ধ্যান করি।

শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে কংসকারাগারে শ্রীদেবকীগর্ভগত শ্রীগোবিন্দদেবকে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ ত্রিসত্য রূপে প্রতিপাদন করিতেছেন—হে দেব! আপনি সত্য সঙ্কল্প, পরং সত্য, আপনি ত্রিসত্য, সত্যের কারণ তথা সত্যের অন্তর্য্যামী, আপনি সত্যকথা ও সমদর্শিতার প্রবর্ত্তক, সুতরাং আপনি সর্ব্বতোভাবে পরং সত্য হওয়ায়, আমরা ভয়ার্ত্ত আপনার শরণাগত হইলাম।

পরম পুজনীয় শ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রীভগবান্ নিজের প্রতিশ্রুত বাক্যকে সত্য করিয়াছেন, ইহা জানিয়া দেবতাগণ প্রসন্ন হৃদয়ে সত্যস্বরূপেই প্রথম শ্রীভগবানকে স্তব করিতেছেন—সত্যব্রত এই শ্লোকের দ্বারা। সত্যব্রত—ব্রত—অর্থাৎ সঙ্কল্প, সত্যসঙ্কল্প যাঁহার সেই আপনি কংস কারাগারে শ্রীদেবকীর উদরে প্রকাশ হইয়াছেন। সত্যপরম্—পরং শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি সাধন যাহাতে, অর্থাৎ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়। ত্রিসত্য—অর্থাৎ তিন কালে সৃষ্টির পূর্ব্বে, প্রলয়ের পরে, এবং স্থিতি সময়ে আপনি অব্যভিচাররূপে বর্ত্তমান আছেন, আপনি যে ত্রিসত্য তাহাই বলিতেছেন—সত্যের যোনি ইত্যাদির দ্বারা, "সৎ" শব্দের দ্বারা পৃথিবী-জল-এবং তেজ বুঝিতে-হইবে, "ত্যং" শব্দের দ্বারা বায়ু ও আকাশ বুঝিতে হইবে এবং "সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং ভূত পঞ্চকম্", পঞ্চমহাভূত পৃথিবী-জল-তেজ-বায়ু-আকাশ সত্য বলিয়া শ্রুতি বলিয়া থাকেন। এই পঞ্চমহাভূতের যোনি অর্থাৎ কারণ, ইহার দ্বারা আপনার সৃষ্টির পূর্ব্বে বর্ত্তমানতা উক্ত হইল। তথা সত্যে অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতে "নিহিতম্" আপনি পঞ্চ-মহাভূতের অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন, এতদ্দ্বারা আপনার ব্রহ্মাণ্ড সকলের স্থিতি সময়েও বর্ত্তমানতা অথবা সত্যতা প্রতিপাদিত হইল। এবং সত্যেরও সত্য অর্থাৎ সেই পঞ্চমহাভূত—সত্যেরও সত্য—পার-মার্থিক স্বরূপ, পঞ্চমহাভূত নাশ হইলেও আপনি সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকেন, ইহার দ্বারা আপনি মহাপ্রলয়ের পরেও আদি স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন, সুতরাং আপনি 'ত্রিসত্য' ইহাই প্রতিপাদন করা হইল।

প্রতিশ্রুতং সত্যং কৃতমিতি হৃষ্টাঃ সন্তঃ (দেবাঃ) সত্যত্বেনৈব প্রথমং (শ্রীভগবন্তং) স্তুবন্তি— সত্যব্রতমিতি। সত্যং ব্রতং সঙ্কল্পো যস্য তম্। সত্যং পরং শ্রেষ্ঠং প্রাপ্তি সাধনং যস্মিংস্তম্। ত্রিসত্যং ত্রিষ্বপি কালেষু সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং প্রলয়ানন্তরঞ্চ স্থিতিসময়ে চ সত্যং-অব্যভিচারেণ বর্ত্তমানম্। তদেবাহুঃ সত্যস্য যোনিমিতি—

সচ্ছব্দেন পৃথিব্যপ্তেজাংসি, ত্যচ্ছব্দেন বায়্বাকাশৌ এবং "সচ্চ ত্যচ্চ সত্যং" (তৈ০ ২।৬) ভূত-পঞ্চকম্। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষত ইতি শ্রুতেঃ। সত্যস্য যোনিং কারণং, অনেন পূর্ব্বং বর্ত্তমানতোক্তা। তথা সত্যে তস্মিন্নেব নিহিতমন্তর্যামিতয়া স্থিতম্, অনেন স্থিতিসময়েঽপি সত্যত্বমুক্তম্। তথা সত্যস্য সত্যং তস্যৈব সত্যস্য সত্যং পারমার্থিকং তন্নাশেঽপ্যবশিষ্যমানরূপম্—অনেন প্রলয়েঽপ্যবধিত্বেন সত্যত্বং দর্শিতং এবং ত্রিসত্যত্বমুপপাদিতম্।

তথা ঋতসত্যনেত্রম্—ঋতং সূনৃতা বাণী, সত্যং সমদর্শনম্, তথা ভগবতা ব্যাখ্যাস্যমানত্বাৎ—সত্যঞ্চ সমদর্শনম্, "ঋতঞ্চ সূনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্ত্তিতা" ইতি।

তয়োর্নেত্রং নয়সাধনং নেতারং প্রবর্ত্তকমিতি যাবৎ। এবং সর্ব্বপ্রকারেণ সত্যাত্মকং ত্বাং ভগবন্ বয়ং শরণং প্রপন্নাঃ প্রাপ্তা ইতি। শ্রীস্বামী॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম জ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥ ভা০ ১০।২৮।১৫

এবং ঋত সত্যনেত্র—ঋত অর্থাৎ সূনৃতাবাণী, সত্য অর্থাৎ সমদৃষ্টি, শ্রীউদ্ধবের প্রতি শ্রীভগবান্ তাহাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—হে উদ্ধব! কবিগণ সত্যকে সমদর্শন এবং মধুর সত্যবাণীকে ঋত বলিয়াছেন। হে ভগবন্ আপনি সেই ঋত ও সত্যের নেতা বা প্রবর্ত্তক, অতএব সর্ব্বপ্রকারেই আপনি সত্যস্বরূপ বা সত্যাত্মক, সুতরাং হে দেব! আমরা আপনাকে শরণাগত পালকরূপে প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীমদ্ ভাগবতের দশমস্কন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী পরম ভাগবত মহারাজ শ্রীপরীক্ষিতকে বলি-লেন হে মহারাজ! সত্ত্বাদি গুণ বিগত হইলে সমাহিতমনা মুনিগণ ধ্যানযোগের দ্বারা যে সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ সনাতন ব্রহ্মজ্যোতিকে দর্শন করেন, শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনন্দাদি ব্রজবাসীগণকে তাহাই দর্শন করাইয়াছিলেন।

পরম পূজনীয় শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের অর্থ করিয়াছেন—সত্য—অর্থাৎ যিনি দেশ কালাদি কাহারও কর্ত্তৃক বাধ্য নহেন, জ্ঞান—অর্থাৎ যিনি জড় নহেন, অনন্ত—অর্থাৎ যিনি দেশ-কাল-মায়া প্রভৃতির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, জ্যোতি—অর্থাৎ যিনি স্বপ্রকাশক ও সকলের প্রকাশদাতা, সনাতন—শশ্বৎসিদ্ধ—অনন্যসিদ্ধস্বরূপ ব্রহ্ম, গুণাদি বিনাশে ধ্যাননিষ্ঠ জ্ঞানিগণ যে ব্রহ্মকে দর্শন করেন, তাহা কৃপা করিয়া ব্রজবাসীগণকে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছিলেন। সুতরাং অবাধিত পরমৈশ্বর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ ব্রজবাসিগণকে নিজের শ্রীঅঙ্গজ্যোতি দেখাইলেন।

সত্যমবাধ্যং, জ্ঞানমজড়ং, অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, জ্যোতিঃ স্বপ্রকাশং, সনাতনং শশ্বৎসিদ্ধং ব্রহ্ম. গুণাপায়ে গুণাপোহে জ্ঞানিনো যৎ পশ্যন্তি তৎ কৃপয়ৈব দর্শয়ামাস॥ ইতি স্বামী॥

সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ॥ (ভা০ ১০।১৩।৫৪) নন্বু কথমিয়ং প্রকাশিকা মায়া ? এষাপি কুহকত্বেন আবরিকৈব ভবতু, তন্নেত্যাহ– সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রস মূর্ত্তয়ঃ।

সত্য জ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসো ব্রহ্ম, তদ্রূপা মূর্ত্তির্যেষামিতি, ন হি ব্রহ্মণি কুহকাংশকাঃ। শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ॥

একস্তমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ। —ভা০ ১০।১৪।২৩।

ত্বমেব তু সত্য ইত্যাহ—একস্ত্বং সত্যঃ, কুতঃ ? আত্মা, দৃশ্যমসত্যং দৃষ্টং, ন চ আত্মা দৃশ্যতেঽতঃ সত্যঃ। কিঞ্চ যদ্ বিকারবৎ তদসত্যং ন চ ত্বয়ি জন্মাদয়ো বিকারাঃ সন্তীতি শ্রীস্বামী। "সত্যে প্রতিষ্ঠিতং

আরও শ্রীমদ্ভাগবতে দশমস্কন্ধে ব্রহ্মমোহন লীলায় শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—হে রাজন্! সত্য—ভূত ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান কালের দ্বারা সীমিত নহেন এবং ত্রিকালাবাধ্য স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ তথা অনন্ত আনন্দময় স্বরূপ যাহাতে জড় অথবা চেতনরূপ ভেদ নাই, যিনি রসস্বরূপ সেই শ্রীব্রজরাজকুমার শ্যামসুন্দরকে ব্রহ্মা দেখিলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—যদি বল শ্রীকৃষ্ণ যে নানা প্রকার গো-গোপবালক—মহানারায়ণ প্রভৃতিরূপ দেখাইলেন তাহার প্রকাশিকা মায়া, কারণ এই অনেক প্রকার দর্শন কুহক, সুতরাং তাহা মায়ার আবরিকা শক্তি হউক। উত্তরে বলিব—তাহা কুহক বা মায়ার আবরিকা শক্তি নহে, কারণ ব্রহ্মা যে সকল গো-গোপবালক এবং মহানারায়ণ প্রভৃতি মূর্ত্তি দেখিয়াছেন তাহা সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, আনন্দময়, একরসস্বরূপ অর্থাৎ সত্যজ্ঞানাদি স্বরূপ ব্রহ্ম, অতঃ সেই মূর্ত্তিসকল ব্রহ্মস্বরূপই, সুতরাং তাহা কুহক নহে, কারণ ব্রহ্মে কোন প্রকার কুহক বা মায়াংশের লেশমাত্রও নাই। অতএব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ।

পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রহ্মার স্তবে শ্রীগোবিন্দদেব,ক 'সত্য' বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন সনক পিতা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে গোপাল! আপনি একমাত্র 'সত্য', কারণ আপনি সকলের আত্মা, আপনি পুরাণপুরুষ হওয়ার জন্য বিকারাদি রহিত, আপনি স্বয়ং প্রকাশ, অনন্ত এবং আদি।

পরম পূজনীয় শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে প্রভু! আপনি একমাত্র সত্য, যেহেতু আপনি একমাত্র সত্য, কারণ আপনি আত্মা, পরিদৃশ্যমান্ জগৎ অসত্য কারণ তাহা দেখা যায়, কিন্তু আত্মা দেখা যায় না সেই কারণে তাহা সত্য, মর্মার্থ এই যে যাহা বিকারীবস্তু তাহাই অসত্য, হে ভগবন্! আপনাতে জন্মাদি বিকার অর্থাৎ—জন্ম-স্থিতি-বৃদ্ধি-বিপরিণাম-অপক্ষয়-নাশ ইত্যাদি নাই, সুতরাং সর্ব্ববিকাররহিত আপনি পরম সত্যস্বরূপ।

কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্” ইতি প্রমাণৈঃ শ্রীগোবিন্দ এব পরং সত্যম্।

জ্ঞানমিতি—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” তৈ০ ২।১।

“বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানম্” ভা০ ২।৬।৩৯।

তত্র জ্ঞানমিতি বিশেষ্যম্, তচ্চ সুখস্বরূপমেব “জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকম্” (ভা০ ৫।১২।১১) তর্হি কিং সত্যং তদাহ—জ্ঞানং সত্যং, ব্যাবহারিকসত্যত্বং ব্যাবর্ত্তয়তি পরমার্থম্। (শ্রীস্বামী)।

তস্মাৎ সুখস্বরূপং পারমার্থিকং যজ্ জ্ঞানং তৎ শ্রীগোবিন্দ এব।

অনন্তমিতি—“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈ০ ২।১)। “নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায়” (ভা০ ১০।১৬। ৪৩)। নমোঽনন্তায়—অহঙ্কারাপরিচ্ছেদাৎ (শ্রীস্বামী)। “সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ ব্রহ্ম” (ভা০ ১০।২৮।১৫) “দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া”, (ভা০ ১০।৮৭।৪১)।

শ্রীমহাভারতে প্রমাণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ পরম সত্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং সত্যও শ্রীকৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত আছেন।

সুতরাং উক্ত শাস্ত্রাদি প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেব একমাত্র পরম সত্যস্বরূপ ইহাই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত হইল।

শ্লোকের যে “জ্ঞানম্” এই বিশেষণটি আছে তাহার অর্থ করিতেছেন—জ্ঞান এই শব্দের দ্বারা। শ্রীগোবিন্দদেব যে জ্ঞানস্বরূপ তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুতিমন্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—সেই পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্ত কল্যাণ গুণ রত্নাকর।

শ্রীগোবিন্দদেব জ্ঞানস্বরূপ তাহা শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি শ্রীনারদকে বলিলেন—হে নারদ! সেই আদ্য পুরুষ মায়াগন্ধরহিত কেবল জ্ঞানস্বরূপ হয়।

শ্রীমদাচার্য্যদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই সর্ব্বাবতারী শ্রীভগবানের “জ্ঞান” এই শব্দটি বিশেষ্য এবং সেই বিশেষ্যটি সুখস্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ পরম সুখময় শ্রীগোবিন্দদেব।

শ্রীমদ্ভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীজড়ভরত রাজা রহুগণকে বলিলেন—রাজন্! বিশুদ্ধ পরমার্থস্বরূপ জ্ঞানই একমাত্র সত্যবস্তু।

পরম পুজনীয় শ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—এই জগতে সকল বস্তুই যদি মিথ্যা তবে সত্য কি? তাহা বলিতেছেন—জ্ঞানই একমাত্র সত্য, সুতরাং ব্যবহারিক ঘট পটাদি সত্য হইতে তাহা পৃথক্ করা হইল, অতএব তাহা পারমার্থিক জ্ঞান। সুতরাং পরম সুখস্বরূপ এবং পারমার্থিক যে জ্ঞান তাহা শ্রীগোবিন্দদেব।

শ্লোকে যে “অনন্তম্” বিশেষণটি আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—প্রথমতঃ তৈত্তিরীয় মন্ত্রের দ্বারা—যে ব্রহ্ম সত্য জ্ঞান এবং অনন্ত আনন্দময়।

হে ভগবন্ ! তে অন্তং দ্যুপতয়ঃ স্বর্গাদিলোকপতয়ো ব্রহ্মাদয়ো ন যযুর্ন প্রাপুঃ। তৎ কুতঃ ? যদন্তবদ্ বস্তু তৎ কিমপি ত্বং ন ভবসি। আস্তাং দ্যুপতয়ো ন যযুরিতি, যদ্ যস্মাৎ ত্বমপি আত্মানোঽন্তং ন যাসি।

কুতস্তর্হি সর্ব্বজ্ঞতা সর্ব্বশক্তিতা বা অত আহ-অনন্ততয়া অন্তাভাবেন। নহি শশ বিষাণাজ্ঞানং সার্ব্বজ্ঞ্যং তদপ্রাপ্তির্ব্বা শক্তিবৈভবং বিহন্তি। ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

"যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তানমুক্রেমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ" (ভা০ ১১।৪।২)।

শ্রীগোবিন্দদেব যে অনন্ত তাহা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণেও বর্ণনা করেন—দশম স্কন্ধে শ্রীনাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে দেব ! আপনি দেশ কাল এবং বস্তু হইতে পৃথক্ অনন্তস্বরূপ হয়েন সুতরাং আপনাকে নমস্কার।

পরম পূজ্য শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ এই শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আপনি ত্রিবিধ অহঙ্কারের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন নহেন, অতএব অনন্তস্বরূপ আপনাকে নমস্কার।

পুনরায়—শ্রীদশমে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন—হে রাজন্ ধ্যাননিষ্ঠ মুনিগণ অবাধিত জ্ঞানস্বরূপ, দেশ কালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে দর্শন করেন। অতঃ শ্রীগোবিন্দদেবই উক্ত প্রমাণের দ্বারা অনন্ত বলিয়া প্রতিপাদিত হইলেন।

শ্রীদশমস্কন্ধে বেদস্তুতি বর্ণন প্রসঙ্গেও শ্রুতিগণ বলিলেন—ভো ভগবন্- স্বর্গাদি লোকের অধিপতি ইন্দ্রাদিদেবগণও আপনার অন্ত পায় না কারণ আপনি অনন্ত।

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—হে ভগবন্ ! আপনার অন্ত স্বর্গাদি লোকপতি ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্রাদিও পায় না, ব্রহ্মাদিলোকপালগণ কেন আপনার অন্ত পায় না ? তাহা বলিতেছেন—যে সকল অন্তবান্ বস্তু তাহার মধ্যে আপনি কোন বস্তু নহেন, সুতরাং আপনি অনন্ত। ব্রহ্মাদি দেবগণ আপনার অন্ত পায় না ইহা আশ্চর্য্যের কথা নহে, তাহাদের কথা দূরে থাকুক, আপনার গুণের রূপের আপনি নিজেও পার পায়েন না।

শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে শ্রুতিগণ ! যদি আমি নিজেই নিজের অন্ত পাই না তবে তোমরা আমাকে কি প্রকারে সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া কীর্ত্তন কর ?

উত্তরে শ্রীশ্রুতিগণ বলিলেন—হে সর্ব্বশক্তিমান্ ! আপনি অনন্তরূপে বিরাজমান্ আছেন, অতএব আপনার অন্তের নিতান্ত অভাববশতঃ আমরা অথবা স্বয়ং আপনিও আপনার পার পায়েন না।

হে সর্ব্বজ্ঞ ! ইহ জগতের মধ্যে যদি কেহ খরগোশের শৃঙ্গ কি প্রকার তাহা জানে না, তাহাতে তাহার জ্ঞানের কোন লঘুতা হয় না,অথবা খরগোশের শৃঙ্গ উপলব্ধ করিতে পারে না তাহাতে সেই ব্যক্তির যেমন শক্তি বৈভবের কোন প্রকার হানি ঘটে না, যেহেতু শশশৃঙ্গ বলিয়া কোন বস্তুই

"অদ্বৈতমচ্যুতমনাদিমনন্তরূপম্" (ব্রঃ সং ৫।৩৩) ননু একেন কথং সর্ব্বেষাং পরিপালনং ঘটতে, ইত্যত আহ—অনন্তেতি।

অনন্তং রূপং যস্য, অথবা প্রপঞ্চগতত্বেন নাস্ত্যন্তো যস্য অথবা অনন্তস্য রূপং স্বরূপং যস্তং, যস্মাদেবাংশেনানন্তাদীনামুৎপত্তিঃ॥ (শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ)। অতঃ স্বয়মপি স্বস্য রূপ-গুণ-মাধুর্য্যাদীনাং পারং গমিতুম্—অশক্যত্বাৎ শ্রীগোবিন্দ এব অনন্তমিতি।

ব্রহ্মইতি—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০ ২।১)। "ত্বং ব্রহ্ম পূর্ণমমৃতং বিগুণং বিশোকম্" (ভা০ ৮।১২।৭)। ননু ব্রহ্মৈব চেদহং তর্হি অসঙ্গোদাসীনস্য মম চরণাম্ভোজোপাসনয়া কিং তেষাং তত্রাহ

নাই, সেই প্রকার আপনার রূপ-গুণ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির কোন ক্রমেই অন্ত নাই, সুতরাং তাহা কে প্রাপ্ত করিবেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধেও শ্রীগোবিন্দদেবকে অনন্ত বলিয়া বর্ণনা করেন। বিদেহরাজ শ্রীনিমির রাজসভায় সপ্তম যোগীশ্বর শ্রীদ্রুমিল বলিলেন—হে রাজন্! অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবানের গুণ অনন্ত হয়, তাঁহার গুণাবলী যে ব্যক্তি গণনা করিবার ইচ্ছা করে সে মূর্খ ও বালক। বালক যেমন অপ্রাপ্য দ্রব্যের জন্য বৃথা হঠ করে, সেই প্রকার সেও ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র করে।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে শ্রীগোবিন্দ! আপনি অদ্বৈত স্বরূপ, আত্মা পর্য্যন্ত দান করিলেও আপনার কোন ক্ষতি হয় না, সুতরাং আপনি অচ্যুত, আপনার কোন আদি নাই সুতরাং আপনি অনাদি এবং আপনার গুণ রূপাদির পার পাওয়া অসম্ভব অতএব আপনি অনন্ত, অতএব আমি আপনার ভজনা করি।

পরম পূজনীয় শ্রীমদাচার্য্যদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই প্রকার করিয়াছেন—যদি শঙ্কা করেন—যে শ্রীগোবিন্দদের একা, অতএব একাকীর দ্বারা কি ভাবে সকল জগতের সকল জীবের পরিপালন সংঘটিত সম্ভব হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দদেব অনন্ত, তাঁহার অনন্ত রূপ বা বিগ্রহ আছে, সেই জন্য অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বা অনন্ত জীব পরিপালনে কোন অসম্ভব ঘটে না। অথবা প্রপঞ্চনির্ম্মিত ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে তাঁহার অবতারের অন্ত নাই অতএব তিনি অনন্ত। অথবা অনন্তের স্বরূপ যিনি, অর্থাৎ যাঁহার অংশ কলাদিতে অনন্তাদি অবতারের আবির্ভাব হইয়াছে তিনি অনন্ত।

সুতরাং শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদির প্রমাণের দ্বারা প্রমাণিত হইল যে—ব্রহ্মাদি দেবতাগণের কথা দূরে থাকুক, সর্ব্বজ্ঞ শিরোমণি শ্রীগোবিন্দদেব নিজেই নিজের অর্থাৎ রূপ গুণ মাধুর্য্যাদির অন্ত না পাওয়ায় শ্রীগোবিন্দদেবই শ্রীঅনন্ত।

ব্রহ্মশব্দ—অতঃপর মঙ্গলাচরণের শ্লোকে যে 'ব্রহ্ম' বিশেষণ আছে তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লী বলিতেছেন—ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ এবং অনন্তস্বরূপ।

—ত্বমিতি। ব্রহ্মত্বেঽপি ত্বং নাত্যন্তমুদাসীনঃ কিন্তু বিশ্বস্য প্রপঞ্চস্যোদয়াদীনাং হেতুঃ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। "রূপং যৎ তৎ প্রাহুরব্যক্ত মাদ্যং ব্রহ্মজ্যোতিঃ" (ভা০ ১০।৩।২৪)।

যত্তৎ কিমপি রূপং বস্তু প্রাহুর্ব্বেদাঃ। কিং তদ্বস্তু তদাহ—অব্যক্তম্, অত্র হেতুঃ—আদ্যং কারণং কিং পরমাণবঃ ন ব্রহ্ম বৃহৎ। ইতি শ্রীস্বামিপাদাঃ।

"ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যা" ভা০ ১০।১২।১১, সতাং বিদুষাং ব্রহ্ম চ তৎ সুখঞ্চানুভূতিশ্চ তয়া স্বপ্রকাশ-পরম সুখেন ইত্যর্থঃ ইতি শ্রীস্বামী। "ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে" ভা০ ১০।১৪।১৮ তদপরং পশ্চাদদ্বয়ং ব্রহ্ম ভবান্ এক এব, যত্তদপি ন কুহকং, ব্রহ্মত্বাৎ। শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ বৃংক্রমং। "ত্বং হি ব্রহ্ম পরম্" ভা০ ১০।৬৩।৩৪, ত্বং হি পরং ব্রহ্ম মূর্ত্তিমদ্ ব্রহ্মেত্যর্থঃ। শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে অষ্টম স্কন্ধে শ্রীমহাদেব শ্রীমোহিনীরূপ দর্শনাকাঙ্ক্ষায় শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে দেব! আপনি অমৃতস্বরূপ, সমস্ত প্রাকৃতগুণ বিবর্জ্জিত, শোক রহিত স্বয়ং ব্রহ্ম হয়েন।

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই প্রকার করিয়াছেন—শ্রীভগবান্ বলিলেন আমি ব্রহ্মই হইলাম তাহা হইলে আমি অসঙ্গ এবং উদাসীন, সুতরাং আমার চরণকমলের উপাসনায় তাহাদের কি লাভ হইবে? তাহার উত্তরে শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্ম, আপনি ব্রহ্ম হইলেও অত্যন্ত উদাসীন নহেন কিন্তু সমগ্র বিশ্ব প্রপঞ্চের উদয় অস্তাদির পরম কারণ অতএব আপনি করুণাময় সাক্ষাৎ ব্রহ্ম।

পুনঃ শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে কংস-কারাগারে আবির্ভূত শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া জননী দেবকী বলিলেন—হে প্রভো! বেদসকল যে রূপকে অব্যক্ত, সকল বস্তুর কারণ, ব্রহ্ম এবং পরম জ্যোতি বলিয়া বর্ণনা করেন, আপনি সেই সর্ব্বপ্রকাশক সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণু।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এই প্রকার করিয়াছেন--হে দেব! বেদ-সকল যে আপনার কোন এক অনির্ব্বচনীয় রূপের কথা বলিয়া থাকেন, তাহা কিরূপ বস্তু? তাহা বলিতোছন অব্যক্ত অর্থাৎ ভক্তি সাধন বিনা আপনি প্রকাশিত হয়েন না, অব্যক্তের কারণ কি? তাহা বলিতেছেন—আদ্য সকলের কারণ। নৈয়ায়িকগণ পার্থিব জলীয়-তৈজস্ এবং বায়বীয় এই চারিপ্রকার পরমাণুকে পৃথিবী প্রভৃতি সকলের কারণ বলিয়াছেন, আপনি কি সেই প্রকার পরমাণু সদৃশ? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, আপনি সেই প্রকার পরমাণু নহেন, ব্রহ্ম পরম বৃহৎ বস্তুই আপনি, আপনিই সকলের পরম কারণ।

পুনরায়- শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধে ব্রহ্মমোহন লীলায় শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—হে রাজন্! শ্রীযশোদানন্দন কৃষ্ণ জ্ঞানী ভক্তের নিকট ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়েন।

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন- সৎ অর্থাৎ বিদ্বানগণ যাঁহাকে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মসুখের অনুভব যাঁহার দর্শনে হয়, সেই স্বপ্রকাশ পরম সুখময় শ্রীকৃষ্ণের সহিত

"বৃহত্ত্বাদ্ বৃংহণত্বাচ্চ যদ্রূপং ব্রহ্ম সংজ্ঞিতম্" বি°পু° ধ্রুববাক্যমিদম্। ১।১২।৫৫, "অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম" গী° ৮।৩, ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, ননু জীবোঽপ্যক্ষরঃ? তত্রাহ—পরমং যদক্ষরং জগতাং মূল-কারণং তদ্‌ব্রহ্ম" ইতি শ্রীস্বামিপাদাঃ।

"ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম" গী° ৮।১৩, ওমিতি ব্যাহরণ, একাক্ষরং একমদ্বিতীয়ং, অক্ষরমবিনাশি সর্ব্ব-ব্যাপকং মাং, ওমিত্যস্যার্থঃ। (মধুসূ°)।

গোপবালকগণ খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন।

আবার শ্রীমদ্ দশমে ব্রহ্মাকৃত স্তবে বলিয়াছেন—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে করুণাময়! অধিক কথার প্রয়োজন কি, আমি অদ্যই প্রথমে আপনাকে গোপবালকগণ, গোবৎসগণ ও অগণিত চতুর্ভুজ মহা-নারায়ণরূপে দর্শন করিলাম এবং পরে কেবল অপরিমিত অদ্বিতীয় ব্রহ্ম রূপে অবশেষ আছেন তাহাও দর্শন করিলাম।

পরম পূজনীয় শ্রীমদাচার্য্যপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—গোপবালক-গো গণ-ব্রহ্মাণ্ড-ব্রহ্মা-মহানারায়ণ প্রভৃতি দর্শন করার পর একমাত্র অদ্বয় পরব্রহ্ম আপনি অবস্থান করিতেছেন, যদি বলেন যাহা কিছু দেখিলাম সবকিছু মায়া বা কুহক, আমি বলি—হে প্রভো! তাহা কুহক নহে, কারণ আপনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ, আপনাতে কুহক বা মায়ার গন্ধমাত্রও নাই।

শ্রীদশমে বাণযুদ্ধে পরাজিত শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে দেব? আপনি বেদমন্ত্রের তাৎপর্য্যরূপে লুক্কায়িত পরম জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম হয়েন।

পরম পূজ্য শ্রীমদাচার্য্যদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—নিশ্চিতরূপে আপনি পরং ব্রহ্ম, অর্থাৎ মূর্ত্তিমান্ সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণের ধ্রুব উপাখ্যানে শ্রীবিষ্ণুকে দর্শন করিয়া ভক্তরাজ শ্রীধ্রুব বলিলেন—হে সর্ব্ব-ব্যাপক! যোগীগণের চিন্তনীয়! ব্যাপক এবং বর্দ্ধনশীল যে ব্রহ্ম তাহা আপনারই স্বরূপ, আপনাকে নমস্কার।

সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব একমাত্র পরব্রহ্ম।

শ্রীগোবিন্দদেব যে 'ব্রহ্ম' তাহা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদের মন্ত্র দ্বারাও প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রীঅর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন—হে মধুসূদন! আপনি যে ব্রহ্মের কথা বলিলেন সেই ব্রহ্ম কি প্রকার? উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! যাহা অখিল ব্রহ্মাণ্ডের মূল কারণ তাহাই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে।

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—যে ক্ষরিত অর্থাৎ বিচলিত হয় না তাহা অক্ষর বা ব্রহ্ম।

যদি বল—জীবকেও অক্ষর বলে, তার উত্তরে বলিতেছেন—পরম, অর্থাৎ পরম যে অক্ষর সকল জগতের মূলকারণ তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সুতরাং সর্ব্বমূল কারণ শ্রীগোবিন্দদেবই ব্রহ্ম।

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্" গী° ১৪।২৭, হি যস্মাদ্ ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূত ব্রহ্মৈবাহং, যথা ঘনীভূত প্রকাশ এব সূর্য্যমণ্ডলং তদ্বদিত্যর্থঃ। ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব ব্রহ্মশব্দবাচ্যঃ।

শিবাদি স্তুতমিতি—আদি পদাৎ সর্বে দেবাঃ। চতুর্থস্কন্ধীয় দক্ষযজ্ঞাবসরে শ্রীহরৌ প্রাদুর্ভূতে সতি দক্ষাদারভ্য ঋত্বিক-সদস্য-রুদ্র-ভৃগু-ব্রহ্মা-ইন্দ্র-ঋত্বিকপত্নী-ঋষি-সিদ্ধ-যজমানী-দক্ষপত্নী-লোকপাল-যোগেশ্বর-শব্দব্রহ্ম-অগ্নি-দেবগণ-গন্ধর্ব্ব-অপ্সরঃ-বিদ্যাধর-ব্রাহ্মণাদয়ঃ সর্বে শ্রীভগবন্তং স্তুতবন্তঃ। ভা° ৪।৭।

বিশেষস্তু শ্রীরুদ্রঃ—

"তব বরদ বরাঙ্ঘ্রাবাশিষেহখিলার্থে হ্যপি মুনিভিরসক্তৈরাদরেণার্হণীয়ে।
যদি রচিতধিয়ং মাবিদ্যলোকোঽপবিদ্ধং জপতি ন গণয়ে তৎ ত্বৎ পরানুগ্রহেণ॥ ভা° ৪।৭।২৯

পুনরায় শ্রীগীতায় অষ্টম অধ্যায়ে বলিতেছেন—"ওঁ" এই এক অক্ষর ব্রহ্মকে স্মরণ করতঃ দেহ ত্যাগ করিলে পরা গতি লাভ হয়।

শ্রীমধুসূদন সরস্বতিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—"ওঁ" এই শব্দ উচ্চারণ করিয়া, অর্থাৎ একমাত্র অক্ষর, এক অদ্বিতীয়, অক্ষর অবিনাশী সর্ববব্যাপক আমাকে স্মরণ করিয়া, ইহাই "ওঁ"-কার শব্দের অর্থ। সুতরাং ওঁকারের বাচক পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব।

পুনঃ শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমিই অমৃত এবং অব্যয়-স্বরূপ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা।

পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের এই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন—'হি' যে হেতু ব্রহ্মের আমি প্রতিষ্ঠা-প্রতিমা, অর্থাৎ ঘনীভূত ব্রহ্মই আমি অর্থাৎ সূর্য্য যেমন ঘনীভূত প্রকাশমণ্ডল, সেই প্রকার চিদ্ঘন জ্যোতিস্বরূপ ব্রহ্মের আমিই ঘনীভূত মূর্ত্তি। অতএব উক্ত প্রমাণ সমূহের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ দেব ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।

শিবাদিস্তুতম্,—মঙ্গলাচরণ শ্লোকের মধ্যে যে "শিবাদিসংস্তুত" এই বিশেষণটি প্রদান করিয়াছেন তাহার প্রমাণে বলিতেছেন—বিশেষণের মধ্যে যে আদি পদ আছে তাহার দ্বারা সকল দেবতাগণ শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করেন ইহা বুঝিতে হইবে।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের চতুর্থ স্কন্ধে দক্ষযজ্ঞ সময়ে শ্রীভগবান্ প্রাদুর্ভূত হইলে পরে প্রজাপতি দক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া—ঋত্বিক্গণ, সদস্যগণ, রুদ্র, মহর্ষি ভৃগু, লোকপিতা ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, ঋত্বিক্‌দিগের পত্নীগণ, মহর্ষিগণ, সিদ্ধগণ, দক্ষপত্নী প্রসূতি, লোকপালগণ, যোগেশ্বরগণ, শব্দব্রহ্ম অগ্নিদেবতা, সকল দেবতাগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অপ্সরাগণ, বিদ্যাধরগণ, সকল শেষে ব্রাহ্মণগণ শ্রীভগবানকে স্তব করেন।

বিশেষতঃ শ্রীরুদ্র বলিলেন—বরদাতা বরদেশ্বর! এই সংসারে আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরণারবিন্দ সকাম মানবের সকল কামনা পূর্ণ করে, কিন্তু যাহার কোন প্রকার বাসনা নাই সেই নিষ্কাম মুনিবৃন্দও

তথা স্বভক্তরক্ষণায় শ্রীকৃষ্ণেন শ্রীনরসিংহবপৌ প্রকাশিতে সতি তত্রাপি সর্ব্বে শ্রীনৃসিংহং স্তুতবন্তঃ।

শ্রীরুদ্রস্তু—ভা০ ৭।৮।৪১

কোপকালো যুগান্তস্তে হতোঽয়মসুরোল্পকঃ।
তৎ সুতং পাহ্যুপসৃতং ভক্তং তে ভক্তবৎসল!॥

শ্রীমোহিনীমূর্ত্তিদর্শন-প্রার্থনাবসরে—

দেব দেব জগদ্ব্যাপিন্ জগদীশ জগন্ময়।
সর্ব্বেষামেব ভাবানাং ত্বমাত্মা হেতুরীশ্বরঃ॥

ইত্যারভ্য—অষ্টভিঃ শ্লোকৈস্তুষ্টাব। ভা০ ৮।১২।৫। বাণযুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণেন পরাজিতো রুদ্রস্তং স্তুতিঞ্চকার—

ত্বং হি ব্রহ্ম পরং জ্যোতির্গূঢ়ং ব্রহ্মণি বাঙ্ময়ে।
যং পশ্যন্ত্যমলাত্মান আকাশমিব কেবলম্॥ ভা০ ১০।৬৩।৩৪।

বিষ্ণুপুরাণে চ—৫।৩৩।৪১-৪৪,

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! জগন্নাথ! জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।
পরেশং পরমাত্মানমনাদি নিধনং হরিম্॥

আপনার শ্রীচরণ যুগল সাদরে পূজা করেন, অতএব হে দয়াময়! আপনার ঐ অভয় চরণারবিন্দে মন ভ্রমর সংলগ্ন থাকায় যদি জ্ঞানহীন মানবগণ আমাকে ভ্রষ্টাচারী বলে, তাহাতে আমার মনে কোন প্রকার দুঃখ নাই। কারণ আপনার পরম অনুগ্রহে অজ্ঞানিলোকের নিন্দাদির কোন প্রকার গণনা করি না।

পুনরায় শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধে নিজ পরম ভক্ত শ্রীপ্রহ্লাদকে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক শ্রীনরসিংহ বিগ্রহ প্রকাশ করিলে পরে—পূর্ব্ববৎ ব্রহ্মা, ইন্দ্র, রুদ্রাদি সকল দেবতাগণ তাঁহার স্তব করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে ভক্তবৎসল! আপনার ক্রোধের সময় এখন নহে, যুগান্তকালে হয়, অর্থাৎ মহাপ্রলয় কালে আপনার ক্রোধাগ্নি সকল ব্রহ্মাণ্ডকে ভস্ম করে। যদি আপনি এই অতি তুচ্ছ হিরণ্যকশিপুকে বধ করিবার জন্য ক্রোধ করিয়াছেন, তবে সে মৃত্যুবরণ করিয়াছে। তাহার পুত্র ভক্ত প্রহ্লাদ আপনার শরণাগত, অতএব আপনি নিজ ভক্তকে রক্ষা করুন। শ্রীমদ্ভাগবতে অষ্টম স্কন্ধে শ্রীশঙ্কর কর্ত্তৃক শ্রীভগবানের নিকট শ্রীমোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করিবার সময় প্রার্থনা অবসরে শ্রীশিব বলিলেন—হে সর্ব্বদেবারাধ্য! আপনি বিশ্বব্যাপী, জগদীশ্বর এবং জগন্ময়, সকল চরাচর পদার্থের আপনি মূলকারণ এবং আপনি সকলের আত্মা ও ঈশ্বর।

এই প্রকার আরম্ভ করতঃ আটটি শ্লোকে স্তব করেন।

শ্রীদশমে বাণযুদ্ধাবসরে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীরুদ্র শ্রীকৃষ্ণকে স্তুতি করিয়াছিলেন। শ্রীরুদ্র বলিলেন—হে মহাবীর! আপনি বেদাদি শাস্ত্রে তাৎপর্য্যরূপে নিগূঢ় ভাবে অবস্থিত পরম

শ্রীহরিবংশে—বিষ্ণুপর্ব্বে চ—১২৬।১৩৫ শ্লোং

কৃষ্ণ! কৃষ্ণ! মহাবাহো! জানে ত্বাং পুরুষোত্তমম্।
মধুকৈটভহন্তারং দেবদেবং সনাতনম্॥

তস্মাৎ শিব-ব্রহ্মাদীনাং সর্ব্বেষাং দেবানাং স্তবনীয়ত্বাৎ সর্ব্বস্তুতিযোগ্যং শ্রীগোবিন্দমিতি।

অথবা ব্রহ্মশিবাদি স্তুতমিতি। শ্রীব্রহ্মা—

ভগবান্ সর্ব্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।
বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্॥ ভাং ২।৯।২৪,

জ্ঞাতোঽসি মেঽদ্য সুচিরান্নন্বু দেহ ভাজাম্—ভাং ২।৯।১—সম্পূর্ণম্।

অত্র রুদ্রঃ—তব বরদ বরাঙ্ঘ্র্যা—ভাং ৪।৭।২৯,

ব্রহ্মা— নৈতৎ স্বরূপং ভবতোঽসৌ পদার্থভেদগ্রহৈঃ পুরুষো যাবদীক্ষেৎ।
জ্ঞানস্য চার্থস্য গুণস্য চাশ্রয়ো মায়াময়াদ্ ব্যতিরিক্তো যতস্ত্বম্॥ ভাং ৪।৭।৩১,

---

জ্যোতিস্বরূপ পরব্রহ্ম, বিশুদ্ধ হৃদয় মহাত্মাগণ আপনাকে আকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপক এবং নির্ব্বিকার স্বরূপে সাক্ষাৎকার করেন।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বাণযুদ্ধাবসরে শ্রীশঙ্কর শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করেন,—শ্রীশঙ্কর কহিলেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে জগন্নাথ! আমি আপনাকে—পুরুষোত্তম, পরমেশ্বর, পরমাত্মা এবং আদি অন্ত রহিত শ্রীহরি বলিয়া জানি। শ্রীহরিবংশের বিষ্ণুপর্ব্বে বাণাসুরকে বধ করিতে ইচ্ছা প্রকাশক শ্রীকৃষ্ণকে মহাদেব স্তব করেন। শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে কৃষ্ণ! হে কৃষ্ণ! হে মহাবাহো! আমি আপনাকে মধুকৈটভ বধকারী, সনাতন দেবাদিদেব পুরুষোত্তম শ্রীহরি বলিয়া জানি।

সুতরাং শিব-ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদি সকল দেবতাগণের একমাত্র স্তব করিবার যোগ্য শ্রীগোবিন্দদেব।

অথবা—মঙ্গলাচরণ শ্লোকে যে দুইটি বিশেষণ "ব্রহ্ম" এবং "শিবাদিস্তুত" বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা পুনরায় একত্র অর্থাৎ "ব্রহ্মশিবাদিস্তুত" করিয়া বর্ণনা বা প্রমাণিত করিতেছেন। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্য্যামিরূপে বিরাজিত আছেন, আপনি নিজ অপ্রতিহত বিজ্ঞানের দ্বারা আমার হৃদয়ের ইচ্ছা সকল জানেন। পুনঃ শ্রীতৃতীয়ে সম্পূর্ণ নবম অধ্যায় শ্রীভগবানকে পদ্মসম্ভব ব্রহ্মা স্তব করেন। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে দেব! বহুদিন পরে আমি আপনাকে জানিতে পারিলাম কিন্তু দেহধারী জীব আপনাকে জানিতে পারে না।

আবার শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে রুদ্র এবং ব্রহ্মার সহিত সকল দেবতাগণ শ্রীভগবানকে স্তব করেন। সেই প্রসঙ্গে শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে বরদেশ্বর! আপনার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীচরণযুগল সকাম মানবের সকল কামনা পূর্ণ করেন। শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে যজ্ঞেশ্বর! পৃথক্ পৃথক্ পদার্থ গ্রাহক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা

অত্র সর্ব্বে দেবা ভগবন্তং তুষ্টুবুঃ।

সপ্তমেঽপি অষ্টমাধ্যায়ে সর্ব্বে এব শ্রীনৃসিংহম্ স্তুতবন্তঃ। তত্র ব্রহ্মা—

নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে বিচিত্রবীর্য্যায় পবিত্র কর্ম্মণে।
বিশ্বস্য সর্গস্থিতি সংযমান্ গুণৈঃ স্বলীলয়া সন্দধতেঽব্যয়াত্মনে॥ ভাঃ ৭।৮।৪০

রুদ্রোঽপি—কোপকালো যুগান্ত—ভাঃ ৭।৮।৪১।

সমুদ্রমন্থনাবসরে—সদেব ব্রহ্মা ভগবন্তং স্তৌতি—

অবিক্রিয়ং সত্যমনন্তমাদ্যং গুহাশয়ং নিষ্কলমপ্রতর্ক্যম্।
মনোঽগ্রযানং বচসা নিরুক্তং নমামহে দেববরং বরেণ্যম্॥ ভাঃ ৮।৫।২৬

শ্রীভগবদ্দর্শনানন্তরং সর্ব্বামর—সশর্ব্বব্রহ্মা তং তুষ্টাব—

অজাত-জন্মস্থিতি সংযমায়াগুণায় নির্ব্বাণসুখার্ণবায়।
অণোরণিম্নেঽপরিগণ্যধাম্নে মহানুভাবায় নমো নমস্তে॥ ভাঃ ৮।৬।৮

মানব যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা আপনার স্বরূপ নহে, কারণ আপনি জ্ঞান শব্দাদি বিষয় এবং শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকলের আশ্রয়, সুতরাং আপনি মায়াময় প্রত্যাক্ষাদি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু।

এই অধ্যায়েও সকল দেবতাগণ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করেন।

শ্রীসপ্তম স্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীনৃসিংহ মূর্ত্তি প্রকাশ করিলে শ্রীব্রহ্মা এবং শ্রীমহাদেবের সহিত সকল দেবতা তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন—

শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে অনন্তদেব! আপনার কেহ অন্ত পায় না, আপনাকে নমস্কার করি, আপনার শক্তি অনন্ত অতএব দুরন্ত শক্তিমান্ আপনাকে নমস্কার করি। হে বিচিত্র পরাক্রমিন্! পবিত্র কর্ম্মকর্ত্তা আপনাকে নমস্কার, আপনি সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা সমগ্র বিশ্বের উৎপত্তি স্থিতি এবং প্রলয় অবলীলা ক্রমে করিয়া থাকেন, হে অব্যয়াত্মা আপনাকে নমস্কার করি। শ্রীশঙ্কর বলিলেন—হে দেব! আপনি কল্পান্তে কোপ প্রকাশ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধে সমুদ্রমন্থনের প্রারম্ভে দেবতাগণের সহিত শ্রীব্রহ্মা শঙ্কর শ্রীভগবানের স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন—হে সর্ব্বেশ্বর! আপনি বিকার বিহীন, সত্যস্বরূপ, আপনার লীলা অনন্ত, আপনি আদি পুরুষ সকল প্রাণীর হৃদয়ে অন্তর্যামিরূপে বিরাজিত, আপনি অখণ্ড বস্তু এবং তর্কের দ্বারা অগোচর, মন হইতেও আপনি শীঘ্রগামী বাক্যের দ্বারা নিরূপণ করা যায় না, হে প্রভো! আপনি সর্বদেবশ্রেষ্ঠ ও পূজনীয় আপনাকে নমস্কার করি।

অনন্তর দেবতাগণের স্তুতির পর যখন শ্রীভগবান্ প্রকট হইলেন তখন পুনরায় শ্রীব্রহ্মাদি দেবগণ তাঁহাকে স্তব করিয়াছিলেন হে করুণাময়! আপনার জন্ম স্থিতি এবং প্রলয়ের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। আপনাতে সত্ত্বাদি ত্রিগুণ নাই, আপনি মোক্ষরূপ আনন্দের মহাসমুদ্রস্বরূপ এবং সূক্ষ্ম হইতেও

শ্রীদশমে চ—"সত্য ব্রতং সত্য পরং ত্রিসত্যম্ ভা০ ১০।২।২৬,

শ্রীদশমস্ত চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ শ্রীব্রহ্মস্তুতিঃ ভা০ ১০।১৪, গোবর্দ্ধনধারণানন্তরং দেবরাজ ইন্দ্রঃ—

বিশুদ্ধসত্ত্বং তব ধাম শান্তং তপোময়ং ধ্বস্তরজস্তমস্কম্ ।
মায়াময়োঽয়ং গুণসংপ্রবাহো ন বিদ্যতে তেঽগ্রহণানুবন্ধঃ ॥ ভা০ ১০।২৭।৪,

নন্দহরণানন্তরং শ্রীবরুণঃ—ভা০ ১০।২৮।৬

নমস্তুভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে । ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টিবিকল্পনা ॥

শ্রীসমুদ্রোঽপি শ্রীরামকৃষ্ণয়োরর্হণং চকার । তত্র শ্রীযমঃ—ভা০ ১০।৪৫।৪৪,

উবাচাবনতঃ কৃষ্ণং সর্ব্বভূতাশয়ালয়ম্ । লীলামনুষ্য হে বিষ্ণো যুবয়োঃ করবাম কিম্ ॥

সর্ব্ববেদশিরঃশ্রীশ্রুতয়ঃ ভা০ ১০।৮৭।১৪,

জয় জয় মহ্যজামজিত দোষ গৃভীত গুণাং ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধ সমস্তভগঃ ।
অগজগদোকসামখিল শক্ত্যববোধক তে কচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ ॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেঽপি—১।৯।৪০-৬৫,

নমামি সর্ব্বং সর্ব্বেশমনন্তমজমব্যয়ম্ । লোকধাম ধরাধরমপ্রকাশমভেদিনম্ ॥

সূক্ষ্ম, অনন্ত প্রকাশশালী, হে মহানুভাব ! আপনাকে বার বার নমস্কার করি । শ্রীদশম স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীনারদ সনকাদি সহ শঙ্কর ব্রহ্মা আসিয়া কংসকারাগারে শ্রীগোবিন্দকে স্তব করিয়াছিলেন—দেবতাগণ বলিলেন—হে সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বর ! আপনি পরম সত্যস্বরূপ এবং ত্রিসত্য ।

পুনঃ শ্রীদশমে সম্পূর্ণ চৌদ্দ অধ্যায় শ্রীব্রহ্মা ব্রজরাজকুমার শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করিয়াছেন ।

অন্যান্য দেবতাগণও শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করেন । শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ করার পর গর্ব্ব খর্ব্ব দেবরাজ ইন্দ্র শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করিয়া বলিলেন—হে গোবর্দ্ধনধারিন্ ! আপনার স্বরূপ পরমশান্ত, জ্ঞানময়, রজোগুণ এবং তমোগুণ রহিত, আপনি বিশুদ্ধ সত্ত্বময়, গুণপ্রবাহ মায়াময় প্রপঞ্চ আপনার মধ্যে নাই । শ্রীদশমে শ্রীনন্দমহারাজকে বরুণ হরণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ বরুণলোকে গমন করেন, তথায় জলপতি শ্রীবরুণ শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করতঃ বলিলেন—হে করুণাময় ! আপনি ভক্তের ভগবান্, জ্ঞানীর ব্রহ্ম, যোগীর পরমাত্মা, আপনার স্বরূপে নানা প্রকার জগৎ সৃষ্টির কল্পনা কারিণী মায়া নাই শ্রুতি এই প্রকার বর্ণনা করেন, আপনাকে নমস্কার করি । পুনঃ শ্রীদশমে শ্রীকৃষ্ণের গুরুদক্ষিণা প্রসঙ্গে গুরুবালক আনয়ন করিতে শ্রীকৃষ্ণ সাগরতীরে উপস্থিত হইলে শ্রীসমুদ্র শ্রীরামকৃষ্ণের অর্চ্চনা করেন । সেই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ ধর্ম্মরাজ যমের নিকট গমন করিলে শ্রীযম বলিলেন—হে লীলাময় ! আমি আপনাদের কি আদেশ পালন করিব আদেশ করুন । বিশেষতঃ সকল বেদের মস্তক স্বরূপ শ্রুতিগণ শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করিয়াছেন । শ্রীশ্রুতিগণ বলিলেন—হে অজিত ! আপনি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আপনাকে কেহ পরাজিত করিতে পারিবে না, আপনার জয় হউক ! জয় হউক !! আপনি

শ্রীকৃষ্ণাবতারোপক্রমেঽপি ৫।১।৩৫, দ্বে বিদ্যে ত্বমনাম্নায় পরাচৈবাপরা তথা। ত এব ভবতো রূপে মূর্ত্তামূর্ত্তাত্মিকা প্রভো!॥ বি° পু° ৫।১।৫৫, নমোনমোস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ সহস্রবাহো! বহুবক্ত্র-পাদঃ!। নমো নমস্তে জগতঃ প্রবৃত্তি-বিনাশ সংস্থান করাপ্রমেয়!॥ শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ প্রসঙ্গেঽপি ৫।১২।৬ ইন্দ্রঃ-কৃষ্ণঃ! কৃষ্ণ! শৃণুষ্বেদং যদর্থমহমাগতঃ। তৎসমীপং মহাবাহো! নৈতচ্চিন্ত্যং ত্বয়ান্যথা॥ অতঃ সশর্ব্বদেব ব্রহ্মাদয়ঃ সংস্তুতত্বাৎ ব্রহ্মশিবাদি সংস্তুতং শ্রীগোবিন্দদেবমিতি।

ভজদ্রূপমিতি—ভজন্তো ভক্তা নিত্যমুক্তাদয়ো রূপাণি যস্য, স্বসঙ্কল্পেনৈব পার্ষদ তনু প্রদমিতি। প্রমাণঞ্চ—গো° তা° পূ°-৬, "যো ধ্যায়তি রসতি ভজতি সোঽমৃতো ভবতি" "ভক্তিরস্য ভজনম্" (৬)

স্বভাবতই সর্ব্বমহা ঐশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, অতএব চরাচর জীব সকলকে মোহিতকারিণী মায়াকে নাশ করুন, বিশ্বের মধ্যে যত প্রকার সাধনা জ্ঞান ক্রিয়াদি আছে তাহারা আপনারই শক্তি, অতএব আপনিই তাহাদের নিয়মিত করিতে পারেন, হে দেব! যদ্যপি আপনার আমরা স্বরূপতঃ বর্ণনা করিতে অসমর্থ, তথাপি আপনি যে কালে আপনার সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করতঃ ক্রীড়া করেন তখন আমরা আপনার গুণের যৎসামান্য বর্ণনা করিতে সমর্থ হই। সুতরাং উপনিষদ্গণও শ্রীগোবিন্দদেবের স্তুতিগান করেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—দেবতাগণ অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া শ্রীব্রহ্মার নিকটে গমন করেন, দেবতাগণকে সঙ্গে লইয়া শ্রীব্রহ্মা ক্ষীরসাগরতীরে গমন করিয়া শ্রীভগবানকে স্তুতিপূর্ব্বক বলিলেন—হে সর্ব্বলোকেশ্বর! পরিদৃশ্যমান সকল পদার্থ-ই আপনি, আপনি সকল দেবতাগণের ঈশ্বর, অনন্ত, জন্মরহিত, অব্যয়, অখিল ব্রহ্মাণ্ডের বিশ্রামস্থল, পৃথিবীর আধার, অপ্রকাশ্য এবং অভেদ্য, আপনাকে নমস্কার করি। পুনঃ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে অসুর ভার পীড়িতা পৃথিবীকে সঙ্গে লইয়া সমস্ত দেবগণের সহিত শ্রীভগবানকে অবতীর্ণ হইবার জন্য প্রার্থনা করিয়া বলিলেন—হে বেদবাক্যের অগোচর প্রভো! আপনিই পরা ও অপরা বিদ্যা, তাহারা আপনারই মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত রূপ। আরও—দেবতাবৃন্দের স্তবে শ্রীভগবান্ প্রসন্ন হইয়া প্রকট হইলে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে সহস্রবাহো! আপনাকে নমস্কার! হে অনন্তবদন! আপনাকে নমস্কার!! হে সহস্রচরণ! হে জগতের উৎপত্তি স্থিতি বিনাশকর্ত্তা! অপ্রমেয় শক্তিমান্! আপনাকে বারম্বার নমস্কার করি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীগোবর্দ্ধনধারণ প্রসঙ্গেও দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র! আমি যে কারণে আপনার নিকট আসিয়াছি তাহা শ্রবণ করুন, হে অখিলাধার! আপনি পৃথিবীর ভার হরণ করিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। অতএব ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত শ্রীমহাদেব শঙ্কর এবং প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দদেবকে স্তব করেন, সুতরাং শ্রীব্রহ্মশিবাদিসংস্তুত শ্রীগোবিন্দদেব।

ভজদ্রূপ—মঙ্গলাচরণ শ্লোকে যে "ভজদ্রূপম্" বিশেষণটি প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—। ভক্ত অর্থাৎ নিত্যমুক্ত সাধকগণ যাঁহার রূপ ভজনা করেন তিনি ভজদ্রূপ। শ্রীগোবিন্দদেব নিজ ইচ্ছা অনুসারে ভক্তগণকে পার্ষদ শরীর প্রদান করেন। এই বিষয়ে প্রমাণ অথর্ব্বশিরঃ

শ্রীভা° ৪।৩১।১৪, যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎ স্কন্ধভুজোপশাখা। প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ ৮।৫।৪৯, যথা হি স্কন্ধ শাখানাং তরোর্ম্মূলাবসেচনম্। এবমারাধনং বিষ্ণোঃ সর্ব্বেষামাত্মনশ্চহি॥ তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বেষাং ভজনীয়ঃ।

অচিন্ত্যমিতি— মু° ৩।১।৭— বৃহচ্চ তদ্দিব্যমচিন্ত্যরূপম্, বৃহন্মহচ্চ তৎ প্রকৃতং ব্রহ্ম সত্যাদিসাধনং সর্ব্বতো ব্যাপ্তত্বাৎ, দিব্যং স্বয়ংপ্রভমনিন্দ্রিয়গোচরমতএব ন চিন্তয়িতুং শক্যতেঽস্যরূপমিত্যচিন্ত্যরূপম্" ইতি শ্রীশঙ্করপাদাঃ। কৈবল্যে—৬, অচিন্ত্যমব্যক্তমনন্তরূপম্। শ্রীভা° ৩।৩৩।৩, আত্মেশ্বরোঽতর্ক্য

শ্রীগোপাল তাপনী উপনিষদ্ বলেন—যে সাধক শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে গো-গোপী পরিবৃত ধ্যান করেন, তাঁহার সৌন্দর্য্য আস্বাদন করেন এবং নির্ম্মলা ভক্তিভাবে ভজনা করেন, তিনি অমৃত অর্থাৎ পরমানন্দময় পার্ষদ-তনু লাভ করেন। পুনঃ শ্রীগোপালতাপনী বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তিই একমাত্র ভজন, জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায় না এবং ভক্তি দ্বারা আরাধনাকারী একান্ত ভক্তকে শ্রীগোবিন্দদেব ভাবানুরূপ নিত্য পার্ষদ তনু প্রদান করেন। শ্রীমদ্ গোবিন্দদেব যে একমাত্র ভজনীয় তাহা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের শ্লোকের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন— দেবর্ষি নারদ প্রচেতাগণকে বলিলেন—হে প্রচেতাগণ! বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন বৃক্ষের স্কন্ধ শাখা প্রশাখা পত্রাদি তৃপ্ত, অথবা প্রফুল্লিত হয়, অন্নাদি ভোজন করিলে যেমন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল পরিতৃপ্ত হয়, সেই প্রকার এক মাত্র শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা করিলেই সমস্ত দেব দেবী পিতৃগণ আদি সকলের পূজা সম্পন্ন হয়। পুনঃ সাগরমন্থন প্রসঙ্গে দেবতাগণকে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—যেমন বৃক্ষের মূলে জল অবসেচন করিলে স্কন্ধ শাখা প্রশাখা প্রভৃতির সেচন সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার শ্রীকৃষ্ণের আরাধনার দ্বারা ব্রহ্মা শিব ইন্দ্রাদি সকল দেবতাগণেরও আরাধনা সুসম্পন্ন হয়। অতএব নিত্যমুক্ত আত্মারামগণ হইতে আরম্ভ করিয়া যাঁহার পরম সৌন্দর্য্যবিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহের ভক্তিভাবে আরাধনা করেন এবং যাঁহাকে আরাধনা করিলে সকলের আরাধনা সিদ্ধ হয়, সেই শ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র ভজদ্রূপ।

অচিন্ত্যম্,—মঙ্গলাচরণ শ্লোকে শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ যে "অচিন্ত্য" এই বিশেষণটি প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন। শ্রীমুণ্ডক উপনিষদে বর্ণিত আছে—পরব্রহ্ম বৃহৎ বস্তু, তিনি অচিন্ত্য—প্রাকৃত বুদ্ধির অগোচর এবং দিব্য রূপ লাবণ্য বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ। অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা এই প্রকার করিয়াছেন—বৃহৎ-মহৎ, যিনি মহৎ তিনি প্রকৃত ব্রহ্ম এবং সেই ব্রহ্মকে সত্যাদি সাধনা দ্বারা লাভ করা যায়, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপক। দিব্য—অর্থাৎ স্বয়ং প্রকাশ বাগাদি ইন্দ্রিয়ের গোচর নহেন, অতএব তাঁহার অলৌকিক রূপ কোন প্রকার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তিনি অচিন্ত্যরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব।

পুনঃ কৈবল্য উপনিষদ্ বর্ণনা করেন—পরাৎপর পরব্রহ্মের যে মনোহর রূপ আছে তাহা অচিন্ত্য—অর্থাৎ প্রাকৃত মন বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার মাধুর্য্য অনুভব করা যায় না। অব্যক্ত—অর্থাৎ শ্রীভক্তি বিনা

সহস্রশক্তিঃ। অচিন্ত্যানন্তশক্তিস্তস্য নৈতাবতাশ্চর্য্যম্” শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ। মাণ্ডু০ ৭।০, অচিন্ত্যম্। কৈ০ ২১, “অপানিপাদোঽহমচিন্ত্যশক্তিঃ” সুবাল০ ৮১, অচিন্ত্যরূপং দিব্যং .... সর্ব্বেশ্বরমচিন্ত্যমশরীরম্” শ্রীগী০ ৮।৯, সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপম্” সর্ব্বস্য কর্ম্মফলজাতস্য ধাতারং বিধাতারং বিচিত্রতয়া প্রাণিভ্যো বিভক্তারম্, অচিন্ত্যরূপং নাস্য রূপং নিয়তং বিদ্যমানমপি কেনচিচ্চিন্তয়িতুং শক্যতে ইত্যচিন্ত্যরূপস্তম্” ইতি শ্রীশঙ্করপাদাঃ। শ্রীমৎ পরমাচার্য্যপাদানাং—সংক্ষেপ ভা০ ১।১১০, অতোঽচিন্ত্যশক্তিং তাং মধ্যে কৃত্বাত্র দুর্ঘটঃ। কোঽপ্যর্থঃ স্যাদ্‌বিরুদ্ধোঽপি তথৈবাস্যাহ্যচিন্ত্যতা॥ ম০ ভা০ ভীষ্ম০ ৫.১২, “অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাং স্তর্কেণ যোজয়েৎ” তস্মাদচিন্ত্যশক্তিমন্তং দিব্যাচিন্ত্যস্বরূপং শ্রীগোবিন্দদেবমিতি।

হেতুমিতি—তৈ০ ৩।১. যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” ব্র০ সূ০ ১।১।২।২, “জন্মাদ্যস্য যতঃ”

অন্য কোন সাধনের দ্বারা তিনি সাধকের নিকটে ব্যক্ত-প্রকাশ হয়েন না। অনন্ত—যাঁহার রূপ গুন লীলা অবতারাদির কেহ অন্ত পায় না। সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব। শ্রীভাগবত মহাপুরাণে জননী দেবহুতি বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি নিষ্ক্রিয়, সত্যসঙ্কল্প, সকল জীবের প্রভু এবং সহস্র অচিন্ত্য শক্তি সমন্বিত। শ্রীমদাচার্য্যদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—যাঁহার শ্রীনাম গ্রহণের ফলে চণ্ডালের চণ্ডালত্ব দূর হইয়া পবিত্র হয়, তাঁহার অচিন্ত্য অনন্ত শক্তি থাকিবে তাহা আর আশ্চর্য্য কি। মাণ্ডুক্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—যে আত্মা, বিজ্ঞেয়, তাহা অচিন্ত্য বস্তু। কৈবল্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমার প্রাকৃত মানবের সদৃশ জড় হস্ত পাদাদি নাই, কিন্তু আমি অপ্রাকৃত দিব্য হস্তপাদাদিযুক্ত শ্রীবিগ্রহ হই এবং আমার অচিন্ত্য শক্তি আছে। সুবাল উপনিষদে বর্ণিত আছে—মেদ মাংস ও রক্তাদি পূর্ণ অসার শরীরের মাঝে জীবাত্মা বাস করে, কিন্তু জীবাত্মা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরমেশ্বর আছেন, তাঁহার প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অগোচর দিব্য পরম কমনীয় রূপ আছে এবং সেই সর্ব্বেশ্বরের অচিন্ত্য অপ্রাকৃত মাধুর্য্য পূর্ণ শরীর আছে। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা উপনিষদে শ্রীভগবান্ শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিলেন—হে ধনঞ্জয়! তোমাকে যে দিব্য পরম পুরুষের কথা বলিলাম সেই পুরুষের সমস্ত জগৎ ধারণ করিবার শক্তি আছে, তিনি সর্ব্বধারক এবং তাঁহার অপ্রাকৃত বা অচিন্ত্য দিব্য সর্ব্বজন মনোহর রূপ আছে। অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—সকলের সকল কর্ম্মফলের, ধাতা বিধাতা, ফলভোগেচ্ছু প্রাণিদিগকে বিচিত্ররূপে বিভাগ কর্ত্তা, অচিন্ত্যরূপ—সেই সর্ব্বকর্ম্মফলদাতার দিব্য সৌন্দর্য্যযুক্ত রূপ সর্ব্বদা বিদ্যমান্ রহিয়াছে, তথাপি কোন ব্যক্তি প্রাকৃত মনের দ্বারা সেই রূপকে চিন্তা করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং তিনি অচিন্ত্যরূপ। পরমারাধ্য শ্রীমদ্ পরমাচার্য্যদেব শ্রীলঘু ভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব এবং উদাসীনত্ব এককালে কি প্রকারে সম্ভব হয়, তাহাই বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ যেমন অচিন্ত্য, তাঁহার অনন্ত শক্তিও সেই প্রকার সুতরাং অচিন্ত্য আত্মশক্তির প্রভাবে তাঁহার কোন কার্য্যই অসম্ভব নহে। শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে—অচিন্ত্য বস্তুকে কোন তর্কাদির সহিত যোজনা করিতে নাই।

১।৪।৭।২৩, ২৬,২৭, প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ” আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ” “যোনিশ্চ হি গীয়তে” ২।১।৫।১৪, তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ” শ্রীগী০ ১০।৮ অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ” অহং পরং ব্রহ্ম বাসুদেবাখ্যং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভব উৎপত্তি কারণমুপাদানং নিমিত্তঞ্চ” ইতি শ্রীমধুসূদনপাদাঃ ! শ্রীভা০ ৮।৬।১০, ১০।২। ২৮, ত্বয্যগ্র আসীৎ ত্বয়ি মধ্য আসীৎ ত্বয্যন্ত্য আসীদিদমাত্মতন্ত্রে। ত্বমাদিরন্তোজগতোস্য মধ্যং ঘটস্যমৃৎস্নেব পরঃ পরস্মাৎ ॥ “ত্বমেক এবাস্য সতঃ প্রসূতিঃ” এবং রূপস্য সংসারবৃক্ষস্য সতঃ কার্য্যস্য ত্বমেক এব প্রসূতিঃ প্রকর্ষেণ সূতির্জন্ম যস্মাৎ স ত্বং কারণমিত্যর্থঃ” শ্রীস্বামিপাদাঃ। পুনঃ ১০।১৪।৫৬, বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্থাস্নু চরিষ্ণু চ। ভগবদ্রূপমখিলং নান্যদ্বস্তিহ কিঞ্চন ॥ শ্রীব্রহ্মসং০—৫।১, ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্ ॥ সর্ব্বেষাং কারণং কারণার্ণবশায়ী

অতএব অচিন্ত্য শক্তিমান্ অলৌকিক অচিন্ত্যস্বরূপ স্বশক্তিমাত্র সহায়, শ্রীগোবিন্দদেব, ইহা শাস্ত্রের দ্বারা প্রমাণিত হইল।

হেতু—মঙ্গলাচরণ শ্লোকে যে “হেতু” অর্থাৎ কারণ শব্দটি প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লী অধ্যায়ে বরুণ নিজ পুত্র বারুণিকে বলিলেন—হে পুত্র! যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়, জাত হইয়া প্রাণ ধারণ করে এবং যাহাতে অন্তকালে প্রবেশ করে সেই ব্রহ্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বকারণ বা হেতু। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্রহ্মসূত্রে শ্রীগোবিন্দদেবকে পরম কারণ বা হেতু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে, এই সূত্র সকলের যথা স্থানে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইবে। যাঁহা হইতে এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই বেদান্ত প্রতিপাদ্য মুমুক্ষুর জিজ্ঞাসার বিষয় পরব্রহ্ম।

“পরব্রহ্ম আপনাকেই আপনি পরিণামিত করেন, অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব যে জগতের কারণ তাহা নির্ণয় করা হইল।” শ্রুতি ব্রহ্মকেই নিশ্চয় করিয়া বিশ্বযোনি বলিয়া বর্ণনা করেন। ব্রহ্মই পরিদৃশ্যমান্ জগতের নিমিত্তকারণ এবং উপাদান কারণ তাহা প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্তের দ্বারা সিদ্ধ করা হইয়াছে তাহা স্বীকার না করিলে প্রতিজ্ঞার বাধা এবং দৃষ্টান্তের হানি হইবে। “বাচারম্ভণ” প্রভৃতি শব্দের দ্বারা জানা যায় যে কার্য্যভূত জগৎ হইতে কারণভূত পরব্রহ্ম অনন্য অর্থাৎ পৃথক্ নহে। সর্ব্ব উপনিষৎসার শ্রীগীতা শাস্ত্রে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব মহাবীর ধনঞ্জয়কে বলিলেন—হে পার্থ! তোমার রথে অবস্থিত এই আমি শ্রীকৃষ্ণ সকল ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি স্থান। শ্রীমধুসূদন সরস্বতীপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যা এইপ্রকার করিয়াছেন—আমি পরব্রহ্ম বাসুদেব সকল জগতের প্রভব—উৎপত্তি কারণ, উপাদান কারণ এবং নিমিত্ত কারণ, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ নিজ মুখে কারণত্রয় স্বীকার করিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে বিশ্বমূর্ত্তে! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আপনি ছিলেন, তথা সৃষ্টির মধ্যস্থলে আপনি আছেন এবং জগতের অন্তেও আপনি এবং আপনি স্বয়ং সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের বহির্ভূত বস্তু। আপনি জগতের আদি-মধ্য এবং অন্ত, যেমন মাটির কলসের আদি

মহৎস্রষ্টাপুরুষস্তস্যাপিকারণমিতি, শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ। পুনঃ ৫।৫১ "অগ্নির্মহীগগনমম্বুমরুদ্দিশশ্চ কালস্তথাত্মমনসীতিজগত্ত্রয়াণি। যস্মাদ্ভবন্তি বিভবন্তি বিশন্তি যঞ্চ গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বেষাং হেতুমিতিসিদ্ধম্।

অদোষমিতি—কঠ০ ২।১।১১, নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ব্র০ সূ০ ৩।২।৮।১৬, ১৭ "আহ চ তন্মাত্রম্" "দর্শয়তি চাথো অপি স্মর্য্যতে", ৩।২।১২।৩১, প্রতিষেধাচ্চ" শ্রীমৎ পরমাচার্য্যচরণৈরপি শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধা-

---

মধ্যে ও অন্তে মাটি বিদ্যমান্ থাকে, সেই প্রকার আপনিও বিদ্যমান্ আছেন। শ্রীদশমে ব্রহ্মাদি দেবতাগণ শ্রীদেবকী গর্ভগত শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি এই দৃশ্যমান্ সংসার বৃক্ষের একমাত্র প্রসব কর্ত্তা। পরম পূজনীয় শ্রীধরস্বামী এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—এই প্রকার অর্থাৎ প্রকৃতি আশ্রিত, সুখ দুঃখ ফলযুক্ত, সত্ত্ব রজো তমো তিন মূল যুক্ত, ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ রস যুক্ত, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় যুক্ত, ষড়্ভাব ভাবযুক্ত, সপ্তধাতু, অষ্টশাখা—অর্থাৎ পঞ্চ মহাভূত ও মন বুদ্ধি অহঙ্কার, নবদ্বার যুক্ত, প্রাণাদি দশ প্রাণযুক্ত সংসার বৃক্ষের বিদ্যমানতা যুক্ত কার্য্যের আপনি একমাত্র প্রসূতি, অর্থাৎ প্রকৃষ্টরূপে যাহা হইতে জন্ম হইয়াছে সেই আপনিই কারণ, অর্থাৎ সংসার বৃক্ষের উৎপত্তি স্থল। শ্রীদশমে শিশু বৎস হরণকারী শ্রীব্রহ্মা শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দকে বলিলেন—হে শ্রীব্রজেন্দ্রকুমার! আপনার জঠরে এই দৃশ্যমান্ জগৎ চরাচরের সহিত বর্ত্তমান রহিয়াছে। পুনঃ শ্রীদশমে শ্রীশুকদেব, মহারাজ শ্রীপরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে রাজন্! সারমর্ম্ম এই যে শ্রীকৃষ্ণই স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু দেখা যাইতেছে সব কিছু এবং মৎস্য কূর্ম্ম প্রভৃতি যে অবতার সকল আছেন তাহা শ্রীকৃষ্ণই, তিনি ভিন্ন অন্য কোন প্রাকৃত অপ্রাকৃত বস্তু নাই। সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বকারণ।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বোৎকৃষ্ট শক্তিস্বরূপিণী সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী শ্রীরাধাযুক্ত, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তিনি সকলের আদি তাঁহার কেহ নিয়ামক নাই, তিনি গোপালন লীল, এবং সকল বিধি রুদ্রাদিরও কারণ অর্থাৎ হেতু। পরম পূজনীয় শ্রীমদাচার্য্যদেব এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন--সকলের কারণ হইলেন শ্রীকারণার্ণবশায়ী মহৎস্রষ্টা পুরুষ, শ্রীগোবিন্দদেব তাঁহারও কারণ ইহাই অর্থ। পুনঃ শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—অগ্নি, পৃথিবী, আকাশ, জল, বায়ু, দিক্সকল, কাল, জীবাত্মা, মন এবং এই ত্রিজগৎ যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাঁহাতে স্থিতি লাভ করে এবং অন্তে যাঁহাতে প্রবেশ করে সেই আদি পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজন করি।

সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব সকলের পরম কারণ বা হেতু শ্রুতি সূত্র প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হইল।

অদোষ –মঙ্গলাচরণে শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ "অদোষ" এই বিশেষণটি প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে ধর্ম্মরাজ শ্রীযম নচিকেতাকে বলিলেন—হে কুমার! জগৎ সৃষ্টির কর্ত্তা অনেক নহে, একমাত্র মহান্ বিভু পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব এবং তাঁহাতে কোন প্রকার প্রাকৃত দোষ গন্ধ নাই।

বিমানি প্রমাণানি সমুদ্ধৃতানি, ২।১।২৪৩-৪৯, তথাপি দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। গুণাবিরুদ্ধা অপ্যেতে সমাহার্য্যাঃ সমন্ততঃ॥ সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদানরাহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞানমাত্রাশ্চ সর্ব্বতঃ। সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষবিবর্জিতাঃ॥ অষ্টাদশমহাদোষৈ রহিতা ভগবত্তনুঃ। সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সত্য বিজ্ঞানানন্দরূপিণী॥ অষ্টাদশমহাদোষাশ্চ— মোহস্তন্দ্রাভ্রমোরুক্ষরসতা কাম উল্বণঃ। লোলতা মদমাৎসর্য্যে হিংসা খেদ পরিশ্রমৌ॥ অসত্যং ক্রোধ আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা বিশ্ববিভ্রমঃ। বিষমত্বং পরাপেক্ষা দোষা অষ্টাদশোদিতাঃ॥ ইত্থং সর্ব্বাবতারেভ্য-স্ততোপ্যত্রাবতারিণঃ। ব্রজেন্দ্রনন্দনে সুষ্ঠু মাধুর্য্যভর ঈরিতঃ॥ শ্রীভাং ১০।৭৭।৩১, "ক্ব শোকমোহো স্নেহো বা ভয়ং বা যেঽজ্ঞসম্ভবঃ। ক্বচাখণ্ডিতবিজ্ঞান জ্ঞানৈশ্বর্য্যস্বখণ্ডিতঃ॥ শ্রীবিংপুং ৫।৫।৭৯, জ্ঞানশক্তি

বেদান্তসূত্রেও ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রুতি বলিতেছেন—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-প্রভৃতি নিত্যগুণ কেবলমাত্র পরব্রহ্মেই বর্ত্তমান, প্রাকৃতগুণ তাঁহাতে নাই। পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব কল্যাণ গুণ রত্নাকর এবং নিরস্তনিখিল প্রাকৃত দোষ, এই প্রকার উপনিষদ্ বাক্যে ও স্মৃতিবাক্যে দেখা যায়। "পরব্রহ্ম অচিৎ ধর্ম্ম নিষেধহেতু" সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবে কোন প্রকার দোষের গন্ধও নাই। পরম পূজনীয় শ্রীমৎ পরমাচার্য্যদেব শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই সকল প্রমাণের সমুদ্ধৃতি করিয়াছেন। কূর্ম্ম-পুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীগোবিন্দদেবের অণুত্বস্থূলত্বাদি গুণ সকল পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও কোন প্রকার দোষকর নহে, সুতরাং ইহাদিগকে অবিরুদ্ধ বলিয়াই সমাধান করিতে হইবে। মহাবরাহ পুরাণে বর্ণিত আছে—পরাত্মা শ্রীভগবানের সকল দেহই নিত্য জন্ম রহিত, শাশ্বত জগতে পুনঃ পুনঃ আবির্ভাবশীল, বাল্যাদি ত্যাগ ও পৌগণ্ডাদি গ্রহণ সত্ত্বেও ক্ষয় বৃদ্ধি রহিত, দেহ জাত হইলেও কখনও প্রাকৃতিক সম্ভূত নহে। শীতাদির বোধ থাকিলেও পরমানন্দঘন, ঐশ্বর্য্যাদির বিস্মরণ কালেও সর্ব্বতোভাবে জ্ঞানময়, সকল অবতারই অংশাদি স্বরূপ হইলেও সর্ব্বগুণে পূর্ণ স্থলবিশেষে—মোহাদিদোষ দেখা গেলেও সর্ব্বদোষ রহিত। বৈষ্ণবতন্ত্র নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়—শ্রীভগবানের বিগ্রহ অষ্টাদশ মহাদোষ বিবর্জিত, সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যময় এবং সচ্চিদানন্দঘন। শ্রীবিষ্ণুযামলে অষ্টাদশ মহাদোষ বর্ণিত আছে—মোহ, তন্দ্রা, ভ্রম, রুক্ষ-রসতা, দুঃখদ লৌকিক উল্বণ কাম, লোলতা, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, খেদ, পরিশ্রম, অসত্য, ক্রোধ, আকাঙ্ক্ষা আশঙ্কা, জগৎ পালনেচ্ছাত্মক বিশ্ববিভ্রম, বৈশম্য এবং পরাপেক্ষা—এই অষ্টাদশ মহাদোষ। তাহার মধ্যে রুক্ষরসতা ও উল্বণকাম শ্রীভগবৎস্বরূপে নাই। নিরঙ্কুশৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীভগবদবতার মাত্রেরই শ্রীভক্তসম্বন্ধে জাত মোহ তন্দ্রাদিও রসপোষক হয়, সুতরাং সকল অবতারের অবতারী শ্রীমহাবিষ্ণু, তাঁহারও অংশী শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গোবিন্দদেবে মোহাদি রসপোষক রূপেই বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আর কোনও সন্দেহের অবকাশ নাই। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শাল্বযুদ্ধ বর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহা-রাজকে বলিলেন—হে রাজন্! কোন কোন ঋষিগণ শ্রীকৃষ্ণের মোহ ও শোক বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু তাহাদের বাক্য বিপরীত হয় তহো তাহারা জানেনা, কারণ অজ্ঞানী জীবে নিবাসকারী শোক মোহ স্নেহ

বলৈশ্বর্য্য বীর্য্য তোজাংস্যশেযতঃ। ভগবচ্ছব্দবাচ্যানি বিনা হেয়ৈর্গুণাদিভিঃ॥ নির্দ্দোষ পূর্ণগুণ বিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মক শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগত ভেদ বিবর্জিতাত্মা" ইতি। তস্মাৎ প্রাকৃতদোষগুণাভাবত্বে সত্যপ্রাকৃতানন্ত কল্যাণগুণবৃন্দমণ্ডনং শ্রীগোবিন্দ-দেবমিতি ভাবঃ।

গোবিন্দম্,—অত্র গোবিন্দমিতি বিশেষ্যং নাম, অন্যানি তু বিশেষণানি। গোবিন্দং গোপলীল-মিত্যর্থঃ। শ্রীগো০ তা০ পূ০ ৩. ৫. "গোবিন্দান্মৃত্যুর্বিভেতি, তানুবাচ ব্রাহ্মণঃ পাপকর্ষণো গো ভূমি বেদ বিদিতো বিদিত। শ্রীভা০ ১০।২৭।২৩, "ইন্দ্রঃ সুরর্ষিভিঃ সাকং নোদিতো দেবমাতৃভিঃ। অভ্যসিঞ্চত দাশার্হং "গোবিন্দ" ইতি চাভ্যধাৎ॥ তস্মাদত্র শ্রীব্রজরাজনন্দন যশোদাস্তনন্ধয় পরমমাধুর্য্যমণ্ডিতলীল

এবং ভয় কোথায়? আর পরিপূর্ণ মহৈশ্বর্য্য শ্রীকৃষ্ণই বা কোথায়? যাঁহার জ্ঞান, বিজ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যাদি অখণ্ডিত ভাবে বিদ্যমান আছে। সুতরাং মোহাদি দোষ শ্রীগোবিন্দদেবে নাই।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশর ঋষি শ্রীমৈত্রেয়কে বলিলেন—হে ঋষিবর! প্রকৃতিজাত সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক গুণ এবং ত্রিগুণ হইতে উৎপন্ন সুখ, দুঃখ ও মোহ বিনা অপ্রাকৃত জ্ঞান, শক্তি, বল, ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য এবং তেজ আদি দিব্য সদ্গুণ সকল 'ভগবৎ' শব্দ বাচ্য, অর্থাৎ উক্ত দিব্যগুণগণালঙ্কৃত শ্রী-গোবিন্দদেব। পুনরায় স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান্ দোষরহিত, কল্যাণপূর্ণগুণগণালঙ্কৃত শ্রীবিগ্রহ, তিনি স্বশক্তিমাত্র সহায় আত্মতন্ত্র এবং প্রাকৃত চেতন বিহীন শরীর, প্রাকৃত গুণরহিত, সজাতীয় বিজাতীয় স্বগত ভেদত্রয় বিবর্জিত, যাঁহার কর চরণাদি কেবল আনন্দময়। অতএব বিরিঞ্চি পঞ্চ প্রপঞ্চের প্রাকৃত দোষ গুণের নিতান্ত অভাব বর্ত্তমান যাহাতে বিদ্যমান আছে, পক্ষান্তরে— অপ্রাকৃত অনন্তকল্যাণগুণৈক নিলয় সর্ব্বদোষ বর্জিত পরম মাধুর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীগোবিন্দদেব।

শ্রীগোবিন্দদেব— মঙ্গলাচরণ শ্লোক "গোবিন্দ" এই শব্দটি বিশেষ্য, অন্য সকল শব্দগুলি তাঁহার বিশেষণ। অতঃপর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ভাষ্যের বক্তা ও বেদান্তের প্রতিপাদ্য যে শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার করিয়াছেন, তাঁহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—গোবিন্দ অর্থাৎ গোপবংশজাত গোচারণ লীলাকারী। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি শ্রীগোবিন্দ নামের ব্যাখ্যা এই প্রকার করিয়াছেন শ্রীগোবিন্দ হইতে মৃত্যু ভয় করে, প্রজাপতি শ্রীব্রহ্মা মুনিগণকে বলিলেন—শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বপাপরাশিকে বিনাশ করে, তিনি গাভীসকল সঙ্গে লইয়া বিহার করেন, বেদবাক্যের দ্বারা তাঁহাকে বিদিত হওয়া যায় এবং শ্রীগোবিন্দও সর্ব্ববেদবিৎ। সুতরাং সর্ব্বপাপবিধ্বংশি বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদ্য শ্রীগোবিন্দদেব। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীগোব-র্দ্ধন যাগপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—হে রাজন্! দেবরাজ ইন্দ্র সুরর্ষিগণের সহিত দেবমাতাগণের প্রেরণায় যদুবংশবিভূষণ শ্রীকৃষ্ণকে অভিষেক করিলেন এবং "গোবিন্দ" এই ব্রজপ্রিয় নামে সম্বোধন করিলেন। অতএব এই স্থলে শ্রীব্রজরাজ সুত, শ্রীযশোদোৎসঙ্গলালিত, পরম মাধুর্য্যমণ্ডিত লীলাবিলাসী ললিতত্রিভঙ্গমূর্ত্তি শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু শ্রীগোবিন্দদেবকে আমরা নমস্কার করি।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুবন্ধুরাঙ্গং শ্রীগোবিন্দদেবং নমস্যামো বয়মিতি শেষঃ। শিষ্যাভিপ্রায়েণ বহুবচনমিতি। অথবা—"অস্মদস্ত্বগৌরবেঽপি" শ্রীহরিণা০ ৪।৫, অগৌরবেঽপিগম্যমানেঽস্মচ্ছব্দস্য একবচন দ্বিবচনস্থানে বহুবচনং স্যাদতোঽত্র বহুবচনমিতি। পরিকরাত্রালঙ্কারঃ, শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তুভে—৮।২৩০, "বিশেষোক্তিঃ পরিকরঃ স্যাৎ সাকুতৈর্ব্বিশেষণৈঃ" সাভিপ্রায়ৈরনেকৈর্ব্বিশেষণৈ বিশেষ্য পুষ্টিঃ পরিকরালঙ্কার ইতি তদর্থঃ। সত্যজ্ঞানাদিবহুভির্ব্বিশেষণৈ র্গোবিন্দমিতি বিশেষ্যং পুষ্টিকৃতমিতি লক্ষণসঙ্গতিঃ।

অথবা—সর্ব্বেশ্বরঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দনঃ শ্রীবজ্রনাভ প্রীত্যার্চ্চাবতারতয়াবির্ভূ'তাদনন্তরং শ্রীমৎ পরমাচার্য্যৈরূপগোস্বামিপ্রভুচরণৈরভিসিক্তঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাটব্যাধিদৈবতত্বেন যো দেদীপ্যতে তন্নিষ্ঠমনসঃ শ্রীমদ্ভাষ্যকারাস্তন্নিদেশেনৈব ব্রহ্মসূত্রার্থান্ বিরচয়ন্তস্তৎ প্রণতিরূপং মঙ্গলমাচরন্তি-সত্যমিতি। শ্রীগোবিন্দদেবস্যাদেশেনৈব ভাষ্যমিদং বিরচিতমিতি স্বয়মেবাঙ্গীকৃতং শ্রীমদ্ভাষ্যকারৈঃ—৪।৪।২২।৩, 'বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ। শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥

এই স্থলে বহুবচন প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বহু শিষ্য অভিপ্রায়ে বুঝিতে হইবে। অথবা পরমারাধ্য শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের কারক প্রকরণে বলিয়াছেন—অস্মদ্—শব্দের অগৌরবেও বহুবচন হইবে। অস্মদ্ শব্দের অগৌরব অর্থ বুঝাইলেও একবচন ও দ্বিবচন স্থানে বহুবচন হইবে। অতএব 'নমস্যামঃ' এই শব্দটি বহুবচন প্রয়োগ করা হইয়াছে।

এই শ্লোকে যে অলঙ্কার প্রয়োগ করা হইয়াছে তাহার নাম 'পরিকর'। শ্রীমৎ কবি কর্ণপূর গোস্বামিপাদ শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভ গ্রন্থে পরিকর অলঙ্কারের এই প্রকার লক্ষণ করিয়াছেন—সাকুত বিশেষণের দ্বারা বিশেষোক্তিকে বর্ণন করার নাম পরিকর অলঙ্কার। অভিপ্রায় যুক্ত অনেক বিশেষণের দ্বারা একমাত্র বিশেষ্যকে পুষ্টি করে তাহার নাম পরিকর অলঙ্কার ইহাই উক্ত কারিকার অর্থ। সত্য জ্ঞান প্রভৃতি অনেক অভিপ্রায়যুক্ত বিশেষণের দ্বারা "গোবিন্দ" এই বিশেষ্যকে পুষ্ট করিয়াছে, সুতরাং অলঙ্কারের লক্ষণ শ্লোকের সহিত সঙ্গত হইয়াছে। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার বিংশ পরিচ্ছেদে—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ গোবিন্দ পর নাম। সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্য ধাম॥

অথবা—উক্ত মঙ্গলাচরণ শ্লোকের অন্য প্রকার মনোরম অর্থ করিতেছেন—সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীনন্দনন্দন স্বীয় প্রপৌত্র শ্রীবজ্রনাভের প্রীতিতে বশীভূত হইয়া অর্চ্চাবতার রূপে আবির্ভূ'ত হয়েন, তাহার পর পরম পূজনীয় শ্রীপরমাচার্য্যদেব শ্রীরূপগোস্বামিপ্রভুপাদ কর্তৃক অভিষিক্ত হইয়া শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাতা পরম দেবতা রূপে সুশোভিত হইতেছেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেব নিষ্ঠ হৃদয় শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাঁহার আদেশে প্রেরিত হইয়া শ্রীব্রহ্মসূত্রের অর্থ রচনা করিবার ইচ্ছা পোষণ করতঃ তাঁহার প্রণামরূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—সত্য ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। শ্রীগোবিন্দদেবের আদেশেই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনা করিয়াছেন তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন—যে পরম উদার আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান করত জগৎ মধ্যে খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন, সেই শ্রীরাধাবন্ধু ললিত ত্রিভঙ্গ সুন্দর

তং শ্রীবৃন্দাবনাধিষ্ঠাতৃত্বেন প্রসিদ্ধং শ্রীগোবিন্দদেবং বয়ং নমস্যামঃ, কীদৃশং শ্রীগোবিন্দং ভজদ্রূপং ভজৎ সেবমানো রূপস্তন্নামামহত্তমো যমিতি। রসিকাচার্য্যমৌলিনিরাজিত চরণপঙ্কজৈঃ শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপ্রভু পরমাচার্য্যবরৈর্নিসেবিতশ্রীবিগ্রহমিতি। যদ্বা ভজন্তি রূপাণি যমিতি, সৌন্দর্য্যসেবিতমিত্যর্থঃ। তন্মাধুর্য্যযুক্তং শ্রীমৎপরমাচার্য্যচরণৈঃ শ্রীভক্তি র০ ১।২।২৩৯, "স্মেরাং ভঙ্গীত্রয়পরিচিতাং সাচি বিস্তীর্ণ দৃষ্টিং বংশীন্যস্তাধর কিশলয়ামুজ্জ্বলাং চন্দ্রকেণ। গোবিন্দাখ্যং হরিতনুমিতঃ কেশিতীর্থোপকণ্ঠে মা প্রেক্ষিষ্ঠাস্তব যদি সখে! বন্ধুসঙ্গেঽস্তিরঙ্গঃ॥ অর্চ্চাসাধারণং নিবর্ত্য সাক্ষাদ্ভগবত্ত্বং প্রকাশয়িতুং সত্যমিত্যাদীনি বিশেষণানি যোজ্যানি। সত্যং জ্ঞানমনন্তাদিরূপং যৎ পরতত্ত্বস্বরূপং তদেব ভক্তানুগ্রহবশাৎ করুণয়ার্চ্চাবতাররূপমিতি। ননু চিৎসুখমূর্ত্তের্রর্চ্চাবতারত্বং কথং সম্ভাব্যতে? তত্রহুঃ—অচিন্ত্যমিতি। অচিন্ত্যালৌকিকাতর্ক্যবস্তুনঃ শুষ্কতর্কাবিষয়ত্বাৎ, কঠ০ ১।২।৯, নৈষাতর্কেণ মতিরাপনেয়া। ব্র০ সূ০ ২।১।৩।১১, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'

স্বপ্ননির্দিষ্টভাষ্য শ্রীগোবিন্দদেব জয়যুক্ত হউন। অর্থাৎ যিনি আমাকে স্বপ্নযোগে ভাষ্য নির্দেশ করিয়াছেন তিনি জয়যুক্ত হউন। সেই শ্রীমদ্বৃন্দাবনাধিষ্ঠাতৃ রূপে বিরাজিত প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমরা নমস্কার করি।

কি প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব তাহাই বলিতেছেন—ভজদ্রূপ, অর্থাৎ মহত্তম শ্রীমদ্রূপগোস্বামিপাদ কর্ত্তৃক যিনি সেবিত। রসিকাচার্য্যগণের শিরোমুকুট দ্বারা নিসেবিত শ্রীচরণ যাঁহার সেই শ্রীমদ্রূপগোস্বামি প্রভু পরমাচার্য্যদেব কর্ত্তৃক নিসেবিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেব।

অথবা রূপ সকল যাঁহাকে ভজনা করে সেই সর্ব্বসৌন্দর্য্য নিসেবিত বিগ্রহ যিনি শ্রীগোবিন্দদেব।

শ্রীগোবিন্দদেবের মাধুর্য্য পরম পূজনীয় শ্রীমদ্পরমাচার্য্যদেব শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন—হে সখে! যদি তোমার বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করিতে ইচ্ছা থাকে, তবে কেশীঘাটের সমীপবর্ত্তী হাস্যময় ত্রিভঙ্গঠামে বিরাজমান্, বক্র বিশাল নয়ন, বংশীরন্ধ্রে বিন্যস্ত অধরপল্লব, শিখিপুচ্ছধারী শ্রীগোবিন্দ মূর্ত্তিকে দর্শন করিও না। শ্রীগোবিন্দদেবকে সাধারণ অর্চ্চামূর্ত্তি রূপে জ্ঞান না করিয়া তাঁহার সাক্ষাৎ ভগবত্তা প্রকাশ করিবার জন্য সত্য জ্ঞান প্রভৃতি বিশেষণ গুলি যোজনা করিতে হইবে। সত্যস্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত শক্তিমান যে পরতত্ত্ব বস্তু তিনি নিজ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য করুণা বশতঃ অর্চ্চাবতাররূপে বিরাজিত আছেন। যদি বল—চিৎসুখ স্বরূপের কি প্রকারে অর্চ্চারূপে প্রকাশ হওয়া সম্ভব হয়? উত্তর বলিব—অপ্রাকৃত অলৌকিক অচিন্ত্য অতর্ক্যবস্তু শুষ্ক তর্কের দ্বারা অবগত হওয়া যায় না। কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীযমরাজ নচিকেতকে বলিলেন—হে বৎস! তুমি বৃথা তর্ক করিয়া এই বিমলা বুদ্ধিটি নষ্ট করিও না। শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বর্ণনা করিয়াছেন—অচিন্ত্য অপ্রাকৃত বস্তু তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। শ্রীমহাভারতে বনপর্ব্বের আরণ্যপর্ব্বে বক-যুধিষ্ঠির সংবাদে বর্ণিত আছে—শ্রীযুধিষ্ঠির বলিলেন—হে জলচর! তর্ক কোন স্থানেও স্থিতিলাভ করে না, শ্রুতি সকল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন, এমন একজনও ঋষি নাই যাঁহার মত প্রমাণ বলিয়া

সূত্রাংশুভিস্তমাংসি ব্যুদস্য বস্তূনি যঃ পরীক্ষয়তে।
স জয়তি সাত্যবতেয়ো হরিরনুবৃত্তো নতপ্রেষ্ঠঃ ॥ ২ ॥

শ্রীভারতে বনঃ ১১৩।১১৭, তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈক ঋষির্যস্য মতং প্রমাণমিতি। হেতুম্— অর্চ্চকানামবিদ্যানিবারকং, তথা চ স্মৃতিঃ—বৃন্দাবনে তু গোবিন্দং যে পশ্যন্তি বসুন্ধরে!। ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং গতিম্॥ পুণ্যকৃতাং ভক্তিমতামিতি। মঙ্গলাচরণমিদং বস্তুনির্দ্দেশরূপং বোধ্যমিতি ॥ ১ ॥

অথ শিষ্টাচার পরম্পরারক্ষণায় সূত্রকার নমনরূপ মঙ্গলমাচরন্তি সূত্রাংশুভিরিতি। স সাত্যবতেয়ো বসুকন্যায়াং সত্যবত্যাং মহর্ষি পরাশরাদাবির্ভূতঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নো বেদব্যাসো জয়তি। স্বোৎকর্ষমাবিষ্করোতু। সঃ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন এব হরিঃ সূর্য্যশ্চন্দ্রো বা। তথাহি অমরে—৩।৩।১৭৫—"যমানিলেন্দ্র চন্দ্রার্ক বিষ্ণুসিংহাংশু বাজিষু। শুকাহিকপিভেকেষু হরিঃ॥ যথা সূর্য্যঃ স্বকিরণৈঃ সর্ব্বান্ধকারং বিনাশ্য ঘটপটাদীন্ প্রকাশয়তি, তথা যো বেদব্যাসঃ সূর্য্যো দুর্ম্মতীনামুদ্ভাবিতান্ পূর্ব্বপক্ষরূপানন্ধকারা-

---

স্বীকার করা যায়, পরম ধর্ম্মের তত্ত্ব অত্যন্ত গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছে, সুতরাং যে পথে মহাজনবৃন্দ গমন করিয়াছেন তাহাই যথার্থ পথ। অতএব অপ্রাকৃত বস্তু তর্কের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় না। হেতু—অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের যাঁহারা অর্চ্চনা করেন, তিনি তাঁহাদের অবিদ্যা বা বহির্মুখতা দোষ নিবারণ করেন! যেহেতু স্মৃতিতে বর্ণনা আছে—শ্রীধাম বৃন্দাবনে যাহারা শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করে, হে বসুন্ধরে! তাহারা কোনদিন আর যমলোকে গমন করে না, কিন্তু পুণ্যকারী অর্থাৎ আমার ভক্তিমান্ ভক্তগণ যে স্থানে গমন করে তাহারাও সেই স্থানে গমন করে।

শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ যে মঙ্গলাচরণটি করিয়াছেন তাহা বস্তুনির্দ্দেশরূপ মঙ্গলাচরণ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

কারণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—
"সে মঙ্গলাচরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার। বস্তুনির্দ্দেশ, আশীর্ব্বাদ আর নমস্কার॥ ॥ ১ ॥

অতঃপর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ শিষ্টাচার পরম্পরা রক্ষা করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীমদ্ ব্যাসদেবের নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—সূত্রাংশুভিঃ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। সেই সাত্যবতেয় অর্থাৎ বসুকন্যা সত্যবতীর গর্ভে মহর্ষি পরাশর হইতে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের জয় হউক, তিনি নিজের উৎকর্ষ আবিষ্কার করুন সেই শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নই হরিঃ অর্থাৎ সূর্য্য কিম্বা চন্দ্র।

শ্রীঅমরসিংহ অমরকোষে বলিয়াছেন—'হরি' শব্দে যম-বায়ু-ইন্দ্র-চন্দ্র-সূর্য্য-বিষ্ণু-সিংহ-কিরণ-ঘোড়া-শুকপক্ষী-সর্প-ভেক—ইহাদিগকে বুঝায়। অতএব সূর্য্য যেমন নিজপ্রভায়, সকল অন্ধকার নাশ

ন্নাশয়িত্বা বস্তূনি শ্রীকৃষ্ণস্তদ্যাবতার-ভক্তি ধামাদীনি পরীক্ষয়তে প্রদর্শয়তি, যথাযথরূপেণ বোধয়তীত্যর্থঃ। সঃ শ্রীবাদরায়ণো মাং তথা কৃপায়তু যথা পরপক্ষানামসদ্বাদান্ খণ্ডয়িত্বা তৎকৃতব্রহ্মসূত্রস্য যথার্থরূপেণ শ্রুতি-প্রমাণদ্বারেণ সূত্রানুসারি ব্যাখ্যানং কর্ত্তুং শক্নোমীতি শ্রীভাষ্যকারাণামাশয়ঃ। শ্রীপরাশরনন্দনব্যাসদেবস্য ভগবদবতারত্বং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—৩।৪।৫, 'কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং প্রভুম্, কো হ্যন্যো ভুবি মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ভবেৎ॥ পুনঃ কীদৃশঃ? অনুবৃত্তঃ, সর্ব্বব্যাপকত্বেঽপি নতপ্রেষ্ঠঃ প্রণতজনেষু প্রিয়ভক্তেষু কৃপাতিশয়ো বিস্তারকঃ, শ্রীভগবদবতাররূপত্বাদিত্যর্থঃ। নম্বত্র শ্লোকে "সমাপ্তপুনরাত্ততা" দোষো দৃশ্যতে, তত্তু ক্রিয়ান্বয়েন শান্তাকাঙ্ক্ষস্য বিশেষ্যপদবাচকস্য বিশেষণান্তরেণান্বয়ার্থে পুনরসন্ধানং সমাপ্তপুনরাত্তত্বম্" কাব্যদোষঃ, অ০ কৌ০ ১০।৭৩। সূত্রাংশুভিস্তমাংসি ব্যুদস্য বস্তূনি যঃ পরীক্ষয়তে স জয়তি" ইতি 'জয়তি' ক্রিয়ান্বয়েন শান্তাকাঙ্ক্ষস্য 'স' পদস্য বিশেষ্য "বস্তূনি পরীক্ষয়তে যঃ" ইতি

করিয়া ঘট পটাদি পদার্থ সকল প্রকাশ করে, সেই প্রকার শ্রীবেদব্যাসসূর্য্য দুর্ম্মতিগণের দ্বারা উদ্‌ভাবিত পূর্ব্বপক্ষ সকল অন্ধকারকে নাশ করিয়া বস্তু অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীভক্তি, শ্রীগোবিন্দের নামমহিমা, তাঁহার ধাম মহিমা প্রভৃতি পরিষ্কাররূপে প্রদর্শন—জ্ঞান করান, অর্থাৎ যথাযথ রূপে বোধ প্রদান করেন। সেই ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ আমাকে এইরূপ কৃপা করুন, যেন পরপক্ষগণের অসদ্‌বাদ সকলকে নাশ করিয়া, তাঁহার প্রকাশিত ব্রহ্মসূত্রের যথাযথ রূপে সূত্রের অনুসারে শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা ব্যাখ্যা করিতে পারি ইহাই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের হৃদয়ের আশয়। শ্রীপরাশরনন্দন ব্যাসদেবের ভগবত্তা শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীপরাশর মৈত্রেয়কে বলিলেন—হে মৈত্রেয়! শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসদেবকে আপনি সর্ব্বসমর্থ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণ বলিয়া জানিবেন, অন্যথা এই জগতে শ্রীনারায়ণ বিনা কে শ্রীমহাভারত রচয়িতা হইতে পারেন।

পুনরায় শ্রীব্যাসদেব কি প্রকার—তাহা বলিতেছেন—অনুবৃত্ত—অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক হইলেও নত-প্রেষ্ঠ, প্রণতজন প্রিয় ভক্তগণের প্রতি কৃপাতিশয় বিস্তারকারী। তিনি শ্রীভগবদবতার হেতু সর্ব্বব্যাপক।

শঙ্কা—নমস্কার রূপ মঙ্গলাচরণে কাব্যদোষের উদ্‌ভাবন করিতেছেন—এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে সমাপ্ত পুনরাত্ততা দোষ দেখা যায়, শ্রীমৎ কবি কর্ণপুর গোস্বামিপাদ শ্রীঅলঙ্কার কৌস্তুভে বলিয়াছেন—তাহা এই প্রকার—শ্লোকে বিশেষ্য বাচক পদের ক্রিয়ার সহিত অন্বয়ের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা শান্ত—সমাপ্ত হইলে পর, পুনরায় অন্য বিশেষণের সহিত অর্থের অন্বয় সংযোজন করিলে সমাপ্ত পুনরাত্ততা কাব্যদোষ সংঘটিত হয়। উক্ত শ্লোকে—সূত্ররূপ কিরণের দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া বস্তু সকল যিনি প্রকাশ করেন, তিনি জয়যুক্ত হউন, এই স্থলে "জয়তি" ক্রিয়ার অন্বয়ের সহিত শেষ হইয়াছে আকাঙ্ক্ষা যাহার সেই "স" এই বিশেষ্য পদের "সূত্রাংশুভিঃ..........পরীক্ষয়তে যঃ" এই বিশেষণ পদের সহিত অন্বয় হওয়ায় শ্লোকার্থের সমাপ্ত ঘটিয়াছে। পুনঃ "সঃ কীদৃশঃ?" এই প্রকার বিশেষ্য অনুসন্ধান করা হেতু "সমাপ্ত-পুনরাত্ততা" দোষ সম্ভব হইয়াছে।

দ্বাপরে বেদেষু সমুৎসন্নেষু সঙ্কীর্ণপ্রাজ্ঞৈর্ব্রহ্মাদিভিরভ্যর্থিতো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ

বিশেষণার্থেনান্বয়ার্থস্য সমাপ্তেঃ পুনঃ সঃ কীদৃশঃ ইতি বিশেষ্যানুসন্ধানাৎ 'সমাপ্ত পুনরাত্ততা' দোষঃ সম্ভবেদিতিচেন্ন, অনিয়তাকাঙ্ক্ষয়া বিশেষণান্তরান্বয়স্থলে স দোষঃ সম্ভবতি, নিয়তাকাঙ্ক্ষয়া বিশেষণান্তরান্বয়স্থলে—যঃ সূর্য্যঃ সূত্রাংশুভিস্তমাংসি তিরস্কৃত্য পদার্থান্ প্রকাশয়তি সঃ কীদৃশঃ? ইত্যুত্থিতাকাঙ্ক্ষায়াং বিশেষ্য বাচকঃ 'সঃ' পদস্য ক্রিয়ান্বয়েন শান্তাকাঙ্ক্ষস্য বিরহেণ তাদৃশাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তয়ে "নতপ্রেষ্ঠঃ" ইত্যাদি বিশেষ্য পদোপাদানেন সমাপ্ত পুনরাত্ততা দোষস্যানবকাশাদিতি ভাবঃ ॥ ২ ॥

অথ শ্রীব্রহ্মসূত্রাবির্ভাবে কারণমুত্থাপ্যাখ্যায়িকাদ্বারেণ কথয়ন্তি—**দ্বাপরে বেদেষ্বিতি**। ধর্ম্মমূলাচ্ছ্রীনারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং সত্যযুগে পূর্ণরূপেণ বিদ্যমানমাসীৎ। ত্রেতায়াং কিঞ্চিদন্যথা জাতম্। দ্বাপরে তু সর্ব্বত্র জ্ঞানাভাবো দর্শনেন ব্যাকুলহৃদয়ৈর্ব্রহ্মাদিদেবৈরভ্যর্থিতো ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ পুরুষোত্তমঃ পরাশরনন্দন-শ্রীব্যাসদেবরূপেণাবতীর্য্য তান্ বেদানুদ্ধৃত্য বিভজয়ামাস। এতামাখ্যায়িকাং শ্রীদ্বৈতবাদগুরুণা স্কান্দ ইত্যাদীনা প্রমাণিতম্—১।১।১।১, 'নারায়ণাদ্বিনিষ্পন্নং জ্ঞানং কৃতযুগে স্থিতম্। কিঞ্চিত্তদন্যথা জাতং ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽখিলম্॥ গৌতমস্য ঋষেঃ শাপাৎ জ্ঞানে ত্বজ্ঞানতং গতে। সঙ্কীর্ণবুদ্ধয়ো দেবা ব্রহ্মরুদ্র পুরঃ সরাঃ॥ শরণ্যং শরণং জগ্মুর্নারায়ণমনাময়ম্। তৈর্বিজ্ঞাপিত কার্য্যস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ॥

উত্তর—উক্ত শ্লোকে কাব্যদোষ ঘটিবে না। কারণ যে স্থলে আকাঙ্ক্ষা সমাপ্ত হইয়া যায় তখন বিশেষণ পুনরায় শ্লোকের সঙ্গে অন্বয় করিলে সেই সমাপ্ত পুনরাত্ততা দোষের সম্ভব হয়। কিন্তু যে স্থলে আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান্ রহিয়াছে তথায় শ্লোকের অন্বয়ে, অর্থাৎ—যে সূর্য্য নিজ কিরণ দ্বারা অন্ধকার বিনাশ করিয়া পদার্থ সকলকে প্রকাশ করে সেই সূর্য্য কি প্রকার? এই আকাঙ্ক্ষা উত্থিত হইলে বিশেষ্য বাচক "সঃ" পদের ক্রিয়ান্বয়ের দ্বারা আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত না হওয়ায় তাদৃশ আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির নিমিত্ত "সাত্যবতেয়ো নতপ্রেষ্ঠঃ" ইত্যাদি বিশেষ্য পদের গ্রহণের দ্বারা "সমাপ্ত পুনরাত্ততা" দোষের কোন অবকাশ নাই, ইহাই ভাবার্থ বুঝিতে হইবে ॥ ২ ॥

অনন্তর শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্র আবির্ভাব বিষয়ে কারন উত্থাপন করতঃ আখ্যায়িকা দ্বারা বর্ণন করিতেছেন—দ্বাপর যুগে বেদ সকলের ইত্যাদির দ্বারা। ধর্ম্মমূল শ্রীনারায়ণ হইতে বিনির্গত হইয়া জ্ঞান সত্যযুগে পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান ছিল। কালক্রমে ত্রেতাযুগে সামান্য হ্রাস হয়। দ্বাপর যুগে সর্ব্বত্র জ্ঞানের অভাব দর্শন করতঃ ব্যাকুল হৃদয় শ্রীব্রহ্মাদি দেবতাগণের দ্বারা প্রার্থিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পুরুষোত্তম শ্রীপরাশরনন্দন ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়া জ্ঞানের আকর বেদ সকলকে উদ্ধার করিয়া বিভাজন করিয়াছিলেন। এই আখ্যায়িকা শ্রীদ্বৈতবাদ গুরুবর স্কন্দপুরাণ হইতে প্রমাণিত করিয়াছেন। শ্রীনারায়ণ হইতে নির্গত হইয়া জ্ঞান সত্যযুগে পূর্ণভাবে অবস্থান করেন, ত্রেতাযুগে কিঞ্চিৎ অন্যথা হয়, কিন্তু দ্বাপর যুগে সম্পূর্ণ নাশ হয়। পুনঃ মহর্ষি গৌতমের অভিশাপে জ্ঞান অজ্ঞানে পরিণত হইতে দেখিয়া

সন্ তানুদ্ধৃত্য বিবভাজ। তদর্থ নির্ণেত্রীশ্চতুর্লক্ষণীং ব্রহ্মমীমাংসামাবিশ্চকার ইত্যস্তি কথা। স্কান্দী।

অবতীর্ণো মহাযোগী সত্যবত্যাং পরাশরাৎ॥ উৎসন্নান্ ভগবান্ বেদানুজ্জহার হরিঃ স্বয়ম্॥ চতুর্ধা ব্যভজত্তাংশ্চ তচ্চতুর্বিংশধা পুনঃ। শতধা চৈকধা চৈব তথৈব চ সহস্রধা॥ কৃষ্ণো দ্বাদশধা চৈব পুনস্তস্যার্থবিত্তয়ে। চকার ব্রহ্মসূত্রাণি যেষাং সূত্রত্বমঞ্জসা॥ স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্বিশ্বতো মুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ॥ অন্যত্র কৌর্ম্মে শব্দকল্পদ্রুমং বেদশব্দঃ—১৪১৪ পৃং, "এক আসীৎ যজুর্ব্বেদস্তং চতুর্ধাব্যকল্পয়ৎ। ঋগ্ বেদস্য একবিংশতি শাখা। যজুর্ব্বেদস্য শতশাখা। সামবেদস্য সহস্রশাখা। অথর্ব্ববেদস্য নবশাখা।

তদর্থেতি—যদ্যপি নাস্তিকাস্তিকদার্শনিকানাং মতান্যত্র তৎ খণ্ডনাবসরে শ্রীমদ্ ভাষ্যকারানুসারেণৈব বিতায়তে, তথাপি প্রসঙ্গসঙ্গতার্থং সামান্যরূপেনাত্রলক্ষণমাত্রং বক্তুমুচিতমিতি তানি সংক্ষেপেনোদ্ধ্রিয়ন্তে। তত্র চার্ব্বাকা এবং মন্যন্তে—চৈতন্যবিশিষ্টদেহ এবাত্মা তদতিরিক্ত আত্মনি প্রমাণাভাবাৎ,

---

সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি যুক্ত ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ শরণাগত পালক, সর্ব্বদোষ বর্জিত, শ্রীনারায়ণের শরণ গ্রহণ করেন। দেবতাগণ তাঁহাদের কার্য্য নিবেদন করিলে ভগবান্ শ্রীপুরুষোত্তম শ্রীপরাশর ঋষি হইতে সত্যবতীদেবীর গর্ভে মহাযোগী শ্রীব্যাসদেব রূপে অবতীর্ণ হইয়া নষ্ট প্রায় বেদ সকলকে স্বয়ং উদ্ধার করেন। উদ্ধার করিয়া তাহাকে চার ভাগে বিভাগ করেন। পুনঃ চতুর্ব্বিংশতিধা, একশতএক এবং একসহস্রধা ও দ্বাদশধা বিভাগ করেন। অর্থাৎ একমাত্র যজুর্ব্বেদকে ঋক্, যজুঃ সাম ও অথর্ব্ব এই চার ভাগে বিভাগ করেন, পুনঃ—ঋক্ বেদের চতুর্ব্বিংশতি শাখা, যজুর্ব্বেদের একশত এক শাখা, সাম বেদ এক সহস্র শাখায় এবং অথর্ব্ববেদ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। পুনরায় বেদ সকলের অর্থ যথার্থরূপে নিরূপণ করিবার জন্য ব্রহ্মসূত্র সকল প্রণয়ন করেন, যাহাদের যথার্থ সূত্রত্ব লক্ষণ পরিস্ফুট রূপে বর্ত্তমান।

সূত্রের লক্ষণ—যাহাতে অল্প অক্ষর আছে, সন্দেহ রহিত, সারগর্ভিত, সর্ব্বত্র ব্যাপক, সার্থক এবং অনিন্দনীয়, সূত্রবিদ্ পণ্ডিতগণ তাহাকেই সূত্র বলেন। এই প্রথম ব্রহ্মসূত্র আবির্ভাব হইবার ইহাই প্রথম কারণ।

অনন্তর শ্রীব্রহ্মসূত্র আবির্ভাবের কারণান্তর, অথবা দ্বিতীয় কারণ বর্ণন করিতেছেন—তদর্থ ইত্যাদির দ্বারা। যদিও নাস্তিক ও আস্তিক দার্শনিকগণের মত সকল এই ভাষ্যে খণ্ডন করিবার সময় শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের অনুসরণেই বিস্তার করা হইবে। তথাপি প্রসঙ্গ সঙ্গতির জন্য এই স্থলে সামান্যরূপে লক্ষণমাত্র বর্ণন করা উচিত, সুতরাং তাঁহাদের মত সকল সংক্ষেপে উদ্ধার করা হইতেছে। তাহার মধ্যে লোকায়তিক বা চার্ব্বাকগণ এই প্রকার মনে করেন, পাঞ্চভৌতিক চৈতন্য বিশিষ্ট দেহই আত্মা, যেহেতু দেহের অতিরিক্ত যে কোন আত্মা আছে তাহার কোন প্রমাণ নাই। প্রমাণ বলিতে

প্রত্যক্ষমেকং প্রমাণম্। অঙ্গনালিঙ্গনমেব পুরুষার্থঃ, ভণ্ডধুর্ত্তাদিনা বিরচিতং বেদশাস্ত্রং, মরণানন্তরং পারলৌকিকাদিকমপি কার্য্যং স্থানং বা নাস্তীতি।

বৌদ্ধেষু—মাধ্যমিকাঃ সর্ব্বশূন্যমিতি বদন্তি, বাহ্যবস্তুজাতমসত্যং ক্ষণিকবিজ্ঞানমেব সত্যমাত্মাচেতি যোগাচারাঃ। বাহ্যং সদিতি তচ্চানুমানসিদ্ধমিতি সৌত্রান্তিকাঃ। বাহ্যং সৎ প্রত্যক্ষঞ্চেতি বৈভাষিকাঃ। জগৎ ক্ষণিকং, ক্ষণিকবিজ্ঞানমাত্মা. প্রত্যক্ষানুমানঞ্চ দ্বিবিধং প্রমাণম্, দুঃখায়তন সমুদায়মার্গাখ্যানি চত্বারি তত্ত্বানি, তত্ত্বজ্ঞানমেব মোক্ষ ইতি সর্ব্বে বৌদ্ধাঃ। জৈনাস্তু—দেহ পরিণামাত্মা, সদোর্দ্ধগমনং মোক্ষঃ, সপ্তভঙ্গী নয়েন সর্ব্বং সাধয়ন্তি;

সাংখ্যাচার্য্যকপিলস্তু—প্রকৃতি পুরুষাবিবেকাদস্যাধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকাখ্যস্য ত্রিবিধ দুঃখস্যোৎপত্তিঃ, প্রকৃতি পুরুষ বিবেকাৎ পুনরনাদ্যবিবেক নিবৃত্তৌ পুরুষং প্রতি নিবৃত্তাধিকারা প্রকৃতির্ভবতীতি জীবস্য ত্রিবিধ দুঃখস্য প্রধ্বংসঃ স্যাৎ, স চ কার্য্যোঽপি নিত্যঃ অভাবরূপত্বাৎ,স এবানন্দাবাপ্তিরিত্যুপচরিতঃ। ভারাপগমে সুখী ইতি মন্যতে।

যোগাচার্য্য পতঞ্জলিঃ—প্রকৃতি পুরুষবিবেকাভ্যাস বৈরাগ্য পরিপাকাৎ, যমনিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণা ধ্যানাসম্প্রজ্ঞাতসমাধিনা মোক্ষলাভ ইতি স্বীকরোতি।

একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণই স্বীকার্য্য। নব যৌবন সম্পন্না অঙ্গনা আলিঙ্গন করাই মোক্ষ লাভ। বেদশাস্ত্র বলিয়া যে পুস্তক পাওয়া যায় তাহা ভণ্ড ও ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা বিরচিত। মৃত্যুর পর স্বর্গ অথবা শ্রাদ্ধাদি কার্য্য কিছু নাই।

বৌদ্ধবাদিগণের মধ্যে—মাধ্যমিক সম্প্রদায় ভুক্ত বৌদ্ধগণ সকল শূন্য বলিয়া স্বীকার করেন। বাহ্য বস্তুসকল মিথ্যা. ক্ষণিক বিজ্ঞানমাত্র সত্য, আত্মা বলিয়া যে পদার্থ তাহাও ক্ষণিকবিজ্ঞান, ইহা যোগাচার সম্প্রদায়ি বৌদ্ধগণের মত। সৌত্রান্তিক বৌদ্ধগণ মনে করেন—বাহ্যবস্তুই সত্য এবং তাহা অনুমান সিদ্ধ। বাহ্য বস্তু সত্য, প্রত্যক্ষ ও অনুমান দ্বিবিধ প্রমাণ. ইহা বৈভাষিক বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন। পরিদৃশ্যমান জগৎ ক্ষণিক, ক্ষণিক বিজ্ঞানই আত্মা, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ। দুঃখ, আয়তন, সমুদায় ও মার্গ নামক চারিতত্ত্ব স্বীকার করেন। এই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয় ইহা সকল বৌদ্ধগণ স্বীকার করেন।

সাংখ্যাচার্য্য কপিল বলেন—প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ জ্ঞান না থাকার জন্য আধিদৈবিক, আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক নামক তিন প্রকার দুঃখের উৎপত্তি হয়। প্রকৃতি ও পুরুষের যথার্থ বিবেক হেতু, পুনরায় অনাদি অবিবেক নিবৃত্তি হইলে পুরুষের প্রতি প্রকৃতির আর কোনপ্রকার অধিকার থাকে না, প্রকৃতির অধিকার বিনাশ হইলে জীবের ত্রিবিধ দুঃখেরও বিনাশ হইয়া যায়। তাহা কার্য্যতঃও দেখা যায়, যেমন—মস্তকের ভার পৃথিবীতে নামাইলে যেমন মানব ভারহীন হয়, সেই প্রকার দুঃখাভাব হইলেই সুখলাভ হইবে ইহাই নিয়ম।

বৈশেষিকাচার্য্যকণাদস্ত—দেহেন্দ্রিয়াদি বিলক্ষণো বিভুরয়মাত্মা,স চ সংখ্যাদি পঞ্চসামান্য গুণানাং, বুদ্ধ্যাদি নব বিশেষগুণানাঞ্চাশ্রয়ঃ, তত্র দ্রব্য গুণ কর্ম্ম সামান্য বিশেষ সমবায়ানাং সাধর্ম্ম্য বৈধর্ম্ম্যাভ্যাং তত্ত্বজ্ঞানেনাত্মসাক্ষাৎকারাদীশ্বরোপাসনাসহিতান্নবানাং বৈশেষিকগুণানাং প্রাগভাবাসমকালীন বৃত্তিধ্বংসো ভবেৎ, স এব মোক্ষ ইতি বদতি।

নৈয়ায়িকাচার্য্যগৌতমস্তাবৎ—প্রমাণ প্রমেয় সংশয় প্রয়োজন দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তাবয়বতর্কনির্ণয়বাদ-জল্পবিতণ্ডা হেত্বাভাসচ্ছল জাতি নিগ্রহস্থানাদিষোড়শ পদার্থানামুদ্দেশ লক্ষণ পরীক্ষাভিরাত্মাদিদ্বাদশবিধ প্রমেয় নিষ্কর্ষেণাত্মসাক্ষাৎকারাৎ, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন পূর্ব্বকাৎ সবাসনমিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্তৌ, তৎ-কার্য্যাণাং রাগদ্বেষমোহানাং নিবৃত্তিঃ, তৎকার্য্যয়োঃ প্রবৃত্তি পূর্ব্বকয়ো ধর্ম্মাধর্ম্ময়োঃ, ততঃ পূর্ব্বার্জিত কর্ম্মণাং কায়ব্যূহ পূর্ব্বকং ভোগেন পরিক্ষয়াৎ দেহান্তরানারম্ভস্ততো বাধনালক্ষণস্যৈকবিংশতি প্রকার দুঃখস্যাত্যন্তিকী নিবৃত্তির্ভবেদিতি, স এব মোক্ষ ইতি স্বীচকার।

যোগাচার্য্য পতঞ্জলি বলেন—প্রকৃতি এবং পুরুষের যথার্থ জ্ঞান দ্বারা অভ্যাস ও বৈরাগ্যের পরিপাক বশতঃ যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার ধারণা, ধ্যান ও অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়।

বৈশেষিকাচার্য্য শ্রীকণাদ বলেন—দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে বিলক্ষণ (পৃথক্) আত্মা বিভুত্ব ধর্ম্মযুক্ত, সেই আত্মার পাঁচটি সামান্য গুণ আছে—সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথকত্ব, সংযোগ ও বিভাগ। আত্মাতে নয়টি বিশেষ গুণ আছে—বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, ভাবনা, ধর্ম্ম এবং অধর্ম্ম। এই সকল সামান্য ও বিশেষগুণের আশ্রয় আত্মা। তাহাতে দ্রব্য-গুণ-সামান্য-বিশেষ সমবায় এই ভাব পদার্থ সকলের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্য জ্ঞানের দ্বারা তত্ত্ব জ্ঞান পূর্ব্বক আত্ম সাক্ষাৎকার হেতু, ঈশ্বরোপাসনার সহিত আত্মার নয়টি বিশেষগুণের প্রাগভাবের সহিত বৃত্তির ধ্বংস হয়, তাহাই মোক্ষ। এই সকল তিনি স্বশাস্ত্র বৈশেষিকদর্শনে বিস্তাররূপে বর্ণন করিয়াছেন।

নৈয়ায়িকাচার্য্য শ্রীগৌতম বলেন—প্রমাণ, প্রমেয়, সংশয়, প্রয়োজন, দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্ত, অবয়ব, তর্ক, নির্ণয়, বাদ, জল্প, বিতণ্ডা, হেত্বাভাস, ছল, জাতি, নিগ্রহ স্থানাদি—ষোড়শ পদার্থের উদ্দেশ্য লক্ষণ পরীক্ষাদির দ্বারা জ্ঞান, আত্মাদি—আত্মা শরীর, ইন্দ্রিয়, অর্থ, বুদ্ধি,মন, প্রবৃত্তি, দোষ, প্রেত্যভাব, ফল, দুঃখ, অপবর্গ প্রভৃতি দ্বাদশ প্রকার প্রমেয় নিষ্কর্ষ জ্ঞান দ্বারা, আত্ম সাক্ষাৎকার পূর্ব্বক, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন দ্বারা বাসনার সহিত মিথ্যা জ্ঞান নিবৃত্তি হইলে মিথ্যার কার্য্য রাগ, দ্বেষ, মোহের নিবৃত্তি হয়, অজ্ঞানের কার্য্য—প্রবৃত্তি পূর্ব্বক যে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম তাহার নিবৃত্তি, অনন্তর পূর্ব্বার্জিত কর্মের কায় ব্যূহ শরীর গ্রহণ করতঃ ভোগ করিয়া পরিক্ষয় হেতু আর পুনরায় দেহারম্ভ হয় না, অনন্তর বাধনা লক্ষণ যে শরীর, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ বিষয় সঙ্কল্প, স্পর্শাদির ষড়্‌বিধ জ্ঞান, সুখ এবং দুঃখ এই একবিংশতি প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, তাহাই মোক্ষ। এই সকল তিনি স্বীকার করিয়াছেন।

বেদেষু খলু কর্ম্মণো নিখিল পুমর্থহেতুত্বম্, বিষ্ণোস্তকর্ম্মাঙ্গত্বম্ স্বর্গাদেঃ কর্ম্মফলস্য নিত্যত্বম্,

পূর্ব্বমীমাংসাচার্য্যজৈমিনিঃ—বেদ প্রতিপাদিতৈঃ শুভকর্ম্মভিঃ দুঃখ হানিঃ সুখ লাভশ্চনাম মোক্ষ ইতি বদতি।

ব্রহ্মসূত্রকৃদ্ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণস্তু—সর্ব্বেষ্বেতে উপায়াঃ মোক্ষ প্রাপ্তয়েঽস্বীকার্য্য বেদার্থনির্ণায়কং পরমমোক্ষদায়কং ব্রহ্মমীমাংসামাবির্ভাবয়ামাস, যস্যাং খলু ঔপনিষদঃ সর্ব্বেশ্বর পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবস্য স্বরূপং, তদ্ভক্তিঃ, তদ্ভক্ত মাহাত্ম্যঞ্চ বর্ণয়ামাস। তৎ পরিজ্ঞানং স্বজ্ঞান পূর্ব্বকং মোক্ষং ভবিতেতি বিনির্ণয়ামাস। তদেতৎ সর্ব্বং ভাষ্যানুসারেণ যথাস্থানে স্ফুটীভবিষ্যতি।

অথ বেদেষু যানি ঐহিক ফলপ্রদবাক্যানি, ক্ষয়িষ্ণু ফলপ্রদবাক্যানি চ বিলোক্যন্তে তানি বেদস্য পরমোপদেশমিতি নিশ্চিত্য দুর্ম্মতিভি র্যে আপাতরমণীয়ার্থাঃ সমুদ্ভাব্যন্তে, তথা লোকাঃ প্রতার্য্যন্তে চ তান্ স্পষ্টয়ন্তি শ্রীমদ্ভাষ্যকারাঃ, তত্রাদৌ কর্ম্মমাত্র সর্ব্বার্থপ্রদঃ ইতি জৈমিনের্মতমাহুঃ—"**বেদেষু**" ইতি। নিখিল পুমর্থহেতুত্বমিতি বৃষ্টি পুত্র স্বর্গাদি পরমসুখপ্রদত্বম্। তথাহি—"কারীর্য্যা যজেত বৃষ্টিকামঃ" "পুত্রেষ্ট্যা যজেত পুত্রকামঃ" "জ্যোতিষ্টোমেন যজেত স্বর্গকামঃ। এবঞ্চ ছান্দোগ্যে ৮।১৫।১, "আচার্য্যকুলাদ্ বেদমধীত্য

পূর্ব্বমীমাংসাচার্য্য মহর্ষি জৈমিনি বলেন—বেদ প্রতিপাদিত শুভকর্ম্মদ্বারা দুঃখ হানি পূর্ব্বক সুখ লাভ হয় ইহাই মোক্ষ লাভ।

উত্তর মীমাংসাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই সকল উপায় মোক্ষ প্রাপ্তির নিমিত্ত স্বীকার না করিয়া বেদার্থ নির্ণায়ক পরম মোক্ষদায়ক ব্রহ্মমীমাংসা নামক দর্শন শাস্ত্র আবির্ভাব করেন। যে ব্রহ্মসূত্রে উপনিষদ্ প্রতিপাদ্য, সর্ব্বেশ্বর, পুরুষোত্তম, শ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ, তাঁহার ভক্তি, তাঁহার ভক্ত মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগোবিন্দদেবের জ্ঞান নিজের জ্ঞানপূর্ব্বক মোক্ষলাভ হয় ইহা বিশেষ ভাবে নির্ণয় করিয়াছেন। এই সকল বিষয় শ্রীভাষ্য অনুসারে যথাস্থানে সপরিস্ফুটিত রূপে বর্ণন করা হইবে।

অনন্তর বেদে যে সকল ঐহিক ফলপ্রদ বাক্য এবং ক্ষয়িষ্ণু ফলপ্রদ বাক্য দেখা যায়, তাহাই বেদের পরম উপদেশ বলিয়া নিশ্চয় করিয়া দুর্মতিগণ যে আপাততঃ রমণীয় অর্থের সমুদ্ভাবন করে, এবং সাধারণ লোক সকলকে প্রতারণা করে, সেই সকল মত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্পষ্ট করিতেছেন। তাহার মধ্যে প্রথমে "কর্ম্মমাত্র সকল পুরুষার্থ প্রদান করে" এই প্রকার জৈমিনির মত বলিতেছেন—বেদে ইত্যাদির দ্বারা। নিখিল পুরুষার্থের হেতু অর্থাৎ বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গাদি পরম সুখ প্রদানকারী। এই বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ বলিতেছেন—যে ব্যক্তি বৃষ্টি কামনা করিবে সে কারীরী নামক যজ্ঞ করিবে। পুত্রকামনাকারি ব্যক্তি পুত্রেষ্টি নামক যজ্ঞ করিবে। স্বর্গকামনাকারী ব্যক্তি জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞ দ্বারা যজন করিবে। এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণনা আছে—মুমুক্ষুব্যক্তি আচার্য্যকুল—গুরুগৃহে বেদ অধ্যয়ন করিয়া যথা

জীবস্য প্রকৃতেশ্চস্বতঃ কর্ত্তৃত্বম্, পরিচ্ছিন্নস্য প্রতিবিম্বস্য ভ্রান্তস্য বা ব্রহ্মণ এব জীবত্বম্, চিন্মাত্র

যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধীয়ানো ধার্ম্মিকান্ বিদধদাত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়ানি সংপ্রতিষ্ঠাপ্যাহিংসন্ সর্ব্বভূতাণ্যন্যত্রতীর্থেভ্যঃ, স খলু এবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে ন চ পুনরাবর্ত্ততে" ইত্যাদি শ্রবণাৎ।

তথাহি শ্রীগী০—৩।২০, কর্ম্মনৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ" সংসিদ্ধিং মোক্ষমিতি শ্রীশঙ্করপাদাঃ। এবং কর্ম্মৈব সর্ব্বপ্রদমিতি সপ্রমাণং প্রতিপাদিতম্। অপি চ সর্ব্বফলদাতুঃ সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীবিষ্ণোস্ত যাগাদিকর্ম্মণোঽঙ্গত্বং প্রতিপাদয়তি জৈমিনিঃ, "বিষ্ণুরূপাশ্চ যষ্টব্যাঃ" "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণঃ" শ্রীভা০ ১০।২৪।১৪ অস্তি চেদীশ্বরঃ কশ্চিৎ ফলরূপাণ্যকর্ম্মণাম্। কর্ত্তারং ভজতে সোঽপি ন হ্যকর্ত্তুঃ প্রভুর্হি সঃ॥ কর্ম্মণো দ্বেঽঙ্গে দ্রব্যং দেবতা চেতি, তস্মাৎ কুশঘৃতাদিবৎ বিষ্ণোঃ কর্ম্মাঙ্গত্বং কথয়তি।

স্বর্গাদেঃ—যাগাদি কর্ম্মণোপার্জ্জিতস্য স্বর্গাদের্নিত্যত্বং, তৎ প্রাপকানাং পুনরনাবৃত্তিত্বঞ্চ, "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবন্তি" "অপাম সোমমৃতা বভুম" ইতি। অথ প্রকৃতিকর্ত্তৃত্ববাদিনঃ কপিলস্য পূর্ব্বপক্ষমাহুঃ—জীবস্যেতি। তৈ০ ২।৫, "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" প্রশ্ন০ ৪।৯ "এষহি দ্রষ্টা স্প্রষ্টা শ্রোতা

বিধান শ্রীগুরুদেবের দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক সমাবর্ত্তন করতঃ কুটুম্বে—গৃহস্থধর্ম্মে প্রবিষ্ট হইবে এবং পবিত্রস্থানে স্বাধ্যায়াদি সদ্ধর্ম্ম আচরণ করতঃ সকল ইন্দ্রিয় আত্মাতে প্রতিষ্ঠা করিয়া, যজ্ঞ বিনা সর্ব্বপ্রাণীকে হিংসা করিবে না, সেই মুমুক্ষু ব্যক্তি যাবৎ কাল জীবিত থাকিবে তাবৎকাল এই প্রকার আচরণ করিয়া ব্রহ্মলোক গমন করে, তাহার আর কোন দিন জন্ম হয় না। ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়।

শ্রীভগবদ্গীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—জনক প্রভৃতি রাজর্ষিবৃন্দ কর্ম্মের দ্বারাই মোক্ষলাভ করিয়াছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ সংসিদ্ধি শব্দের অর্থ মোক্ষই বলিয়াছেন। অতএব একমাত্র কর্ম্মই যে সর্ব্বফল প্রদান করে তাহা সপ্রমাণ প্রতিপাদিত হইল। আরও সর্ব্বফল প্রদাতা সর্ব্বেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গত্ব শ্রীজৈমিনি প্রতিপাদন করেন।

এই বিষয়ে প্রমাণ—বিষ্ণুরূপ যজ্ঞকে যজন করিবে। "যজ্ঞই বিষ্ণু" ইত্যাদি দেখা যায়।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে গোপগণ! কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদাতা যদি কোন ঈশ্বর আছে, সেও কর্ম্মকর্ত্তাকে তদনুরূপ ফল প্রদান করে, সে কর্ম্মহীনের প্রভু নহে। মহর্ষি জৈমিনি বলেন—কর্ম্মের অঙ্গ তুই প্রকার দ্রব্য এবং দেবতা, অতএব কুশ ও ঘৃতাদির সদৃশ বিষ্ণুও যজ্ঞকর্মের অঙ্গ। স্বর্গাদেঃ—অর্থাৎ যাগাদি কর্ম্মের দ্বারা উপার্জিত স্বর্গাদি ফল। নিত্যতা—অর্থাৎ স্বর্গলাভকারিমুক্তগণের পুনরায় জন্ম হয় না। এই বিষয়ে প্রমাণ—চাতুর্ম্মাস্য ব্রত কারির অক্ষয় পুণ্য হয় অর্থাৎ অক্ষয় স্বর্গ লাভ করে। আমরা সোমপান করিব, অমর হইব। সুতরাং জৈমিনি মতে কর্ম্মই সর্ব্বফল প্রদাতা।

ব্রহ্মাত্মকত্বধীমাত্রাদেবাস্য জীবস্য সংসৃতি বিনিবৃত্তিরিত্যাপাততোঽর্থা দুর্ম্মতিভিঃ প্রতীয়ন্তে।

ঘ্রাতা রসয়িতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষঃ" শ্রীগী০ ১৩।২০, পুরুষঃ সুখ দুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে" ইতি।

প্রকৃতেশ্চ স্বতঃ কর্ত্তৃত্বম্—অজামেকাং লোহিত শুক্ল কৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানা স্বরূপাঃ" ইতি শ্বে০ ৪।৫। শ্রীগীতা ৩।২৭, প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥ ইতি।

অথাদ্বৈতবেদান্তিনাং কুসিদ্ধান্তানাহুঃ—পরিচ্ছিন্নস্য ব্রহ্মণো জীবত্বম্, "ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে" ইতি বৃ০ ২।৫।১৯, শ্রীবাচস্পতিমিশ্রাণাং মতমিদম্। প্রতিবিম্বস্য ব্রহ্মণো জীবত্বম্, "এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ। একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ॥ মতমিদং শ্রীপদ্মপাদাচার্য্যাণামিতি। ভ্রান্তস্য ব্রহ্মনো জীবত্বম্- বৃ০ ভাষ্য০—২।১।২০, "স এব মায়া পরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সর্ব্বম্। স্ত্র্যন্নপানাদি বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তমেতি॥ (কৈ০ ১২) ইদন্তু শ্রীশঙ্কর

অনন্তর প্রকৃতি কর্ত্তৃত্ববাদি মহর্ষি কপিলের মতে পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—প্রথমে জীবের কর্ত্তৃত্ব বর্ণনা করিতেছেন—বিজ্ঞান শব্দে জীব, জীব যজ্ঞাদি বিস্তার করিতেছে। ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে।

প্রশ্নোপনিষদে বর্ণিত আছে—বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ জীব দর্শন কর্ত্তা, স্পর্শকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা, ঘ্রাণগ্রহণ কর্ত্তা, রসগ্রহণ কর্ত্তা, মনন কর্ত্তা, জ্ঞাতা এবং কর্ত্তা। শ্রীগীতা উপনিষদে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা সুখ ও দুঃখের ভোগকর্ত্তা। সুতরাং জীব স্বতন্ত্র কর্ত্তা। অতঃপর প্রকৃতির স্বতন্ত্রতা বা কর্ত্তৃত্ব বর্ণনা করিতেছেন—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—শ্বেত রক্ত কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্টা অজা অর্থাৎ প্রকৃতি নিজের সমান অনেক প্রজা উৎপাদন করে।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—প্রকৃতির গুণের দ্বারা লৌকিক বৈদিক কর্ম্ম সকল করা হয়, কিন্তু অহঙ্কার বিমূঢ় জীব "আমি করিতেছি" এই প্রকার মনে করে। সুতরাং ত্রিবর্ণা প্রকৃতি স্বতন্ত্র কর্ত্রী।

অনন্তর অদ্বৈতবাদিগণের কুসিদ্ধান্তসকল বলিতেছেন—পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব হইয়াছে। এই বিষয়ে প্রমাণ বৃহদারণ্যক উপনিষদ হইতে বলিতেছেন—ইন্দ্র অর্থাৎ ব্রহ্ম মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রতিভাত হয়। এই মত ভামতী টীকাকার শ্রীবাচস্পতি মিশ্র মহাশয়ের। কেহ বলেন—ব্রহ্মের মায়াতে যে প্রতিবিম্ব পতিত হয় তাহাই জীব। এই বিষয়ে প্রমাণ যথা—একমাত্র সর্ব্বভূতাত্মা ব্রহ্ম প্রতি ভূতে অবস্থান করিতেছেন, যে প্রকার—আকাশস্থ একটি চন্দ্র বহু জলাধারে বহুরূপে দেখা যায়। এই মত শ্রীপদ্মপাদাচার্য্যের। কেহ বলেন ব্রহ্মই ভ্রম বশতঃ জীব হইয়াছেন। এই বিষয়ে কৈবল্য উপনিষদের মন্ত্র প্রমাণিত করিতেছেন—সেই ব্রহ্মই মায়ার দ্বারা বিমোহিত হইয়া ভৌতিক শরীর গ্রহণ করতঃ সকল কার্য্য

তানিমান্ পূর্ব্বপক্ষান্ বিধায় পরস্ত বিষ্ণোরিহ স্বাতন্ত্র্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সার্ব্বজ্ঞ্য পুমর্থত্বাদিধর্ম্মক

ভগবৎপাদানাং মতম্। তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।১২।১, "ন্যগ্রোধফলমত আহরেতীদং ভগব ইতি ভিন্ধীতি ভিন্নং ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি অণ্ব্য ইবেমে ধানা ভগব ইত্যাসামঙ্গৈকাং ভিন্ধীতি ভিন্না ভগব ইতি কিমত্র পশ্যসীতি ন কিঞ্চন ভগব ইতি।" ইতি ছান্দোগ্য বচনেন শূন্যবাদঃ।

এবং ছান্দোগ্য ৬।২।১, "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" ইত্যসদ্ বাদঃ। ইত্যেবম্প্রকারেণ বহূনি মতানি শ্রুতিযুক্ত্যাভাসেনাসদ্বুদ্ধিভিঃ প্রকল্প্য প্রতার্য্যন্তে মানবাঃ। এবং তেষাং মতানুযুক্ত্যা কেবলাদ্বৈতবাদিনাং মুক্তিমাহুঃ—চিন্মাত্রেতি। অধ্যারোপাপবাদ জ্ঞানেন "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যং শোধয়িত্বা "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি ভাবনয়া নিবৃত্ত নিখিলদ্বৈত প্রপঞ্চ ব্রহ্মাকারাবৃত্তিরিতি। ঈ° ৭ "তত্র কঃ শোকঃ কো মোহ একত্বমনুপশ্যতঃ" শ্রীভা° ১২।৫।৫, "ঘটে ভিন্নে যথাকাশ আকাশঃ স্যাদ্ যথা পুরা। এবং দেহে মৃতে জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে পুনঃ" ইতি ত আপাততোঽর্থেনেদং পর্য্যাবধারনেন জ্ঞানেন জনান্ বিমোহয়ন্তি।

অর্থৈতান্ দুর্ম্মতি পরিকল্পিতান্ যুক্ত্যাভাসান্ পূর্ব্বপক্ষং প্রকল্প্য পরস্ত শ্রীবিষ্ণোরিহ শ্রীগোবিন্দ-

---

করিয়া থাকেন। সেই ব্রহ্মই জাগ্রতাদি অবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই মত ভগবৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্য পাদের। তিনি বৃহদারণ্যক উপনিষদ ভাষ্যে একটি আখ্যায়িকা বর্ণনা করিয়াছেন—কোন এক রাজপুত্র জাতমাত্র মাতা ও পিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত চোর দ্বারা অপহৃত ব্যাধের গৃহে বর্দ্ধিত হয়, সেই রাজপুত্র নিজেকে ব্যাধজাতি মনে করিয়া সে ব্যাধজাতির সকল কর্ম্ম করিতেছিল। কিন্তু সে যে রাজপুত্র তাহা তাহার মনে ছিল না, কিম্বা ক্ষত্রিয় জাতীর কর্ত্তব্য করিত না। তাহার পর কোন পরম করুণাময় তাহাকে রাজ্যপ্রাপ্তি ও রাজার পুত্র বলিয়া জ্ঞান প্রদান করিলে সেই রাজপুত্রের ক্ষত্রিয় জ্ঞান হয়, সেই প্রকার—শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত ব্রহ্ম মায়া মোহিত হইয়া 'আমি যে ব্রহ্ম' তাহা ভুলিয়া যায়, সুতরাং ভ্রান্ত ব্রহ্মই জীব।

এই প্রকার পরমাণু কারণবাদাদি অনেক প্রকার পূর্ব্বপক্ষ আছে বুঝিতে হইবে। শূন্যবাদ বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের মন্ত্র প্রমাণিত করিতেছেন—উদ্দালক আরুণি নিজের পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিলেন—হে পুত্র! ন্যগ্রোধ ফল আনয়ন কর, শ্বেতকেতু বলিলেন—হে ভগবন্ আনিয়াছি। আরুণি বলিলেন—ইহাকে বিদীর্ণ কর। শ্বেতকেতু বলিলেন—বিদীর্ণ করিয়াছি। আরুণি বলিলেন—কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু—হে ভগবন্! অতি ক্ষুদ্র ধান অর্থাৎ বীজ সকল দেখিতেছি॥ আরুণি—হে বৎস! এই বীজ সকলের মধ্যে একটি বীজ বিদীর্ণ কর। শ্বেতকেতু তাহাই করিলে আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন—বীজের ভিতর কি দেখিতেছ? শ্বেতকেতু বলিলেন—হে পিতঃ! বীজের ভিতরে কিছুই দেখিতেছি না, অর্থাৎ শূন্য দেখিতেছি। পুত্রকে পিতা বলিলেন—এই শূন্যই যেমন মহান্ বটবৃক্ষের কারণ, তেমনই এই জগতের শূন্যই কারণ জানিবে। এই প্রকার অসদ্ বাদের কথাও ছান্দোগ্য উপনিষদে পাওয়া যায়—এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অসৎ ছিল আর কিছু ছিল না। এই প্রকারে অসদ্ বুদ্ধিযুক্ত তার্কিকগণের

বিজ্ঞান স্বরূপত্বং নিরূপ্যতে।

ভাষ্যে, স্বাতন্ত্র্যমিতি শ্বে০ ২।৯, "যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ" শ্বে০ ৩।১৭ "সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ" কঠ০ ২।২।১২, "একো বশীসর্ব্বভূতান্তরাত্মা" শ্রীগীতা ৭।৭, মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়!" শ্রীভা০ ৩।২।২১, স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্তকামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চিরঃ লোকপালৈঃ কিরীটকোট্যেড়িতপাদপীঠঃ॥ শ্রীভা০ ১।১।১, "স্বরাট্" বৃহদারণ্যকে ২।৫।১৫, "সর্ব্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং রাজা" পুনঃ—৪।৪।২২, সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ" "এব সর্ব্বেশ্বরঃ" ইত্যাদি প্রমাণৈঃ শ্রীবিষ্ণোঃ পরমস্বাতন্ত্র্যমুক্তং ভবতীতি।

দ্বারা নানা প্রকার মত সকল শ্রুতি যুক্তির আভাসের দ্বারা কল্পনা করতঃ সরল বুদ্ধি মানবগণকে প্রতারিত করে।

এই ভাবে দুর্ম্মতিগণের মত সকল বলিয়া, কেবলাদ্বৈতবাদিগণের মুক্তি কি প্রকার তাহা বলিতেছেন—চিন্মাত্র ইত্যাদির দ্বারা। অধ্যারোপ এবং অপবাদ বস্তুর জ্ঞান লাভ করিয়া "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্য শোধন করতঃ "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই প্রকার ভাবনার দ্বারা নিবৃত্ত নিখিল দ্বৈত প্রপঞ্চ পূর্ব্বক ব্রহ্মাকার চিত্তবৃত্তি। এই অবস্থার ঈশাবাস্য উপনিষদে প্রমাণ পাওয়া যায়—যাহার আত্মার অদ্বয় ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান হইয়াছে তাহার শোক বা মোহ কোথায়? অর্থাৎ কোন প্রকারে শোকাদি সম্ভব নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—হে রাজন্! যেমন ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে ঘটাবচ্ছিন্ন আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় মহাকাশে পরিণত হয়, সেই প্রকার জীব দেহ ছাড়িয়া পুনঃ ব্রহ্ম হইয়া যায়। এই প্রকার দুর্ম্মতিগণ আপাততঃ অর্থের দ্বারা "ইহা এই প্রকার" এই যথার্থ জ্ঞানহীনের দ্বারা জন সমূহকে বিমোহিত করে। সুতরাং এই সকল দুর্ম্মতিগণ পরিকল্পিত যুক্তির আভাস সকলকে পূর্ব্বপক্ষ রূপে কল্পনা করিয়া, পরাৎপর শ্রীবিষ্ণুর এই শ্রীগোবিন্দভাষ্যে স্বতন্ত্রতা বর্ণনা করিয়াছেন—এই বিষয়ে প্রমাণ এই প্রকার—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলেন—শ্রীগোবিন্দদেব সকলের প্রভু, সকলের ঈশ্বর, সকলের পরম আশ্রয় ও বৃহৎ, সুহৃৎ পাঠান্তরও দেখা যায়। শ্রীগোবিন্দদেব যে পরম স্বতন্ত্র তাহা শ্বেতাশ্বতরের বাক্য প্রমাণ—যাহা হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই, অতঃ অন্যের কথা আর কি বলিব। পুনঃ বলিতেছেন—শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমা হইতে আর কোন বস্তু শ্রেষ্ঠ নাই। অর্থাৎ আমি সকলের নিয়ামক। শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—হে বিদুর! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র ত্রিলোকের অধীশ্বর, তাঁহার সমান কেহ নাই, তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া দূরের কথা, শ্রীকৃষ্ণ নিজ ঐশ্বর্য্যেই পরিপূর্ণ আছেন। ইন্দ্রাদি চিরলোকপালগণ নানাপ্রকার উপহার গ্রহণ করতঃ নিজ মুকুটের অগ্রভাগ দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের চরণ রাখিবার যে পীঠস্থান তাহাকে প্রণাম করে। পুনঃ শ্রীভাগবতে শ্রীগোবিন্দদেবকে স্বরাট্, অর্থাৎ স্বীয় মহিমাতেই বিরাজিত বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন।

সর্ব্বকর্তৃত্বমিতি—শ্বে° ৬।৯, স কারণং কারণাধিপাধিপো, ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ" মু° ১।১।৭, "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি। যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বমিতি॥ শ্রীগো° তা° পূ° ৪৭, "ওঁ নমো বিশ্বরূপায় বিশ্বস্থিত্যন্তহেতবে" শ্বে° ৬।১৬, "স বিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিরিতি। শ্রীগীতা ৯।১৮, প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্" ৯।৭, "কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্" ৭।৬, "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা। কিং বহুনা স্বপ্নাদিসৃষ্টিকর্তৃত্ব মপি শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রতিপাদয়তি ব্র°সূ° ৩।২।১।১- সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি" ৩।২।১।২ "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ" শ্রীভাগবতে ১।১০।২৪, য একঈশো জগদাত্মলীলয়া সৃজত্যবত্যত্তি ন তত্র সজ্জতে। ৪।৯।৭

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণনা আছে—শ্রীগোবিন্দদেব সকলের বশীকারক, সকলের ঈশ্বর সকলের অধিপতি, ইনি সর্ব্বেশ্বর, সকল প্রাণীর অধিপতি সকল প্রাণীর রাজা। এই সকল প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেব যে পরম স্বতন্ত্র তাহাই পরিস্ফুট হইল।

শ্রীগোবিন্দদেব যে সকল বস্তুর রচয়িতা তাহার প্রমাণ বলিতেছেন-তথাহি শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণনা আছে—শ্রীগোবিন্দদেব সকল কারণেরও পরম কারণ, অর্থাৎ কাল কর্ম্মাদিরও স্রষ্টা এবং তাঁহার কেহ জন্মদাতা নাই, ও তাঁহার পালকও নাই, তিনি সকলের কর্ত্তা। পুনঃ—শ্রীগোবিন্দদেব সকল বিশ্বের কর্ত্তা ও সংহার কর্ত্তা বিশ্বরচনাদি কার্য্য জ্ঞাতা এবং আত্মা—অর্থাৎ জীবাত্মার জ্ঞানের কারণ বা অন্তর্য্যামী। মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণিত আছে—যে প্রকার উর্ণনাভি নিজ শরীর হইতে লুতা বাহির করিয়া পুনরায় তাহা গ্রাস করে, যেমন পৃথিবী হইতে লতা ঔষধি সকল উৎপন্ন হয় এবং যে প্রকার মানব শরীর হইতে কেশ লোম সকল স্বাভাবিক উৎপন্ন হয়, সেই প্রকার অক্ষর পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেব হইতে এই বিশ্ব চরাচর উৎপন্ন হয়। শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে—হে বিশ্বরূপ! এবং জগতের স্থিতি ও লয়ের কারণ আপনাকে নমস্কার।

পুনরায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—বিশ্বের উৎপত্তি স্থান, অর্থাৎ সর্ব্বকর্ত্তা ও লয়ের স্থান, নিধান পরম কারণ, তথা অব্যয় বীজ স্বরূপ আমিই। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পার্থ! আমি সৃষ্টির প্রারম্ভে ভূত সকল বা ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করি। পুনরায় শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর অন্য কোন কারণান্তর নাই, অর্থাৎ আমিই সর্ব্বকর্ত্তা। পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন হে পার্থ! আমিই এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূল উৎপত্তি স্থান, অর্থাৎ আদি কর্ত্তা এবং আমাতেই লয় হয়। অধিক বলিবার কি আছে—শ্রীব্রহ্মসূত্র স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকলেরও কর্ত্তা যে শ্রীগোবিন্দদেব তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—জীব স্বপ্নে যে রথ নগর ভোগ্যাদি বস্তু দর্শন করে তাহা পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দ সৃষ্টি করেন। শ্রীগোবিন্দদেবই স্বাপ্নিক বিষয়ের ও পুত্রাদির সৃষ্টি কর্ত্তা। অতঃপর শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণদ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বকর্তৃত্ব প্রতিপাদিত হইতেছেন—হস্তিনাপুরবাসি রমণীবৃন্দ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া পরস্পর বলিতেছেন—যিনি এক অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর নিজ অবলীলাক্রমে এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করেন, কিন্তু তাহাতে

একস্তমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্। সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু নানেব দারুষু বিভাবসুবদ্ বিভাসি॥ ৪।২৪।৬৩—ত্বমেক আদ্যঃ পুরুষঃ সুপ্তশক্তিস্তয়া রজঃ সত্ত্বতমো বিভিদ্যতে। মহানহং খং মরুদগ্নিবার্ধরাঃ সুরর্ষয়ো ভূতগণা ইদং যতঃ॥ ৬।৯।৩৮—"স এব হি পুনঃ বস্তুনি বস্তুস্বরূপ সর্ব্বেশ্বরঃ সকল জগৎ কারণ কারণভূতঃ সর্ব্বপ্রত্যাগাত্মত্বাৎ সর্ব্বগুণাবভাসোপলক্ষিত এক এব পর্য্যবশেষিতঃ। ৬।১৬।৩৫—তব বিভবঃ খলু ভগবন্ জগদুদয়স্থিতিলয়াদীনি। ৭।৮।৭—স এব বিশ্বং পরমঃ স্বশক্তিভিঃ সৃজত্যবত্যত্তিগুণত্রয়েশঃ। ৭।৮।৪০—'নতোঽস্ম্যনন্তায় দুরন্তশক্তয়ে বিচিত্রবীর্য্যায় পবিত্র কর্ম্মণে। বিশ্বস্যসর্গস্থিতিসংযমান্ গুণৈঃ স্বলীলয়া সন্ধধতেঽব্যয়াত্মনে॥ ৮।৩।২৬—সোঽহং বিশ্বসৃজং বিশ্বমবিশ্বং বিশ্ববেদসম্। ১০।২।২৮—ত্বমেক এবাস্য স্বতঃ প্রসূতিস্ত্বং সন্নিধানং ত্বমনুগ্রহশ্চ। ১০।৩।১৪—

আসক্ত হয়েন না, সেই এই শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া ভক্তবালক শ্রীধ্রুব বলিলেন—হে ভগবন্! আপনি একাকী আপনার বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়াশক্তির দ্বারা মহদাদি সম্পূর্ণ প্রপঞ্চকে রচনা করিয়া অন্তর্য্যামিরূপে তাহাতে প্রবেশ করেন এবং পুরুষ নাম ধারণ করেন, পুনঃ—অহঙ্কার জাত ইন্দ্রিয়াদি অসদ্গুণে দেবতাদিরূপে অধীষ্ঠিত হইয়া অনেক রূপে প্রতিভাত হয়েন, যে প্রকার বিভিন্ন কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন অগ্নি নিজ উপাধি অনুসারে নানা প্রকার প্রতিভাত হয়। এই শ্রীধ্রুব বাক্যে শ্রীগোবিন্দ সর্ব্ব কর্ত্তা রূপে অর্থাৎ তিনি সকল হইয়াছেন ইহাই নিশ্চয় হইল। দেবাদিদেব শ্রীশঙ্কর প্রচেতাগণকে রুদ্রগীত উপদেশ প্রসঙ্গে বলিলেন—হে প্রভো! আপনি একমাত্র অদ্বিতীয় সর্ব্বেশ্বর আদি পুরুষ, সৃষ্টির পূর্ব্বে আপনার বহিরঙ্গা মায়াশক্তি সুপ্ত অবস্থায় থাকে, সৃষ্টির সময় আপনি সেই মায়া শক্তির দ্বারা সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ এই ভেদত্রয় উৎপাদন করতঃ সেই ত্রিগুণের দ্বারা মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, দেবতা, ঋষিগণ আর পরিদৃশ্যমান্ সর্ব্বপ্রাণীর নিবাস এই জগতের সৃষ্টি করেন। শ্রীবৃত্রাসুরের ভয়ে ভীত দেবগণ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া বলিলেন—হে করুণাময়! নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিয়া দেখিলে ইহাই নিশ্চয় হয়—যে, আপনি সকল বস্তুর বস্তুত্বরূপ ও সকলের স্বামী, সকল জগতের যে, কারণ ব্রহ্মা, কালাদি আপনি তাহাদেরও পরম কারণ, সকলের অন্তর্য্যামী স্বরূপ, সুতরাং শ্রুতিগণ নেতি নেতি দ্বারা আপনাকেই অবশেষ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। চিত্রকেতু মহারাজ শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া বলিলেন—হে ভগবন্! জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় প্রভৃতি আপনার ঐশ্বরীক লীলা বিলাসমাত্র, অর্থাৎ এই জগৎ আপনারই রচিত। ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুকে বলিলেন—হে পিতঃ! সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বর শ্রীহরি নিজ শক্তির দ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড রচনা করেন, রক্ষা ও পালন করেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীনৃসিংহদেবকে দর্শন করিয়া বলিলেন—হে অনন্ত! আপনাকে নমস্কার করি, হে অলঙ্ঘ্য শক্তিমান! আপনাকে নমস্কার করি, হে বিচিত্র সৌন্দর্য্যশালিন্! পবিত্র কর্ম্মকর্ত্তা, আপনাকে নমস্কার করি। আপনি এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় স্বীয় লীলাশক্তির দ্বারা সম্পাদন করেন আপনাকে নমস্কার করি। আর্ত্তভক্ত শ্রীগজেন্দ্র প্রাণরক্ষার জন্য শ্রীভগবানকে বলিলেন—আমি সেই বিশ্বস্রষ্টার শরণ গ্রহণ করি, যিনি অবিশ্ব অর্থাৎ প্রপঞ্চ কার্য্যরহিত হইয়াও বিশ্বরূপ এবং বিশ্বের জ্ঞাতা।

স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকং। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ ১০।১৬।৪১—বিশ্বায় তদুপদ্রষ্ট্রে তৎকর্ত্রে বিশ্বহেতবে। ১০।৪০।১—নতোঽস্ম্যহং ত্বাখিল হেতুহেতুম্। ১১।৫।৮—ত্বং মায়য়া ত্রিগুণ-য়াত্মনি দুর্বিভাব্যং ব্যক্তং সৃজস্যবসি লুম্পসি তদ্ গুণস্থঃ। এবং প্রমাণসমূহৈঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং সিদ্ধমিতি।

সার্ব্বজ্ঞ্যমিতি—মু° ১।১।৯—'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ' বৃ° ৩।৭।৪—'এষ ত অন্তর্য্যাম্যমৃতঃ' শ্বে° ৬।১৬—স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। কঠ° ২।২।১২—একো বশী সর্ব্ব-

---

কংস কারাগারে শ্রীদেবকীর গর্ভগত শ্রীভগবানকে দেবতাগণ বলিলেন—হে লীলাময়! এই সংসার বৃক্ষের উৎপত্তি আপনি স্বয়ং এবং প্রলয়কালে আপনাতেই লয় প্রাপ্ত হয় তথা আপনার অনুগ্রহেই এই সংসার পরিপালিত হয়। অনন্তর শ্রীবসুদেব শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে দেব! আপনি সৃষ্টির প্রথমে নিজ প্রকৃতির দ্বারা ত্রিগুণাত্মক জগতের সৃষ্টি করেন, পুনঃ সৃষ্টির পরে আপনি ব্রহ্মাণ্ড সকলে প্রবেশ না করিয়াও প্রবিষ্টের ন্যায় প্রতিভাত হয়েন। কালিয়দহে কালিয়নাগ দমনের কালে নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে প্রভো! আপনি বিশ্বরূপ হইয়া বিশ্বের পৃথকভাবে অবস্থান করতঃ তাহার দ্রষ্টা হয়েন, এবং এই বিশ্বের নিমিত্ত কারণ আপনি তথা উপাদান কারণও আপনি, অর্থাৎ বিশ্বের কর্ত্তা। শ্রীকৃষ্ণের মথুরা গমন কালে শ্রীঅক্রূর যমুনায় শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—হে প্রভো! আপনি সকলের কারণ, অর্থাৎ জগৎ রচনার জন্য প্রকৃতি, কাল, প্রভৃতি যে সকল হেতু বা কারণ আছে, আপনি সেই সকল কারণেও পরম কারণ স্বরূপ। শ্রীকৃষ্ণকে অন্তর্দ্ধান করিবার জন্য প্রার্থনা করিতে আসিয়া দেবগণ বলিলেন—হে করুণাময়! আপনি স্বীয় ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা মানব বুদ্ধির অগোচর এই ব্রহ্মাণ্ডকে রচনা করেন, পালন করেন এবং প্রলয় কালে সংহার করেন। এই প্রকার শ্রুতি সূত্র স্মৃতি প্রভৃতির প্রমাণ সমূহের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব যুক্তিসঙ্গত হইল।

সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদিলীলার দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—

কৃষ্ণ এক সর্ব্বাশ্রয় কৃষ্ণ সর্ব্বধাম। কৃষ্ণের শরীরে সর্ব্ব বিশ্বের বিশ্রাম॥

পুনঃ পঞ্চম পরিচ্ছেদে—কৃষ্ণ কর্ত্তা মায়া তার করেন সহায়।

শ্রীগোবিন্দদেব যে সর্ব্বজ্ঞ তাহার প্রমাণ বলিতেছেন সার্ব্বজ্ঞ্য ইত্যাদি পদের দ্বারা। মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণনা আছে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ, অর্থাৎ সামান্যরূপে সকল বিষয় জানেন। সর্ব্ববিৎ—অর্থাৎ যিনি বিশেষ রূপে সকল বিষয় জানেন।

বৃহদ্যরণ্যক উপনিষদে বর্ণনা আছে—ব্রহ্মজ্ঞশ্রেষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে আরুণি প্রশ্ন করেন—অন্তর্য্যামী কে? তদুত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন—পৃথিব্যাদি সকল বস্তুর অন্তরে যিনি বিরাজিত তিনি আমার তোমার ও সকলের অন্তর্য্যামী ও অমৃতপদ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের মন্ত্রে পাওয়া যায়—সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব সমগ্র বিশ্বের কর্ত্তা ও জ্ঞাতা জীবান্তর্য্যামী, অর্থাৎ সর্ব্বদেশ, কাল, বস্তুবিষয়ক

ভূতান্তরাত্মা। শ্রীগো০ তা০ উ০ ১১৭—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। শ্রীভা০ ১০।১৪।৩৯—অনুজানিহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্। ১০।১৬।৫৯—ভবান্ হি কারণং তত্র সর্ব্বজ্ঞো জগদীশ্বরঃ। অনুগ্রহং নিগ্রহং বা মন্যসে তদ্ বিধেহি নঃ॥ ১০।২৪।২—তদভিজ্ঞোঽপি ভগবান্ সর্ব্বাত্মা সর্ব্বদর্শনঃ। প্রশ্রয়াবনতোঽপৃচ্ছদ্ বৃদ্ধান্নন্দপুরোগমান্॥ ব্র০ সূ০ ২।২।২৫।৩৭—"সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ"। শ্রীগীতা ৪।৫—বহূনি মে ব্যতিতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন!। তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ!॥ বেদ বেদ্মি সর্ব্বেশ্বরত্বেন সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতি শ্রীচক্রবর্ত্তিচরণাঃ। ইত্থং প্রমাণসমূহৈঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বজ্ঞত্বং সুপপন্নমিতি।

পুমর্থত্বাদিধর্ম্মকঃ—শ্বে০ ১।৬, ৮, 'পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টঃ ততস্তেনামৃতত্বমেতি।' "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ।" ১।১১—জ্ঞাত্বা দেবং সর্ব্বপাশাপহানিঃ ক্ষীণৈঃ ক্লেশৈর্জ্জন্মমৃত্যু প্রহাণিঃ। তস্যাভিধানাত্তৃতীয়ং দেহ ভেদে বিশ্বৈশ্বর্য্যং কেবল আপ্তকামঃ॥ ৩।৭—ঈশং ত্বং জ্ঞাত্বামৃতা ভবন্তি।

সামান্য জ্ঞানবান্, যিনি কালেরও কাল, অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর, সর্ব্ববিৎ যিনি সর্ব্ব দেশ কালাদির বিশেষ জ্ঞানবান্।

কঠোপনিষদে বর্ণিত আছে—যিনি এক অর্থাৎ সমানাতিশয় শূন্য পরম মুখ্য, বশী-প্রকৃতি কালাদির নিয়ামক এবং সর্ব্ব প্রাণীর অন্তর্য্যামী, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ। শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিও বলেন—সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—অর্থাৎ জীব প্রকৃতি কালাদির আত্মা, নিয়ামক। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীগোবিন্দদেবকে যে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—তাহা বর্ণিত হইতেছে—গোবৎস অপহরণকারী ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে শ্রী শ্যামসুন্দর! আমাকে আদেশ করুন আমি গমন করিতেছি আমি কে বা আমার যোগ্যতা কি তাহা সকল জানেন, কারণ আপনি সর্ব্বজ্ঞ। পুনরায় শ্রীকালিয় নাগ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে দেব! আমার যে ক্রোধ আছে তাহার কারণ আপনিই যেহেতু, আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আমার সকল বিষয় জানেন, অতএব আপনি আমাকে অনুগ্রহ অথবা দণ্ড দেন আমি শিরোধার্য্য করিয়া লইব। ইন্দ্র যজ্ঞ নিবারণ প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—হে মহারাজ! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ নন্দ প্রভৃতি গোপগণের অভিপ্রায় জানিয়াও অর্থাৎ তিনি ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ, সর্ব্বান্তর্য্যামী এবং সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও বিনয়াবনত হইয়া সকলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। সুতরাং ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বর্ণন করিয়াছেন—অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবে বিরুদ্ধ অবিরুদ্ধ সার্ব্বজ্ঞত্ব মৌগ্ধত্বাদি ধর্ম্ম সকল সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে। শ্রীগীতায় পার্থসারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম ব্যতীত হইয়াছে, তাহা আমি সকল জন্মের কথাই জানি, কিন্ত আমার ইচ্ছায় তোমার জ্ঞান আবরিত থাকায় তুমি জান না। শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের 'বেদ' অর্থে বলিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পরন্তপ! জন্মজন্মান্তরের সকল কথাই আমি জানি যেহেতু আমি সর্ব্বেশ্বর সুতরাং সর্ব্বজ্ঞ। সুতরাং শ্রুতিশাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রতিপাদিত হইল।

৩।৮—তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়। ৪।৭, ১৫, জুষ্টং যদাপশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমেতি বীত শোকঃ। তমেব জ্ঞাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্ছিনত্তি। ৬।১২, ১৬, একো বশী নিষ্ক্রিয়ানাং বহূনামেকং বীজং বহুধা যঃ করোতি। তমাত্মস্থং যেঽনু পশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ সংসারমোক্ষ স্থিতিবন্ধ হেতুঃ। ছান্দোগ্যে ৮।১।৬—অথ য ইহাত্মানমনুবিদ্য ব্রজন্ত্যেতাংশ্চ সত্যান্ কামাংস্তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি। বৃহদারণ্যকে ৩।৯।২৮—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ

অতঃপর শ্রীকৃষ্ণচরণ সেবা প্রাপ্তিই যে জীবের পরম পুরুষ্যার্থ তাহা শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—পুমর্থত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত ইত্যাদির দ্বারা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—যখন মুমুক্ষু নিজেকে এবং বুদ্ধির প্রেরক শ্রীভগবানকে পৃথক্ ভাবে জানিয়া শ্রীগোবিন্দকে সেবা করে, সেই সেবার দ্বারা পরম পুরুষার্থ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিয়া অমৃত হয়, পুনঃ—নিত্যলীলাবিলাসি শ্রীগোবিন্দ দেবকে সাধক যথাযথ জানিয়া, অর্থাৎ আরাধ্যরূপে আরাধনা করিয়া অহন্তা মমতাদি পাশ হইতে মুক্ত হয়। পুনরায়—ক্রীড়াশীল শ্রীগোবিন্দদেবকে সর্ব্বারাধ্য রূপে জানিয়া দেহ দৈহিক সকল বন্ধনের নাশ হয়, বন্ধন জন্য ক্লেশসকল ক্ষীণ হইলে জন্ম মৃত্যুর প্রকৃষ্টরূপে ধ্বংশ হইয়া যায় এবং তাঁহার আরাধনার দ্বারা চান্দ্র ও ব্রাহ্ম শরীর অপেক্ষা তৃতীয় অপহত পাপ্মত্বাদি লক্ষণ যুক্ত নিত্য ভাগবত দেহ লাভ করিয়া পূর্ণ মনস্কাম হয়। আরও—সকলের নিয়ামক ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া সাক্ষাৎ অনুভব করিয়া জন্ম মৃত্যু পাশ হইতে সাধক চিরতরে মুক্ত হয়। পুনঃ—নিত্যধামে বিরাজমান দিব্যসৌন্দর্য্যযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়াই সাধক মহামৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায়, অর্থাৎ তাঁহার শ্রীচরণারবিন্দ লাভ করে। তাঁহাকে ভক্তিভাবে আরাধনা করা ভিন্ন তাঁহার শ্রীচরণ সেবা লাভের আর অন্য কোন পথ নাই। আরও বলিতেছেন—সাধক যখন ব্রহ্মাদি সেবিত চরণারবিন্দ পরমারাধ্য সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ অখিল রসামৃতসিন্ধু শ্রীগোবিন্দদেবকে নিজের আরাধ্যরূপে জানিয়া সেবা করে, তখন শোকরহিত হইয়া সার্ব্বজ্ঞাদি লক্ষণ সম্পন্ন হইয়া নিত্যধামে গমন করে। তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যু পাশ ছেদন করে। পুনরায় বলিতেছেন—যিনি একাকী সকলের নিয়ামক এবং একমাত্র প্রকৃতিকে যিনি মহদাদি অনেক রূপে বিভাজিত করেন, সেই সর্ব্বান্তর্য্যামিকে যে ভক্তিযোগের দ্বারা সাক্ষাৎকার করে' সেই সাধক অবিনশ্বর শাশ্বত সুখ লাভ করে, অন্যের শাশ্বত সুখ লাভ হয় না। শ্রীভগবান্ সংসার বন্ধের কারণ অর্থাৎ—ভগবদ্ বিমুখ জীবের সংসার বন্ধন হয়। তিনি জগৎ পালন করেন এবং জীবের ভব বন্ধন মোক্ষের তিনিই পরম কারণ অর্থাৎ অনুগ্রহে বা আরাধনায় জীব তাঁহার অভয় চরণারবিন্দ লাভ করিয়া শাশ্বত সুখ লাভ করে। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—যে মানব ইহলোকে পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিয়া পরলোকে গমন করে সে সকল লোকে যথেচ্ছ্যচারী হইয়া বিহার করে, সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব পরম পুরুষার্থ।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে—সর্ব্বজ্ঞ আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব আরাধকের সকল প্রকার মনোবাসনা পূর্ণ করেন এবং সকলের তিনি পরম আশ্রয়। পুনঃ বলিয়াছেন—সেই পরব্রহ্ম

পরায়ণম্" দাতুর্যজমানস্য রাতিঃ ফলপ্রদো ভবতি। বৃ০ ৪।৪।২৪—স বা এষ মহানজ আত্মা অন্নাদো বসুদানঃ। ভগবৎ সূত্রকারঃ— ৩।২।১৭।৩৯-৪০, 'ওঁ ফলমত উপপত্তেঃ ওঁ "ওঁ শ্রুতত্বাচ্চ ওঁ"। শ্রীগো০ তা০ পূ০ ২৩-২৪, একোবশী সর্ব্বগঃ কৃষ্ণ ঈড্য একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি। তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্॥ তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেষাং সিদ্ধিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্" এবমুত্তরবিভাগে—৯১—ধ্যায়েন্মম প্রিয়ো নিত্যং স মোক্ষমধি গচ্ছতি। স মুক্তো ভবতি তস্মৈ স্বাত্মানঞ্চ দদামি বৈ॥ শ্রীগীতা ১২।৭—তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিতচেতষামিতি। অন্যত্র চ—৮।১৫, ১৬—মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন!। মামুপেত্য তু কৌন্তেয়! পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে॥

মহান্ জন্মরহিত আত্মাস্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেব স্বভক্তগণের প্রদত্ত অন্নাদি নৈবেদ্য সকল ভোজন করেন এবং তিনি বসুদাতা, বসু অর্থাৎ প্রাণীগণের কর্ম্মফল, তাহার প্রদাতা।

সুতরাং মোক্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বফল দাতা। অতএব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বফল দাতা, ইহা শ্রুতি শাস্ত্র সিদ্ধান্ত যুক্ত, সুতরাং ভক্তিমান্ ভক্তগণের তিনি পরম পুরুষার্থ। অথর্ব্ববেদীয়-শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে শ্রীব্রহ্মা মুনিগণকে বলিলেন —হে মুনিবৃন্দ! একমাত্র সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বব্যাপক, শ্রীকৃষ্ণই স্তব করিবার যোগ্য, যিনি এক হইয়াও অংশাদি অনেক রূপে নানা ধামে সুশোভিত হয়েন, কিন্তু শ্রীবৃন্দাবন যোগপীঠস্থ শ্রীগোবিন্দদেবকে যে আরাধনা করে তাহারই শাশ্বত সুখ, তাঁর শ্রীচরণ সেবা লাভ হয়। তাঁহার শ্রীচরণবিমুখ মানবের কখনও সুখ লাভ হয় না। পুনঃ বলিলেন— বৃন্দাবন কল্পতরুমূলে রত্নসিংহাসনস্থ গো-গোপ-গোপী বেষ্টিত শ্রীগোবিন্দদেবকে যাহারা আরাধনা করে তাহাদেরই শাশ্বতী সিদ্ধি অর্থাৎ গোপী আনুগত্যে তাঁহার শ্রীচরণ সেবা সুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না। পরমারাধ্য শ্রীকবিরাজ গোস্বামি প্রভু বলিয়াছেন—

বৃন্দাবনে কল্পদ্রুম সুবর্ণ সদন। মহাযোগপীঠ তাঁহা রত্ন সিংহাসন॥
তাতে বসি আছে সদা ব্রজেন্দ্রনন্দন। শ্রীগোবিন্দদেব নাম সাক্ষাৎ মদন॥ ১।৮

পুনঃ উত্তর বিভাগে শ্রীগোপালদেব বলিলেন— এইভাবে গো-গোপ-গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত আমাকে যে সাধক সর্ব্বদা ধ্যান করে সে মোক্ষ লাভ করে, সে মুক্ত হয়, তাহাকে আমি আত্মা পর্য্যন্ত দান করি। সুতরাং তিনি জীবের পরম পুরুষার্থ। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ নিজমুখে বলিয়াছেন—হে পার্থ! যাহারা অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা আমার ধ্যান ও পূজা করে, সেই একান্ত ভক্তগণকে সংসাররূপ মৃত্যুসাগর হইতে অতি শীঘ্র সম্যক্ রূপে উদ্ধার করি।

শ্রীভগবান্ অন্যত্রও বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! যে মহাত্মাগণ আমার চরণ সেবা প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরম সিদ্ধি লাভ করে,তাহাদিগকে আর দুঃখময় অনিত্য সংসারে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না

কিং পুনর্নিষ্কামিনাং সকামিনামপি কামনাং পূরয়তি শ্রীগোবিন্দদেবঃ, তথাহি শ্রীগীতা ৭।২১-২২ যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি। তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্॥ স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে। লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্॥ শ্রীভা০ ২।৩।৯— অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ। তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্॥ ৪।২৪।৩৭— স্বর্গাপবর্গদ্বারায় নিত্যং শুচিষদে নমঃ" ১০।৫১।২০—এক এবেশ্বরস্তস্য ভগবান্ বিষ্ণুরব্যয়ঃ॥ তস্মাৎ পুম-র্থত্বাদিধর্ম্মকঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব।

বিজ্ঞানস্বরূপত্বম্—তথাহি বৃ০ ৩।১।২৮—বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" তৈ০ ২।৫।১—বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্ বেদ" ২।৭।১—রসো বৈ সঃ" ৩।৬।১—আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" মু০ ১।১।৯—যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ"

হে কৌন্তেয়! ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বোপরি ব্রহ্মলোক হইতেও মানব পৃথিবীতে আসিয়া পুনঃ জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু আমাকে লাভ করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, অর্থাৎ সে অমৃত হইয়া যায়।

নিষ্কাম সাধক গণের কথা কি বলিব, নানা প্রকার কামনাকারি মানবগণেরও শ্রীগোবিন্দদেব কামনা পূর্ণ করেন। এই বিষয়ে শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—হে পার্থ! নানা প্রকার কামনা যুক্ত হইয়া ভক্ত মানব তাহা পূর্ণ করিবার বাসনায় যে যে মূর্ত্তি আমার শ্রদ্ধাপূর্ব্বক অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করে, আমিও সেই সেই মূর্ত্তিতে ভক্তের শ্রদ্ধা প্রদান করি। সেই ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া সেই নানা দেবতা-মূর্ত্তির আরাধনা করে এবং আমা দ্বারা বিহিত সেই দেবতা কর্ত্তৃক প্রদত্ত কামনা সকল পূর্ণ করিয়া থাকে। শ্রীগোবিন্দদেব যে পরম পুরুষার্থ স্বরূপ তাহা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন— শ্রীশুকদেব গোস্বামী শ্রীপরীক্ষিত মহারাজকে বলিলেন—হে রাজন্! যে বুদ্ধিমান্ পুরুষ হইবে, সে নিষ্কাম হউক, সকল কামনাযুক্ত হউক অথবা মোক্ষকামী হউক, তীব্র ভক্তিযোগের দ্বারা পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আরাধনা করিবে। রুদ্রগীতে শ্রীশঙ্কর প্রচেতাগণকে বলিলেন—হে প্রচেতাগণ! শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া বলিবে—হে দেব! আপনি স্বর্গ এবং মোক্ষের দ্বার অর্থাৎ আপনি পরম মুক্তি প্রদান করেন আপনাকে নমস্কার।

শ্রীমুচুকুন্দের যুদ্ধে পরিতুষ্ট দেবতাগণ তাঁহাকে বলিলেন—হে রাজন্! আপনি আপনার মনোগত বর কামনা করুন, কেবল আমরা পরমমোক্ষপদ প্রদান করিতে পারিব না, কারণ তাহা একমাত্র শ্রীভগবান্ গোবিন্দই প্রদান করিতে সমর্থ, আমাদের নাই। সুতরাং পরম পুরুষার্থ শ্রীগোবিন্দ দেবের শ্রীচরণ সরোরুহের সেবালাভ এবং তিনি ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি সকল প্রকার কামনা পুরণে পরম সমর্থ।

শ্রীগোবিন্দদেব যে বিজ্ঞান স্বরূপ তাহা শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীগোবিন্দদেব বিজ্ঞান স্বরূপ আনন্দময় পরম ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণনা আছে—ভৃগু তপস্যা করিয়া আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিলেন। পুনঃ তৈত্তিরীয়ে—

তথাহি ঈশ্বর জীব প্রকৃতি কাল কর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রূয়ন্তে।

শ্রীভা০ ১০।১৬।৪০—জ্ঞান বিজ্ঞান নিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে॥ ১০।২৭ ১১—স্বচ্ছন্দোপাত্তদেহায় বিশুদ্ধ জ্ঞান মূর্ত্তয়ে। সর্ব্বস্মৈ সর্ব্ববীজায় সর্ব্বভূতাত্মনে নমঃ॥ ১০।৩৭।২৩—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া সমাপ্ত সর্বার্থমমোঘবাঞ্ছিতম্। স্বতেজসা নিত্য নিবৃত্ত মায়াগুণপ্রবাহং ভগবন্তমীমহি॥ ইত্যেবং স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরম স্বাতন্ত্রত্ব-সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্যত্ব-পুমর্থত্বাদিধর্ম্মকত্ব-বিজ্ঞানস্বরূপত্বাদিকং ধর্ম্ম-সমূহং যথাবসরে নিরূপয়িষ্যন্তীতি।

অথ শ্রুতি-ব্রহ্মসূত্র-স্মৃতি-ভাগবত মতানুসারেণ শ্রীবাদরায়ণমতানুসারেণ চ শ্রীগোবিন্দভাষ্যমারভমানাঃ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপ্রভুপাদা আদৌ পদার্থান্ নিরূপয়ন্তি তথাহীতি। তথাহি (১) ঈশ্বর (২) জীব (৩) প্রকৃতি (৪) কাল (৫) কর্ম্মাণি পঞ্চতত্ত্বানি শ্রুতিশাস্ত্রেষু শ্রূয়ন্তে' ইত্যর্থঃ। (১) তেষু ঈশ্বরং নিরূপয়ন্তি—তত্র 'ঈশ,' ঐশ্বর্য্যে, শ্রীহরিনামামৃত ব্যা০ ৩।৩৩৩, ইতি ধাতোরুত্তরে "স্থা ঈশ ভাসপিস কসিভ্যো-বরঃ" ইতি সূত্রেণ শীলাদ্যর্থে 'বর' প্রত্যয়ে "ঈশ্বরঃ" ইতি পদং সিদ্ধ্যতি। হ০না০ ব্যা০ ৫।৩৫৯। শ্বে০ ৬।৭

পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব রসস্বরূপ। মুণ্ডক উপনিষদে বলেন—যাঁহার তপস্যা অর্থাৎ সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা জ্ঞানময়। তৈত্তিরীয় ব্রহ্মানন্দবল্লী বলেন—বিজ্ঞান স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে যদি জান, তাহা হইলে আর কোন প্রকার প্রমাদ ঘটিবে না। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীগোবিন্দদেবকে যে বিজ্ঞান স্বরূপ বলিয়াছেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন—কালিয়দমন প্রসঙ্গে শ্রীনাগপত্নীগণ বলিলেন—আপনি জ্ঞান অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞতা, বিজ্ঞান চিচ্ছক্তি এই দুই বস্তুতে পরিপূর্ণ, সুতরাং হে অনন্ত শক্তিমান্! পরব্রহ্ম! আপনাকে নমস্কার করি। দেবরাজ ইন্দ্রের দর্প বিচূর্ণ হইলে শ্রীগোবিন্দকে বলিলেন—হে গোপাল! আপনি নিজ ভক্তগণের প্রতি করুণা বশতঃ এই শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, এই শ্রীবিগ্রহ আপনার বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ, আপনি সব কিছু, সকল বস্তুর বীজস্বরূপ, সর্ব্বান্তর্য্যামী, আপনাকে নমস্কার। কেশী-দৈত্য বধের পর দেবর্ষি নারদ আসিয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে বলিলেন—হে প্রভো! আপনি বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-স্বরূপ, আপনি সদা সর্ব্বদা স্বীয় পরমানন্দময় স্বরূপে অবস্থান করিতেছেন, সত্য সঙ্কল্প নিজ মহিমা দ্বারা মায়াকার্য্য তিরস্কার করিয়া বিরাজিত আছেন, আপনাকে নমস্কার। এই প্রকার শ্রুতিসূত্র স্মৃতি পুরাণাদির দ্বারা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের পরম স্বতন্ত্রতা, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব সর্ব্বজ্ঞতা, পরম পুরুষার্থতা স্বরূপগত ধর্ম্ম বিজ্ঞানস্বরূপাদি ধর্ম্মসকল যথাবসরে নিরূপণ করা হইবে।

অনন্তর শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র, স্মৃতি, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণানুসারে এবং শ্রীব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ বাদরায়ণ মতের অনুসরণে শ্রীগোবিন্দভাষ্য প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়া পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ প্রথমে পদার্থ সকল বলিতেছেন—তথাহি ইত্যাদির দ্বারা। দৃষ্টান্তাদিক্রমে শাস্ত্রসকলে—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল এবং কর্ম্ম এই পাঁচটি পদার্থ শ্রুতি শাস্ত্রাদিতে শ্রবণ করা যায়। সেই পঞ্চপদার্থের মধ্যে

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্” বৃ০ ৪।৪।২২—সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ’ এষ সর্ব্বেশ্বরঃ। শ্রীব্রহ্মসং০ ৫।১—“ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ” শ্রীগীতা ১৮।৬১—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন! তিষ্ঠতি। শ্রীভা০ ১০।২৭।১৩—ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ। শ্রীশুকঃ—১০।২৮।৭ এবং প্রসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানীশ্বরো হরিঃ। অন্যত্র চ—২।১।৫, তস্মাদ্ভারত! সর্ব্বাত্মা ভগবানীশ্বরো হরিঃ। শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥

(২) তথা জীবঃ, ‘জীব কর্ত্তৃবাচ্যে কঃ। শ্বে০ ৫।৭, বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ। ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স চানন্ত্যায় কল্পতে॥ মু০ ৩।১।৭, ‘এষোঽণুরাত্মা’ অণুমাত্রোঽপ্যয়ং জীবঃ” ব্র০ সূ০ ২।৩।১৩।১৭, জ্ঞোঽতএব’ শ্রীভা০ ১১।১৬।১১, ‘সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ।

ঈশ্বর নিরূপণ করিতেছেন—ঈশ্ ধাতুর অর্থ ঐশ্বর্য্য। এই ‘ঈশ্’ ধাতুর উত্তর উক্ত সূত্রের দ্বারা ‘বর’ প্রত্যয় করিলে ‘ঈশ্বর’ এই পদ সিদ্ধ হয়।

শ্রীগোবিন্দদেব যে ‘ঈশ্বর’ এই বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন—শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—হে দেব! আপনি, ব্রহ্মা শঙ্কর ইন্দ্র প্রভৃতি যে ঈশ্বর আছেন, তাহাদের পরম ঈশ্বর। বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলেন—শ্রীগোবিন্দদেব সকলের নিয়ামক, সকলের অধীশ্বর, সকলের অধিপতি, পুনঃ সর্ব্বেশ্বর। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বর। শ্রীগীতায় শ্রীপার্থসারথি বলিলেন—হে ধনঞ্জয়! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে নিবাস করেন।

শ্রীগোবিন্দদেব যে ঈশ্বর এই বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—অহঙ্কার বিচূর্ণিত দেবরাজ ইন্দ্র বলিলেন—হে দেব! আপনি আমার ঈশ্বর, গুরু এবং আত্মা, আপনার শরণ গ্রহণ করি। শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেম—হে রাজন্! লোকপাল বরুণ স্তব ও অর্চ্চনাদি করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রসন্ন করিলেন, কারণ তিনি ব্রহ্মা শিব আদি ঈশ্বরেরও ঈশ্বর। শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বলিলেন—হে ভারত! শ্রীকৃষ্ণকথা ভিন্ন যাহা কিছু শ্রবণ করিবে, তাহাতেই কেবল পরমায়ুর অসদ্ব্যয়মাত্র, সুতরাং যে সাধক সর্ব্বানন্দময় পরম পুরুষার্থ লাভ করিতে ইচ্ছা করে, সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরম সৌন্দর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ, সর্ব্বপাপাদি হরণকারী ঈশ্বরের গুণাবলী শ্রবণ করিবে, কীর্ত্তন করিবে ও তাঁহার লীলা স্মরণ করিবে। উক্ত প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর যে একটি তত্ত্ব তাহা নিরূপিত হইল।

অনন্তর তত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে দ্বিতীয় ‘জীব’ নামক তত্ত্ব নিরূপণ করিতেছেন—জীব ধাতুর উত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় সহযোগে ‘জীব’ পদ সিদ্ধ হয়। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—একটি কেশের অগ্রভাগকে একশত ভাগ করিয়া তাহার একটি ভাগকে পুনরায় একশত ভাগ করিলে যে সূক্ষ্মতম ভাগ অবশিষ্ট থাকে, তাহার সদৃশ অতি সূক্ষ্মতম জীবের স্বরূপ বলিয়া জানিবে। এবং সেই জীব সাধন দ্বারা মোক্ষ লাভ করে। মুণ্ডক উপনিষদে জীবের স্বরূপ বলিয়াছেন—এই জীবাত্মার স্বরূপ অণু পরিমাণ। পুনঃ—এই জীব অণুপরিমাণ স্বরূপ।

(৩) প্রকৃতিঃ, প্র কৃ ভাবেক্তি, সত্ত্বরজস্তমস্ত্রিগুণাত্মিকা শ্বে০ ৪।১০, "মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ" শ্রীগীতা ৭।৪, "ভূমিরাপোঽনলোবায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ শ্রীভা০ ৩।৫।২৫, "সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়ানাম মহাভাগ! যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ।

(৪) কালঃ, কাল কর্ত্তরিবাচ্যে অঃ, শ্রীভা০ ১০।৩।২৬, "যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো! চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্। নিমেষাদির্বৎসরান্তোমহীয়াং স্তং ত্বেশানং ক্ষেনধাম প্রপদ্যে॥ শ্রীগীতা১০।৩৩ অহমেবাক্ষয়ঃ কালঃ।

(৫) কর্ম্ম, কৃ কর্ম্মণিবাচ্যে মন্। স্বর্গকামো যজেত" বৃ০ ১।৪।৭, 'আত্মেত্যেবোপাসীত। শ্রীগী০ ৯।২৬, "পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" অত্র ক্রিয়া যৎ সাধিকা তৎ কর্ম্ম, ক্রিয়া যস্য

ব্রহ্মসূত্রে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন—জীবাত্মা জ্ঞান স্বরূপ হইয়াও জ্ঞাতা। শ্রীমদ্-ভাগবতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে যে সূক্ষ্ম বস্তু আছে—তাহার মধ্যে আমি জীব। সুতরাং অণু পরিমাণ স্বরূপ নিত্য জীবাত্মা।

অতঃপর তত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে তৃতীয় তত্ত্ব প্রকৃতি নিরূপণ করিতেছেন—'প্র' উপেন্দ্রের পর 'কৃ' ধাতুর উত্তরে ভাব বাচ্যে ক্তি প্রত্যয়ে 'প্রকৃতি' পদ হয়। এই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণনা আছে—গুণত্রয় সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি এবং সেই প্রকৃতি যখন বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে তখন তাহাকে মায়া বলিয়া জানিবে। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! পৃথিবী,জল, তেজ, বায়ু আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহঙ্কার, এই অষ্টভাগে ভিন্ন আমার প্রকৃতিকে জানিবে। শ্রীভাগবতে শ্রীমৈত্রেয় ঋষি, শ্রীবিদুরকে বলিলেন—হে বিদুর! সৃষ্টিকরণেচ্ছু শ্রীভগবানের সদসদাত্মিকা শক্তির নাম মায়া, যে শক্তির দ্বারা সর্ব্বব্যাপক প্রভু এই জগৎ নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং শ্রীভগবৎ শক্তিরূপা প্রকৃতি নিত্যা।

অনন্তর তত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে চতুর্থ কাল বস্তু নির্ণয় করিতেছেন—'কাল' ধাতুর উত্তর কর্ত্তৃবাচ্যে 'অ' প্রত্যয় যোগে 'কাল' শব্দ সিদ্ধ হয়। এই কাল সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে দেবকীদেবী শ্রীভগবান-কে বলিলেন—হে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক! নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরান্ত যে মহান্ কাল আপনার চেষ্টা বা লীলা এবং যে কালের দ্বারা এই বিশ্ব চেষ্টাশীল হয়, সুতরাং হে সর্ব্বশক্তিমান্! আমি আপনার শরণাগতা। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! আমিই অক্ষয়স্বরূপ কাল।

অনন্তর তত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে পঞ্চম পদার্থ কর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন—"কৃ" ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে মন্ প্রত্যয়ে কর্ম্ম শব্দ সিদ্ধ হয়। এই বিষয়ে প্রমাণ যথা—স্বর্গকামনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা যজনা করিবে। শ্রীভগবানকে আত্মার ন্যায় উপাসনা করিবে।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ধনঞ্জয়! যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল এবং জল প্রদান করে, আমি তাহা গ্রহণ করি। এই স্থলে শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে

তেষু-বিভুচৈতন্যমীশ্বরঃ। অনুচৈতন্যস্তু জীবঃ। নিত্য জ্ঞানাদি গুণকত্বমস্মদর্থত্বঞ্চোভয়ত্র।

সাধনার্থং প্রবর্ত্ততে তৎ কারকং কর্ম্মোচ্যতে। এবম্প্রকারেণ পঞ্চতত্ত্বানি শ্রুতি শাস্ত্র সম্মতানীতি শ্রূয়ন্তে।

অথ তেষাং পঞ্চানাং তত্ত্বানাং বিস্তারেণ ব্যাখ্যানমাহুঃ-তেষ্বিতি। তেষু পঞ্চসু তত্ত্বেষু ঈশ্বরস্য স্বরূপলক্ষণমাহুঃ—বিভুচৈতন্যমিতি। বিভুত্বমীশ্বরস্য লক্ষণমিত্যুক্তেঃ প্রকৃত্যাকাশাদৌ অতিব্যাপ্তিরতশ্চৈতন্যমিত্যুক্তং, তেষাং জড়ত্ব শ্রবণাৎ। তাবন্মাত্র বিবক্ষিতে সতি জীবেঽতিব্যাপ্তিরতো বিভুত্বমিতি। জীবস্যাণুত্ব শ্রবণাৎ। অথ জীবস্য স্বরূপলক্ষণমাহুঃ—অণুচৈতন্যস্তু জীবঃ। অণুত্বং জীবস্যলক্ষণমিত্যুক্তেঃ পরমাণাবতিব্যাপ্তিরতশ্চৈতন্যমিত্যুক্তম্। তেষাং চেতনত্বাভাবাৎ· তাবন্মাত্রোক্তেঃ বিভ্বীশ্বরেঽতিব্যাপ্তিরতোঽণুত্বমিত্যুক্তম্। তথা চ—বিভুত্বে সতি চৈতন্যত্বমীশ্বরস্য স্বরূপলক্ষণম্। এবমণুত্বে সতি চৈতন্যত্বং জীবস্য স্বরূপলক্ষণম্। তত্রেশ্বরে জীবে চোভয়ত্র নিত্যজ্ঞানাদি গুণকত্বমিতি।

কর্ম্মের লক্ষণ বলিয়াছেন—ক্রিয়া যাহাকে সাধন করে তাহাই কর্ম্ম, অর্থাৎ ক্রিয়া যাহার সাধনের নিমিত্ত প্রবর্ত্তিত হয় সেই কারককে কর্ম্মকারক বলে। সুতরাং যজেত, প্রযচ্ছতি প্রভৃতি ক্রিয়া কর্ম্মের সাধক, এই প্রকারে পঞ্চতত্ত্ব, অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম, শ্রুতি, সূত্র, স্মৃতি, পুরাণাদি শাস্ত্র সম্মত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বর্ণনা করিয়াছেন।

অনন্তর তত্ত্বপঞ্চেকর বিশদ্‌রূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—'তেষু' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। সেই পঞ্চপদার্থের মধ্যে 'শ্রীঈশ্বর' নামক যে তত্ত্ব তাহার স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—বিভুচৈতন্য ইত্যাদির দ্বারা। বিভুচৈতন্য ঈশ্বর, 'বিভুত্ব' ঈশ্বরের লক্ষণ বলিলে প্রকৃতি আকাশে অতিব্যাপ্তি হইবে, কারণ—সাংখ্যশাস্ত্রে প্রকৃতিকে বিভু বলিয়াছেন· ন্যায়শাস্ত্রে জীবকে বিভু বলিয়াছেন, সুতরাং ঈশ্বরের লক্ষণ তাহাতে গমন করিল। কিন্তু উক্ত লক্ষণ প্রকৃতিতে ও আকাশে গমন করিবে না, কারণ লক্ষণের মধ্যে 'চৈতন্য' পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে, প্রকৃতি ও আকাশ চেতন নহে তাহারা জড় পদার্থ। 'চৈতন্যত্ব' ঈশ্বরের লক্ষণ বলিলে জীবে অতিব্যাপ্তি হইবে কারণ জীবও চৈতন্য, সুতরাং ঈশ্বর লক্ষণে 'বিভু' পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে, জীব বিভু নহে অণু পরিমাণ, অতএব শ্রীগোবিন্দদেব বিভুচৈতন্য এবং সর্ব্বেশ্বর।

ঈশ্বরের স্বরূপলক্ষণ বর্ণন করিয়া জীবের স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—অণুচৈতন্যস্বরূপ জীব। 'অণুত্ব' জীবের লক্ষণ বলিলে পরমাণুতে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, অতএব জীব লক্ষণে 'চৈতন্য' পদ প্রয়োগ করিয়াছেন, পরমাণুর চেতনধর্ম্ম নাই, তাহা জড় বস্তু। 'চৈতন্য' জীবের লক্ষণ করিলে, বিভু-ঈশ্বরে উক্ত লক্ষণের অতিব্যাপ্তি হয়, কারণ ঈশ্বর ও জীব উভয়েই চেতন ধর্ম্ম বিশিষ্ট, অতএব জীবলক্ষণে 'অণু' এই পদ প্রয়োগ করা হইয়াছে, ঈশ্বর অণু নহেন, তিনি বিভু। সার কথা এই যে—বিভুচৈতন্য ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ এবং অণুচৈতন্য জীবের স্বরূপ লক্ষণ। পদার্থপঞ্চকের মধ্যে ঈশ্বরে এবং জীবে নিত্য জ্ঞান চৈতন্যাদি ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে। উভয়ে অর্থাৎ ঈশ্বরে ও জীবে অস্মদর্থ স্বীকৃত হইয়াছে।

জ্ঞানস্যাপি জ্ঞাতৃত্বং প্রকাশস্য স্বপ্রকাশকত্ববদবিরুদ্ধম্।

উভয়ত্রাস্মদর্থশ্চ—তত্রেশ্বরস্যাহমর্থত্বং শ্রীগীতা ১০।২০, 'অহমাত্মা গুড়াকেশ ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ' 'সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহমিতি শ্রীস্বামিপাদাঃ। ঈশ্বর শব্দস্যাহং শব্দস্য চাত্রৈকবিষয়ত্বমিতি শ্রীকবিতার্কিকসিংহপাদাঃ। শ্রীব্রহ্মসং০ ৫।৬২ 'অহং হি বিশ্বস্যচরাচরস্য বীজম্' তৈ০ ২।৬।২ সোঽকাময়ত বহুস্যাম্' অত্র প্রধান মহদাদি সর্গাৎ পূর্ব্বমেব বহুস্যামিত্যস্মদর্থতয়া শ্রূয়তে। শ্রীভা০ ২।৯।৩২, অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যৎ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ ইতি শ্রীভাগবতে অসকৃদেবাহং শব্দপ্রয়োগাৎ শুদ্ধাত্মনঃ শ্রীহরেরেবাস্মদর্থত্বম-বাধিতমিতি। অথ জীবাত্মনোঽপ্যস্মদর্থত্বং সমর্থয়ন্তি—বিলীনোঽহমিতি, "সুখমহমস্বাপ্সং ন কিঞ্চিদবেদিষম্' ন চাহঙ্কারাশ্রয়োঽয়মহমর্থ ইতি বাচ্যম্, তস্য জড়ত্বাদচেতনত্বাচ্চ। শ্রীঅধ্যাসগি০ ১৫৬ পৃ০—"অহমিত্যেব যো বেদ্যঃ স জীব ইতি কীর্ত্তিতঃ। স দুঃখী স সুখী চৈব স পাত্রং বন্ধমোক্ষয়োঃ॥ অস্বাপ্সমিত্যত্রাস্মদর্থস্য

শ্রীগীতা শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বরের অস্মদর্থ প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে নিদ্রাবিজয়ি মহাবীর! আমি সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থানকারি আত্মা। পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—সকল প্রাণীগণের আশয় অর্থাৎ অন্তঃকরণে সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা নিয়ামকরূপে অবস্থিত পরমাত্মা আমিই। শ্রীপাদ কবিতার্কিক সিংহ শ্রীভাষ্যব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—ঈশ্বর শব্দ ও অহং শব্দ এক বস্তুকেই প্রতিপাদন করে।

শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীগোবিন্দদেব শ্রীব্রহ্মাকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! আমি একমাত্র চরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের প্রধান বীজ অর্থাৎ পরম কারণ স্বরূপ পূর্ণ ভগবান্, ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি এবং প্রকৃতির দ্রষ্টা পুরুষ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে—বর্ণিত আছে—তিনি কামনা করিয়াছিলেন আমি বহু হইব। এই স্থলে প্রধান মহৎ অহঙ্কার প্রভৃতি সৃষ্টির পূর্ব্বে বহুস্যাম্-ভবেয়ম্—উত্তম পুরুষের রূপ প্রয়োগ করায় অস্মদর্থ রূপে প্রতীতি হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীভগবান্ নিজে বহুবার অস্মদর্থ প্রয়োগ করিয়াছেন—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিলেন—হে পদ্মজ! সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র আমিই ছিলাম, তুমি যাহা দেখিতেছ তাহা স্থূল সূক্ষ্ম রূপ জগৎ কিছুই ছিল না, মহাপ্রলয়ের পরে একমাত্র আমি থাকিব, যাহা দেখিতেছ তাহাও আমি এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি। এই স্থলে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীভগবান্ বহুবার অহং শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং বিশুদ্ধসত্বাত্মা শ্রীহরির অস্মদর্থ অবাধিত হইল।

শ্রীহরির অস্মদর্থত্ব নিরূপণের পর জীবাত্মার অস্মদর্থত্ব সমর্থন করিতেছেন—শ্রুতিতে বর্ণনা আছে "আমি বিলীন হইলাম" "আমি শয়ন করিয়াছিলাম কিছুই জানিনা" যদি বল অহঙ্কার হইতে এই অহমর্থ উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা বলিতে পার না, কারণ অহঙ্কারই জড়বস্তু তাহার আশ্রয়ে যে বস্তু উৎপন্ন হইবে তাহা অবশ্যই জড় হইবে এবং তাহা অচেতন। অধ্যাসগিরিবজ্রে বর্ণিত আছে—মানবদেহে যে

তত্রেশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ স্বরূপশক্তিমান্ প্রবেশনিয়মনাভ্যাং জগদ্বিদধৎ ক্ষেত্রজ্ঞভোগাপবর্গৌ বিতনোতি

তত্রাস্বীকারে—এতাবন্তং কালং সুপ্তোঽহং বাঽন্যো বা ইতি সন্দেহাদিঃ স্যান্নতু নিশ্চয়ঃ। অতঃ সর্ব্বসম্বাদি-ন্যামাচার্য্যচরণাঃ—"তস্মাদহমর্থ এবাত্মা প্রতিক্ষেত্র ভিন্ন" ইতি। তত্র দ্বয়োরীশ্বরজীবয়োর্জ্ঞানস্বরূপয়োর্জ্ঞাতৃত্বমবাধিতমিত্যাহুঃ জ্ঞানস্যাপীতি। প্রকাশকস্য সূর্য্যস্য স্বপ্রকাশধর্ম্মবদবিরুদ্ধম্। তত্র দ্বিতীয়ে ২।৩।১২।১৭, জীবস্য জ্ঞানস্বরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃ স্বরূপত্বম্। তৃতীয়ে ৩।৩।১।১, ঈশ্বরস্য জ্ঞানস্বরূপত্বে সতি জ্ঞাতৃত্বাদি স্বরূপমিতি ব্যক্তির্ভবিষ্যতীতি।

এবং দ্বয়োশ্চেতনয়োর্জীবেশ্বরয়োঃ স্বরূপলক্ষণমুক্ত্বা তটস্থলক্ষণমাহুঃ—তত্রেতি। তত্রাদৌ ঈশ্বরং নিরূপয়ন্তি-স্বতন্ত্র ইতি। স্বতন্ত্রঃ—অনন্যাপেক্ষী, তথাহি শ্রীগীতা ১১।৪৩ "ন ত্বৎ সমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যঃ" "শ্বে০ ৬।৭, 'তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্" "শ্রীভা০ ৩।২।২১, 'স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্য-লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্ত কামঃ" ইতি। স্বরূপশক্তিমানিতি—স্বশক্ত্যেকসহায়বানিত্যর্থঃ। শক্ত্যন্তরসহায়রহিতত্বে সতি স্বস্বরূপশক্ত্যাশ্রয়বানিতি।

'অহং' এই প্রকার জ্ঞান আছে শাস্ত্রে তাহাকে জীব বলিয়া কীর্ত্তন করে, সেই জীব বা অহং সুখী দুঃখী ও বন্ধন এবং মুক্তির পাত্র। কারণ শ্রুতিতে যে 'আমি শয়ন করিয়াছিলাম' এই স্থানে অস্মদর্থ স্বীকার না করিলে, 'এই সুদীর্ঘকাল আমি শয়ন করিয়াছিলাম, অথবা অন্য কেহ শয়ন করিয়াছিল, ইহা সন্দেহ মাত্র হইবে, কিন্তু আমিই যে শয়ন করিয়াছিলাম তাহা নিশ্চয় হইবে না। অতএব শ্রীসর্ব্বসম্বাদিনী গ্রন্থে শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব বর্ণনা করিয়াছেন—সুতরাং অহমর্থ আত্মা এবং প্রতি শরীর ভিন্ন ইহা শাস্ত্র সিদ্ধ। এই প্রকার ঈশ্বর এবং জ ব উভয়ের জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম অবাধিত বিদ্যমান আছে তাহাই বলিতে-ছেন—জ্ঞানেরও ইত্যাদির দ্বারা। জ্ঞান স্বরূপের যে জ্ঞাতৃত্ব ধর্ম্ম আছে তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতেছেন—প্রকাশস্বরূপ সূর্য্যের যেমন প্রকাশকত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান্ রহিয়াছে তাহাতে কোন বিরোধ ঘটে না, সেইরূপ ঈশ্বর ও জীবের জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃত্ব উভয় ধর্ম্ম'ই বিদ্যমান আছে। জীবের জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃত্ব বিষয়ে বিশেষ ব্যাখ্যা দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় পাদে হইবে। তৃতীয় অধ্যায়ে ঈশ্বরের জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতৃত্ব বিষয়ে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করা হইবে।

এই প্রকার দুইটি চেতন বস্তু জীব এবং ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ বর্ণন করিয়া তটস্থ লক্ষণ বর্ণনা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা। এই উভয়ের মধ্যে প্রথম ঈশ্বরের তটস্থ লক্ষণ বলিতেছেন—স্বতন্ত্র অর্থাৎ অনন্যাপেক্ষি স্বরূপ। যে কাহাকেও অপেক্ষা করে না। শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন—বিশ্বরূপ! আপনার সমান কেহ নাই, তাহাতে আবার আপনা হইতে অধিক কে হইবে, অর্থাৎ আপনি পরম স্বতন্ত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—আপনি ঈশ্বর অর্থাৎ ব্রহ্মা শঙ্কর ইন্দ্রাদিরও পরম স্বতন্ত্র মহেশ্বর। শ্রীমদ্ ভাগবতে শ্রীউদ্ধব বলিলেন—আপনি স্বয়ং ভগবান্, অসাম্যাতিশয় ঐশ্বর্য্যযুক্ত

একোঽপি বহুভাবেনাভিন্নোঽপি গুণগুণিভাবেন চ বিদ্বৎপ্রতীতের্ব্বিষয়ঃ অব্যক্তো-

---

তথাহি শ্বে° ৬।৮, "পরাস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচেতি-স্বশক্ত্যেকাশ্রয়া-সাম্যাতিশয়মহৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেবঃ প্রবেশ—পালনদ্বারেণ জগদ্‌যাত্রাং নির্ব্বাহয়তি সৃষ্টিপালনাদিকং করোতীত্যর্থঃ। তথাহি তৈ° ২।৬।২, তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ'। শ্রীভা° ১০।৩।১৪, 'স এব স্বপ্রকৃত্যেদং সৃষ্ট্বাগ্রে ত্রিগুণাত্মকম্। তদনু ত্বং হ্যপ্রবিষ্টঃ প্রবিষ্ট ইব ভাব্যসে॥ শ্রীগী° ৯।৪ 'ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা। মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ। ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্॥ এবম্প্রকারেণ সৃষ্টিপালনাদিকং কুর্ব্বন্ ক্ষেত্রজ্ঞানামর্থাজ্জীবানাং ভক্ত্যারাধিতঃ সন্ ভোগং স্বর্গাদি সুখভোগং, অপবর্গং মোক্ষঞ্চ বিদধাতি। তথাহি শ্বে° ৬।১৬, 'সংসারবন্ধস্থিতিমোক্ষহেতুঃ' শ্রীগীতা ৮।১৫, 'মামুপেত্য পুনর্জ্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্। নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

ত্রিলোকের অধীশ্বর, আপনি সহস্র লক্ষ্মীগণ সেবিত, প্রাপ্ত সমস্ত কাম। সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব পরম স্বতন্ত্র।

শ্রীগোবিন্দদেব স্বরূপ শক্তিমান্ তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—স্বশক্তি সহায় যুক্ত, অন্যশক্তির সহায় গ্রহণ না করিয়া নিজ শক্তির আশ্রয় অঙ্গীকার করিয়া বিরাজিত আছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বর্ণনা করিয়াছেন—স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের অনেক প্রকার শক্তির কথা শ্রবণ করা যায়, কিন্তু তাঁহার বিশেষ শক্তির নাম পরা এবং তাঁহার স্বাভাবিকী জ্ঞান শক্তি বলশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান আছে। এই প্রকার স্বশক্তিমাত্র সহায়, অসাম্যাতিশয় মহৈশ্বর্য্যযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব প্রবেশ ও পালন দ্বারা জগদ্ যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। সৃষ্টিসংহার পালনাদি কার্য্য করেন ইহাই উক্ত বাক্যের অর্থ। এই বিষয়ে তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন—শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাণ্ড সকল সৃষ্টি করিয়া পুনরায় তাহাতে প্রবেশ করিলেন। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—কংস কারাগারে শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া শ্রীবসুদেব বলিলেন—হে প্রভো! আপনি স্বীয় বহিরঙ্গা মায়া শক্তির দ্বারা এই ত্রিগুণাত্মক জগৎ প্রথমে সৃষ্টি করিয়া পরে আপনি তাহাতে প্রবেশ না করিয়াও প্রবেশের সদৃশ জ্ঞান করান। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে পার্থ আমি অতীন্দ্রিয় বিগ্রহের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত হইয়া অবস্থান করি, ভূত সকল আমাতেই অবস্থান করে, কিন্তু আমি তাহার মধ্যে অবস্থান করি না, কিন্তু ভূতসকল আমার মধ্যে থাকিয়াও আমাতে অবস্থান করে না ইহাই আমার ঐশ্বরিক যোগশক্তি। এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেব সৃষ্টি পালনাদি করতঃ ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ জীবগণের মোক্ষাদি বিধান করেন। অর্থাৎ ভক্তিযোগের দ্বারা আরাধিত হইয়া স্বর্গাদি সুখভোগ ও মোক্ষ পর্য্যন্ত প্রদান করেন। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রমাণ বলিতেছেন—সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব জীবের সংসার বন্ধন, স্থিতি ও মোক্ষের পরম কারণ। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে পার্থ! পরম ভক্ত মহাত্মাগণ আমাকে লাভ করতঃ পুনরায় অনিত্য

হ্যপিভক্তিব্যঙ্গ একরসোঽপি প্রযচ্ছতি চিৎসুখানন্দস্বরূপম্।

শ্রীভা° ১০।৮৭।৩০, 'অনুযুগমন্বহং সগুণগীত পরম্পরয়া শ্রবণভৃতো যতস্ত্বমপবর্গগতির্মনুজৈঃ। অন্যত্র—৩৫, 'দধতি সকৃন্মনস্ত্বয়ি য আত্মনি নিত্যসুখে ন পুনরুপাসতে পুরুষসারহরাবসথান্। সুখভোগঞ্চ, ছা° ৩।১৪।১, 'যথাক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি'। শ্রীভা° ১০।৩৪।১৮, 'ইত্যনুজ্ঞাপ্য দাশার্হং পরিক্রম্যাভিবন্দ্য চ। সুদর্শনো দিবং যাতঃ কৃচ্ছ্রান্নন্দশ্চমোচিতঃ॥ শ্রীনৃগঃ—১০।৬৪।১৮, 'অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ! যান্তং দেবগতিং প্রভো!। যত্র ক্বাপি সতশ্চেতো ভূয়ান্ মে ত্বৎ পদাস্পদম্॥ ব্র° সূ° ৩।৩। ২৫।৫৩, 'ওঁ ন সামান্যাদপ্যুপলব্ধের্মৃত্যুবন্নহি লোকাপত্তিঃ ওঁ। তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বতন্ত্রঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্ জীবেভ্যঃ স্বর্গসুখং স্বচরণান্তিকমপি দদাতীতি মহাবদান্যোঽয়মিতি ভাবঃ। ননু শ্বে° ৬।১১, 'একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ' ইতি প্রমাণেন একস্য শ্রীবিষ্ণোরিহ কথং সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বং কথং বা

দুঃখালয় সংসারে জন্মগ্রহণ করে না, তাহারা পরম সিদ্ধি লাভ করে। শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধে শ্রীশ্রুতিগণ শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে ভগবন্! আপনাকে যাঁহারা অবগত হইয়াছেন তাঁহাদের প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কারণ তাহা যথার্থ হইয়াছে, যেহেতু আপনার রূপ গুণ লীলা নামাদি মানব কর্ত্তৃক শ্রবণমাত্র করিলেই আপনি তাহাকে অপবর্গ মোক্ষ বা সেবা প্রদান করেন। পুনঃ শ্রীশ্রুতিগণ বলিলেন—হে মুক্তিপতে! নিত্য সুখ পূর্ণ যে আপনি পরম প্রিয়তম আপনাতে যে সাধক একবার মাত্র মনোনিবেশ করে সে আর কোন দিন ভক্তিবিনাশকারী দেহ গেহাদিতে আসক্ত না হইয়া পরম মোক্ষ প্রাপ্ত করে। সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেব স্বীয় ভক্তকে স্বচরণ সেবারূপ পরমমোক্ষ প্রদান করেন।

শ্রীগোবিন্দদেব যে জীবগণকে সুখভোগ প্রদান করেন তাহা প্রমাণিত করিতেছেন—ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণনা আছে—জীব ইহলোকে যে প্রকার যজ্ঞাদি কর্ম্ম করে, শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক সেই কর্ম্মের প্রদত্ত ফল পরলোকে প্রাপ্ত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে সুদর্শন অজগর মুক্তি প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদ বলিলেন—হে রাজন্! বিদ্যাধর শ্রেষ্ঠ দিব্যশরীর লাভ করিয়া সুদর্শন শ্রীকৃষ্ণের নিকট আদেশ গ্রহণ করতঃ, তাঁহাকে পরিক্রমা ও প্রণামাদি করিয়া স্বর্গলোকে গমন করিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ব্রজরাজ নন্দকেও কষ্ট হইতে মুক্ত করিলেন। কৃকলাস দেহ হইতে মুক্ত হইয়া রাজা নৃগ শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন—হে করুণাময়! আপনি আমাকে আদেশ করুন আমি দেবগতি প্রাপ্ত হইতেছি, অর্থাৎ আপনি স্বর্গসুখ প্রদানকারী। হে প্রভো! আমি যে কোন স্থানে বা যোনিতে গমন করি না কেন আমার চিত্ত যেন সতত আপনার শ্রীচরণারবিন্দ আশ্রয় করিয়া থাকে।

এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বর্ণন করিয়াছেন—শ্রীভগবান্ গোবিন্দদেবকে ভক্তি-ভাব বিনা সাধারণ দেবাদি ভাবে দর্শনকারির কি ফল হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—সাধারণ ভাবে দর্শন-কারির অদর্শনকারির মত কেবল মৃত্যুমাত্র হয় না, তাহাদের নৃগ সুদর্শনাদির সমান স্বর্গলোক প্রাপ্তি ঘটে।

বহূনাং জীবানাং ভোগমোক্ষ প্রদত্বম্? তত্রাহুঃ—'একোপীতি' স সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব একোঽপি বহু-ভাবেনাংশকলাদিরূপেণ ভক্তানাং বিবিধবাসনা পূরণার্থমাবির্ভবতি। নন্থ তথাত্বে তস্য দেহ দেহিভেদাপত্তি-র্দুর্নিবারঃ? তত্রাহুঃ--অভিন্নোঽপি। ভেদাভাবেঽপি গুণগুণিভাবেন ভেদ প্রতীতিরিতি, বিস্তরস্তগ্রে (৩।২।১।২।৩১) স্ফুটির্ভবিষ্যতি। নন্থ শ্রীগী০ ৮।২১, 'অব্যক্তোঽক্ষরঃ' ইতি বচনাৎ কথং তস্যাভিব্যক্তিরি-ত্যত্ত আহুঃ—অব্যক্তোঽপীতি। শ্রীগো০ তা০ উ০ ৯৯, 'সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতি' তিষ্ঠতীতি ভক্তসমীপে প্রকটো ভবতি। মাঠরে—ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ'। শ্রীভা০ ৩।৯।১১, ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিত পথো নন্থ নাথ! পুংসাম্। যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়॥ ইত্থং শ্রীগোবিন্দদেবস্য হ্লাদিনীসারসম-

---

অতএব শ্রীগোবিন্দদেব স্বতন্ত্র, সর্ব্বশক্তিমান্ ভক্তির দ্বারা আরাধিত হইয়া জীবগণকে স্বর্গসুখ এবং স্বচর-ণারবিন্দ সেবা প্রদান করেন, সুতরাং তিনি মহাবদান্যশিরোমণি ইহাই যথার্থ অর্থ।

শঙ্কা—এই স্থলে আশঙ্কা এই যে—"একমাত্র দেব একাকী গূঢ়রূপে সর্ব্বপ্রাণীর হৃদয়ে বর্ত্তমান আছেন" এই প্রমাণের দ্বারা একমাত্র শ্রীবিষ্ণু সৃষ্ট্যাদি করিয়া থাকেন, অথবা কি প্রকারে বহুজীবগণের ভোগ ও মোক্ষ প্রদাতা হয়েন?

উত্তর—এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এক হইয়াও ইত্যাদির দ্বারা। সেই প্রসিদ্ধ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও বহুভাবে অর্থাৎ স্বাংশকলাদিস্বরূপে ভক্তগণের বিবিধ কামনা পূরণ করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হয়েন।

পুনঃ আশঙ্কা—শ্রীভগবান্ যদি স্বাংশকলাদিরূপে প্রপঞ্চে জন্মগ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার দেহ ও দেহীর যে ভেদ তাহা কেহ নিবারণ করিতে পারিবে না।

উত্তর—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অভিন্ন, শ্রীভগবানে স্বাংশকলাদি কোন প্রকার ভেদ না থাকিলেও, স্বাংশ, কলা, গুণ, গুণী, প্রভৃতি ভেদ প্রতীতি যে হয় তাহা 'বিশেষ' সামর্থ্য হেতু বুঝিতে হইবে, বিশেষ বলেই সাধকগণের শ্রীভগবানে ভেদ প্রতীতি হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। এই 'বিশেষ' বিষয়ে বিচার তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদে পরিস্ফুট করা হইবে।

পুনঃ সন্দেহ হইতেছে—"তিনি অব্যক্ত অর্থাৎ কাহারও নিকট প্রকট হয়েন না এবং অক্ষর" এই শ্রীগীতার বচন প্রমাণ হেতু কি প্রকারে তাঁহার জগতে প্রকট হয়? এই প্রকার সন্দেহের উত্তরে বলিতেছেন—তিনি অব্যক্ত হইয়াও শ্রীভক্তির দ্বারা ভক্তগণের নিকটে সাক্ষাৎ ভাবে প্রকট হয়েন। এই তিনি আনন্দময় একরস হইয়াও ভক্তগণকে চিৎসুখ, আনন্দস্বরূপ পার্ষদদেহ প্রদান করেন।

এই বিষয়ে প্রমাণ—শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ বলেন—সচ্চিদানন্দময় শ্রীগোপালদেব সচ্চি-দানন্দময়ী শ্রীভক্তিযোগে অবস্থান করেন। তিষ্ঠতি'র অর্থ ভক্তগণের নিকটে প্রকট হয়েন। অন্যত্র মাঠর শ্রুতি বলেন—শ্রীগোবিন্দদেবকে একমাত্র শ্রীভক্তিই ভক্তসমীপে আনয়ন করেন, শ্রীভক্তিই তাঁহাকে

জীবাত্মনস্ত্বনেকাবস্থা বহবঃ পরেণ বৈমুখ্যাত্তেষাং বন্ধস্তৎ সাম্মুখ্যাত্তু তৎস্বরূপতদ্‌গুণাবরণরূপ

বেতসম্বিৎসাররূপয়া শ্রীভক্ত্যারাধিতঃ সন্ স্বভক্তানাং সবিধেঽসৌ প্রকটো ভবতীতি। এবং সচ্চিদানন্দরস-বিগ্রহোঽপি স্বভক্তেভ্যশ্চিৎসুখস্বরূপং প্রযচ্ছতি॥ তৈ০ ২।৭।১, 'রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি' এবং সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্রসর্ব্বেশ্বরস্বরূপশক্তিমদনন্তকল্যাণ গুণরত্নাকরাখিলরসামৃত পারাবারাসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহস্বশক্ত্যেকসহায় সৃষ্টিস্থিতি পালনকৃৎ স্বভক্ত স্বপ্রেমসেবা প্রদানকৃৎ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি স্বরূপতটস্থ-লক্ষণাভ্যাং সঙ্ক্ষেপতো নিরূপিতমিতি।

অথ জীবস্য স্বরূপলক্ষণমুক্ত্বা তটস্থলক্ষণং নিরূপয়ন্তি—জীবাত্মন ইতি। অনেকাবস্থা—বাল্য যৌবন বৃদ্ধ জন্ম মৃত্যু বদ্ধ মুক্তাদিরবস্থা। তথাহি শ্বে০ ৫—১২, 'স্থূলানি সূক্ষ্মাণি বহূনি চৈব রূপাণি দেহী স্বগুণৈর্বৃণোতি। ক্রিয়াগুণৈরাত্মগুণৈশ্চ তেষাং সংযোগহেতুরপরোঽপি দৃষ্টঃ॥ কৌষী০ ১।১২, 'স ইহ

ভক্তগণকে দর্শন করান। কারণ শ্রীগোবিন্দদেব কেবল শ্রীভক্তিরই বশীভূত। শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে প্রভো! ভক্তগণের শ্রীভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃদয় সরোজে আপনি নিবাস করেন, আপনার শ্রীভক্তিমার্গ শ্রুত্যাদি শাস্ত্র শ্রীগুরুমুখে শ্রবণের দ্বারা জানা যায়, সুতরাং হে নাথ! আপনার ভক্ত ভক্তিবিভাবিত হৃদয়ে যে যে স্বরূপ চিন্তা করেন আপনি সেই সাধুগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত সেই সেই মূর্ত্তি প্রকট করেন। সুতরাং তিনি ভক্তিবশ, ভক্তিব্যঙ্গ ভক্তির দ্বারা অভিব্যক্ত।

এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবের যে হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎসাররূপা শ্রীভক্তি শক্তি বিদ্যমান তাহার দ্বারা আরাধিত হইয়া নিজ ভক্তগণের নিকট শ্রীগোবিন্দদেব প্রকট হয়েন। অতএব তিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ একরস হওয়া সত্ত্বেও অর্থাৎ তৈত্তিরীয় শ্রুতি যাঁহাকে "তিনি রসস্বরূপ,অখিলরসামৃত সিন্ধু, বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি নিজ সেবকবৃন্দকে পার্ষদ শরীর ও সেবানন্দ প্রদান করেন। "রস-স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিয়া সাধক পরমানন্দ লাভ করেন" তৈত্তিরীয় উপনিষদ এই প্রকার সংবাদ প্রদান করিয়াছেন। এই প্রকারে সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র, সর্ব্বেশ্বর, স্বরূপশক্তিমান্, অনন্তকল্যাণ গুণ মহা-পারাবার, অখিল রসামৃত সিন্ধু, অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যবিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ, স্বশক্তিমাত্র অবলম্বন করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি পালনকর্ত্তা, নিজভক্তগণকে স্বর্গাদি আরম্ভ করিয়া স্বীয় প্রেমসেবা পর্য্যন্ত প্রদানকারি শ্রীগোবিন্দ দেবের স্বরূপ তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণের দ্বারা সঙ্ক্ষেপে নিরূপণ করা হইল।

জীবের স্বরূপলক্ষণ বর্ণন করিয়া অতঃপর তাহার তটস্থ লক্ষণ বর্ণন করিতেছেন—জীবাত্মা ইত্যাদি দ্বারা। জীবাত্মা অনেক অবস্থা অর্থাৎ বাল্য যৌবন, বৃদ্ধাদি ও জন্ম মৃত্যু বদ্ধ মুক্ত্যাদি প্রাপ্ত করে। জীব যে অনেক অবস্থা প্রাপ্ত করে তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন—স্থূল হস্তী শরীরাদি, সূক্ষ্ম পিপীলিকাদি শরীর জীব নিজ কর্ম্মফলাভিলাষের দ্বারা লাভ করে, পুনঃ যাগ যজ্ঞাদি

দ্বিবিধবন্ধবিনিবৃত্তিস্তৎ স্বরূপাদিসাক্ষাৎকৃতিঃ।

কীটো বা পতঙ্গো বা শকুনির্ব্বা শার্দ্দূলো বা সিংহো বা মৎস্যো বা পরশ্বা বা পুরুষোবান্যেবৈতেষু স্থানেষু প্রত্যাজায়তে। শ্রীভা০ ৬।১৬।৬, 'যথা বহূনি পণ্যানি হেমাদীনি ততস্ততঃ। পর্য্যটন্তি নরেষ্বেবং জীবো-যোনিষু কর্ত্তৃষু॥ তস্মাচ্ছাস্ত্রসম্মতৈব জীবানামনেকাবস্থা।

কিঞ্চ বহবো জীবাঃ। ন চ একোজীবস্তেন চৈকমেব শরীরং সজীবমন্যানিস্বপ্নদৃষ্টশরীরাণীব নির্জীবানি, তদজ্ঞানকল্পিতং সর্ব্বং জগৎ, তস্য স্বপ্নদর্শনবৎ যাবদবিদ্যং সর্ব্বে ব্যবহারাঃ। শ্বে০ ৪।৫, 'অজামে-কাম্' ইত্যজ্ঞানস্যৈকত্বাত্তদাবরকজীবস্যাপ্যেকত্বমেব ইতি বাচ্যম্ (সিদ্ধান্তলেশ০ ১।৪৮) জীবভেদস্তাবদা-বশ্যকত্বাদন্যথা একমুক্তৌ সর্ব্বমুক্তিপ্রসঙ্গাৎ, অনেকজীববাদে প্রমাণান্যাহুঃ—বৈ০ দ০ ৩।২।২০, ব্যবস্থাতো নানা' নানা আত্মনঃ, কুতঃ? ব্যবস্থাতঃ। ব্যবস্থা প্রতিনিয়মঃ, যথা কশ্চিদাঢ্যঃ, কশ্চিদ্রঙ্কঃ, কশ্চিৎ সুখী, কশ্চিদ্দুঃখী, কশ্চিদুচ্চাভিজনঃ, কশ্চিন্নীচাভিজনঃ, কশ্চিদ্বিদ্বান্, কশ্চিজ্জাল্ম ইতীয়ং ব্যবস্থাত্মভেদমন্তরেণানুপ-

---

ক্রিয়ার অনুরূপ মনের প্রবৃত্তি বশতঃ অন্যান্য শরীর সংযোগাদি দেখা যায়। কৌষীতকী উপনিষদে বর্ণিত আছে—সেই জীব ইহ জগতে কীটশরীর অথবা পতঙ্গদেহ অথবা পক্ষীশরীর কিম্বা ব্যাঘ্র শরীর অথবা সিংহদেহ, অথবা মৎস্যশরীর অথবা অশ্বশরীর অথবা মানব শরীর অথবা অন্য যে কোনও যোনিতে কিম্বা স্থানে জন্মগ্রহণ করে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—চিত্রকেতু মহারাজের পুত্রকে শ্রীনারদ প্রাণ প্রদান করিলে সেই জীব বলিল—হে রাজন্! যেমন পণ্যবস্তু স্বর্ণাদি ক্রয় বিক্রয়াদির দ্বারা অনেক মানবের নিকট ভ্রমণ করে, সেই প্রকার জীবও মনুষ্যাদি নানা প্রকার শরীর ধারণ করতঃ অনেক প্রকার যোনিতে পরিভ্রমণ করে। সুতরাং জীবগণের যে অনেক প্রকার অবস্থা আছে তাহা শাস্ত্র সিদ্ধান্ত সম্মত বলিয়া জানিতে হইবে।

এই জীব কিন্তু অনেক। শঙ্কা—এই স্থলে এক জীববাদিগণের আপত্তি। ইহ জগতে একটি মাত্র জীব আছে, সেই একটি জীবের দ্বারা একটি মাত্র সজীব, অন্য শরীর সকল স্বপ্নদৃষ্ট শরীরের ন্যায় চেতন রহিত। সেই এক জীবের অজ্ঞান কল্পনাদ্বারা কল্পিত সকল জগৎ, সেই জীবের স্বপ্নদর্শন সদৃশ যত দূর পর্য্যন্ত অবিদ্যা ততদূর সকল ব্যবহার হয়।

একজীববাদ বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্য প্রমাণ—যথা—"অজা-অবিদ্যা এক" সুতরাং অজ্ঞানের একত্বনিবন্ধন হেতু, সেই অজ্ঞানের দ্বারা আবরণকারী জীবও এক হইবে ইহা নিশ্চয়। এই এক-জীববাদ শ্রীঅপ্পয় দীক্ষিত সিদ্ধান্তলেশ সংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়াছেন। একজীববাদিগণের এই আপত্তি যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ জীবের বহুত্ব ও ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। অনেক জীব যদি স্বীকার না করা যায় তাহা হইলে একটি জীবের মুক্তি হইলে সকল জীবের মুক্তি হইয়া যাইবার প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। অনেক জীববাদে প্রমাণ বলিতেছেন—বৈশেষিক দর্শনে মহর্ষি কণাদ—ব্যবস্থা অর্থাৎ কেহ দুঃখী কেহ সুখী

পদ্যমানা সাধয়ত্যাত্মনাং ভেদম্" ইত্যুপস্কারঃ। সাংখ্যকা০ ১৮, জনম মরণ করণানাং প্রতিনিয়মাদযুগপৎ প্রবৃত্তেশ্চ। পুরুষ বহুত্বং সিদ্ধং ত্রৈগুণ্যবিপর্য্যয়াচ্চৈব॥ তত্ত্বসমাসে—৪, "পুরুষঃ" কিময়মেকঃ প্রতিক্ষেত্রং পুরুষো বহবো বা পুরুষা ইতি?

উচ্যতে—সুখ-দুঃখ-মোহ-সংস্কার-জন্ম-মরণ নানাত্বাৎ পুরুষবহুত্বম্, লোকাশ্রমবর্ণভেদাচ্চ, যদ্যেকঃ পুরুষঃ স্যাত্তদা একস্মিন্ বদ্ধে মুক্তে বা সর্ব্ব এব বদ্ধা মুক্তা বা স্যুঃ, একস্মিন্ সুখিনি সর্ব্বেসুখিনঃ স্যুঃ, একস্মিন্‌তে সর্ব্বে ম্রিয়েরন্নিতি তস্মাৎ পুরুষবহুত্বমিতি দীপিকা শ্বে০ ৬।১৩, 'নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। শ্রীগী০ ১২।৭, 'তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি ন চিরাৎ পার্থ! ময্যাবেশিত চেতসাম্॥ অত্র 'তেষামিতি' বহুবচননির্দ্দেশেন সিদ্ধ জীবানামপি

ইত্যাদি ব্যবস্থা হেতু জীবাত্মা নানা অনেক। বৈশেষিক দর্শনের ভাষ্যকার শ্রীশঙ্কর মিশ্র উপস্কার ভাষ্যে এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—জীবাত্মা অনেক, কি প্রকারে? ব্যবস্থা হেতু। ব্যবস্থাপ্রতিনিয়ম, অর্থাৎ কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ সুখী, কেহ দুঃখী, কেহ উচ্চ বংশ জাত, কেহ নীচ বংশ জাত, কেহ বিদ্বান্, কেহ মূর্খ এই প্রকার ব্যবস্থা আত্মার ভেদ স্বীকার না করিলে উপপত্তি হইবে না, সুতরাং এই ব্যবস্থাই আত্মার ভেদ সাধন করিতেছে। সাংখ্যকারিকায় বলিয়াছেন—জন্ম মৃত্যু ও ইন্দ্রিয়গণের প্রতি শরীরে ভিন্ন হেতু এবং এককালে প্রবৃত্তি না হওয়া হেতু গুণত্রয়ের বিপর্য্যয় হেতু বহুপুরুষ সিদ্ধ হইল।

সাংখ্যদর্শনের তত্ত্বসমাসাখ্যসূত্রে "পুরুষ" এই সূত্রের দীপিকা ব্যাখ্যায় এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—সূত্রোক্ত পুরুষ প্রতি শরীর অবস্থান হেতু ভিন্ন? অথবা এক?

উত্তর—সুখ-দুঃখ, মোহ, সংস্কার জন্ম, মরণ, অনেক হেতু পুরুষও অনেক। স্বর্গাদি লোক, ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম, ব্রাহ্মণাদিভেদ হেতু পুরুষেরও ভেদ অবশ্য স্বীকার্য্য। যদি জীব এক হইবে তাহা হইলে এক জীব বদ্ধ হইলে সকল জীব বদ্ধ হইবে, এক জীব মুক্ত হইলে সকল জীব মুক্ত হইবে। একজন মানুষ সুখী হইলে সকল মানুষ সুখী হইবে। এক জন মানুষ মৃত হইলে সকলের মৃত্যু হইবে, সুতরাং অনেক জীব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে জীবাত্মার নানাত্ব অঙ্গীকার করিয়াছেন—যিনি অনেক নিত্যগণের মধ্যে নিত্য, অনেক চেতনগণের মধ্যে চেতন এবং যিনি এক হইয়াও অনেক সেবকের কামনা পূর্ণ করেন

এই স্থলে বহু চেতন, নিত্য ও সেবক বহু, বলায় জীবের বর্ণনা স্পষ্ট বোধ করাইতেছে। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিলেন—হে পার্থ! যাহারা কেবল মাত্র আমাতেই মনোনিবেশ করে তাহাদিগকে মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে সত্বর উদ্ধার করি। এই শ্রীভগবদ্‌বাক্যে "তেষাম্" এই ষষ্ঠী বিভক্তির বহুবচন নির্দ্দেশ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত জীবগণেরও বহু অনেকত্ব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

সুতরাং বদ্ধজীবগণ যে বহু অনেক তাহা আর বলিবার কি আছে। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীশ্রুতিগণও অনেক জীব প্রতিপাদন করিয়াছেন—হে ধ্রুব! অসংখ্য ও নিত্য জীবগণ যদি ব্যাপিক

বহুত্বং প্রতিপাদিতং কিমুত বদ্ধানামিতি। শ্রীভা০ ১০।৮৭।৩০, 'অপরিমিতাধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্ব্বগতাস্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা। অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ সমমনুজানতাং যদমতং মত দুষ্টতয়া॥ এবমনেকাবস্থাপন্নানাং জীবানাং নিত্যত্বং বহুত্বঞ্চ সযুক্তিকং প্রতিপাদিতমিতি।

অথ জীবানাং বদ্ধমোক্ষাবস্থাং প্রতিপাদয়ন্তি—পরেশেতি। তেষাং জীবানাং পরেশবৈমুখ্য-দোষাৎ বন্ধো ভবতি। তথাহি—বৃহ০ ১।৪।২, 'দ্বিতীয়াদ্বৈ ভয়ং ভবতি' শ্রীভা০ ১১।২।৩৭, -ভয়ং দ্বিতীয়া-ভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ। তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ শ্রীগী০ ১৬।১৯-২০—'তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥

হয়, তাহা হইলে জীবগণ 'আপনার শাসনের অধীন', এই নিয়ম থাকে না, অর্থাৎ জীব ব্যাপক না হইলেই নিয়ম্য নিয়ামক ভাব সুসিদ্ধ হয়। এই স্থলে দৃষ্টান্ত এই যে—যেমন অগ্নি হইতে স্ফুলিঙ্গাদি উৎপন্ন হয় এবং ঐ বহ্নি নিজাংশ ও ক্ষুদ্র স্ফুলিঙ্গগণকে নিজ স্বরূপ রূপে অঙ্গীকার করতঃ যেমন তাহাদের নিয়ামক হয়, সেই প্রকার আপনার বিভিন্নাংশ জীবগণকে নিজ স্বরূপ বলিয়া অঙ্গীকার করিয়া জীবগণের নিয়ামক হয়েন। সেই বিভিন্নাশ জীবগণের সহিত আপনার সমতা যাহারা জানে, তাহাদিগের সেইমত দোষদুষ্ট। সুতরাং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বর্ণনা করেন—২।১৯—

কেশাগ্র শতেক ভাগ পুনঃ শতাংশ করি। তার সম সূক্ষ্ম জীবের স্বরূপ বিচারি॥

এই প্রকারে অনেক অবস্থা প্রাপ্ত জীবগণের নিত্যতা, অনেকত্ব, শাস্ত্র যুক্তির সহিত প্রতিপাদিত হইল।

জীবের স্বরূপ নিরূপণ করার পর তাহাদের বদ্ধ ও মোক্ষ অবস্থা প্রতিপাদন করিতেছেন—পরেশ ইত্যাদি দ্বারা। সেই জীবগণ শ্রীভগবদ্ বিমুখতা দোষ বশতঃ অনাদি কাল হইতে সংসারে আবদ্ধ হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদ এই বিষয়ে প্রমাণ উদ্ধৃতি করিতেছেন—শ্রীভগবান্ হইতে দ্বিতীয় বস্তুতে আসক্তি জীবের ভববন্ধের কারণ। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীভাগবত ধর্ম্ম-বক্তা যোগীন্দ্র কবি নিমি মহারাজকে বলিলেন—হে রাজন্। শ্রীভগবদ্ বিমুখ পুরুষের তাঁহার বহিরঙ্গা মায়া দ্বারা ভগবদ্দাসত্ব বিস্মৃতি হয়, এই বিস্মৃতি জন্য জীবের 'আমি দেবতা, আমি মনুষ্য', এই বিপর্য্যয় ঘটে। জীবের দেহাদি অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ বশতঃ জন্ম মৃত্যু আদি ভয় উপস্থিত হয়। অতএব সংসার বদ্ধ হইতে মুক্ত হইবার জন্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করতঃ ভক্তিযোগের দ্বারা মায়াধীশ শ্রীগোবিন্দ দেবকে অনন্য ভাবে আরাধনা করিবে।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ ভগবদ্ বিমুখগণের গতি বর্ণনা করিতেছেন—হে পার্থ! যাহারা আমাকে বিদ্বেষ বশতঃ ঘৃণা করিয়া থাকে সেই মানবগণকে এই সংসারে আসুরী যোনি—ব্যাঘ্র, সর্পাদি যোনিতে নিক্ষেপ করি। সেই মূঢ় ব্যক্তিরা জন্মে জন্মে আসুরী যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া অন্ত্যে অধমাগতি – কৃমি

অথ পরেশসান্মুখ্যাত্তেষাং জীবানাং স্বরূপাবরণাৎ তদ্‌গুণাবরণাচ্চ মুক্তির্ভবতি। তথাহি শ্বে০ ৪।১৭— 'জ্ঞাত্বাদেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ' অন্যচ্চ ৬।১২—'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্। মু০ ৩।২।৩—'যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ' কঠ০ ২।২।১৩—'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্। শ্রীগী০ ৭।১৪—'দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ শ্রীভা০ ৩।২৪।৪৫, ৪৭—'বাসুদেবে ভগবতি সর্ব্বজ্ঞে প্রত্যগাত্মনি। পরেণ ভক্তি ভাবেন লব্ধাত্মা মুক্ত বন্ধনঃ॥ ইচ্ছাদ্বেষ বিহীনেন সর্ব্বত্র সমচেতসা। ভগবদ্ভক্তি যুক্তেন প্রাপ্তা ভাগবতী গতিঃ। পুনঃ ৩।৩৩।৪০—'আত্মানং ব্রহ্ম নির্ব্বাণং ভগবন্তমবাপ হ। তঞ্চ নির্ব্বাণং সংসার দুঃখনিবৃত্তি পূর্ব্বকং যথাস্যাত্তথাবাপেত্যর্থঃ। তদাভাসস্যাপি তদানবস্থিতেরিতি শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ।

কীটাদি দেহ লাভ করে, তাহারা আমাকে লাভ করিতে পারে না। অতএব শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা করিয়াছেন—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ। অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ॥
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়। দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥

জীবের বন্ধন বর্ণন করিয়া তাহা হইতে মুক্তি বর্ণনা করিতেছেন—জীবগণের শ্রীভগবৎ বিমুখতা দোষ হেতু যে স্বরূপাবরণ ও গুণাবরণ হয়, তাহারা তাঁহার সান্মুখ্য বশতঃ মুক্তি লাভ করে। শ্রীভগবদারাধনা দ্বারা জীবের যে মুক্তি হয় তাহা প্রমাণিত করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণনা আছে—

ভক্তসুখদায়ক লীলাবিনোদি শ্রীভগবানকে জানিয়া জীব সকল বন্ধ হইতে মুক্ত হয়। আরও বিশেষভাবে বলিয়াছেন—সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীভগবানকে যে ধীর সাধকগণ ভক্তিভাবে অবলোকন করেন তাঁহারা শাশ্বত সুখ লাভ করেন, অন্যের সুখ লাভ হয় না। মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—সেই আত্মাস্বরূপ শ্রীভগবানকে ভক্তিযোগের দ্বারা লাভ করিতে যে ইচ্ছা করে, তিনি তাহার দ্বারা লভ্য হয়েন। কঠোপনিষদেও বর্ণিত আছে—সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীভগবানকে যে সাধক ভক্তিবিলোচনে অবলোকন করে তাহারই শাশ্বতী শান্তি লাভ হয়, অন্যের শান্তি লাভ হয় না। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী বৈষ্ণবী মায়া আমার বহিরঙ্গা শক্তি অতীব দুস্তরা, অতএব এই দুরুত্তীর্ণা মায়া হইতে উত্তীর্ণ তাঁহারাই হয় যাহারা আমাকে অর্থাৎ বেণুবাদনরত, বৃন্দাবন ক্রীড়াসক্ত মানস গোপালকে অব্যভিচারিণী ভক্তিযোগের দ্বারা আরাধনা করে, তাহারাই এই মায়ার বন্ধন হইতে মুক্ত হয়। শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীভগবৎসান্মুখ্যদ্বারা মায়াবন্ধন হইতে যে মুক্ত হয় তাহ্যর প্রমাণ শ্রীকর্দম চরিত্রে বর্ণন করিতেছেন—স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্বজ্ঞ শ্রীবাসুদেবে অনন্য ভক্তিযোগের দ্বারা চিত্ত স্থির করিলে মহর্ষি কর্দমের সকল বন্ধন মুক্ত হইয়া গেল। বন্ধন মুক্ত হওয়ায় ইচ্ছা ও দ্বেষরহিত হইয়া, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যুক্ত হইয়া, শ্রীভগবদ্ ভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রেমসেবা লাভ করিলেন। পুনঃ দেবহুতি মাতার শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি অবসরে শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে রাজন্! শ্রীদেবহুতি মাতা ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বর্ণিত ভক্তিমার্গ অবলম্বন করিয়া অতি

প্রকৃতিঃ সত্ত্বাদি গুণ সাম্যাবস্থা তমো মায়াদি শব্দবাচ্যা, তদীক্ষণাবাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র জগজ্জননী।

তস্মাদ্ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ স্বসেবকানাং জীবানাং স্বরূপগুণাবরণরূপং বন্ধদ্বয়ং বিনাশ্য স্বসাক্ষাৎকারং তান্ প্রতি দদাতীতি।

এবং জীবেশ্বরৌ নিরূপ্য প্রকৃতিং নিরূপয়ন্তি—প্রকৃতিরিতি। সত্ত্বরজস্তমাদিগুণ ত্রয়াণাং সাম্যাবস্থা। তথাহি শব্দ০ দ্রুম০ ৭০৩ পৃ০— সত্ত্বং রজস্তমশ্চৈবগুণত্রয়মুদাহৃতম্। সাম্যাবস্থিতিরেতেষাং প্রকৃতিঃ পরিকীর্ত্তিতা। তদীক্ষণাদিতি—সা চ শ্রীভগবদীক্ষণ দ্বারেণ প্রাপ্তসামর্থ্যা বিচিত্র জগৎ সৃজতি। তথাহি শ্রীভা০ ৩।৫।২৫—সা বা এতস্য সন্দ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা। মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥ শ্রীব্রহ্ম সং ৫।৪১— 'মায়া হি যস্য জগদণ্ড শতানি সূতে ত্রৈগুণ্য তদ্বিষয় বেদবিতায়মানা। সত্ত্বাবলম্বি পরসত্ত্ব বিশুদ্ধসত্ত্বং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ইদমত্র তত্ত্বম্—মম পরমেশ্বরস্য মায়াং জীবমায়া গুণমায়া ইতিদ্ব্যাত্মিকাং মায়াখ্যশক্তিং বিদ্যাৎ, তত্র জীবমায়া তথা ক্বচিদত্যন্তোদ্ভটাত্মা স্ব চাকচিক্যচ্ছটা পতিত নেত্রাণাং নেত্র প্রকাশমাবৃণোতি, তমাবৃত্য চ তেনাত্যন্তোদ্ভট তেজঃ তেনৈব দ্রষ্টৃনেত্রং ব্যাকুলয়ন্

অল্পকালে শ্রীভগবানের চরণ প্রাপ্ত করিলেন। শ্রীমদাচার্য্যদেব নির্ব্বাণ শব্দের ব্যাখ্যা করিয়াছেন—নির্ব্বাণ অর্থাৎ সংসার দুঃখ নিবৃত্তি পূর্ব্বক শ্রীভগবান্ লাভ করিলেন, সেই সময় মাতা দেবহুতির সংসারের আভাস মাত্রও ছিল না।

সুতরাং ভক্তিযোগের দ্বারা আরাধিত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেব স্বসেবক জীবগণের স্বরূপাবরণ ও গুণাবরণ রূপ মায়ার বন্ধন দ্বয় বিনাশ করিয়া নিজ সাক্ষাৎকার রূপ সেবানন্দ প্রদান করেন, নিজ সেবকগণের প্রতি ইহাই অর্থ।

এই প্রকার জীব এবং ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া ইদানীং প্রকৃতি নিরূপণ করিতেছেন—প্রকৃতি ইত্যাদি দ্বারা। সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণের সাম্যাবস্থার নাম প্রকৃতি। শব্দ কল্পদ্রুমে মৎস্য পুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃতি করিয়া বলিয়াছেন—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ এই তিনটিকে গুণ বলে, এই গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থাকে প্রকৃতি বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সেই প্রকৃতি শ্রীভগবানের ঈক্ষণ দ্বারা সামর্থ্য লাভ করে এবং বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে। প্রকৃতি যে শ্রীভগবানের শক্তি প্রাপ্ত করিয়া বিচিত্র জগৎ সৃষ্টি করে তাহার প্রমাণ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন—হে বিদুর! দ্রষ্টাপুরুষ শ্রীভগবানের এই সদসদাত্মিকা শক্তি, যাহার নাম মায়া বা প্রকৃতি, হে মহাভাগ! সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর যে শক্তির দ্বারা এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় ব্রহ্মা বলিয়াছেন—যাঁহার বহিরঙ্গা মায়া শত শত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করে, যাঁহার ত্রৈগুণ্য বিষয়ক বেদে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, কিন্তু সেই মায়ার সহিত শ্রীগোবিন্দের কোন সংস্পর্শ নাই, সুতরাং যিনি বিশুদ্ধ সত্ত্বস্বরূপ সেই শ্রীগোবিন্দদেব আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।

স্বোপকণ্ঠে বর্ণ শাবল্যমুদ্‌গিরতি, কদাচিত্তদেব পৃথগ্‌ভাবেন নানাকারতয়া পরিণময়তি তথেয়ং জীবমায়াপি জীবজ্ঞানমাবৃণোতি। সত্ত্বাদিগুণ সাম্যরূপাং গুণমায়াখ্যাং জড়াং প্রকৃতি মুদগিরতি, কদাচিৎ পৃথগ্‌ভূতান্ সত্ত্বাদিগুণান্ নানা প্রকারতয়া পরিণাময়তি চেতি জ্ঞেয়ম্। তদেবং নিমিত্তাংশোজীবমায়া, উপাদানাংশো গুণমায়া' ইতি শ্রীভগবৎসন্দর্ভে শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ, ১৮ অনু০। এবমাস্তিক্য দর্শনে—৩।২০, ২১ সূ০—'পরিচ্ছিন্না শক্তির্মায়া' তয়া ব্রহ্মাণ্ড তদ্‌গতমিতি। শ্বে০ ৪।১০—'মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। তস্যাবয়বভূতৈস্তুব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ তস্মান্মায়া পরপর্য্যায়ঃ প্রকৃতিস্তু শ্রীগোবিন্দদেবস্য বহিরঙ্গা শক্তিভূতা, সাবরণাত্মিকাখ্যয়াশক্ত্যা জীবস্বরূপমাবৃণোতি। বিক্ষেপাত্মিকাখ্যয়াশক্ত্যা দেহাদাবাত্মবুদ্ধিং জনয়তীতি।

এই মায়া বিষয়ে সার কথা এই যে—শ্রীভগবান্ বলিলেন—আমি যে পরমেশ্বর আমার মায়া অর্থাৎ জীবমায়া ও গুণমায়া নামে দুই প্রকার মায়াশক্তি জানিবে, তাহার মধ্যে যে জীবমায়া তাহা নিরূপণ করিতেছেন—যেমন কোন অত্যন্ত উদ্ভট জ্যোতিঃ যাহার নেত্রে পতিত হয় তাহার নয়নের প্রকাশ প্রাবরণ করে, তাহা আবৃত করিয়া নিজ অতীব উদ্ভাস্বর তেজের দ্বারা দর্শকগণের নয়নকে ব্যাকুল করিয়া নিজের নিকটে নানা প্রকার বর্ণের মিশ্রণ উদ্ভাবন করে। কখনও আবার পৃথক্ ভাবে নিজেই অনেক প্রকারে পরিণত হয়। সেই প্রকার এই জীবমায়া জীবের জ্ঞান আবরণ করিয়া দেহে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া দেয়। সত্ত্বাদিত্রিগুণ সাম্যরূপা গুণমায়া জড় প্রকৃতিকে সৃষ্টি করে, কখনও বা ত্রিবিধ অহঙ্কারাদি সৃষ্টি করিয়া ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত করে, ইহা জানিতে হইবে। সুতরাং জগৎ কার্য্যের নিমিত্ত জীবমায়া এবং উপাদান গুণমায়া। ইহা শ্রীভগবৎ সন্দর্ভে শ্রীমদাচার্য্যদেব বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—

মায়ার যে দুই বৃত্তি মায়া আর প্রধান। মায়া নিমিত্তহেতু বিশ্বের প্রকৃতি উপাদান॥

আস্তিক্য দর্শনকার শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভরানন্দদেব গোস্বামিপ্রভুপাদ বর্ণনা করিয়াছেন—শ্রীভগবানের যে শক্তি দেশ, কাল ও বস্তুলক্ষণ দ্বারা পরিচ্ছিন্না সেই শক্তিকে মায়া বলা যায়।

শ্রীপরমেশ্বরের বিশুদ্ধ চিত্তকেই শক্তি বলা হয়। ঐ চিত্তরূপ শক্তি ভক্তবাৎসল্য ও সংসার দুঃখগ্রস্ত জীবানুকম্পানুরোধে দ্বিবিধ প্রকারে উদিতা হয়, সংসার দুঃখগ্রস্ত জীবগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের উদ্দেশে যে শক্তি ব্যক্ত হয় তাহা পঞ্চবিংশতি প্রকার ভেদ ধারণ করে। সেই মায়াশক্তির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ও সেই ব্রহ্মাণ্ড সকলের মধ্যে যে সকল বস্তু আছে, তাহা যথাদেশে,যথাকালে, যথা বস্তুলক্ষণে রচিত হইয়া থাকে। মায়া সম্বন্ধে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবানের বহিরঙ্গামায়াশক্তিকে প্রকৃতি বলিয়া জনিবে এবং শ্রীভগবানকে মায়ার নিয়ামক জানিবে। সেই পরমেশ্বরের অংশভূত জীবগণের দ্বারা সমগ্র জগৎ পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব মায়া যাহার অপর নাম প্রকৃতি, সে শ্রীগোবিন্দদেবের বহিরঙ্গা শক্তিভূতা। সেই মায়া আবরণাত্মিকা নাম্নী শক্তির দ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণদাসত্ব স্বরূপ আবরণ

কালস্তু ভূতভবিষ্যদ্বর্ত্তমানযুগপচ্চিরক্ষিপ্রাদি ব্যবহার হেতুঃ ক্ষণাদিপরার্দ্ধান্তশ্চক্রবৎ

এবং প্রকৃতিং নিরূপ্যকালং নিরূপয়ন্তি —কালস্ত্বীতি। তত্র সর্গনিমিত্ত হেতুত্বকাস্য, শ্বে০ ৬।২— 'যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ। তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততে হ পৃথ্যাপ্যাতেজোঽনিখিলানি চিন্ত্যম্॥ শ্রীভা০ ৩।৮।১৪—'স পদ্মকোশঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্ম প্রতিবোধনেন। স্বরোচিষা তৎ সলিলং বিশালং বিদ্যোতয়ন্নর্ক ইবাত্মযোনিঃ॥ কর্ম্মাণি জীবাদৃষ্টানি প্রতিবোধয়তি যঃ কালস্তেন" ইতি শ্রীস্বামিপাদাঃ। শ্রীদশমে—৩।২৬—যোঽয়ং কালস্তস্য তেঽব্যক্তবন্ধো চেষ্টামাহুশ্চেষ্টতে যেন বিশ্বম্। নিমেষাদির্বৎসরান্তোমহীয়াং স্তং ত্বেশানং ক্ষেমধাম প্রপদ্যে॥ ভাষা পরিচ্ছেদে—৪৫— জন্যানাং জনকঃ কালো জগতামাশ্রয়ো মতঃ। এবং প্রলয় নিমিত্তহেতুত্বং শ্রীগী০ ১১।৩২—কালেঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ। শ্রীভা০ ১১।৩।৭—"ধাতুপপ্লব আপন্নে ব্যক্তং দ্রব্যগুণাত্মকম্।

করে। এবং বিক্ষেপাত্মিকা নাম্নী শক্তির দ্বারা জীবের দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপাদন করে।

এই প্রকার প্রকৃতি নিরূপণ করিয়া কাল নিরূপণ করিতেছেন—'কাল' ইত্যাদির দ্বারা। মানবগণের ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, যুগপৎ, চির, ক্ষিপ্র প্রভৃতি ব্যবহারের যে হেতু তাহাকে কাল বলে। সেই কাল ক্ষণ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার পরমায়ুর শেষ সময় পরার্দ্ধ পর্য্যন্ত চক্রবৎ পরিভ্রমণশীল এবং প্রলয় ও সৃষ্টির নিমিত্ত হেতু ভূত জড়দ্রব্য বিশেষ। এই কাল যে সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ তাহা শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—যে পরমেশ্বর অখিল ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া বর্ত্তমান আছেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ, কালেরও কাল, অনন্ত কল্যাণগুণ পারাবার, সৃষ্ট্যাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ, তিনি কালের নিয়ামক হইয়া কাল দ্বারা কর্ম্ম প্রবর্ত্তন করেন, যে কর্ম্ম পৃথিব্যাদি সৃষ্টি করে, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কালিক সম্বন্ধে কর্ম্মাদি প্রবর্ত্তন করিয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে কালের প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন—কর্ম্মশক্তিকে প্রবোধিত কর্ত্তা কালের দ্বারা শ্রীভগবানের নাভিকমল হইতে সহসা সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল পদ্মকোশরূপে উদিত হইল এবং সূর্য্যের সদৃশ নিজ তেজে সম্পূর্ণ জলরাশিকে দেদীপ্যমান করিল। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী কর্ম্মশব্দের অর্থ করিয়াছেন—কর্ম্ম অর্থাৎ জীবের অদৃষ্ট, তাহাকে প্রতিবোধিত করে যে কাল তাহার দ্বারা। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে দশমস্কন্ধে জননী দেবকীদেবী শ্রীভগবানকে বলিলেন—হে প্রকৃতি প্রবর্ত্তক! নিমেষ হইতে আরম্ভ করিয়া বৎসরান্ত যে মহান্ কাল আপনার চেষ্টা বা লীলা এবং যে কালের দ্বারা এই বিশ্ব চেষ্টাশীল হয় সুতরাং হে সর্ব্বশক্তিমান্! আমি আপনার শরণাগতা হইলাম। সুতরাং শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চানন মহাশয়ও কারিকাবলীতে বলিয়াছেন—ঘটাদি যত প্রকার জন্য পদার্থ আছে কাল সেই সকল পদার্থের জনক, অর্থাৎ নিমিত্ত কারণ। এবং এই কালই জগতের আশ্রয়। শ্রীভগবানের চেষ্টারূপ কাল যে এই ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়ের নিমিত্ত কারণ তাহা বর্ণনা করিতেছেন—শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীপার্থসারথি বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমি দুর্য্যোধনাদি সকলকে সংহার করিবার জন্য

পরিবর্ত্তমানঃ প্রলয়সর্গ নিমিত্ত ভূতোজড়দ্রব্য বিশেষঃ।
কর্ম্ম চ জড়মদৃষ্টাদিশব্দ ব্যপদেশ্যমনাদি বিনাশি চ ভবতি।
ঈশ্বরাদয়শ্চত্বরোঽর্থা নিত্যাঃ। "স বিশ্বকৃদ্ বিশ্ববিদাত্মযোনিজ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ।

অনাদিনিধনঃ কালো হ্যব্যক্তায়াপকর্ষতি॥ সর্গহেতুং—শ্রীভাঃ ৩।৮।১৪—স পদ্মকোশঃ সহসোদতিষ্ঠৎ কালেন কর্ম্মপ্রতিবোধনেন" তস্মাৎ সৃষ্টিপ্রলয়নিমিত্তভূতো জড়দ্রব্যবিশেষঃ কাল ইতি।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং কর্ম্মনিরূপয়ন্তি—কর্ম্মচেতি। বিনাশীতি, মুণ্ড০ ২।২।৯—'ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি' ছা০ ৮।১।৬—তদ্ যথেহকর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" তস্মাদদৃষ্টাদি শব্দবাচ্যো জড়ো বিনাশি চ ভবতীতি।

অথ পঞ্চপদার্থেষু নিত্যানিত্যৌ নিরূপয়ন্তি—ঈশ্বরেতি। তত্র ঈশ্বরজীবপ্রকৃতিকালাশ্চত্বার পদার্থা নিত্যাঃ, অবিনাশ্যত্বাৎ, কর্ম্মতু বিনাশিত্বাদনিত্যমেব। তত্রাদাবীশ্বরনিত্যপক্ষে শ্রুতিমাহুঃ—সবিশ্বকৃদিতি। বিশ্বং ব্রহ্মাণ্ডং করোতীতি বিশ্বকৃৎ, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরচয়িতা, ব্রহ্মাণ্ডস্থসর্ব্বান্ পদার্থান্ জানাতীতি

প্রবৃদ্ধমাম্ অতি ভয়ানক কালস্বরূপ, বর্ত্তমানে আমি কালরূপে সকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে যোগীন্দ্র শ্রীঅন্তরীক্ষ বলিয়াছেন—হে রাজন্! যখন প্রলয়কাল উপস্থিত হয় তখন অনাদি ও বিনাশী কাল স্থূল সূক্ষ্ম এবং ব্যক্তগুণাদি অব্যক্ত অর্থাৎ স্ব-স্ব কারণের অভিমুখে আকর্ষণ করে। পুনঃ কর্ম্ম প্রতিবোধক কালের দ্বারা সহসা সেই পদ্মকোশ উত্থিত হইল। অতএব জগতের সৃষ্টি ও প্রলয়ের নিমিত্ত কারণ ভূত কাল।

অনন্তর তত্ত্বপঞ্চকের মধ্যে ক্রমপ্রাপ্ত পঞ্চম পদার্থ কর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন—কর্ম্ম ইত্যাদির দ্বারা। কর্ম্ম যে বিনাশশীল তাহা মুণ্ডকের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—যে সাধক পরমেশ্বরকে দর্শন করে তাহার কর্ম্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—

যে প্রকার সৎকর্ম্মাদির দ্বারা উপার্জিত পৃথিব্যাদি লোক স্থান কর্ম্মক্ষয়ে সমাপ্ত হয়, সেই প্রকার পরলোকে পুণ্যের দ্বারা উপার্জিত স্বর্গাদি স্থান পুণ্যকর্ম্ম ক্ষয়ে সমাপ্ত হয়। অতএব অদৃষ্ট ভাগ্য প্রভৃতি শব্দবাচ্য জড়বস্তু অনাদি বিনাশশীল পদার্থ-ই 'কর্ম্ম' বলিয়া অভিহিত হয়।

অনন্তর শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ উক্ত পদার্থপঞ্চকের মধ্যে নিত্য ও অনিত্য দ্রব্য নিরূপণ করিতেছেন। তাহার মধ্যে ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল এই চারিটি পদার্থ নিত্য, যেহেতু এই পদার্থ চারিটি অবিনাশী। কিন্তু কর্ম্ম বিনাশশীল পদার্থ হওয়ায় সুতরাং অনিত্যই।

তন্মধ্যে প্রথম ঈশ্বর পক্ষে শ্রুতি প্রমাণ বলিতেছেন— 'স বিশ্বকৃৎ' ইত্যাদি দ্বারা। বিশ্বকৃৎ—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড করেন, অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ কর্ত্তা। বিশ্ববিৎ—ব্রহ্মাণ্ড স্থিত সকল পদার্থ যিনি জানেন'।

প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগু ণেশঃ সংসারমোক্ষ স্থিতিবন্ধ হেতুঃ॥ ইতি শ্বেতাশ্বতর বচনাৎ.

বিশ্ববিৎ, যদ্বা জীব প্রকৃতি কাল কর্ম্মাদীন্ জানাতীতি। বিশ্বকৃতাং রুদ্রদ্রুহিণাদীনামাত্মানাং জীবানাঞ্চ যোনিরুৎপত্তি স্থানমিতি আত্মযোনিঃ। সশক্তিকাত্তস্মাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাত্তেষামুৎপত্তেরিতি। জ্ঞঃ—ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমানং ত্রিকালং জানাতীতি, সর্ব্ববিৎ, 'যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিদিতি শ্রুতেঃ। কালকালঃ—কালোঽন্তকাদীনামপি কালঃ তথাহি কঠ০ ২।৩।৩—ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াত্তপতি সূর্য্যঃ। ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ। গুণী-গুণমস্মিন্নস্তীত্যনন্ত কল্যাণ গুণরত্নাকরঃ, সর্ব্ববিৎ—নিখিল কলাকুশলঃ তত্ত্ব চতুঃষষ্টী প্রকারা মুখ্যাঃ। প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিরিতি—প্রকৃতিজীবয়োরধীশ্বরঃ। গুণেশঃ—সত্ত্বরজস্তমো গুণত্রয়াণাং নিয়ামকঃ। তথা জীবানাং সংসার-জন্মমৃত্যুরূপসংসারে বন্ধনস্য মোক্ষস্য চ হেতুঃ পরম কারণম্, জীবানাং শ্রীভগবত্সুমুখত্বে সতি সংসারান্মুক্তির্ভবতি, বিমুখত্বে তু ভয়ং বন্ধনঞ্চ ভবতীতি, অনেন শ্রীগোবিন্দ দেবস্য সর্ব্বকর্তৃত্বং সর্ব্বজ্ঞত্বং সর্ব্বোৎপাদকত্বং নিখিলকলাকুশলত্বং জীবানাং সংসারবন্ধ-স্থিতি-মোক্ষকারকত্বঞ্চ ব্যঞ্জিতম্।

এবমীশ্বরং নিরূপ্য জীবং প্রমাণয়ন্তি—নিত্যেতি। অনেকানাং নিত্যানাং জীবানাং মধ্যে যঃ পরমোনিত্যঃ, তথানেকানাং চেতনানাং জীবানাং মধ্যে যঃ পরমশ্চেতনঃ, অত্র জীবানাং চেতন কথনান্নিত্যত্বং

অথবা জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম প্রভৃতি সকল বস্তু যিনি জানেন তিনি বিশ্ববিৎ। আত্মযোনি, অর্থাৎ বিশ্বকর্ত্তা—ব্রহ্মা রুদ্রাদি আত্মার এবং জীবগণের যোনি বা উৎপত্তি স্থান, অর্থাৎ অনন্ত শক্তিযুক্ত শ্রীগোবিন্দদেব হইতে তাহাদের উৎপত্তি হয়, ইহা পরে বিস্তারভাবে বর্ণিত হইবে। জ্ঞ—অর্থাৎ সর্ব্ববিৎ, "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইহা শ্রুত্যন্তরে বর্ণিত আছে। এবং তিনি ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রিকাল জাত পদার্থও জানেন সুতরাং তিনি জ্ঞ। কালকাল—কালেরও কাল। এই বিষয়ে কাঠক শ্রুতি বলেন —সেই পরাৎপর পরমেশ্বরের ভয়ে অগ্নি উত্তাপ প্রদান করে, তাঁহার ভয়ে সূর্য্য প্রকাশ প্রদান করে এবং তাঁহার ভয়ে ইন্দ্র ও বায়ু নিজ নিজ কার্য্য সম্পন্ন করেন, তথা পঞ্চম যে মৃত্যু সেও জগতে তাঁহার ভয়ে ধাবিত হয়, অতএব তিনি কালেরও কাল। গুণী—শ্রীগোবিন্দদেব ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত কল্যাণগুণ রত্নাকর। গুণ সমূহ যাঁহাতে স্বতঃ বিদ্যমান তিনি গুণী। যিনি সর্ব্ববিৎ—অর্থাৎ নিখিল কলা কুশল, সেই কলা চতুষষ্টী প্রকার মুখ্য বলিয়া জানিবে। এবং তিনি প্রকৃতি ও জীবগণের অধীশ্বর। তথা সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়ের নিয়ামক। এবং তিনি জীবগণের সংসার অর্থাৎ—জন্ম মৃত্যুরূপ সংসারে বন্ধনের ও মোক্ষের হেতু বা পরম কারণ স্বরূপ। জীবগণের শ্রীভগবৎ সান্মুখ্য লাভ হইলে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হয় এবং জীবগণ শ্রীভগবদ্ বিমুখ হইলে ভয় ও বন্ধন হয়। এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বোৎপাদকত্ব, নিখিল কলাকুশলত্ব, জীবের সংসার বন্ধ, স্থিতি মোক্ষকারকত্ব আদি গুণাবলী ব্যঞ্জিত হইল।

(৬।১৬ "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্" শ্বে০৬।১৩। "গৌরনাদ্যন্তবতী" (মন্ত্রিক০৫।০) "স দেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ" ইতি শ্রুতেঃ (ছা০৬।২।১) জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাশ্চ। চতুর্ণামেষাং ব্রহ্ম-শক্তিকত্বাদেকং শক্তিমদ্ব্রহ্মেত্যদ্বৈত বাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি ইমেঽর্থাশ্চতুর্লক্ষণ্যামস্যাং যথাস্থলং প্রকাশ্যন্তে। লক্ষণান্যধ্যায়াঃ।

বহুবচনাদ্ বহুত্বঞ্চাভিধীয়তে। অথ প্রকৃতিং নিরূপয়ন্তি—গৌরিতি। গৌঃ—প্রকৃতিরনাদি অন্তবতী চ, শ্রীগোবিন্দদেবস্যানন্যশরণং গতে সতি সা তিরোভবতীতি ভাবঃ। তথা কালং প্রমাণয়ন্তি—সদেবেতি। আসীদিত্যনেন ভূতকালত্ব নির্দ্দেশাৎ কালস্যাপি নিত্যত্বং বোধয়তি। কর্ম্মনো নাশ্যত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ সুতরামনুক্তিরেব। জীব প্রকৃতি কালকর্ম্মাদীনি চত্বারি দ্রব্যাণি শ্রীভগবদ্বশ্যানি ভবন্তীতি নিরূপয়ন্তি—জীবাদয়শ্চেতি। শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকারণরূপত্বাচ্চতুর্ণাং জীব প্রকৃতিকালকর্ম্মণাং ব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শক্তিরূপত্বাৎ শক্তিমদেকমেব ব্রহ্ম ইতি 'একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম' সুসঙ্গতমেব। ইমে—ইমেঽর্থা অস্যাং চতুর্লক্ষণ্যাং ব্রহ্মমীমাংসায়াং যথাস্থলং প্রকাশ্যন্তে। লক্ষণান্যধ্যায়াঃ, অধ্যায়শব্দেনাত্র বেদাদি শাস্ত্রাণামবান্তরবিভাগোঽভিধীয়তে।

এইরূপে ঈশ্বর নিরূপণ করিয়া শ্রুতিবাক্যদ্বারা জীব প্রমাণিত করিতেছেন—নিত্য ইত্যাদি দ্বারা। যিনি অনেক নিত্য জীবগণের মধ্যে পরম নিত্য এবং অনেক চেতন জীবগণের মধ্যে যিনি পরম চেতন। এই স্থলে জীবগণের চেতন ধর্ম্ম বলায় তাহারা নিত্য, "জীবানাম্" এই বহুবচন প্রয়োগ হেতু জীব যে অনেক তাহাও অভিহিত হইল।

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত প্রকৃতি নিরূপিত হইতেছে—গৌ ইত্যাদি মন্ত্রিক শ্রুতি বাক্য দ্বারা। গৌ—প্রকৃতি অনাদি ও অন্তবতী হয়। জীব শ্রীগোবিন্দদেবের অনন্য শরণ গ্রহণ করিলে সেই মায়া তিরোহিত হয়, ইহাই শ্রুতির ভাবার্থ।

শ্রুতি বাক্যের দ্বারা কাল প্রমাণিত করিতেছেন—সদেব ইত্যাদি ছান্দোগ্যে। হে সৌম্য! এই প্রপঞ্চ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র সৎ বস্তু ছিল। "আসীৎ" ছিল, এই ভূতকাল নির্দ্দেশ করা হেতু কালেরও নিত্যতা বোধ করাইতেছে। কর্ম্ম বিনাশশীল ও জড় পদার্থ হেতু তাহার কোন প্রমাণ উদ্ধৃতি করেন নাই।

উক্ত পদার্থপঞ্চকের মধ্যে জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই চারিটি দ্রব্য শ্রীগোবিন্দদেবের বশীভূত বস্তু। যেহেতু তিনি সর্ব্বেশ্বর এবং সকলের পরম কারণস্বরূপ। এই চারিটি পদার্থ জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের শক্তি হওয়া হেতু শক্তিমান্ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব, ইহাও অর্থাৎ "একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম" এই অদ্বৈত বাক্যও সুসঙ্গত হইল। অতঃ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—২।২০

অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
সর্ব্ব আদি, সর্ব্ব অংশী, কিশোর শেখর। চিদানন্দ দেহ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর ॥

তদর্থাত্মকে শ্রীভাগবতে বিব্রিয়তে—

তদর্থাত্মকেতি—ব্রহ্মসূত্রার্থাত্মকে শ্রীমদ্ভাগবতে। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণস্য বেদান্তসূত্রার্থ স্বরূপত্বমিতি শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিপাদিতং শ্রীমদাচার্য্যদেবপাদৈঃ—তত্র পুরুষস্য ভ্রমাদিদোষ চতুষ্টয় দুষ্টত্বাৎ সুতরামলৌকিকাচিন্ত্য স্বভাব বস্তুস্পর্শাযোগ্যত্বাচ্চ তৎ প্রত্যক্ষাদীন্যপি সদোষাণি, ততস্তানি ন প্রমাণানীত্যনাদিসিদ্ধ সর্ব্বপুরুষ পরম্পরাসু সর্ব্বলৌকিকালৌকিক জ্ঞাননিদানত্বাদপ্রাকৃতবচনলক্ষণো বেদ এবাস্মাকং সর্ব্বাতীত সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বাচিন্ত্যাশ্চর্য্যস্বভাবং বস্তু বিবিদিষতাং প্রমাণং, তত্র চ বেদ শব্দস্য সম্প্রতি দুষ্পারত্বাৎ দুরধিগমার্থত্বাচ্চ তদর্থনির্ণায়কানাং মুনীনামপি পরস্পরবিরোধাৎ বেদরূপো বেদার্থনির্ণায়কশ্চ ইতিহাস পুরাণাত্মকঃ শব্দ এব বিচারণীয়ঃ।

বেদ শব্দেনাত্র পুরাণাদিদ্বয়মপি গৃহ্যতে, তদেবমিতিহাসপুরাণবিচার এব শ্রেয়ানিতি সিদ্ধম্। তত্রাপি পুরাণস্যৈব গরিমা দৃশ্যতে। যদি সর্ব্বস্যাপি বেদস্য পুরাণস্য চার্থনির্ণয়ায় তেনৈব শ্রীভগবতা ব্যাসেন

এই অর্থ সকল বিস্তার করিয়া এই চতুর্লক্ষীতে অর্থাৎ ব্রহ্মসূত্রে এবং এই শ্রীগোবিন্দভাষ্যে যথাস্থানে প্রকাশিত করা হইবে। লক্ষণীর অর্থ অধ্যায়, অধ্যায় শব্দে বেদ ব্রহ্মসূত্র পুরাণাদি সৎশাস্ত্রের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগ আছে তাহাকে বুঝিতে হইবে।

এই পদার্থপঞ্চক শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের উপজীব্য সুতরাং তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন--তদর্থাত্মকে—ব্রহ্মসূত্রাত্মকে শ্রীমদ্ভাগবতে। পরম পূজনীয় শ্রীমদাচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ যে ব্রহ্মসূত্রের অর্থস্বরূপ তাহা শ্রীতত্ত্বসন্দর্ভে প্রতিপাদন করিয়াছেন—মানবের বুদ্ধি ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব প্রভৃতি দোষ চতুষ্টয় দ্বারা দূষিত হেতু পরম অলৌকিক অচিন্ত্য স্বভাব যুক্ত বস্তুকে স্পর্শ করিবার যোগ্যতা রহিত হেতু তৎ প্রতিষ্ঠিত প্রত্যক্ষ অনুমান, উপমান প্রভৃতি প্রমাণ সকলও দোষদুষ্ট। সুতরাং তাহারা প্রমেয় বস্তু নির্ণয়ে অসমর্থ। অতএব তাহারা প্রকৃষ্ট প্রমাণ নহে। অচিন্ত্য অলৌকিক বস্তু নির্ণয়ে আপনাদের প্রমাণ কি? তদুত্তরে বলিতেছেন—অনাদি সিদ্ধ সকল ঋষ্যাদি পুরুষ পরম্পরাক্রমে সমাগত সকল প্রকার লৌকিক অলৌকিক জ্ঞানের নিদান হেতু, অপ্রাকৃত বচন লক্ষণ কেবল মাত্র 'বেদ' সর্ব্বাতীত, সর্ব্বাশ্রয়, সর্ব্বাচিন্ত্য, সর্ব্বাশ্চর্য্য স্বভাব বস্তু জানিবার ইচ্ছুক আমাদের প্রমাণ শাস্ত্র। তাহার মধ্যে বেদের শব্দ সকল বা অর্থ বর্ত্তমানে দুষ্পার ও দুরধিগম হেতু, পুনঃ বেদার্থ নির্ণয়কারি মুনিগণ পরস্পর বিরোধ সিদ্ধান্ত প্রকাশক, সুতরাং যাহা বেদস্বরূপ ও বিশেষ ভাবে বেদের অর্থ নির্ণয়কারী সেই ইতিহাস এবং পুরাণাত্মক শব্দশাস্ত্রই বিচারণীয়।

বেদ শব্দের দ্বারা পুরাণ ও ইতিহাস এই দুইটি গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং পরমার্থ জানিবার ইচ্ছাকারি মানবের ইতিহাস এবং পুরাণ বিচার করাই পরম শ্রেয় ইহাই সিদ্ধান্ত স্থির করা হইল। তাহার মধ্যে ইতিহাস হইতে পুরাণেরই গুরুত্ব দেখা যায়।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ ॥

ব্রহ্মসূত্রং কৃতং তদবলোকনৈব সর্ব্বোঽর্থো নির্ণেয় ইত্যুচ্যতে তর্হি নান্যসূত্রকারমুন্যনুগতৈর্মন্যেত। কিঞ্চাত্যন্ত গূঢ়ার্থানামল্পাক্ষরাণাং তৎ সূত্রাণামন্যার্থত্বং কশ্চিদাচক্ষীত। ততঃ কতরদিবাত্র সমাধানম্? তদেবং সমাধেয়ং যদ্যেকতমমেব পুরাণলক্ষণমপৌরুষেয়ং শাস্ত্রং সর্ববেদেতিহাস-পুরাণামর্থসারং ব্রহ্মসূত্রোপজীব্যঞ্চ ভবদ্ ভুবি সম্পূর্ণং প্রচরদ্রূপং স্যাৎ। সত্যমুক্তং, যত এব চ সর্ব্বপ্রমাণানাং চক্রবর্ত্তি ভূতমস্মদভিমতং শ্রীমদ্ভাগবতমেবোদ্ভাবিতম্। যৎ খলু সর্ব্ব পুরাণজাতমাবির্ভাব্য ব্রহ্মসূত্রঞ্চপ্রণীয়াপ্যপরিতুষ্টেন তেন ভগবতা নিজসূত্রাণামকৃত্রিম ভাষ্য ভূতং সমাধি লব্ধমাবির্ভাবিতম্, তদেবং পরমার্থবিবিৎসুভিঃ শ্রীভাগবতমেব সাম্প্রতং বিচারণীয়মিতি স্থিতম্।

অতঃ শ্রীমদ্ভাগবতে তদর্থাত্মকে তান্যেব তত্ত্বানি বিব্রিয়ন্তে—ভক্তিযোগেনেতি। উপদেশানন্তরং শ্রীনারদে নির্গতে সতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ সরস্বতীনদীতটস্থ শম্যাপ্রাসে স্বাশ্রমে উপবিশ্যাচম্য চ শ্রীগোবিন্দচরণসরোরুহে মনঃ স্থৈরি চকার, ততঃ সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে মনসি ভক্তিযোগেন প্রেম্ণা পূর্ণং

শঙ্কা—যদিও সমগ্র বেদের এবং পুরাণ সকলের অর্থ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত স্বয়ং ভগবান্ ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্র নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা অবলোকন করতঃ তাহার দ্বারা পরমার্থ বস্তু নির্ণয় করা উচিত, আপনারা যদি এই প্রকার বলেন—তদুত্তরে বলিব—অন্য সূত্রকার কপিল, কণাদ, গৌতম প্রভৃতি মুনিগণ এবং তাঁহাদের অনুগত বৃন্দ স্বীকার করেন না। বিশেষ কথা—অত্যন্ত গূঢ়ার্থযুক্ত অল্পাক্ষর সমন্বিত ব্রহ্মসূত্রের কোন কোন আচার্য্য আপনাদের অভিপ্সিত অর্থ হইতে পৃথক্ অর্থ প্রকাশ করেন। সুতরাং এই পরমার্থ নির্ণয় বিষয়ে সমাধান কি?

উত্তর—আমাদের মতে এই শঙ্কার সমাধান এই প্রকার—যদি একটি মাত্র পুরাণ লক্ষণ যুক্ত, অপৌরুষেয় শাস্ত্র সকল বেদ, ইতিহাস, পুরাণাদির সারার্থ এবং শ্রীমদ্ ব্যাস সূত্র উপজীব্য হইয়া পৃথিবীতে সম্পূর্ণ প্রচারিত হয়। আপনি সত্য কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন—যেহেতু সর্ব্বপ্রমাণগণের চক্রবর্ত্তী চূড়ামণি স্বরূপ এবং আমাদের পরম অভিপ্রেত শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ এই প্রকার। যেহেতু পুরাণ সকল প্রকট করতঃ এবং ব্রহ্মসূত্র ও মহাভারত প্রণয়ন করিয়া অপরিতুষ্ট শ্রীবাদরায়ণ নিজ সূত্র সকলের অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ ভক্তিযোগ সমাধি দ্বারা লাভ করতঃ জগতে আবির্ভাব করাইয়াছেন। অতএব পরমার্থ জ্ঞানলাভেচ্ছু আমাদের সম্প্রতি শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণই বিচারণীয় স্থির হইল।

সুতরাং ব্রহ্মসূত্রার্থাত্মকে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে সেই পদার্থ পঞ্চককেই বিস্তাররূপে বিবৃত করিয়াছেন—'ভক্তিযোগের দ্বারা' ইত্যাদি তিনটি শ্লোকের দ্বারা। উপদেশ প্রদান করিয়া দেবর্ষি শ্রীনারদ গমন করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সরস্বতী নদী তীরস্থ শম্যাপ্রাস নামক নিজ আশ্রমে উপবেশন

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপিমনুতেঽনর্থং তৎ কৃতঞ্চাভি পদ্যতে ॥
অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ ভক্তি যোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বত সংহিতাম্ ॥

পুরুষমপশ্যত্তদপাশ্রয়াং মায়াঞ্চাপশ্যদিতি। অত্র পূর্ণং পুরুষমিতি পূর্ণচন্দ্রবৎ স্বরূপশক্তি পরিবৃতং স্বেতর-সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বেশ্বরং শ্রীকৃষ্ণমপশ্যদিতীশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতম্। মায়ামিতি প্রকৃতিতত্ত্বমিতি। অপশ্যদিতি কালতত্ত্বম্। যয়েতি—যয়াত্রিগুণাত্মিকয়া বহিরঙ্গমায়াশক্ত্যা সম্মোহিতো জীবঃ স্বয়ং চিদ্রূপত্বেঽপি ত্রিগুণা-ত্মকাজ্জড়াৎ পরোঽপি আত্মানং ত্রিগুণাত্মকং জড়ং দেহদিসংঘাতং মনুতে, তন্মায়াকৃতমনর্থং সংসারব্যসনঞ্চাভি-পদ্যতে। অত্র জীবমপি নিরূপিতং স্যাৎ, জীবস্য তাদৃশচিদ্রূপত্বেঽপি পরমেশ্বরতো বৈলক্ষণ্যং "তদপাশ্রয়াম্" যয়াসম্মোহিতঃ" ইতি চ দর্শয়তি। অত্র জীবাদীশ্বরস্য ভিন্নত্বং প্রতিপাদিতম্। অনর্থেতি—মায়াকৃতমনর্থমু-পশময়তি যোঽধোক্ষজে সাক্ষাদ্ভক্তিযোগং তঞ্চাপশ্যদেতৎ স্বয়ং দৃষ্ট্বা, এবমজানতো লোকস্যার্থে সাত্বতসংহিতাং শ্রীভাগবতশাস্ত্রঞ্চক্রে বিরচিতবানিত্যর্থঃ। তদনেন শ্লোকত্রয়েণ শ্রীভাগবতার্থঃ সংক্ষেপেণ দর্শিতঃ, এতত্বক্তং

করিয়া আচমন করতঃ শ্রীগোবিন্দদেবের চরণ সরোরুহে নিজ মন স্থির করিলেন। অনন্তর ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ শ্রীগোবিন্দ চরণে মনকে সম্পূর্ণ স্থির করিয়া নিশ্চল মনে শ্রীভক্তিযোগ সমাধি দ্বারা প্রেমপূর্ণ লোচনে পূর্ণপুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেনএবং তাঁহার অপাশ্রয়া বহিরঙ্গা মায়া শক্তিকেও দর্শন করিলেন। এই স্থলে 'পূর্ণপুরুষ' অর্থাৎ যেমন 'কেহ পূর্ণচন্দ্র দেখিয়াছে' বলিলে চন্দ্রের কোন কলার ন্যূনতা বোধ হয় না সেই প্রকার নিজ হ্লাদিন্যাদি স্বরূপশক্তি দ্বারা পরিবেষ্টিত স্বভিন্ন সকলের নিয়ামক সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। এই বাক্যের দ্বারা শ্রীগোবিন্দভাষ্যস্থ 'ঈশ্বর' বস্তু নির্ণয় করা হইল। 'মায়া' এই শব্দের দ্বারা ভাষ্যস্থ 'প্রকৃতি' পদার্থ নির্ণয় করা হইল। 'অপশ্যৎ' এই শব্দের দ্বারা ভাষ্যস্থ 'কাল' পদার্থ নির্ণয় করা হইল। 'যয়া' ইত্যাদির দ্বারা দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ করিতেছেন– যে ত্রিগুণাত্মিকা বহিরঙ্গা মায়া-শক্তির দ্বারা সম্মোহিত জীব স্বয়ং চিৎস্বরূপ ত্রিগুণাত্মক সকল জড়বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়াও নিজেকে ত্রিগুণা-ত্মক জড় দেহাদি সমূহ মনে করে এবং সেই মায়াকৃত অনর্থ সংসার দুঃখাদি পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হয়। এই শ্লোকে ভাষ্যস্থ 'জীব' পদার্থ নিরূপিত হইল। এইস্থলে জীব তাদৃশ চিৎস্বরূপ হইলেও শ্রীগোবিন্দদেব হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্ তাহা শ্রীকৃষ্ণের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির দ্বারা বিমোহিত হওয়ায় প্রদর্শিত হইল। অতএব জীবের ঈশ্বর হইতে পৃথক্ সত্ত্বা নির্ণয় করা হইল। অনর্থের উপশম' ইত্যাদি তৃতীয় শ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন—ত্রিগুণাত্মিকা মায়া কৃত অনর্থ সংসারাদি দুঃখ উপশমন করে, অর্থাৎ অধোক্ষজ শ্রীগোবিন্দদেবের সাক্ষাৎ—জ্ঞান কর্ম্মাদির দ্বারা ব্যবধান রহিত ভক্তিযোগ মায়াকৃত অনর্থ নাশ করে। শ্রীব্যাসদেব সেই শ্রীভক্তিযোগকেও দর্শন করিলেন, এই সকল তিনি নিজে দেখিয়া এবং এই সকল বিষয়ে

ইতি (শ্রীভা° ১।৭।৪-৫-৬) "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদনুগ্রহতঃ সন্তি ন

ভবতি—বিদ্যাশক্ত্যামায়ানিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূতপরমানন্দস্বরূপঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ, তন্মায়য়া সম্মোহিতস্তিরোভূতস্বরূপস্তদ্ বিপরীতধর্ম্মা জীবঃ, তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত্যালব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ" ইতি শ্রীস্বামিচরণপাদাঃ।

দ্রব্যমিতি—দ্রব্যং পৃথিব্যাদি, কর্ম্ম চ, কালশ্চ, স্বভাবোঽহঙ্কারো জীব এব চ যৎ যস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্যানুগ্রহতঃ সন্তি, এতে সর্ব্বে কার্য্যক্ষমা ভবন্তি, তথা যস্যোপেক্ষয়া এতে দ্রব্যমুপাদানং কর্ম্মাদিকং নিমিত্তং জীবাদয়ঃ কার্য্যোৎপাদনেঽসমর্থা ভবন্তি, শ্রীগোবিন্দদেবস্যানুগ্রহেনৈব সর্ব্বেষাং স্থিতিরভিব্যক্তিশ্চ ভবেত্তস্মাৎ শ্রীব্রহ্মসূত্রস্যাকৃত্রিমভাষ্যভূতেন শ্রীমদ্ভাগবতেনৈব তত্ত্বপঞ্চকং নিরূপিতমিতি। আদিপদাৎ—শ্রীভা° ২।৫।১৪—দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥ শ্রীব্রহ্মা—২।৬।৪১—'আদ্যোঽবতারঃ পুরুষঃ পরস্য কালঃ স্বভাবঃ সদসন্মনশ্চ। দ্রব্যং বিকারো গুণ ইন্দ্রিয়ানি বিরাট্ স্বরাট্ স্থাস্নু চরিষ্ণু ভূম্নঃ॥ শ্রীভগবান্ ২।৯।৩২—অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ

অজ্ঞ মানবের নিমিত্ত শ্রীবাদরায়ণ সাত্বত সংহিতা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ প্রণয়ন করেন। পরম পূজনীয় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ এই শ্লোকত্রয়ের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—এই শ্লোকত্রয়ের দ্বারা শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের অর্থ সংক্ষেপ রূপে প্রদর্শিত হইল। এই স্থলে ইহাই কথিত হইতেছে যে—বিদ্যাশক্তির দ্বারা তিনি মায়া নিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূতপরমানন্দ স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দ। তাঁহার মায়াশক্তির দ্বারা সম্মোহিত তিরোভূত স্বরূপ তদ্‌বিপরীত ধর্ম্মযুক্ত জীব। সেই জীবের শ্রীগোবিন্দদেবের ভক্ত্যুত্থ লব্ধ জ্ঞান দ্বারা বন্ধন হইতে মুক্তি হয়।

অনন্তর কর্ম্মপদার্থ নিরূপণ করিতেছেন—দ্রব্য ইত্যাদির দ্বারা। দ্রব্য—পৃথিব্যাদি, কর্ম্ম, কাল, স্বভাব—অহঙ্কার, জীব, যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইতেই কার্য্য করিতে সক্ষম হয় এবং যাঁহার উপেক্ষা দ্বারা ইহারা দ্রব্য—উপাদান কারণ, কর্ম্মাদি—নিমিত্ত কারণ এবং জীবাদি কার্য্যাদি উৎপাদনে সর্ব্বথা অসমর্থ হয়। অতএব শ্রীগোবিন্দদেবের অনুগ্রহ দ্বারাই সকল পদার্থের স্থিতি এবং অভিব্যক্তি হয়। সুতরাং পূর্ব্বে "এই চারিটি পদার্থ শ্রীগোবিন্দের বশীভূত বস্তু" বলা হইয়াছে তাহা শাস্ত্রযুক্তি সম্মত। সুতরাং শ্রীব্রহ্মসূত্রের অকৃত্রিম ভাষ্য স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণই তত্ত্বপঞ্চকে নিরূপণ করিলেন।

শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভু যে আদি পদ প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার বিস্তার করিতেছেন—শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণেরবাক্য দ্বারা—শ্রীব্রহ্মা দেবর্ষি নারদকে বলিলেন—হে ব্রহ্মন্! দ্রব্য কর্ম্ম, কাল, স্বভাব এবং জীব শ্রীবাসুদেবের শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। পুনঃ শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের প্রথম অবতার প্রকৃতি প্রবর্ত্তক প্রথম পুরুষ এবং কাল, স্বভাব, সৎ-কারণ, অসৎ-কার্য্য, মন, দ্রব্য, বিকার—অহঙ্কার, গুণ-সত্ত্বাদি, ইন্দ্রিয় সকল, বিরাট-সমষ্টি শরীর, স্বরাট-

সন্তি যদপেক্ষয়া॥ (শ্রীভা° ২।১০।১২) ইতি চৈবমাদিভিঃ। অস্য সূত্রার্থত্বঞ্চ স্মর্য্যতে—"অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামিতি। (গারুড়ে)।

পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যতে সোঽস্ম্যহন্॥ ইত্যেবমাদয়ঃ।

অস্যেতি—সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তিচূড়ামণেঃ শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণস্য ব্রহ্মসূত্রাণামকৃত্রিমভাষ্যত্বং গারুড়বাক্যেন প্রতিপাদয়ন্তি—'অর্থোঽয়মিতি। শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণামর্থঃ, তেষামকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ ইত্যর্থঃ। অর্থোঽয়ং ব্রহ্মসূত্রাণাং ভারতার্থ বিনির্ণয়ঃ। গায়ত্রীভাষ্যরূপোঽসৌ বেদার্থ পরিবৃংহিতঃ॥ পুরাণানাং সামরূপঃ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতঃ। গ্রন্থোঽষ্টাদশসহস্রঃ শ্রীমদ্ভাগবতাভিধঃ।

অত্র শ্রীভাগবতমহাপুরাণস্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যা বিপ্রতিপত্তয়ঃ সন্তি তাঃ শ্রীভাষ্যকারাণাং "সিদ্ধান্ত-দর্পণোক্ত" দিশা নিরাক্রিয়ন্তে—নম্বগাদিঃপুরাণানাস্তো বেদোনিত্যোঽস্তুকিস্তদঃ। সম্প্রতি প্রচরদ্ভূমৌশ্রী-মদ্ভাগবতাভিধম্॥ অষ্টাদশাতিরিক্তত্বাদ্ বেদরূপং ন সম্ভবেৎ। অষ্টাদশান্তরং ব্যাসো ভারতং কৃতবান্ প্রভুঃ॥ ভারতোত্তরমেতত্তু চক্রে ভাগবতং মুনিঃ। ইত্যেবমুক্তেরেতস্য নাষ্টাদশসু সম্ভবঃ॥

বৈরাজ, স্থাবর, জঙ্গম প্রভৃতি সকলই তাঁহার শক্তিরূপ বলিয়া জানিবে। দ্বিতীয় স্কন্ধে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মন্! এই জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আমি একমাত্র ছিলাম, পরেও থাকিব, যাহা দেখিতেছ তাহাও আমি, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি, অন্য কোন কার্য্য কারণ কিছুই নাই। ইত্যাদি বহু প্রমাণই বর্ত্তমান আছে।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন -অস্য ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা। এই অর্থাৎ সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তি চূড়ামণি স্বরূপ শ্রীমদ ভাগবত মহাপুরাণের ব্রহ্মসূত্র সকলের অকৃত্রিম ভাষ্যরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন—গরুড়পুরাণের বাক্য দ্বারা। শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ইত্যাদি যে ব্রহ্মসূত্র সকল আছে তাহার যথার্থ অর্থ স্বরূপ মহাভারত সংহিতার অর্থ নির্ণয়কারী, ব্রহ্ম-গায়ত্রীর অর্থাৎ—"ওঁ ভুর্ভুবঃ স্বঃ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইহার ভাষ্যস্বরূপ এবং ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই চারিবেদের অতি বিস্তৃত অর্থস্বরূপ। ব্রহ্মসূত্রের অর্থ অর্থাৎ তাহার অকৃত্রিম ভাষ্যস্বরূপ ইহাই এই শ্লোকের অর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের বিশেষ পরিচয় প্রদান করিতেছেন—এই মহাপুরাণ বেদসকলের মধ্যে সামবেদ স্বরূপ, শ্রীভগবান্ সাক্ষাৎ নিজমুখে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে দ্বাদশস্কন্ধ অর্থাৎ বিভাগ বর্ত্তমান, শত বিচ্ছেদ সংযুক্ত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক যাহাতে বর্ত্তমান আছে তাহার নাম শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণ। শ্রীচৈ°চ°মৃতে বলিয়াছেন—

অতএব ভাগবত সূত্রের অর্থরূপ। নিজ কৃত সূত্রের অর্থ ভাষ্য স্বরূপ॥ (২।২৫)

এই শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব বিষয়ে যে সকল বিপ্রতিপত্তি বা শঙ্কা আছে তাহা শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ যে "সিদ্ধান্তদর্পণ"নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন তদনুসারে সকল শঙ্কার সমাধান

মৈবং লক্ষণসংখ্যাভ্যামিদমেবহি তত্ত্ববেৎ। ব্রহ্ম শ্রীপতি সংবাদো যোঽংশোঽষ্টাদশমধ্যাগঃ॥
ব্যাস নারদ সংবাদস্তত্র যস্মাৎ প্রবেশিতঃ। একস্মৈব তদেতস্য শ্রীমদ্ভাগবতস্য তৎ॥

করিতেছেন— বেদবিরুদ্ধবাদী শৈবগণ শ্রীবিষ্ণুর পরতমতা প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি বিদ্বেষ বশতঃ আশঙ্কা করিয়া বলেন—ঋগাদি অষ্টাদশ পুরাণান্ত বেদের সম্বন্ধে আপনারা যে সকল যুক্তি প্রদর্শন করাইলেন তাহার দ্বারা বেদের নিত্যতা স্বীকার করিলাম, কিন্তু শুক পরীক্ষিত সংবাদ রূপে সম্প্রতি যাহা 'শ্রীভাগবত' নামে প্রচলিত আছে তাহা অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত হওয়ায় তাহা বেদরূপ হইতে পারে না। কারণ মৎস্য পুরাণে ও স্কন্দপুরাণে বর্ণিত আছে—সত্যবতীনন্দন ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণ রচনার পর মহাভারত সংহিতা প্রণয়ন করেন, কিন্তু ভাগবতের প্রথমস্কন্ধে শ্রীব্যাস নারদ সংবাদে আছে—মহাভারত প্রকট করিয়াও অপরিতুষ্ট শ্রীব্যাসদেব শ্রীনারদের উপদেশে শুক-পরীক্ষিত সংবাদরূপ ভাগবত রচনা করেন, সুতরাং ভাগবত অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত হওয়া অসম্ভব।

কিন্তু বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতির ন্যায় তাহা পুরাণাতিরিক্ত, অতএব তাহা বেদস্বরূপ নহে।

উত্তর—অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত শ্রীভাগবতের লক্ষণ ও সংখ্যা যাহা মৎস্য পুরাণাদিতে কথিত হইয়াছে তাহার দ্বারা প্রতীতি হয় যে শ্রীশুক ভাষিত শ্রীভাগবতই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত, অন্য নহে। মৎস্যপুরাণে—"যাহাতে গায়ত্রীকে লক্ষ্য করিয়া বিবিধ ধর্ম্ম বিস্তারভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং বৃত্রাসুরের বধ বৃত্তান্ত বর্ণনা আছে তাহা শ্রীভাগবত বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। সারস্বত কল্পে যে সকল মানব ও দেবতা ইহ জগতে ক্রীড়া করিয়াছিল তাহাদের বৃত্তান্তযুক্ত গ্রন্থই শ্রীভাগবত বলিয়া কথিত হয়। স্কন্দপুরাণে—অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকযুক্ত দ্বাদশস্কন্ধযুক্তই শ্রীভাগবত, তাহাতে হয়গ্রীব ব্রহ্মবিদ্যা, বৃত্রবধ প্রভৃতি বর্ণিত আছে, ব্রহ্মগায়ত্রী দ্বারাই এই গ্রন্থের প্রারম্ভ হইয়াছে। সুতরাং এই প্রকার পদ্মপুরাণ, বরাহপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণাদিতেও শ্রীমদ্ভাগবতের লক্ষণ ও সংখ্যা নিরূপণ করা হইয়াছে। অতএব এই প্রকার আশঙ্কা করা বাদিগণের যুক্তিবিহীন।

শঙ্কা—অষ্টাদশ পুরাণের পর মহাভারত রচিত হয় এবং মহাভারতের পরে শ্রীনারদদেবর্ষির উপদেশে শ্রীভাগবত রচিত হইয়াছে।" আপনার এই উক্তি দ্বারা দুইটি ভাগবত গ্রন্থ বুঝা যায়, তাহা হইলে পুরাণের সংখ্যা উনবিংশ সিদ্ধ হয়। বিশেষ ভারতের পরবর্ত্তী ভাগবতের লক্ষণ ও সংখ্যা মৎস্যাদি পুরাণ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইল, কিন্তু ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী ভাগবতের সংখ্যা ও লক্ষণ কি? আপনারা তাহা প্রমাণিত করুন।

উত্তর—এই আশঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব—শ্রীভাগবত মহাপুরাণের দ্বাদশ স্কন্ধে ১৩শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—"পুরাকালে শ্রীভগবান্ স্বীয় নাভিকমলে স্থিত ভবভীত ব্রহ্মাকে কারুণ্যবশতঃ শ্রীভাগবত প্রকাশ করিয়াছিলেন,এই বাক্যের দ্বারা জানা যায় যে শ্রীব্রহ্ম নারায়ণ সংবাদরূপ শ্রীভাগবতের পূর্ব্বভাগ ভারতের পূর্ব্বে অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যবর্ত্তী হইয়া প্রকটিত হয়, পরে শ্রীব্যাসনারদ সংবাদরূপ অপর ভাগ তাহাতে

অষ্টাদশান্তর্বর্ত্তিত্বং পৌর্ব্বাপর্য্যঞ্চ সম্ভবেৎ। বিবক্ষানাস্তি কালস্য স চেদত্র বিবক্ষ্যতে॥
মার্কণ্ডেয়াগ্নেয়যোঃ স্যাদ্বহির্ভাবস্তদনয়োঃ।

সংযোযন করা হয়, সুতরাং শ্রীভাগবতেরই উভয়ভাগ। এই ভাগদ্বয় বিশিষ্ট শ্রীভাগবতের লক্ষণ ও সংখ্যাই মৎস্যাদি পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ লেশমাত্রও থাকা অসম্ভব।

যদি আশঙ্কা করেন—আপনাদের ভাগবত দুই ভাগে বিভক্ত, অর্থাৎ পূর্ব্বকালে রচিত এক ভাগ এবং পরকালে রচিত এক ভাগ এই ভাগদ্বয়ই ভাগবত পুরাণ।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিব—এইভাবে ইতিহাস ও পুরাণ নিরূপণ প্রসঙ্গে যদি কালের বিচার করিতে হয় তাহা হইলে ইদানীং পৃথিবীতে প্রচলিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও অগ্নিপুরাণও অষ্টাদশ পুরাণের অতিরিক্ত কল্পনা করিতে হয়। এই স্থলে সার কথা এই যে—মহাভারতের পূর্ব্ববর্ত্তী অষ্টাদশ পুরাণ মধ্যে গণিত যে শ্রীভাগবত তাহা অন্য এবং তৎপরবর্ত্তী শ্রীশুকমুখোচ্চারিত শ্রীভাগবত অন্য—এই আশঙ্কা আপনার যদি থাকে ? তবে মার্কণ্ডেয় ও অগ্নিপুরাণ সম্বন্ধেও আপনার সেই আশঙ্কাই থাকিবে। যেহেতু মার্কণ্ডেয় পুরাণের প্রারম্ভে—হে ভগবন্! মহাত্মা শ্রীব্যাস কর্ত্তৃক বিমল শব্দে এবং নানাবিধ শাস্ত্র সমূহে পূর্ণ ভারতাখ্যান কথিত হইয়াছে, অতএব এই নানার্থ শোভিত বহু বিস্তৃত ভারতাখ্যান যথার্থতই জানিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার নিকট আসিয়াছি" এই উপাখ্যান ভারতের পশ্চাতে না ঘটিলে সম্ভব হয় না, সুতরাং মার্কণ্ডেয় পুরাণ অষ্টাদশ পুরাণের বহির্ভূত স্বীকার করিতে হয়। অগ্নিপুরাণের প্রারম্ভে—হে সুত! আপনি আমাদের পূজ্য, আমাদের নিকট সারাৎসার তত্ত্ব বলুন।

শ্রীসুতদেবকে শ্রীশৌনক এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"অব্যয় পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণু ভগবানই সারাৎসার বস্তু" এই বলিয়া তিনি "গীতাসার" বর্ণনা করেন, প্রসঙ্গ ক্রমে শ্রীগীতার অনেক শ্লোকও উচ্চারণ করেন। সুতরাং অগ্নিপুরাণও অষ্টাদশ পুরাণ হইতে পৃথক্ মানিতে হয়। অতএব সিদ্ধান্ত এই যে—শ্রীভাগবত, শ্রীমার্কণ্ডেয়, শ্রীঅগ্নিপুরাণ ত্রয়ের কালবিবক্ষা নাই এবং এই পুরাণ তিনটি অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত।

শঙ্কা - শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ বিষয়ে শাক্তগণের আশঙ্কা এই যে—ভাগবত নামে যে পুরাণ লোক-সমাজে প্রচলিত আছে তাহা দেবী ভাগবত, কারণ তাহার প্রথম শ্লোকে—দেবী শিবাকে এবং শিবকে প্রণাম করিয়া, পুরাকালে ঋষিগণ কথিত—ভাগবত পুরাণ সম্যক্ প্রকারে বলিতেছি। অতএব ভাগবত বলিতে দেবী ভাগবতই বুঝিতে হইবে, অন্য কোন গ্রন্থ নহে।

উত্তর—এই প্রকার আগ্রহের দ্বারা শাক্তগণ নিজের মূঢ়তারই পরিচয় প্রদান করিতেছেন, কারণ—মৎস্য ও স্কন্দ পুরাণে যাহার লক্ষণে—গায়ত্রীর দ্বারা গ্রন্থ প্রারম্ভ ও যাহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক বর্ত্তমান আছে, তাহাই পদ্মপুরাণাদিতে শ্রীশুক কথিত বলিয়া গ্রাহ্য, কিন্তু দেবী ভাগবত নহে, তাহাতে উক্ত লক্ষণ সংখ্যাদি বিদ্যমান নাই। বিজয়, ত্রৈলোক্যের অভ্যুদয় ও শুম্ভ নিশুম্ভ বধ, এই তিনটি পাদ

প্রণম্য চ শিবাং দেবীং শর্ব্বং ভাগবতং তথা। পুরাণং সংপ্রবক্ষ্যামি যথোক্তমৃষিভিঃ পুরা॥
ইতি বাক্যাত্তু যে দেবীপুরাণং দ্বেষ সঙ্কুলাঃ। উচুর্ভাগবতং তে হি স্ব মৌঢ্যং প্রবিতন্বতে॥
মাৎস্যাদৌ যদ্ ভাগবতং প্রোক্তং তচ্ছুক ভাষিতম্। ন তদ্দেবী পুরাণং স্যাল্লক্ষণাদি-বিপর্য্যয়াৎ॥
তত্র ভাগবতত্বেন শর্ব্বস্যৈব বিশেষণাৎ। তথেতি ব্যবধানাচ্চ পুরাণং ন বিশিষ্যতে॥
যদিদং কালিকাখ্যাঞ্চ মূলং ভাগবতং স্মৃতম্। ইত্যুক্তেঃ কালিকাভিখ্যং যদ্ ভাগবতমূচিরে॥
তচ্চ প্রমাদাদ্ দ্বেষাচ্চ ইতি প্রাহু র্বিপশ্চিতঃ॥
এতস্যোপপুরাণত্বান্ মাৎস্যো ক্তত্বং বিমূঢ়তা। ত্রয়োদশত্বাস্তসিদ্ধে লৈঙ্গাদীনাং সুমূঢ়তা॥
শঙ্কা পঙ্ক বিলিপ্তত্বাদ্ অপ্রামাণ্যং যদীয্যতে। বেদাদৌ চিরশঙ্কাস্তি তস্যাপি চ তদিষ্যতাম্॥
শ্রৌত কর্ম্ম পরিত্যাগাৎ নিবন্ধেস্বনুদাহৃতে। অপ্রমাণমিদং বেদ বিরুদ্ধং প্রতিভাতি নঃ॥

দেবীপুরাণের লক্ষণ ও বিষয় এবং তাহার শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। তাহার সমাপ্তিতে দেবীপুরাণ বলিয়াছেন, ভাগবত নহে। তাহাতে শ্রীশুক পরীক্ষিত সংবাদ কোথাও দেখা যায় নাই। অতএব দেবীপুরাণকে যাহারা ভাগবত নামে প্রচার করে তাহারা শ্রীশুক প্রোক্ত শ্রীভাগবত মহাপুরাণের বিদ্বেষী।

পূর্ব্বোক্ত "প্রণম্য চ" শ্লোকে যে ভাগবত শব্দ আছে তাহার ভ্রম নিবারণ করিতেছেন—এই শ্লোকে যে'ভাগবত'শব্দ তাহা'শর্ব্ব'শব্দের বিশেষণ রূপে ব্যবহার করা হইয়াছে এবং'তথা'শব্দ দ্বারা উভয়ের ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে। কালীপুরাণে পুরাণদান প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন—"এই কালিকাপুরাণ মূলভাগবত বলিয়া কথিত" এই প্রমাণে কোন কালীভক্ত কালীপুরাণকেই অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত কল্পনা করতঃ শ্রীভাগবতকে পুরাণ বলিয়া অস্বীকার করে। কিন্তু উক্তবাক্য প্রমাদ ও বিদ্বেষ বশতঃ বলিয়াছেন। কারণ মৎস্যপুরাণাদিতে শ্রীভাগবতের যে লক্ষণ ও সংখ্যা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কালীপুরাণে আদৌ নাই অতএব শ্রীশুকভাষিত শাস্ত্রই শ্রীভাগবত। বিশেষকথা এই যে—যাহারা এই কালীপুরাণ উপপুরাণ এবং ইহাই মাৎস্যোক্ত ভাগবত বলে তাহারা মহামূর্খ। পক্ষান্তরে ঐ কালীপুরাণেই অষ্টাদশ উপপুরাণের কথা উল্লেখ আছে। যদি কালীপুরাণই ভাগবত হয় তবে লিঙ্গপুরাণ ত্রয়োদশ সংখ্যা হইতে পারে না। সুতরাং "এই শ্রীশুক ভাষিত শাস্ত্র হইতে শ্রীভাগবত অন্য" শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ এই প্রকার আশঙ্কা করিতে নিষেধ করিয়াছেন।

শঙ্কা—শ্রীভাগবত সম্বন্ধে শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি মনীষিগণ যখন আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছেন, সুতরাং বর্ত্তমানে যে ভাগবত পাওয়া যায় তাহা অপ্রামাণিক, যদি শঙ্কার কারণ না থাকে তবে কেহ শঙ্কা করিতে পারে না, আছে বলিয়াই শঙ্কা করিয়াছেন, সুতরাং শঙ্কাপঙ্কবলিপ্ত এই ভাগবত বেদ নহে, অতএব অপ্রামাণিক।

উত্তর—এই আশঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ বেদেও অনেক লোকের শঙ্কা আছে, সুতরাং তাহাও অপ্রামাণিক হউক, যেমন—চার্ব্বাক-বৌদ্ধ প্রভৃতি বেদকে ভণ্ড ও ধূর্ত্তের রচিত বলে। মহর্ষি জৈমিনি

মৈবং কর্ম্ম পরিত্যাগো বেদেনাপ্যধিকারিণাম্। দর্শ্যতে ভারতে নাপি কিং মূঢ়! নহি পশ্যসি॥
সম্বৎসর-প্রদীপাদিস্বার্ষ-বাক্যেষু বিত্তমৈঃ। বাক্যান্যস্য নিবন্ধেষু লিখিতানি পুরাতনৈঃ॥
টীকাশ্চাস্য কৃতাঃ সন্তি বহবো বেদবিদ্ বরৈঃ। যস্মান্ন বীক্ষসে তত্ত্বং দিবান্ধঃ পরিকীর্ত্ত্যসে॥
মাৎস্যাদৌ লক্ষণাদীনি বিলোক্যামিতবুদ্ধিকঃ। বোপদেব শ্চকারৈতদ্ ব্যাসনামা দ্বিজর্ষভঃ॥
এতচ্চ দৃঢ় বন্ধত্বাৎ পদলালিত্যতস্তথা। যেহনুমিন্বন্তি তে মূঢ়া নিশ্চিতা বামমার্গিণঃ॥

সিদ্ধ বাক্য সকলের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। আচারমাধব স্মৃতিশাস্ত্রের প্রামাণ্যতা অস্বীকার করেন। সাংখ্যাচার্য্য কপিল ঈশ্বরকেই স্বীকার করেন না। এই প্রকার বেদের অপ্রামাণ্য ঘোষিত হইলেই কি বেদের সত্যই প্রামাণিকতা অস্বীকৃত হইয়াছে? আপনাদের বুদ্ধির প্রশংসা করিতে হয়।

শঙ্কা—শ্রীমদ্ভাগবতে বেদাদি প্রতিপাদিত কর্ম্ম পরিত্যাগ হেতু, অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়া শত বৎসর জীবন ধারণ করিবে' 'অহরহ সন্ধ্যা উপাসনা কর্ত্তব্য' যে দেবাগ্নি নির্ব্বাপিত করে সে বীরঘাতী হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা কর্ম্মের যাবজ্জীবন কর্ত্তব্যতা নির্দেশ করা হইয়াছে, কিন্তু এই সব কর্ম্ম পরিত্যাগের উপদেশ প্রদান করা হেতু ভাগবত বেদবিরুদ্ধ। এবং প্রাচীন কোন নিবন্ধাদিতে ভাগবতের কোন বাক্য উদ্ধৃতি নাই, সুতরাং বেদবিরুদ্ধ ভাগবত প্রমাণ সহ নহে।

উত্তর—হে বাদিগণ! তোমাদের এই প্রকার শঙ্কা উত্থাপন করা উচিত নহে। কারণ বেদেও অধিকারীর পক্ষেও কর্ম্মত্যাগের বিধান আছে—হে ঋষিগণ! আমরা কেন অধ্যয়ন করিব? এবং কেনই বা যজ্ঞাদি করিব? পূর্ব্বকালে অবিদ্বানগণই অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করিয়াছেন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ আত্মাকে অবগত হইয়া পুত্রবাসনা এবং বিত্তবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাটন করিয়া থাকেন। কর্ম্মদ্বারা বা ধনদ্বারা অমৃতত্ব লাভ হয় না, ত্যাগেই অমরত্ব লাভ করা যায়। ইত্যাদি শ্রুতি পরিব্রাজকের সম্পর্কে নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মাদি ত্যাগের বিধান করিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধাভক্তির অধিকারির কর্ম্মত্যাগ উপদেশ করায় শ্রীভাগবত বেদবিরুদ্ধ ও অপ্রামাণ্য হইল, অহো! তোমাদের বুদ্ধির প্রাখর্য্য।

প্রাচীন নিবন্ধাদিতে শ্রীভাগবতের উদাহরণ উদ্ধৃত হয় নাই বলিয়া যে আপত্তি করিয়াছেন, তাহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—প্রাচীন গৌড়কৃত সম্বৎসর প্রদীপে, হেমাদ্রি নিবন্ধে, বোপদেশ হরিলীলায়, বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য-সচ্চরিত্র মীমাংসা, শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামী শ্রীভগবন্নাম কৌমুদী, মথুরানাথ—মথুরাতীর্থ প্রকাশ, মধুসূদন সরস্বতী—ভক্তিরসায়ন, বিষ্ণুপুরী—বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী, অপ্পয়দীক্ষিত—শিবতত্ত্ববিবেক, কমলাকর ভট্ট—নির্ণয়সিন্ধু প্রভৃতি অনেক প্রাচীন নিবন্ধকার মনীষিগণ শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই প্রকার অনেক প্রাচীন টীকাকারগণ টীকা করিয়াছেন তন্মধ্যে—চিৎসুখী, বিজয়ধ্বজী, বিদ্বৎ কামধেনু, ভাবার্থদীপিকা ইত্যাদি বহু প্রচার আছে। আধুনিক টীকার কোন সংখ্যা নাই। অতএব এই মহাবিদ্বানগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্চ্চিত শ্রীমদ্ভাগবতের অপ্রামাণ্য স্বীকার করিয়া আপনারা সাতিশয় জ্ঞান হীনতার পরিচয় দিতেছেন।

সুমহান্ দৃঢ়বন্ধস্তু ছান্দোগ্যাদিষু দৃশ্যতে। বৈষ্ণবে পদলালিত্যং দৃঢ়বন্ধশ্চ বর্ত্ততে ॥
অস্তি সুন্দরকাণ্ডেঽপি পদলালিত্য-শালিতা। কথমেষাং নবীনত্বং ত্বর্বুদ্ধে! মহি ভাষসে ॥
বোপদেব-কৃতত্বেঽত্র বোপদেব-পুরাভবৈঃ। কথং টীকাঃ কৃতাঃ সন্তি হনুমৎ চিৎসুখাদিভিঃ ॥
যাল্যা শঙ্কার্প্যতে পাপৈঃ সাপ্যোতেনৈব নশ্যতি ॥

শ্রীমধ্বানুগ-বিজয়ধ্বজতীর্থকৃত পদরত্নাবল্যাম্ ১০।১২-১৩-১৪, অধ্যায় ত্রয়ং ন দৃশ্যতে।

শ্রীবল্লভাচার্য্যাঃ—সুবোধিন্যাম্—১০।১২।১—
যোজয়িত্বাত্বাধুনিকা অধ্যায়ত্রিত্রয়ং জগুঃ। শব্দার্থ সঙ্গতীনাং হি স্পষ্টা তত্র বিরুদ্ধতা ॥

শঙ্কা—বেদসার সর্ব্বমান্য শ্রীমদ্ভাগবতের বিজয়ে কয়েকজন ধূর্ত্ত আশঙ্কা করেন—মাৎস্যপুরাণ, স্কান্দপুরাণ ও পাদ্মাদির কথিত ভাগবতের লক্ষণ সংখ্যাদি পরিজ্ঞাত হইয়া অতি সূক্ষ্ম বুদ্ধিযুক্ত ব্রাহ্মণ বোপদেব নিজেকে ব্যাসদেব নামে পরিচয় দিয়া বর্ত্তমানে প্রচলিত ভাগবত রচনা করিয়াছেন। পরাশর-নন্দন ব্যাসদেব রচিত ভাগবত অন্য গ্রন্থ। কারণ—যদি এই ভাগবত ব্যাসদেব রচিত হইত তবে ইহাতে গাঢ়বন্ধ ও পদলালিত্য থাকিত না, যেমন পদ্মাদি পুরাণে তাহা দেখা যায় না। সুতরাং এই ভাগবত নবীন গ্রন্থ।

উত্তর—হে মহাবুদ্ধে! ছান্দোগ্য ও ঐতরের প্রভৃতি বেদে বহু গাঢ়বন্ধ দেখা যায়। বিষ্ণু-পুরাণে দৃঢ়বন্ধ ও পদলালিত্য বর্ত্তমান আছে। রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডেও পদলালিত্য বর্ত্তমান। অতএব কোন গ্রন্থে গাঢ় সমাসবন্ধ ও পদলালিত্য দেখিয়া আধুনিক কল্পনা করার কোন যুক্তি নাই। পুনঃ "বোপদেব ব্যাস নাম ধারণ করিয়া উক্ত গ্রন্থ করিয়াছেন" যদি এই প্রকার বলেন—উত্তরে বলিব—অন্য নামে গ্রন্থ প্রচার ধনলোভ ও বন্ধুত্ব নিবন্ধন সম্ভব, কিন্তু উভয় কাজই বোপদেবের থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ নিজ বাক্য আর্ষবাক্য বলিয়া প্রচার করতঃ লোক প্রতারণা ও মিথ্যাবাদী দোষে পতিত হইতে বোপদেবের সদৃশ বিজ্ঞব্যক্তি কোন প্রকারে সাহস করিবেন না। বিশেষ যদি এই শ্রীভাগবত বোপদেব কর্ত্তৃক রচিত হইত তাহা হইলে বোপদেবের বহু পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষিবৃন্দ কি প্রকারে তাহার টীকা রচনা করিতেন? শ্রীরামপার্ষদ শ্রীহনুমান্ ও চিৎসুখাচার্য্য (১৩০০ খ্রী০) শ্রীভাগবতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীমধ্বমুনি নিজ বেদান্তভাষ্যে শ্রীভাগবতের বাক্য উদ্ধার করিয়াছেন— ১।১।৫।৭, ১।১।৬।১২, ১।১।৬।১৭) শ্রীশঙ্করাচার্য্যও শ্রীগোবিন্দাষ্টকে শ্রীভাগবতের বহুলীলা—"নবনীতাহারম্" গোবর্দ্ধন ধৃতি-" ইত্যাদি দশমস্কন্ধের প্রায় সব লীলা বর্ণন করিয়াছেন। অতএব শ্রীভাগবত মহাপুরাণ বোপদেব বিরচিত বলিলে ভ্রান্তবুদ্ধিরই পরিচয় পাওয়া যায়। এইমত খণ্ডন দ্বারা অন্যান্য সকল কুবুদ্ধিগণ অর্পিত কষ্টকল্পনা সকল নিরস্ত হইল।

মাধ্বসম্প্রদায়ী শ্রীবিজয়ধ্বজতীর্থ (১৪৩৭ খৃ০) শ্রীভাগবতের টীকা করেন। তিনি শ্রীভাগবত সম্বন্ধে এই প্রকার শঙ্কাপ্রকাশ করেন—এই শ্রীভাগবত গ্রন্থই শুকভাষিত আমরা স্বীকার করিলাম, কিন্তু

নন্বস্তেতদ্ ভাগবতং বেদরূপং ত্বয়োদিতম্। কিন্ত্বধ্যায়ত্রয়ং ত্বস্মিন্নঘাসুর-বধাদিকম্॥

ব্রহ্মণো মোহকথনাৎ বিবর্ত্তস্য চ বর্ণনাৎ।

সঙ্গতেঃ পরিদৃষ্টত্বাদ্ বাল্য-পৌগণ্ড লীলয়োঃ। সূচনেঽনুক্তিতশ্চাপি প্রক্ষিপ্তমিব ভাতি মে॥

মৈবং বাদীর্মহাবুদ্ধে ব্রহ্মমোহস্তৃতীয়কে। একাদশে বিবর্ত্তোক্তির্বৈরাগ্য-প্রতিপাদিকা॥

যৎ সমাপ্যাপি কৌমারীং লীলাং তাং স্মৃতিগাং মুনিঃ। অপূর্ব্বাং প্রার্থিতাং প্রাখ্যত্তেন কিঞ্চিন্ন দূষণম্॥

গোপীগীতাদিষু স্পষ্টমঘসংহৃতি-রীক্ষ্যতে। আচারাদি—কথনাঞ্চ তথাত্বে ক্ষিপ্ততা ভবেৎ॥

তস্মাদত্র স্যুরধ্যায়াঃ পঞ্চত্রিংশচ্ছতত্রয়ম্॥

তস্মাৎ সর্ব্বশাস্ত্র প্রমাণ শিরোমণিরূপং শ্রীমদ্ভাগবতাভিধং মহাপুরাণম্। তদ্ বাক্যানাং তু সর্ব্ব-প্রমাণ শ্রেষ্ঠত্বমত্র শ্রীগোবিন্দভাষ্যে ব্যক্তং ভাবি।

শ্রীভাগবতের দশমস্কন্ধের ১২শ, ১৩শ,১৪শ এই অধ্যায়ত্রয় প্রক্ষিপ্ত। শ্রীমদ্‌বল্লভাচার্য্যও অধ্যায়ত্রয়কে প্রক্ষিপ্ত বলিয়াছেন। কারণ অঘাসুর বধ, ব্রহ্মমোহন, বিবর্ত্তবাদ এবং অন্তে—১২।১২, এই লীলার সূচনা না থাকায় ঐ অধ্যায়ত্রয় নিতান্ত প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই আমাদের ধারণা।

উত্তর—হে মহাবুদ্ধে! তৃতীয় স্কন্ধে শ্রীভগবান্ ব্রহ্মাকে যে বরদান দিয়াছিলেন তাহা সৃষ্টিকালে মোহপ্রাপ্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন, কিন্তু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের মায়াতে ব্রহ্মা মোহিত হইবেন না এমন বর প্রদান করেন না, যাঁহার মায়াতে শ্রীবলদেব, শঙ্কর বিমোহিত হয়েন, তথায় ব্রহ্মার কা কথা? শ্রীমদ্ভা-গবতে যে বিবর্ত্তবাদ বর্ণিত হইয়াছে তাহা মানবের বৈরাগ্য সম্পাদনের নিমিত্ত, কারণ সাধকের বৈরাগ্য সম্পাদনের জন্য বেদাদি সকল শাস্ত্রে বিবর্ত্তবাদ বর্ণনা করিয়াছেন। পুনঃ বাল্য পৌগণ্ড লীলার যে অস-ঙ্গতি বলিয়া আপত্তি করিয়াছেন। তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—শ্রীশুকদেব গোস্বামী কৌমার লীলা বর্ণনা সমাধান করিয়া অত্যাশ্চর্য্যময় অঘাসুর বধাদি লীলা বর্ণন করায় তাহাতে কোন আপত্তি থাকিতে পারে না। দ্বাদশ স্কন্ধের অনুক্রমণিকায় ঐ লীলা বর্ণনা না থাকায় তাহা প্রক্ষিপ্ত, এই আশঙ্কা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, যেহেতু তৃতীয়স্কন্ধে 'অঘভিদ্' বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উল্লেখ করিয়াছেন। গোপীগীতে—ব্যালরাক্ষস বলিয়া অঘাসুরের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে, পাদ্মোত্তর খণ্ডে অঘাসুর লীলা প্রসিদ্ধ আছে, দ্বাদশের অনুক্রমণিকায় অনুক্তই যদি প্রক্ষিপ্তের কারণ হয়, তাহা হইলে একাদশের বর্ণা-শ্রমাচার, নিমি-জায়ন্তেয় সংবাদ তাহাতে উল্লেখ না থাকায় প্রক্ষিপ্ত হউক। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতে ৩৩৫ অধ্যায় বর্ত্তমান আছে।

অতএব সর্ব্বশাস্ত্র প্রমাণ শিরোমণি স্বরূপ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ নির্ব্বাধ সিদ্ধ হইল। তাঁহার বাক্য সকলের সর্ব্বপ্রমাণ শ্রেষ্ঠরূপে শ্রীমদ্ গোবিন্দভাষ্যে গৃহীত হইয়াছেন, তাহা অগ্রে ব্যক্ত হইবে।

তত্র প্রথমে লক্ষণে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ। দ্বিতীয়ে সর্ব্বশাস্ত্রাবিরোধঃ। তৃতীয়ে ব্রহ্মাপ্তি সাধনানি। চতুর্থে তু তদাপ্তিঃ ফলমিতি।

যত্র নিষ্কাম ধর্ম্মনির্ম্মলচিত্তঃ সৎপ্রসঙ্গলুব্ধঃ শ্রদ্ধালুঃ শান্ত্যাদিমানধিকারী।

শাস্ত্রার্থং শাস্ত্রসম্বন্ধং শ্রোতুং শ্রোতা প্রবর্ত্ততে। গ্রন্থাদৌ তেন বক্তব্যঃ সম্বন্ধঃ স প্রয়োজনঃ॥

ইত্যুক্তেঃ। তস্মাদ্ গ্রন্থাস্যারম্ভে—তদবশ্যমেব বক্তব্যমিতি মনসি নিধায় কথয়ন্তি ভাষ্যকারাঃ—তত্রেতি। তত্র শ্রীবাদরায়ণসূত্রোত্তরমীমাংসায়াং চত্বারো বিভাগাঃ সন্তি, যাং খলু চতুর্ল্লক্ষণীমুচ্যতে। তত্র প্রথমে লক্ষণে অধ্যায়ে সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ, তস্মাৎ সমন্বয়াধ্যায়োঽয়ম্। এবং দ্বিতীয়ে লক্ষণে—সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং ব্রহ্মণি অবিরোধঃ, অতোঽবিরোধাধ্যায়োঽয়ম্। তৃতীয়ে লক্ষণে—সাধকানাং পরব্রহ্মপ্রাপ্তি-লক্ষণানি সাধনানি উচ্যন্তে, অতোঽয়ং সাধনাধ্যায়ঃ। চতুর্থে লক্ষণে—তু পরব্রহ্ম প্রাপকানাং সাধকানাং ফলং বক্ষ্যতি, ইতি ফলাধ্যায়োঽয়ম্।

অথ ব্রহ্মসূত্র-শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যস্য অনুবন্ধ চতুষ্টয়ং কিং ইতি তদপি বক্তুমুচিতমিতি তদাহুঃ—যত্রেতি। অনুবন্ধস্তাবৎ—পুরুষম্ অনুবধ্নাতি স্বজ্ঞানেন প্রেরয়তীতি। তানি—অধিকারি-সম্বন্ধ-বিষয়-

---

প্রস্তুত শাস্ত্রের অর্থ কি প্রকার, অর্থাৎ এই শাস্ত্র কি বস্তু প্রতিপাদন করিবেন, এই শাস্ত্র প্রতিপাদ্য বস্তুর সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি? শ্রোতাগণ তাহা জানিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়, সুতরাং গ্রন্থ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বেই সম্বন্ধ ও প্রয়োজনের সহিত শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু বর্ণনা করা উচিত" ইহা পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন। অতএব গ্রন্থারম্ভে তাহা অবশ্যই বর্ণনা করা কর্ত্তব্য' এই প্রকার মনে করিয়া শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভু তাহা বর্ণনা করিতেছেন—'তত্র' ইত্যাদির দ্বারা। এই শ্রীবাদরায়ণ সূত্র উত্তর মীমাংসা শাস্ত্রে চারিটি বিভাগ আছে যাহাকে চতুর্ল্লক্ষণী নামে অভিহিত করা হয়। তাহার মধ্যে প্রথম লক্ষণে বা অধ্যায়ে—বেদ সকলের একমাত্র ব্রহ্মে সমন্বয় বর্ণন করা হয়, অতএব এই অধ্যায়কে সমন্বয়' অধ্যায় বলে। এবং দ্বিতীয় লক্ষণে বা অধ্যায়ে সকল শাস্ত্রে পরব্রহ্মকে অবিরোধ ভাবে প্রতিপাদন করিয়াছেন সুতরাং এই অধ্যায়কে 'অবিরোধ' অধ্যায় বলে। তৃতীয় লক্ষণে বা অধ্যায়ে সাধকগণের পরব্রহ্ম লাভের সাধনসকল বর্ণন করা হইয়াছে সুতরাং এই অধ্যায়কে 'সাধন' অধ্যায় বলে। চতুর্থ লক্ষণে বা অধ্যায়ে পরব্রহ্ম প্রাপক সাধকগণের 'ফল' বর্ণনা করা হইয়াছে, অতএব এই অধ্যায়কে 'ফল' অধ্যায় বলে।

অনন্তর ব্রহ্মসূত্রের শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যের অনুবন্ধ চতুষ্টয় কি তাহাও বলা উচিত, এইজন্য—শ্রীমদ্ ভাষ্যকার তাহা বলিতেছেন—'যত্র' ইত্যাদির দ্বারা। পুরুষকে অনুবন্ধন অর্থাৎ নিজ জ্ঞানের জন্য প্রেরণ করে যে তাহাকে অনুবন্ধ বলে। তাহা অধিকারী, সম্বন্ধ, বিষয় এবং প্রয়োজন নামে চতুর্বিবধ। অতএব প্রথমে ক্রমপ্রাপ্ত অধিকারী নিরূপণ করিতেছেন—এই শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য বর্ণিত ধর্ম্ম-

প্রয়োজনানি। তত্রাদৌ ক্রমপ্রাপ্তং অধিকারিণং নিরূপয়ন্তি যত্রেতি। যত্র শ্রীবাদরায়ণসূত্রস্য শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যে, নিষ্কামধর্ম্মাচরণ দ্বারেণ নির্ম্মলচিত্তঃ, উক্তঞ্চ পার্থসারথিনা ৩।৯—

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ। তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয়! মুক্তসঙ্গঃ সমাচরঃ॥

এবঞ্চ—৩।১৯—তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর। অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ তস্মাৎ জনক-যুধিষ্ঠিরাদিবৎ ফলানুসন্ধানগন্ধরাহিত্যেন কর্ম্মণা চিত্তশুদ্ধির্ভবতি। সুতরাং—গী০ ৯।২৭—যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ। যত্তপশ্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥ ইত্যুক্তেঃ।

সৎ প্রসঙ্গলুব্ধঃ—"সত্যে সাধৌ বিদ্যমানে প্রশস্তেঽভ্যর্হিতে চ সৎ" ৩।৭।৮৩ ইত্যমর শাসনাৎ 'সৎ' শব্দেনাত্র 'সাধুঃ' বোধ্যতে। "সাধবঃ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। শ্রীবৈষ্ণবে চ ৩।১১।৩ সাধবঃ ক্ষীণদোষাস্তু সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥ তস্মাৎ শাস্ত্রানুবর্ত্তিনঃ শ্রীভগবদারাধনেন কামাদি দোষক্ষীণাঃ সাধবঃ, তেষাং প্রসঙ্গলুব্ধঃ। তেষাং প্রসঙ্গেন ভগবদ্‌বশীকারিণিভক্তি-লাভো ভবেদিতি মনসি নিশ্চিত্য তত্র লোভঃ। শ্রীভা০ ৩।২৫।২৫ সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো ভবন্তি

বিষয়ে অধিকারী কে তাহার লক্ষণ কি? তাহাই বলিতেছেন—নিষ্কাম ধর্ম্মের আচরণ দ্বারা যিনি নির্ম্মল চিত্ত, অর্থাৎ বিশুদ্ধ হৃদয়। নিষ্কাম ধর্ম্মাচরণের দ্বারা যে হৃদয় বিশুদ্ধ হয় তাহার প্রমাণ শ্রীগীতায় শ্রীপার্থ-সারথি বলিয়াছেন—হে পার্থ! নিষ্কামভাবে কেবলমাত্র ঈশ্বর আরাধনার নিমিত্ত সংসারে কর্ম্মানুষ্ঠান কর, অন্যথা কর্ম্মাচরণ মানবকে কর্ম্মে—সংসারে বন্ধন করে। অতএব—হে কৌন্তেয়! তুমি ঈশ্বরপ্রীতির নিমিত্ত কামনা রহিত হইয়া কর্ম্মাচরণ কর। পুনঃ হে কৌরব! তুমি কর্ম্মে আসক্তি না রাখিয়া সর্ব্বদা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আচরণ কর, কারণ অনাসক্ত হইয়া নিষ্কাম কর্ম্ম আচরণ করতঃ চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বক মানব পরমপদ লাভ করে। অতএব রাজর্ষিজনক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরাদির সদৃশ ফলানুসন্ধান গন্ধ রহিত ঈশ্বরাপিত কর্ম্মের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয়। সুতরাং শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে পার্থ! তুমি যাহা কর্ম্মাদি কর, যাহা ভক্ষণ কর এবং অগ্নিহোত্রাদি কর, যাহা দরিদ্রদিগকে দান কর, যাহা তপস্যাদি কর তৎ সমস্তই আমাকে অর্পণ কর।

অতএব ঈশ্বরাপিত নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা নির্ম্মল হৃদয় সাধক অধিকারী। অধিকারীর 'সৎ প্রসঙ্গ লুব্ধ' বিশেষণটির ব্যাখ্যা করিতেছেন—অমরসিংহ নিজ কোষগ্রন্থে সৎ শব্দের পর্য্যায়—সত্য, সাধু, বিদ্যমান প্রশস্ত ও অভ্যর্হিত বলিয়া সৎ অর্থাৎ সাধু শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। পূজনীয় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ বলেন—শাস্ত্রানুবর্ত্তি আচরণশীল ব্যক্তিই সাধু শব্দে অভিহিত। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে সদাচার প্রসঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন—যাঁহাদের শ্রীভক্তি আচরণ দ্বারা রাগাদি দোষ ক্ষীণ হইয়াছে, কারণ সৎ শব্দে সাধুকে গ্রহণ করা হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের যাহা শাস্ত্রীয় আচরণ তাহাকে সদাচার বলে। অতএব সেই সাধুগণের প্রসঙ্গ দ্বারা ভগবদ্ বশীকারিণী ভক্তি লাভ হয় এই প্রকার মনে নিশ্চয় করিয়া সাধুসঙ্গে লোভ। কারণ

হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥

শ্রীভা০—১১।১২।১-২—ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা॥ ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ। যথাবরুন্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্॥ অতঃ শ্রীভগবদ্ভক্ত সঙ্গমেব সর্ব্বফলপ্রদম্।

শ্রদ্ধালুঃ—শ্রদ্ধাশব্দেনাত্র শ্রীমদ্ভাগবতাদি সৎশাস্ত্রে দৃঢ়বিশ্বাসঃ। শ্রীভা০ ৭।৭।৩১—"শ্রদ্ধয়া তৎ কথায়াঞ্চ" শ্রীপ্রবুদ্ধঃ—১১।৩।২৬—"শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে" শ্রীভগবান্—১১।১১।৩৫—"মৎ কথা শ্রবণে শ্রদ্ধা" "প্রত্যয়ো ধর্ম্মশাস্ত্রেষু তথা শ্রদ্ধেত্যুদাহৃতা" ইতি। এবং শান্ত্যাদিমান্—বৃ০ ৪।৪।২৩—"তস্মাদেবং বিচ্ছান্তো দান্ত উপরত স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বা" তে তু—শম দমোপরতি-তিতিক্ষা সমাধানাখ্যাঃ। তত্র শ্রবণাদিভিন্নবিষয়েভ্যো মনসো নিগ্রহঃ শমঃ। যথা তীব্রায়াঃ বুভুক্ষায়াং ভোজনাদন্যব্যাপারো মনসো ন

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—'কৃষ্ণভক্তি জন্ম মূল হয় সাধু সঙ্গ। —২।২২। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে সাধুসঙ্গেই সর্ব্ববস্তু লাভ হয় তাহা শ্রীকপিলদেবের বাক্যে প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীকপিলদেব বলিলেন—হে জননি! সাধুপুরুষের সমাগমে আমার পরাক্রমযুক্ত যথার্থ জ্ঞান প্রদায়িনী, হৃদয় ও কর্ণের আনন্দপ্রদা কথা হয়, সেই কথা সেবন করিলে মোক্ষপ্রদ আমাতে শ্রদ্ধা, রতি এবং ভক্তি ক্রমশঃ সাধকের হৃদয়ে উদয় হয়। শ্রীএকাদশে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন—হে প্রিয় উদ্ধব ! জাগতিক পদার্থে যত প্রকার আসক্তি আছে, তাহা সৎসঙ্গ সমূলে বিনাশ করে। কারণ সৎসঙ্গ আমাকে যে প্রকার বশীভূত করে সেই প্রকার যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্মপালন, বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত্ত, দক্ষিণা, ব্রতসকল, যজ্ঞ, বেদ, তীর্থ, নিয়ম, যম আদি বশীভূত করিতে পারে না। সুতরাং শ্রীগোবিন্দদেবের একান্ত ভক্তগণের সঙ্গই মানবের সর্ব্বফল প্রদায়ক।

অধিকারী লক্ষণে যে "শ্রদ্ধালু" বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—শ্রদ্ধা শব্দের অর্থ—শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রে সুদৃঢ় বিশ্বাস। শ্রদ্ধা বিশেষণের প্রমাণ বলিতেছেন—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীপ্রহ্লাদ বলিতেছেন—শ্রীগোবিন্দদেবের পবিত্র লীলাকথায় শ্রদ্ধা, যাহা তাঁহার শ্রীচরণে প্রীতি উৎপন্ন করে। শ্রীএকাদশে শ্রীপ্রবুদ্ধ কহিলেন—হে রাজন্! শ্রীভগবানের লীলা বর্ণিত শ্রীভাগবত শাস্ত্রকে সাধকের বিশেষ শ্রদ্ধা করা কর্ত্তব্য। পুনঃ শ্রীএকাদশে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন—হে উদ্ধব! সাধক আমার লীলাকথা শ্রবণে শ্রদ্ধা রাখিবে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে একান্ত বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলা হয়। অধিকারীর তাহা থাকা অবশ্য কর্ত্তব্য। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতেও বলিয়াছেন—শ্রদ্ধা শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়। ২।২২। অধিকারী লক্ষণে যে 'শান্ত্যাদিমান্' বিশেষণ প্রদান করিয়াছেন তাহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণনা আছে—এই প্রকার পরব্রহ্মবিৎ শান্ত,দান্ত উপরত, তিতিক্ষু সমাহিত হইয়া। শমাদি পাঁচ প্রকার—শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান। তাহার মধ্যে শ্রীগোবিন্দদেবের নাম গুণাদি শ্রবণাদিভিন্ন অন্য বিষয় হইতে মনকে নিগ্রহ অর্থাৎ আকর্ষণ করার

রোচতে, ভোজনে বিলম্বং চ ন সহতে, তথা স্রক্ চন্দন বনিতাদি বিষয়েষু অত্যন্তমরুচিঃ, ভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধনেষু শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদিষু অত্যন্তমাসক্তির্জায়তে, যদ্যপি পূর্ব্ববাসনা বলাৎ শ্রবণাদিভ্য উড্ডীয় স্রক্-চন্দনাদিষু বিষয়েষু গম্যমানং মনঃ, যেনান্তঃকরণবৃত্তিবিশেষেণ নিগৃহ্যতে সো বৃত্তিবিশেষঃ "শমঃ" ইত্যর্থঃ। শ্রীগী০—৬।২৬—"যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্। ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং ভগবদ্ ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং দমঃ।

শ্রীভগবদর্চ্চনাদি-সাধনেভ্যো ভিন্নেষু প্রাকৃত শব্দাদি বিষয়েষু প্রবর্ত্তমানানি শ্রোত্রাদীনি বাহ্যে-ন্দ্রিয়াণি যেন বৃত্তিবিশেষেণ নিবর্ত্ত্যন্তে স 'দমঃ' ইত্যর্থঃ॥ "যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ। ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥"—শ্রীগী০ ২।৫৮। "উপরতিঃ" তাবৎ নিবর্ত্তিতানামেতেষাং মন ইন্দ্রিয়াদীনাং ভগবদ্ ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্য উপরমনম্। নিবর্ত্তিতানামেব তেষাং বাহ্যেন্দ্রিয়াণাং শ্রবণাদি-সাধন ব্যতিরিক্তেষু প্রাকৃত শব্দাদিষু যথা ইন্দ্রিয়াণি সর্ব্বথা ন গচ্ছন্তি, তথা তেষাং নিগ্রহং পুনর্বিষয় প্রবৃত্তি-অনুৎসাহ করণেন স্থিরীকরণং উপরতিঃ। শ্রীভা০—১১।১৪।১৮—"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতে-ন্দ্রিয়ঃ। প্রায়ঃ প্রগল্ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥

নাম "শম"। বিস্তৃত অর্থ এই প্রকার—যেমন মানবের তীব্র ক্ষুধায় কাতর মনের ভোজনাদি বিনা অন্য ব্যাপার রুচিকর হয় না এবং ভোজনের জন্য বিলম্বও সহ্য হয় না, এবং মাল্য, চন্দন, বনিতাদি বিষয়ে অত্যন্ত অরুচিকর, তথা শ্রীভগবৎ তত্ত্বজ্ঞান সাধনে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন আদিতে অত্যন্ত আসক্তি জন্মে। যদি পুর্ব্ববাসনা বলবান্ হেতু মন শ্রবণাদি বিষয় হইতে উত্থিত হইয়া মাল্য-চন্দনাদি বিষয়ে গমনশালী হইলে যে অন্তঃকরণ বৃত্তির দ্বারা চঞ্চলমনকে নিগ্রহ করিয়া স্থির করে সেই বৃত্তি বিশেষের নাম 'শম' ইহাই অর্থ। শ্রীগীতায় ভগবান্ শ্রীপার্থসারথি বলিয়াছেন—হে পার্থ! চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তৎক্ষণাৎ তাহাকে নিয়মিত করিয়া আমাতে সংযোজিত করিবে। বাহ্যেন্দ্রিয় সকলের শ্রীগোবিন্দ-দেবের নাম গুণাদি বিষয় ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে মনকে নিবর্ত্তন করার নাম 'দম'। ভগবান্ শ্রীগো-বিন্দদেবের অর্চ্চনাদি সাধন হইতে ভিন্ন প্রাকৃত শব্দাদি বিষয় সকলে কর্ম্মবশতঃ কর্ণ চক্ষুরাদি বাহ্যেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তিত হইলে যে বৃত্তিবিশেষের দ্বারা তাহাদিগকে নিয়মিত করে তাহাকে 'দম' বলে ইহাই অর্থ। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! কূর্ম্ম যেমন নিজ হস্ত পদাদি অঙ্গ সকল বাহির হইতে আকর্ষণ করতঃ দেহের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করে, সেই প্রকার যে সাধক বহির্ম্মুখী ইন্দ্রিয় সকলকে আকর্ষণ করিয়া আমার অর্চ্চনাদি বিষয়ে নিয়োজিত করে তাহারই বুদ্ধি আমাতে প্রতিষ্ঠিতা হয়।

উপরতি—অর্থাৎ শ্রীভগবৎ বস্তু ভিন্ন প্রাকৃত বিষয়াদি হইতে নিবর্ত্তিত হইয়াছে যে মন শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তাহাদের শ্রীভগবান্ ব্যতিরিক্ত অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হওয়া। প্রথমে নিবর্ত্তিত হইয়াছে যে বাহ্যেন্দ্রিয় সকল তাহারা যেন পুনরায় শ্রীগোবিন্দের শ্রবণ মননাদি সাধন ব্যতিরিক্ত প্রাকৃত শব্দাদি বিষয়ে সর্ব্বথা গমন না করে, ইন্দ্রিয়গণের নিগ্রহ অর্থাৎ তাহাদিগকে এমন ভাবে নিগ্রহ করিতে হইবে যেমন

শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা—তিতিক্ষা। শরীরধর্ম্মস্য শীতোষ্ণাদেঃ, তজ্জন্য সুখ-দুঃখাদেশ্চ শরীরেণ ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ শীতোষ্ণাদের্দ্বন্দ্বস্য যৎ সহনং সা তিতিক্ষা। শ্রীগী০ ১২।১৮—"সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥

নিগৃহীতস্য মনসঃ শ্রবণাদৌ ভগবদনুগুণ-বিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানম্। শব্দাদি বিষয়েভ্যো নিগৃহীতস্য চিত্তস্য শ্রীনামশ্রবণাদৌ তথা শ্রীভগবতো রূপাদে লীলাদেশ্চ সমাধিঃ নৈরন্তর্য্যেণ চিন্তনং সমাধানম্। শ্রীগী০ ১২।৮—"ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ॥ শ্রীভা০ ১১।২।৪০—"এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। ছা০ ৩।১৪।১—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত। শ্রীভা০ ১১।২০।২৭-২৮—"জাতশ্রদ্ধোমৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু। বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ॥ ততো ভজেত মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। অত উক্তং পরমাচার্য্যপ্রভুবরৈঃ—ভ০র০সি০ ১।১।১৪—নাতি সক্তো ন বৈরাগ্যভাগস্যামধিকার্য্যসৌ॥

পুনরায় আর কখনও বিষয় গ্রহণের প্রবৃত্তি জাগে না, সেই অনুৎসাহ করণের দ্বারা তাহাদিগকে স্থির করার নাম উপরতি।

শ্রীভাগবতে শ্রীগোবিন্দদেব উদ্ধবকে বলিয়াছেন—হে উদ্ধব! এখনও বিজিতেন্দ্রিয় হয় নাই সেই প্রকার আমার ভক্ত সাংসারিক বিষয়ে বাধা প্রাপ্ত হইলেও প্রায়শঃ আমার প্রতি বলবতী ভক্তির প্রভাবে বিষয়ের দ্বারা পরাজিত হয় না।

শীত গ্রীষ্মাদি সহ্য করার নাম তিতিক্ষা। শরীর ধর্ম্ম যে শীত গ্রীষ্মাদি এবং তজ্জন্য যে সুখ দুঃখাদি, শরীর থাকিলে যাহা অবশ্য সহ্য করিতে হয়,কোন প্রকারে ত্যাগ করা যায় না, সেই শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহনের নাম তিতিক্ষা। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—যাহার শত্রু মিত্র তথা মান, অপমান, শীত, গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ সকলে সমান অবস্থান এবং গুণসঙ্গ বিবর্জিত সেই আমার প্রিয় ভক্ত। নিগৃহীত মনকে শ্রবণাদিতে তথা শ্রীভগবানের গুণাবলী বিষয়ে মনোনিবেশের নাম সমাধান। প্রাকৃত শব্দাদি বিষয় হইতে নিগৃহীত চিত্তের শ্রীনাম শ্রবণাদির তথা শ্রীভগবানের রূপাদির ও লীলাদির নিরন্তর চিন্তনের নাম সমাধান। এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন -অর্জ্জুন! তুমি আমাতেই মন ধারণ কর এবং আমাতেই বুদ্ধি সন্নিবেশিত কর, আমার নিকটে নিবাস করিবে আর কোন সংশয় করিও না। শ্রীভাগবতে শ্রীকবি যোগীন্দ্র বলিয়াছেন—এই প্রকার ভক্তিব্রতী নিজ প্রিয়তম শ্রীগোবিন্দদেবের নামাবলী কীর্ত্তন করতঃ অনুরাগ জাত দ্রবচিত্তে নৃত্যাদি করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণনা আছে—পরিদৃশ্যমান সকল জগৎ ব্রহ্ম চিন্তা করিয়া সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তাকে শান্তভাবে উপাসনা করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতে স্বয়ং ভগবান্ দ্বারা বর্ণিত হইয়াছে—যে সাধক আমার লীলা কথায় জাত শ্রদ্ধ, সাংসারিক সমস্ত কর্ম্মে বিরক্ত, বিষয় ভোগাদি দুঃখপ্রদ জানিয়াও তাহা পরিত্যাগে অসমর্থ, সুতরাং শ্রদ্ধালু দৃঢ় নিশ্চয় পূর্ব্বক আমাকে ভজনা করিবে। অতএব অধিকারীর লক্ষণে পরম পুজনীয় শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যদি কোন

সম্বন্ধো বাচ্য-বাচকভাবঃ।
বিষয়ো-নিরবদ্যো বিশুদ্ধানন্তগুণগণোঽচিন্ত্যানন্তশক্তিঃ সচ্চিদানন্দঃ পুরুষোত্তমঃ।

অতি ভাগ্যেন—মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কার বিশেষেণ" ইতি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ। তস্মাৎ নিষ্কামকর্ম্মণা নির্ম্মল-হৃদয়ঃ সৎপ্রসঙ্গেন শ্রীভগবৎ কথালোভী, শ্রীগুরূপদিষ্টবেদান্তাদিশাস্ত্র বাক্যেষু বিশ্বাসী, শমদমাদিমান্ অস্য—শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্য-প্রতিপাদিতস্য শ্রবণাদি ধর্ম্মস্য অধিকারী।

এবং ক্রমপ্রাপ্তং সম্বন্ধং নিরূপয়ন্তি—সম্বন্ধেতি। বাচ্য বাচক ভাবঃ সম্বন্ধঃ। বাচ্যস্তু—সুখচিদ্‌ঘনঃ স্বয়ং ভগবান্ স্বসঙ্কল্পায়ত্ত বিচিত্রাজগতুদয়াদি হেতু ব্রহ্মাদি সংচিন্ত্যচরণঃ নিরবদ্য-বিশুদ্ধানন্তগুণগণালঙ্কৃতঃ অচিন্ত্যানন্তশক্তি সমন্বিতঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ পুরুষোত্তমঃ শ্রীগোবিন্দঃ। বাচকঃ—বেদ বেদান্ত উপনিষদ গীতা শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রঃ, তদনুগত-স্মৃতি-পুরাণাদিশ্চ।

অথ বিষয়ং নিরূপয়ন্তি—বিষয়েতি। নিরবদ্যো নিখিল হেয় প্রত্যনীক কল্যাণগুণগণমহোদধিঃ, নিয়তিশয়ৌজ্জ্বল্য-সৌগন্ধ্য-সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-লাবণ্য-যৌবনাদ্যনন্ত গুণনিধি দিব্যরূপঃ, স্বোচিত বিবিধ

ব্যক্তি মহৎ সঙ্গাদি জাত সংস্কার বিশেষরূপে অনির্ব্বাচ্য অতি ভাগ্যফলে শ্রীগোবিন্দদেবের সেবায় ভক্তি-মার্গে শ্রদ্ধাবান্ হয়েন, অথচ ভক্তিমার্গে অতি আসক্তও হইতে অসমর্থ তিনিই বেদান্তাদি শাস্ত্রোক্ত ভক্তি-মার্গের অধিকারী। শ্রীমদাচার্য্যদেব 'অতি ভাগ্যের' অর্থ করিয়াছেন মহৎ সঙ্গাদি জাত সংস্কার বিশেষের দ্বারা। অতএব ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগের দ্বারা যাঁহার হৃদয় নির্ম্মল হইয়াছে, যিনি সাধুসঙ্গে শ্রীভগবৎ কথা শ্রবণলোভী, শ্রীগুরুদেবের দ্বারা উপদিষ্ট বেদান্ত, শ্রীভাগবত, শ্রীগীতাদি শাস্ত্র বাক্যে বিশ্বাসী, শম দমাদি যুক্ত এই শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্য প্রতিপাদিত শ্রবণাদি ধর্ম্মের অধিকারী। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বর্ণনা করেন—

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যাঁর। উত্তম অধিকারী তিঁহো তারয়ে সংসার॥

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত 'সম্বন্ধ' নিরূপণ করিতেছেন—সম্বন্ধ ইত্যাদির দ্বারা। বাচ্য বাচকভাব সম্বন্ধ। বাচ্য—অর্থাৎ সুখ চিদঘন স্বয়ং ভগবান্, স্বসংকল্পায়ত্ত বিচিত্র জগদাদিসৃষ্ট্যাদির পরম কারণ, ব্রহ্মা শিবাদির চিন্তনীয় চরণারবিন্দ, নিরবদ্য-বিশুদ্ধ-অনন্ত-গুণগণালঙ্কৃত,অচিন্ত্য,অনন্ত শক্তিমান্, সচ্চিদানন্দঘন বিগ্রহ, পুরুষোত্তম —শ্রীগোবিন্দদেব। বাচক—বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, শ্রীগীতা, শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রসকল এবং তদনুগত স্মৃতি পুরাণ সকল। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বলেন—বেদাদি সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণ মুখ্য সম্বন্ধ। তার জ্ঞানে আনুসঙ্গে যায় মায়াবন্ধ॥ ২।২০।

অনন্তর শ্রীমদ্‌গোবিন্দভাষ্যের 'বিষয়' নিরূপণ করিতেছেন—"বিষয় ইত্যাদির দ্বারা। নিরবদ্য, নিখিল হেয় প্রত্যনিক, কল্যাণ গুণগণ মহোদধি, নিরতিশয় উজ্জ্বল, সুগন্ধ, সুন্দরতা, সুকুমারতা, লাবণ্য,

প্রয়োজনন্তু অশেষ দোষ বিনাশপুরঃসরস্তৎসাক্ষাৎকার ইত্যুপরি স্পষ্টং ভাবি। যস্যাং খলু বিষয়-সংশয় পূর্ব্বপক্ষ সিদ্ধান্ত সঙ্গতি ভেদাৎ পঞ্চন্যায়াঙ্গানি ভবন্তি।

বিচিত্রানন্তভোগ্য ভোগোপকরণ-ভোগস্থান-সমৃদ্ধানন্তাশ্চর্য্যানন্তমহাবিভবানন্ত পরিমাণ নিত্য নিরবদ্যাক্ষর পরব্যোম নিলয়ঃ, বিশুদ্ধানন্তগুণগণ নীরধিরচিন্ত্যানন্ত শক্তিমান্ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ পুরুষোত্তমঃ যশোদোৎসঙ্গ লালিতঃ শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু র্বন্ধুরাঙ্গঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ।

অথ ক্রমপ্রাপ্তং প্রয়োজনমাহুঃ—প্রয়োজনন্তু ইতি। তাদৃশোঽধিকারিণঃ পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিতাশেষ দোষঃ—তত্তু শ্রীভগবদ্বৈমুখ্যতা তৎ বিনাশ পুরঃসরঃ শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ বরিবস্যানন্দ লাভঃ। এতৎ সর্ব্বং তু উপরি যথাস্থলে স্পষ্টং ভাবি।

অথাস্য শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রস্য বোধসৌকর্য্যার্থং বিষয়াদি ন্যায়াঙ্গপঞ্চকেন বিবৃণ্বন্তি—যস্যামিতি। যস্যাং চতুর্লক্ষণ্যাং (বাদরায়ণ সূত্রে) বিষয়-সংশয় পূর্ব্বপক্ষ-সিদ্ধান্ত-সঙ্গতি, ভেদাৎ পঞ্চ ন্যায়স্য-অধিকরণস্য অঙ্গানি অবয়বানি ভবন্তীতি। ন্যায়োঽধিকরণমিতি।

তচ্চ—বিষয়ো বিশয়শ্চৈব পূর্ব্বপক্ষস্তথোত্তরম্। নির্ণয়শ্চেতি পঞ্চাঙ্গং শাস্ত্রেঽধিকরণং স্মৃতম্॥ এবমধিকরণং নিরূপ্য তস্যাধিকরণস্যাদ্যঙ্গং বিষয়ং নিরূপয়ন্তি। বিষয়ো—বিচারযোগ্যবাক্যং, বিষয়ত্বঞ্চ—প্রকৃতাধিকরণঘটকীভূত সংশয় বিশেষ্যত্বম্। যথা—আত্মা বা অরে! দ্রষ্টব্যঃ” “বেদৈশ্চসর্ব্বৈরহমেব”।

যৌবনাদি অনন্ত গুণনিধি দিব্যরূপ, নিজব্যবহার যোগ্য বিবিধ বিচিত্র অনন্ত ভোগ্যবস্তু, ভোগোপকরণ, ভোগস্থান, সমৃদ্ধ, অনন্ত আশ্চর্য্য অনন্ত মহাবিভব, অনন্ত পরিমাণ নিত্য নিরবদ্য অক্ষর পরব্যোম নিলয়, বিশুদ্ধ অনন্ত গুণগণরত্নাকর, অচিন্ত্য অনন্ত শক্তিমান্, সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, পুরুষোত্তম, শ্রীযশোদাক্রোড়-লালিত, শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু, ললিতত্রিভঙ্গ শ্রীগোবিন্দদেব।

অনন্তর ক্রমপ্রাপ্ত “প্রয়োজন” নিরূপণ করিতেছেন—“প্রয়োজন” ইত্যাদির দ্বারা। পূর্ব্বকথিত অধিকারির পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মার্জিত অশেষ দোষ, অর্থাৎ সেই দোষ শ্রীভগবদ্ বিমুখতা, তাহা বিনাশ করতঃ শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ সেবানন্দ লাভ সাধকের পরম প্রয়োজন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণিত আছে—“সেই প্রেমা প্রয়োজন সর্ব্বানন্দ ধাম॥” ২।২৩।

অনন্তর এই শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রের সুষ্ঠুরূপে বোধের নিমিত্ত বিষয়াদি ন্যায়াঙ্গ পঞ্চকের দ্বারা বিবৃত করিতেছেন—যাহাতে ইত্যাদির দ্বারা। যে চতুর্লক্ষণীতে শ্রীবাদরায়ণসূত্রে বিষয়, সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি ভেদে পঞ্চন্যায়ের অর্থাৎ অধিকরণের অঙ্গ বা অবয়ব বিদ্যমান আছে। ন্যায় অর্থাৎ অধিকরণ। তাহা বিষয়, বিশয় বা সংশয়, পূর্ব্বপক্ষ, উত্তর এবং নির্ণয় এই পঞ্চাঙ্গকে শাস্ত্রে অধিকরণ বলে। এই প্রকারে অধিকরণ নিরূপণ করতঃ, সেই অধিকরণের প্রথম অঙ্গ বিষয় নিরূপণ করিতেছেন—

ন্যায়োঽধিকরণম্, বিষয়ো বিচারযোগ্যবাক্যম্, সঙ্গতিরিহ শাস্ত্রাদিবিষয়তয়া বহুবিধাপি ন

সংশয়াস্তাবৎ—একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধ নানার্থ বিমর্শঃ। ইতি শ্রীকেশবমিশ্রাঃ। যথা—একস্মিন্নেব হি পুরোবর্ত্তিনি দ্রব্যে স্থাণুত্বনিশ্চায়কং বক্র-কোটরাদিকং, পুরুষত্বনিশ্চায়কঞ্চ শিরঃ পাণ্যাদিকং বিশেষমপশ্যতঃ স্থাণু-পুরুষয়োঃ সমানধর্ম্মমূর্দ্ধত্বাদিকঞ্চ পশ্যতঃ পুরুষস্য ভবতি সংশয়ঃ, 'কিময়ং স্থাণুর্ব্বা পুরুষো বা ইতি। তথা একস্মিন্নেব "মোক্ষ" ইতি শব্দে ভবতি সংশয়ঃ। অধীতবেদস্য পুরুষস্য ধর্ম্মাচরণেন মোক্ষো ভবেৎ ? অথবা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তদারাধনেনেতি ?

যদ্বা সংশয়রহিতস্য পদার্থস্য জিজ্ঞাসা ন ভবতি, ব্রহ্ম তু পরিনিষ্পন্নবস্তুরতো ব্রহ্ম বিষয়ে সংশয়ো ন ভবতি সুতরাং চতুর্ল্লক্ষণ্যাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা ন বা ইতি।

এবং প্রতিকুলোঽর্থঃ পূর্ব্বপক্ষঃ। ধর্ম্মাচরণৈব অক্ষয়স্বর্গফল-প্রাপ্তেঃ কিং ব্রহ্মজিজ্ঞাসয়া ইত্যেবং রূপম্।

তথা—সিদ্ধান্তং কথয়ন্তি—সিদ্ধান্তেতি। প্রমাণিকত্বেনাভ্যুপগতোঽর্থঃ সিদ্ধান্তঃ। অথবা—পূর্ব্বপক্ষং নিরস্য সিদ্ধপক্ষ স্থাপনম্। তচ্চতুর্ব্বিধম্—সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত-প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্ত-অধিকরণসিদ্ধান্ত-অভ্যুপগমসিদ্ধান্ত ভেদাৎ।

বিচারযোগ্য বাক্যকে বিষয় বলে, বিষয়ত্ব অর্থাৎ প্রকৃত অধিকরণঘটকীভূত সংশয়বাক্যের বিশেষ্যত্ব। যেমন—'অরে মৈত্রেয়ি! আত্মা দ্রষ্টব্য' সকল বেদের দ্বারা আমি বেদ্য বা জানিবার বস্তু।

সংশয়—একটি ধর্ম্মীবস্তুতে বিরুদ্ধ নানাপ্রকার বিবেচনা, এই প্রকার শ্রীকেশবমিশ্র বলিয়াছেন! যেমন—কোন একটি নিকটবর্ত্তী দ্রব্যে স্থাণুত্ব নিশ্চয়কারী বক্রকোটরাদি, এবং পুরুষত্ব নিশ্চয়কারী মস্তক পদাদি বিশেষ কিছু না দেখিয়া স্থাণুর ধর্ম্ম ও পুরুষের ধর্ম্ম সমান উর্দ্ধত্বাদি দেখিয়া মানবের যেমন সংশয় যয়—'এইটি কি স্থাণু (শাখা প্রশাখা রহিত বৃক্ষ) অথবা কোন পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে ? সেই প্রকার একটি মাত্র 'মোক্ষ' শব্দে সংশয় হয়। বেদাদি অধ্যয়নকারি পুরুষের ধর্ম্ম আচরণের দ্বারা মোক্ষ লাভ হইবে ? অথবা ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক তাঁহার আরাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইবে ?

অথবা—সংশয় রহিত পদার্থের জিজ্ঞাসা করা সম্ভব হয় না। ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্ন সিদ্ধবস্তু, সুতরাং ব্রহ্মবিষয়ে কোন প্রকার সংশয় নাই। অতএব চতুর্ল্লক্ষণী ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ? কি না ?

প্রতিকূল অর্থের নাম পূর্ব্বপক্ষ। বৈদিক ধর্ম্মাচরণের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গসুখ ফলপ্রাপ্তি হেতু শ্রবণ করা যায়, সুতরাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিয়া কি ফল হইবে ? এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ।

অতঃপর সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—প্রামানিক রূপে যে অর্থ অধিগত হওয়া যায় তাহাকে সিদ্ধান্ত বলে। অথবা—পূর্ব্বপক্ষ নিরসন করিয়া সিদ্ধপক্ষ স্থাপনকে সিদ্ধান্ত বলে। সেই সিদ্ধান্ত চতুর্ব্বিধ—সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত, প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত, অধিকরণসিদ্ধান্ত ও অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত।

বিতারতে বিষয়াবগতৌ স্বয়মেব বিদ্যোতনাৎ।

যথা সর্ব্বতন্ত্রাবিরুদ্ধঃ সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। তথাহি—সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্" ছা০ ৬।২।১। একশাস্ত্র এব সিদ্ধঃ প্রতিতন্ত্রসিদ্ধান্তঃ। যথা—জীবস্যাণুত্বম্—মু০৩।১।৯ এষোঽণুরাত্মা" এবং যস্য হেতোঃ পক্ষস্য বা সিদ্ধৌ—অন্যস্যানুক্তস্যাপি সিদ্ধির্ভবতি সোঽধিকরণ সিদ্ধান্তঃ। যথা—বৃ০ ৪।৪।২২ এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিঃ" অত্র সর্ব্বেশ্বরঃ—কথনেন সর্ব্বেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং নিয়ামকঃ সিদ্ধ্যতি। যদ্বা—কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" শ্রীভা০ ১।৩।২৮। অত্র উক্তানুক্তানাং সর্ব্বেষামবতারাণাং অবতারিত্বং স্বয়ং ভগবতত্বঞ্চ শ্রীকৃষ্ণস্য গম্যতে, ইতি অধিকরণ সিদ্ধান্তঃ। শাস্ত্রে সাক্ষাদনুক্তস্য সামর্থ্যাদভ্যুপগতিরভ্যুপগম সিদ্ধান্তঃ। যথা—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীরাধায়াঃ সাক্ষাদনুক্তত্বেঽপি শব্দসামর্থ্যাদভ্যুপগম্যতে। যথা—শ্রীভা০ ১০।৩০।২৮ অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ ইতি।

এবং সিদ্ধান্তং নিরূপ্য ক্রমপ্রাপ্তং সঙ্গতিং নিরূপয়ন্তি— সঙ্গতিরিতি। পূর্ব্বোত্তরয়োরর্থয়োরবিরোধঃ সঙ্গতিঃ। বিস্তাররূপাস্তু-শাস্ত্রসঙ্গতিঃ-অধ্যায়সঙ্গতিঃ-পাদসঙ্গতিশ্চ। শাস্ত্রসঙ্গতিঃ—তত্র নিখিলে শাস্ত্রে

১। যাহা সকল শাস্ত্রের অবিরুদ্ধ তাহাকে সর্ব্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত বলে। যেমন—হে সৌম্য সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় সৎ বস্তুই ছিল।

২। যাহা একটিমাত্র শাস্ত্রে সিদ্ধ আছে তাহা প্রতিতন্ত্র সিদ্ধান্ত। যেমন জীবের অণুত্ব ন্যায়াদি শাস্ত্রে স্বীকার করে না, কিন্তু বেদান্তশাস্ত্রে করেন, এই জীবাত্মা অণু।

৩। এবং যাহার হেতুর বা পক্ষের সিদ্ধ হইলে অন্য অনুক্ত বস্তুরও সিদ্ধ হয় তাহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলে। যেমন—ইনি সর্ব্বেশ্বর, ইনি ভূতাধিপতি। এইস্থলে 'সর্ব্বেশ্বর' কথন হেতু ব্রহ্মা শিবাদিরও নিয়ামক সিদ্ধ হইতেছে।

অথবা—শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। এই স্থলে উক্ত অনুক্ত সকল অবতারগণের অবতারিত্ব এবং স্বয়ং ভগবতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণের সিদ্ধ হয়। ইহাকে অধিকরণ সিদ্ধান্ত বলে।

৪। শাস্ত্রে সাক্ষাৎভাবে কথিত না হইলে শব্দসামর্থ্য হেতু যাহা অবগত হওয়া যায় তাহাকে অভ্যুপগম সিদ্ধান্ত বলে। যেমন—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীরাধার নাম সাক্ষাৎভাবে কথিত না হইলেও শব্দসামর্থ্যহেতু অভ্যুপগম হয়, অর্থাৎ স্বীকার করিতে হয়। যেমন—এই গোপীকর্ত্তৃক নিশ্চিতরূপে শ্রীভগবান্ আরাধিত হইয়াছেন।

এইভাবে সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিয়া ক্রমপ্রাপ্ত সঙ্গতি নিরূপণ করিতেছেন—পূর্ব্ব ও পর অর্থের অবিবোধকে সঙ্গতি বলে। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই সঙ্গতি শাস্ত্রাদি বিষয় বহুবিধ বলিয়া বিস্তার করেন নাই। সঙ্গতির বিস্তাররূপ এই প্রকার—শাস্ত্রসঙ্গতি, অধ্যায় সঙ্গতি এবং পাদসঙ্গতি। "নিখিল শাস্ত্রে সপরিকর ব্রহ্মকে বিচার করিবে।" ইহাই শাস্ত্রসঙ্গতি। বেদান্ত শাস্ত্রের প্রথম অধ্যায়ে 'সকল

ইত্যেবং স্থিতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণং তাবৎ প্রবর্ত্ততে।

১ ॥ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণম্।

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পেসুখমস্তি ভূমৈবসুখং ভুমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যমিতি,

---

ব্রহ্মৈব সপরিকরং বিচার্য্যমিতি। অধ্যায়সঙ্গতিস্তু—তত্র প্রথমে লক্ষণে—অধ্যায়ে "সর্ব্বেষাং বেদানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ" ইতি। এবং পাদসঙ্গতিস্তু প্রতিপাদং দর্শিতাঽস্তি। পূর্ব্বোত্তরাধিকরণয়োর্ম্মিথোঽবান্তর সঙ্গতয়শ্চ ষট্ সম্ভবন্তি। যথা—আক্ষেপসঙ্গতিঃ, দৃষ্টান্ত সঙ্গতিঃ, প্রতিদৃষ্টান্তসঙ্গতিঃ প্রসঙ্গসঙ্গতিঃ, উপোদ্-ঘাতসঙ্গতিঃ, অপবাদ সঙ্গতিশ্চেতি। এতা যথাস্থলং ব্যঞ্জয়িষ্যামঃ।

বিষয়াবগতৌ—শাস্ত্রাধ্যায় পাদানাং অধিকরণানাঞ্চার্থ—প্রতীতৌ সত্যাং স্বয়মেব বিদ্যোতনাৎ স্ফুরণাৎ, তত্র স্বয়মেব জ্ঞানং ভবিতা;

অথ একত্রিংশৎ সূত্রস্য—একাদশাধিকরণক প্রথমাধ্যায়স্য প্রথম পাদস্য ব্যাখ্যামরভন্তে—ইত্যে-বমিতি। ইত্যেবং অধিকার্য্যাদি নির্ণয়ে কৃতে সতি শ্রীবাদরায়ণকৃত-চতুর্ল্লক্ষণ্যাঃ প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদস্য প্রথমাধিকরণমারভন্তে তত্—ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণং প্রবর্ত্ততে।

বিষয়—আদৌ তাবৎ ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণস্য বিষয়বাক্যম্। "যো বৈ ভূমা" ইতি। ছান্দোগ্যে সপ্তমাধ্যায়ে শ্রীনারদেন শ্রীসনৎকুমারং প্রতি আত্মতত্ত্বং পৃষ্টঃ। প্রসঙ্গতঃ শ্রীসনৎকুমারেণোক্তম্—হে নারদ! যদা বৈ মানবঃ সুখং লভতে তদা কৃতার্থো ভবতি, অতঃ সুখমেব বিজিজ্ঞাসিতব্যং ত্বয়েতি শেষঃ। পুনঃ

বেদের পরব্রহ্মে সমন্বয়' ইহাকে অধ্যায়সঙ্গতি বলে। প্রতি পাদে "পাদসঙ্গতি" প্রদর্শিত হইবে।

পূর্ব্বোত্তর ও অধিকরণের পরস্পর অবান্তর সঙ্গতি ষড়্‌বিধ, যেমন—আক্ষেপসঙ্গতি, দৃষ্টান্তসঙ্গতি, প্রতিদৃষ্টান্তসঙ্গতি, প্রসঙ্গসঙ্গতি উপোদ্‌ঘাতসঙ্গতি ও অপবাদ সঙ্গতি, এই সকল সঙ্গতি যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। বিষয়াবগতিতে—অর্থাৎ শাস্ত্র, অধ্যায় পাদ অধিকরণ সঙ্গতির অর্থ প্রতীতি হইলে স্বয়ং অন্যান্য সঙ্গতি সকল স্ফুরণ হইবে এবং তাহার জ্ঞানও স্বয়ং হইবে।

অনন্তর একত্রিশ সূত্রযুক্ত একাদশ অধিকরণ যুক্ত প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিতেছেন - ইত্যেবং ইত্যাদির দ্বারা। এই প্রকার অধিকারী প্রভৃতি নির্ণয় করা হইলে পরে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ কৃত চতুর্ল্লক্ষণী ব্রহ্মসূত্রের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদের প্রথম অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, তাহা 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ' আরম্ভ করিতেছেন।

বিষয়—প্রথমতঃ ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অধিকরণের বিষয় বাক্য নির্ণয় করিতেছেন—যিনি ভূমা তিনি সুখস্বরূপ, অল্পে সুখ নাই, ভূমা বস্তুই সুখ, সেই ভূমাকে জিজ্ঞাসা করিবে। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারের প্রতি আত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রশ্ন করেন। প্রসঙ্গতঃ শ্রীসনৎকুমার

ছা॰ ৭।২৩।১। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি!

শ্রীনারদেন সুখস্বরূপে পৃষ্টে সতি শ্রীসনৎকুমারস্তমাহ—যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্।

ভূমা ইতি—"অনেক সর্ব্বেশ্বরস্য সংসারহরঃ……বহো র্ভূঃ নৌ ইষ্টে ইমনৌ ঈয়সৌ চেত্যর্থঃ" হ॰ না॰মৃ॰ ৪।৫৪৬, ইতি, 'ইমন্' প্রত্যয়ে বহুশব্দস্য ভূরাদেশে ভূমা ইতি, হে নারদ! যো ভূমা বিপুলসুখরূপঃ শ্রীহরিঃসাজিজ্ঞাস্যঃ। বিশেষমাহ—নাল্পে—শ্রীহরিং বিনা অন্যত্র জীবাদৌ বিপুলসুখং নাস্তি যতস্তেষাং সুখস্য মাত্রয়া—জীবনধারণ শ্রবণাৎ—আনন্দস্যমাত্রামুপজীবন্তি" ইতি। শ্রীগী॰ ৬।২২—"যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। ইত্থং সামবেদোক্ত ছান্দোগ্যোপনিষদি বিষয়মুক্ত্বা শুক্লযজুর্ব্বেদীয়োপনিষদি বিষয়মাহুঃ—আত্মা" ইতি।

যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ। একদা যাজ্ঞবল্ক্যশ্চতুর্থাশ্রমং জিগমীসুর্মৈত্রেয়ীং প্রাহ—হে মৈত্রেয়ি! অনয়া কাত্যায়ন্যা সহ বিভাগং করোমীতি। মৈত্রেয়ী প্রাহ—ভো ভগবন্! পৃথিবীপূর্ণবিত্তেন কিমহং অমৃতা—সংসারবন্ধনাৎ মুক্তা স্যাম্? যেন বিত্তাদিনা মুক্তা ন স্যাম্ তেন কিম্? অতো মাং মুক্ত্যর্থং যদ্ ভবতি তৎ কথয়তু ইতি। এবং তয়া উক্তে যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—অরে মৈত্রেয়ি! বক্ষ্যমান মহিমাবিশিষ্টমাত্মপরোক্ষ জ্ঞানমেব-মোক্ষসাধনমিতি, আত্মা পরেশঃ, শ্রীপ্রমেয়-

---

বলিলেন—হে নারদ! যখন মানব সুখলাভ করে তখন কৃতার্থ হয়। অতএব তুমি সুখকেই জিজ্ঞাসা কর।

পুনঃ শ্রীনারদ কর্ত্তৃক সুখরূপকে জিজ্ঞাসা করা হইলে শ্রীসনৎকুমার তাঁহাকে বলিলেন—যিনি ভূমা তিনি সুখস্বরূপ। ইমন্ প্রত্যয় পরে থাকিলে 'বহু' শব্দের স্থানে 'ভূ' আদেশ হয়। হে নারদ! যিনি ভূমা অর্থাৎ বিপুল সুখরূপ শ্রীহরি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন—অল্প অর্থাৎ জীবাদিতে বিপুল সুখ নাই, যে হেতু তাহাদের সুখের একটি মাত্রায় ক্ষুদ্রবিন্দুতে জীবনধারণ করার কথা শ্রবণ করা যায়। শ্রুতি বলেন—জীব সকল আনন্দের একটি মাত্রায় জীবন ধারণ করে। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন হে পার্থ! যে সুখস্বরূপ আমাকে লাভকরতঃ তাহা হইতে আর কোন বস্তুকে অধিক বলিয়া মনে করে না। এই রূপে সামবেদোক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে 'বিষয়' বর্ণন করতঃ শুক্লযজুর্বেদীয় বৃহদারণ্যকে বিষয়' বলিতেছেন—অরে মৈত্রেয়ি! আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য।

মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দুইটি ভার্য্যা মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। একদা মহর্ষি চতুর্থাশ্রমে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া মৈত্রেয়ীকে বলিলেন—হে মৈত্রেয়ি! তোমাকে এই কাত্যায়ণীর সহিত পৃথক্ করিয়া দিব। মৈত্রেয়ী বলিলেন—হে দেব! এই পৃথিবীপূর্ণ অর্থের দ্বারা অমৃত—সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিব? যে বিত্তাদির দ্বারা মুক্ত হইব না সেই বিত্তের দ্বারা কি কার্য্য সিদ্ধ হইবে? সুতরাং আমাকে মুক্তির নিমিত্ত যাহা হইবে তাহা বর্ণনা করুন। এই প্রকার মৈত্রেয়ী জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীযাজ্ঞবল্ক্য

(বৃ॰ ২ ৪।৫ ইতি চ শ্রূয়তে। নিদিধ্যাসিতব্যো জিজ্ঞাসিতব্যঃ।

রত্নাবল্যাম্—১।১১—"বিজ্ঞান সুখরূপত্বমাত্মশব্দেন বোধ্যেতে। অনেন মুক্ত গম্যত্বং বুৎপত্তেরিতি তদ্ বিদঃ॥ অত্যতে লভ্যতে মুক্তৈরয়মাত্মা, অততেঃ কর্ম্মণি মনিপ্। যস্মাৎ পতিজায়াদীনাং প্রিয়ত্বং যৎ সঙ্কল্পায়ত্বং তস্মাত্তস্য পরেশস্যানুগ্রহায় পরেশো দ্রষ্টব্যঃ।

দ্রষ্টব্যো দর্শনার্হো দর্শনবিষয়মাপাদয়িতব্যঃ। শ্রোতব্যঃ পূর্ব্বাচার্য্যতঃ শাস্ত্রতশ্চ শ্রবণীয়ঃ। পশ্চান্মন্তব্যঃ, শ্রুতিযুক্তি সম্মতস্তর্কঃ কর্ত্তব্যঃ। তদনন্তরং নিদিধ্যাসিতব্যঃ, অয়ং পরেশঃ শ্রীগোবিন্দঃ অপারকরুণাবরুণালয়ো মাং অবশ্যমেব কৃপয়িষ্যতীতি নিশ্চয়েন ধ্যাতব্যঃ। শ্রীভা॰ ১০।১৪।৫৪, "তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্ব্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেচ্চরাচরম্॥ তস্মাৎ আত্মা এব প্রিয়তমত্বাৎ নিদিধ্যাসিতব্যো জিজ্ঞাসিতব্যঃ। শ্রীভাগবতে—২।৯।৩৫—"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ। এবং জিজ্ঞাসাধিকরণস্য বিষয়ং নিরূপিতম্।

বলিলেন—হে মৈত্রেয়ি! বক্ষ্যমাণ মহিমাযুক্ত আত্মার পরোক্ষ জ্ঞানই মোক্ষ সাধন। আত্মা—অর্থাৎ পরেশ। প্রমেয়রত্নাবলী বর্ণনা করিয়াছেন—আত্মা শব্দে বিজ্ঞান সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে বোধ করায়। এই আত্মা মুক্তগণ লাভ করে। জীবন্মুক্তগণ যাঁহাকে প্রাপ্ত করে তাঁহাকে আত্মা বলা হয়। যেহেতু পতি জায়া প্রভৃতির প্রিয়তা যাঁহার সঙ্কল্প অধীন, সুতরাং সেই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দবেবের অনুগ্রহের নিমিত্ত পরেশকে দর্শন করিবে।

দ্রষ্টব্য অর্থাৎ দর্শনার্হ, দর্শনের বিষয় করা উচিত। শ্রোতব্য—পূর্ব্বাচার্য্যগণের নিকট হইতে ও শাস্ত্র হইতে শ্রবণ করা কর্ত্তব্য। শ্রবণ করার পর মন্তব্য—শ্রুতিযুক্তি সম্মত তর্ক করা কর্ত্তব্য। তদনন্তর নিদিধ্যাসিতব্য—এই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব অপার করুণা-বরুণালয় সুতরাং তিনি অবশ্যই আমাকে কৃপা করিবেন" এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া ধ্যান করণীয়। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণিত আছে—কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥ ২।২৩॥

অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিলেন—হে রাজন্! অতএব সকল দেহধারি জীবগণের আত্মা পরেশ পরম প্রিয়তম এবং তাঁহার সেবার নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হয়। সুতরাং আত্মাই পরম প্রিয়তম হওয়া হেতু তাঁহাকে নিদিধ্যাসিতব্য অর্থাৎ জিজ্ঞাসিতব্য—জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

অতএব শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসু সাধকের শ্রীগুরুদেবের নিকটে এই শ্রীগোবিন্দদেবের রূপ, গুণ, লীলাদি জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। এই প্রকার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা অধিকরণের 'বিষয়' নিরূপণ করা হইল।

ইহ ভবতি সংশয়ঃ অধীত বেদস্য পুংসো ধর্ম্মজ্ঞস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তা ন বেতি। "অপাম সোমমৃতা অভূম" "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ সুকৃতং ভবতি" ইত্যাদিষু

সংশয়—এবং জিজ্ঞাসাধিকরণস্য বিষয়ং নিরূপ্য সংশয়ং কথয়ন্তি—ইহেতি। অস্মিন্ শ্রুতিবাক্যে জিজ্ঞাসা উক্তা তত্তু অধীত বেদস্য বিদুষঃ পুরুষস্য যো ধর্ম্মজ্ঞো ভবতি তস্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্তা ন বা। ধর্ম্মজ্ঞস্যেতি—অশ্বমেধাদি-নিশ্চিতকর্ম্মণা ফলাবশ্যম্ভাবিত্বেন নিশ্চিত ধর্ম্মজ্ঞস্য। তস্য পরমসুখ স্বরূপং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা উচিতমনুচিতং বা, ইতি সংশয়ঃ, এবমেকস্মিন্ জিজ্ঞাসাধর্ম্মিনি জিজ্ঞাস্যমজিজ্ঞাসং বা ইতি লক্ষণসঙ্গতিঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র সংশয়ে জাতে মীমাংসকাঃ পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি—অপাম ইতি। সোমমিতি—সোম-লতা রস পানাঙ্গক-যাগ বিশেষঃ। তচ্চ ব্রহ্মবৈবর্ত্তে শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ডে—৬০ অ০, নারদ উবাচ—

সোমযাগ বিধানঞ্চ ব্রূহি মাং মুনিসত্তম। কথং তং কারয়ামাস গুরুশ্চ কিং ফলং পরম্॥

শ্রীনারায়ন উবাচ—

ব্রহ্মহত্যা প্রশমনং সোমযাগ ফলং মুনে। বর্ষং সোমলতা পানং যতমনাঃ করোতি চ॥

বর্ষমেকং ফলং ভুঙ্‌ক্তে বর্ষমেকং জলং মুদা। ত্রৈবার্ষিকমিদং যাগং সর্ব্বপাপ প্রণাশনম্॥

সংশয়—এই ভাবে জিজ্ঞাসা অধিকরণের 'বিষয়' নিরূপণ করতঃ সংশয় কহিতেছেন—'ইহ' ইত্যাদির দ্বারা। উপর্য্যুক্ত দুইটি শ্রুতি বাক্যে 'জিজ্ঞাসা করিবে' বলা হইয়াছে, তাহা যে পুরুষ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে বিদ্বান্ এবং ধর্ম্মজ্ঞ তাহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা উচিত অথবা অনুচিত? ধর্ম্মজ্ঞের—অর্থাৎ অশ্বমেধ আদি নিশ্চিত কর্ম্মের দ্বারা ফল অবশ্যই লাভ করিব এই প্রকার নিশ্চয়বুদ্ধি যুক্ত যে ধর্ম্মজ্ঞ, সেই ধর্ম্মজ্ঞের পরম সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য অথবা অকর্ত্তব্য? এই প্রকার সংশয়।

এই প্রকার জিজ্ঞাসা ধর্ম্মযুক্ত ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ জিজ্ঞাস্য অথবা অজিজ্ঞাস্য? ইহা জিজ্ঞাসা লক্ষণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—উক্ত শ্রুতিবাক্যদ্বয়ে সংশয় উৎপন্ন হইলে মীমাংসকগন পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—'অপাম' ইত্যাদি দ্বারা। সোম অর্থাৎ সোমলতার রস পানাঙ্গক যাগবিশেষ। তাহা শ্রীব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ডে এই প্রকার কথিত আছে—

শ্রীনারদ কহিলেন—হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সোমযাগের বিধান আমার নিকটে বর্ণন করুন কি প্রকার অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহার শ্রীগুরুই বা কে? এবং সোমযাগের ফলই বা কি প্রকার?

শ্রীনারায়ণ কহিলেন—হে মুনে! সোমযাগের ফল ব্রহ্মহত্যাদি পাপের প্রশমন করে· যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সংযতচিত্ত হইয়া একবৎসর কাল সোমলতার রস পান করে, এক বৎসর কাল ফল ভক্ষণ করে এবং এক বৎসর কাল হর্ষ সহকারে জল পান করে, তাহাই সোমযাগ বলিয়া জানিবে। যাহার ঐশ্বর্য্যবৃদ্ধির

ধর্ম্মৈরমৃতত্বাক্ষয্যত্ব শ্রবণান্ন যুক্তেতি, পূর্ব্বস্মিন্ পক্ষে প্রাপ্তে ভগবান্ বাদরায়ণো ব্যাসঃ প্রারিপ্সিতস্য শাস্ত্রস্যাদিমং সূত্রমিদমবতারয়তি—

ওঁ ॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ওঁ ॥ ১।১।১।১।

যস্য ত্রৈবার্ষিকং ধান্যং নিহিতং ভৃতি বৃদ্ধয়ে। অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমর্হতি ॥

অনেন যাগেন সোমরসপানং কৃতে সতি সোঽমরত্বং লভতে। অমৃতা—মৃত্যুরহিতা মোক্ষ ইতি শেষঃ। অক্ষয্যং—চাতুর্ম্মাস্য যাজিনঃ ক্ষয়রহিতং সুকৃতং পুণ্যং ভবতীতি। তচ্চ নির্ণয়সিন্ধৌ—

আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে একাদশ্যামুপোসিতঃ। চাতুর্ম্মাস্য ব্রতং কুর্য্যাৎ যৎকিঞ্চিন্নিয়তো নরঃ ॥

শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা। দুগ্ধমাশ্বযুজে মাসি কার্ত্তিকে দ্বিদলং ত্যজেৎ ॥

তস্মাৎ চাতুর্ম্মাস্য ব্রত-পালনকারি-মানবোঽক্ষয়ং পুণ্যশালী ভবতীতি। অক্ষয়পুণ্যেন অক্ষয়ং স্বর্গলাভো ভবেদিতি ভাবঃ।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্থং সোমরসপানেন চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণেন চ কর্ম্মণা অক্ষয়মোক্ষরূপঃ স্বর্গলাভো ভবতীতি মীমাংসকানাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়ামনীহারূপপূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে, ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ প্রারিপ্সিতস্য—প্রারম্ভয়িতুমিচ্ছে ব্রহ্মসূত্রস্যাদিমং সূত্রমবতারয়তি—প্রকাশয়তীত্যর্থঃ।

নিমিত্ত তিন বৎসর কাল গৃহে ধান্য থাকিবে, অথবা তাহার অধিককাল বিদ্যমান থাকিবে সেই ব্যক্তি সোম-যাগের অধিকারী।

এই যাগের দ্বারা সোমরস পান করিলে পরে সে মানব অমরত্ব লাভ করে। অমৃত—অর্থাৎ মৃত্যুরহিত, 'মোক্ষ' ইহার যথার্থার্থ। অক্ষয়—চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনকারি মানব ক্ষয় রহিত সুকৃতিশালী হয়। এই ব্রত সম্বন্ধে নির্ণয়সিন্ধু নিবন্ধে এইপ্রকার বলিয়াছেন—

আষাঢ়মাসের শুক্লপক্ষে একাদশী তিথিতে উপবাস করিয়া চাতুর্ম্মাস্য ব্রত আরম্ভ করিবে এবং নিয়তমনা হইয়া নিয়ম সকল গ্রহণ করিবে, শ্রাবণ মাসে শাক ভক্ষণ করিবে না, ভাদ্র মাসে দধি ভক্ষণ নিষেধ, আশ্বিন মাসে দুগ্ধ ভক্ষণ বর্জ্জন করিবে। কার্ত্তিক মাসে দ্বিদল (ডাল) ভক্ষণ নিষেধ। অতএব চাতুর্ম্মাস্য ব্রত পালনকারী মানব অক্ষয় পুণ্যশালী হয়। অক্ষয় পুণ্যের দ্বারা অক্ষয় স্বর্গলাভ হয় ইহাই ভাবার্থ।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার সোমরস পান ও চাতুর্ম্মাস্য ব্রতাচরণ রূপ কর্ম্মদ্বারা অক্ষয় মোক্ষরূপ স্বর্গ-লাভ হয়, এই মীমাংসকগণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে অনীহা রূপ পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে, ভগবান্ শ্রীবাদ-রায়ণ নিজ অভিলষিত ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্র প্রকাশ করিতেছেন—অথ-সৎপ্রসঙ্গানন্তর মুক্তিলাভেচ্ছু সাধকের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

অথাতঃ শব্দাবত্রানন্তর্য্যহেতুভাবয়োর্ভবতঃ। অথ অনন্তরং অতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

"অথ" ইত্যাদি—অত্র 'অথ' শব্দস্য বহবোঽর্থাঃ সন্তি যথাহ—অমরঃ—৩।৩।২৪৭, "মঙ্গলানন্তরারম্ভ প্রশ্নকাৎস্ন্যেষ্বথো অথ॥ এবঞ্চ পরপক্ষে—১মাধ্যায়ে—"অর্থান্তর-মঙ্গল-অধিকারারম্ভানন্তর্য্য ভেদাৎ। তত্র 'অথ' শব্দো ন অর্থান্তর পরঃ, উপক্রম বাক্যত্বাৎ, পূর্ব্বনির্ব্বচনাদ্ ব্যাখ্যান্তর কথনমর্থান্তরম্, যথা মায়া রমায়া ধবঃ স্বামী মাধবঃ। অথবা মধুবংশে ভবো মাধবঃ, ইতি। স চাত্র ন সম্ভবেৎ পূর্ব্বনির্ব্বচনাভাবাৎ। নাপি মঙ্গলার্থঃ—স্বয়মেব শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ প্রত্যাখ্যাষ্যন্তে 'নন্বু' ইত্যাদিনা। নাপ্যধিকারঃ—নন্বু মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিনা "অথ শব্দানুশাসনম্" অত্র "অথ" শব্দস্যাধিকারার্থঃ স্বীকৃতং, তদ্বদত্রাপি "অথ" শব্দস্যাধিকারার্থো ভবতু ইত্যাশঙ্কানিদানম্।

তস্মাৎ শব্দবদত্র ব্রহ্মণোঽধিকার্য্যত্বাভাবাৎ। আরম্ভপরত্বে বেদান্তস্যানাদিত্বহানিদোষঃ স্যাৎ। অতঃ পারিশেষ্যাদানন্তর্য্যার্থক এব ইতি সুতরাং "অথ" অত" শব্দৌ আনন্তর্য্য-হেতু ভাবৌ অর্থৌ ভবতঃ। দ্বৈতবাদগুরবস্তু—অথ শব্দো মঙ্গলার্থোঽধিকারানন্তর্য্যার্থশ্চ। ১।১।১।১, শুদ্ধাদ্বৈতিনস্তু—অতোঽনেক দোষদুষ্টত্বাদধিকারার্থ এব শ্রেয়ানিতি বদন্তি।

অত্র স্বয়মেব শ্রীমদ্ভাষ্যকারাঃ সূত্রাক্ষরাণি যোজয়ন্তি অথেতি। সূত্রস্বরূপঞ্চাহ—বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে

এই স্থলে অথ শব্দের বহুপ্রকার অর্থ আছে। অমরসিংহ বলেন—'অথ' শব্দে মঙ্গল, অনন্তর, আরম্ভ, প্রশ্ন কাৎস্ন্য এই সকল অর্থ হইবে। পরপক্ষ গিরিবজ্রকার শ্রীমাধবমুকুন্দদেব বলেন—অর্থান্তর, মঙ্গল, অধিকার, আরম্ভ, অনন্তর অথ শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে। 'অথ' শব্দ অর্থান্তরপর বাক্য নহে, কারণ 'অথ' উপক্রম বাক্য হওয়া হেতু। পূর্ব্বকথিত বাক্যের ব্যাখ্যান্তর কথনের নাম অর্থান্তর, যেমন মায়া—রমার ধব স্বামী মাধব। অথবা মধুবংশে ভব উৎপন্ন মাধব। এইরূপ সম্ভব হইবে না, কারণ 'অথ' শব্দের পূর্ব্বে কোন বাক্য কথিত হয় নাই। সুতরাং মঙ্গলার্থও অথ শব্দ নহে।

শ্রীমদ্ভাষ্যকার তাহা নিজেই প্রত্যাখ্যান করিবেন। অতএব অধিকার অর্থও অথ শব্দের হইবে না। যেমন মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি মুনি 'অথশব্দানুশাসন' এই স্থলে 'অথ' শব্দের অধিকার অর্থ স্বীকার করিয়াছেন, সেই প্রকার বেদান্ত শাস্ত্রেও অথ শব্দের অধিকার অর্থ হউক ইহাই শঙ্কার কারণ।

শব্দের সদৃশ ব্রহ্মের কোন অধিকার নাই, তিনি সর্ব্বব্যাপক। 'অথ' শব্দের আরম্ভ অর্থ স্বীকার করিলে নিত্যতা হানি দোষ হয়। অতএব পরিশেষে অনন্তর অর্থ-ই অথ শব্দের স্বীকার করা কর্ত্তব্য। সুতরাং 'অথ' ও 'অত' শব্দের অনন্তর এবং হেতু ভাব অর্থ হইবে।

দ্বৈতবাদ গুরু শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদ অথ শব্দের মঙ্গল, অধিকার, অনন্তর অর্থ স্বীকার করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদী শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ অনেক দোষদুষ্ট হেতু অথ শব্দের অধিকার অর্থ স্বীকার করা পরম শ্রেয় বলিয়াছেন।

যুক্তেত্যক্ষরযোজনা। বিধিনাধীতবেদস্যাপাততোঽধিগততদর্থস্যাশ্রম সত্যাদিভিশ্চ বিশুদ্ধসত্ত্বস্য

—"স্বল্পাক্ষরমসন্দিগ্ধং সারবদ্‌বিশতোমুখম্। অস্তোভমনবদ্যঞ্চ সূত্রং সূত্রবিদো বিদুঃ। কিং তদ্ বস্তু যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা, ইত্যপেক্ষায়ামথ শব্দস্যানন্তর্য্যার্থং স্বীকৃত্য স্বয়মেব বিবৃণ্বন্তি বিধিনা ইতি।

অত্র বিধিনা ইত্যনেন ব্রহ্ম-ক্ষত্র-বৈশ্যানামেব ত্রৈবর্ণিকানাং সাবীত্র্যসংস্কারানন্তরং ব্রহ্মচর্য্যপালন পূর্ব্বক গুরুগৃহে বাস, বিধিনা বেদাধ্যায়নস্য শ্রবণাৎ। শ্রীভা০ ১১।১৭।২২—"দ্বিতীয়ং প্রাপ্যানুপূর্ব্ব্যাজ্জন্মোপনয়নং দ্বিজঃ। বসন্ গুরুকুলে দান্তো ব্রহ্মাধীয়ীত চাহুতঃ॥ দ্বিজস্ত্রৈবর্ণিকঃ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। আপাততোঽধিগত বেদার্থঃ, ইতি বৃষ্টি-পুত্র-স্বর্গফলপ্রদঃ শ্রীবিষ্ণু প্রভৃতি দেবানাং কর্ম্মাঙ্গত্বরূপেন জ্ঞানম্। তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গঃ—তত্ত্বন্তু – শ্রীভা০ ১।২।১১, "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্" অন্যচ্চ—৫।১৯।৩০, "যদা হি মহাপুরুষ-পুরুষ প্রসঙ্গঃ" মহাপুরুষ পুরুষা বিষ্ণুভক্তাঃ তৈঃ প্রকৃষ্টঃ সঙ্গো যদা ভবতি তদা" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ব্রহ্মসূত্রের অক্ষর সকল স্বয়ং যোজনা করিতেছেন—অথ—অনন্তর অত ব্রহ্মজিজ্ঞাসা যুক্ত, অর্থাৎ করিবে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরশাস্ত্রে সূত্রের স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছন—যাহাতে সন্দেহ রহিত, অল্প অক্ষরযুক্ত, সার, বহুমুখী অস্তোভ এবং অনবদ্যত বিদ্যমান সূত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ তাহাকে সূত্র বলেন। সেইটি কি বস্তু? যাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, এই প্রশ্নের অপেক্ষায় 'অথ' শব্দের অনন্তর অর্থ স্বীকার করিয়া স্বয়ং শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বিবৃত করিতেছেন—বিধিনা ইত্যাদির দ্বারা। এই স্থলে 'বিধিনা' এই বাক্য দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ত্রৈবর্ণিকেরই সাবীত্র্য সংস্কারের পর ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্ব্বক গুরুগৃহে নিবাস এবং বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করা, ইহাই শ্রবণ করা যায়। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য গর্ভাধান আদি সংস্কারক্রমে যজ্ঞোপবীত সংস্কাররূপ দ্বিতীয় জন্মলাভ করিয়া গুরুকুলে নিবাস করিবে ও ইন্দ্রিয় সকল সংযত রাখিবে এবং আচার্য্য আদেশ করিলে বেদ অধ্যয়ন করিবে।

শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ 'দ্বিজ' শব্দের ত্রৈবর্ণিক অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য অর্থ স্বীকার করিয়াছেন, সুতরাং বিধিপূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করিয়া, আপাততঃ সামান্যরূপে বেদের অর্থ জানিয়া, আপাততঃ বেদার্থ অর্থাৎ—বৃষ্টি, পুত্র, স্বর্গফল প্রদায়ক, শ্রীবিষ্ণুভগবান্ ও অন্যান্য দেবতাগণকে কর্ম্মের অঙ্গরূপে—জ্ঞান। বর্ণাশ্রম সত্য শম দমাদি পালন দ্বারা বিশুদ্ধ হৃদয়, যিনি তত্ত্বজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণভক্তের সঙ্গলাভ করিয়াছেন তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গ—তত্ত্ব অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—তত্ত্ববিদ পণ্ডিতগণ যে অদ্বয় জ্ঞানস্বরূপ তাহাকে তত্ত্ব বলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে বর্ণনা আছে—অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥ ২।২০। অন্যত্র শ্রীমদ্ ভাগবতে বর্ণিত আছে—যখন শ্রীভগবানের ভক্তগণের সঙ্গলাভ হয়, তখন মায়াবন্ধন মুক্ত হইয়া

লব্ধতত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গস্য, "অথ" তৎ প্রসঙ্গানন্তরং. "অতঃ" কাম্যকর্ম্মাণি পরিমিতানিত্যফলানি,

তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণভক্তিমাত্র জীবিতানাং বৈষ্ণবানাং সবিধে শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গানন্তরমিতি "অথ" শব্দস্যার্থঃ। অতঃ শব্দস্য হেতুত্বমর্থঃ। অতঃ শব্দস্যার্থমাহ—কাম্যেতি। শ্রীকৃষ্ণসুখহেতুরহিতত্বে সতি স্বসুখবাসনাময়রূপত্বং কাম্যত্বং তৎ প্রযোজকানি যাগাদি জ্যোতিষ্টোমাদীনি কর্ম্মাণি তানি পরিমিতা অনিত্য-প্রাকৃত-স্বর্গাদিক্ষয়িষ্ণু ফলোৎপাদকান্যতো হেয়ানি। পক্ষান্তরে তু অক্ষয়ানন্তাপরিমিত—নিত্য অপ্রাকৃত, চিৎসুখ-ব্রহ্মস্বরূপং শ্রীগোবিন্দং জ্ঞানলভ্যং ইতি হেতুঃ, প্রত্যয়াৎ—জ্ঞানাৎ, কাম্যকর্ম্মগন্ধলেশোঽপি দূরতঃ পরিত্যাগপূর্ব্বকং চতুর্লক্ষণ্যা জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা ইত্যর্থঃ। যদাহুঃ শ্রীপরমাচার্য্যচরণাঃ—ভ°র°সি° ১।২।২২ "ভুক্তি মুক্তি স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ ॥

জ্ঞানলভ্যমিতি। তথাহি সিদ্ধান্তরত্নে—১।৩২, "ভক্তিরপি জ্ঞানবিশেষো ভবতীতি জ্ঞানত্ব সামান্যাৎ তমেবেতি বিদ্যৈবেতি ব্যপদেশঃ। জ্ঞান বিশেষে ভক্তিশব্দস্য প্রয়োগঃ কৌরববিশেষে পাণ্ডব শব্দবদ্ বোধ্যঃ। ভক্তিরূপেণ তু জ্ঞানবিশেষেণ স্নেহ-সৌন্দর্য্যাদি গুণাঞ্চিত যুবতি রত্নবদ্ ভগবদ্‌বশীকার প্রসাদপাত্রস্য তদঙ্ঘ্রি-বরিবস্যানন্দলক্ষণঃ পুরুষার্থো ভবতীতি। ১।৩৫।

ভক্তিযোগে শ্রীবাসুদেবকে মানব লাভ করে।

পূজনীয় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মহাপুরুষ-পুরুষ শ্রীবিষ্ণুভক্ত, তাঁহাদের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ যখন হইবে, তখন শ্রীভক্তিলাভ পূর্ব্বক ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উদয় হইবে। 'অথ' শ্রীভগবদ্ভক্ত প্রসঙ্গা-নন্তর। অতএব শ্রীকৃষ্ণভক্তি মাত্র জীবিত বৈষ্ণবগণের নিকট শ্রীকৃষ্ণকথা প্রসঙ্গানন্তর 'অথ' শব্দের অর্থ। 'অত' শব্দের অর্থ বলিতেছেন—কাম্য ইত্যাদির দ্বারা। কাম্যকর্ম্মসকল পরিমিত, অনিত্য ফলদান করে। অর্থাৎ—শ্রীশ্রীকৃষ্ণসুখহেতু রহিত এবং যে স্বসুখ বাসনাময় রূপ কর্ম্মের নাম কাম্য, কাম্য দ্বারা প্রযোজিত যাগাদি জ্যোতিষ্টোমাদি কর্ম্ম সকল, তাহারা পরিমিত, অনিত্য, প্রাকৃত স্বর্গাদি ক্ষয়িষ্ণু ফল উৎপাদন করে, অতঃ' তাহারা অত্যন্ত হেয়।

পক্ষান্তরে—অক্ষয়, অনন্ত, অপরিমিত, নিত্য, অপ্রাকৃত, চিৎসুখ ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব জ্ঞান—অর্থাৎ ভক্তিলভ্য অফুরন্ত সুখহেতু এই প্রকার জ্ঞান দ্বারা কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক, অর্থাৎ কাম্যকর্ম্মের গন্ধ লেশকেও দূর হইতে পরিত্যাগ পূর্ব্বক চতুর্লক্ষণী বেদান্তদর্শন জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে পরম পূজনীয় শ্রীমৎ পরমাচার্য্যদেব বলিয়াছেন—ভুক্তি মুক্তির স্পৃহা রূপা পিশাচী যাবৎ কাল সাধকের হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত শ্রীভক্তিসুখের অভ্যুদয় কি প্রকারে সম্ভব হয়।

জ্ঞানলভ্য বিষয়ে—শ্রীসিদ্ধান্তরত্নে—শ্রীভক্তিও জ্ঞানবিশেষ বলিয়া জানিবে, জ্ঞান সামান্য হেতু তাহাকে বিদ্যা বলা হইয়াছে। জ্ঞানবিশেষে শ্রীভক্তি শব্দের প্রয়োগ, কৌরব বিশেষে 'পাণ্ডব' শব্দের সদৃশ বুঝিতে হইবে। সাধকের শ্রীভক্তিরূপ জ্ঞানবিশেষের দ্বারা স্নেহ সৌন্দর্য্য গুণাবলী মণ্ডিতা

ব্রহ্মস্বরূপং তু জ্ঞানলভ্যমঙ্কয়ানন্তচিৎসুখং, নিত্যজ্ঞানাদিগুণকং, নিত্যসুখহেতুরিতি প্রত্যয়াৎ কাম্যকর্ম্ম প্রহাণপুরঃসরা চতুর্ল্লক্ষণ্যা জিজ্ঞাসা যুক্তেত্যর্থঃ।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা—ইতি, ব্রহ্মণো জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। (জ্ঞা-সন্-ভাবে-অ, আপ্) জ্ঞাতুমিচ্ছা জিজ্ঞাসা, অবগতি পর্য্যন্তং জ্ঞানং সন্ বাচ্যায়া ইচ্ছায়াঃ কর্ম্ম ফলবিষয়ত্বাদিচ্ছায়াঃ। তস্মাৎ 'ব্রহ্মণঃ' ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। যদাহুঃ—শ্রীহরিনামামৃতব্যাকরণে—৪।৩৭, "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ ষষ্ঠী কৃদ্ যোগে" ন চ অত্র "প্রকৃত্যা" (৬।৭২) ইতি সূত্রেণ চতুর্থী "ব্রহ্মণে জিজ্ঞাসা" ইতি সমাস, ইতি বাচ্যম্।

চতুর্থী পরিগ্রহেঽপি প্রয়োজনত্ব সিদ্ধাবপি প্রকৃতি বিকার ভাবাভাবে চতুর্থী সমাসাঽযোগাৎ, তদপরিগ্রহাৎ। তাদর্থ্য সমাসে প্রকৃতি বিকৃতি গ্রহণমিতি কাত্যায়ণঃ। সপ্তমী সমাসে ব্রহ্মণি জিজ্ঞাসা ইত্যত্র "যোগবিভাগাৎ মধ্যপদ লোপশ্চ" হ০না০ব্যা০ ৬।৪৪ অত্র ব্রহ্মণো বিষয়ত্বমাত্রং স্যাৎ, ন তু প্রয়োজনত্বং ইতি সপ্তম্যপরিগ্রহঃ। 'ব্রহ্মণঃ' ইতি শব্দরূপস্ত পঞ্চমী-ষষ্ঠী সাধারণ্যাৎ ষষ্ঠী বিভক্তেরনেকার্থত্বাৎ নির্ণয়মাহুঃ—"কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ ষষ্ঠী কৃদ্‌যোগে" হ০না০ব্যা০ ৪।৩৭, "ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী, ন শেষে, ইত্যদ্বৈতবাদগুরবঃ" ৪৭, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যানাম্—ব্রহ্মণ ইতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতীতি বিশেষবিধানাৎ (অষ্টা০ ২।৩।৬৫,) তস্মাদবগতি পর্য্যন্তং জ্ঞাতুমিচ্ছায়াঃ কর্ম্মভূতং ব্রহ্মৈব। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরবস্ত—"শেষ ষষ্ঠী" স্বীকুর্ব্বন্তি। (১৭ পৃ০)।

যুবতি রত্নবৎ· শ্রীভগবানের বশীকারিকারক পরম ভক্তের শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণারবিন্দ সেবানন্দ লক্ষণ পরম পুরুষার্থ লাভ হয়।

"ব্রহ্মজিজ্ঞাসা"—ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা। জানিবার ইচ্ছা—জিজ্ঞাসা, পূর্ণ অবগতি পর্য্যন্ত জ্ঞান হওয়া· 'সন্' প্রত্যয় বক্তব্য দ্বারা ইচ্ছার কর্ম্মকারক, কারণ ইচ্ছার বিষয় হইতেছে ফল, সুতরাং "ব্রহ্মের" এই স্থানে কর্ম্মকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে। শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে কথিত আছে—কৃদন্ত প্রত্যয় যোগে কর্ত্তৃকারক ও কর্ম্মকারকের ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে। অর্থাৎ ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা এই স্থানে জিজ্ঞাসা কৃৎ প্রত্যয় হওয়ায় 'ব্রহ্ম' শব্দ ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

শঙ্কা—এই স্থলে 'প্রকৃত্যা' এই সূত্রের দ্বারা চতুর্থী বিভক্তি করিয়া 'ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা' কর এই সমাস হউক।

উত্তর—এই স্থলে চতুর্থী সমাস করা অযুক্ত। কারণ—চতুর্থী সমাস গ্রহণ করিলেও কার্য্যসিদ্ধ হইতে পারে· কিন্তু প্রকৃত বিকারভাবের অভাবে চতুর্থী সমাস হয় না, এবং বিকারবস্তু ভিন্ন চতুর্থী সমাস গ্রহণ করা যায় না। শ্রীকাত্যায়ন বলেন—তাদর্থ্য সমাসে প্রকৃতি বিকৃতি গ্রহণ করিতে হয়। সপ্তমী সমাসে 'ব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা' এই স্থলে মধ্যপদ লোপ সমাস করিলে, ব্রহ্মের বিষয়ত্ব সিদ্ধ হয়· প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, সুতরাং সপ্তমী সমাস গ্রহণ করা উচিত নহে।

নন্বধীতবেদাদেব তত্ত্বদবগতিঃ স্যাদধ্যয়নস্যার্থাববোধনপর্য্যন্তত্বাৎ, ততস্তৎ প্রহাণে তদু পাসনে চ ধীঃ প্রবর্ত্ততে কিমনয়া চতুর্লক্ষণ্যা ইতি চেৎ উচ্যতে আপাততঃ প্রতীতাদর্থাদ্

অথ গঙ্ক্য ন্তু নন্বিতি, ব্রহ্মচর্য্যাদিপালনেন গুরুমুখাদধীত বেদাদেব কাম্যকর্ম্মাণি তুচ্ছানিত্যফল প্রদানি, ব্রহ্ম তু নিত্যানন্তসুখহেতুরিতি বোধো ভবেং । যতোঽধ্যয়নমাত্রস্য তচ্ছাস্ত্রস্যার্থবোধনপর্য্যন্তসামর্থ্যত্বাৎ । তস্মাৎ বেদাধ্যয়ন দ্বারেণ তদর্থ বোধনেন চ তৎ প্রহাণে ক্ষয়িষ্ণু কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগে মতির্ভবতি । এবঞ্চ তদুপাসনে—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দোপাসনে চ বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে । তস্মাৎ বহু পরিশ্রম সাধ্যয়া অনয়া চতুর্লক্ষণ্যা কিম্ ? ন কিমপি ফলং সেৎস্যতীতি ভাবঃ ।

এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সমাদধন্তি—"উচ্যতে" ইতি । গুরুমুখাদ্ বেদাধ্যয়ন দ্বারেণ সামান্যত অর্থজ্ঞানেন প্রতীতাদ্ বোধনাৎ সংশয়—বিপর্য্যয়াভ্যাং বুদ্ধিস্তস্মাৎ বিভ্রংসতে, বাস্তবাদপীতি পরমার্থ ভক্তিমার্গাদপি মতিঃ শীথিলা ভবতি । সোপপত্তিকয়া—সৎসম্প্রদায়ি গুরুমুখাৎ সযুক্তিকয়া—তয়া চতুর্লক্ষণ্যা

"ব্রহ্মণঃ" এই শব্দরূপটি পঞ্চমী বা ষষ্ঠী তাহা বিশেষ বোধ না হওয়ায়, ষষ্ঠী বিভক্তির অনেক প্রকার হওয়ার জন্য নির্ণয় করিয়া বলিতেছেন—কৃদন্ত প্রত্যয় যোগে কর্ত্তৃ ও কর্ম্মের ষষ্ঠী বিভক্তি হইবে। এই স্থলে অন্যান্য আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ—কর্ম্মণি ষষ্ঠী স্বীকার করিয়াছেন। শেষে নহে।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ—কর্ম্মণি ষষ্ঠী অর্থাৎ—ব্রহ্মণঃ, কর্ম্মস্থলে ষষ্ঠী স্বীকার করিয়া অষ্টাধ্যায়ী সূত্র প্রমাণ দ্বারা—অবগতি পর্য্যন্ত জানিবার ইচ্ছার কর্ম্ম ব্রহ্মই হইবে অন্য নহে, স্বীকার করিয়াছেন। বিশুদ্ধাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ শেষে ষষ্ঠী স্বীকার করিয়াছেন।

শঙ্কা—পুনঃ শঙ্কা করিতেছেন—ননু ইত্যাদি দ্বারা, ব্রহ্মচর্য্যাদি পালনের দ্বারা শ্রীগুরুমুখ হইতে বেদ অধ্যয়ন করিয়া কাম্যকর্ম্ম সকল অতি তুচ্ছ অনিত্য ফল প্রদানকারী এবং ব্রহ্ম নিত্য অনন্ত সুখ হেতু এই প্রকার বোধ হইবে। যে হেতু অধ্যয়ন মাত্রেরই সেই শাস্ত্রের অর্থ বোধ জন্মাইবার সামর্থ্য আছে। সুতরাং শ্রীগুরুমুখ হইতে বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন দ্বারাই এবং তাহার অর্থ বোধ দ্বারা তাহার পরিত্যাগ অর্থাৎ ক্ষয়শীল কাম্যকর্ম্ম পরিত্যাগে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। এবং তাঁহার উপাসনায় অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনায় বুদ্ধি প্রবর্ত্তিত হইবে। অতএব বহু পরিশ্রমসাধ্য এই চতুর্লক্ষণী বা বেদান্ত সূত্রের দ্বারা কি হইবে ? অর্থাৎ কোন ফল সিদ্ধ হইবে না।

উত্তর—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উপস্থিত হইলে শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ সমাধান করিতেছেন—"উচ্যতে" ইত্যাদির দ্বারা। শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে বেদ অধ্যয়ন পূর্ব্বক সামান্যতঃ অর্থজ্ঞান দ্বারা বোধ হেতু সংশয় ও বিপর্য্যয়ের দ্বারা বুদ্ধি পরমার্থ মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইবে। বাস্তব হইতে—অর্থাৎ সংশয়াদি থাকিলে পরমার্থ ভক্তি পথ হইতেও মতি শীথিলা হয়। সোপপত্তি, অর্থাৎ সৎসম্প্রদায়ী শ্রীগুরুদেবের

বাস্তবাদপি সংশয়বিপর্য্যয়াভ্যাংধীর্বিভ্রংশতে। সোপপত্তিকয়া তয়া তু অধীতয়া তাবতিবর্ত্ত্য পরমার্থে তস্মিন্নসৌ স্থিরী ভবতীত্যাবশ্যকং তদধ্যয়নম্।

অয়মর্থঃ—আশ্রমকর্ম্মাণি চিত্তশোধকতয়া জ্ঞানাঙ্গানিভবন্তি। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানাশকেন" (বৃ০ ৪।৪।২২) ইতি বৃহদারণ্যকশ্রুতেঃ।

অধ্যয়নেন তৌ সংশয়-বিপর্য্যয়ৌ, অতিবর্ত্ত্য-শাস্ত্রসিদ্ধান্তাদিদ্বারেণ নিরস্য পরমার্থে—শ্রীগোবিন্দবশীকারিণি ভক্তিমার্গে অসৌ বুদ্ধিঃ স্থিরী ভবতি তং কাঞ্চং কোঽপি যুক্তি তর্কাদিনা ভক্তিমার্গাৎ বিচালয়িতুং সমর্থো ন ভবতীত্যর্থঃ। তস্মাদবশ্যমেব সোপপত্তিকয়া চতুল্লক্ষণীমধ্যয়নং কর্ত্তব্যম্।

অথ এতেষাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যানাং সপ্রমাণং ব্যাখ্যায়িতুং শাস্ত্রপ্রমাণান্যাহুঃ—অয়মর্থেতি। যদুক্তং—আশ্রম-সত্যাদেশ্চিত্তশোধকতা ব্রহ্মতু জ্ঞানৈকলভ্যং তৎ বিস্তারয়ন্তি। আশ্রমস্তাবৎ—ব্রহ্মচারি-গার্হস্থ-বনি-যতিভেদাচ্চতুর্ব্বিধঃ। তেষাং আশ্রমোচিতকর্ম্মণাং চিত্তশোধকরূপেণ প্রাথমিক ভক্তেরঙ্গত্বং ভবতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—১১।২০।৯—"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত" আশ্রমধর্ম্মস্য জ্ঞানাঙ্গত্বং বৃহদারণ্যক শ্রুতিঃ প্রমাণয়তি। তং প্রসিদ্ধং, এতং সর্ব্বেশ্বরং শ্রীগোবিন্দং বিবিদিষন্তি কেন কে চ—ইত্যত আহ—বেদানুবচনেন—অপ্রাকৃত বচন লক্ষণেন বেদবাক্যেন ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমিণঃ ব্রহ্মচারিণো যজ্ঞেন বিবিদিষন্তীতি।

মুখ হইতে সৎযুক্তি সহিত চতুল্লক্ষণীর অধ্যয়নের দ্বারা সেই দুইটি সংশয় ও বিপর্য্যয় অতিক্রম, অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধান্ত ও যুক্তির দ্বারা নিরাশ করিয়া পরমার্থে শ্রীশ্রীগোবিন্দবশীকারীণি ভক্তিমার্গে তাহার বুদ্ধি স্থির হয়। এবং সেই শ্রীকৃষ্ণ ভক্তকে কোন ব্যক্তিই যুক্তি তর্কাদির দ্বারা ভক্তিমার্গ হইতে বিচলিত করিতে পারে না। অতএব সুযুক্তির সহিত চতুল্লক্ষণী অবশ্যই অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহের সপ্রমাণ ব্যাখ্যা করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ শাস্ত্র প্রমাণ সকল বলিতেছেন—অয়মর্থ ইত্যাদির দ্বারা। আশ্রমোচিত কর্ম্মসকল চিত্তশোধকরূপে জ্ঞানের অঙ্গ হয়। এই স্থলে যে বলিয়াছেন—আশ্রমকর্ম্ম ও সত্যাদি চিত্তশোধক, ব্রহ্ম একমাত্র জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয় তাহা বিস্তার করিতেছেন—আশ্রম ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসী ভেদে চতুর্ব্বিধ। সেই আশ্রমোচিত কর্ম্মসকলের চিত্তশোধকরূপে প্রাথমিকভাবে শ্রীভক্তির অঙ্গ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—ততদিন পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে যত দিন পর্য্যন্ত চিত্ত শুদ্ধ না হয়। আশ্রম ধর্ম্মসকল যে জ্ঞানের অঙ্গ তাহা বৃহদারণ্যক শ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন—সেই এই প্রসিদ্ধ সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিতে পারে কাহার দ্বারা এবং কে জানে? সুতরাং বলিতেছেন—বেদানুবচনের দ্বারা, অর্থাৎ অপ্রাকৃত বচন লক্ষণ বেদের দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমবাসি ব্রহ্মচারিগণ অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞের দ্বারা জানিতে পারেন। অন্নজলাদি দান ও পঞ্চমহাযজ্ঞের দ্বারা গৃহস্থাশ্রমবাসি গৃহিগণ ও বানপ্রস্থিগণ তাঁহাকে জানেন। অনাশকে অর্থাৎ ভোজন সঙ্কোচদ্বারা সর্ব্বত্যাগি সন্ন্যাসীগণ

সত্যতপোজপাদীনি চ "সত্যেন লভ্যস্তপসা হ্যেষ আত্মা সম্যক্ জ্ঞানেন ব্রহ্মচর্য্যেণ নিত্যম্" (মু° ৩।১।৫) ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ। "জপ্যেনৈব চ সংসিদ্ধ্যেদ্ ব্রাহ্মণো নাত্র সংশয়ঃ। কুর্য্যাদন্যন্নবা কুর্য্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে" (মনু° ২।৮৭) ইত্যাদিস্মৃতেশ্চ।

অন্ন-জলাদি দানেন, পঞ্চযজ্ঞাদিনা চ গৃহস্থাশ্রমিণঃ গৃহিণঃ। পঞ্চাগ্ন্যাদিনা তপসা বানপ্রস্থাশ্রমবাসিনো বানপ্রস্থাঃ। অনাশকেন—ভোজন সঙ্কোচেন সর্ব্বত্যাগিনঃ সন্ন্যাসিনঃ। অত্র বেদানুবচাদীনি কর্ম্মাণি ব্রহ্মবিজ্ঞাতুমিচ্ছুনাং সাধকানামনুষ্ঠেয়ানি ভবন্তীতি তেষাং কর্ম্মণাং জ্ঞানাঙ্গত্বং প্রতীয়তে। এবং সত্য-তপো-জপাদীনি জ্ঞানাঙ্গানি ভবন্তি তান্যপি মুণ্ডকশ্রুতিঃ প্রমাণয়তি—সত্যেনেতি। সত্যেন—মৃষাবদন পরিত্যাগেন, তপসা-হি—ইন্দ্রিয় মন একাগ্রতয়া, যদাহ—স্মৃতিঃ—মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাঞ্চ হ্যেকাগ্রং পরমং তপঃ" সম্যগ্ জ্ঞানেন—যথার্থ জ্ঞানেন, ব্রহ্মচর্য্যেণ—মৈথুনাসমাচারেণ, ইত্যাদি যথাযথ ধর্ম্ম পালনেন, এষঃ পরমেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দঃ লভ্যঃ। এবং সত্যাদি ধর্ম্মাণাং সম্যগ্ জ্ঞানস্য ভক্তেরঙ্গত্বং শ্রুতিবাক্যেন দর্শয়িত্বা জপস্যাপি ভক্তেরঙ্গত্বং দর্শয়তি স্মৃতিঃ। ব্রাহ্মণো জপ্যেনৈব বেদাঙ্কুর প্রণব জপেনৈব সম্যক্ প্রকারেণ সিদ্ধো ভবেৎ, তস্য সিদ্ধিবিষয়ে সংশয়ো নাস্তি, স প্রণবজাপী ব্রাহ্মণোঽন্যৎ যজ্ঞাদিকর্ম্ম কুর্য্যাৎ ন বা কুর্য্যাৎ তথাপি স সিদ্ধো ভবতীত্যর্থঃ। অত সো মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্যতে। তস্মাৎ আশ্রমধর্ম্ম—সত্য—তপো জপাদীনাং জ্ঞানাঙ্গত্বং শ্রুতি স্মৃতি প্রমাণেন সিদ্ধম্।

শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিতে পারেন, এইস্থলে বেদোক্ত কর্ম্ম সকল ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছু সাধকগণের অনুষ্ঠানের উপযুক্ত হয়, অতঃ সেই কর্ম্মসকলের জ্ঞানের অঙ্গতা প্রতীতি হয়। এবং সত্য, তপস্যা জপ, প্রভৃতি যে জ্ঞানের অঙ্গ তাহাও মুণ্ডক শ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন- সত্যেন ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা। এই আত্মা সত্য, তপস্যা, নিত্যব্রহ্মচর্য্য এবং সম্যক্ জ্ঞানের দ্বারা লাভ হয়।

সত্য—মিথ্যাভাষণ পরিত্যাগের দ্বারা। তপসা—ইন্দ্রিয়, মন আদির একাগ্রতা দ্বারা। এই বিষয়ে স্মৃতির উক্তি—মন এবং ইন্দ্রিয় সকলের শ্রীভগবানের চরণে একাগ্রতার নাম পরম তপস্যা। সম্যক্-জ্ঞান—যথার্থ জ্ঞান দ্বারা! ব্রহ্মচর্য্য—মৈথুনক্রিয়া পরিত্যাগ দ্বারা। ইত্যাদি প্রকার যথাযথ ধর্ম্ম পালনের দ্বারা এই পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব লাভ হয়। এই প্রকার সত্যাদি আশ্রমধর্ম্মের যথার্থ জ্ঞানের শ্রীভক্তির অঙ্গরূপে শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রদর্শিত হইল, তাহা দেখাইয়া জপের শ্রীভক্তির অঙ্গতা স্মৃতিবাক্যের দ্বারা দেখাইতেছেন—ব্রাহ্মণ কেবল জপে অর্থাৎ বেদাঙ্কুর প্রণব জপের দ্বারাই সম্যক্ প্রকারে সিদ্ধ হইবে, সেই প্রণব জাপী ব্রাহ্মণ অন্য যজ্ঞাদি কর্ম্ম করুক অথবা নাই করুক সে সিদ্ধ হইবে। অতএব তিনি মৈত্র ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হন।

তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গঃ খলু জ্ঞানহেতুঃ। নারদাদিনাং সনৎকুমারাদি প্রসঙ্গেন ব্রহ্মজিজ্ঞাসা

অথ ভগবত্তত্ত্ববিৎ ভক্তঃ প্রসঙ্গঃ খলু নিশ্চিতমেব ভক্তিলাভে হেতুঃ। তত্তু ছান্দোগ্যোপনিষদঃ সপ্তমোঽধ্যায়ে প্রথমখণ্ডে "অধীহি ভগব ইতি হোপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ" ইত্যারভ্য—সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদেবাস্মি নাত্মবিৎ" ইতি, "তং মাং ভগবাঞ্ছোকস্য পারং তারয়তু" ইতি। তত্র ভগবদ্ ভক্ত সনৎকুমারেণ সহ প্রসঙ্গানন্তরং নারদস্য ভগবত্তত্ত্ব জিজ্ঞাসা জাতা। শ্রীভা° ৫।৫।২—"মহৎ সেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ" আদি পদাৎ—শ্রীভাগবতে—১১।১২।৩-৭—

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা মৃগাঃ খগাঃ। গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ॥
বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজাঃ। রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগেঽনঘ॥
বহবো মৎ পদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ। বৃষপর্ব্বা বলির্ব্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ॥
সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ। ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথা পরে॥
তেনাধীত শ্রুতিগণা নোপাসিত মহত্তমাঃ। অব্রতাতপ্ত-তপসঃ সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ॥

অথাস্মিন্ বাক্যে শ্রীগীতাবাক্যমাহুঃ—তদ্বিদ্ধীতি। এবং জীবস্বরূপ জ্ঞানং তৎ সাধনঞ্চ সাঙ্গমুপদিশ্য, পর স্বরূপোপাসন জ্ঞানমুপদিশন্ সৎ প্রসঙ্গলভ্যত্বং তস্যাহ—তদিতি। যদর্থং তত্ত্বভয়ং ময়া তবোপদিষ্টং—"অবিনাশী তু তদ্বিদ্ধি" গী°—২।১৭, ইত্যাদিনা, তৎ পরাত্মসম্বন্ধিজ্ঞানং প্রণিপাতাদিভিঃ প্রসাদিতেভ্যো জ্ঞানিভ্যঃ সদ্ভ্যঃ তমবগত—স্বস্বরূপো বিদ্ধি-প্রাপ্নুহি। তত্র প্রণিপাতো দণ্ডবৎ প্রণতিঃ, সেবা—

অনন্তর শ্রীভগবানের তত্ত্বজ্ঞ ভক্তগণের প্রসঙ্গ নিশ্চয়রূপে জ্ঞান অর্থাৎ শ্রীভক্তিলাভের পরমকারণ। দেবর্ষি নারদের শ্রীসনৎকুমার প্রসঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দেখা যায়। তাহা ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তম অধ্যায়ে প্রথমখণ্ডে শ্রীনারদ শ্রীসনৎকুমারের নিকট গমনকরতঃ "হে ভগবন্! আমাকে অনুশাসন করুন" এই প্রকার আরম্ভ করিয়া বলিলেন—হে প্রভো! আমি কেবলমাত্র মন্ত্রজ্ঞ হই, আত্মতত্ত্ব জানি না, সুতরাং আপনি আমাকে এই অজ্ঞতার শোক হইতে উদ্ধার করুন।" অতএব শ্রীভগবদ্ভক্ত সনৎকুমারের সহিত প্রসঙ্গানন্তর দেবর্ষি শ্রীনারদের শ্রীভগবৎ তত্ত্ব জিজ্ঞাসার উদয় হয়। অতঃ শ্রীভাগবতে শ্রীঋষভদেব বলিয়াছেন—বিমুক্তি অর্থাৎ শ্রীভগবৎ প্রাপ্তির দ্বার একমাত্র শ্রীভগবৎ ভক্ত মহৎগণের সেবা।

শ্রীনারদাদি—এই আদি পদের দ্বারা শ্রীমদ্ভাগবতে—শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে উদ্ধব! পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগে কেবল সৎসঙ্গ দ্বারাই দৈত্য, যাতুধান, মৃগ, খগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সরা, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর এবং মানব জাতির মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী, অন্ত্যজ আদি সকলে আমাকে প্রাপ্ত করিয়াছে। পুনঃ বৃত্র, প্রহ্লাদ, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, ঋক্ষ, গজ, গৃধ্র, বণিক্‌পথ, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজগোপী, যজ্ঞপত্নী এবং অন্যান্য অনেকে কোন বেদাদি অধ্যয়ন করে নাই, গুরুগৃহে বাস, ব্রত, তপস্যা, প্রভৃতি না করিয়া কেবল সৎসঙ্গের দ্বারাই আমাকে লাভ করিয়াছে।

দর্শনাৎ। "তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্ব-দর্শিনঃ॥ (শ্রীগী° ৪।৩৪) ইতিস্মৃতিভ্যশ্চ।

ভৃত্যবত্তেষাং পরিচর্য্যা, পরিপ্রশ্নঃ—তৎস্বরূপ—তদ্‌গুণ তদ্‌বিভূতি বিষয়কো বিবিধঃ প্রশ্নঃ। নন্বু উদাসী-নাস্তে ন বক্ষ্যন্তীতি চেত্তত্রাহ—উপেতি। তে জ্ঞানিনোঽধিগত স্বপরাত্মনঃ প্রণিপাতাদিনা তৎ জিজ্ঞাসুতা-মালক্ষ্য তে তুভ্যং তাদৃশায় তৎসম্বন্ধি জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি, তত্ত্বদর্শিনস্তজ্‌জ্ঞানপ্রচারকাঃ কারুণিকা ইতি যাবৎ। নন্বু অত্র 'তদ্‌' ইতি জীবজ্ঞানং বাচ্যং প্রকৃতত্বাদিতি চেন্ন—ন ত্বেবাহং জাতু নাসং" গী°—২।১২। "যুক্ত আসীত মৎপরঃ" গী°—৬।১৪, "অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা" গী°—৪।৬। ইত্যাদিনা পরাত্মনোঽপ্যা-প্রাকৃতত্বাৎ তজ্‌জ্ঞানায়ৈব জীবজ্ঞানস্যাপ্যুপদেশ্যত্বাৎ। এবমাহ সূত্রকারঃ—১।৩।৪।২০, "অন্যার্থশ্চ পরা-মর্শঃ" ইতি। অন্যথা শ্রুতি-সূত্রার্থ সম্বাদিনোঽগ্রিমস্য জ্ঞানমহিম্নো বিরোধঃ স্যাৎ, উক্তমেব সুষ্ঠু॥ (ইতি গীতা ভূষণভাষ্যম্)। তস্মাৎ শ্রীভগবদ্‌ভক্তকৃপয়া ভক্তিলাভো ভবতীতি সিদ্ধম্।

এই সৎসঙ্গ বিষয় বাক্যে শ্রীগীতা বাক্য প্রমাণ রূপে শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ বর্ণনা করিতেছেন—তদ্‌ ইত্যাদি শ্লোকের দ্বারা। প্রথমে শ্রীগুরুদেবের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণিপাত ও শুশ্রূষা পূর্ব্বক তাঁহাকে জ্ঞাতব্য বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, তখন তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ সেই তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিবেন। পরম পূজনীয় শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই শ্লোকের (গীতাভূষণ ভাষ্যে) ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এই প্রকার জীব স্বরূপ জ্ঞান ও তাহার সাধন সাঙ্গোপাঙ্গ উপদেশ করিয়া, পরব্রহ্মের স্বরূপ ও উপাসনা উপদেশ প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাহার সৎপ্রসঙ্গ লভ্যত্ব বর্ণন করিতেছেন 'তদ' ইত্যাদির দ্বারা। যেহেতু জীবজ্ঞান ও পরেশের জ্ঞান আমি তোমাকে উপদেশ করিয়াছি। অবিনাশী বলিয়া জীবকে জানিবে। ইত্যাদির দ্বারা জীবজ্ঞান।

কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান নমস্কারাদি দ্বারা—প্রসন্ন জ্ঞানী সাধুগণের নিকট হইতে স্বরূপাদি সহিত লাভ কর। প্রণিপাত দণ্ডবৎ প্রণাম, সেবা—ভৃত্যের সমান তাঁহাদের পরিচর্য্যা, পরিপ্রশ্ন—শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, বিভূতি বিষয়ক বিবিধ প্রশ্ন। যদি বল—জ্ঞানী সাধুগণ উদাসীন, অতএব তাঁহারা শ্রীভগবৎ তত্ত্ব বলিবেন না. এই আশঙ্কার উত্তরে বলিব –সেই জ্ঞানী সাধুগণ জীবতত্ত্ব ও পরমেশ্বরের তত্ত্ব জানেন সুতরাং নমস্কার সেবাদি দ্বারা তোমাকে জিজ্ঞাসু লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবৎ সম্বন্ধি জ্ঞান উপদেশ করিবেন। তত্ত্বদর্শী সাধুগণ শ্রীভগবৎ জ্ঞান প্রচারক ও পরম কারুণিক।

শঙ্কা—যদি বল এই স্থলে 'তৎ' শব্দের দ্বারা জীবের জ্ঞান বর্ণন করিয়াছে, কারণ তাহারই প্রকরণ এই তৎ শব্দ" এই শঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব—পূর্ব্বে আমি ছিলাম না, পরেও থাকিব না" "আমার একান্ত ভক্তগণ সমাহিত মনে উপবেশন করিবে" "আমি অজ ও অব্যয়াত্মা হইয়াও আত্মমায়ায় অবতীর্ণ হই" ইত্যাদির দ্বারা পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব অপ্রাকৃত হওয়ার জন্য তাঁহার জ্ঞানের নিমিত্তই

কাম্যকর্ম্মাণ্যনিত্যফলানি—"তদ্ যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" (ছা০ ৮।১।৬) ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতেঃ।

ব্রহ্মৈবতুজ্ঞানৈকগম্যম্—"পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়াৎ নাস্ত্যকৃতঃ

যচ্চ—কাম্যকর্ম্মাণি পরিমিতানিত্যফলানি কথিতানি, তৎ প্রমাণয়ন্তি—কাম্যেতি। যথা ইহ জগতি কর্ম্মচিতঃ পৌরুষাদিনা কর্ম্মণা লভ্যঃ দুর্গাদিলোকঃ ক্ষীয়তে, স্বল্পক্ষণ স্থায়িত্বাৎ। তথৈব, অমুত্র স্বর্গাদৌ জ্যোতিষ্টোমাদি যাগেনোপার্জ্জিতো লোকঃ স্বর্গাদিঃ ক্ষীয়তে। শ্রীগী০ ৯।২১—

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং। ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি॥

শ্রীভাগবতে—১০।২৫।৪—

যথাদৃঢ়ৈঃ কর্ম্মময়ৈঃ ক্রতুভির্নাম নৌনিভৈঃ। বিদ্যামান্বীক্ষিকীং হিত্বা তিতীর্ষন্তি ভবার্ণবম্॥

মুণ্ডকে চ—১।২।৭—"প্লবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" তস্মাৎ কাম্যকর্ম্মাণ্যনিত্যফলানীতি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্।

যচ্চ—ব্রহ্মস্বরূপং তু জ্ঞানলভ্যম্" তৎ শ্রুতিসম্বাদেন বিশদয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ। পরীক্ষ্যেতি মুণ্ডকঃ শ্রুতিঃ। সোপপত্তিকত্বাৎ বলবদিদং বাক্যম্। কর্ম্মচিতান্—পুরুষসাধ্যেন কর্ম্মণা নিষ্পাদিতান্

জীবজ্ঞান উপদেশ করিতে হয়। অতএব ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন—দহর বাক্যের মধ্যে জীবের যে উল্লেখ আছে—তাহা অন্য উদ্দেশ্য করিয়া করিয়াছেন। অন্যথা শ্রুতি সূত্রার্থসম্বাদ অগ্রের জ্ঞানমহিমা সকল বিরোধ হইবে, সুতরাং জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয়, উপদেষ্টা সকলই পৃথক্ জানিতে হইবে। অতএব শ্রীভগবৎ ভক্তগণের কৃপার দ্বারাই ভক্তিলাভ হয় ইহাই সিদ্ধ হইল।

কাম্যকর্ম্মসকল পরিমিত ও অনিত্য ফলদায়ী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা প্রমাণিত করিতেছেন—কাম্য ইত্যাদির দ্বারা—কাম্যকর্ম্মসকল অনিত্যফলপ্রদ। ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—যেমন এই জগতে কর্ম্মচিত— নিজ পৌরুষাদির দ্বারা কৃত কর্ম্ম লভ্য সৈন্য দুর্গাদি লোক ক্ষয় হয়, কারণ তাহা ক্ষণস্থায়ী হওয়ার জন্য। সেই প্রকার পরলোকে জ্যোতিষ্টোমাদি যাগের দ্বারা উপার্জ্জিত স্বর্গাদি-লোক ক্ষয় হয়। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক শ্রীগীতায় কথিত হইয়াছে—সেই যজ্ঞাদি ধর্ম্মকারিমানবগণ পরলোকে বিশাল স্বর্গসুখ ভোগ করিয়া, যাগাদি জাত পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করে। শ্রীমদ্ভাগবতে দেবরাজ ইন্দ্রও এই প্রকার বলিয়াছেন— মূঢ়লোক আন্বীক্ষিকী ব্রহ্মবিদ্যা পরিত্যাগ করিয়া অদৃঢ় কর্ম্মময় যজ্ঞরূপ নৌকার দ্বারা ভবসমুদ্র পার হইতে ইচ্ছা করে। মুণ্ডক উপনিষদে বর্ণিত আছে—ভবসাগর পার হইবার জন্য যজ্ঞরূপ নৌকা অতীব অদৃঢ়। সুতরাং কাম্যকর্ম্মসকল যে অনিত্য ফল প্রদান করে তাহা শ্রুতি স্মৃতি সিদ্ধ।

কৃতেন। তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিং শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুং ১।২।১২) ইতি মুণ্ডকশ্রুতেঃ।

লোকান্ পরীক্ষ্য-ক্ষয়িষ্ণুত্বেন নিশ্চিত্য, তেষু কর্ম্মসু ব্রাহ্মণোঽধীতসাঙ্গবেদো নির্ব্বেদং বিরাগমায়াৎ-গচ্ছে-দিতি। ননু ভগবল্লোক-বৈকুণ্ঠাদিধামোঽপি কর্ম্মভির্ল্ভ্যঃ স্যাদতস্তানি বৈকুণ্ঠাদিধামপ্রদ-কর্ম্মাণি অনুষ্ঠেয়ানীতি চেৎ তত্রাহ—নাস্ত্যকৃত ইতি। অকৃতো—নিত্য-বৈকুণ্ঠাদি ভগবল্লোকঃ, কৃতেন—পুরুষোৎপাদ্য কর্ম্মণা নাস্তি ন লভ্যতে। যতস্তস্য স্বর্গাদিলোকস্য সাধন-সাধ্যয়োর্বৈরূপ্যাৎ। কিন্তু পরমেশ্বরঃ শ্রীগোবিন্দো জ্ঞানেনৈব লভ্যঃ। তস্য সাধ্য-সাধনয়োঃ সারূপ্যাৎ। জ্ঞানঞ্চ শ্রীগুরূপাসনলভ্যমিত্যাহ—'তদ্' ইতি। তৎ-তস্য বেদান্তবেদ্যস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দস্য স্বরূপ-গুণ-শক্ত্যাদি বিষয়ক বিশেষরূপেণ জ্ঞানার্থং, স্বারাধ্যরূপেণ সাক্ষাদনুভবার্থং স জিজ্ঞাসুর্গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। এবং শাস্ত্রজ্ঞোঽপি স্বাহঙ্কারাৎ স্বাতন্ত্রেণ ন শ্রীভগবত্তত্ত্বমন্বিষ্যেদিতি 'এব' কারস্যাভিপ্রায়ঃ। তথাচ—রিক্তহস্তস্তু নোপেয়াদ্ রাজানং দৈবতং গুরুম্॥

পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব একমাত্র ভক্তিলভ্য তাহা শ্রীমদ ভাষ্যকার প্রভুপাদ শ্রুতিসম্বাদের দ্বারা বিস্তার করিতেছেন—মুণ্ডক উপনিষদে কথিত আছে—বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণ কর্ম্মলভ্য লোকসকল ক্ষয়িষ্ণু নিশ্চয় করিয়া তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবে, যজ্ঞাদি কর্ম্মের দ্বারা অক্ষয় সুখ লাভ হয় না, সেই অক্ষয় সুখকে জানিবার নিমিত্ত শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুদেবের নিকট সমিৎপাণি হইয়া গমন করিবে। সোপপত্তিবাক্য হেতু এই শ্রুতিবাক্য অতিশয় বলবান্। কর্ম্মচিতান্—মানবের দ্বারা আচরিত কর্ম্ম কর্ত্তৃক নিষ্পাদিত স্বর্গাদিলোক সকল, পরীক্ষ্য—ক্ষয়িষ্ণু রূপে নিশ্চয় করিয়া তাহা হইতে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বিরাগী হইবে, অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখভোগের কামনার গন্ধমাত্রও দূরে পরিত্যাগ করিবে।

শঙ্কা—যদি বল শ্রীভগবল্লোক বৈকুণ্ঠাদি ধামও কর্ম্মদ্বারা লাভ হয়, সুতরাং যে সকল কর্ম্ম বৈকুণ্ঠাদি ধাম প্রদান করে সেই সকল কর্ম্মই অনুষ্ঠান করিব।

উত্তর—এই শঙ্কার উত্তরে বক্তব্য এই যে—অকৃত-নিত্য শ্রীবৈকুণ্ঠাদি ভগবৎ লোক, কৃতেন—পুরুষোৎপাদ্য কর্ম্মের দ্বারা লাভ করা যায় না। যেহেতু সেই স্বর্গাদিলোকের সাধন ও সাধ্য পৃথক্। কিন্তু জ্ঞানমাত্র লভ্য পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব এবং তাঁহার সাধন ও সাধ্য শ্রীনাম, অতঃ উভয় সমান। সেই জ্ঞানও শ্রীগুরুদেবের উপাসনার দ্বারা লভ্য তাহা 'তদ্' ইত্যাদির দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন— সেই বেদান্তবেদ্য, পরব্রহ্ম, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপ, গুণ শক্ত্যাদি বিষয়ক বিশেষরূপে জানিবার জন্য এবং নিজ প্রাণকোটি প্রিয়তম আরাধ্যরূপে সাক্ষাৎ অনুভব করিবার নিমিত্ত, সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ব্রাহ্মণ শ্রীগুরুদেবের নিকট গমন করিবে।

সার কথা এই যে—কেহ ন্যায়াদি শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া নিজের অহঙ্কার বশতঃ স্বতন্ত্ররূপে শ্রীভগবানের তত্ত্ব অন্বেষণ করিবে না। কারণ মন্ত্রস্থ "এব" শব্দের দ্বারা এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতেছেন।

ইত্যনুশাসনাৎ উপায়নপাণিঃ সন্ গুরুমুপসর্পেদিত্যাহ সমিদিতি। সমিদুপলক্ষিত পূজোপকরণহস্ত ইতি ভাবঃ।

অথ পরব্রহ্মোপদেষ্টুর্গুরোর্ল্লক্ষণমাহ—শ্রোত্রিয়মিতি। শ্রোত্রিয়ং—বেদ বেদান্তার্থাভিজ্ঞম্। অন্যথা শিষ্যস্য সংশয়চ্ছেদনে সমর্থো ন ভবেৎ। ব্রহ্মনিষ্ঠম্—শ্রীভগবদনুভবিনম্। অন্যথা তদুপদিষ্টঃ শ্রীগোবিন্দঃ শিষ্যহৃদি ন স্ফুরেৎ। এবঞ্চ শ্রীভা° ১১।৩।২১—

তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥

অত্রৈবং শ্রীগুরোর্ল্লক্ষণং শ্রীহরিভক্তিবিলাসে—১।৩৩—

আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ। শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ॥
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূত হিতে রতঃ। ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ॥
সগুণোঽর্চ্চাসু-কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ। নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্র পরায়ণঃ॥
উহাপোহ-প্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ। ইত্যাদি লক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃস্যাদ্‌গরিমানিধিঃ॥

তস্মাৎ শ্রীগুরুপ্রসাদাৎ জ্ঞানৈকলভ্যঃ শ্রীগোবিন্দঃ।

স্মৃতিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে—রাজা, দেবতা এবং শ্রীগুরুদেবের নিকট রিক্তহস্তে গমন করিবে না” এই অনুশাসন বলে উপায়নাদি হস্তে ধারণ করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকটে গমন করিবে, তাহাই বলিতেছেন—সমিৎ ইত্যাদির দ্বারা। সমিৎ—যজ্ঞীয় কাষ্ঠ, ইহা উপলক্ষণ মাত্র, অন্যান্য পূজোপকরণ লইয়া গমন করিবে ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর পরব্রহ্ম উপদেশকারি শ্রীগুরুদেবের লক্ষণ বলিতেছেন—শ্রোত্রিয় ইত্যাদির দ্বারা। শ্রোত্রিয়—অর্থাৎ বেদ বেদান্ত শাস্ত্রাদি বিষয়ে অভিজ্ঞ। শাস্ত্রাদির জ্ঞান না থাকিলে শিষ্যের সংশয় বিনাশ করিতে সমর্থ হইবেন না। ব্রহ্মনিষ্ঠ—শ্রীভগবদনুভবী, অন্যথা তাঁহার উপদিষ্ট আরাধ্য শ্রীগোবিন্দদেব শিষ্যহৃদয়ে স্ফুর্ত্তি প্রাপ্ত হইবেন না। এই বিষয়ে শ্রীমদ্‌ভাগবতে শ্রীপ্রবুদ্ধ বলিয়াছেন—অতএব পরম মঙ্গল জিজ্ঞাসু মানব শান্ত,বিরক্ত, শব্দব্রহ্মজ্ঞাতা, পরব্রহ্ম বিষয়ে পরিনিষ্ঠ, শ্রীগুরুদের শরণ গ্রহণ করিবে। এইস্থলে শ্রীগুরুর লক্ষণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসে বর্ণনা করিয়াছেন—আশ্রমী, ক্রোধহীন, বেদজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ, শ্রদ্ধাযুক্ত, অনিন্দুক, প্রিয়বাক্, সুদর্শন, শুচি, সুবেশী, তরুণ, সর্ব্বপ্রাণী হিতকারী, বুদ্ধিমান, স্থিরমতি, আকাঙ্ক্ষাশূন্য, অহিংসক, বিবেচনশীল, শ্রীভগবৎ প্রতিমা অর্চ্চনশীল, কৃতনিশ্চয়, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোম-মন্ত্র পরায়ণ, তর্কবিতর্কের প্রকার বেত্তা, পবিত্র হৃদয়, পরম কৃপাময়, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত শ্রীগুরু গরিমার নিধিস্বরূপ। অতএব শ্রীগুরুদেবের প্রসাদ হইতে লভ্য জ্ঞানের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে পাওয়া যায়।

অক্ষয়ানন্তসুখঞ্চ -"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ° ২।১।২) "আনন্দো ব্রহ্মেতিব্যজানাৎ" (তৈ° ৩।৬।১) ইতি তৈত্তিরীয়কাৎ।

নিত্যজ্ঞানাদিগুণকঞ্চ—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞান বল ক্রিয়া চ"

অথ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দস্য-অক্ষয়ানন্তসুখরূপত্বমাহ—শ্রুতিঃ। সত্যমিতি—যদ্রূপেণ বিনিশ্চিতং তদ্রূপং কদাপি ন ব্যভিচরতি। জ্ঞানস্বরূপম্। অনন্তং—অপরিমিতাজস্র সুখরূপং ব্রহ্ম ইতি ভাবঃ। আনন্দ ইতি—বরুণপুত্রো ভৃগুঃ স্বপিতরং বরুণং-বরুণান্তিকং গত্বা পরব্রহ্ম জিজ্ঞাসিতবান্। স চ অন্ন চক্ষু-শ্রোত্র-মনাংসি ব্রহ্মরূপেণ কথয়িত্বা সর্ব্বান্তে আনন্দময় ব্রহ্ম উপদিদেশ। তস্যৈব সর্ব্বকারণত্বকথনাৎ। তস্মাৎ প্রচুরানন্দময়ঃ পরব্রহ্ম ইতি শ্রুতেরর্থঃ।

অথ অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরস্য শ্রীগোবিন্দস্য নিত্য জ্ঞানাদি গুণকং প্রমাণয়তি শ্রুতিঃ—পরাস্যেতি। অস্য স্বয়ং ভগবতঃ শ্রীশ্যামসুন্দরস্য বিবিধানন্তাচিন্ত্যপ্রকারা শক্তিরস্তি। তত্তু সাংক্রামিকী ন কিন্তু স্বাভাবিকী স্বরূপানুবন্ধিনী। যদাহ—শ্রীভাগবতে—৩।৩৩।৩—"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যঃ সহস্রশক্তিঃ" জ্ঞানং-সম্বিৎ, তত্র সম্বিদাত্মাপি যয়া সম্বেত্তি সম্বেদয়তি চ সা সম্বিৎ। (সি°র° ১।৪৩)। তত্র বলং সন্ধিনী, তত্র সদাত্মাপি যয়া সত্ত্বাং ধত্তে দদাতি চ সা সর্ব্বদেশ কাল দ্রব্য ব্যাপ্তি হেতুঃ সন্ধিনী। ক্রিয়া—বিশ্বসৃষ্ট্যাদিরূপা। শ্রীবৈষ্ণবে—১।১২।৬৮—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিৎ ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণ বর্জ্জিতে॥

অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অক্ষয়, অনন্তসুখরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন শ্রুতি—সত্য অর্থাৎ যেরূপে তাঁহাকে বিনিশ্চয় করা হইয়াছে সেইরূপ তাঁহার কখনও ব্যভিচরিত হয় না। জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত—অপরিমিত অজস্রসুখরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব। আনন্দ অর্থাৎ বরুণপুত্র ভৃগু নিজ পিতা বরুণের নিকটে গমন করিয়া পরব্রহ্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। পিতা ভৃগুকে অন্ন, চক্ষু, কর্ণ, মন আদিকে ব্রহ্মরূপে বর্ণন করিয়া সর্ব্বান্তে আনন্দময়ব্রহ্ম উপদেশ করেন, অর্থাৎ আনন্দময়ব্রহ্মই সর্ব্বান্তঃকরণ রূপে বলিয়াছেন। সুতরাং প্রচুরানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ইহাই এই শ্রুতির অর্থ।

অতঃপর অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের নিত্যজ্ঞানাদিগুণ শ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন—পরাস্য ইত্যাদির দ্বারা। পরব্রহ্মের বিবিধ শক্তির কথা শ্রবণ করা যায়, কিন্তু জ্ঞান বল ক্রিয়া প্রভৃতি স্বাভাবিক শক্তি বিদ্যমান আছে। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের বিবিধ, অনন্ত, অচিন্ত্যশক্তি বিদ্যমান আছে। সেই শক্তিসমূহ সাংক্রামিক নহে, কিন্তু স্বাভাবিকী, স্বরূপানুবন্ধিনী। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতমহাপুরাণে মাতা দেবহুতি বলিয়াছেন—আপনি আত্মা,সর্ব্বেশ্বর,তর্কাতীত অনন্ত শক্তি আপনাতে বিদ্যমান আছে। শ্রুতিকথিত—জ্ঞান-সম্বিৎশক্তি, অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সম্বিদাত্মা হইয়াও যে শক্তির দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডগতকার্য্যসকল জানেন এবং জীবাদিকে জানান তাহাকে সম্বিৎ শক্তি বলে।

(শ্বে০ ৬।১৮) "সর্ব্বস্য শরণং সুহৃৎ" (শ্বে০ ৩।১৭) "ভাবগ্রাহ্যমনীড়াখ্যম্" (শ্বে০ ৫।১৪) ইত্যাদি শ্বেতাশ্বতরবচনাৎ।

নিত্যসুখদত্বঞ্চ—"তং পীঠস্থং যে তু যজন্তি ধীরাস্তেবাং সুখং শাশ্বতং নেতরেষাম্"

শরণ্য সৌহার্দ্য ভক্তিবশ্যতাদয়ঃ সেব্যত্ব হেতবো ধর্ম্মাঃ তস্মিন্, সদৈব নিত্যাঃ সন্তীতি শ্রুতিরাহ —সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য—শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরভাব যুক্তস্য ভক্তস্য শরণং প্রাপ্যম্, কিং বহুনা বৈরিভাব-বিভাবিতানাং দৈত্যানামপি মোক্ষ প্রদম্। সুহৃদিতি—সর্ব্বাবস্থায়াং অহৈতুকী হিতকরঃ। শ্রীগীতাসু—৯।১৮—"গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥" এবঞ্চ শ্রীভগবতো ভক্তিগ্রহ্যত্বং স্পষ্টয়তি—ভাবেতি। অনীড়াখ্যম্—অনাধারত্বং সর্ব্বব্যাপকমিতি।

এবং শ্রীগোবিন্দস্য নিত্যজ্ঞানাদিগুণকত্বমুক্ত্বা—নিত্যসুখদত্বঞ্চাহ—অথর্ব্বশিরঃ—তমিতি। তং প্রসিদ্ধং শ্রীগোবিন্দং যোগপীঠমধ্যস্থসিংহাসনে বিরাজমানং যে ভক্তা মাধুর্য্যানুভবিনঃ যজন্তি পূর্ব্বোক্তঃ শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরমন্ত্ররাজৈঃ, তেষামেব শাশ্বতং নিরতিশয়ং সুখং, নেতরেষাম্—তেষাং মাধুর্য্যানুভবিনাং যৎ

'বল' অর্থাৎ সন্ধিনী শক্তি, শ্রীভগবান সদাত্মা হইয়াও যে শক্তির দ্বারা সমগ্র সত্তা ধারণ করেন ও অন্যকে ধারণ করান, সেই শক্তি সর্ব্বদেশ, কাল, দ্রব্যাদিতে ব্যাপক হেতু সন্ধিনী শক্তি বলে। ক্রিয়া শক্তি বিশ্বসৃষ্টি প্রভৃতি কারিণী। এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন—হে ভগবন্! আপনি সর্ব্বাশ্রয়, আপনাতে হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই স্বরূপশক্তি সকল বিদ্যমান আছে, কিন্তু প্রাকৃত সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ গুণ আপনাতে নাই। সুতরাং আপনি গুণবর্জ্জিত।

শরণ্য, সৌহার্দ্য, ভক্তিবশ্যতাদি যে গুণসকল সেব্যত্বের কারণ সেই ধর্ম্মসকল আপনাতে সর্ব্বদা নিত্য বিরাজিত আছে, তাহা শ্রুতি বলিতেছেন—সর্ব্বস্য ইত্যাদির দ্বারা। সকলের—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবযুক্ত ভক্তগণের শরণ প্রাপ্য। অধিক কথা কি শত্রুভাব বিভাবিত অসুরগণেরও মোক্ষ প্রদান করেন। সুহৃৎ—সকল অবস্থায় অহৈতুকী হিতকারী। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি সকল প্রাণীর গতি, ভর্ত্তা প্রভু, সাক্ষী, আশ্রয়, প্রাপ্য এবং সুহৃৎ। এই প্রকার শ্রীভগবানের ভক্তিগ্রাহ্যত্ব স্পষ্ট করিতেছেন—ভাব ইত্যাদির দ্বারা। ভাব—শ্রীকৃষ্ণসুখৈক তাৎপর্য্যময় ভাব দ্বারা তিনি গ্রাহ্য, অর্থাৎ প্রেমভক্তির দ্বারা তাঁহাকে পাওয়া যায়। অনীড়াখ্য—অনাধার অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক।

এই প্রকার শ্রীগোবিন্দদেবের নিত্যজ্ঞানাদি গুণকত্ব বর্ণন করিয়া নিত্যসুখদত্ব অথর্ব্বশিরঃ উপনিষদ বর্ণনা করিতেছেন—'তম্' ইত্যাদির দ্বারা। যে সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে যোগপীঠস্থ ভজনা করে, তাহার শাশ্বতসুখ লাভ হয়, অন্যের হয় না। সেই প্রসিদ্ধ শ্রীগোবিন্দদেবকে যোগপীঠমধ্যস্থরত্নসিংহাসনে বিরাজিত যে মাধুর্য্যানুভবিভক্তগণ আরাধনা, অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শ্রীমদ্ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্ররাজের দ্বারা যজনা করেন তাঁহাদেরই শাশ্বত-নিরতিশয় সুখ লাভ হয়। অন্যের হয় না। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দমাধুর্য্য অনুভবিভক্তগণের

(গো° তা° পূ° ২৩) ইতি গোপালোপনিষদুক্তেঃ। কাম্যকর্ম্মণাং হেয়ত্বাত্তু (৩।৪।২।৮) তৃতীয়ে বক্ষ্যতে।

তথা চ—সাঙ্গং সশিরস্কং চ বেদমধীত্য তদর্থানাপাততোঽধিগম্য তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গেন নিত্যানিত্যবিবেকতোঽনিত্য বিতৃষ্ণো নিত্যবিশেষাবগতয়ে চতুর্ল্লক্ষণ্যাং প্রবর্ত্ততে ইতি।

সুখং তৎসুখস্য গন্ধোঽপি মহানারায়ণাদ্যুপাসকানামপি ন লাভঃ কুতোঽন্যেষামিতি ভাবঃ। তস্মাৎ ভক্তিলভ্য—অক্ষয়ানন্ত সুখস্বরূপ-ভক্তবাৎসল্যাদি নিত্যগুণগণালঙ্কৃত-পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ এব মুমুক্ষুণাং জিজ্ঞাস্যমিতি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারণামাশয়ঃ।

অথ মুমুক্ষুঃ কথং চতুর্ল্লক্ষণ্যাং প্রবর্ত্ততে তদাহুঃ—তথাচেতি। সাঙ্গমিতি—বেদাবয়বষট্ প্রকার শাস্ত্রম্। তচ্চ—শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং গণঃ। ছন্দো বিচিতিরিত্যেতৈঃ ষড়ঙ্গো বেদ উচ্যতে॥ সশিরস্কং—উপনিষদৈঃ সহিতম্। সাঙ্গং সশিরস্কং বেদমধ্যয়নং কৃত্বা বেদস্যার্থান্ সামান্যরূপেণ জ্ঞাত্বা, বিশেষজ্ঞানার্থং শ্রীভগবত্তত্ত্ববিদো ভক্তস্য সমীপং গত্বা তৎ প্রসঙ্গেন কৃপয়া চ নিত্যানিত্যবস্তুনো-জ্ঞানং জায়তে। নিত্যানি—শ্রীকৃষ্ণস্তদ্ভক্তিস্তন্নাম-ধামাদীনি। অনিত্যানি—শ্রীকৃষ্ণেতর জগৎ পুত্র-কলত্র বিত্তাদীনি। তয়োর্ভেদং বিজ্ঞায়, অনিত্য জগৎ পুত্রকলত্রবিত্তাদিষু আসক্তিরহিতো ভূত্বা, নিত্যস্য শ্রীগোবিন্দস্য বিশেষঃ — সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বাধারত্ব-স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকত্ব-ভক্তিবশ্যত্ব-রমাদিগর্ব্ববিমর্দনলীলত্ব-আত্মারামগণাকর্ষিত্ব ব্রহ্মাদি-বিস্মাপকগোপাললীলত্বমবগতয়ে অত্র চতুরধ্যায়যুক্তে শ্রীবাদরায়ণাবির্ভা-বিতে বেদান্তশাস্ত্রে প্রবর্ত্ততে ইত্যর্থঃ।

যে সুখ, তাহার গন্ধও মহানারায়ণ উপাসকগণেরও লাভ হয় না, অন্যের কথা আর কি বলিব, ইহাই এই মন্ত্রের ভাব। কাম্যকর্ম্মসকলের হেয়তা তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণনা করিবেন। অতএব শ্রীভক্তিলভ্য, অক্ষয়-অনন্ত সুখ স্বরূপ, ভক্তবাৎসল্যাদি নিত্য গুণবৃন্দ-বিভূষিত, পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র মুমুক্ষু-সাধকগণের জিজ্ঞাসার বিষয় ইহাই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিপ্রায়।

অতঃপর মুমুক্ষুগণ কি প্রয়োজনে ব্রহ্মসূত্র অধ্যয়ন করিবে তাহা বলিতেছেন—তথা চ ইত্যাদির দ্বারা। সাঙ্গ সশিরস্ক বেদ অধ্যয়ন করিয়া, আপাততঃ তাহার অর্থ অধিগত হইয়া, তত্ত্ববিৎ প্রসঙ্গের দ্বারা নিত্য অনিত্য বস্তু বিবেক হেতু অনিত্য বিতৃষ্ণ হইয়া, নিত্যবিশেষ বস্তুর অবগতির নিমিত্ত চতুর্ল্লক্ষণী অধ্যয়নে প্রবর্ত্তিত হইবে। সাঙ্গ—অর্থাৎ বেদের অবয়ব ছয় প্রকার শাস্ত্র বিশেষ। তাহা—শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ এবং ছন্দ শাস্ত্র এই ছয়টি বেদের অঙ্গ জানিবে। সশিরস্ক—ঈশাদি উপনিষদ সকলের সহিত। সাঙ্গ সশিরস্ক বেদ অধ্যয়ন করিয়া, বেদের অর্থ সকল সামান্যভাবে জানিয়া, বিশেষভাবে অবগতির নিমিত্ত শ্রীভগবৎ তত্ত্ববিৎ ভক্তের সমীপে গমন করিয়া তাঁহার প্রসঙ্গ ও কৃপায় নিত্য ও অনিত্য বস্তুর জ্ঞান জন্মে। নিত্য—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার ভক্তি, শ্রীনাম, ধাম ইত্যাদি।

ন চাত্র কর্ম্মসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শক্যং বক্তুং, তদ্বতামপি সৎসঙ্গ বিরহিণাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া

যত্তু,—মীমাংসা পূর্ব্বভাগ জ্ঞাতস্য কর্ম্মণোঽল্পাস্থির ফলত্বাদ্ উপরিতন ভাগাবসেয়স্য ব্রহ্মজ্ঞানস্য-অনন্তাক্ষয়ফলত্বাচ্চ পূর্ব্ববৃত্তাৎ কর্ম্মজ্ঞানাদনন্তরং তত এব হেতোর্ব্রহ্মজ্ঞাতব্যমিত্যুক্তং ভবতি। তদাহ—বৃত্তিকারঃ—"বৃত্তাৎ কর্ম্মাধিগতাদনন্তরং ব্রহ্মবিবিদিষা ইতি" শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যপাদা আহুঃ—তন্নিরাকুর্ব্বন্তি—ন চেতি। "অথ" শব্দস্যানন্তর্য্যার্থমঙ্গীকৃত্য কর্ম্মসম্পত্ত্যানন্তর্য্যং ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করণীয়া, ইতি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদগুরূণাং সিদ্ধান্তঃ। তন্ন সম্ভবতি, যতঃ কর্ম্মসম্পত্তিমতামপি শ্রীভগবদ্ভক্তসঙ্গবিরহিনাং ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়া অদর্শনাৎ। তথাহি শ্রীভা০—১০।২৩।৪৩-৪৮—

স এষ ভগবান্ সাক্ষাদ্বিষ্ণুর্যোগেশ্বরেশ্বরঃ। জাতো যদুষ্বিত্যশৃণ্মহ্যপি মূঢ়া ন বিদ্মহে॥
অথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিবতামপি॥

তস্মাৎ বৈদিক কর্ম্মপারঙ্গতানাং যাজ্ঞিকব্রাহ্মণানাং শ্রীভগবদাবির্ভাবকালেঽপি তদাসক্তি বিরহ

অনিত্যবস্তু—শ্রীশ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন জগৎ, পুত্র, কলত্র, বিত্ত প্রভৃতি। উভয়ের ভেদ জানিয়া, অনিত্য—জগৎ পুত্র কলত্র, বিত্ত প্রভৃতি বিষয়ে আশক্তি রহিত হইয়া, নিত্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বিশেষ অর্থাৎ—সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বাধারত্ব, স্বভিন্ন-সর্ব্বনিয়ামকত্ব, ভক্তিবশ্যত্ব, রমাদি গর্ব্ব-বিমর্দনলীলত্ব, আত্মারামগণাকর্ষিত্ব, ব্রহ্মাদিবিস্মাপকগোপাললীলত্ব, অবগতির নিমিত্ত এই চতুরধ্যায়যুক্ত শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত বেদান্ত শাস্ত্রে প্রবর্ত্তিত হইবেন।

শঙ্কা—মীমাংসার পূর্ব্বভাগ জ্ঞাত ব্যক্তির কর্ম্মের অতি অল্প ও অস্থির ফল জানিয়া, উপরিতন উত্তর ভাগ জ্ঞাত ব্রহ্মজ্ঞানের অনন্ত অক্ষয় ফল হেতু, পূর্ব্ববৃত্ত কর্ম্মজ্ঞানের অনন্তর, সেই হেতু ব্রহ্ম জানিতে হইবে, এই বিষয়ে বৃত্তিকার শ্রীপাদ বৌধায়ন বলেন—বৃত্ত হেতু কর্ম্মসকল অধিগত হওয়ার পর ব্রহ্ম জানিবার ইচ্ছা। এই প্রকার শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য বলিয়াছেন, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—'ন চ' ইত্যাদির দ্বারা। "কর্ম্মসম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য" "অথ" শব্দের আনন্তর্য্য অর্থ অঙ্গীকার করিয়া কর্ম্মসম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য এই প্রকার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদগুরুদেবের সিদ্ধান্ত।

উত্তর—এই সিদ্ধান্ত কোন প্রকারে সম্ভব নহে। যেহেতু কর্ম্মসম্পত্তিমানগণ যাঁহাদের শ্রীভগবানের ভক্ত সঙ্গ হয় নাই, তাঁহাদের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দেখা যায় নাই। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতে যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ প্রমাণ, তাঁহাদের উক্তি—যোগেশ্বরেশ্বর সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তিনি এই যদুবংশে জাত হইয়াছেন, আমরা তাহা শাস্ত্রাদিতে শ্রবণ করিয়াছি, কিন্তু আমরা এমন মূঢ় তাহার বোধ নাই। পুনরায় তাঁহারা বলিলেন—অহো! দুর্ভাগ্য!! আমাদের পত্নীগণের কোন প্রকার সৎসংস্কারাদি নাই, তথাপি যোগেশ্বরেশ্বর উত্তমশ্লোক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে দৃঢ়া-অচঞ্চলা ভক্তি জাত হইয়াছে। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার সংস্কার সম্পন্ন যজ্ঞাদি কর্ম্মে পারঙ্গত আমাদের তাহা স্বপ্নেও হয় নাই।

অদর্শনাৎ, তচ্ছূন্যানামপি সত্যাদিপূতানাং সংপ্রসঙ্গিনাং তদ্দর্শনাৎ।

ন চ নিত্যানিত্যবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয় সম্পত্ত্যানন্তর্য্যং শক্যং বক্তুং, প্রাক্ তস্যা

দর্শনাৎ। তথা কর্ম্মসম্পত্তিশূন্যানামপি সত্য-দয়া-শ্রীভক্তিমতাং ভক্তানাং শ্রীভগবদ্ভক্তপ্রসঙ্গিনাং ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা দর্শনাৎ। যথা বৈদিককর্ম্ম-সংস্কার-রহিতস্য শ্রীবিদুরস্য, শ্রীভাগবতে—৩।৪।২৫—

জ্ঞানং পরং স্বাত্মরহঃ প্রকাশং যদাহ যোগেশ্বর ঈশ্বরস্তে।
বক্তুং ভবান্নোঽর্হতি যদ্ধি বিষ্ণোর্ভৃত্যাঃ স্বভৃত্যার্থকৃতশ্চরন্তি॥

এবঞ্চাহ—শ্রীমুচুকুন্দঃ—১০।৫১।৫৪—

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎ সমাগমঃ।
সৎ-সঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে মতিঃ॥

তস্মাৎ আনন্তর্য্যার্থে কর্ম্মসম্পত্তি গ্রহণমনুচিতমেব।

এবমথশব্দস্যার্থমাহুঃ শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যাঃ—"তস্মাৎ কিমপি বক্তব্যং—যদনন্তরং ব্রহ্মজিজ্ঞাসোপদিশ্যত ইতি—উচ্যতে—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ, ইহামুত্রার্থ ভোগবিরাগঃ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ, মুমুক্ষুত্বঞ্চ, তেষু হি সৎসু, প্রাগপি ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়া ঊর্দ্ধং চ শক্যতে ব্রহ্মজিজ্ঞাসিতুং জ্ঞাতুং চ, ন বিপর্য্যয়ে। তস্মাদথ শব্দেন যথোক্ত সাধনসম্পত্ত্যানন্তর্য্যমুপদিশ্যতে"। ন চ সাধনচতুষ্টয় সম্পত্ত্যানন্তর্য্যং ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যমিতি

অতএব—বৈদিক কর্ম্মপারঙ্গত-যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণের সংসঙ্গ না থাকা হেতু শ্রীভগবানের আবির্ভাব সময়েও শ্রীভগবদাসক্তির বিরহ দেখা যায়। তথা তৎশূন্য—কর্ম্মসম্পত্তিশূন্য, সত্য দয়া শমদম ভক্তিমান ভক্তগণের, সৎ-শ্রীভগবৎ ভক্ত সাধুগণের প্রসঙ্গযুক্ত ভক্তগণের ব্রহ্মজিজ্ঞাসা দেখা যায়। যেমন সর্ব্বপ্রকার বৈদিকসংস্কার রহিত শ্রীবিদুরের চরিত্রে, শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীউদ্ধবকে শ্রীবিদুর বলিলেন—হে উদ্ধব! যোগেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজস্বরূপের পরম গোপনীয় রহস্য প্রকাশক জ্ঞান আপনাকে উপদেশ করিয়াছেন তাহা আপনি আমার নিকট বর্ণন করুন, কারণ শ্রীভগবৎ ভক্তগণ নিজ সেবকগণের নিমিত্ত পৃথিবীতে ভ্রমণ করেন।

পুনরায় শ্রীভগবানকে দর্শন করিয়া মহারাজ মুচুকুন্দ বলিলেন—হে অচ্যুত! স্বর্গ মর্ত্ত্য ভ্রমণকারি জীবের যখনই সৎসঙ্গ লাভ হয়, তখনই ভক্তবৎসল, পরাৎপর পরব্রহ্ম আপনাতে নিশ্চলা বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। সুতরাং আনন্তর্য্য অর্থে কর্ম্মসম্পত্তি গ্রহণ করা অনুচিতই হইবে।

এই প্রকার "অথ" শব্দের শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ ব্যাখ্যা করেন—অতএব কোন বস্তু বলিতে হইবে, যাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসার উপদেশ করিবেন? যাহার অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে হইবে তাহা বলিতেছি—নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক, ইহ অমুত্রফল ভোগ বিরাগ, শমদমাদি সাধনসম্পৎ এবং মুমুক্ষুত্ব, উক্ত সাধনচতুষ্টয় থাকিলে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করিতে পারিবে, অথবা জানিতে পারিবে।

দৌর্ল্লভ্যাৎ, সৎপ্রসঙ্গশিক্ষাপরভাব্যত্বাচ্চ।

তদবাপ্তজ্ঞানাঃ খলু দেশিকভাবানুসারিণঃ সনিষ্ঠাদিভেদাৎ ত্রিধা ভবন্তি। নিষ্ঠয়া কর্ম্মাণ্যাচরন্তঃ সনিষ্ঠাঃ। লোকসংজিঘৃক্ষয়া তান্যাচরন্তঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। ধ্যানমেবানুতিষ্ঠন্তো নিরপেক্ষাশ্চ।

বাচ্যম্। তেষাং সৎসঙ্গ পরভাব্যত্বাৎ। তস্যা ব্রহ্মজিজ্ঞাসায়াঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পত্তেঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞঃ সাধু-প্রসঙ্গাৎ পূর্ব্বং দুর্লভত্বাদিত্যর্থঃ। সৎপ্রসঙ্গেতি—সৎপ্রসঙ্গেন ভক্তিশিক্ষায়াং সত্যাং ভক্তেরনুগ্রহেণ ভক্ত-কৃপায়াঞ্চ জাতে পরস্মিন্ কালে সা সাধনসম্পত্তির্ভবিতুং যুক্তা ইতি ভাবঃ।

এবং 'অথ' শব্দস্য প্রসঙ্গপ্রাপ্তং বিপরীতার্থং নিরস্য শ্রীভগবৎ ভক্ত প্রসঙ্গলব্ধজ্ঞানাঃ শ্রীগুরু-দেবানুসারিণঃ শ্রীগোবিন্দতত্ত্বজিজ্ঞাসবঃ সনিষ্ঠাদি ভেদাৎ ত্রিধা ভবন্তি। সনিষ্ঠ—পরিনিষ্ঠিত—নিরপেক্ষশ্চ ইতি ভেদত্রয়ম্। ব্রহ্মবিদ্যৈব ব্রহ্মবিদ্যা-শ্রীভক্তিরেব। শ্রীভক্ত্যৈব স্বভাবানুসারি-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুর ভাবানুগতং শ্রীগোবিন্দং লভন্তে ভক্তা ইতি। যদ্বা—বিধি-রুচি ভাবানুসারেণ ভক্তাঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নুবন্তি। তৃতীয়াধ্যায়ে বিশদী ভবিষ্যতীতি।

বিপর্য্যয়ে—অর্থাৎ সাধনচতুষ্টয় না থাকিলে, কর্ম্ম-কর্ম্মসম্পত্তি থাকিলেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপপত্তি হইবে না। অতএব "অথ" শব্দের দ্বারা যথোক্ত সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা উপদেশ করিতে-ছেন। এই ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে, অতএব তাহা খণ্ডন করিতেছেন—ন চ ইত্যাদির দ্বারা। নিত্যা-নিত্যবস্তুবিবেকাদি সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তির অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা করা" ইহা যুক্তিযুক্ত নহে। পূর্ব্বে অর্থাৎ শ্রীভগবৎ ভক্ত প্রসঙ্গের পূর্ব্বে সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি অত্যন্ত দুর্লভ এবং তাহা সৎপ্রসঙ্গ পরভাব্য হেতু জানিতে হইবে। অর্থাৎ—সেই ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্ববর্ত্তী সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তির শ্রীভগবৎতত্ত্বজ্ঞ সাধুগণের প্রসঙ্গ বিনা পূর্ব্বে তাহা অতীব দুর্ল্লভ। সৎপ্রসঙ্গ—অর্থাৎ—সৎপ্রসঙ্গের দ্বারা শ্রীভক্তির আচরণ সকল শিক্ষা করিলে পর, শ্রীভক্তিদেবীর অনুগ্রহে এবং শ্রীভক্তগণের কৃপা উৎপন্ন হইলে পর উত্তরকালে সেই সাধন চতুষ্টয় সম্পত্তি আবির্ভাব হওয়া যুক্তিযুক্ত ইহাই ভাবার্থ।

এই প্রকার "অথ" শব্দের প্রসঙ্গ প্রাপ্ত বিপরীতার্থ নিরাকরণ করিয়া, শ্রীভগবৎ ভক্ত প্রসঙ্গ দ্বারা জ্ঞানলাভকারিগণ যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের অনুগত, এবং শ্রীগোবিন্দদেবের তত্ত্বজিজ্ঞাসু তাঁহারা সনিষ্ঠাদিভেদে তিন প্রকার। সনিষ্ঠ, পরিনিষ্ঠিত এবং নিরপেক্ষ। সনিষ্ঠ—যাঁহারা নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-ধর্ম্মের ও বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পালন করেন। যাঁহারা লোককল্যাণের নিমিত্ত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া শ্রীভক্তির প্রতি অতীব শ্রদ্ধাবান তাহারা পরিনিষ্ঠিত ভক্ত। এই দুই প্রকার ভক্ত সাশ্রমী। নিরপেক্ষ ভক্তগণ কেবলমাত্র শ্রীভগবানের শ্রীনামগুণাদি ধ্যান করিয়া থাকেন। ইঁহারা নিরাশ্রমী। এই সকল ভক্তগণ কেবলমাত্র ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই স্বভাব অনুসারে পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করেন।

সর্ব্বেহেত্তে ব্রহ্মবিদ্যয়ৈব স্বভাবানুসারি পরং ব্রহ্মগচ্ছন্তীতি উপর্য্যুপরি বিশদী ভবিষ্যতি।

ননু—"ওঁকারশ্চাথশব্দশ্চ দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণঃ পুরা। কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্জ্জাতৌ তেন মাঙ্গলিকাবুভৌ॥ ইতি স্মৃতের্মঙ্গলমেবাথশব্দার্থঃ শাস্ত্রারম্ভে হি শিষ্টা বিঘ্ননাশায় তদাচরন্তীতি চেন্মৈবম্ ঈশ্বরস্য বিঘ্নাশঙ্কাবিরহাৎ। তস্যেশ্বরত্বন্তু—"কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং বিদ্ধি নারায়ণং

অত্র "অথ" শব্দস্য মঙ্গলার্থমাশঙ্কয়ন্তি—নম্বিতি। ওঁকারশ্চ, অথ শব্দশ্চ এতৌ দ্বৌ পুরা সৃষ্ট্যারম্ভে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মণঃ কণ্ঠং ভিত্ত্বা বিনির্গতৌ তেন হেতুনা উভৌ শব্দৌ মাঙ্গলিকৌ মতৌ। ইতি স্মৃতিবচনাৎ, "অথ" শব্দস্য মঙ্গলার্থমেব, তত্তু বেদপ্রামাণ্যবাদিনঃ শাস্ত্রারম্ভে বিঘ্নবিনাশায় মঙ্গলাচরণরূপেণ আচরন্তি। তস্মাদথ মঙ্গলার্থমিতিচেৎ ন—ঈশ্বরস্য বিঘ্নাশঙ্কাবিরহাৎ যঃ খলু ঈশ্বরস্তস্য বিঘ্নাশঙ্কাগন্ধোঽপি নাস্তি। ঈশ্বরাজ্ঞয়ৈব বিঘ্নরাজঃ সর্ব্বেষাং জনানাং বিঘ্নানুৎপাদয়তি।

ননু বেদান্তসূত্রস্য শ্রীবাদরায়ণেনাবির্ভাবিতত্বাৎ কথং তস্য ঈশ্বরত্বমিতিচেত্তত্রাহুঃ—তস্যেতি। শ্রীপরাশরবাক্যমিদম্। তস্য পরাশরনন্দনশ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নস্য ঈশ্বরত্বং প্রমাণয়তি স্মৃতিঃ—হে মৈত্রেয়! বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্য্যুগীয়ঃ যো ব্যাসঃ স তু কৃষ্ণদ্বৈপায়নং ব্যাসং শ্রীনারায়ণং প্রভুং সর্ব্বসমর্থং বিদ্ধি জানিহি। অন্যথা ভুবি পৃথিব্যাং কৃষ্ণদ্বৈপায়নাদন্যং কো মহাভারত কৃদ্ ভবেদ্ নাস্তি কস্যাপি

ব্রহ্মবিদ্যা শ্রীভক্তিদেবী। স্বভাবানুসারী—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর ভাবানুগত হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করেন। অথবা—বিধি রুচিভাবানুসারে ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে প্রাপ্ত হয়েন। এই সকল বিষয় তৃতীয় অধ্যায়ে বিশদভাবে বর্ণিত হইবে।

শঙ্কা—এই স্থলে "অথ" শব্দের মঙ্গলার্থ আশঙ্কা করিতেছেন—'ননু' ইত্যাদির দ্বারা। ওঁ কার এবং "অথ" এই দুইটি শব্দ পুরাকালে সৃষ্টির প্রারম্ভে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ ভেদ করিয়া বিনির্গত হইয়াছে, সেই হেতু এই শব্দ দুইটি মাঙ্গলিক মঙ্গল প্রদায়ক বলিয়া জানিবে। এই স্মৃতিবচন হেতু 'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থই। শিষ্ট—বেদপ্রামাণ্যবাদিশিষ্টগণ শাস্ত্রারম্ভে বিঘ্নবিনাশের নিমিত্ত মঙ্গলাচরণরূপে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকেন। সুতরাং 'অথ' শব্দ মঙ্গলার্থই।

উত্তর—এই শঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ ঈশ্বরের বিঘ্নাশঙ্কা নাই। অর্থাৎ যাঁহারা ঈশ্বর তাঁহাদের বিঘ্নশঙ্কার গন্ধমাত্রও নাই। ঈশ্বরের আদেশেই বিঘ্নরাজ সাধারণ মানবগণের বিঘ্ন উৎপাদন করেন।

যদি বল বেদান্তসূত্রসকল শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক বিরচিত, সুতরাং শ্রীব্যাসদেব কি প্রকারে ঈশ্বর হইলেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—'তস্য' ইত্যাদির দ্বারা। —বিষ্ণুপুরাণে শ্রীপরাশরের এই বাক্য দ্বারা সেই পরাশরনন্দন, শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতেছেন—হে মৈত্রেয়! বৈবস্বতমন্বন্তরীয় অষ্টাবিংশ চতুর্য্যুগীয় দ্বাপরের যে শ্রীব্যাসদেব তাঁহাকে সর্ব্বসমর্থযুক্ত সর্ব্বেশ্বর শ্রীনারায়ণ বলিয়া জানিবেন। অন্যথা এই পৃথিবীতে শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন ভিন্ন কে মহাভারত কর্ত্তা হইবে। শ্রীমহাভারত রচনা করিতে

প্রভুম্" (বিং ৩।৪।৫) ইতি স্মৃতেঃ। তথাপি মঙ্গলাত্মকত্বাত্তস্মাৎ কম্বুস্বনাদিবৎ তৎ সম্ভবেদিতি তেনৈব লোকোঽপি সংগৃহীতঃ। তস্মাত্তাদৃশস্য পুংসস্তদনন্তরং তজ্জিজ্ঞাসা যুক্তেতি ॥ ১ ॥

সামর্থ্যমিতি ভাবঃ। কো হ্যন্যো ভুবি মৈত্রেয়! মহাভারতকৃদ্ ভবেৎ॥ ইতি বাক্যশেষঃ। শ্রীভাগবতে—১।৩।২১—

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ। চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ॥

পুনঃ—২।৭।৩৭—আবির্হিতস্ত্বনুযুগং সহি সত্যবত্যাং বেদদ্রুমং বিটপশো বিভজিষ্যতি স্ম॥

যদ্যপি ভগবতা শ্রীবাদরায়ণেন 'অথ' শব্দেন মঙ্গলাচরণং ন কৃতং তথাপি 'অথ' শব্দস্য মঙ্গলাত্মকত্বাৎ তত্তু শঙ্খনিনাদবৎ মঙ্গলং সম্ভবেদিতি। তেন 'অথ' শব্দ প্রয়োগেন লোকোঽপি অন্যমানবোঽপি সংগৃহীতো ভবতি। গ্রন্থারম্ভে সর্ব্বেঽপি এবং স্বেষ্টদেবতাস্মরণরূপমঙ্গলাচরণং কুর্য্যুরিতি সূত্রকারস্যাভিপ্রায়ঃ। এবং জিজ্ঞাসাধিকরণং সমাপয়ন্ নিগময়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ—তস্মাদিতি। তাদৃশস্য—বিজ্ঞাত বেদাদিশাস্ত্রস্যাপাততাধীগতার্থস্য সাধকস্য শ্রীগোবিন্দভক্তপ্রসঙ্গানন্তরং সপরিকরং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দং জিজ্ঞাসা যুক্তা ইতি॥ ১ ॥

॥ ইতি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণং প্রথমং সূত্রম্ ॥ ১ ॥

কৃষ্ণভক্ত প্রসাদেন বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানতঃ। জিজ্ঞাসোৎপদ্যতে পুংসাং পরং ব্রহ্ম কিমাত্মকম্ ॥

কাহারও সামর্থ্য নাই অন্য কে পৃথিবীতে মহাভারতকর্ত্তা হইবে। পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের এই দ্বিতীয় চরণ।

শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান্ সপ্তদশ অবতারে শ্রীপরাশর হইতে সত্যবতীতে শ্রীব্যাসরূপে প্রকট হইয়া মানবগণকে অল্পবুদ্ধিযুক্ত দেখিয়া বেদকল্পবৃক্ষকে বিভাগ করিয়াছিলেন। পুনরায় সে কালে মানবগণের বুদ্ধি দুর্ব্বল হইলে সত্যবতীতে অবতীর্ণ হইয়া বেদকল্পবৃক্ষকে বিভাগ করিয়াছেন। যদ্যপি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ 'অথ' শব্দের দ্বারা মঙ্গলাচরণ করেন নাই, তথাপি 'অথ' শব্দ মঙ্গলাত্মক হওয়া হেতু শঙ্খ-নিনাদ সদৃশ মঙ্গল সম্ভব হইবে। অতএব 'অথ' শব্দ প্রয়োগের দ্বারা অন্যমানবও অর্থাৎ গ্রন্থারম্ভে সকল গ্রন্থকারগন এই প্রকার নিজ ইষ্টদেবতা স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ করুন, ইহাই ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণের অভিপ্রায়। এইপ্রকার শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ জিজ্ঞাসাধিকরণ সমাপ্ত করিয়া সমাধান করিতেছেন—তস্মাদ্ ইত্যাদির দ্বারা—তাদৃশ অর্থাৎ বিজ্ঞাত বেদাদিশাস্ত্র এবং তাহার আপাতত অর্থ অধিগত সাধকের শ্রীগোবিন্দদেবের একান্ত ভক্তগণের প্রসঙ্গের অনন্তর সপরিকর পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত ॥ ১ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণ নামক প্রথম অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১ ॥

শ্রীকৃষ্ণভক্তের প্রসাদে বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞান হইতে সাধকের পরব্রহ্ম কি প্রকার এইরূপ জিজ্ঞাসার উদয় হয়।

২ ॥ জন্মাদ্যধিকরণম্ ॥

ননু পূর্ব্বত্র ভূমশব্দেন চ জীবমভ্যুপেত্য ব্রহ্মশব্দেনাপি তমেবাহ। প্রাক্প্রাণপ্রক্রিয়য়া পতিজায়াদিপ্রীতিসংসূচনয়া তস্যৈব প্রত্যয়ত্বাৎ বৃহজ্জাতিজীবকমলাসনশব্দরাশিশ্বিতি ব্রহ্মশব্দস্য

---

২ ॥ অথ জন্মাদ্যধিকরণং দ্বিতীয়ং ব্যাখ্যায়ন্তে—

যস্মাদুৎপদ্যতে বিশ্বং স্থিতির্যস্মিন্ বিশন্তি যম্। জন্মাদ্যস্য যতঃ সর্ব্বং তং গোবিন্দমহং ভজে ॥

পূর্ব্বে সূত্রে "ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যম্" ইত্যুক্তং কিং লক্ষণকং তদিত্যপেক্ষায়াং দ্বিতীয় সূত্রস্যাবির্ভাব ইতি সূত্রসঙ্গতিঃ। এবমেবাধিকরণ সঙ্গতির্বোধ্যা। অথ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য জন্মাদি কার্য্যস্য কর্তৃত্বং নিরূপয়িতুং শঙ্কাং বিরচয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ।

শঙ্কা—পূর্ব্বত্র "প্রাণো বা আশায়াভূয়ান্" (ছা০—৭।১৫।১) ইতি প্রাণ শব্দেন সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামকো জীবাত্মা উচ্যতে, স এব সুখরূপত্বাৎ ভূম শব্দেন জীবমভ্যুপেত্য অত্র প্রথমসূত্রে ব্রহ্মশব্দেন তং জীবমেব কথয়তি সূত্রকারঃ। শ্রীগী০—৪।২৪, "ব্রহ্মণা হুতম্" অত্র হোমকর্ত্তা জীবো ব্রহ্মশব্দেনোচ্যতে। এবমাত্মা প্রকরণে চ পতি ভার্য্যা পুত্রাদি প্রীতি সংসূচনেন—কথনেন, তস্য জীবস্য এব প্রত্যয়হেতুঃ। অস্মিন্ বিষয়ে প্রমাণমাহুঃ—বৃহজ্জাতিব্রাহ্মণঃ জীবঃ,কমলাসনো ব্রহ্মা, শব্দরাশির্বেদঃ, এতেষু অর্থেষু ব্রহ্মশব্দস্যার্থো বর্ত্ততে। কিন্তু ব্রহ্মশব্দস্য তত্র জীবে এব রূঢ়িঃ। তত্তু মুখ্যশব্দবৃত্তিঃ। যথা—মণ্ডপশব্দো

২। জন্মাদ্যধিকরণ—অতঃপর জন্মাদ্যধিকরণ নামক দ্বিতীয় অধিকরণের ব্যাখ্যা প্রারম্ভ করিতেছেন—এই বিশ্ব প্রপঞ্চ যাহা হইতে উৎপন্ন হয়, যাহাতে অবস্থান করে, প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে, এই প্রকার যাহা হইতে সকল বিশ্বের জন্মাদি হয় সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি।

পূর্ব্বসূত্রে অর্থাৎ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এই প্রথম সূত্রে 'ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিবে' এই প্রকার বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মের লক্ষণ কি প্রকার? এই জিজ্ঞাসার অপেক্ষায় দ্বিতীয়সূত্রের আবির্ভাব করিতেছেন ইহা সূত্র সঙ্গতি। এই প্রকার যে ব্রহ্মজিজ্ঞাস্য তাহার লক্ষণ কি? এই প্রশ্নের নিবৃত্তির নিমিত্ত দ্বিতীয় জন্মাদ্যধিকরণ প্রারম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। অনন্তর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের জগজ্জন্মাদিকার্য্যের কর্তৃত্বনিরূপণ করিবার নিমিত্ত শ্রীপাদ ভাষ্যকার প্রভু শঙ্কার অবতারণা করিতেছেন।

শঙ্কা—পূর্ব্বে 'আশা হইতে প্রাণ শ্রেষ্ঠ' এই প্রাণ শব্দের দ্বারা সকল ইন্দ্রিয়গণের নিয়ামক জীবাত্মাকে বলা হইয়াছে। সেই জীবাত্মাই সুখস্বরূপ হওয়া হেতু 'ভূম' শব্দের দ্বারা জীবকে গ্রহণ করিয়া এই জিজ্ঞাসা সূত্রে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা সেই জীবকেই জিজ্ঞাস্য ইহাই বলিতেছেন শ্রীসূত্রকার। ব্রহ্মশব্দে যে জীবকে বুঝায় তাহা শ্রীগীতাবাক্য প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—ব্রহ্মের দ্বারা আহুতি

চ তত্র রূঢ়েরিত্যেতাং ভ্রান্তিমপনেতুমারম্ভঃ।

তৈত্তিরীয়কে—(৩।১।১) "ভৃগুর্বৈ বারুণির্বরুণং পিতরমুপসসার, অধীহি ভো

রূঢ়ত্বেন গৃহবিশেষে মুখ্যঃ" ইতি শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভঃ—২।১০, তস্মাৎ ব্রহ্মশব্দস্য জীবে এব মুখ্যপ্রয়োগত্বাৎ তস্যৈব চতুর্লক্ষণ্যাং জিজ্ঞাস্যমিতি বুদ্ধিহীনানামাগ্রহঃ। তদেতেষাং দুর্ব্বুদ্ধীনাং ভ্রান্তিং—অযথার্থানুভবং নিবারয়িতুং ব্রহ্মলক্ষণ প্রকরণমিদমারভ্যন্তে।

বিষয়—অথ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয়—তৈত্তিরীয়োপনিষদ্বাক্যং জন্মাদ্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যরূপেণোত্থাপয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ "তৈত্তিরীয়কেত্যেদিনা। অথ লক্ষণান্তরমুখেন ব্রহ্মপ্রতিপাদয়িতুং, ব্রহ্মপ্রতিপত্তৌ নির্ধূত কল্মষান্তঃকরণস্য হেতুত্বমিতি প্রতিপাদনায় চ উপনিষদঃ তৃতীয়ং ভৃগুবল্লীমারভ্যন্তে। ভৃগুরিতি—বরুণস্যাপত্যং পুমান্ বারুণির্ভৃগুঃ, স্বপিতরঃ বরুণং, উপসসার—তৎ সমীপং গতবান্। গত্বা চ প্রণামাদিনা স্বাভিমুখীকৃত্য, আহ—নিবেদিতবান্। কিং তদিত্যাহ—ভো ভগবন্! ব্রহ্ম অধীহি! কিমাত্মকং ব্রহ্ম, কেন রূপেণ তস্য জ্ঞানং ভবেৎ? তৎ সর্ব্বং মহ্যং অধ্যাপয়তু—কথয়ত্বিতি বাক্যার্থঃ। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে ইমামাখ্যায়িকামুপক্রম্য—আরভ্য, উপসন্নং স্বপুত্রং বিলোক্য তৎ প্রশ্নস্য উত্তরং

প্রদত্ত, এই স্থলে হোমকর্ত্তা জীব ব্রহ্মশব্দবাচ্য, বৃহদারণ্যকে মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে আত্মাপ্রকরণে ও পতি ভার্য্যা পুত্র প্রভৃতির প্রীতি সূচনার দ্বারা সেই জীবেরই প্রতীতি জন্মায়, এই প্রতীতি হেতু জীবাত্মারই বিশেষ-জ্ঞান জন্য এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—জাতি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, জীবাত্মা, কমলাসন ব্রহ্মা ও শব্দরাশি বেদ এই সকল অর্থেও ব্রহ্মশব্দের বোধ হয়, এই বোধ যে ভ্রমাত্মক তাহা নাশ করিবার নিমিত্ত পরবর্ত্তী প্রকরণ আরম্ভ করিতেছেন। যদিও ব্রহ্মশব্দের দ্বারা অনেক অর্থ বোধ করে তথাপি কিন্তু ব্রহ্মশব্দের সেই জীবাত্মাতেই রূঢ়ি। রূঢ়ি অর্থাৎ শব্দের মুখ্যবৃত্তি, যেমন—মণ্ডপ শব্দ রূঢ়িত্ব প্রযুক্ত হেতু গৃহবিশেষে মুখ্য বৃত্তি, ইহা শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভে বর্ণিত আছে। অতএব ব্রহ্মশব্দের জীবাত্মাতেই মুখ্য প্রয়োগ হেতু জীবাত্মাকেই চতুর্লক্ষণী বেদান্তসূত্রে জিজ্ঞাসা করিবে, এই প্রকার বুদ্ধিহীন মানবগণের আগ্রহ অথবা ভ্রম। এই দুর্ব্বুদ্ধিগণের ভ্রম অযথার্থ অনুভব নিবারণের নিমিত্ত ব্রহ্মলক্ষণ প্রকরণের আরম্ভ করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদ বাক্য জন্মাদ্যধিকরণের বিষয়বাক্যরূপে উত্থাপন করিতেছেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ—তৈত্তিরীয়ক ইত্যাদির দ্বারা। অতঃপর দুর্মতিগণ পরিকল্পিত ব্রহ্মলক্ষণ হইতে পৃথক্ লক্ষণের দ্বারা পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত, কারণ—পরব্রহ্ম প্রপন্নতা নির্ধূত-কল্মষ-অন্তঃকরণ ব্যক্তির সিদ্ধ হয় সেই হেতু, এই বিষয় দুইটি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় ভৃগুবল্লী প্রারম্ভ করিতেছেন—ভৃগু ইত্যাদি—বরুণের অপত্য পুরুষ বারুণি ভৃগু, নিজ পিতা বরুণের নিকট গমন করিলেন। গমন করিয়া নমস্কার অভিবাদনাদি দ্বারা নিজের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া নিবেদন করিলেন, কি নিবেদন করিলেন তাহাই বলিতেছেন—হে ভগবন্! ব্রহ্ম পাঠ

ভগব ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রম্য পঠন্তে -(৩।১।১) "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি-জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্‌ব্রহ্ম তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি।

কথয়ামাস 'যতঃ' ইতি। 'যতঃ' 'জননে প্রকৃতিঃ' শ্রীহরি০ না০ ব্যা০ ৪।৭৮, ইতি সূত্রেণ পঞ্চমী। অত্র অপাদানত্বম্। "বা" সমুচ্চয়ে অব্যয়ঃ।। ইমানি ভূতানি—ক্ষিত্যাদ্যাদিভ্য আব্রহ্মস্তম্ভ পর্য্যন্তানীত্যর্থঃ, জায়ন্তে। যেন ইতি করণ নির্দ্দেশঃ। যেন দ্বারেণ জাতানি ভূতানি জীবন্তি-প্রাণান্ ধারয়ন্তি, বর্দ্ধন্তে চ, বিনাশ কালে যৎ প্রয়ন্তি-প্রাপ্যত্বেন প্রতিগচ্ছন্তি, অভিসংবিশন্তি, এতানি ভূতানি প্রলয়কালে যস্মিন্ আশ্রয়রূপে অধিতিষ্ঠন্তীতি। অত্র অধিকরণত্বমপি নির্ণীতং ভবতি। তদ্ ব্রহ্ম ইতি, হে পুত্র! তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব। বিশেষেণ বিজ্ঞাতুং ইচ্ছস্ব, ইতি স্বপুত্রং ভৃগুং প্রতি বরুণস্যোপদেশঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

করুন। অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ কি প্রকার? কি রূপে সেই ব্রহ্মের জ্ঞান হইবে? সেই সকল বিষয় আমাকে অধ্যয়ন করান বলুন ইহাই বাক্যের অর্থ।

ব্রহ্মজিজ্ঞাসা বিষয়ে এই আখ্যায়িকার উপক্রম বা আরম্ভ করিয়া বর্ণন করিয়াছেন—শ্রীবরুণ নিজপুত্র ভৃগুকে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসু অবলোকন করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তর বর্ণনা করিতেছেন—যত ইত্যাদির দ্বারা। 'যতঃ' এই শব্দটি যৎ শব্দের পঞ্চমী বিষ্ণুভক্তির রূপ, যাহা হইতে এই ভূতসকল জন্ম-গ্রহণ করে, জাত হইয়া যাহার দ্বারা জীবিত থাকে এবং যাহাকে প্রাপ্যরূপে লাভ করিয়া তাহাতে প্রবেশ করে সেই ব্রহ্ম তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর। যতঃ এই শব্দটি যৎ শব্দের পঞ্চমী বিভক্তি যাহা অপাদান কারকে প্রয়োগ হয়, শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে—জন্মবিষয়ে যাহা প্রকৃতি মূলকারণ তাহা পঞ্চমী বা অপাদান কারক হইবে, সুতরাং 'যতঃ' এই শব্দের অপাদানত্ব সিদ্ধ হইল। মন্ত্রের 'বা' শব্দটির অর্থ সমুচ্চয় অর্থাৎ সকল গ্রহণ করা এবং এইটি অব্যয় শব্দ। ইমানি ভূতানি—অর্থাৎ পৃথিবী-জল প্রভৃতি আরম্ভ করিয়া আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত সকল পদার্থ যাহা হইতে জাত হইয়াছে। 'যেন' শব্দটি তৃতীয়া বিভক্তি এই বিভক্তি করণ কারক নির্দ্দেশ করে, অর্থাৎ যাহার দ্বারা জাত হইয়া ভূত সকল বাঁচিয়া থাকে, প্রাণ ধারণ করে ও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তথা বিনাশ কালে প্রবেশ করে, তাহাকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার নিকট গমন করে এবং তাহাতে প্রকৃষ্টরূপে প্রবেশ করে, সার কথা—এই আকাশাদি পদার্থ সকল মহাপ্রলয়াবসরে যে আশ্রয়স্বরূপে অধিষ্ঠান করে, এই বাক্যের দ্বারা তাহার অধিকরণত্ব ও নির্ণয় করা হইল, অধিকরণে সপ্তমী বিভক্তি হয়, সেই ব্রহ্ম, অর্থাৎ যাহা হইতে জন্ম, যাহা দ্বারা প্রাণধারণ এবং যাহাতে অবস্থান করে সেই ব্রহ্ম, হে পুত্র! সেই বস্তুকেই বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা কর, এই প্রকার নিজপুত্র ভৃগুর প্রতি বরুণের উপদেশ তৈত্তিরীয় উপনিষদে দৃষ্ট হয়, এই রূপে জিজ্ঞাসাধিকরণের বিষয়বাক্য নির্ণয় করা হইল।

ইহ সংশয়ঃ, জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম জীবঃ? সর্ব্বেশ্বরো বা ইতি?

"বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদ্বেদ তস্মাচ্চেন্ন প্রমাদ্যতি। শরীরে পাপ্মনো হিত্বা সর্ব্বান্ কামান্

সংশয়ঃ—এবং জন্মাদ্যধিকরণস্য শ্রুতিবাক্যেন বিষয়ং নিরূপ্য সংশয়ং নিরূপয়ন্তি—ইহেতি। অস্মিন্ ব্রহ্মকারণবাক্যে সংশয়ো ভবতি। কোঽসৌ সংশয়ঃ? তত্রাহ—জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম জীবো বা? পূর্ব্বোক্ত-ব্রহ্মশব্দবাচ্য জীব এব কিমস্মিন্ বাক্যে মুমুক্ষোঃ সংসারমুক্তয়ে আরাধ্যরূপেণ চ প্রাপ্তয়ে জ্ঞাতব্যং শ্রীগুরু-মুখাদিতি। অথবা—সর্ব্বেশ্বর ইতি। জগজ্জন্মাদি কারণ—করুণাময় ভক্তবশ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবো বা তস্য জিজ্ঞাস্যমিতি দ্বিকোটিকধর্ম্মো সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র জীব পারম্যবাদীনাং ব্রহ্মলক্ষণমবলম্ব্য ইয়ং বিপ্রতিপত্তিঃ। সা শ্রুতিবাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—বিজ্ঞানমিত্যাদিনা। বিজ্ঞানং—জীবরূপং ব্রহ্ম, যস্তু জীব রূপ ব্রহ্ম বেদ-জানাতি, তস্মাৎ—জীবজ্ঞানাদন্তিম পর্য্যন্তং যদি ন প্রমাদ্যতি অর্থাৎ অন্নময়াদিষু আত্মভাবং হিত্বা বিজ্ঞানময়ে ব্রহ্মণি আত্মত্বং ভাবয়ন্ বর্ত্ততে, তদা শরীরে পাপ্মনো হিত্বা—শরীরাভিমানজন্য মমতাদয়ো হিত্বা মনোঽভিলসিতান্ সর্ব্বান্ কামান্ সত্যকামত্বাদীন্ সমশ্নুতে প্রাপ্নোতি। এবঞ্চ—যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু" বৃং ১।৫।৩ ইতি শ্রুত্যা সর্ব্বকর্ত্তা বিজ্ঞানময়জীবাত্মজ্ঞানেন মোক্ষপ্রাপ্তি শ্রবণাৎ।

সংশয়—অতঃপর জন্মাদ্যধিকরণের সংশয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—এই প্রকার জন্মাদ্যধি-করণের শ্রুতিবাক্যের দ্বারা 'বিষয়' নিরূপণ করিয়া সংশয়বাক্য নির্ণয় করিতেছেন—ইহ ইত্যাদির দ্বারা। এই ব্রহ্মকারণ বাক্যেতে সংশয় হইতেছে, কি প্রকার এই সংশয়? তাহা বলিতেছেন—এই প্রকরণ নিরূপিত জিজ্ঞাস্য ব্রহ্ম কি জীবাত্মা? পূর্ব্বে ব্রহ্মশব্দের দ্বারা যে জীব নিরূপণ করা হইয়াছিল সেই জীবই কি এই যাহাকে মুমুক্ষুগণের সংসার হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্ত ও আরাধ্যরূপে লাভ করিবার জন্য শ্রীমদ্‌গুরুমুখপদ্ম হইতে জানিবার বিষয়? অথবা শ্রীসর্ব্বেশ্বর জিজ্ঞাসার বিষয়? এই জগতের যিনি জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গের পরম কারণ সেই করুণাময় ভক্তবশ্য ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব মুমুক্ষুব্যক্তির জিজ্ঞাস্য করা উচিত এই প্রকার সন্দেহাত্মক ধর্ম্মদ্বয় বিশিষ্ট বাক্যই সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—অতঃপর ব্রহ্মলক্ষণের সংশয়ানন্তর বাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ সকলের অবতারণা করিতে-ছেন—পূর্ব্বপক্ষ দ্বারা। এই স্থলে জীব পারম্যবাদিগণের আপত্তি, অর্থাৎ ব্রহ্মের লক্ষণ অবলম্বন করিয়া তাহারা এই প্রকার আপত্তি উত্থাপন করেন। জীব পারম্যবাদিগণের আপত্তি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—বিজ্ঞান ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বারা। বিজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিলে তাহার আর প্রমাদ হয় না, এবং সে সকল পাপ পরিত্যাগ করিয়া মনোবাঞ্ছিত কামনা সকল প্রাপ্ত করে। বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবরূপ ব্রহ্ম, যে মুমুক্ষু জীবস্বরূপ ব্রহ্মকে জানে, সেই জীবজ্ঞান হইতে অন্তিম পর্য্যন্ত যদি কোন প্রমাদ না হয়, অর্থাৎ অন্নময়াদি কোশে আত্মভাব পরিত্যাগ করিয়া বিজ্ঞানময় জীবব্রহ্মেতে আত্মত্ব ভাব ভাবনা

সমশ্নুতে॥ (তৈ০ ২।৫।১) ইতি তত্রৈব জীবেঽপি ব্রহ্মত্ব ধ্যেয়ত্বাদি শ্রবণাৎ, অদৃষ্টদ্বারা ভূতোৎপত্ত্যাদি হেতুত্ব সম্ভবাচ্চ জীবঃ স্যাদিতি প্রাপ্তে জিজ্ঞাস্যস্য ব্রহ্মণো লক্ষণমাহ -

ওঁ ॥ জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ওঁ ॥ ১।১।২।২।

জন্মাদীতি তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহিনা জন্মস্থিতি ভঙ্গাদির্বোধ্যতে।

তত্র জীবেঽপি ব্রহ্মত্ব—সত্যকামত্ব-ধ্যেয়ত্বাদি গুণ শ্রবণাৎ, অদৃষ্টদ্বারা পৃথিব্যাদি ভূতানামুৎপত্তি-কারকত্ব শ্রবণাৎ। তথাহি—"জীবাদ্ ভবন্তি ভূতানি" মাধ্ব০ ভা০ ২।১।৪।১৩, ইতি তস্য ভূতকর্তৃত্ব শ্রুতেঃ, সংসারবদ্ধজীবানাং তস্যৈব জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্যা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সতি মুমুক্ষোপাস্যসর্ব্বকর্ত্তৃ পরব্রহ্মণো জিজ্ঞাস্যস্য লক্ষণমাহ—ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ। "অস্য যতঃ জন্মাদি" জন্মাদিতি। তদ্‌গুণেতি—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৬।১১১—'সংখ্যা গুণিতত্বে বার্থে চ' ইতি সূত্রস্য বৃত্তৌ—তত্র তে পীতাম্বরা দ্বিবিধাঃ—

(১) সমাসপদস্য অন্যপদার্থসঙ্গিত্বে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানাঃ,

(২) তদসঙ্গিত্বে তু অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞানাশ্চ।

করিয়া থাকে, তাহা হইলেই শরীরের পাপসকল ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ শরীরাভিমান জন্য অহংতা মমতা প্রভৃতি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া মনোভিলসিত সত্যকাম সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি কামনা সকল প্রাপ্ত করে এবং যে এই বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম প্রাণ সকলে অবস্থান করিয়া প্রকাশ করে এই বৃহদারণ্যক মন্ত্র প্রমাণদ্বারা ও সর্ব্বকর্ত্তা বিজ্ঞানময় ব্রহ্মস্বরূপ জীবাত্মজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, ইহাও শ্রুতি প্রমাণিত। সুতরাং জীবেও ব্রহ্মত্ব সত্যকামত্ব ধ্যেয়ত্বাদি গুণ সকল বিদ্যমান আছে তাহা শ্রুতি সম্মত।

যদি বল জীব জগৎসৃষ্টি কি প্রকারে করিতে সমর্থ হইবে? তাহার উত্তরে বলিব—অদৃষ্ট দ্বারা-জীব নিজের অদৃষ্ট দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সকলের উৎপত্তি করিতে সমর্থ হইবে, এই বিষয়ে শ্রীমাধ্ব-ভাষ্যে প্রমাণ আছে যথা—"জীব হইতে পৃথিব্যাদি ভূত সকলের উৎপত্তি হয়" সুতরাং জীবের জগৎকর্ত্তৃত্ব শ্রুতি প্রমাণ সঙ্গত, অতএব সংসার বদ্ধ জীবগণের সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম জীবের বিষয়েই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য- এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার বাদিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিলে পরে মুমুক্ষুগণের উপাস্য সর্ব্বকর্ত্তা পরব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য বস্তুর লক্ষণ বলিতেছেন ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্রকার ব্যাসদেব, জন্মাদি ইত্যাদির দ্বারা। এই পরিদৃশ্যমান্ বিচিত্র ভোগ পরিপূর্ণ জগতের যাহা হইতে সৃষ্টি স্থিতি ও সংহার হয় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে ইহাই সূত্রের অর্থ। জন্মাদির অর্থ তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস, অর্থাৎ বহুব্রীহি সমাসের দ্বারা জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গাদির বোধ করাইতেছে। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বর্ণিত আছে—গুণিতত্ব ও বা অর্থ বুঝাইলে সংখ্যেয় বাচি সংখ্যার সহিত সংখ্যার সমাস হয়, এই সূত্রের বৃত্তিতে আছে—তাহার মধ্যে পীতাম্বর সমাস দুই প্রকার—

অস্য চতুর্দ্দশভুবনাত্মকস্য বিরিঞ্চ্যাদি স্থাবরান্ত কর্ত্তৃ ভোক্তৃযুক্তস্য নানাবিধকর্ম্মায়তনস্য

অত্র তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান পীতাম্বরেণ—জন্ম স্থিতি প্রলয়াদি বোধয়তি। অত্রাদ্বৈতবাদগুরবস্তু—জন্মোৎপত্তিরাদিরস্যেতি তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ, জন্ম স্থিতি ভঙ্গং সমাসার্থঃ" ইতি বহুব্রীহিসমাসং স্বীকুর্ব্বন্তি। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদগুরবোঽপি—"জন্মাদীতি-সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ম্। তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ" ইতি তমেব স্বীকুর্ব্বন্তি। বেদান্তকৌস্তুভকারাস্তু—"অত্র তদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ" স্বীচক্রুঃ। শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরবস্তু—জন্মাদির্যেষামিতি-অবয়ব সমাসাৎ অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ। এবঞ্চ—জন্মাদ্যস্য যতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" ইত্যেবং সর্ব্বেষাং ভাষ্যকারাণাং গৃহীতমর্থং অবিগণয্য অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞানো বহুব্রীহিঃ স্বীকুর্ব্বন্তি। পুনঃ সূত্রদ্বয়স্য একসূত্ররূপেণ নির্ণয়াৎ অপূর্ব্বা তেষাং বুদ্ধিঃ।

এবং সমাসং নিরূপ্য সূত্রাক্ষরার্থং বিস্তারয়ন্তি—অস্যেতি দ্বারেণ। অস্য চতুর্দ্দশভুবনাত্মকস্য—পৃথিবীমারভ্য—ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ জনঃ, মহঃ, তপঃ, সত্যমিতি উর্দ্ধবর্ত্তিনঃ সপ্তলোকা বিদ্যন্তে। এবং—অতল-বিতল-সুতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল- পাতালমিতি অধোবর্ত্তিনো লোকাঽপি সপ্ত। কিঞ্চ—ব্রহ্মা শিব

(১) সমাস পদের অন্য পদার্থের সহিত সংযোগ হইলে তদ্‌গুণসংবিজ্ঞান পীতাম্বর সমাস হয়।

(২) সমাস পদের সংযোগ না হইলে অতদ্‌গুণসংবিজ্ঞান পীতাম্বর সমাস হয়।

এই স্থলে তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান পীতাম্বর সমাসের দ্বারা জন্ম স্থিতি প্রলয়াদির বোধ করাইতেছে। এই স্থলে সমাস সম্বন্ধে অন্যান্য ভাষ্যকারগণের সিদ্ধান্ত নিরূপণ করিতেছেন—অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য—জন্ম উৎপত্তি আদি ইহার" এই প্রকার তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে এবং জন্ম স্থিতি ও ভঙ্গ হয় ইহাই এই সমাসের অর্থ বুঝিতে হইবে। ইনি বহুব্র হি সমাস স্বীকার করেন। বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীমদ রামানুজাচার্য্যপাদ-জন্মাদির দ্বারা সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গ্রহণ করিতে হইবে, সুতরাং ইহা তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস, তিনিও এই স্থলে তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস স্বীকার করিয়াছেন। বেদান্ত কৌস্তুভকার শ্রীনিম্বার্কাচার্য্যপাদ এই স্থলে তদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে, এই অঙ্গীকার করিয়াছেন। শুদ্ধাদ্বৈতবাদগুরু শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ—জন্ম আদি যে সকলের' এই প্রকারে অবয়ব সমাসহেতু অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি সমাস হইয়াছে এই স্বীকার করেন। এবং এই সূত্রটি—"জন্মাদ্যস্য যতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই প্রকার পাঠ গ্রহণ করিয়াছেন। এই ভাবে পূর্ব্বভাষ্যকারগণের মুখ্যার্থ যাহা তাঁহারা গ্রহণ করিয়াছেন তাহা গণনা না করিয়া অতদ্‌গুণ সংবিজ্ঞান বহুব্রীহি স্বীকার করিয়াছেন, পুনরায়—প্রসিদ্ধ সূত্র দুইটির একসূত্ররূপে পাঠ গ্রহণ করা হেতু তাঁহার বুদ্ধির অপূর্ব্বতা প্রকাশ পাইয়াছে।

এই প্রকার সমাস নিরূপণ করিয়া সূত্রাক্ষরের অর্থ বিস্তার করিতেছেন—অস্য ইত্যাদির দ্বারা। এই চতুর্দ্দশ ভুবনাত্মক—অর্থাৎ পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া, ভূলোক, ভুবর্লোক, স্বর্লোক, জনলোক, মহর্লোক, তপলোক ও সত্যলোক এই প্রকার উপরিভাগে সপ্তলোক বিদ্যমান আছে এবং অতল-বিতল-

জীবাতর্ক্যাত্তিবিচিত্ররচনস্য বিশ্বস্য যতো যস্মাৎ পরাৎ বাচিন্ত্যশক্তিকাৎ স্বয়ং কর্ত্তাদিরূপাদুপাদানরূপাচ্চ জন্মাদি ভবতি তদ্ ব্রহ্মাত্র জিজ্ঞাস্যমিত্যর্থঃ।

ইন্দ্রাদ্যারভ্য বৃক্ষপর্ব্বতান্তস্য, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব চেতনধর্ম্ম জীবাদি যুক্তস্য, নানাবিধ—শুভ কর্ম্মফলোপভোগস্থানস্য, শ্রীভগবদ্ বহির্ম্মুখানাং মনসাপি চিন্তয়িতুমশক্য, তর্কাতীত বিচিত্র রচনস্য, বিশ্বস্য, "যতঃ" ইতি—"গুণাদ্ধেতোঃ পঞ্চমী তৃতীয়া বা" ইত্যনুশাসনাৎ (হ° না° ব্যা° ৪।১৩২) হেতৌ পঞ্চমী। যতো যস্মাৎ পরাৎ—পরমেশ্বরাৎ, সত্যসঙ্কল্পাৎ,জ্ঞানানন্দাদ্যনন্তকল্যাণগুণার্ণবাৎ পরমকারুণিকাৎ, অবিচিন্ত্যশক্তিকাৎ—মনসাপি চিন্তয়িতুমশক্যশক্তিস্বস্বরূপশক্ত্যেকসহায়াৎ, স্বয়ং কর্ত্তাদি' আদি পদাৎ করণাধিকরণ রূপাৎ, চকারাৎ নিমিত্তকরণমপি। জন্মাদি—জন্ম-স্থিতি প্রলয়ম্ ভবতি। অথবা—জায়তে-অস্তি-বর্দ্ধতে-বিপরিণামতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি" ইত্যাদি ভাববিকারাদি যস্মাৎ ভবতি তদ্ ব্রহ্মাত্র মুমুক্ষুভি জিজ্ঞাস্যম্। ননু তথাত্বে 'জীবাদ্' ইতি বাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ—জীবস্য কুত্রাপি জগৎ কর্ত্তৃত্বাশ্রবণাৎ, তত্তু শ্রুতিযুক্ত্যাভাষ মাত্রমেব, তস্মাৎ প্রবলশ্রুত্যা তস্য বাধ এব। মুক্তজীবানামপি তৎ কর্ত্তৃত্বাভাবো বক্ষ্যতি—"জগদ্ ব্যাপার বর্জ্জম্" ব্র° সূ° ৪।৪।১০।১৭, ইত্যাদিনা।

সুতল-তলাতল-মহাতল-রসাতল ও পাতাল এই নিম্নভাগবর্ত্তি সপ্তলোক। আরও বিরিঞ্চ্যাদি ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থাবরান্ত-বৃক্ষ পর্ব্বতাদি অন্ত করিয়া, কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব চেতন ধর্ম্মযুক্ত জীবগণের সহিত, নানাপ্রকার শুভাশুভ কর্ম্মফলের ভোগস্থান' জীবাতর্ক্য—শ্রীভগবদ্ বহির্ম্মুখ জীবগণের মনের দ্বারাও চিন্তা করিতে সামর্থ্যহীন, তর্কাতীত—বিচিত্র রচনাযুক্ত এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বের যাহা হইতে, 'যতঃ' এইটি হেতু বাচক শব্দ, গুণবাচক শব্দ ও হেতু বাচক শব্দের উত্তরে পঞ্চমী অথবা তৃতীয়া বিভক্তি হয়, এইটি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন হেতু 'হেতু' শব্দের উত্তরে পঞ্চমী বিভক্তি হইয়াছে। যে পর হইতে—পরমেশ্বর-সত্যসঙ্কল্প,জ্ঞানানন্দ আদি অনন্তকল্যাণ গুণার্ণব-পরমকারুণিক, অবিচিন্ত্য শক্তি—মনের দ্বারাও চিন্তা করা অশক্য,শক্তিযুক্ত—নিজস্বরূপশক্তি একমাত্র সহায় সম্পন্ন, স্বয়ং কর্ত্তা, আদি পদের দ্বারা করণ-অধিকরণ স্বরূপ, চ-নিমিত্তকারণও, এই প্রকার পরব্রহ্ম হইতে জন্মাদি জন্ম স্থিতি প্রলয় হয় তাহাকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। অথবা—জন্ম,স্থিতি,বৃদ্ধি, বিপরিণাম,অপক্ষয়,নাশ ইত্যাদি ষড়্বিধ ভাববিকার যাহা হইতে হয়, সেই পরব্রহ্ম এই স্থলে মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য। যদি বল—তাহা হইলে পূর্ব্বে যে জীব হইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়' ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে? তাহার উত্তরে বলিব—জীবের কোন শাস্ত্রে জগৎ কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ করা যায়না, এই বাক্যটি শ্রুতিযুক্তির আভাসমাত্র, সুতরাং প্রবল শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ঐ প্রকার যুক্ত্যাভাস সর্ব্বদাই বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এমন কি মুক্ত জীবগণের জগৎ কর্ত্তৃত্বাভাব বর্ণনা করিবেন—"মুক্তজীবগণের জগৎ সৃষ্ট্যাদি ব্যাপার নাই, ইত্যাদির দ্বারা।

ভূতাত্মশব্দো ব্যাপ্তিগুণযোগেন ভগবতি মুখ্যবৃত্তৌ ভূমাধিকরণে (১।৩।২।৮) বাক্যান্বয়াধিকরণে (১।৪।৬।১৯) চ তত্রৈব নির্দ্দেক্ষ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মশব্দস্তু নিঃসীমাতিশয়গুণযোগাৎ তত্রৈব বর্ত্ততে। "অথ কস্মাদুচ্যতে ব্রহ্মেতি বৃহন্তোহ্যস্মিন্ গুণাঃ" (অথর্ব্ব০ শি০ ৩।৪) ইতি শ্রৌতনির্ব্বচনাদতোঽয়ং তত্রৈব মুখ্যঃ।

অতোঽন্যত্র তু তদ্গুণাংশযোগাৎ ভক্ত এব রাজাদিবৎ। স এব স্বাশ্রিতত্বাৎসল্য-

---

যত্তু ভূমশব্দেন ব্রহ্মশব্দেন চ জীবমাশঙ্কিতম্, তন্নিরাকুর্ব্বন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ—ভূমশব্দস্তু অপরিমিত বিপুলসুখরূপত্বেন পরমব্রহ্মে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এব বর্ত্ততে। আত্মশব্দস্তু—ব্যাপ্তিগুণযোগেন ভগবতি শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরে মুখ্যবৃত্তৌ বর্ত্ততে। তথাহি—তন্ত্রভাগবতে—৩।৪৭—'আততত্বাচ্চ মাতৃত্বাদাত্মা হি পরমো হরিঃ।' প্রমেয় রত্নাবল্যাম্—১।১১—

বিজ্ঞান সুখরূপত্বমাত্মশব্দেন বোধ্যতে। অনেন মুক্তগম্যত্বং ব্যুৎপত্তেরিতি তদ্বিদঃ॥

"অত্যতে লভ্যতে মুক্তৈরয়ং ইতি আত্মা। এতৌ ভূমাত্মাশব্দৌ যথা শ্রীভগবতি মুখ্যবৃত্তৌ বর্ত্ততে ভূমাধিকরণে, বাক্যান্বয়াধিকরণে তথা বিস্তার্য্য নির্দ্দেক্ষ্যমানত্বাৎ ভগবতা সূত্রকারেণ। অথ ব্রহ্মশব্দস্যার্থমাহুঃ—ব্রহ্মশব্দস্তু ইত্যাদিনা। তত্রৈব পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব এব বর্ত্ততে। অস্মিন্ বিষয়ে প্রমাণয়তি শ্রুতিঃ—অথ কস্মাৎ—কিং কারণেন অস্মৈ ব্রহ্ম উচ্যতে, ইত্যত্রাহ—'হিঃ' নিশ্চয়ে, বৃহন্তো—জগৎ কর্ত্তৃত্বাদি মহান্তো গুণা অস্মিন্ শ্রীভগবতি সন্তীতি ভাবঃ। অয়ং ব্রহ্মশব্দস্তত্রৈব শ্রীভগবতি মুখ্যঃ। অন্যত্র জীবে

অতঃপর যাঁহারা ভূমা শব্দের ও ব্রহ্মশব্দের দ্বারা জীব আশঙ্কা করিয়াছিলেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—ভূমাশব্দ অপরিমিত বিপুল সুখ প্রতিপাদক স্বরূপে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সর্ব্বদা অবস্থান করে, আত্মা শব্দ ব্যাপ্তি গুণযোগের দ্বারা ভগবান্ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরেই মুখ্যবৃত্তিতে অবস্থান করে, এই বিষয়ে শ্রীতন্ত্রভাগবতের প্রমাণ যেমন—শ্রীহরি সর্ব্বব্যাপক ও প্রমাণস্বরূপ সুতরাং তিনি নিশ্চয়ই আত্মা। শ্রীপ্রমেয়রত্নাবলীতে বর্ণন আছে—বিজ্ঞান সুখস্বরূপ পরব্রহ্মকেই আত্মা শব্দের দ্বারা বোধ করায়, এই কারণে শ্রীভগবদ্বিজ্ঞগণ তাঁহাকে মুক্তগণের পরম প্রাপ্য বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, আত্মা শব্দের অর্থ মুক্তগণ যাঁহাকে লাভ করেন। ভূমা শব্দ ও আত্মা শব্দ দুইটি মুখ্যবৃত্তিতে শ্রীভগবানেই অবস্থান করে, তাহা ভূমাধিকরণে এবং বাক্যান্বয়াধিকরণে শ্রীসূত্রকার বাদরায়ণ স্বয়ং বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণন করিবেন। অনন্তর ব্রহ্মশব্দের অর্থ বলিতেছেন—ব্রহ্ম শব্দ ইত্যাদির দ্বারা। সেই স্থানেই অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই ব্রহ্ম শব্দ মুখ্যবৃত্তিতে অবস্থান করে। এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণিত করিতেছেন—অনন্তর কি কারণের নিমিত্ত ইহাকে ব্রহ্ম বলিতেছেন? তাহার উত্তর—বৃহৎ গুণসকল অর্থাৎ জগৎ কর্ত্তৃত্বাদি মহাগুণগণ এই শ্রীভগবানে নিশ্চিতরূপে বিদ্যমান আছে' ইহা অথর্ব্বশিরঃ উপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মশব্দ শ্রীভগবানেই মুখ্য প্রয়োগ হয়, ইহাই স্বীকার্য্য। অন্যত্র জীবে ব্রহ্ম

নীরধিস্তাপত্রয়বিপ্লুষ্যমাণৈর্জীবৈর্নিশ্রেয়সায় জিজ্ঞাস্যঃ। অতঃ পরব্রহ্মাভিধানঃ পুরুষোত্তম এব জিজ্ঞাসা কর্ম্মভূতঃ।

ন চাত্র গুণাধ্যাসো বক্তুং যুক্তঃ, বস্তুতো ব্রহ্মত্ব প্রসঙ্গাৎ।

ব্রহ্মশব্দ প্রয়োগস্তু, ভাক্ত গৌণ এব, রাজাদিবদিতি—যথা রাজসেবকোঽপি 'রাজা' ইতি ভণ্যতে, তথা শ্রীগোবিন্দদেবস্য সেবকোঽয়ং জীবোঽপি তদংশত্বাৎ ব্রহ্ম ইতি ভণ্যতে।

তথাহি শ্রীবৈষ্ণবে—৫।৬।৭৭—"অন্যত্র হ্যুপচারতঃ" ইতি। স এব ইতি—ব্রহ্ম, ভূমাদি শব্দ বাচ্যঃ পরব্রহ্ম জগজ্জন্মাদিহেতুঃ সর্ব্বশক্তিমানখিলরসামৃতসিন্ধুঃ স্বাশ্রিতভক্তবাৎসল্যরত্নাকরঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব, তাপত্রয়—আধিদৈবিকাধিভৌতিকাধ্যাত্মিকাদিভির্দন্দহ্যমানৈর্জীবৈঃ তাপত্রয় নাশয়িত্বানিশ্রেয়সায়-পরম মঙ্গলস্বরূপ তৎ সেবা প্রাপ্তয়ে চতুর্ল্লক্ষণীং জিজ্ঞাস্য ইতি। এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণস্য নিগমনবাক্যং কথয়ন্তি—"অত" ইতি। শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্ত্যুদেবান্ ব্রহ্ম আত্মা, ভূমাদিশব্দবাচ্যঃ পুরুষোত্তমঃ, সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ' ইতি পূর্ব্বসূত্রে যৎ ষষ্ঠী ভণিতং তৎ কর্ম্মস্থানে এব অতঃ স এ জিজ্ঞাসা কর্ম্মভূতো জীবানামিতি সমুদিতার্থঃ।

অত্র সাংখ্যানামাগ্রহঃ—"তৎ সন্নিধাৎ অধিষ্ঠাতৃত্বং মণিবৎ" ১।৯৬, অত্র পুরুষস্য কর্তৃত্বং ভোক্তৃত্বং

শব্দের প্রয়োগ কিন্তু গৌণরূপে করা হইয়াছে, যেমন রাজা প্রভৃতি। যেমন রাজার সেবক রাজপুরুষকেও রাজা বলা হয়, সেই প্রকার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবক জীবকেও তাঁহার অংশত্ব হেতু ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

এই বিষয়ে শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীবাসুদেব ভিন্ন অন্যত্র ব্রহ্মাদি শব্দ উপচার হেতু প্রয়োগ হয়। তিনিই—অর্থাৎ ব্রহ্ম ভূমাদিবাচ্য, পরব্রহ্ম জগৎ সৃষ্ট্যাদির উভয়বিধ কারণ, সর্ব্বশক্তিমান, অখিল রসামৃতসিন্ধু, স্বাশ্রিত ভক্তবৎসল, অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র, তাপত্রয়—আধিদৈবিক-আধিভৌতিক-আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় দ্বারা অত্যন্ত দগ্ধজীবগণের তাপত্রয় বিনাশপূর্ব্বক নিশ্রেয়সের নিমিত্ত—পরম মঙ্গল স্বরূপ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের প্রেমসেবা লাভের নিমিত্ত চতুর্ল্লক্ষণী প্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই জিজ্ঞাসা করা উচিত। অনন্তর ব্রহ্মজিজ্ঞাসাধিকরণের নিগমনবাক্য নিরূপণ করিতেছেন—অত ইত্যাদির দ্বারা। এই হেতু পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জিজ্ঞাসা কর্ম্মস্বরূপ অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমহাপারাবার ব্রহ্ম আত্মা ভূমাদি শব্দবাচ্য পুরুষোত্তম সুতরাং 'ব্রহ্মণঃ' ব্রহ্মের জিজ্ঞাসা, এই প্রকার পূর্ব্বসূত্রে যে ষষ্ঠী বিভক্তি নিরূপণ করা হইয়াছে তাহা কর্ম্মস্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয়া বিভক্তির স্থানে বিধান করা হইয়াছে, অতএব শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জীবগণের একমাত্র জিজ্ঞাসা করিবার বস্তু, ইহাই এই বাক্যসকলের সারার্থ।

অতঃপর জিজ্ঞাসা বিষয়ে সাংখ্যসিদ্ধান্তানুসারিগণের আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন—তাহার অর্থাৎ প্রকৃতির সন্নিধান হেতু পুরুষের কর্তৃত্বাদি হয় মণিবৎ, যেমন মণি। অর্থাৎ পুরুষের যাহা কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব

অধিষ্ঠাতৃত্বাদি ধর্ম্মজাতং প্রকৃতি সংসর্গাৎ ভবতি, জপা সন্নিধানেন স্ফটিকমণেলৌ'হিত্যবৎ। শ্রীগীতাসু ৩।২৭—

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ। অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে॥

শ্রীভাগবতে চ—৩।২৭।২—

স এষ যর্হি প্রকৃতিগু'ণেষ্বভিবিষজ্জতে। অহং ক্রিয়া বিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাস্মিত্যভিমন্যতে॥

তস্মাৎ জন্মাদিসূত্রে সৃষ্টিস্থিত্যাদি-আধ্যাসিকগুণগণযুক্তঃ পুরুষ এব জিজ্ঞাস্যঃ। এতৎ সাংখ্য-সিদ্ধান্তং নিরাকর্ত্তুমাহুঃ—ন চেতি। ন চাস্মিন্ জন্মাদিসূত্রে সাংসর্গিকগুণযুক্তঃ পুরুষো জিজ্ঞাস্যমিতি বাচ্যম্। সূত্রস্যাস্য অনন্তকল্যাণগুণযুক্ত-পরমবৃহত্তমবস্তু-সার্ব্বজ্ঞাদি নিত্যালৌকিকানন্তধর্ম্মবারিধি-নিখিলহেয় গুণবর্জ্জিত-শ্রীগোবিন্দদেব-প্রসঙ্গাৎ। যতঃ শ্রীভাগবতে—১।১৬।১৯—

এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্‌ভি র্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে চ—"নির্দ্দোষ পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রঃ" "অনন্তকল্যাণ গুণাত্মকোঽসৌ" তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য যে কর্ত্তৃত্বাদিগুণাঃ সন্তি তে তু ন সংসর্গজা—অর্থাৎ প্রকৃতিসঙ্গজন্যাঃ, অপিতু নিত্যাঃ। "বৃহন্তো গুণা হ্যস্মিন্" ইতি শ্রৌত নির্ব্বচনাৎ তৎজ'বে সম্ভবাভাবাৎ। অতঃ নিত্যকল্যাণাদি-গুণ নিলয়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব মুমুক্ষো জিজ্ঞাস্যমিতি।

অধিষ্ঠাতৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল তাহা প্রকৃতি সংসর্গ হইতে হয়, যেমন স্বচ্ছ স্ফটিকমণি রক্তবর্ণ জবা পুষ্প সন্নিধানে রক্তবর্ণ ধারণ করে সেই প্রকার জানিতে হইবে। শ্রীগীতাতেও এইপ্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রকৃতির সত্ত্বাদি গুণের দ্বারা সকল কর্ম্ম করা হয়, কিন্তু অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ়াত্মা জীব নিজেকে কর্ত্তা মনে করে। শ্রীভাগবতেও তাহাই বলিয়াছেন—সেই অকর্ত্তা জীব যখন প্রকৃতির গুণে অত্যন্ত আসক্ত হয়, তখন অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা হইয়া নিজেকেই কার্য্যসকলের কর্ত্তা মনে করে, সুতরাং জন্মাদিসূত্রে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদি আধ্যাসিক-আগন্তুক গুণাবলী যুক্ত অকর্ত্তা পুরুষকেই জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য, এইপ্রকার সাংখ্যবাদি-গণের সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিবার জন্য শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন—ন চ, ইত্যাদি। এই জন্মাদিসূত্রে গুণাধ্যাস যুক্ত সাংসর্গিক গুণযুক্ত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিবে, এই কথা বলিতে পারেন না, কারণ ইহা ব্রহ্ম প্রসঙ্গ হেতু হওয়ায় অর্থাৎ এই জিজ্ঞাসা সূত্রের অনন্তকল্যাণগুণগণান্বিত, পরম বৃহত্তম বস্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বকর্ত্তৃ'ত্বাদি অলৌকিক অনন্তধর্ম্মবারিধি, নিখিল প্রাকৃত গুণ বিবর্জ্জিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জিজ্ঞাসার প্রসঙ্গ হওয়ায়।

যেহেতু শ্রীভাগবতে পৃথিবী ধর্ম্ম সংবাদে পৃথিবী বলিলেন—হে ধর্ম্ম! সত্য-শৌচ-দয়া প্রভৃতি যাহাতে এই মহাগুণ সকল সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে ও অন্যান্য সার্ব্বজ্ঞ্যত্বাদি গুণ বিদ্যমান আছে, ঐশ্বর্য্যকামী ব্যাক্তি যে গুণগণের মধ্যে একটিই প্রার্থনা করে, সেই গুণসকল শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে কখনও বিযুক্ত হয় না, সেই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে বর্ণিত আছে—প্রাকৃত দোষ-বিহীন স্বরূপগত গুণাবলী পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহ আত্মতন্ত্র শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। এবং এই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব

জিজ্ঞাসা চ জ্ঞানেচ্ছা এব, জ্ঞানঞ্চ পরোক্ষাপরোক্ষরূপং দ্বিবিধম্। "বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং

অথ "জিজ্ঞাসা" পদস্য ব্যাবৃতিমাহুঃ—জ্ঞা—অববোধনে ইতি ধাতোঃ "সন্‌ক্রিয়েচ্ছায়াম্" ইতি ভাবে-অ· স্ত্রিয়ামাপ্," জানাতি অনয়া-জিজ্ঞাসা। জানাতীতি সকর্ম্মনির্দ্দেশাৎ সন্ প্রত্যয়াচ্চ ইচ্ছায়াঃ—কর্ম্মত্বম্। অত্র কেচিৎ—'জিজ্ঞাসা' পদস্য বিচারার্থং স্বীকুর্ব্বন্তি—তত্রাদৌ শবর স্বামিনঃ—ধর্ম্মং জিজ্ঞাসিতুমিচ্ছেদিতি" (১।১।১।১) ইতি বাক্যমবলম্ব্য "জিজ্ঞাসা পদস্য বিচারার্থত্বাৎ" ইতি শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদাঃ। তন্নিরাকরণার্থং—জিজ্ঞাসা চেতি বদন্তি। জ্ঞানেচ্ছা—জিজ্ঞাসিতুং ইচ্ছা, তত্তু শ্রীগুরুসন্নিধৌ সম্ভবেৎ, তথাহি—মু° ১।২।১২—তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবভিগচ্ছেৎ" বিজ্ঞানার্থং বিশেষেণ সাক্ষাদনুভবার্থম্। অত্র বিজ্ঞানস্য শ্রীগুরুসেবালভ্যত্বাৎ, জিজ্ঞাসায়াবিচারার্থং নাভিমতম্। সন্দিগ্ধে বস্তুনি প্রমাণেন তত্ত্বপরীক্ষা বিচারশব্দস্যার্থঃ। এবঞ্চ শ্রীভাগবতে—১১।৩।২১—'তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্॥' অতঃ সর্ব্বত্র শ্রীগুরুদেবসমীপে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানলাভ জ্ঞাধাতোরর্থঃ ন তু বিচারঃ। তত্তু পরপক্ষনিরাসপূর্ব্বকং

অনন্তকল্যাণ গুণপূর্ণ। সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের যে সকল জগৎ কর্ত্তৃত্বাদি গুণ আছে তাহা সাংখ্য প্রতিপাদ্য পুরুষের ন্যায় সংসর্গজাত অর্থাৎ প্রকৃতি সংযোগ জন্য নহে, কিন্তু সর্ব্বদা নিত্য। 'বৃহৎ গুণাবলী এই পরব্রহ্মেই বিদ্যমান" এই শ্রৌত নির্ব্বচন হেতু, এই গুণ সকল জীবে অবস্থান করিবে তাহা সম্ভব নহে। এই কারণে নিত্যকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র মুমুক্ষুগণের জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য।

অনন্তর জিজ্ঞাসা পদের বিস্তৃত অর্থ বর্ণন করিতেছেন—জ্ঞা অববোধনে এই ধাতুর' ক্রিয়ার ইচ্ছায় সন্ প্রত্যয় হয়, অতএব এই স্থলে সন্ প্রত্যয় করিয়া, ভাব বাচ্য অ' এবং স্ত্রীলিঙ্গে আপ্, হওয়ায় 'ইহার দ্বারা জানা যায়' এই অর্থে "জিজ্ঞাসা" পদ সিদ্ধ হয়। জানাতি এই সকর্ম্মক পদ নির্দ্দেশ হেতু এবং সন্ প্রত্যয়ান্ত হওয়ায় ইচ্ছার কর্ম্মত্ব প্রতিপাদন করা হইল। এই স্থলে কেহ জিজ্ঞাসা পদের বিচারার্থ স্বীকার করেন, প্রথমতঃ মীমাংসাদর্শনের ভাষ্যকার শবর স্বামিপাদের বাক্য—"ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা করিবে" অবলম্বন করিয়া 'জিজ্ঞাসা পদের বিচারার্থ হেতু' এই প্রকার শ্রীবল্লভাচার্য্যপাদ স্বীকার করেন। এই জিজ্ঞাসা পদের বিচারার্থ নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা ইতি।

জ্ঞানেচ্ছা—জিজ্ঞাসা করিবার ইচ্ছা, তাহা শ্রীগুরুদেবের সন্নিধানেই সম্ভব হইবে। এই বিষয়ে মুণ্ডকোপনিষদ বলেন-পরব্রহ্মকে জানিবার নিমিত্ত সাধক শ্রীগুরুদেবের নিকট গমন করিবে"। বিজ্ঞানার্থ—বিশেষ ভাবে সাক্ষাৎ অনুভব করিবার জন্য, অতএব বিজ্ঞান বা শ্রীভগবদনুভব শ্রীগুরুদেবের সেবাদ্বারা লাভ হয়, এই হেতু জিজ্ঞাসা পদের বিচার অর্থ অভিমত নহে। সন্দিগ্ধ বস্তুর প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের দ্বারা তত্ত্বের পরীক্ষা করা বিচার শব্দের অর্থ। এই প্রকার শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—সংসার তাপ শান্তি করিবার জন্য উত্তম শ্রেয় জিজ্ঞাসু সাধক শ্রীগুরুদেবের শরণাগত হইবে। অতএব সর্ব্বত্র

কুর্ব্বীত" (বৃ° ৪।৪।২১) ইতি শ্রুতেঃ। তত্র পরমেব প্রাপকম্, পূর্ব্বন্তু তত্র দ্বারমিতি স্ফুটী-ভবিষ্যতি। (৩।৩।২৫।৫২)।

"বিজ্ঞানং ব্রহ্মচেৎ" (তৈ° ২।৫।১) ইত্যাদিকং তু জীবস্বরূপ জ্ঞানমিহোপযোগীতি

স্বমতস্থাপনরূপঃ। তৎ জিজ্ঞাসায়াং সত্যাং ন সম্ভবতি, উহাপোহা ভাবাৎ। আভিধানিকার্থ বিরহাচ্চ, অত্যন্তাসম্ভবাদিতি ভাবঃ।

অত্র জ্ঞানং বিভজন্তি পরোক্ষজ্ঞানং শব্দঃ। অপরোক্ষজ্ঞানং ভক্ত্যুপাসনং, শাস্ত্রোক্তস্বরূপানুভবঞ্চ। তত্র শ্রুতিঃ প্রমাণয়তি—বিজ্ঞায়—শ্রীগুরুপ্রসাদেন বেদাদিশাস্ত্রাদ্ বিদিত্বা, প্রজ্ঞাং—স্বারাধ্য-রূপেণোপাসনাং কুরু' ইতি শ্রুতেরর্থঃ। পরং বিজ্ঞানমনুভবঃ, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য প্রাপকম্। পূর্ব্বং জ্ঞানং শ্রীগুরুকৃপালব্ধশাস্ত্রোত্থজ্ঞানং শ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তয়ে দ্বারমিতি।

ন চ বিজ্ঞানং ব্রহ্ম চেদিত্যস্য কা গতিরিতি বাচ্যম্ তস্য জীবজ্ঞান প্রয়োজন পরত্বাৎ—ইত্যত আহুঃ—জীবমিতি জীবস্বরূপ জ্ঞানং বিনা ঈশ্বরস্বরূপজ্ঞানং ন জায়তে, অতোঽত্রৈব জীবজ্ঞানমপি বক্ষ্যতে ইতি। অথ ঈশ্বরজীবয়োঃ সেব্য সেবকভাবং প্রতিপাদয়ন্তি—ইহেত্যাদিনা। ইহ শ্রীবাদরায়ণাবির্ভাবিতে

শ্রীগুরুদেবের সমীপে তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান লাভ করা জ্ঞা ধাতুর অর্থ, কিন্তু বিচার অর্থ নহে। বিচার শব্দের অর্থ—পরপক্ষ নিরাস পূর্ব্বক স্বমত স্থাপন করা মাত্র, তাহা জিজ্ঞাসা করিলে সম্ভব নহে, জিজ্ঞাসায় কোন প্রকার উহাপোহ-তর্কবিতর্ক করা হয় না, অভিধানেও বিচারের ও জিজ্ঞাসার অর্থ পৃথক্ পৃথক্ নির্দ্দেশ করা হেতু জিজ্ঞাসা পদের বিচার অর্থ অত্যন্ত অসম্ভব ইহাই ভাবার্থ।

অতঃপর জ্ঞানের বিভাজন করিতেছেন—এই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান ভেদে দ্বিবিধ। পরোক্ষজ্ঞান – শস্ত্রোত্থ, অপরোক্ষজ্ঞান—ভক্তি উপাসনা, শাস্ত্র বর্ণিত শ্রীভগবৎ স্বরূপানুভব। এই জ্ঞান বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—জানিয়া আরাধনা করিবে, অর্থাৎ—বিজ্ঞায়-শ্রীগুরুদেবকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহা হইতে বেদাদিশাস্ত্রের উপদেশ হইতে পরব্রহ্মের স্বরূপ যথাবৎ জানিয়া, প্রজ্ঞা—পর-ব্রহ্মকে নিজের আরাধ্য রূপে উপাসনা কর' ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। এই জ্ঞানদ্বয়ের মধ্যে পরজ্ঞান শ্রীভক্তির দ্বারা উপাসনা লব্ধ বিজ্ঞানানুভব বিজ্ঞানানন্দ স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের প্রাপক, পূর্ব্ব-জ্ঞান—শ্রীগুরুকৃপালব্ধ শাস্ত্রোত্থ-জ্ঞান শ্রীশ্রীকৃষ্ণ প্রাপ্তির দ্বার স্বরূপ, এই বিষয় সকল অগ্রে বর্ণন করা হইবে।

যদি বল—বিজ্ঞান স্বরূপ জীব ব্রহ্মকে যদি জান" ইত্যাদি বাক্যের কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিব—উক্ত শ্রুতিবাক্য জীবজ্ঞান প্রয়োজন হেতু বর্ণনা করা হইয়াছে এই হেতু বলিতেছেন—জীব ইত্যাদি। জীবস্বরূপ জ্ঞানের উপযোগিতা এই স্থলে বর্ণিত হইবে, জীবস্বরূপ জ্ঞান না হইলে ঈশ্বরস্বরূপের জ্ঞানও উৎপন্ন হইবে না, সুতরাং এই স্থানে জীবস্বরূপের জ্ঞানও বর্ণনা হইবে। অনন্তর ঈশ্বর জীবের

ইহৈব বক্ষ্যতে চ, ইহ ব্রহ্মণো জীবেতরত্ব প্রতিপাদনাৎ তয়োরদ্বৈতং নাভিমতম্। "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (ব্রং সূং ১।১।৬।১৬) "ভেদব্যপদেশাচ্চ" (১।৩।১।৫) "মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ" (১।৩।১।২) "আকাশোঽর্থান্তরাৎ" (১।৩।১১ ৪১) "ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ" (৪।৪।১০।২১) ইতি সূত্রে মোক্ষেঽপি তয়োর্দ্বৈতনিরূপণাচ্চ ॥ ২ ॥

ব্রহ্মসূত্রে মুমুক্ষোপাস্যাৎজগজ্জন্মাদিকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ, তৎ তটস্থশক্ত্যংশভূতানাং মায়াবিমোহিতানাং জীবানাং শ্রুত্যাদি প্রমাণেন পৃথকত্ব প্রতিপাদনাৎ তয়োঃজীবেশয়োঃ 'অদ্বৈতং' বেদান্তশাস্ত্রস্য, তদনুগতানাঞ্চ নাভিমতম্। শ্রুতিস্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিরোধাদিতি, অসামঞ্জস্যমিদমদ্বৈতবাদমিতি। বিষয়েঽস্মিন্ সূত্রাণি উদাহরন্তি—নেতরোঽনু ইত্যাদিনা। এতেষাং সূত্রাণান্ত যথা স্থানে ব্যাখ্যাস্যামি। তয়োর্জীবেশ্বরয়ো র্নিত্যমোক্ষেঽপি ভেদঃ নিরূপণাৎ।

সঙ্গতিঃ—তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বশক্ত্যেকসহায়বান্ অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরঃ সর্ব্বকারণঃ সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুত্রিভঙ্গললিতাঙ্গঃ শ্রীশ্যামসুন্দর এব মুমুক্ষুণাং জিজ্ঞাস্যমিতি। যতোঽস্য জগতো জন্মাদি। তথাহি প্রমাণানি। তৈং ৩।১, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ব্রহ্ম" শ্রীগীতাসু—১০।৮—"অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে" শ্রীভাগবতে চ—১।১।১, "জন্মাদ্যস্য যতঃ"।

॥ ইতি জন্মাদ্যধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

নমস্তস্মৈ ভগবতে গোবিন্দায় মহাত্মনে। জগজ্জন্মাদিকারণস্বরূপায় নমাম্যহম্ ॥

সেব্য সেবক ভাব প্রতিপাদন করিতেছেন—ইহ ইত্যাদির দ্বারা। এই শ্রীবাদরায়ণ কর্ত্তৃক আবির্ভাবিত ব্রহ্মসূত্রে মুমুক্ষোপাস্য জগজ্জন্মাদির পরম কারণস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে, তাঁহার তটস্থশক্তির অংশভূত মায়া বিমোহিত জীবগণের পৃথকতা প্রতিপাদন হেতু সেই জীব ও শ্রীভগবানের 'অদ্বৈত' প্রতিপাদন করা বেদান্ত শাস্ত্রে এবং বেদান্তশাস্ত্রানুগত বৈদান্তিক গণের অভিমত নহে। তাহা শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত বিরোধ হেতু, নিতান্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ এই অদ্বৈতবাদ। অদ্বৈতবাদের অসামঞ্জস্য প্রতিপাদনপূর্ব্বক জীবেশ্বর ভেদ প্রতিপাদক ব্রহ্মসূত্র সকল উদ্ধৃত করিতেছেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ—নেতর" ইত্যাদি সকল। এই ব্রহ্মসূত্র সকলের যথা স্থানে ব্যাখ্যা করিব। এই সূত্র সকলে মোক্ষ অবস্থাতেও সেই জীব ও ঈশ্বরের সর্ব্বদা মুক্ত কালেও দ্বৈত ভেদ নিরূপণ করা হেতু অদ্বৈতবাদ অসঙ্গতি পূর্ণ।

সঙ্গতি—অতএব সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর স্বশক্ত্যেকসহায়বান অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর সর্ব্বকারণ সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু ত্রিভঙ্গললিতাঙ্গ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরই একমাত্র মুমুক্ষুগণের জিজ্ঞাস্য, অর্থাৎ তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে। যে হেতু তাহা হইতেই এই জগতের জন্মাদি হয়। এই বিষয়ে প্রমাণ সকল বলিতেছেন—

৩ ॥ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্ ॥

"উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতাফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য

৩ ॥ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্ ॥

তস্মৈ নমো গোবিন্দায় শব্দব্রহ্মস্বরূপিণে। এনং বেদান্তশাস্ত্রেঽস্মিন্ শব্দযোনির্নিরূপিতম্ ॥

জগজ্জন্মাদিকারণ-ব্রহ্ম কেন জ্ঞায়তে তত্রাহ—শাস্ত্রেণ ইতি শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণমারম্ভ ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ। অথ সর্ব্বগুণৈকনিলয়—শ্রীগোবিন্দদেবোঽনুমানাদি—প্রমাণেন বোধ্যঃ, অথবা শব্দ প্রমাণেনেতি বক্তুং 'শাস্ত্রযোনিত্বাদিত্যাহ ইতি সূত্র সঙ্গতিঃ।

শ্রীশ্যামসুন্দরস্য শাস্ত্রপ্রমাণলব্ধ জ্ঞানৈকগম্যত্ব প্রতিপাদনায় আদৌ সেব্য-সেবকভাব সিদ্ধয়ে ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গেন জীবেশয়োর্ভেদং নিরূপয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ—উপক্রমেতি—বৃহৎসংহিতাবাক্যম্। মা০ ভাষ্যম্—১।১।৪।৪ ব্যাখ্যা চ শ্রীমদাচার্য্যদেবানাম্—তত্ত্বসন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াম্—১২ পৃ০—

যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়, জীবিত থাকে ও তাহাতেই প্রবেশ করে সেই ব্রহ্ম তাহাকে জিজ্ঞাসা কর।" শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমি সকলের উদ্ভব স্থান, আমা হইতেই সকল প্রবর্ত্তিত হয়। শ্রীভাগবতেও বর্ণনা আছে—যাহা হইতে এই বিশ্বের জন্মাদি হয় ॥ ২ ॥

এই প্রকার জন্মাদ্যধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

যিনি জগজ্জন্মাদির কারণ সেই মহান্ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবকে আমি বারম্বার নমস্কার করি।

৩ ॥ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ—

শব্দব্রহ্মস্বরূপ সেই শ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার করি, এই বেদান্তশাস্ত্রে শ্রীগোবিন্দদেবকে শব্দযোনি বলিয়া নিরূপণ করিতেছেন।

জগৎ জন্মাদির কারণ যে ব্রহ্ম তাহাকে কোন্ প্রমাণের দ্বারা জানা যাইবে তাহা বলিতেছেন—শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা, সুতরাং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এইরূপে অধিকরণ সঙ্গতি জানিতে হইবে।

অনন্তর সমস্ত দিব্যগুণের একমাত্র আশ্রয় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা বোধ্য, অথবা শব্দপ্রমাণের দ্বারা, এই বিষয়টি বলিবার জন্য 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই সূত্রের অবতারণা ইহাই সূত্রসঙ্গতি।

শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে একমাত্র শাস্ত্রপ্রমাণলব্ধ জ্ঞানের দ্বারাই লাভ করিতে পারা যায়, এই বিষয়টি প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রথমে সেব্য সেবক ভাবসিদ্ধ করিবার জন্য ষড়্বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গের দ্বারা জীব ও ঈশ্বরের ভেদ নিরূপণ করিতেছেন শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ—উপক্রম ইত্যাদির দ্বারা। এই শ্লোকটি বৃহৎসংহিতার বাক্য। উপক্রম, উপসংহার, অভ্যাস, অপূর্ব্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি শাস্ত্রের

নির্ণয়ে॥ ইতি যানি শাস্ত্রতাৎপর্য্যনির্ণেতৃণি ষড়্‌বিধানি লিঙ্গানি স্মৃতানি তান্যপি দ্বৈত এব বিলোক্যন্তে। তথাহি শ্বেতাশ্বতরাঃ—"দ্বা সুপর্ণা" ইত্যুপক্রমঃ (৪।৬) "অন্যমীশম্" ইত্যুপ-

---

১। উপক্রমোপসংহারয়োরেকরূপত্বম্।

২। অভ্যাসঃ পৌনঃ পুন্যম্ প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃ পুন্যেন প্রতিপাদনম্।

৩। অপূর্ব্বতা—অনধিগতত্বম্, তথাচ—প্রকরণ প্রতিপাদ্যস্য পদার্থস্য প্রমাণান্তরেণ বিষয়িকরণাভাবঃ।

৪। ফলং—প্রয়োজনম্ তচ্চ—প্রকরণ প্রতিপাদিতস্য বস্তুজ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্ত্যনুষ্ঠানস্য বা শাস্ত্রে বহুশঃ শ্রবণেন তল্লাভম্।

৫। অর্থবাদঃ, প্রশংসা, প্রকরণ প্রতিপাদিতস্য পদার্থস্য শাস্ত্রে বারম্বারং প্রশংসনম্।

৬। উপপত্তিঃ, যুক্তিমত্তা, সা চ প্রকরণ প্রতিপাদিতস্য পদার্থস্যাচিন্ত্যত্বে শাস্ত্রেষু শ্রূয়মাণা যুক্তিঃ।

দ্বৈত এব—জীবেশ্বরয়োরারাধকারাধ্যভাব এব। অত্রাস্মিন্ বিষয়ে শ্রুতিঃ প্রমাণয়ন্তি—তথাহীতি। তত্র শ্লোকোঽয়ম্—

তাৎপর্য্য নিরূপণ করিতে হইলে এই ছয় প্রকার লিঙ্গের প্রয়োজন হয়। শ্রীমদাচার্য্যদেব তত্ত্বসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় এই শ্লোকটির এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন –

১। উপক্রম—আরম্ভ, উপসংহার-সমাপ্ত, এই দুইটি বাক্য মিলিত হইয়া একরূপতা লাভ করিয়াছে।

২। অভ্যাস—পুনঃপুনঃ, প্রকরণ প্রতিপাদিত বস্তুর প্রকরণ মধ্যে বারম্বার প্রতিপাদন করা।

৩। অপূর্ব্বতা– অনধিগতত্ব, অর্থাৎ সেই প্রকরণ প্রতিপাদিত বস্তুর অন্য প্রমাণের দ্বারা নিরূপণ করার অভাব।

৪। ফল—প্রয়োজন, তাহা প্রকরণ প্রতিপাদিত বস্তু জ্ঞানের লাভ, অথবা বহুশাস্ত্র শ্রবণের দ্বারা তাহা প্রাপ্তির উপায় বা অনুষ্ঠানের লাভ।

৫। অর্থবাদ—প্রশংসা, প্রকরণ প্রতিপাদিত বস্তুর শাস্ত্রমধ্যে বারম্বার প্রশংসা করা।

৬। উপপত্তি—যুক্তিমত্তা, প্রকরণ প্রতিপাদিত পদার্থের মানবচিন্ত্যাতীত ধর্ম্মের শাস্ত্রসকলের শ্রবণ করা যুক্তির নাম উপপত্তি।

এই প্রকার যে সকল শাস্ত্রতাৎপর্য্য নির্ণায়ক ষড়বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গ শাস্ত্রে দেখা যায় তাহাও দ্বৈত প্রতিপাদক রূপেই অবলোকন করা যায়। দ্বৈত—অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে আরাধক আরাধ্য ভাবই দেখা যায়। এই দ্বৈতসিদ্ধান্ত বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—তথাহি ইত্যাদির দ্বারা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ বাক্যে ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা জীবেশ্বরের ভেদ নিরূপণ করিতেছেন—'দ্বা

সংহারঃ (৪।৭) "তয়োরন্যঃ" "অনশ্নন্নন্যঃ (৪।৬) "অন্যমীশম্" ইত্যভ্যাসঃ (৪।৭) "ঈশ্বর-সম্বন্ধিভেদস্য শাস্ত্রং বিনা অপ্রাপ্তেরপূর্ব্বতা। "বীতশোকঃ" ইতিফলম্ (৪।৭) "অস্য মহিমান-

---

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥ ইতি,
সমান বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ।
জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ ॥

ব্যাখ্যা চ—দ্বৌ জীবপরমাত্মানৌ, সুপর্ণৌ তুল্যচেতনাদিগুণবন্তৌ, সযুজৌ নিত্যসম্বন্ধযুক্তৌ, সখায়ৌ উপকার্য্যোপকারকভাবেন বর্ত্তমানৌ, সমানমেকং বৃক্ষং শরীরং পরি—পরিস্বজ্যবর্ত্ততে, তয়োর্দ্বয়োরন্যঃ জীবাত্মা পিপ্পলং শরীরসম্বন্ধেন কৃতং শুভাশুভকর্ম্মফলম্, স্বাদ্বত্তি যথাস্যাত্তথা ভুনক্তি। অন্যঃ—পরমাত্মা শরীরসম্বন্ধকৃতকর্ম্মফলানি অভুঞ্জন্ অনাসক্তরূপেণ তিষ্ঠন্ অতিশয়েন প্রকাশতে। পুনঃ সমানবৃক্ষে—বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলে শরীরে পুরুষো জীবঃ, অনীশয়া—শ্রীকৃষ্ণাধীনয়া ত্রিগুণাত্মিকয়া মায়য়া, মুহ্যমানঃ—মোহং প্রাপ্নুবন্ সীদতি—ব্রাহ্মণোঽহং কৃশোঽহং খঞ্জোঽহমিতি তাদাত্ম্যবুদ্ধ্যা শরীরেকতামাপন্নঃ সন্ শোচতি,

---

সুপর্ণা' এইটি উপক্রম বাক্য, 'অন্যমীশম্' এইটি উপসংহার বাক্য, এই দুই বাক্যের একবাক্যতা বা একটি বাক্য জানিতে হইবে। 'তয়োরন্যঃ' 'অনশ্নন্নন্যঃ' 'অন্যমীশম' এই গুলি অভ্যাস বাক্য, ঈশ্বর সম্বন্ধি ভেদের শাস্ত্র প্রমাণ বিনা কোথাও প্রাপ্ত না হওয়ায় এইটি অপূর্ব্ব বাক্য। 'বীতশোকঃ' এইটি ফলবাক্য। 'অস্য মহিমানমিতি' এইটি অর্থবাদ বাক্য। 'অন্যোঽনশ্নন্' এইটি উপপত্তি বাক্য। এই প্রকার অন্যান্য উপনিষদেও ভেদ প্রতিপাদক বাক্যসকল অনুসন্ধান করিতে হইবে। এই বাক্যসকল শ্লোকাকারে এই প্রকার হইবে - সখ্য ভাবাপন্ন দুইটি পক্ষী সমধর্ম্ম একটি বৃক্ষে বাস করে, তাহার মধ্যে একটি পক্ষী স্বাদু বৃক্ষের ফল আস্বাদন করে, অন্য একটি পক্ষী কোন প্রকার ভোজনাদি না করিয়াই সুশোভিত হয়। একটি বৃক্ষে দুইটি পক্ষী বাস করে, তাহার মধ্যে একটি মায়া কর্ত্তৃক বিমোহিত শোকমগ্ন হয়, কিন্তু যখন পরমারাধ্য ঈশ্বরকে আরাধনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করে তখন সে শোকহীন হয়।

এই শ্লোক দুইটির ব্যাখ্যা—দুইটি জীবাত্মা-পরমাত্মা সুপর্ণ দুইটিই চেতন ধর্ম্মযুক্ত এবং নিত্য সখ্যতা সম্বন্ধ যুক্ত—অর্থাৎ উপকারী উপকারক ভাবে বর্ত্তমান এই উভয় সমান একটি বৃক্ষে শরীরে অবস্থান করে, এই দুইটির মধ্যে প্রথম জীবাত্মা পিপ্পল—শরীরের দ্বারা উপার্জিত শুভাশুভ কর্ম্মফল যেমন ভোগ করিতে হয় সেই প্রকার ভোগ করে। অন্য দ্বিতীয় পরমাত্মা শরীর সম্বন্ধকৃত শুভাশুভ কর্ম্মফল সকল ভোগ না করিয়াই অনাসক্তভাবে অবস্থান করিয়া অতিশয় সুশোভিত হয়। পুনরায় সমান বৃক্ষে বৃক্ষবৎ ক্ষয়শীলে শরীরে পুরুষ জীব, অনীশা শ্রীকৃষ্ণাধীনা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা মোহ প্রাপ্ত হইয়া দুঃখ পায়—অর্থাৎ আমি ব্রাহ্মণ, আমি কৃশ, আমি অন্ধ, আমি খঞ্জ, এই প্রকার শরীরে তাদাত্ম্য বুদ্ধির

মিতি" ইত্যর্থবাদঃ (৪।৭) "অন্যোঽনশ্নন্" ইত্যুপপত্তিশ্চ (৪।৬) ইত্যেবমন্যত্রাপ্যেতানি মৃগ্যানি।

ননু ফলবত্যজ্ঞাতেঽর্থে শাস্ত্রতাৎপর্য্যাত্তাদৃশমদ্বৈতং তস্য গোচরঃ বৈফল্যাজ্জ্ঞাতত্বাচ্চ

তৎ সম্বন্ধ জন্য সুখদুঃখঞ্চানুভবতি। যদা শ্রীকৃষ্ণভক্তজন্য কৃপয়া শ্রীগুরু প্রসাদাৎ, জুষ্টং ব্রহ্মাদি সংচিন্ত্য-চরণারবিন্দং শ্রীশ্রীগোবিন্দং পশ্যতি রুচিভক্ত্যারাধনেন সাক্ষাৎ করোতি তদা বীতশোকঃ সন্, অস্য—শ্রীশ্যামসুন্দরদেবস্য, মহিমানং শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শ্রীচরণারবিন্দ সেবাং, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি তৎসাম্যাপত্তিঃ, এতি প্রাপ্নোতি সাধক ইতি শেষঃ। এবমেব শ্লোকদ্বয়ং মুণ্ডোকপনিষদি বর্ত্ততে। তত্র—৩।১।১-২ শ্লোকৌ। এবঞ্চ শ্রীভাগবতে—১১।১১।৬-৭—

স্বপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্নমন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥
আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বানপিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥

অত্র কেবলাদ্বৈতবাদিনাং সিদ্ধান্তঃ—ফলবতি—ফলমস্তি ইতি ফলবান্। তস্মিন্ ফলবতি, তথা অজ্ঞাতে—মানববুদ্ধ্যা জ্ঞাতুমশক্যে অদ্বৈতে শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যং বিবক্ষা। এবমাহুরদ্বৈতবাদগুরবঃ—১।১।১, ৪০ পৃঃ 'অধ্যাসং পুরস্কৃত্য সর্ব্বেপ্রমাণপ্রমেয়ব্যবহারা……সর্ব্বানি চ শাস্ত্রাণি" ইতি, তস্মাৎ জীবেশ্বরাদি

দ্বারা শরীরের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া শোক করে, অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধজন্য সুখ ও দুঃখ অনুভব করে। সেই জীব যখন শ্রীকৃষ্ণভক্তগণের করুণায় শ্রীগুরুদেবের কৃপায় জুষ্ট—ব্রহ্মাদির সংচিন্ত্যচরণারবিন্দ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে রুচিভক্তির দ্বারা আরাধনা করতঃ সাক্ষাৎকার করে তখন সম্পূর্ণ শোক রহিত হইয়া এই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের মহিমা—অর্থাৎ শ্রীধাম বৃন্দাবনাদিতে শ্রীচরণারবিন্দের সাক্ষাৎ সেবা এবং সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণাষ্টক আবির্ভূত হয়, সাধক এই সকল লাভ করেন। এই প্রকার দুইটি শ্লোক মুণ্ডকোপনিষদে বর্ত্তমান আছে, একরূপ হওয়ায় তাহার ব্যাখ্যা করা হইল না।

এই প্রকার শ্রীভাগবতে দেখা যায়—সখ্যভাবযুক্ত দুইটি পক্ষী একটি বৃক্ষে যদৃচ্ছা পূর্ব্বক নীড় করিয়া অবস্থান করিতেছে, এই উভয় পক্ষীর মধ্যে একটি পক্ষী সেই বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করে, অন্য কোন প্রকার ভোজনাদি না করিয়াই বলবান হইয়া বিরাজ করে। এই পক্ষী দুইটির মধ্যে যে কর্ম্মফল ভোগ করে না সে পরমাত্মা, আর যে তাহা ভোগ করে সে অবিদ্যাযুক্ত নিত্যবদ্ধ জীব, যে বিদ্যাময় সে নিত্যমুক্ত। সুতরাং ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্য লিঙ্গের দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের ভেদই স্থাপন করা হইল।

এই স্থলে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত এইরূপ—ফল আছে যাহার সে ফলবান্, সেই ফলবান্ বাক্যও অজ্ঞাত—অর্থাৎ মানববুদ্ধির দ্বারা কোনরূপে জানা যায় না সেই প্রকার জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈত

দ্বৈতং ন তদ্‌গোচরঃ, কিন্ত্বনূদ্যমানমেবতদিতি চেন্নৈবম্। "পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা

জ্ঞানং আধ্যাসিকম্, একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম শাস্ত্র তাৎপর্য্যস্য গোচরঃ—পরোক্ষ জ্ঞানপ্রত্যক্ষঃ। অতঃ সর্ব্বেষাং শাস্ত্রাণাং জীবব্রহ্মণোরদ্বৈত এব তাৎপর্য্যমিতি ভাবঃ। নমু তথাত্বে দ্বৈত প্রতিপাদিকশ্রুতীনাং কা গতিরিতি চেৎ? তাসামনুবাদরূপত্বাৎ। অনুবাদস্বরূপমাহুর্লৌগাক্ষিভাস্করাঃ—অর্থসংগ্রহে ৬৬ —প্রমাণান্তরাবগতার্থ-বোধকোঽর্থবাদোঽনুবাদঃ" যথা—'অগ্নির্হিমস্য ভেষজম্' অত্র হিমবিরোধিত্বস্যাগ্নৌ প্রত্যক্ষাবগতত্বাৎ। তস্মাৎ যৎ খলু সর্ব্বে মানবা জানন্তি ন তদজ্ঞাতম্। অয়মস্মাদ্ ভিন্ন ইতি সর্ব্বজন জ্ঞাতত্বাৎ ন তত্র শাস্ত্রতাৎপর্য্যম্। অদ্বৈতন্তু উপনিষদ্ ভাগগম্যত্বাৎ চরমফলত্বাৎ তত্রৈব শাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্য-মিতি, প্রমাণঞ্চ—"তত্ত্বমসি" ছা০ ৬।৮।৭ "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" বৃ০ ২।৫।১৯ "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" কঠ০ ২।১।১১, "অনাবৃত্তি শব্দাদনাবৃত্তি শব্দাৎ" ব্র০ সূ০ ৪।৪।১১।২২ "জীবো ব্রহ্ম সম্পদ্যতে" ভা০ ১২।৫।৫, অহং ব্রহ্ম পরং ধাম" ভা০ ১২।৫।১১।

অত্রাদ্বৈতবাদিনাং সিদ্ধান্তং নিরাকুর্ব্বন্তি—মৈবমিত্যাদিনা—ভবতাং সিদ্ধান্তমযৌক্তিকং, অশাস্ত্রীয়ঞ্চ।

সিদ্ধান্তেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদ গুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন—অধ্যাস পূর্ব্বকই এই জগতে প্রমাণ ও প্রমেয়াদি ব্যবহার হয় এবং শাস্ত্র সকলও ব্যবহার হইয়া থাকে। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরাদি ভেদ জ্ঞান অধ্যাস-ভ্রম দ্বারাই সিদ্ধ হয়।

অতএব একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। সুতরাং সকল শাস্ত্রগণের জীব ও ব্রহ্মের অদ্বৈতই তাৎপর্য্য, অর্থাৎ সিদ্ধান্ত সঙ্গত। যদি বল শাস্ত্রসকলের অদ্বৈত মাত্র তাৎপর্য্য হইলে দ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতিগণের কি গতি হইবে?

তাহার উত্তরে বলিব—সেই শ্রুতিসকল অনুবাদ মাত্র। অনুবাদের স্বরূপ শ্রীলৌগাক্ষি ভাস্কর অর্থসংগ্রহে বর্ণন করিয়াছেন—প্রমাণান্তরের দ্বারা যাহার অর্থ অবগত হইয়াছে, পুনরার তাহার বোধক যে অর্থবাদ তাহাকে অনুবাদ বলে, যেমন—অগ্নি হিমের ঔষধ এই স্থলে অগ্নির হিম বিরোধিতা প্রত্যক্ষ জ্ঞান থাকিলেও তাহা পুনরায় প্রতিপাদন করা।

সুতরাং এই জগতে যাহা সকল মানবে জানে তাহা অজ্ঞাত বস্তু নহে, "এই বস্তু ইহা হইতে ভিন্ন" অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই ভেদ সকল মানবের জ্ঞাত হেতু এই ভেদবাদে শাস্ত্রের তাৎপর্য্য নহে। পক্ষান্তরে অদ্বৈতবাদ কেবলমাত্র উপনিষদ ভাগ দ্বারা বোধক হেতু এবং সাধনের চরম ফল রূপে নিরূপণ করার জন্য সেই অদ্বৈত বাদেই শাস্ত্র সকলের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে প্রমাণ—যেমন—তুমি সেই ব্রহ্ম হও" এই আত্মা ব্রহ্ম" "ব্রহ্ম ভিন্ন নানা পদার্থ কিছুই নাই" আর পুনরায় আবৃত্তি হয় না যে হেতু শব্দ প্রমাণ আছে" শ্রীভাগবত বলেন—জীব ব্রহ্ম হইয়া যায়" "আমি ব্রহ্ম পরম জ্যোতিস্বরূপ" ইত্যাদি। সুতরাং সমস্ত শাস্ত্রের অদ্বৈতবাদেই তাৎপর্য্য।

জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি" (শ্বে° ১।৬) ইত্যাদিনা শ্বেতাশ্বতরৈস্তত্র ফলস্যোক্তেঃ। বিরুদ্ধ-

---

আদৌ অশাস্ত্রীয়ত্বং দর্শয়ন্তি—পৃথগিতি। এবং সর্ব্বকারণ-সর্ব্বনিয়ামকানন্ত-কল্যাণ-গুণরত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবং স্বস্মাৎ পৃথগন্যং, মত্বা শ্রীগুরুমুখাৎ শাস্ত্রেভ্যশ্চ জ্ঞাত্বা, স্বীকার্য্য চ আত্মানং স্বং শ্রীগোবিন্দদেবাদন্যং মত্বা চ রুচিভক্ত্যা জুষ্টঃ সেবিতঃ সন্ অমৃতত্বং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। অনেনাদ্বৈত জ্ঞানস্য মোক্ষহেতুত্বাসম্ভবাৎ, নিয়ম্য-নিয়ন্তৃত্ব, আরাধ্য-আরাধকত্ব, আদি বিশেষ কথনাৎ জীবেশ্বরভেদস্য পরমার্থত্বমুক্তম্ভবতি।

অথ কেবলাদ্বৈতবাদিনাং সিদ্ধান্তনিরাকরণে যুক্তিমাহুঃ—ন চ দ্বৈতং ফলাভাবং জ্ঞাতত্বাদিতি বাচ্যম্। তস্যাজ্ঞাতত্বাৎ। কেনরূপেণাজ্ঞাতমিত্যাহুঃ—বিরুদ্ধেতি। অণুত্ব বিভুত্ব, নিয়ম্যত্ব নিয়ামকত্ব, মিথো বিরুদ্ধা যে ধর্ম্মাস্তৈরবচ্ছিন্নৌ বিশিষ্টৌ প্রতিযোগিনৌ জীবেশৌ যস্য স বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী, তৎতয়া শাস্ত্র এব জ্ঞায়তে ন তু লোকে। অস্মিন্ ভুবনে জনে বা এতাদৃশভেদস্যাজ্ঞাতত্বমস্তি। তস্মাৎ শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তাসঙ্গতত্বাৎ হেয়ঃ তস্য সিদ্ধান্তঃ। এবঞ্চ শ্রীভাগবতে—১১।২।৪৩—

এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদিগণের যে সিদ্ধান্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিবেন না। আপনাদের সিদ্ধান্ত যুক্তিসঙ্গত রহিত এবং অশাস্ত্রীয়। প্রথমতঃ অদ্বৈত সিদ্ধান্তের অশাস্ত্রীয়তা দেখাইতেছেন—পৃথক্ ইত্যাদির দ্বারা। আত্মা নিজেকে ও মুক্তিদাতা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে পৃথক্ স্বীকার করিয়া আরাধনা করিলে অমৃতত্ব লাভ হয়।

এই প্রকার সর্ব্বকারণ সর্ব্বনিয়ামক অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে নিজ হইতে পৃথক্ অন্য মানিয়া অর্থাৎ শ্রীগুরু উপদেশ হইতে এবং শাস্ত্র হইতে জানিয়া, তাহা মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া, নিজেকে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে অন্য মনে করিয়া তাঁহাকে রুচিভক্তির দ্বারা সেবা করিলেই জীব মোক্ষ পদ লাভ করে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই সকল বাক্যের দ্বারা ফলের বর্ণনা করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা অদ্বৈত জ্ঞানের মোক্ষ হেতুত্ব অসম্ভব বুঝিতে হইবে এবং এই শ্রুতিবাক্য দ্বারা নিয়ম্য নিয়ামক, আরাধ্য আরাধক, আদি বিশেষ বর্ণন হেতু জীব ও ঈশ্বরের যে ভেদ তাহা ব্যবহারিক নহে, পারমার্থিক বলিয়াই স্থির হইতেছে।

অনন্তর কেবলাদ্বৈতবাদিগণের সিদ্ধান্ত নিরাকরণের যুক্তি বলিতেছেন—আপনাদের যে দ্বৈত ভাবনা তাহাতে কোন ফল লাভ হয় না, কারণ তাহা সর্ব্বজন পরিজ্ঞাত বস্তু বলিয়া" এই প্রকার বলিতে পারেন না, যেহেতু তাহা অজ্ঞাত বস্তু, দ্বৈত ভাবনা কি প্রকারে অজ্ঞাত তাহা বলিতেছেন—বিরুদ্ধ ইত্যাদির দ্বারা। জীব ও ব্রহ্মের যে ভেদ তাহা বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকতয়া ইহ লোকে অজ্ঞাত বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ অণুত্ব বিভুত্ব, নিয়ম্যত্ব নিয়ামকত্ব ইত্যাদি পরস্পরে যে বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল বিদ্যমান আছে তাহা জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে বর্ত্তমান থাকা হেতু তাহারা উভয়ে বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগী,এই প্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্ম বিশিষ্ট পরস্পরের ভেদরূপে যে জ্ঞান তাহা শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারাই জাত হয়, কোন প্রকার লৌকিক

ধর্ম্মাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিকতয়া লোকে তন্মাজ্ঞাতত্বাচ্চ। অদ্বৈতং তৎফলমস্বীকারাদজ্ঞাতঞ্চ

ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্ত্যা ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎ প্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজংস্ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ॥

মুণ্ডকে চ—৩।১।৩—

যদাপশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্ম যোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

শ্রীগীতাসু—১৪।২—

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ। সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥

এবং শাস্ত্রীয়সিদ্ধান্তবিরুদ্ধমুক্ত্বা যুক্তি বিরুদ্ধমপি কথয়ন্তি—অদ্বৈতমিত্যাদিনা। কিমাত্মকমদ্বৈতং? ব্রহ্মাতিরিক্তং? ব্রহ্মাত্মকম্বা? নাদ্যঃ—তদতিরিক্ত স্বীকারে তব সিদ্ধান্তস্য দত্ততিলাঞ্জলিঃ স্যাৎ, এবঞ্চ ব্রহ্মাতিরিক্তস্য মিথ্যাত্বেন শাস্ত্রস্য মিথ্যাবেদকত্বাপাতাচ্চ। ভেদস্য চ সত্যতা অবশ্যম্ভাবী। নাপ্যন্ত্যঃ—ব্রহ্মাত্মকং তবাদ্বৈতং চেৎ তর্হি স্বপ্রকাশতয়া নিত্যসিদ্ধং ব্রহ্ম সাধয়ৎ শাস্ত্রং সিদ্ধসাধনং, নিরার্থকং স্যাদিতি

প্রমাণের দ্বারা নহে, সুতরাং পৃথিবীতে অথবা প্রত্যেক মানবের নিকট এই জীব ও ঈশ্বরের শাস্ত্রীয় ভেদ অজ্ঞাতরূপেই বিদ্যমান আছে। অতএব শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের সহিত সঙ্গতি বিহীন হওয়ার জন্য কেবলাদ্বৈতবাদিগণের অদ্বৈত সিদ্ধান্ত অত্যন্ত হেয়।

দ্বৈত জ্ঞানের দ্বারা যে সাধক পরামুক্তি লাভ করেন তাহা শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা নিরূপণ করিতেছেন—শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—নবযোগীন্দ্রগণ বিদেহ রাজ নিমিকে বলিলেন—হে রাজন্! এই প্রকার শ্রীভক্তিযোগের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণে ভক্তি, প্রাকৃত বস্তুর প্রতি বিরাগ এবং শ্রীভগবানের যথাযথ তত্ত্ব জ্ঞান লাভ হয়, তদনন্তর সেই সাধক সাক্ষাৎ পরম শান্তি লাভ করেন। মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—সাধক যখন তপ্তহেমদ্যুতি সর্ব্বকর্ত্তা ব্রহ্মাদির আরাধ্য পরম পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করেন, তখন সেই বিদ্বান সাধক পাপ পুণ্য সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়। শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে পার্থ! এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া সাধক জীব আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে, তখন সে আর জন্ম মৃত্যুর প্রবাহে পতিত হয় না।

অতএব দ্বৈত জ্ঞানেই জীবের পরামুক্তির কথা শাস্ত্রে প্রতিপাদন করিয়াছেন। কেবলাদ্বৈতবাদকে এই প্রকার শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তের বিরোধ বর্ণনা করিয়া, অদ্বৈতবাদ যে যুক্তি বিরুদ্ধ তাহা বলিতেছেন অদ্বৈত ইত্যাদির দ্বারা। অদ্বৈত ভাবনায় কোন প্রকার ফল সিদ্ধ হয় না, এবং তাহা শাস্ত্রেও স্বীকার করেন না, তথা তাহার যে অজ্ঞাতত্ব তাহাও, শশশৃঙ্গের মত অসৎ। এই স্থলে জিজ্ঞাসা এই যে—আপনাদের অদ্বৈত কি প্রকার? সেই অদ্বৈত কি ব্রহ্মাতিরিক্ত? অথবা ব্রহ্মাত্মক? প্রথম—অর্থাৎ

শশশৃঙ্গবদ সত্ত্বাৎ। যানি চ তদদ্বৈত বোধকানি বাক্যানি ক্বচিদ্ বীক্ষ্যন্তে তানি তন্মাত্রায়ত্ত-

---

ভাবঃ। ন হি অভেদে—জীবব্রহ্মণোরিতি ফলমস্তি। ফলন্তু—অজ্ঞান নির্বৃত্তিরানন্দাবাপ্তিঃ। তত্রাদৌ—অজ্ঞান নিবৃত্তির্ন ভবতি। অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ কিং আত্মেতরা, আত্মস্বরূপা বা? আদ্যে—অজ্ঞানকার্য্যং ন বা? নাদ্যঃ আত্মেতর-অজ্ঞাননিবৃত্তিরজ্ঞান কার্য্যমিতি প্রথমঃ পক্ষো ন সম্ভবতি, কুতঃ? তদাপি—অজ্ঞাননিবৃত্তিকালেঽপি, অজ্ঞানাবস্থিতেঃ সম্ভবাৎ। নহি—উপাদানেন বিনা উপাদেয়স্য স্থিতিরস্তি। বিশদয়তি—ব্রহ্মাকারয়া চিত্তবৃত্ত্যা অজ্ঞান নিবৃত্তির্জন্যতে। সা চিত্তবৃত্তিঃ, অজ্ঞান নিবৃত্তেরুপাদানং ভবতি, অতঃ অজ্ঞানস্য উপাদেয়ত্বং, অজ্ঞাননিবৃত্তৌ অংশেনানুবর্ত্ততে। ততশ্চাজ্ঞানাংশসত্ত্বাৎ অজ্ঞাননিবৃত্তির্ন মোক্ষঃ। ন চান্ত্যঃ—আত্মেতর-অজ্ঞাননিবৃত্তিরজ্ঞানকার্য্যং ন ভবতীতি দ্বিতীয়পক্ষোঽপি ন সম্ভবেৎ। কুতঃ? আত্মেতরস্যাজ্ঞানকার্য্যস্য নিবৃত্তিরন্যতরত্বাবশ্যাভ্যুপগমাৎ, তথাত্বে দ্বৈতাপত্তিঃ। নাপি দ্বিতীয়ঃ—অজ্ঞান নিবৃত্তিরাত্মস্বরূপা এব ইতি পক্ষোপি ন শক্যো ভণিতুম্। আত্মনঃ পূর্ব্বসিদ্ধত্বেন আত্মরূপাজ্ঞান নিবৃত্তেরসাধ্যতাপত্তেরিতি ভাবঃ।

অদ্বৈতকে ব্রহ্মের অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিলে আপনার সিদ্ধান্তকে তিলাঞ্জলি দিয়া শ্রাদ্ধ করিতে হইবে। আরও এক কথা—ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত, শাস্ত্র সকলের মিথ্যা বস্তু প্রতিপাদকতা দোষ হইবে, তথা অদ্বৈতকে ব্রহ্মের অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া স্বীকার করিলে ভেদ বাক্যের সত্যতা অবশ্যম্ভাবী হইবে। দ্বিতীয়—অর্থাৎ আপনারা অদ্বৈতকে যদি ব্রহ্মাত্মক স্বীকার করেন তাহা হইলে ব্রহ্ম স্বপ্রকাশতা হেতু নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মকে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলে শাস্ত্র সকলের সিদ্ধ সাধনরূপ নিরর্থক দোষ আপতিত হইবে। যেমন সাধ্যবস্তু সিদ্ধ হইলেও পুনরায় তাহাকে অনুমান দ্বারা করিবার প্রয়াস করা।

আরও বিশেষ কথা এই যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদে কোন প্রকার ফল পরিলক্ষিত হয় না। অজ্ঞান নিবৃত্তি এবং আনন্দ প্রাপ্তি ফল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে আপনাদের মতে জীবের অজ্ঞান নিবৃত্তি আদৌ হয় না। যদি অজ্ঞান নিবৃত্তি হয় তবে তাহা কি প্রকার আত্মা হইতে ভিন্ন? অথবা আত্মস্বরূপ? যদি আত্মা হইতে ভিন্ন স্বীকার করেন তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—এই অজ্ঞান কার্য্য হয়? অথবা কার্য্য নহে?

প্রথম পক্ষ হইবে না কারণ, আত্মা ভিন্ন অজ্ঞান নিবৃত্তিই অজ্ঞান কার্য্য এই প্রথম পক্ষ সম্ভব নহে, কি প্রকারে সম্ভব নহে তাহা বলিতেছেন—অজ্ঞান নিবৃত্তিকালেও অজ্ঞানের অবস্থান সম্ভব হেতু। উপাদান বিনা উপাদেয়ের অবস্থান হয় না, অর্থাৎ আধার বিনা আধেয় বস্তু থাকে না। বিষয়টি বিস্তার পূর্ব্বক ব্যাখ্যা করিতেছেন—ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি জাত হয়, সেই ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তি অজ্ঞান নিবৃত্তির উপাদান স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং অজ্ঞানের উপাদেয়তা স্বীকৃত, অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলেও অংশের দ্বারা অনুবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ উপাদানে উপাদেয় অথবা আধারে আধেয় বস্তু

বৃত্তিকত্ব তদ্ব্যাপ্যত্বাদিভিঃ শাস্ত্রকৃতৈব সঙ্গময়িষ্যন্তে। "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ" (ব্রং সূং ১।১।১১ ৩০) ইত্যুপরিষ্টাৎ।

এষমদ্বৈতং নিরস্য ফলং নিরস্যন্তি—অফলমিত্যাদিনা। ন হি অভেদে ফলমস্তি। ফলন্তু—অজ্ঞাননিবৃত্তিরানন্দাবাপ্তিরূপম্। অজ্ঞাননিবৃত্তিরসম্ভবমিতি দর্শিতম্। আনন্দলাভস্তু দ্বৈতে এব সম্ভবতি নাদ্বৈতে। ন হি স্বয়ং স্বস্য লাভঃ সম্ভবেৎ, তস্মাৎ বিয়ৎ পুষ্পায়মানত্বমদ্বৈতবাদমিতি। বেদাদিশাস্ত্রৈস্তথা তদনুগতমহানুভাবৈরেবাস্বীকারাৎ। অতো ভবতামদ্বৈতং শশশৃঙ্গবদসদিত্যর্থঃ। ন খলু কেবলাদ্বৈতিনো মোক্ষে কিঞ্চিৎ ফলং আত্মনি স্বীকুর্ব্বন্তি, ফলস্বীকারে জীবস্য ফলবিশিষ্টতাপত্তেঃ, স্বসিদ্ধান্তক্ষতেঃ। ন চ-উপনিষন্মাত্রগম্যত্বাৎ অদ্বৈতমজ্ঞাতমিতি বাচ্যম্, ব্রহ্মাত্মকস্য উপনিষদ্ গম্যত্বে ভবতাম্ অবাচ্যত্ব প্রতিজ্ঞাভঙ্গঃ। ন চ-লক্ষণয়া ব্রহ্মণি উপনিষদাং প্রবৃত্তিরিতি বাচ্যম্—সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণাযোগাৎ। ননু

সর্ব্বদাই বর্ত্তমান থাকিবে ইহাই নিয়ম। অতএব ব্রহ্মাকারাকারিত চিত্তবৃত্তিতেও অজ্ঞানাংশ বিদ্যমান থাকা হেতু অজ্ঞান নিবৃত্তি মোক্ষ নহে। দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অজ্ঞান নিবৃত্তি অজ্ঞানকার্য্য নহে, এই প্রকার দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে, কেন সম্ভব নহে তাহা বলিতেছেন— আত্মা ভিন্ন অজ্ঞান কার্য্যের নিবৃত্তি অন্যতরত্ব অবশ্য স্বীকার হেতু দ্বৈতাপত্তি হইবে। অর্থাৎ আত্মা ভিন্ন অজ্ঞানকার্য্য নিবৃত্তি হইতে অজ্ঞান কার্য্য পৃথক্ অঙ্গীকার করিলে দ্বৈতাপত্তি হইয়া পড়ে। দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে, অর্থাৎ অজ্ঞান নিবৃত্তি আত্মস্বরূপা এই পক্ষও বলিতে পারিবেন না। কারণ—আত্মা পূর্ব্বসিদ্ধ বস্তু, সুতরাং পূর্ব্বসিদ্ধ আত্মাস্বরূপ যে অজ্ঞান তাহার নিবৃত্তি অসাধ্য, অর্থাৎ আত্মার নিবৃত্তি হইলে পরে কি বস্তু থাকিবে তাহা বিবেচনা করিবার বিষয়।

এই প্রকার অদ্বৈত নিরাস করিয়া কেবলাদ্বৈতবাদিগণের ফল নিরাস করিতেছেন—অফল ইত্যাদির দ্বারা। অভেদবাদে কোন প্রকার ফল পরিলক্ষিত হইতেছে না, ফল—অজ্ঞাননিবৃত্তি পূর্ব্বক পরানন্দ লাভ। অজ্ঞাননিবৃত্তি যে সম্পূর্ণ অসম্ভব তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। এই প্রকার আনন্দলাভও দ্বৈত জ্ঞানেই সম্ভব হয়, অদ্বৈত জ্ঞানে হয় না। নিজেই নিজেকে লাভ করা কোন প্রকারেই সম্ভব নহে, অতএব আকাশকুসুমের সদৃশ আপনাদিগের অদ্বৈত কল্পনা নিরর্থক। নিরর্থকের কারণ এই যে—বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্র এবং বেদশাস্ত্রানুগত মহানুভাবগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত না হওয়ার জন্য আপনাদের অদ্বৈত শশশৃঙ্গের সদৃশ কেবল মাত্র অসৎ। আরও এক কথা—কেবলাদ্বৈতবাদিগণ মোক্ষ অবস্থায় আত্মাতে কোন প্রকার ফল জীবাত্মার অঙ্গীকার করেন তাহা হইলে জীবাত্মা ফল বিশিষ্ট হইয়া পড়ে, ফলবিশিষ্ট জীবাত্মা স্বীকার করিলে নিজের সিদ্ধান্তের হানি হয়। যদি বলেন—উপনিষদ্ প্রমাণমাত্র গম্য আমাদের অদ্বৈত, সুতরাং তাহা অজ্ঞাতই, এই প্রকার বলিতে পারেন না, ব্রহ্মের উপনিষদ প্রমাণ বেদ্যত্ব স্বীকার করিলে আপনারা যে ব্রহ্মকে অবাচ্য বলিয়াছেন সেই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হইবে। যদি বলেন—লক্ষণাবৃত্তির

অথ জগজ্জন্মাদিহেতুঃ পুরুষোত্তমোঽবিচিন্ত্যত্বাদ্ বেদান্তৈনৈব বোধ্যো ন তু

অদ্বয়মেব বোধয়ন্তীনাং শ্রুতীনাং কা গতিরিত্যতঃ আহুঃ—যানীতি। শ্রীভগবদ্‌ব্যাপ্যত্বং শ্রীবৈষ্ণবে—১।৯।৭০—যোঽয়ং তবাগতো দেব সমীপং দেবতাগণঃ। স ত্বমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্॥ শাস্ত্রকৃতা—ব্রহ্মসূত্র কৃতা শ্রীবাদরায়ণেন সঙ্গময়িষ্যন্তে - তদাহুঃ—শাস্ত্রেতি।

এবং প্রাসঙ্গিকং সমাপ্য, শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়িতুমাহুঃ— অথেত্যাদিনা। তর্কৈরিতি- অনুমানৈঃ। তৎ প্রকারন্তু—ক্ষিত্যঙ্কুরং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ" ন চ তৎ কর্ত্তৃত্বমস্মদাদীনাং সম্ভবতীত্যতস্তৎ কর্ত্তৃত্বেন ঈশ্বর সিদ্ধিঃ" (১) ইতি শ্রীবিশ্বনাথন্যায়পঞ্চাননপাদাঃ। এবঞ্চ শ্রীন্যায়কুসুমাঞ্জলিকারাঃ—৫।১—

কার্য্যাযোজন ধৃত্যাদেঃ পদাৎ প্রত্যয়তঃ শ্রুতেঃ। বাক্যাৎ সংখ্যাবিশেষাচ্চ সাধ্যো বিশ্ববিদব্যয়ঃ॥

দ্বারা উপনিষদ সকল ব্রহ্মে প্রবৃত্তি হয়, এই বাক্যের উত্তরে বলিব যদি আপনাদের ব্রহ্ম সর্ব্বপ্রকার শব্দের অবাচ্য তাহা হইলে লক্ষণাবৃত্তি কি প্রকারে তাহাকে প্রতিপাদন করিবে। যদি বলেন—লক্ষণাবৃত্তি স্বীকার না করিলে অদ্বয় মাত্র বোধক শ্রুতিগণের কি গতি হইবে? এই বাক্যের উত্তরে বলিতেছেন—যে সকল ইত্যাদি। উপনিষদে যে সকল অদ্বৈতবোধক বাক্য দৃষ্টিগোচর হয় সেই বাক্য সকল তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তি এবং তদ্ ব্যাপ্যত্ববৃত্তির দ্বারা সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ স্বয়ং সমাধান করিবেন। শ্রীবিষ্ণুপুরাণের প্রমাণ দ্বারা শ্রীভগবানের ব্যাপকত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—হে দেব! অসুর কর্ত্তৃক পীড়িত দেবতাগণ যে আপনার সমীপ সমাগত হইয়াছেন তাহার কারণ আপনি এই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, এবং আপনি সর্ব্বব্যাপক। ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ কখন সমাধান করিবেন তাহা বলিতেছেন—শাস্ত্র ইত্যাদি দ্বারা। নিজেকে আত্মারূপে উপদেশ করা কেবল শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারাই সম্ভব হয়, যেমন বামদেব ঋষি করিয়াছিলেন। এই সূত্রের ব্যাখ্যা অগ্রে করা হইবে।

এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদিগণের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিয়া শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের বিষয় বাক্য অবতারণা করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—অথ ইত্যাদি। অনন্তর জগৎসৃষ্ট্যাদির পরম কারণ পুরুষোত্তম অচিন্ত্যশক্তিমান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অবিচিন্ত্যবস্তু হেতু একমাত্র বেদান্তবাক্য দ্বারাই জানা যায়, অন্য কোন প্রকার তর্কাদির দ্বারা জানা যায় না।

তর্কের দ্বারা—অর্থাৎ অনুমানের দ্বারা। নৈয়ায়িকগণ অনুমান প্রমাণের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধি করেন, তাঁহাদের অনুমানের প্রণালী এই প্রকার—পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র অঙ্কুর পর্য্যন্ত কোন কর্ত্তা কর্ত্তৃক নির্ম্মিত যে হেতু এই সকল কার্য্য হওয়া হেতু, যেমন ঘট, ঘটের যেমন অবশ্যই একজন কর্ত্তা স্বীকার করিতে হয় সেই প্রকার এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডেরও একজন কর্ত্তা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীবিশ্বনাথ ন্যায় পঞ্চানন মুক্তাবলী টীকায় বলিয়াছেন—এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তৃত্ব আমাদের সদৃশ

ত্তর্কৈরিতি বক্তুমারম্ভঃ।

শ্রীহরিদাসী ব্যাখ্যা—'ক্ষিত্যাদিকং সকর্ত্তৃকং কার্য্যত্বাৎ ঘটবৎ' অনেনানুমানেন—ক্ষিত্যাদিকর্ত্তৃত্বেনানুমানেন ঈশ্বরসিদ্ধিঃ। আযোজনং—কর্ম্ম, সর্গাদ্যকালীন-দ্ব্যণুকারম্ভক-পরমাণুদ্বয় সংযোগজনকং কর্ম্ম, চেতন প্রযত্নপূর্ব্বকং কর্ম্মত্বাৎ অস্মদাদিশরীর ক্রিয়াবৎ। অতঃ সৃষ্ট্যাদৌ পরমাণুদ্বয় সংযোগেন দ্ব্যণুকোৎপাদকঃ কর্ম্ম এব, তৎ কর্ম্মস্য কর্ত্তৃত্বং ন মনুষ্যাণাং তদানীমভাবাৎ, কিন্তু চেতনস্য, তচ্চেতন এবেশ্বরঃ। ধৃতিঃ—ব্রহ্মাণ্ডাদিঃ। ব্রহ্মাণ্ডাদিপতনপ্রতিবন্ধকীভূত প্রযত্নবদধিষ্ঠিতং ধৃতিমত্ত্বাৎ, বিয়তি বিহঙ্গমধৃত কাষ্ঠবৎ। ধৃতিশ্চ গুরুত্ববতাং পতনাভাবঃ। এবং গ্রহোপগ্রহাদিধারণেন তিষ্ঠতি, অন্যথা তেষাং যথাযথ রূপেণ গমনাগমনাদিকং ন সিদ্ধ্যেৎ, অতো ব্রাহ্মাণ্ড গ্রহোপগ্রহাদিধারকত্বেন কেনাপি ভাব্যম্। তত্তু

দেহবিশিষ্ট জীবের পক্ষে সম্ভব নহে, সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তারূপে ঈশ্বর স্বীকার করিতে হইবে, এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন।

ঈশ্বরানুমান বিষয়ে ন্যায়কুসুমাঞ্জলিকার শ্রীউদয়নাচার্য্য এই প্রকার অনুমান করিয়াছেন—কার্য্য, আযোজন, ধৃতি, পদ, প্রত্যয় শ্রুতি, বাক্য ও সংখ্যা বিশেষের দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর অনুমান সিদ্ধ। এই সকল অনুমানের দ্বারা যে ঈশ্বর সিদ্ধি হয় তাহা এই কারিকার শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের টীকা অনুসারে বর্ণন করিতেছেন—পৃথিবী প্রভৃতি পদার্থ সকল কোন কর্ত্তা দ্বারা নির্ম্মিত যে হেতু ইহারা কার্য্য দ্রব্য, কারণদ্রব্য নহে, যেমন ঘট, এই অনুমানের দ্বারা ক্ষিত্যাদির কর্ত্তা রূপে অনুমিত যে ব্যক্তি তিনি ঈশ্বর, কারণ এই কর্ত্তৃত্ব আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, এই অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন। আযোজন—অর্থাৎ কর্ম্ম। কর্ম্ম অর্থাৎ সৃষ্টির আদি কালে দ্ব্যণুকারম্ভ অর্থাৎ পরমাণুদ্বয় সংযোগজনক যে কর্ম্ম চেতন পূর্ব্বক হয় ঐ কর্ম্ম চেতনের দ্বারা সংঘটিত হয়, ঐ সংঘটন কর্ম্ম হওয়া হেতু, দৃষ্টান্ত—আমাদের শরীরের যে ক্রিয়া তাহাও সেই প্রকার ক্রিয়া। আমাদের শরীর চেতন থাকিলেই কার্য্য করিতে সমর্থ হয়, অচেতন অবস্থায় সমর্থ হয় না। সেই প্রকার পরমাণুদ্বয়ের সংযোগও চেতন প্রযত্নপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। সুতরাং সৃষ্টির প্রথমে পরমাণুদ্বয়ের সংযোগ দ্বারা যে দ্ব্যণুকের উৎপন্ন হয় তাহা কর্ম্ম, এই দ্ব্যণুকোৎপাদক যে কর্ম্ম তাহা মনুষ্যগণ কর্ত্তৃ সংঘটিত হইতে পারে না, সৃষ্টির আদিকালে মানব শরীরের অভাব হেতু তাহা অসঙ্গত, অথচ সেই কর্ম্ম চেতনের এবং ঐ চেতন বস্তুই ঈশ্বর। এই কার্য্যকর্ত্তৃত্বরূপে অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন। ধৃতি—ব্রহ্মাণ্ডাদি ধারণ শক্তি। ব্রহ্মাণ্ডাদি পতনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ যে বস্তু তাহা প্রযত্নবদধিষ্ঠিত যে হেতু তাহার ধারণ করিবার শক্তি বিদ্যমান আছে, অতএব সে ধৃতিত্বমান। যেমন আকাশে বিহঙ্গম কর্ত্তৃক ধারণ করা কাষ্ঠখণ্ড। ধারণ অর্থাৎ গুরুভার বিশিষ্ট বস্তুর পতনের অভাব, এই প্রকার গ্রহ উপগ্রহাদি সকল কোন শক্তিমান কর্ত্তৃক ধারণের দ্বারাই অবস্থান করে, অন্যথা তাহাদের আকাশমার্গে যথাযথ বা নির্ব্বিরোধরূপে গমনাগমন প্রভৃতি সিদ্ধ হইবে না, অতএব ব্রহ্মাণ্ড গ্রহ উপগ্রহাদির

অস্মদাদীনাং সামর্থ্যাভাবাৎ তদ্ধারণ শক্তিরীশ্বরস্য সিদ্ধির্ভবতীতি। আদি পদাৎ—নাশপরিগ্রহঃ। পদাৎ—পদং ব্যবহারঃ। পটাদি সম্প্রদায় ব্যবহারঃ স্বতন্ত্রপুরুষ প্রয়োজ্যঃ ব্যবহারত্বাৎ আধুনিক লিপ্যাদি ব্যবহার বৎ। অতঃ সৃষ্ট্যাদৌ নানা পদার্থানাং নির্ম্মাণশিক্ষকঃ তদা নাসীৎ, তস্মাৎ ব্যবহার প্রবর্ত্তকরূপেণ ঈশ্বরসিদ্ধিঃ। প্রত্যয়তঃ" প্রামাণ্যাৎ। বেদজন্যজ্ঞানং কারণগুণজন্যং প্রমাত্বাৎ প্রত্যক্ষাদি প্রমাবৎ, অতঃ—বেদবক্তৃত্বেন সার্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্ট ঈশ্বর সিদ্ধিঃ। অথবা—প্রত্যয়তঃ বিধিপ্রত্যয়াৎ, আপ্তাভিপ্রায়ো বিদ্ধ্যর্থঃ যস্যাভিপ্রায়ঃ স এব ঈশ্বরঃ।

শ্রুতেঃ' বেদাৎ। বেদঃ পৌরুষেয়ো বেদত্বাৎ আয়ুর্ব্বেদবৎ। বাক্যাৎ—বেদঃ পৌরুষেয়ো বাক্যত্বাৎ ভারতাদিবৎ। অত্রানুমানদ্বয়েন বেদস্য পৌরুষেয়ত্বে সিদ্ধে তৎকর্ত্তা সার্ব্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্ট ঈশ্বর

ধারকরূপে কোন শক্তিমানের অবস্থান অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, এই ব্রহ্মাণ্ডাদির ধারণ শক্তি আমাদের সদৃশ মানবের সামর্থ্য নাই, কিন্তু তাহা ঈশ্বরের বিদ্যমান আছে, অতএব গুরুভার বস্তু ধারণ কর্ত্তা ঈশ্বর' এই অনুমাম দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধি হয়।

ধৃত্যাদি এই আদি পদের দ্বারা পালন ও নাশ গ্রহণ করিতে হইবে, অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাদির পালন ও বিনাশ মানব সাধ্য নহে তাহা ঈশ্বরের কার্য্য সুতরাং পালন কর্ত্তৃত্ব অনুমান দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হয়।

পদ অর্থাৎ ব্যবহার। পটাদি সম্প্রদায় অর্থাৎ ঘট পটাদি নির্ম্মাণকারিগণ কোন স্বতন্ত্রপুরুষ দ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া তাহা নির্ম্মাণ করে যে হেতু তাহা ব্যবহার। যেমন আধুনিক লিপি শিক্ষা করিতে হইলে কোন স্বতন্ত্র লিপিজ্ঞের নিকট শিক্ষা করিতে হয় সেই প্রকার। অতএব সৃষ্টির প্রথমে ঘটপটাদি নানা প্রকার পদার্থ সকলের নির্ম্মাণ কলা শিক্ষা প্রদান করিবার কেহ ছিল না সুতরাং ঘটপটাদি ব্যবহার প্রবর্ত্তক রূপে ঈশ্বরকে স্বীকার করিতে হইবে। এই ব্যবহার শিক্ষকের অস্তিত্বের অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন।

প্রত্যয় অর্থাৎ প্রমাণ হেতু ঈশ্বর সিদ্ধ। বেদের মধ্যে যে জ্ঞান আছে তাহা জন্য জ্ঞান, কারণ জন্য জ্ঞানের সদৃশ প্রমা হওয়া হেতু, যেমন প্রত্যক্ষাদি জ্ঞান প্রমা, অর্থাৎ বেদের যে প্রামাণ্য তাহা তাহার বক্তারূপ করণের গুণের নিমিত্ত হইয়াছে, সুতরাং বেদের বক্তা হেতু সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ বিশিষ্ট যে ঈশ্বর তাহা স্বীকার করিতে হয় এই সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণবিশিষ্ট বেদবক্তারূপ অনুমানের দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন। অথবা প্রত্যয় হইতে বিধিপ্রত্যয় হইতে। আপ্তাভিপ্রায় বিদ্ধ্যর্থ, এই আপ্তাভিপ্রায় যাঁহার তিনিই ঈশ্বর।

শ্রুতি—বেদ, বেদপুরুষ কর্ত্তৃক বিরচিত বেদ হওয়া হেতু যেমন আয়ুর্ব্বেদাদি। বাক্য হইতে—বেদ পুরুষ কর্ত্তৃক বিরচিত, তাহা বাক্য হওয়া হেতু, মহাভারতাদিবৎ। এই দুইটি অনুমানের দ্বারা বেদের পৌরুষেয়ত্ব সিদ্ধ হইল, সেই বেদের কর্ত্তা সার্ব্বজ্ঞ্যাদি বিশিষ্ট ঈশ্বরই একমাত্র হইতে পারেন অন্য কেহ নহে, এই বেদ কর্ত্তৃত্ব অনুমানের দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হইলেন।

"সচ্চিদানন্দরূপায় কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে। নমো বেদান্ত বেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে"

এব ভবিতুমর্হতি। সংখ্যা বিশেষাৎ—অণুপরিমাণঞ্চ ন পরিমাণজনকং নিত্যপরিমাণত্বাৎ। এবঞ্চ সর্গাদৌ দ্ব্যণুক পরিণাম হেতু পরমাণুনিষ্ঠ দ্বিত্ব সংখ্যা নাস্মদাদ্যপেক্ষা বুদ্ধিজন্যা, অতস্তদানীন্তনাপেক্ষাবুদ্ধিরীশ্বরস্যৈবেতি। তস্মাদনুমানেনৈব ঈশ্বরো বেদ্য ইতি। এবং তর্কেনাবিচিন্ত্যশক্তিমানীশ্বরো ন বোধ্য ইতি বক্তুমারম্ভঃ।

বিষয়ঃ—আদৌ অথর্ব্ববেদীয়া শ্রীগোপালতাপনী উপনিষৎ বাক্যং বিষয়রূপেণ পঠ্যন্তে—সচ্চিদানন্দেতি। 'সচ্চিদানন্দরূপায় অক্লিষ্টকারিণে বেদান্তবেদ্যায় গুরবে বুদ্ধিসাক্ষিণে কৃষ্ণায় নমঃ ইত্যন্বয়ঃ। অত্র শ্রীমৎ প্রবোধানন্দস্বামিপাদানাং ব্যাখ্যা—কৃষ্ণায় দেবকীনন্দনায়েতি, "ব্রহ্মণ্যো দেবকী পুত্রঃ" ইতি চ যঃ সামোপনিষদাদিষু। যশ্চ "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্" ইতি শ্রীভাগবতাদিষু প্রসিদ্ধস্তস্মাৎ কায়েন বাচা মনসা চ আত্মানং সমর্পয়ামীত্যর্থঃ। তত্ত্বপর্য্যন্তস্য অসদ্ভাবাৎ তথৈব স্বরূপেণ বিশিনষ্টি- সচ্চিদিতি। সৎ—কালদেশাপরিচ্ছিন্নং, চিৎ—স্বপ্রকাশং আনন্দঃ চ অতুল্যাতিশয়সুখম্। রূপং কিং তদ্ রূপমিত্যাদি

এই প্রকার সংখ্যাবিশেষ হইতেও ঈশ্বর সিদ্ধ হয়। অণু পরিমাণ কাহারও পরিমাণ জনক নহে যে হেতু তাহার পরিমাণ নিত্য। সুতরাং—পারিমাণ্ডল্য ভিন্নানাং কারণত্বমুদাহৃতম্" অতএব সৃষ্টির প্রথমে দ্যণুক পরিণাম হেতু পরমাণু নিষ্ঠ যে দ্বিত্ব সংখ্যা তাহা আমাদের সদৃশ মানবগণের বুদ্ধিজন্য নহে কারণ সৃষ্টির আদিতে সেই প্রকার মানববুদ্ধি উৎপন্ন হয় নাই, সুতরাং সেই দ্বিত্বাদি সংখ্যার পরিগণক ঈশ্বরীয় বুদ্ধি অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই দ্বিত্বাদি সংখ্যা যাহার বুদ্ধির দ্বারা পরিগণিত হয় তিনি ঈশ্বর, এই অনুমামের দ্বারাও ঈশ্বর সিদ্ধ হয়। অতএব এই সকল প্রমাণ হেতু অনুমানের দ্বারা অবশ্যই ঈশ্বর দ্রব্যকে জানা যায়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে বলিতেছেন - এইরূপ তর্কের দ্বারা অবিচিন্ত্যশক্তিমান সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের কোন প্রকার বোধ হয় না, ইহাই বলিতে প্রারম্ভ করিতেছেন।

বিষয়—প্রথমতঃ শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে অথর্ব্ববেদীয়—শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদ বাক্য বিষয়রূপে পাঠ করিতেছেন—সচ্চিদানন্দ ইত্যাদি। যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ অনায়াসে সর্ব্বকর্ত্তা বেদান্ত বেদ্য শ্রীগুরুদেব এবং আমাদের বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার করি, এই প্রকার—অন্বয় হয়। শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতিপাদ এই শ্রুতি মন্ত্রের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণকে দেবকীনন্দনকে, অর্থাৎ—সামোপনিষদে যাঁহাকে ব্রহ্মণ্য দেবকীপুত্র বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, শ্রীভাগবতাদি শাস্ত্রে যাঁহাকে স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সেই প্রসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের শ্রীচরণে কায়মনোবাক্যের সহিত আত্মাকে (নিজেকে) সমর্পণ করিতেছি ইহাই অর্থ।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের উপরে কোন বস্তুর অসদ্ভাব হেতু সেই স্বরূপেই তাঁহাকে বিশেষণ বিশিষ্ট করিতেছেন—সচ্চিদানন্দ ইত্যাদির দ্বারা। সৎ—অর্থাৎ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, চিৎ অর্থাৎ

(গো০ তা০ পূ০—১) ইতি গোপালতাপন্যাম্। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি"

বক্ষ্যমাণ প্রশ্নোত্তরাভ্যাং শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাকারস্বরূপং যস্য তস্মৈ। শক্ত্যাধিক্যেন বিশিনষ্টি—অক্লিষ্টকারিণ ইতি, অনায়াসেন সর্ব্বকর্ত্তৃত্বাৎ সর্ব্বতোঽপ্যচিন্ত্যশক্তয় ইত্যর্থঃ। ব্রহ্মাণং প্রতি তৎক্ষণেনৈব সান্তর্য্যামি—সসামগ্রিকানন্ত ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলাবির্ভাবনাদেঃ। অঘাসুরাদীনামপি মহাজ্ঞানি দুর্ল্লভ মোক্ষস্যাশু প্রদানাৎ, পুতনায়া অপি তৎক্ষণাদেব মহাজননী সাম্য প্রাপণাৎ, ব্রহ্মশিবাদিভ্য ইব স্থাবরেভ্যোঽপি বেণুবাদ্যাদিভিঃ সহসা পুলকাদিময় মহাপ্রেম প্রদানাৎ, প্রতিক্ষণমপি স্বস্যাপি বিস্মাপনেন সুষ্ঠু সর্ব্বচমৎকারণাৎ, শ্রীশুক-সীম-পরমহংস-শ্রীবিরিঞ্চি লক্ষ্মীসীম পরম স্পৃহনীয় সৌভাগ্যধর, স্বভাবসিদ্ধ নিজ পরিকরবৃন্দবরত্বাচ্চ।

তত্র তত্র কিং প্রমাণমিত্যাশঙ্ক্য প্রমাণ বিশেষ প্রমেয়ত্বেন বিশিনষ্টি—বেদান্তবেদ্যেতি। বেদান্তৈঃ সর্ব্ববেদসমন্বয়সিদ্ধার্থৈর্বেদশিরোভির্বেদ্যায়।

ননু বেদান্তস্য তাদৃগর্থজ্ঞানং কুতঃ স্যাৎ? তত্রাহ—গুরব ইতি। তদর্থোপদেষ্টৃত্বেনাবির্ভাবিনে। তদনুভবেঽপি স এব হেতুরিত্যাহ—বুদ্ধিসাক্ষিণ ইতি। বুদ্ধ্যধিষ্ঠাতৃত্বরূপেণ তৎপ্রতিপাদিত-নিজরূপানু-

---

স্বপ্রকাশস্বরূপ, আনন্দ—অতুল্যাতিশয় আনন্দস্বরূপ। রূপ—সেইরূপ কি প্রকার? তাহা বক্ষ্যমাণ প্রশ্ন ও উত্তরের দ্বারা নিরূপিত শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাকার স্বরূপ যাঁহার তাঁহাকে নমস্কার করি।

অতঃপর শক্ত্যাধিক্যের দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন—অক্লিষ্টকর্ত্তা ইত্যাদি। অনায়াসেই সকল কর্ত্তৃত্ব হেতু সকল পদার্থ হইতে অচিন্ত্যশক্তিমান যিনি তাঁহাকে নমস্কার করি। শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অচিন্ত্য শক্তিমত্তা প্রতিপাদন করিতেছেন চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তৎক্ষণই অন্তর্য্যামির সহিত পৃথিবী জলাদি পরিপূর্ণ অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডল আবির্ভাবাদির দ্বারা অচিন্ত্য শক্তিমান। মহাপাপী অঘ বক প্রভৃতি অসুরদিগকেও মহাজ্ঞানিগণেরও দুর্ল্লভ মোক্ষপদ সত্বর প্রদান, বালঘাতিনী পুতনাকেও তৎক্ষণাৎ মহাজননীর সমান গতি প্রদান, ব্রহ্মা শিবাদি দেবগণের সদৃশ স্থাবরদিগকেও বেণুবাদনাদির দ্বারা সহসা পুলকাদিময় মহাপ্রেম প্রদান, প্রতিক্ষণেই নিজেরও বিস্মাপণের দ্বারা সুষ্ঠুভাবে সকলের চমৎকৃতি উৎপাদন করা, শ্রীশুকদেব সদৃশ পরমহংস, শ্রীব্রহ্মা, শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভৃতিরও পরম স্পৃহনীয় সৌভাগ্য ধারণ, স্বভাব-সিদ্ধ নিজ পরিকরবৃন্দ বরণীয় ইত্যাদি অবিচিন্ত্যাশক্তি পরিপূর্ণ শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে নমস্কার করি।

উপরি বর্ণিতের কি প্রমাণ আছে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—প্রমাণ বিশেষের দ্বারা সিদ্ধ যে প্রমেয় সেই রূপে বিশেষিত করিতেছেন—বেদান্তবেদ্য ইত্যাদি। ব্রহ্মসূত্র সকলের দ্বারা, সর্ব্ব-বেদ সমন্বয় সিদ্ধার্থের দ্বারা, এবং বেদের শিরোভাগ উপনিষদ সমূহের দ্বারা যিনি বেদ্য তাঁহাকে নমস্কার করি।

যদি বলেন বেদান্ত শাস্ত্রসকলের এতাদৃশ অর্থজ্ঞান কি প্রকারে লাভ হইল? তাহার উত্তরে বলিতেছেন—গুরুকে ইত্যাদি। বেদাদি শাস্ত্রের অর্থোপদেষ্টারূপে শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র বেদের আবির্ভাবক

(বৃং ৩।৭।২৩) ইতি বৃহদারণ্যকে পঠ্যতে চ।

ভবস্থাপি কারয়িত্র ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ স এব শরণত্বেনাশ্রয়ণীয় ইতি তাৎপর্য্যম্। ইত্যথর্ব্ববেদীয়োপনিষদো বিষয়বাক্যম্।

অথ শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ বাক্যং বিষয়রূপেণ পঠ্যন্তে—তমিতি। শাকল্যেন পৃষ্টো যাজ্ঞবল্ক্যস্তস্য উত্তরং দত্ত্বা, তং প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যস্য প্রশ্নমিদম্—তং উপনিষন্মাত্র গম্য পুরুষং পৃচ্ছামি—তং পুরুষং যদি মে মহ্যং ন বক্ষ্যসি তদা তব শিরঃ বিপতিষ্যতি ইতি। অত্র 'বেদান্তবেদ্যায়, ঔপনিষৎ পুরুষম্' ইতি শ্রীভগবতো বেদবাচ্যত্বং শ্রূয়তে। শ্রীগীতাসু চ ১৫।১৫—"বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যঃ" শ্রীভাগবতে—১।১০।২৪— স বা অয়ং সখ্যনুগীত সংকথো বেদেষু গুহ্যেষু চ গুহ্যবাদিভিঃ॥ ইত্যেবং বিষয়ং নিরূপিতম্।

তাঁহাকে নমস্কার। এই বেদাদি শাস্ত্রের অনুভব বা জ্ঞানলাভের তিনিই মুখ্যহেতু তাহাই বলিতেছেন—বুদ্ধির সাক্ষীরূপে। বুদ্ধির অধিষ্ঠাতা স্বরূপে বেদ প্রতিপাদিত নিজ স্বরূপানুভবেরও যিনি কর্ত্তা তাঁহাকে নমস্কার। অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সকল জীবের পরম আশ্রয়দাতা এই প্রকার বিচার করিয়া তাঁহারই শ্রীচরণযুগল আশ্রয় করা জীবের পরম কর্ত্তব্য ইহাই তাৎপর্য্য। এই প্রকার অথর্ব্ববেদীয় শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের বিষয়বাক্য বর্ণিত হইল।

অনন্তর শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাক্য বিষয় রূপে বর্ণনা করিতেছেন—'তুমি' ইত্যাদি। শাকল্য মুনি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি সকল বাক্যের উত্তর প্রদান করিয়া পুনরায় শাকল্যকে বলিলেন—হে শাকল্য! তোমাকে কেবলমাত্র উপনিষদ প্রমাণের দ্বারা গম্য যে পরম পুরুষ তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি? সে পরম পুরুষ বিষয়ে যদি আমাকে বলিতে না পার তবে তোমার মস্তক পৃথিবীতে পতিত হইবে. এই দুই স্থলে বেদান্ত শাস্ত্রবেদ্য, ও উপনিষদ প্রতিপাদ্য পুরুষ, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা শ্রীভগবানের বেদ বাচ্যত্ব শ্রবণ করা যায়। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বেদ বাচ্যত্বে শ্রীগীতা বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীপার্থসারথি বলিলেন—হে অর্জ্জুন। বেদশাস্ত্র সকলের দ্বারা আমিই একমাত্র জানিবার বস্তু। শ্রীভাগবতে কৌরবেন্দ্র পুর রমণীগণ শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে দ্বারকা গমন করিতে উদ্যত দেখিয়া বলিলেন—হে সখীগণ! সেই এই শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র যিনি আমাদের নয়নের প্রত্যক্ষ হইতেছেন, যিনি সজ্জনগণের কীর্ত্তন করিবার যোগ্য এবং পরম গোপনীয় বেদাদি শাস্ত্রে গোপনরূপে বার্ত্তাকারি ঋষিবৃন্দ দ্বারা গোপনভাবেই বর্ণিত হইয়াছেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারা প্রতিপাদ্য বস্তু তাহা নিরূপণ করা হইল। এই প্রকার শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের বিষয়বাক্য নির্ণয় করা হইল।

ইহ সংশয়ঃ, উপাস্যোহরিরনুমানেন? উপনিষদা বা বেদ্য ইতি।

গৌতমাদ্যৈঃ "মন্তব্যঃ" বৃং ২।৪।৫ ইতি শ্রুত্যা চাভ্যুপগমাদনুমানেন স বেদ্য ইতি প্রাপ্তে—

সংশয়ঃ—এবং শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণস্য বিষয়ং নিরূপ্য সংশয়ং নিরূপয়ন্তি—ইহেতি। ইহ বিষয় বাক্যে সংশয়ো ভবতি, নৈয়ায়িকানামিতি, উপাস্যঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবো মুমুক্ষুভিরনুমানেন বেদ্যঃ, উপনিষৎ প্রমাণ দ্বারেণ বেদ্য ইতি সংশয় নিরূপণম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সংশয়ে জাতে নৈয়ায়িকাঃ পূর্ব্বপক্ষমাচরন্তি—গৌতমাদ্যৈরিত্যাদিনা। "মন্তব্যঃ" মন্তব্যস্তর্কতঃ। তথাহি—শ্রোতব্যঃ শ্রুতিবাক্যেন মন্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ। যস্তর্কেণানুসন্ধত্তে স ধর্ম্মং বেদ নেতরঃ॥ শ্রীমনুঃ—১২।১০৬, ইত্যাদি প্রমাণৈরনুমানেনৈব উপাস্যো হরির্বেদ্য ইতি তর্করসিকানাং নৈয়ায়িকানমাগ্রহঃ। যতঃ প্রত্যক্ষ পরিকলিতমপি বস্তু অনুমানেন বুভুৎসন্তে তর্ক রসিকাঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষবাক্যম্।

সংশয়—এই প্রকার শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিয়া সংশয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—ইহ ইত্যাদি। এই বিষয় বাক্যে সংশয় উৎপন্ন হইতেছে, কাহার সংশয়-নৈয়ায়িকগণের, কি সংশয়, তাহা বলিতেছেন—পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক অনুমান প্রমাণের দ্বারা বেদ্য, অথবা উপনিষদ প্রমাণের দ্বারা বেদ্য। এই প্রকার সংশয় নিরূপণ করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে এই প্রকার সংশয় উৎপন্ন হইলে নৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—গৌতমাদি ঋষিগণ ইত্যাদির দ্বারা। গৌতম কণাদ প্রভৃতি যে সকল ঋষিগণ আছেন তাঁহারা বৃহদারণ্যক উপনিষদের 'মন্তব্য' এই মন্ত্রের অর্থ তর্ক অঙ্গীকার করিয়া অনুমানের দ্বারাই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বেদ্য ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

মন্তব্য অর্থাৎ তর্কের দ্বারা তাহাকে মনন করিবে, পরম পদ প্রাপক যে ধর্ম্ম তাহা শ্রুতি বাক্যের দ্বারা শ্রবণ করিবে, যুক্তি সকলের দ্বারা মনন করিবে, অতএব তর্কের দ্বারা যাহাকে নিশ্চয় করা যায় তাহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে, অন্য ধর্ম্ম নহে। ভগবান্ মনু শ্রীমনুসংহিতায় বর্ণন করিয়াছেন—যিনি ধর্ম্মবস্তুকে তর্কের দ্বারা অনুসন্ধান করেন তিনিই যথার্থ ধর্ম্ম জানেন, অন্য কেহ সেই প্রকার জানেন না। ইত্যাদি প্রমাণ বিদ্যমান হেতু অনুমান প্রমাণের দ্বারাই পরমোপাস্য শ্রীহরিকে জানা উচিত, এই প্রকার তর্করসিক নৈয়ায়িকগণের আগ্রহ। যেহেতু তর্করসিক নৈয়ায়িকগণ প্রত্যক্ষ পরিজ্ঞাত বস্তুকেও অনুমানের দ্বারা বিশেষ ভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন। এই ভাবে শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণের পূর্ব্বপক্ষ বাক্য নিরূপণ করা হইল।

ওঁ ॥ শাস্ত্রযোনিত্বাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৩।৩।

"ঈক্ষতের্না" (ব্রহ্ম সূ° ১।১।৫।৫) ইত্যতো নেত্যাকৃষ্যম্। মুমুক্ষুভিরসৌ নানুমেয়ঃ,

---

সিদ্ধান্তঃ—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণঃ শাস্ত্রমিতি, শাস্ত্রং—বেদাদি শাস্ত্রসমূহং যোনির্বোধহেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ, উপনিষদ্ বোধ্যত্ব শ্রবণাদিত্যর্থঃ। অগ্রিমসূত্রাৎ 'নিষেধার্থকো 'ন' কারোঽনুবর্ত্তনীয়মিতি। যদুক্তং শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—১।৫০—

কার্যিনা হন্যতে কার্যী কার্য্যং কার্য্যেণ হন্যতে। নিমিত্তঞ্চ নিমিত্তেন যচ্ছেষমনুবর্ত্ততে॥

তস্মাৎ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইত্যস্মাচ্ছূত্রাৎ 'ন কার' আকর্ষণীয়মিতি, এবমগ্রেঽপি বোধ্যম্।

অথ সূত্র ব্যাখ্যানম্—মুমুক্ষুভিঃ সংসারবন্ধনমোচনেচ্ছুভিরসৌ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরদেবো নানুমেয়ঃ, গৌতম শাস্ত্রানুসারেণ অনুমানং ন কর্ত্তব্যঃ। কুতঃ—কেন হেতুনা? তত্রাহুঃ—শাস্ত্রেতি। অন্যথেতি—"তং তু ঔপনিষদং পুরুষম্" ইতি উপনিষৎ প্রতিপাদ্যত্ব সমাখ্যা। ননু তথাত্বে "মন্তব্যঃ" ইত্যস্য কা গতিরিতি

সিদ্ধান্ত—নৈয়ায়িকগণ কর্ত্তৃক শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে তাহার সিদ্ধান্ত করিতেছেন সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ-শাস্ত্র ইত্যাদি। শাস্ত্র—বেদাদিশাস্ত্রসমূহ, যোনি বোধের কারণ হওয়া হেতু যাহার, অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপনিষদ্ বোধ্যত্ব শ্রবণ করা যায় এই হেতু। অগ্রিম সূত্র হইতে কেবল নিষেধবাচক 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। এই অনুবর্ত্তন বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে এইরূপ বিধান আছে—কার্য্যীর দ্বারা কার্য্যী বাধা প্রাপ্ত হয়, কার্য্যের দ্বারা কার্য্যেরও বাধা প্রাপ্ত হয় এবং নিমিত্তের দ্বারা নিমিত্তও বাধা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অতএব যাহাকে কেহ বাধা প্রদান করে না তাহাকেই পূর্ব্বসূত্র হইতে অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব শব্দবাচ্য নহে এই প্রকার নহে কিন্তু তিনি শব্দবাচ্য যেহেতু শাস্ত্রে সেই প্রকার দেখা যায়, এই সূত্র হইতে নিষেধাত্মক ন কারকে আকর্ষণ করিতে হইবে, এই প্রকার অগ্রেও বুঝিতে হইবে। অতঃপর সূত্রের বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিতেছেন—মুমুক্ষু, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার ইচ্ছা হইয়াছে যাঁহাদের তাঁহাদিগকর্ত্তৃক এই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরদেব অনুমানের দ্বারা বোধ্য হইবার যোগ্য নহেন, অর্থাৎ গৌতমাদি বিরচিত তর্কশাস্ত্র অনুসারে অনুমান করা উচিত নহে, তাহা বলিতেছেন—শাস্ত্র ইত্যাদি। শাস্ত্র উপনিষৎ যোনি—বোধের হেতু হওয়ায়, উপনিষদুক্ত জ্ঞানের দ্বারাই তাঁহার বোধ হয়, এই শ্রবণ করা হেতু। অন্যথা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে যদি শাস্ত্রবেদ্যত্ব স্বীকার করা না হয় তাহা হইলে ঔপনিষদসমাখ্যা অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে—যে 'তোমাকে ঔপনিষদ পুরুষ জিজ্ঞাসা করি' এই উপনিষৎ প্রতিপাদ্যত্ব যে নাম তাহার বিরোধ হইবে।

যদি বল এই প্রকার স্বীকার করিলে উপনিষদের 'মন্তব্য' অর্থাৎ তর্কের দ্বারা জানিবে এই বাক্যের কি গতি হইবে?

কুতঃ? শাস্ত্রেতি। শাস্ত্রমুপনিষদ্ যোনির্বোধহেতুর্যস্য তত্ত্বাৎ উপনিষদ্বোধ্যত্বশ্রবণাদিত্যর্থঃ। অন্যথা ঔপনিষৎসমাখ্যাবিরোধঃ। "মন্তব্যঃ" (বৃ০ ২।৪।৫) ইতি শ্রুত্যা তু স্বানুসারিতর্কো-ঽভ্যুপগতঃ। "পূর্ব্বাপরাবিরোধেন কোঽর্থোঽত্রাভিমতো ভবেৎ। ইত্যাদ্যমুহনং তর্কঃ শুষ্ক-

---

চেত্তত্রাহুঃ—স্বানুসারি ইতি। শ্রুত্যনুসারিতর্কস্য অস্মাকমলঙ্কাররূপত্বাৎ তত্তু ন নিবারয়ামঃ। শ্রুত্য-নুসারি সিদ্ধান্তে পূর্ব্বাপর বিরোধেন কঃ অর্থঃ অত্র অভিমতঃ যুক্তিসঙ্গতঃ ভবেৎ, ইত্যাদি উহনং বিচারণং তর্কঃ, শুষ্কতর্কং শ্রুতিবিরোধিস্তর্কং তু বর্জয়েৎ পরিত্যজেৎ।

প্রমাণমিতি—অত্র শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং তত্ত্বসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিন্যাম্—প্রত্যক্ষ-অনুমান-শব্দ-আর্ষ-উপমান-অর্থাপত্তি-অভাব-সম্ভব-ঐতিহ্য-চেষ্টাখ্যানি দশ প্রমাণানি বিদিতানি। তত্র—তথাহি প্রত্যক্ষং তাবন্মনোবুদ্ধীন্দ্রিয় পঞ্চক জন্যতয়া ষড়্বিধং ভবেৎ। অথ প্রতিজ্ঞাহেতুদাহরণোপনয়-নিগমনাভিধ-পঞ্চাঙ্গমনুমানম্। ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটব দোষরহিত বচনাত্মকঃ শব্দঃ। দেবানামৃষীণাঞ্চ বচনমার্ষম্। গো সদৃশো গবয় ইতি জ্ঞানমুপমানম্। পীনত্বমহ্ন্যভোজিনি নক্তং ভোজিত্বং গময়তি, তদন্যথা ন ভবতীত্যর্থ গিরোঃ কল্পনং যস্য ফলং অসাবর্থাপত্তিঃ। সন্নিকর্ষং বিনা নেন্দ্রিয়ানি গৃহ্নন্তি, তস্মাৎ ঘটাভাবে

তাহার উত্তরে বলিতেছেন—স্বানুসারি ইত্যাদি। স্বসিদ্ধান্তানুসারে বিষয়বস্তু নিরূপণ করিবার জন্য যে তর্ক তাহা নিষেধ করেন নাই। এই বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—বেদ উপনিষদ প্রভৃতি শাস্ত্রা-নুসারিসিদ্ধান্তে পূর্ব্বাপর বিরোধ উপস্থিত হইলে সেই স্থলে কোন অর্থ শাস্ত্রযুক্তি সঙ্গত হইবে' এই প্রকার বিচারই স্বানুসারি তর্ক, শুষ্কতর্ক শ্রুতিযুক্তি বিরোধি তর্ক সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিতে হইবে, ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ। গৌতম কণাদ প্রভৃতির দ্বারা প্রবর্ত্তিত শুষ্কতর্ক যে অত্যন্ত হেয় তাহা 'তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় না' তাহা অগ্রে বর্ণনা করিবেন।

অতএব বেদ বেদান্তাদি শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা জানিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে সংসারবন্ধন নাশের জন্য ধ্যান করিবেন। ইহাই সর্ব্বপ্রকার দোষরহিত যথার্থ প্রমাণ এই প্রকার ভগবান সূত্রবার শ্রীবাদরায়ণ বলিয়াছেন—শব্দ মূল হেতু শ্রুতি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ ইত্যাদি।

অতঃপর প্রমাণ বিষয়ে বিচার করিতেছেন—প্রমাণ ইত্যাদি। এই স্থলে শ্রীমদাচার্য্যদেব সর্ব্ব-সম্বাদিনী গ্রন্থে এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন—প্রত্যক্ষ অনুমান, শব্দ, আর্ষ, উপমান, অর্থাপত্তি, অভাব, সম্ভব, ঐতিহ্য, চেষ্টা এই দশ প্রকার প্রমাণ জানা যায়। তাহার মধ্যে মন, বুদ্ধি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহা জাত হয় তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবং এই প্রত্যক্ষ প্রমাণও ছয় প্রকার। প্রতিজ্ঞা, হেতু, উদাহরণ, উপনয় ও নিগমন এই পঞ্চাবয়ব বিশিষ্ট অনুমান প্রমাণ। ভ্রম, প্রমাদ, বিপ্রলিপ্সা, করণাপাটবাদি দোষ-রহিত বচন শব্দ প্রমাণ। দেবতাগণ ও ঋষিগণের বাক্য আর্ষ প্রমাণ। গো সদৃশ গবয়' এই সদৃশ জ্ঞান উপমান প্রমাণ। দিবা ভোজন হীনের পীনতা রাত্রি ভোজনের বোধ করায়, অন্যথা কেহ পীন হইতে

তর্কস্তু বর্জ্জয়েৎ ॥ ইতি শ্রুতেঃ। গৌতমাদিশুষ্কতর্কহেয়ত্বং বক্ষ্যতে - "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ"

প্রমাণং তদনুপলব্ধিরূপোঽভাব এব। সহস্রে শতং সম্ভবতীতি বুদ্ধৌ সম্ভাবনং সম্ভবঃ। অজ্ঞাত বক্তৃকৃতাগত পারম্পর্য্য-প্রসিদ্ধমৈতিহ্যম্। অঙ্গুল্যুত্তোলনতো ঘট দর্শনাদি জ্ঞানকৃৎ চেষ্টা ইতি।

এতেষু প্রমাণেষু—প্রত্যক্ষমেকং লোকায়তিকস্য চার্ব্বাকস্য। প্রত্যক্ষমনুমানঞ্চ দ্বিবিধং বৈশেষিকস্য। "প্রমা প্রত্যক্ষমনুমিতিচ" ইতি ২৪, সপ্তপদার্থ্যাং শ্রীশিবাদিত্যপাদাঃ।

এবং বৌদ্ধানামপি দ্বিবিধং প্রমাণম্। প্রত্যক্ষানুমানশব্দশ্চেতি সাংখ্য পাতঞ্জলয়োঃ। অত্র সাংখ্যসূত্রম্—১।৮৮, "ত্রিবিধং প্রমাণং তৎসিদ্ধৌ সর্ব্বসিদ্ধের্নাধিক্যসিদ্ধিঃ।" যোগদর্শনে চ—১।৭, "প্রত্যক্ষানুগমাঃ প্রমাণানি ॥" প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাশ্চেতি নৈয়ায়িকস্য। ন্যায় দর্শনে—১।১।৩, "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি ॥" মীমাংসকাস্তু—প্রত্যক্ষানুমানোপমানাগমার্থাপত্ত্যনুপলব্ধ্যাখ্যানি ষট্ স্বীকুর্ব্বন্তি। ১। কিং তর্হি প্রত্যক্ষং ? তৎ সম্প্রযোগে পুরুষস্য ইন্দ্রিয়াণাং বুদ্ধিজন্ম সৎ প্রত্যক্ষম্। ১।১।৫।৫, ২। অনুমানং—জ্ঞাতসম্বন্ধস্য একদেশদর্শনাৎ একদেশান্তরেঽসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বুদ্ধিঃ ৩। শাস্ত্রং—

পারে না। এই অর্থ যে বাক্যের কল্পনার ফল তাহাকে অর্থাপত্তি প্রমাণ বলে। দ্রব্য সন্নিকর্ষ বিনা ইন্দ্রিয়সকল তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, সুতরাং ঘটাভাবে যে প্রমাণ গ্রহণ তাহা ঘটের অনুপলব্ধি রূপ অভাব প্রমাণের দ্বারা হইয়া থাকে, সুতরাং অভাব একটি প্রমাণ। সহস্রের মধ্যে একশত অবশ্য সম্ভব হইবে, এই প্রকার বুদ্ধিতে যে সম্ভাবনা তাহাকে সম্ভব প্রমাণ বলে। যাহার বক্তা জানা যায় না অথচ লোকপরম্পরা ক্রমে প্রসিদ্ধি আছে তাহা ঐতিহ্য প্রমাণ। অঙ্গুলি উত্তোলন করিয়া ঘট দর্শন করাইলে যে জ্ঞান হয় তাহা চেষ্টা প্রমাণ।

এই সকল প্রমাণের মধ্যে কোন আচার্য্য কি কি প্রমাণ স্বীকার করেন তাহা বর্ণনা করিতেছেন। লোকায়তিক চার্ব্বাক একমাত্র প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বীকার করেন। বৈশেষিক দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কণাদ—প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দুই প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। "প্রমা প্রত্যক্ষ এবং অনুমিতি" এই শ্রীশিবাদিত্যপাদ সপ্তপদার্থী গ্রন্থে বলিয়াছেন। বৌদ্ধগণও প্রত্যক্ষ ও অনুমান এই দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্য দর্শন প্রণেতা মহর্ষি কপিল, এবং যোগদর্শন রচয়িতা মহর্ষি পতঞ্জলি - প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিন প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। এই বিষয়ে সাংখ্যসূত্র—প্রত্যক্ষ-অনুমান-শব্দ ত্রিবিধ প্রমাণ সিদ্ধ হইলেই সকল সিদ্ধ হইবে, আর অধিকের প্রয়োজন নাই। যোগদর্শনে বলিয়াছেন—প্রত্যক্ষ-অনুমান ও আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ। ন্যায়দর্শন প্রণেতা মহর্ষি গৌতম—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারি প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। এই বিষয়ে ন্যায়সূত্র যথা—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চতুর্বিধ প্রমাণ। মীমাংসকগণ—প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, আগম, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি নামে ছয় প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শ্রীশবরস্বামী এই ষড়বিধ প্রমাণের

(ব্রং সূং ২।১।৩।১১) ইতি, তস্মাদ্ বেদান্তাদ্ বিদিত্বাসৌ ধ্যেয় ইতি। ইদমেবাতুষ্টং

শব্দবিজ্ঞানাদসন্নিকৃষ্টেঽর্থে বিজ্ঞানম্। ৪। উপমানমপি—সাদৃশ্যমসন্নিকৃষ্টেঽর্থে—বুদ্ধিমুৎপাদয়তি। ৫। অর্থাপত্তিরপি—দৃষ্টঃ শ্রুতোবাঽর্থোঽন্যথা নোপপদ্যতে ইত্যর্থকল্পনা। ৬। অভাবোঽপি প্রমাণাভাবো নাস্তীত্যস্যার্থস্যাসন্নিকৃষ্টস্য। অভাবোঽনুপলব্ধ্যাখ্যং প্রমাণম্। ইতি শবর ভাষ্যম্।

প্রত্যক্ষাদিষষ্ঠ সম্ভব-ঐতিহ্যে চ অষ্টৌ পৌরাণিকস্য। সাহিত্যিকাঃ খলু—শব্দার্থৌ কাব্যং স্বীকুর্ব্বন্তি। কিঞ্চ—ধ্বনির্নাদব্রহ্ম, তস্যাপি সর্ব্বোৎকর্ষশালিত্বং, তত এব বেদাদি সর্ব্বসিদ্ধেঃ। ইতি অং কাং কৌস্তুভঃ (১)। অত্র সংগ্রহ শ্লোকাঃ—

প্রত্যক্ষমেকং চার্ব্বাকাঃ, কণাদসুগতৌ পুনঃ। অনুমানঞ্চ তচ্চাপি· সাংখ্যা শব্দঞ্চ তে উভে॥
ন্যায়ৈকদেশিনোঽপ্যেবং উপমানঞ্চ কেচন। অর্থাপত্ত্যা সহৈতানি চত্বার্য্যাহুঃ প্রভাকরাঃ॥
অভাবষষ্ঠান্যেতানি ভট্টা বৈদান্তিন স্তথা। সম্ভবৈতিহ্য যুক্তানি তানি পৌরাণিকা জগুঃ॥

এই প্রকার ভাষ্য করিয়াছেন—তাহা হইলে প্রত্যক্ষ কি? উত্তর—যাহার সম্প্রয়োগে পুরুষের ইন্দ্রিয়সকলের বুদ্ধি জন্ম হয় তাহা প্রত্যক্ষ। জ্ঞাত সম্বন্ধ বস্তুর একদেশ দর্শন হেতু পুনঃ অন্য স্থানে ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকৃষ্ট অর্থে যে বুদ্ধি-জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা অনুমান। শব্দ বিজ্ঞানের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকৃষ্ট অর্থের বিজ্ঞানই শাস্ত্র বা আগম প্রমাণ। উপমান প্রমাণ সাদৃশ্য সন্নিকৃষ্টে অর্থে বুদ্ধি জ্ঞান উৎপাদন করে। দর্শন কৃত অথবা শ্রবণকৃত অর্থে যে জ্ঞান তাহা কখনও অন্যথা হয় না, এই প্রকার অর্থ কল্পনার নাম অর্থাপত্তি প্রমাণ। এই প্রকার অভাবও একটি প্রমাণ, যাহা নাই, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের অসন্নিকৃষ্ট বা অভাবকে অনুপলব্ধি প্রমাণ বলা হয়। পৌরাণিকগণ প্রত্যক্ষাদি ছয়টি অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি তথা সম্ভব ও ঐতিহ্য এই আট প্রকার প্রমাণ স্বীকার করেন। রসশাস্ত্রবিদ্ সাহিত্যিকগণ—শব্দ ও অর্থযুক্ত কাব্য স্বীকার করেন। কিন্তু ধ্বনি হইতেছে নাদব্রহ্ম, সেই নাদব্রহ্মের বা শব্দব্রহ্মের সর্ব্বোৎকর্ষশালিত্ব হেতু তাহা হইতেই বেদাদি সকল শাস্ত্র সিদ্ধ হয়। সুতরাং শব্দব্রহ্মই প্রমাণ। এই বিষয়ে একটি প্রাচীন সংগ্রহ শ্লোক বিদ্যমান আছে—

চার্ব্বাক প্রত্যক্ষ মাত্র একটি প্রমাণ স্বীকার করেন। কণাদ ও বুদ্ধ প্রত্যক্ষ ও অনুমান দুইটি প্রমাণ স্বীকার করেন। সাংখ্যানুগতগণ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। নৈয়ায়িকগণও তাহাই.একদেশীনৈয়ায়িকগণ পূর্ব্বোক্ত প্রমাণত্রয়ের সহিত উপমান প্রমানকে সম্মিলিত করিয়া চতুর্ব্বিধ প্রমাণ অঙ্গীকার করেন। প্রভাকর প্রভৃতি মীমাংসকগণ পূর্ব্বোক্ত চারিটির সহিত অর্থাপত্তি প্রমাণ সম্মিলিত করিয়া পঞ্চবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন।

কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মীমাংসকগণ এবং বৈদান্তিকগণ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চবিধের সহিত অভাব নামক প্রমাণকে সংযোজন করিয়া ষষ্ঠবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। পৌরাণিকগণ উক্ত ছয় প্রকার প্রমাণের

প্রমাণমিতি সূত্রয়তি—"শ্রুতেস্তু শব্দ মূলত্বাৎ" (ব্রং সূং ২।১।৮।২৭) ইতি।

অত্র-শ্রীবাদরায়ণসূত্র ভাষ্যকারাণাং প্রমাণানি। শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদাঃ-সূং ভাং ১।১।২।২ "ন ধর্ম্মজিজ্ঞাসায়ামিব শ্রুত্যাদয় এব প্রমাণম্ কিন্তু শ্রুত্যাদয়োঽনুভবাদয়শ্চ যথা সম্ভবমিহ প্রমাণম্। শ্রীভাস্করাচার্য্যাস্ত-'শাস্ত্রমেব প্রমাণমঙ্গীকুর্ব্বন্তি। তচ্চ—শ্রুতি-সূত্র-গীতাদি। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যচরণাঃ—অত্যন্তাতীন্দ্রিয়ত্বেন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাবিষয়তয়া ব্রহ্মণঃ শাস্ত্রৈক প্রমাণত্বাৎ সূং ভাং ১।১।৩।৩। (১)। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যপাদাঃ—প্রত্যক্ষানুমানাগমাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি। সূং ভাং ১।১।১। শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যপাদাঃ—১।১।৪ ভাষ্যম্—ননু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণাবিষয়কত্ববচ্ছব্দ প্রমাণাবিষয়ত্বস্যাপি শ্রুতিসিদ্ধত্বাৎ ন শাস্ত্রৈক প্রমেয়ং ব্রহ্মেতি প্রাপ্তে ব্রূমঃ—জিজ্ঞাস্যং ব্রহ্ম শাস্ত্র প্রমাণকমেব, নান্য প্রমাণকমিতি।

শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামিপাদাস্ত—শব্দমেব প্রমাণমাহুঃ, পরমপূজনীয় শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদাপি তথৈব। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যপাদাপি শব্দমেব স্বীকুর্ব্বন্তি। শ্রীমদ্ গৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্যবৈদান্তিকানাম্—শ্রীমদাচার্য্য দেবানাম্—শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদানাং—শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি চরণানাং শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভু পাদানাম্—"শব্দ এব মূলং প্রমাণম্" সর্ব্বসম্বাদিনী—৪ পৃং ইতি সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্তঃ। এবমেবাহুঃ—শ্রীমৎপরমাচার্য্যচরণাঃ "প্রধানত্বাৎ প্রমাণেষু শব্দ এব প্রমাণ্যতে" শ্রীলং ভাং—১।৭। তত্র ন তাবৎ

সহিত সম্ভব এবং ঐতিহ্য এই দ্বিবিধ প্রমাণ যোজনা করতঃ অষ্টবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন।

অনন্তর শ্রীবাদরায়ণ সূত্র ভাষ্যকার গণের প্রমাণসকল বর্ণন করিতেছেন—শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ শব্দ ও মহদনুভব দ্বিবিধ প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন—যথা—ধর্ম্ম জিজ্ঞাসার সদৃশ' কেবলমাত্র শ্রুতি প্রমাণই ব্রহ্মজিজ্ঞাসায় যথেষ্ট নহে, কিন্তু শ্রুতি তদনুগত শাস্ত্র এব মহদনুভব ও যথা সম্ভব প্রমাণ রূপে স্বীকার করিতে হইবে। শ্রীভাস্করাচার্য্যপাদ—শাস্ত্রকেই প্রমাণরূপে অঙ্গীকার করেন এবং সেই শাস্ত্র শ্রুতি, ব্রহ্মসূত্র ও শ্রীগীতা প্রভৃতি। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্যচরণ—অত্যন্ত অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিষয়তা বশতঃ পরব্রহ্ম একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণ দ্বারাই বেদ্য। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্য পাদ—প্রত্যক্ষ-অনুমান, এবং আগম এই ত্রিবিধ প্রমাণ স্বীকার করেন। শ্রীমন্নিম্বার্কাচার্য্যপাদ—যদি বল—পরব্রহ্ম প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয়াভাববৎ শব্দপ্রমাণেরও অবিষয়ত্ব হউক, যেহেতু তাহা শ্রুতি সিদ্ধ, অতএব একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ প্রমেয় ব্রহ্ম নহে। এই শঙ্কার উত্তরে বলিব - মুমুক্ষুগণের জিজ্ঞাস্য পরব্রহ্ম একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণৈক গম্য, অন্য কোন প্রমাণের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না।

শ্রীমদ্ বিষ্ণুস্বামিপাদ—শব্দকেই প্রমাণ স্বীকার করিয়াছেন। পরম পূজনীয় শ্রীধরস্বামিপাদ—শব্দ প্রমাণকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ বল্লভাচার্য্যপাদ—শব্দকেই প্রমাণ রূপে স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীমদ্ গৌড়ীয় সম্প্রদায়াচার্য্য বৈদান্তিক বৃন্দের—শ্রীমদাচার্য্য প্রভু পাদের, শ্রীমৎ কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপাদের, শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিচরণের, এবং শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভু পাদের "শব্দই মূল প্রমাণ"

শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবস্য প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিষয়ত্বং সম্ভবতি। অতীন্দ্রিয়বিষয়ত্বাৎ। কিঞ্চ মায়ামুণ্ডাবলোকনাদৌ দেবদত্তস্যৈব মুণ্ডমিদং ইতি প্রত্যক্ষস্য ব্যভিচারঃ। শব্দস্যতু নৈরপেক্ষ্যত্বং যথা—রে ভ্রান্ত! নেদং দেবদত্তস্য কিন্তু ঐন্দ্রজালিকমিদমিতি জ্ঞাত্বা সত্যত্বং জ্ঞানম্। নাপ্যনুমানগোচরং শ্রীগোবিন্দদেবঃ। বৃষ্ট্যা তৎকাল-নির্ব্বাপিতবহ্নৌ চিরমধিকোদিত্বর ধূমে পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" ইত্যনুমানস্য ব্যভিচারঃ॥

কিঞ্চ—নেন্দ্রিয়াণি নানুমানং, ইতি শ্রুতিঃ। "নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া" ইতি কাঠকে "তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ" ইতি সূত্রে। ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েদিতি স্মৃতেশ্চ। নাপ্যুপমান গোচরতা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য। সাদৃশ্যাভাবাৎ। "ন সন্দৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" ইতি শ্রুতেঃ। নাপি—অর্থাপত্তিপ্রমাণং

ইহাই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। অতএব সম্প্রদায় উপজীব্য শ্রীমৎ পরমাচার্য্য প্রভুপাদ বলিয়াছেন—সকল প্রমাণের মধ্যে প্রধান হেতু শব্দই আমাদের একমাত্র প্রমাণ, তাহার দ্বারাই আমরা ব্রহ্মবস্তু প্রমাণিত করিব।

অনন্তর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে একমাত্র শব্দ প্রমাণ গোচর, অন্য প্রমাণের নহেন তাহা প্রতি প্রতিপাদন করিতেছেন—এই সকল প্রমাণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হয়েন না, কারণ তিনি অতীন্দ্রিয় বস্তু হওয়ার জন্য।

আরও প্রত্যক্ষের ব্যভিচার দেখা যায়, যেমন বাজীকর সকলের চক্ষু বন্ধ করিয়া দেবদত্ত নামক ব্যক্তির মস্তক ছেদন করতঃ বলিলেন—এইটি দেবদত্তের মস্তক, তখন সকলে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিলেন 'ইহা দেবদত্তের মস্তক' কিন্তু তাহা আদৌ সত্য নহে ইন্দ্রজাল মাত্র, এই স্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণের ব্যভিচার হইয়াছে।

শব্দ প্রমাণের কিন্তু সর্ব্বত্র নিরপেক্ষতা বর্ত্তমান আছে, যেমন—"ওরে ভ্রান্ত! ঐ ছেদন করা মস্তক দেবদত্তের নহে, কিন্তু বাজীকরের ইন্দ্রজাল মাত্র" এই প্রকার শব্দের দ্বারা তাহার সত্যত্ব জ্ঞান হয়। এইরূপ অনুমান প্রমাণের গোচরও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হয়েন না। যেহেতু এই অনুমান প্রমাণেরও ব্যভিচার দেখা যায়, যেমন—বৃষ্টির দ্বারা তৎকালেই নির্ব্বাপিত বহ্নিতে চিরকাল ব্যাপী অধিক ধূমরাশি অবলোকন করিয়া "ঐ পর্ব্বত বহ্নিমান কারণ উহাতে ধূম বিদ্যমান হেতু" এই স্থলে বহুকালে নির্ব্বাপিত বহ্নিতে ধূম দেখিয়া তাহার অনুমান করায় অনুমানের ব্যভিচার হইল।

অনুমান প্রমাণের অসারতা প্রতিপাদন করিতেছেন—ইন্দ্রিয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ এবং অনুমানের দ্বারা তাঁহার বোধ হয় না" শ্রুতি এই প্রকার বলেন। কঠোপনিষদে বলেন—হে বৎস! তোমার এই শ্রীভগবদুপাসনার যোগ্যা মতিকে তর্কের দ্বারা নাশ করিও না। শ্রীমদ্ ব্রহ্মসূত্রে বর্ণিত আছে—পরব্রহ্ম তর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েন না। শ্রীমহাভারতে বর্ণনা করিয়াছেন—অচিন্ত্য বস্তুকে তর্কের দ্বারা যোজনা বা বিচার করিবে না। উপমান প্রমাণের গোচরও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব নহেন। যেহেতু কেহ তাঁহার সদৃশ নাই। "তাঁহার রূপের সদৃশ আর অন্য কোন বস্তু নাই" এই প্রকার শ্রুতির প্রমাণ আছে। অর্থাপত্তি

ইত্থঞ্চ হরেরাত্মমূর্ত্তিত্বমনুভূতেরনুভবিতৃত্বং স্বাত্মকধর্ম্মাধিষ্ঠানশালিত্বং জগৎকর্ত্তৃত্ব-নির্ব্বিকারত্বঞ্চ ইত্যাদি শ্রূয়মাণরূপতয়া তস্যোপাসনং সিদ্ধ্যতি।

অত্র কেচিদেবমাহুঃ—ন খলু তাবদ্বেদান্তবাক্যগণঃ প্রয়োগযোগ্যঃ সিদ্ধার্থবোধকত্বেন

তত্র বিষয়ী করোতি। শ্রীগোবিন্দদেবস্য পীনত্বাদি জ্ঞান বস্তুপপাদ্য জ্ঞানাদ্যভাবাৎ।

নাপ্যনুপলব্ধি প্রমাণগম্য শ্রীশ্যামসুন্দরঃ। তস্য কদাপি কুত্রাপি অভাবাভাবাৎ। তস্মাৎ—শাস্ত্রৈকবেদ্যমেব সর্ব্বকারণ পরব্রহ্ম সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ইতি। এবমেবাহুঃ—শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদাঃ—শ্রুতেরিতি।

ইত্থমিতি—শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য আত্মমূর্ত্তিত্বম্—"দেহ দেহী ভিদা তত্র নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ" "সচ্চিদানন্দরূপায়" ইত্যর্থ শিরসি॥ অনুভূতিরূপত্বেহপি অনুভবিতৃত্বং। ইত্যাদি গুণবৃন্দালঙ্কৃতত্বাৎ তস্য শ্রীশ্যামসুন্দরস্য উপাসনং সিদ্ধ্যত্যেব।

অথ পূর্ব্বমীমাংসানুগতানাং মতেন পূর্ব্বপক্ষমুত্থাপয়ন্তি—অত্র ইত্যাদিনা। বেদান্তবাক্যগণ ইতি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" তৈং ৩।১।১

প্রমাণও তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না, যেহেতু দেবদত্তবৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের স্থূলত্বাদিজ্ঞানের অভাব, অর্থাৎ কোন মানবকে স্থূল দেখিয়া যেমন তাহার রাত্রি ভোজন অর্থাপত্তি প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত করা যায় সেই পীনত্বাদির সর্ব্বথা অভাববশতঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অর্থাপত্তি প্রমাণের গোচর নহেন।

সুতরাং অনুপলব্ধি প্রমাণগম্যও শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর নহেন কারণ কোন স্থলে কখনও তাঁহার অভাব দেখা যায় না, তিনি সর্ব্বব্যাপক। অতএব একমাত্র শাস্ত্র প্রমাণের দ্বারাই সর্ব্বকারণ, পরব্রহ্ম, সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জানা যায়, এবং সেই প্রকার জানিয়াই তাঁহাকে উপাসনা করা বিধেয়। সুতরাং 'শ্রুতি শব্দমূল' এই প্রকার শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদও বর্ণনা করিয়াছেন।

এই প্রকার সর্ব্বমনোহর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আত্মমূর্ত্তিস্বরূপ, অনুভূতিরূপ, অনুভবকর্ত্তা, স্বাত্মক-ধর্ম্মাধিষ্ঠানশালী, জগৎকর্ত্তা, নির্ব্বিকার ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদ্য গুণাবলী শ্রবণ করা হেতু মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক তাঁহার উপাসনা সিদ্ধ হইল।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আত্মমূর্ত্তিত্ব শাস্ত্রে বর্ণন করিয়াছেন—পরমেশ্বরের দেহ এবং দেহীতে কোন প্রকার ভেদ নাই। অথর্ব্বশির উপনিষদে তাঁহাকে "সচ্চিদানন্দ স্বরূপ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অনুভূতি স্বরূপ হইয়াও ভক্তগণের সুখ দুঃখ অনুভবকর্ত্তা। এই প্রকার দিব্য গুণবৃন্দমণ্ডন শ্রীশ্রী-শ্যামসুন্দরের উপাসনা সিদ্ধ হইতেছে অর্থাৎ মুমুক্ষুগণ তাঁহাকে আরাধনা করিবেন ইহাই তাৎপর্য্য।

অনন্তর পূর্ব্বমীমাংসার অনুগতগণের মতে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—অত্র ইত্যাদি। এই স্থলে কেহ কেহ এই প্রকার বলিয়া থাকেন—বেদান্ত বাক্য প্রয়োগ যোগ্য নহে, কারণ তাহাতে কোন

প্রয়োজনশূন্যত্বাৎ "সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা" ইত্যাদি বাক্যবৎ। প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপসাধ্যার্থবোধকানি বাক্যানি প্রয়োজনবত্ত্বাৎ প্রয়োগযোগ্যানি দৃষ্টানি। "অর্থলিপ্সুর্নৃপং গচ্ছেৎ" "মন্দাগ্নির্ন জলং

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে" (তৈ০ ৩।৬।১)

"এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" মু০ ২।১৩। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ছা০ ৬।২।১

"একমেবাদ্বিতীয়ম্" (ছা০ ৬।২।১) "একো হ বৈ নারায়ণ আসীৎ"

"ব্রহ্ম বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ" "আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ" (ঐ০ ১।১।১)

"য আত্মাঽপহত পাপ্মা" (ছা০ ৮।৭।১) "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু০ ১।১।৯)

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০ ২।১।১) "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্" (তৈ০ ২।৯।১)

"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" (বৃ০ ৩।৯।২৮) "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা০ ৩।১৪।১)

ইত্যাদি বাক্যগণঃ প্রয়োজনঃ—প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ প্রয়োজনাভাবাৎ।

পঞ্চ প্রকার বাক্যসমুদায়সমস্তো বেদশাস্ত্রঃ। তানি বাক্যানি তু—বিধি-নিষেধ-অর্থবাদ-মন্ত্র নামধেয়াখ্যানি। বিধিঃ—"অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" নিষেধঃ—"ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" অর্থবাদঃ—"বায়ুর্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা" মন্ত্রঃ—"ইষেত্বা অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ" নামধেয়ঃ—"জ্যোতিষ্টোম-অশ্বমেধাদিঃ"

তস্মাৎ সকল বেদবাক্যানাং বিধি-নিষেধাদি বাক্যত্বেন প্রয়োগযোগ্যতা সম্ভবেৎ। বেদান্ত-বাক্যানি খলু সিদ্ধার্থবোধকত্বেন—নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মবোধকত্বরূপেণ প্রয়োজন শূন্যত্বাৎ তানি তু ব্যর্থৈব।

প্রকার বিধিনিষেধ নাই। সেই বেদান্ত বাক্যগণ এই প্রকার—

'যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়' 'আনন্দ হইতেই এই ভূতসমূহ উৎপন্ন হয়'

'ইহা হইতে প্রাণ জন্মগ্রহণ করে' 'হে সৌম্য! প্রথমে একমাত্র সৎ বস্তুই ছিল।

'তিনি একমাত্র, আর দ্বিতীয় কেহ নাই' 'একমাত্র নারায়ণই ছিলেন'

'ব্রহ্মই সকলের অগ্রে একমাত্র একাকী ছিলেন' 'আত্মাই একমাত্র ছিলেন, অন্য কিছু ছিল না'

'যিনি আত্মা তিনি সর্ব্ববিধ পাপ রহিত' 'যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ'

'সত্য জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম' 'আনন্দ ব্রহ্মকে জানিয়া'

'বিজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম' 'যাহা দেখা যায় সকল ব্রহ্ম'।

ইত্যাদি বেদান্তবাক্যগণ প্রয়োজন অর্থাৎ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি রূপ প্রয়োগের অভাব বশতঃ প্রয়োজন হীন।

পঞ্চ প্রকার বাক্য দ্বারা সকল বেদ শাস্ত্র গঠিত, তাহা বিধি, নিষেধ, অর্কবাদ, মন্ত্র এবং নামধেয় ভেদে পঞ্চ প্রকার। বিধি—অগ্নিহোত্র যাগে আহুতি প্রদান করিবে। নিষেধ—ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না। অর্থবাদ—বায়ুই ক্ষেপিষ্ঠ ক্ষেপনশীল। মন্ত্র—ইষেত্বা অগ্নিমূর্দ্ধা দিবঃ ইত্যাদি। নামধেয়—জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি যজ্ঞসকলের নামকরণ।

পিবেৎ" ইতি লোকে। "স্বর্গকামো যজেত" "সুরাং ন পিবেৎ" ইতি চ বেদে। ন হি প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য বাক্যপ্রয়োগঃ সম্ভবতি, তচ্চ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-সাধ্য-ইষ্টাপ্তি-পরিহারাত্মক-মবগতম্। ব্রহ্ম খলু পরিনিষ্পন্নং বস্তু। তদ্বোধকস্য—"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্" (তৈ° ২।১।১) ইত্যাদি বাক্যস্য তচ্ছূন্যত্বান্ন তদ্‌যোগ্যত্বং,যদি কশ্চিত্তৎ প্রযুযুক্ষুর্ভবেৎ তর্হি প্রয়োজনবদ্বাক্যৈক-

---

তচ্চেতি—অশ্বমেধাদিযাগে প্রবৃত্তিঃ সাধ্যঃ-স্বর্গাদি, ইষ্টাপ্তিঃ তৎ প্রাপ্তিশ্চ "অশ্বমেধেন যজেত স্বর্গকামঃ" নিবৃত্তিঃ পরিহারাত্মক বাক্যম্। "ব্রাহ্মণো ন হন্তব্যঃ" "সুরাং ন পিবেৎ"। পরিনিষ্পন্নং—সিদ্ধং ন তু কর্ম্মবৎ সাধ্যমিতি।

অতএব সকল বেদবাক্যগণের বিধিনিষেধাদি বাক্যরূপেই প্রয়োগ যোগ্যতা সম্ভব হয়। বেদান্ত বাক্যসকল কিন্তু সিদ্ধার্থবোধক হেতু অর্থাৎ নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্মবোধক হওয়া হেতু প্রয়োজন শূন্য বশতঃ বৃথা, যেমন 'সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা' বলিলে কোন প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধ হয় না, সেই প্রকার বেদান্ত বাক্যগণের প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি বোধ না হওয়া হেতু তাহা সর্ব্বথা বৃথা বাক্য জানিতে হইবে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তিরূপ সাধ্যার্থ বোধক বাক্য সকল প্রয়োজন যোগ্য হেতু প্রয়োজন দৃষ্ট হয়। যেমন—'অর্থলোভী মানব রাজার নিকট গমন করিবে' 'যাহার মন্দাগ্নি রোগ হইয়াছে সে জল পান করিবে না', এই প্রকার বিধি ও নিষেধ লোক ব্যবহারে দেখা যায়। "স্বর্গকামী পুরুষ যজ্ঞ করিবে" 'সৎ পুরুষ মদ্যপান করিবে না' এই প্রকার বিধি ও নিষেধ বেদাদি শাস্ত্র প্রতিপাদন করেন। অতএব প্রয়োজন উদ্দেশ্য না করিয়া কোন প্রকার বাক্য প্রয়োগ সম্ভব হয় না।

প্রয়োজন উদ্দেশ্য প্রতিপাদক বাক্য সকল এই প্রকার—প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, সাধ্য, ইষ্টাপ্তি এবং পরিত্যাগ রূপ জানা যায়, তাহা—অশ্বমেধ যাগে প্রবৃত্তি, সাধ্য—স্বর্গাদি লাভ, ইষ্টাপ্তি—স্বর্গ প্রাপ্তি করা। অতএব স্বর্গ কামনাকারী মানব অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যজনা করিবে, ইত্যাদি। নিবৃত্তি—পরিহারাত্মক বাক্য যেমন—ব্রাহ্মণকে হত্যা করিবে না, মদ্যপান করিবে না, ইত্যাদি। অতএব বেদাদি শাস্ত্র বিধিনিষেধ প্রতিপাদক। পক্ষান্তরে আপনাদের ব্রহ্ম পরিনিষ্পন্ন বস্তু, পরিনিষ্পন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ বস্তু, কার্য্যবৎ সাধ্য বস্তু নহে। অতএব ব্রহ্মবোধক—'সত্য জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম' ইত্যাদি বাক্য সকলের বিধি ও নিষেধ প্রতিবিধান শূন্য হেতু তাহা প্রয়োগ যোগ্য নহে। যদি কোন সময় প্রবৃত্তি নিবৃত্তি রহিত বাক্য সকল প্রয়োগ যোগ্য হয়, তবে তাহা প্রয়োজনবান্ বাক্যের সহিত এক বাক্যতা রূপে প্রয়োগ করিলে সেই বাক্যেরও তদ্বৎ প্রয়োজনবান্ অথবা বিধি নিষেধাত্মক রূপেই বলিতে হইবে বা প্রয়োগ করিতে হইবে। অতএব ক্রতু, দেবতা, কর্ত্তা প্রতিপাদন দ্বারা বেদবাক্য সকল প্রয়োজনবান্ এবং সেই বাক্যগণই প্রয়োগ যোগ্য হয়, অর্থাৎ যে বাক্য সকলের মধ্যে বিধি নিষেধাত্মক বিধান আছে তাহাই প্রয়োগ যোগ্য, অন্য বাক্যসকল বৃথা বলিয়া জানিবে।

বেদবাক্যানাং বিধিনিষেধাত্মক রূপত্বেন প্রয়োগ যোগ্যতা প্রতিপাদয়িতুং সূত্রকারমতমুদাহরন্তি—আহেতি। আম্নায়েতি—সকল বেদ ভাষ্যকারঃ শ্রীমৎসায়নাচার্য্যপাদা—ঋগ্‌বেদ ভাষ্যভূমিকায়াম্—(৩৮ পৃং) মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মকং বেদ ১১ পৃং তথাহি—আপস্তম্ব পরিভাষায়াম্—১।৩৩, "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদ নাম ধেয়ম্" এবং দ্বিবিধং ব্রাহ্মণং—বিধিরর্থবাদশ্চ। বিধিভাগস্য প্রমাণং প্রতিপাদ্য, অর্থবাদ ভাগস্য প্রামাণ্যং প্রতিপাদয়তি—আম্নায়েতি। আম্নায়স্য সর্ব্বস্য ক্রিয়াপ্রতিপাদনায় প্রবৃত্তত্বাৎ অক্রিয়াপ্রতিপাদকানামর্থবাদানাং নাস্তি কশ্চিদ্ বিবক্ষিতঃ—স্বার্থঃ। তে চার্থবাদা এবমাম্নায়ন্তে—(তৈং, সং—২।১।১।৪) "সোঽরোদীৎ যদরোদীৎ তদ্রুদ্রস্য রুদ্রত্বম্" "দেবা বৈ দেবযজনমধ্যবসায় দিশো ন প্রজানন্" তৈং সং—৬।১।৫।১। ইতি। যস্মাদীদৃশস্য বাক্যস্য বিবক্ষিতোঽর্থঃ কশ্চিদপি নাস্তি, তস্মাদিদং বাক্যমনিত্যমুচ্যতে। যদ্যপি অনাদিত্বাৎ স্বরূপেণানিত্যত্বং নাস্তি, তথাপি ধর্ম্মাববোধন-লক্ষণস্য নিত্যকার্য্যস্যাভাবাৎ অনিত্যৈঃ কাব্যালাপৈঃ সমানত্বাৎ অপ্রমাণমিত্যর্থঃ। কিং বহুনা? সর্ব্বথাপি নাস্ত্যেব অর্থবাদানাং প্রামাণ্যম্ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

অনন্তর মীমাংসকগণ বেদবাক্যসকলের বিধিনিষেধাত্মকরূপে প্রয়োগ যোগ্যতা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত সূত্রকার শ্রীজৈমিনি মত উদ্ধৃতি করিতেছেন—আহ ইত্যাদি। বেদসকলের ক্রিয়া প্রতিপাদকতা হেতু যে বাক্যে ক্রিয়া নাই তাহা বৃথা, অতএব সেই বাক্যসকল অনিত্য। সকল বেদভাষ্যকার শ্রীমৎসায়নাচার্য্যপাদ ঋগ্‌বেদ ভাষ্য ভূমিকায় এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণাত্মক বেদ। আপস্তম্ব পরিভাষায় এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই ভাগদ্বয়ের নাম বেদ। তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ভাগ দ্বিবিধ, বিধি ও অর্থবাদ ভেদে। প্রথমতঃ বিধিভাগের প্রামাণ্য প্রতিপাদন করিয়া অর্থবাদ ভাগের প্রমাণতা প্রতিপাদন করিতেছেন—আম্নায় ইত্যাদি।

আম্নায়ের অর্থাৎ বেদসকলের ক্রিয়া প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রবৃত্তি হেতু, যে সকল বেদবাক্য ক্রিয়া প্রতিপাদন করেন নাই সেই সকল অর্থবাদ বাক্যের কোন প্রকার স্বার্থে বিবক্ষা নাই। সেই অর্থবাদ বাক্যসকল এই প্রকার—সে রোদন করিয়াছিল, যেহেতু রোদন করিয়াছিল সেই নিমিত্ত রুদ্রের রুদ্রত্ব। দেবতাগণ যজ্ঞশালায় অবস্থান করিয়া দিক্ সকল জানিতে পারেন না, যেহেতু এই সকল বাক্যের কোন প্রকার বিবক্ষিত স্বার্থ নাই, অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধ করিবার জন্য কোন প্রকার বিধি নিষেধ বাক্য প্রয়োগ করেন নাই সুতরাং এই বাক্য সকল অনিত্য।

যদি বল—বেদ বাক্য অনিত্য হয় তবে বেদের নিত্যতা সিদ্ধ হইবে কি প্রকারে?

তদুত্তরে বলিব—যদ্যপি বেদ অনাদি হওয়া হেতু স্বরূপতঃ বেদের কোন প্রকার অনিত্যতা নাই, তথাপি ধর্ম্মাববোধন লক্ষণ নিত্যকার্য্যের অভাববশতঃ ঐ প্রকার বেদবাক্য সকল অনিত্য কাব্যালাপের সদৃশ অপ্রমাণ ইহাই অর্থ। বহু বাক্যের প্রয়োজন কি? অর্থবাদ বাক্যসকলের সর্ব্বথা কোন প্রকার প্রামাণিকতা নাই। এই প্রকার বেদনিন্দকগণের পূর্ব্বপক্ষ।

বাক্যতয়া তং প্রযুঞ্জানস্তস্যাপি তদ্বত্বং ব্রূয়াৎ। তস্মাৎ ক্রতু দেবতা কর্ত্তৃ প্রতিপাদনেন তদ্বান্ তদ্বাক্যগণস্তদ্‌যোগ্যা ভবতীতি, আহ চৈবং জৈমিনিঃ "আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদানর্থক্যমতদর্থানাং তস্মাদনিত্যমুচ্যতে" (জৈ° সূ° ১।২।১)। তদ্‌ভূতানাং ক্রিয়ার্থেন সমাম্নায়োঽর্থস্যতনিমিত্ত-ত্বাৎ" (জৈ° সূ° ১।১।২৫) ইতি।

"প্রাশস্ত্য-নিন্দান্যতর পরং বাক্যমর্থবাদঃ" (৬৪) ইতি শ্রীলৌগাক্ষি ভাস্করাচার্য্যাঃ। সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি—জৈ° সূ°—১।২।৭ "বিধিনা ত্বেক বাক্যত্বাৎ স্তুত্যর্থেন বিধীনাং স্যুঃ" "তু শব্দঃ" অর্থবাদানাম প্রামাণ্যং বারয়তি। "বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা" ইত্যেবমাদীনামর্থবাদানাম্, "বায়ব্যাং শ্বেতমালভেত" তৈ সং—২।১।১।১, ইত্যাদিনা বিধিনা সহ একবাক্যত্বাদ্ অস্তি ধর্ম্মে প্রামাণ্যম্। তে হি অর্থবাদাঃ পুরুষ প্রবৃত্তি-মাকাঙ্ক্ষতাং বিধীনাং স্তুত্যর্থত্বেনোপযুক্তাঃ স্যুঃ। স্তুত্যা চ প্রলোভিতঃ পুরুষঃ তত্র প্রবর্ত্ততে। (৪৩ পৃ°) আম্নায়েতি পূর্ব্বপক্ষসূত্রস্য—শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাণামুত্তরম্—তদিতি। তেষ্বেব পদার্থেষু ভূতানাং বর্ত্তমানানাং ক্রিয়ার্থেন সমুচ্চারণম্" ইতি শ্রীমচ্ছবর স্বামিপাদাঃ। লোকসিদ্ধেষু পদার্থেষু বর্ত্তমানানামেব গবাদিপদানাং বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ-বাক্যার্থ জ্ঞানোপায়ত্বান্ন পৃথগ্‌বাক্যস্য বাচকত্বং, অতএব ন বাক্যার্থো নির্ম্মূল ইতি। তস্মাৎ ক্রিয়ার্থেন বাক্যেন তদ্ ভূতানামক্রিয়ার্থানাং বাক্যানাং সমাম্নায়ঃ সমুচ্চারণং সম্বন্ধ ইতি। পদার্থস্য বাক্যার্থহেতুত্বমুদিতার্থঃ।

'প্রশংসা অথবা নিন্দা এই উভয়বিধ বাক্যের যে কোন একটি বাক্যকে প্রতিপাদন করাকে অর্থবাদ বলে' এই প্রকার শ্রীলৌগাক্ষি ভাস্কর বলিয়াছেন। অর্থবাদের প্রতি এই আক্ষেপের উত্তরে মহর্ষি জৈমিনি সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন—বিধির দ্বারা ইত্যাদি। অর্থবাদ বাক্য সকল বিধি-বাক্যের একবাক্যতা হেতু স্তুতি করিবার নিমিত্ত বাক্যসকলের সহিত বিধিবাক্য সকলের প্রয়োগযোগ্য স্বীকার করিতে হইবে। শবর ভাষ্য—'তু' শব্দের দ্বারা অর্থবাদ বাক্য সকলের অপ্রামাণিকতা নিষেধ করা হইল। যেমন—'বায়ুর্ব্বৈ ক্ষেপিষ্ঠা' এই প্রকার অর্থবাদ বাক্যসকলের—বায়ব্যাং—অর্থাৎ বায়বীয় যাগে শ্বেত ছাগ আলম্ভন করিবে" এই প্রকার বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতা হওয়া হেতু অর্থবাদ বাক্য সকলের ধর্ম্মে প্রামাণিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে এবং সেই অর্থবাদ বাক্যসকল পুরুষের যাহাতে যাগাদিতে আকাঙ্ক্ষা জন্মে সেই প্রকার বিধিবাক্যের স্তুতির দ্বারা উপযুক্ত সার্থকতা লাভ করি-য়াছে। অমুক দেবতা এই ফল প্রদান করে, এই প্রকার দেবতা স্তুতির দ্বারা প্রলোভিত হইয়া পুরুষ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব অর্থবাদ বাক্যসকলেরও ধর্ম্মে প্রামাণিকতা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। আম্নায় এই পূর্ব্বপক্ষ সূত্রের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ কর্ত্তৃক এই প্রকার উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে—তদ্ ইত্যাদি। ক্রিয়াযুক্ত বাক্যের সহিত ক্রিয়া রহিত বাক্য সকলের সমুচ্চারণ হেতু তাহাও প্রয়োগ যোগ্য। শ্রীশবর স্বামিপাদ বলেন—ভূতানাং—সিদ্ধ বাক্য সকল সেই সেই পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়া ক্রিয়ার্থযুক্ত

মৈবং ভ্রমিতব্যম্ প্রবৃত্তিনিবৃত্তি বোধকতা বিরহেঽপি পরমপুমর্থরূপ ব্রহ্মাস্তিত্ব বোধনেনৈব তস্য তদ্বত্বাৎ নিধিসত্ত্বাববোধক বাক্যবৎ, "যথা ত্বদ্‌গৃহে নিধিরস্তি" ইত্যাপ্তবাক্যা-

---

এবং মীমাংসকানাং মতমুত্থাপ্য তন্নিরাকুর্ব্বন্তি—মৈবমিত্যাদিনা। বাক্যমিদং কেবলং ভ্রমমুৎপাদয়তি মানবানাম্। তস্য—বেদান্তবাক্যস্য, তদ্বত্বাৎ—ব্রহ্মপ্রতিপাদকরূপত্বাৎ। কিঞ্চেতি—বেদান্ত বাক্যানাং স্পষ্টরূপেণ বিধিবিরহেঽপি ব্রহ্মপ্রতিপাদনং পরিদৃশ্যতে। নিহিতং গুহায়ামিতি—যদিদমস্মিন্ ব্রহ্মপুরেদহরং পুণ্ডরীকমিতি ছান্দোগ্য বাক্যাৎ—(৮।১।১) সাধকানাং হৃদয়শতদল ইতি বোধ্যম্।

বাক্যের সহিত সমুচ্চারিত হয়। লোক প্রসিদ্ধ পদার্থের মধ্যে বর্ত্তমান যে গবাদি পদ সকলের বিশিষ্ট ক্রিয়ারূপ বাক্যার্থ জ্ঞানের উপায় হেতু, অন্য পৃথক্ কোন বাক্যের বাচ্যত্ব স্বীকার করা হয় না। অতএব বাক্যার্থ নির্ম্মূল বা অপ্রামাণ্য নহে। সুতরাং ক্রিয়ার্থ বাক্যের সহিত তদ্‌ভূত – অর্থাৎ ক্রিয়া প্রতিপাদন রহিত বাক্য সকলের সমাম্নায়—উচ্চারণ সম্বন্ধ।

যেহেতু পদার্থের বাক্যার্থজ্ঞানের হেতু হওয়ার জন্য। সুতরাং ক্রিয়া রহিত সিদ্ধ বাক্যসকল ক্রিয়াযুক্ত বাক্যসকলের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইয়া স্বার্থে প্রামাণিকতা সম্পাদন করে, অন্যথা তাহা অনিত্য।

এই প্রকার মীমাংসকগণের সিদ্ধান্ত উত্থাপন করিয়া তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—মৈবং ইত্যাদির দ্বারা। এই প্রকার ভ্রম উৎপাদন করিবেন না। ঐ রূপ বাক্য মানবগণের কেবল মোহই উৎপন্ন করে। প্রবৃত্তি নিবৃত্তির বোধ না করাইলেও বেদান্তবাক্যসকল পরম পুরুষার্থ স্বরূপ পরব্রহ্মের অস্তিত্ববোধের দ্বারাই বেদান্তবাক্য সকলের তদ্বৎ—ব্রহ্ম প্রতিপাদকরূপত্ব হেতু প্রয়োগযোগ্য ইহাই অর্থ। যেমন নিধিসত্ত্বাবোধক বাক্য, অর্থাৎ তোমার গৃহে নিধি প্রোথিত রহিয়াছে, তাহা তুমি লাভ কর, সেইরূপ অক্ষয়ানন্দ, চিদানন্দস্বরূপ, নিরবদ্য, সর্ব্বসুহৃৎ আত্মা পর্য্যন্ত দাতা পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আছেন, এই প্রকার পরব্রহ্মের অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার বিদ্যমানতা প্রতিপাদন হেতু বেদান্তবাক্যগণ স্বার্থে প্রামাণিকতা বিরহ নহে, অথবা প্রবৃত্তি নিবৃত্তি বিরহ নহে।

স্বরূপমাত্র বোধক বাক্যেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি দেখা যায়—যেমন—তোমার পুত্র জাত হইয়াছে, ইহা সর্প নহে একটি রজ্জুখণ্ড মাত্র, ইত্যাদি স্বরূপমাত্র বোধক বাক্যে কোন প্রকার হর্ষ বিষাদ প্রভৃতি প্রবৃত্তি নিবৃত্তির প্রয়োগ দেখা যায় না, তথাপি পুত্রের জন্ম শ্রবণ করিয়া হর্ষ এবং ইহা সর্প নহে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ভয় নিবৃত্তি রূপ ফল পরিলক্ষিত হইতেছে। অতএব স্বরূপমাত্র বোধকারী বাক্যেও প্রবৃত্তি নিবৃত্তি স্পষ্টরূপে দেখা যায়।

বেদান্ত বাক্য সকলের স্পষ্টতঃ বিধিবিরহ হইলেও পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা পুনঃ পুনঃ দেখা যায়। যেমন তৈত্তিরীয় উপনিষদে দেখা যায়—সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি সকল কামনা প্রাপ্ত হয়েন। অর্থাৎ 'এই হৃদয়রূপ দহরাকাশে যে শতদল পদ্ম' এই ছান্দোগ্য

তৎ প্রাপ্ত্যেকলক্ষণঃ পুমর্থঃ তথাক্ষয়ানন্দচিদ্রূপং নিরবদ্যং সর্ব্বসুহৃদাত্মপ্রদং মদংশী ব্রহ্মাস্তীতি তৎ সত্ত্ব প্রত্যয়াদেব স ইতি ন তদ্বত্ত্ব ব্বিরহঃ। "পুত্রস্তেজাতঃ" "নায়ং সর্পোরজ্জুরেব" ইত্যাদিষু স্বরূপপরেষ্বপি বাক্যেষু হর্ষ ভয়নিবৃত্তিরূপফলবত্ত্বং দৃষ্টম্। কিঞ্চ স্ফুটমস্য তদ্বত্ত্বং পরিদৃশ্যতে—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং, সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" (তৈ০ ২।১।১) ইত্যাদিষু

তত্রস্থং সত্যসঙ্কল্পাদি স্বরূপানুবন্ধিগুণশক্ত্যাদিযুক্তং পরমারাধ্যং শ্রীমদ্‌গোবিন্দদেবং যঃ সাধকো জানাতি স আবির্ভূতগুণাষ্টকো ভূত্বা সর্ব্বান্ কামান্ প্রাপ্নোতি। সর্ব্বথা কামনা রাহিত্যে তু তেন সহ তল্লোকে নিবাসং কৃত্বা শ্রীগোবিন্দবরিবশ্যানন্দলাভো ভবতীতি মন্ত্রাশয়ঃ। আদি পদাৎ—"রসো বৈ সঃ" ইত্যাদের্গ্রহণম্। ননু—আত্মেত্যেবোপাসীত" বৃ০ ১।৪।৭। ইতি বৃহদারণ্যক বাক্যেন। "আত্মা বা অরে শ্রোতব্যঃ" বৃ০ ৪।৫।৬ ইতি যাজ্ঞবল্ক্যপ্রকরণ বাক্যেন চ স্পষ্টমেব বিধিকথনাৎ কথং তন্নাঙ্গীক্রিয়তে? ইতি চেৎ—ন, পূর্ব্বোত্তরমীমাংসা ভেদেন সাধ্য-সাধনয়োরারাধ্য-আরাধকয়োর্ভেদকথনাৎ।

বাক্যানুসারে সাধকগণের হৃদয়কেই শতদল পুণ্ডরীক বুঝিতে হইবে, সেই হৃদয় পুণ্ডরীকের মধ্যে সত্যসঙ্কল্প প্রভৃতি স্বরূপানুবন্ধিগুণ এবং শক্ত্যাদি যুক্ত পরমানন্দ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে যে সাধক জানেন তিনি সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক যুক্ত হইয়া সমস্ত মনোবাঞ্ছিত কামনা প্রাপ্ত হয়েন। কিন্তু সর্ব্বপ্রকার স্বসুখ কামনারহিত হইলে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সহিত তাঁহার নিত্যধামে নিবাস করিয়া শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বরিবশ্যানন্দ লাভ হয়, এই প্রকার এই মন্ত্রের অভিপ্রায়, ইত্যাদি দেখা যায়। এই আদি পদের দ্বারা—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব রসস্বরূপ, তাঁহাকে লাভ করিলে জীব আনন্দ লাভ করে" ইত্যাদি গ্রহণ করিতে হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন 'পরব্রহ্মকে আত্মারূপে উপাসনা করিবে', এই বৃহদারণ্যক বাক্যের দ্বারা, এবং হে মৈত্রেয়ি! আত্মাকেই শ্রবণ করিবে' ইত্যাদি যাজ্ঞবল্ক্য-মৈত্রেয়ি প্রকরণ বাক্যের দ্বারাও স্পষ্টতঃ বিধিবর্ণনা বিদ্যমান থাকিলেও তাহা কেন অঙ্গীকার করিতেছেন না?

উত্তর – এই শঙ্কার উত্তরে আমরা বলিব—পূর্ব্বমীমাংসা এবং উত্তরমীমাংসার পরস্পর ভেদ হেতু উভয়দর্শনেরই—সাধ্যসাধন, আরাধ্য আরাধকের ভেদ কথন হেতু ঐ বাক্যে বিধি অঙ্গীকার করা উচিত নহে।

পুনঃ বৃহৎ শঙ্কা—'আত্মারূপে উপাসনা করিবে' এই বাক্যটি অপূর্ব্ববিধি, যেহেতু অর্থসংগ্রহে শ্রীলৌগাক্ষিভাস্করপাদ বলিয়াছেন—"প্রমাণান্তরের দ্বারা যাহা প্রাপ্ত হয় না তাহার যে প্রাপক হয় তাহাকে অপূর্ব্ববিধি বলে"। এই স্থলে ব্রহ্মোপাসনার শাস্ত্রান্তর প্রমাণের দ্বারা অপ্রাপক হইয়া একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া হেতু ইহা অপূর্ব্ববিধি। এইরূপ 'সে জানেনা' বিজ্ঞান বর্ণনা প্রস্তুত করিয়া—'আত্মারূপে উপাসনা করিবে' এই উভয়স্থলে বেদন ও উপাসনা উভয় শব্দের একার্থতা

ন চোক্তরীত্যা ক্রিয়াপরতা তস্য শক্যা বক্তুং প্রকরণভেদাৎ, প্রত্যুক্ত কর্ম্ম তৎফলবিগানাৎ শ্রুতহান্যশ্রুতকল্পনা প্রসঙ্গাচ্চ।

নন্বু—অপূর্ব্ববিধিবেবায়ম্, যদুক্তং শ্রীলৌগাক্ষিভিঃ "প্রমাণান্তরেণাপ্রাপ্তস্য প্রাপকো বিধিরপূর্ব্ব বিধিঃ" (৪৭) ব্রহ্মোপাসনায়াঃ শাস্ত্রান্তরাপ্রাপকত্বে সতি শ্রুত্যৈক প্রাপকত্বাৎ। এবঞ্চ—"ন স বেদ" ইতি বিজ্ঞানং প্রস্তুত্য "আত্মেত্যেবোপাসীত" অত্র বেদোপাসনশব্দয়োরেকার্থতা, "অনেন হ্যেতৎ সর্ব্বং বেদ" আত্মানমেবাবেৎ" অত্র বিজ্ঞানশব্দস্য-উপাসনার্থম্। তস্য সংসারিভিরপ্রাপ্তত্বাৎ বিধ্যর্হত্বং, স চাপূর্ব্ববিধিরেব কর্ম্মবিধিসামান্যাৎ।

যথা যজেত, জুহুয়াৎ ইত্যাদয়ঃ কর্ম্মবিধয়ঃ তথা উপাসীত, বেদ, দ্রষ্টব্যঃ, ইত্যাদয়োঽপি। ন চ তৈঃ এতেষাং কিমপি বিশেষোঽবগম্যতে। বিজ্ঞানস্য মানসক্রিয়ারূপত্বাৎ, "মন্তব্যঃ" ইত্যাদ্যা জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়ৈব। ভাবনাংশত্রয়েণাপি বেদোপাসনশব্দয়োবেকার্থত্বম্ যথা "যজেত" ইত্যস্যাং ভাবনায়াম্—"কিং" "কেন" "কথম্" ইতি সাধ্য সাধনমিতিকর্ত্তব্যতামবগম্যতে, তথা "উপাসীত" ইত্যস্যামপি বিধীয়মানায়াং ভাবনায়াং কিমুপাসীত, কেনোপাসীত, কথমুপাসীত" ইত্যাকাঙ্ক্ষায়াম্ 'আত্মানমুপাসীত' 'মনসা' শম দম সৎসঙ্গাদীতিকর্ত্তব্যতাসংযুক্তঃ", ইতি স্পষ্টমংশত্রয়ং সমর্থ্যতে।

নন্বু তস্মাত্বে "নেতি নেতি" অস্থূলং "রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি বাক্যানাং কা গতিরিতি চেৎ—তেষাং

বিদ্যমান আছে। 'এতদ্দ্বারা এই সকল জানে' 'আত্মাকেই জানিবে' এই স্থলে বিজ্ঞান শব্দের উপাসনা অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। এই উপাসনা সংসারী মানবগণ কর্ত্তৃক প্রাপ্ত না হওয়া হেতু তাহা বিধিবাক্য হইবার যোগ্য এবং ঐ বিধি অপূর্ব্ববিধি, কারণ তাহা কর্ম্মবিধির সমানতা থাকার জন্য। যেমন—যাগ করিবে, আহুতি প্রদান করিবে, ইত্যাদি কর্ম্মবিধি।

সেইরূপ উপাসনা করিবে, জান, দর্শন করা উচিত, ইত্যাদিও সেই প্রকার কর্ম্মবিধির সমান। কারণ-কর্ম্মবিধির সহিত এই বিধিবাক্যসকলের কোনরূপ বিশেষ অবগত হওয়া যায় না। এবং বিজ্ঞান মানসিক ক্রিয়ারূপ হওয়ার জন্য 'মন্তব্য' ইত্যাদি জ্ঞানাত্মিকা ক্রিয়া বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।

এবং ভাবনাংশ ত্রয়ের দ্বারাও বেদ এবং উপাসনা শব্দের একার্থতা প্রতিপাদিত হয়। যেমন—"যজনা করিবে" এইরূপ ভাবনা স্থলে—কি যজনা করিবে? কাহার দ্বারা যজনা করিবে? কেন যজনা করিবে? এইরূপ সাধ্য সাধন ও ইতিকর্ত্তব্যতা বোধ হয়। সেই প্রকার—'উপাসনা করিবে' এই বিধীয়মান ভাবনা স্থলেও কি উপাসনা করিবে? কাহার দ্বারা উপাসনা করিবে? কেন উপাসনা করিবে? এই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তির জন্য 'আত্মাকে উপাসনা করিবে, মনের দ্বারা উপাসনা করিবে, শম, দম সৎসঙ্গাদি ইতিকর্ত্তব্যতা সংযুক্ত হইয়া উপাসনা করিবে, এই প্রকার স্পষ্টতঃ উপনিষৎ বাক্যে অংশত্রয়ের সমর্থন করে।

ন চ নিখিল জগদুদয়াদিকারণে নিত্যচিদ্বপুষি অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরে শ্রীনিবাসে

বাক্যানাং বিধ্যেকবাক্যতারূপেণ সার্থকতা শ্রবণাৎ। তস্মাৎ সিদ্ধবাক্যানাং বিধ্যেকবাক্যতারূপেণ সার্থকতা সিদ্ধেঃ।

ইত্যেবং শঙ্কাং নিরারার্থমাহুঃ শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ—ন চেতি। তস্যেতি—স্বরূপপর-বেদান্তবাক্য-গণস্য, প্রকরণ ভেদাদিতি—"অথাতো ধর্ম্মজিজ্ঞাসা"ইত্যারভ্য—"চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মঃ" ১।১।২।২, ইতি সূত্রয়ামাস। "চোদনেতি ক্রিয়ায়াঃ প্রবর্ত্তকং বচনমাহুঃ" ইতি ভাষ্যকারাঃ, তস্মাৎ দ্বাদশলক্ষণী—পূর্ব্ব মীমাংসায়াঃ ক্রিয়াপ্রতিপাদন রূপত্বাৎ।
চতুর্লক্ষণী উত্তরমীমাংসায়ান্ত—"অথ তো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যারভ্য—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" ইতি সূত্রেণ নিরতিশয়-সুখস্বরূপ-সর্ব্বজ্ঞ্যাদি-দিব্যালৌকিকগুণাবলিমণ্ডন পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবমেব সাধকানাং জিজ্ঞাস্যমিত্যাহুঃ। তস্মাদুভয় প্রকরণস্য ভেদনির্দ্দেশাৎ,তৎপ্রতিপাদিতয়োঃ ফলয়োরপি বিরোধ শ্রবণাৎ। তথাহি—যঃ খলু স্রক্ চন্দন-রনিতাদি ভোগলিপ্সুঃ স্বর্গাদি ভোগলিপ্সুশ্চ স এব যজ্ঞাদি ক্রিয়া করোতি, যজ্ঞাদি জাত পুণ্যক্ষয়েন

যদি বলেন—বেদান্তের অংশত্রয়যুক্ত বিধিবাক্যতা স্বীকার করিলে "নেতি নেতি" "অস্থূল" রসো বৈ সঃ" ইত্যাদি বাক্যসকলের কি গতি হইবে?

উত্তরে বলিব--উক্ত বেদান্তবাক্যসমূহের বিধিবাক্যের সহিত একবাক্যতারূপে নিরূপণ করা হেতু সার্থকতা শ্রবণ করা যায়, অন্যথা ঐ সকল মিথ্যা। অতএব ব্রহ্ম প্রতিপাদক সিদ্ধবাক্যসকল বিধ্যেক-বাক্যতারূপে সার্থকতা সিদ্ধ হইবে।

এই প্রকার বৃহৎ শঙ্কার নিরাসার্থ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বর্ণন করিতেছেন— ন চ ইত্যাদি। আপনাদের ঐ প্রকার বাক্যের দ্বারা ক্রিয়াপরতা সেই স্বরূপপরক বেদান্ত বাক্যগণের বলিতে পারেন না, কারণ উভয় শাস্ত্রের প্রকরণের ভেদ বিদ্যমান আছে। পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা উভয় শাস্ত্রের প্রকরণ ভেদ এই প্রকার—পূর্ব্বমীমাংসায় মহর্ষি জৈমিনি—"অথাতো ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা" এই প্রকার আরম্ভ করিয়া—চোদনা লক্ষণরূপ অর্থই ধর্ম্ম, এইরূপ সূত্র সকল বর্ণনা করিয়াছেন। চোদনা অর্থাৎ ক্রিয়ার প্রবর্ত্তক বচন, এই প্রকার ভাষ্যকার বলিয়াছেন। অতএব দ্বাদশলক্ষণী পূর্ব্বমীমাংসা ক্রিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে চতুর্লক্ষণী উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" এইরূপ আরম্ভ করিয়া—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" এই সূত্রের দ্বারা নিরতিশয় সুখস্বরূপ, সার্ব্বজ্ঞ্যাদি-দিব্য-অলৌকিক গুণাবলিমণ্ডন পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র সাধকগণের জিজ্ঞাসা করিবার বস্তু, এইপ্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন।

সুতরাং উভয় প্রকরণের ভেদ নির্দ্দেশ হেতু, উভয় শাস্ত্র প্রতিপাদিত ফলেরও বিরোধ শ্রবণ করা

ব্রহ্মণি ব্যুৎপন্নং শাস্ত্রমন্যপরং শক্যং কর্তুম্। প্রমাণত্বেন স্ববিষয়াবগতিপর্য্যবসায়িত্বাৎ। ন চ "আম্নায়স্য" (জৈং সুং ১২।১) ইত্যাদি ন্যায়েন জৈমিনিনা কর্ম্মপরত্বং তস্য সমর্থিতমিতি

পুনঃ তস্মাৎ ভ্রস্যতি। কিন্তু—যঃ খলু ঐহিকামুত্রিক ভোগ বৈরাগ্যবান্, কেবল ভগবদারাধনারতশ্চ তস্য এব নিত্য নিরতিশয়াক্ষয়ানন্তসুখরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বরিবশ্যানন্দাক্ষয় সুখলাভো ভবতীতি স্ফুটং পূর্ব্বোত্তরমীমাংসাশাস্ত্রস্য ভেদত্বম্। কর্ম্ম তৎফলবিভানস্তু শ্রীগীতাসু—৯।২১—"ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্য-লোকং বিশন্তি" মুণ্ডকে চ—১।২।৭—"প্লবা হেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা" ছান্দোগ্যেঽপি—৭।১।৬—"তদ্ যথেহ কর্ম্মজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে, এবমেবামুত্র পুণ্যজিতো লোকঃ ক্ষীয়তে" শ্রুতহানীতি—বেদস্য ব্রহ্মকাণ্ডস্য নিতরাং পরব্রহ্মপ্রতিপাদনপরত্বাৎ, যদি তস্যানর্থক্য-মিথ্যা শঙ্কা স্যাৎ, যদি বা বিধ্যেকবাক্যতারূপেণ কল্পনা ভবেৎ, তদা শাস্ত্রস্য যথার্থমাবৃত্য-কষ্টকল্পনাপত্তেঃ।

যত্র মুখ্যার্থমাবৃত্য গৌণার্থকল্পনা স্বীকুর্য্যাৎ তত্রৈব উক্তদোষপ্রসঙ্গো ভবেদিতি। যদ্ বিষয়কং বাক্যং যস্মিন্ বস্তুনি প্রযুজ্যতে তদ্‌বিষয়মেব বোধয়তি নান্যদিতি কথয়িতুমাহুঃ—ন চেতি।

যায়। যেমন—যে ব্যক্তি মাল্য-চন্দন দিব্যবনিতাদি ভোগলোভী ও স্বর্গাদিভোগলিপ্সু সেই ব্যক্তিই যাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে এবং যাগাদি জাত পুণ্যের দ্বারা তাহা লাভ করিবে ও যাগাদিজাত পুণ্য ক্ষয় হইলে তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইবে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐহিক আমুষ্মিক ভোগ বৈরাগ্যবান এবং কেবলমাত্র শ্রীভগবদারাধনা রত,তাহারই নিত্য নিরতিশয়-অক্ষয়-অনন্তসুখস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবানন্দ রূপ অক্ষয় সুখ লাভ হয়। সুতরাং স্পষ্টভাবেই পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা শাস্ত্রদ্বয়ের ভেদ পরি-লক্ষিত হয় এবং কর্ম্ম ও তাহার ফলের নিন্দা শ্রবণ করা যায়, যেমন শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—পুণ্যকারির পুণ্য ক্ষীণ হইলে পুনরায় স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে।

মুণ্ডকোপনিষদে বর্ণিত আছে—সংসার সমুদ্র পারের জন্য যাগরূপ নৌকা অদৃঢ়, অর্থাৎ পার করিতে সমর্থহীন।

ছান্দোগ্যোপনিষদ বলেন—কর্ম্মিগণের যে প্রকার কর্ম্মের দ্বারা উপার্জ্জিত পার্থিব ভোগ ক্ষয় হয়, সেই প্রকার পুণ্যের দ্বারা উপার্জ্জিত স্বর্গাদি লোকও ক্ষয় হয়।

শ্রুতহানি—অর্থাৎ ব্রহ্মকাণ্ডাত্মক বেদের সম্যক রূপে পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করা হেতু ব্রহ্ম প্রতি-পাদক, যদি সেই বেদের আনর্থ্যক্য বা মিথ্যা আশঙ্কা হয়, অথবা যদি বিধ্যেকবাক্যতারূপে কল্পনা করা হয়, তাহা হইলে শব্দের যথার্থ অর্থ আবরণ করিয়া কষ্ট কল্পনা করিতে হয়।

যে স্থলে শব্দের মুখ্যার্থ আবরণ করিয়া গৌণার্থ কল্পনা স্বীকার করে, সেই স্থলেই উক্ত দোষ অর্থাৎ শ্রুতহানি অশ্রুতকল্পনা দোষ প্রসঙ্গ হয়। যে বিষয়ক বাক্য যে বস্তুকে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত প্রয়োগ হয়,সেই বাক্য সেই বিষয়েরই বোধ করায়, অন্য বস্তুর নহে, তাহা বর্ণন করিবার জন্য বলিতেছেন

বাচ্যম্, তস্য ব্রহ্মনিষ্ঠত্বাৎ। তস্মাৎ কর্ম্মপ্রকরণস্থানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং স্বার্থান্ ত্যক্ত্বৈব তৎ পরত্বং তেন সমর্থিতং নত্বন্যৎ, তস্মাদ্ ব্রহ্মপরমেব তদিতি স্ফুটম্ ॥ ৩ ॥

অন্যথা নিখিল প্রমাণ মর্য্যাদা বিপর্য্যয়ঃ স্যাদিতি। বেদান্তবাক্যানাং প্রমাণত্বেন—ব্রহ্মবিষয়াবগতিঃ। ন চেতি—তস্য বেদান্তবাক্যগণস্য। তস্য জৈমিনেঃ। তথাহি—শ্রীপরমগুরুবর্য্যাণাং শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে—১।১।১২, টীকা, যতঃ "বেদানাং সামবেদোঽস্মি" (গী০ ১০।২২) ইতি ভগবন্মহাবিভূতিতয়োক্তস্য চতুর্ব্বেদশ্রেষ্ঠস্য সামবেদস্য, অধ্যাপকস্তৎ সারবেত্তা ভগবদ্ ভক্তি প্রবৃত্তি তাৎপর্য্যেণ কর্ম্মপ্রাধান্যবাদী, ভক্তিমার্গোপদেষ্টা, শ্রীজগন্নাথদেবস্য মাহাত্ম্যভরবক্তা শ্রীজৈমিনিঃ" কেষাঞ্চিৎ—"সোঽরোদীৎ" "প্রজাপতিরাত্মনো বপামুদক্ষিদৎ" "দেবা বৈ দেব যজনমধ্যবসায়" ইত্যাদি বাক্যানাং কর্ম্মপরত্বং সমর্থিতম্। ন তু সর্ব্বেষামুপনিষদ্‌বাক্যানাম্। সিদ্ধান্তং নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। বেদান্ত বাক্যানামিতি স্ফুটার্থমিতি ॥ ৩ ॥

॥ ইতি শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণম্ ॥ ৩ ॥

শাস্ত্রাদেব বিদিত্বাসৌ ভজনীয়ঃ প্রযত্নতঃ। নানুমানাদ্বিজানাতি সর্ব্বজ্ঞ শ্যামসুন্দরম্ ॥

—ন চ ইত্যাদি। নিখিলজগদুদয়াদির কারণ, নিত্যচিদ্ বিগ্রহ—অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর-শ্রীনিবাস-পরব্রহ্ম-শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে ব্যুৎপাদিত শাস্ত্র অন্যপর অর্থাৎ কর্ম্মপর করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি পরব্রহ্ম প্রতিপাদক সিদ্ধ বেদান্তবাক্যসকল হেয় কর্ম্মপ্রতিপাদন করে তাহা হইলে নিখিল প্রমাণমর্য্যাদা বিপর্য্যস্ত হইবে।

সুতরাং বেদান্তবাক্যসকল প্রমাণত্বরূপে স্ববিষয়ের অবগতির পর্য্যবসান হয়, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকলের প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মবিষয়ের অবগতি হয়। যদি বল—আম্নায়স্য' ইত্যাদি ন্যায়ের দ্বারা মহর্ষি জৈমিনি কর্ত্তৃক সকল বেদান্তবাক্যগণের কর্ম্মপরতা সমর্থিত হইয়াছে, এই প্রকার বল। অনুচিত। কারণ মহর্ষি জৈমিনি পরব্রহ্মনিষ্ঠ ছিলেন।

মহর্ষি জৈমিনি পরব্রহ্মনিষ্ঠ এই বিষয়ে শ্রীশ্রীপরমগুরুবর্য্য প্রভুপাদের শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতের টীকায় বর্ণিত আছে—যে হেতু 'বেদগণের মধ্যে আমি সামবেদ' এই শ্রীগীতা বচনানুসারে শ্রীভগবানের মহাবিভূতিরূপে কথিত চতুর্ব্বেদ শ্রেষ্ঠ সামবেদের অধ্যাপক ও সারবেত্তা, সুতরাং শ্রীভগবদ্‌ভক্তির প্রবৃত্তি-তাৎপর্য্যের দ্বারা কর্ম্মপ্রাধান্যবাদী এবং তিনি ভক্তিমার্গের উপদেষ্টা, তথা শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মহিমা-বিশেষের বক্তা মহর্ষি জৈমিনি। অতএব তিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ।

সুতরাং কর্ম্মপ্রকরণস্থ বাক্যসকলের মধ্যে কয়েকটি বাক্যের যেমন—'সে রোদন করিয়াছিল।' 'প্রজাপতি নিজের শরীর ছেদন করিয়াছিল', 'দেবতাগণ যাগ করিয়াছিলেন' ইত্যাদি বাক্যের কর্ম্মপরত্ব সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু অন্য নহে অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক যে সকল উপনিষদ্ বাক্য আছে তাহাদের

৪ ॥ সমন্বয়াধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বার্থদার্ঢ্যায় ব্রহ্মণঃ সর্ব্ববেদবেদ্যত্বমুচ্যতে। "যোঽসৌ সর্ব্বৈর্বেদৈর্গীয়তে" (গো° তা° উ° ২৭) ইতি গোপালোপনিষদি। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" ইতি কঠবল্যাঞ্চ

---

৪ ॥ সমন্বয়াধিকরণম্ ॥

পরব্রহ্মণি গোবিন্দে রাধালঙ্কৃতবিগ্রহে। সর্ব্বেষামেব শাস্ত্রাণাং সমন্বয়ো নিরূপ্যতে॥

পূর্ব্বসূত্রে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য বেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদ্য ইদনীং তস্য সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদয়িতুম্ ইদমারম্ভ ইতি সূত্রসঙ্গতিঃ। অত্র—শাস্ত্রবেদ্যত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বকং সর্ব্বশাস্ত্রবেদ্যত্ব প্রতিপাদয়িতুং সমন্বয়াধিকরণমারম্ভঃ। ইতি অধিকরণসঙ্গতিঃ।

অত্র কর্ম্মবাদিনাং পুনঃ ব্রহ্মবিষয়ে আক্ষেপঃ। ব্রহ্ম বিষয়ে নাস্তি কিমপি প্রমাণম্। তথাহি ন তাবৎ প্রত্যক্ষম্। "নেন্দ্রিয়াণি নানুমানম্" "ন মনসা মনুতে" 'ন চক্ষুষা পশ্যতি' কঠ° ২।৩।৯। নাপি অনুমানম্—'জাত্যাদীনামভাবাৎ।' তথাহি শ্রীবি°পু°—৫।১৮।৫৩, "ন যত্র নাথ! বিদ্যন্তে নামজাত্যাদি কল্পনাঃ" "ব্যাপ্তিগ্রহাভাবাচ্চ "নানুমানমিতি শ্রুতেশ্চ" ন উপমানস্যোপযোগিতা—"সাদৃশ্যাভাবাৎ" "ন

কর্ম্মপরতা প্রতিপাদন করেন নাই। অনন্তর এই সিদ্ধান্তের নিগমন করিতেছেন—তস্মাৎ, এই হেতু বেদান্ত বাক্যসকলের পরব্রহ্ম প্রতিপাদন পর সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে॥ ৩॥

॥ এই তৃতীয় শাস্ত্রযোনিত্বাধিকরণ সমাপ্ত হইল॥ ৩ ॥

সর্ব্বজ্ঞ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরদেবকে বেদাদি শাস্ত্র হইতে জানিয়া যত্নপূর্ব্বক আরাধনা করিবে, কারণ—তাঁহাকে অনুমানাদি প্রমাণের দ্বারা জানা যায় না।

৪ ॥ সমন্বয়াধিকরণ—

অতঃপর সমন্বয়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পরব্রহ্ম শ্রীরাধালঙ্কৃত বিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবে বেদাদি সকল শাস্ত্রের সমন্বয় নিরূপণ করিতেছেন।

পূর্ব্বসূত্রে অর্থাৎ 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ' এই সূত্রে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিয়া অধুনা তাঁহার সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই সূত্র আরম্ভ করিতেছেন, ইহা সূত্রসঙ্গতি। এই স্থলে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শাস্ত্রবেদ্যত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক সর্ব্বশাস্ত্রবেদ্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত সমন্বয়াধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

অনন্তর পূর্ব্বার্থ অর্থাৎ পরব্রহ্মের শাস্ত্রবেদ্যত্ব দৃঢ় করিবার নিমিত্ত পরব্রহ্মের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব বর্ণনা করিতেছেন। এই স্থলে কর্ম্মবাদি মীমাংসকগণের পরব্রহ্ম বিষয়ে পুনঃ আক্ষেপ প্রদর্শিত হইতেছে।

(১।২।১৫) পঠ্যতে। তত্র সংশয়ঃ, সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং বিষ্ণোর্যুক্তং ? ন বেতি। বেদেষু প্রায়েণ কর্ম্মবিধানদর্শনাদযুক্তং তস্যতৎ, বৃষ্টিপুত্রস্বর্গাদিফলকানি কারিরীপুত্রকাম্যেষ্টিজ্যোতিষ্টোমাদীনি

সংদৃশে তিষ্ঠতি রূপমস্য" কঠ০ ২।৩।৯। শব্দোঽপি ন প্রমাণম্—"যদ্ বাচানভ্যুদিতম্" কেন—১।৪, 'যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে' তৈ০ ২।৪।১, তস্মাৎ সর্ব্বপ্রমাণাগোচরব্রহ্মণঃ কথং শাস্ত্রবেদ্যত্বমিতি।

কিঞ্চ ব্রহ্মণি প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপরবাক্যাভাবাৎ ন তৎ শাস্ত্রং প্রতিপাদয়তি। ন চ পরিনিষ্ঠিত—বস্তুস্বরূপে পরব্রহ্মণি বিধিঃ সম্ভবতি, অতঃ শাস্ত্রপ্রমাণকত্বং কথং তস্যেতি শঙ্কা নিরাসায় কথয়ন্তি—অথেতি। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্ববেদেতি—বেদাঙ্গ-পুরাণ-ইতিহাস-তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রবেদ্যত্বং দৃঢ়ীকরণায় ইদং সমন্বয়াধিকরণমুচ্যতে ইতি ভাবঃ।

বিষয়ঃ—অত্র অথর্ব্ববেদান্তর্গত—শ্রীগোপালতাপন্যুপনিষদ্ বাক্যং বিষয়ীকৃত্য শ্রীগোপালদেবস্য সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—"যোঽসৌ গোষু তিষ্ঠতি, যোঽসৌ গোপান্ পালয়তি, যোঽসৌ গোপেষু

তাঁহাদের আশঙ্কা—ব্রহ্ম বলিয়া কোন বস্তু আছে এই বিষয়ে কোন প্রমাণ নাই—প্রথমে প্রত্যক্ষ প্রমাণের বিষয় ব্রহ্ম হয় না, যে হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মকে ইন্দ্রিয় বা অনুমানের দ্বারা জানা যায় না. 'যাহাকে মনের দ্বারা মনন করা যায় না' 'যাহাকে চক্ষুর দ্বারা দর্শন করা যায় না' ব্রহ্ম অনুমান প্রমাণেরও বিষয় নহেন—জাতি প্রভৃতির অভাববশতঃ ব্রহ্মের অনুমান হয় না। কারণ শ্রীবিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত আছে—হে নাথ! যে স্থানে নাম ও জাতি আদি কোন প্রকার কল্পনা নাই। ব্রহ্ম অনুমানবেদ্য নহে, এই প্রকার শ্রুতি বলেন।

ব্রহ্ম বিষয়ে উপমান প্রমাণেরও কোন প্রকার উপযোগিতা দেখা যায় না। কারণ ব্রহ্মের কেহ সদৃশ নাই। কঠোপনিষদে বর্ণনা আছে—তাঁহার সদৃশ রূপ কাহারও নাই। অতএব শব্দ প্রমাণের দ্বারাও জানা অসাধ্য। 'যাহাকে বাক্যের দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না।' বাক্য যাহাকে বিষয় করিতে না পারিয়া নিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং সর্ব্বপ্রকার প্রমাণের অগোচর ব্রহ্মের কিরূপে সর্ব্বশাস্ত্রবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন? অপি চ আরও একটি কথা—ব্রহ্মেতে প্রবৃত্তি নিবৃত্তিপরক বাক্যের অভাব হেতু তাহাকে শাস্ত্র কি প্রকারে প্রতিপাদন করিবে। এবং পরিনিষ্ঠিত বস্তুস্বরূপ পরব্রহ্মে বিধির সম্ভাবনা দেখা যায় না, অতএব কি প্রকারে ব্রহ্ম শাস্ত্র কর্ত্তৃক প্রমিত হইবে? এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অথ ইত্যাদি। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সকল বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, ইতিহাস তন্ত্রাদি সর্ব্বশাস্ত্রবেদ্যত্ব দৃঢ় করিবার নিমিত্ত এই সমন্বয়াধিকরণ বর্ণন করিতেছেন ইহাই ভাবার্থ।

বিষয়—অনন্তর অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদের বাক্য বিষয়রূপে অঙ্গীকার করিয়া শ্রীশ্রীগোপালদেবের সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদন করিতেছেন—যিনি গাভীগণের মধ্যে অবস্থান করেন, যিনি গোপগণকে পালন করেন এবং যিনি গোপগণের মধ্যে অবস্থান করেন, যিনি সকল বেদের

কর্ম্মাণি সাঙ্গানি সেতিকর্ত্তব্যানি বিদধতো বেদা দৃশ্যন্তে। তে চ প্রমাণত্বেন স্ববিষয়াবগতি পর্য্যাবসায়িনো, বিষ্ণুপরতয়া ন শক্যা নেতুমিতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ তত্তু সমন্বয়াৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৪।৪।

তু শব্দঃ শঙ্কাচ্ছেদার্থঃ। তৎ-সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং বিষ্ণোর্যুক্তং, কুতঃ? সমন্বয়াৎ।

তিষ্ঠতি যোঽসৌ বেদেষু তিষ্ঠতি", ইত্যেবমুক্ত্বা—যোঽসৌ সর্ব্বৈঃ ঋক্-যজুঃ-অথর্ব্ব-সামবেদৈর্গীয়তে। কেচিৎ সাক্ষাদ্রূপেণ—সত্যং জ্ঞানমিত্যাদিনা। এষ সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদিনা চ। কেচিত্তু পরম্পরাক্রমেণ—সকামকর্ম্মণাং ফলার্পকরূপেণ, কামনারহিতানাং চিত্তশুদ্ধ্যাদিনা চ। অথ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদ্ বাক্যং বিষয়বাক্যরূপেণ পঠ্যন্তে - সর্ব্ব ইত্যাদিনা। ঋগাদ্যাঃ সর্ব্বে বেদা যৎপদং যস্য পরব্রহ্মণঃ প্রাপ্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য, পদং স্বরূপং (বস্তু ইত্যমরঃ) সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা প্রতিপাদয়ন্তি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—এবং সমন্বয়াধিকরণস্য বিবয়বাক্যং নিরূপ্য সংশয়মাহুঃ—তত্রেতি। সর্ব্বারাধ্য-সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্মণ সর্ব্বব্যাপক-শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং সিদ্ধান্তসঙ্গতং ? অসঙ্গতং বা ? ইতি সংশয়ো জাতঃ, ইতি সংশয়বাক্যম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—পূর্ব্বমীমাংসকাঃ পূর্ব্বপক্ষয়ন্তি। অযুক্তং তস্য তদিতি—তস্য বেদস্য তৎ-শ্রীমদ্-গোবিন্দদেবস্য সর্ব্ববেদবেদ্যত্বম্ অযুক্তমেব। তে বেদান্তবাক্যগণা স্ববিষয়মেব প্রকাশয়ন্তি। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

মধ্যে অবস্থান করেন, এই প্রকার বর্ণন করিয়া—যিনি সকল বেদকর্ত্তৃক পরিগীত হয়েন, অর্থাৎ ঋক্ যজুঃ সাম ও অথর্ব্ববেদ যাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করেন। কোন কোন বেদ সাক্ষাৎরূপে শ্রীগোবিন্দদেবকে কীর্ত্তন করেন—যেমন—শ্রীকৃষ্ণ সত্যস্বরূপ জ্ঞানানন্দময় ইত্যাদির দ্বারা, ইনি সর্ব্বেশ্বর' ইত্যাদির দ্বারা। কোন কোন বেদ পরম্পরা ক্রমে কীর্ত্তন করেন, যেমন—সকাম কর্ম্মের ফল শ্রীভগবানে অর্পণ দ্বারা এবং যাহারা নিষ্কাম তাহাদের চিত্ত শুদ্ধি দ্বারা।

অনন্তর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় কঠোপনিষদের বাক্য বিষয়রূপে বর্ণনা করিতেছেন—সর্ব্ব ইত্যাদির দ্বারা। ঋগাদি সকল বেদ যৎপদ অর্থাৎ যে পরব্রহ্ম মুমুক্ষু প্রাপ্য শ্রীগোবিন্দদেবের পদ স্বরূপ সাক্ষাৎভাবে এবং পরম্পরা ভাবে প্রতিপাদন করেন, সেই শ্রীগোবিন্দদেবে সকল বেদের সমন্বয় হয়। এই প্রকার বিষয় নির্ণয় করা হইল।

সংশয়—এই প্রকার সমন্বয় অধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিয়া সংশয় নিরূপণ করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব সিদ্ধান্ত সঙ্গত, অথবা সিদ্ধান্তসঙ্গত নহে, এইপ্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে, ইহা সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর সমন্বয়াধিকরণে পূর্ব্বমীমাংসকগণ পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করিতেছেন—বেদসকলে

অন্বয়ঃ—তাৎপর্য্যলিঙ্গম্। সমন্বয়ত্বং—সুবিচারিতত্বম্। সুবিমৃষ্টৈরুপক্রমোপসংহারাদিভিঃ

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সতি সিদ্ধান্তং সূত্রয়তি ভগবান্ সূত্রকারঃ—তদিতি। পূর্ব্বপক্ষনিরাসার্থস্তুশব্দঃ, তৎ—সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং শ্রীগোবিন্দদেবস্যযুক্তং, কুতঃ? সমন্বয়াৎ। সুবিচারিতত্ব-হেতুত্বাৎ। তত্রৈব—পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব এব।

ষড়্ভির্লিঙ্গৈরিতি—

১। তত্রাদৌ শুক্লযজুর্ব্বেদীয়—ঈশাবস্যোপনিষদি-ঈশা বাস্য" (১) ইত্যুপক্রমঃ। অগ্নে নয়" (১৮) ইত্যুপসংহারঃ। তদেজতি" (৫) যস্তু সর্ব্বাণি ভূতানি" (৬) যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি" (৭) কবির্মনীষী" (৮) অমৃতম্ (১১) সত্যঃ (১৫) ইত্যভ্যাসঃ।

ইত্যাদি। বেদসকলের মধ্যে প্রায়শঃ কর্ম্মেরই বিধান প্রদান করিতে দেখা যায়, সুতরাং তাহা অযুক্ত, অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্ববেদবাচ্যত্ব যুক্তিযুক্ত নহে।

কারণ—বৃষ্টি, পুত্র এবং স্বর্গাদি ফল প্রদায়ক, কারিরী, পুত্রকাম্যেষ্টি, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যাগাদি কর্ম্মসকলের অঙ্গসকল ও ইতিকর্ত্তব্যতার বিধান প্রদান করিতে বেদ সকলকে দেখা যায়। সুতরাং বেদবাক্যসকল প্রমাণের দ্বারা স্ববিষয় অবগতি করাইয়া কর্ম্মে পর্য্যবসায়িত হয়, অর্থাৎ বেদান্তবাক্যসকল স্ববিষয়মাত্র প্রকাশ করে, সুতরাং কর্ম্ম প্রতিপাদক বেদসকল স্ববিষয়মাত্র প্রকাশ করে, সুতরাং কর্ম্ম-প্রতিপাদক বেদ সকল শ্রীবিষ্ণু প্রতিপাদক রূপে কোন ক্রমে গ্রহণ করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপ্রতিপাদকরূপে বেদের প্রামাণিকতা স্বীকার করা অনুচিত। ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার মীমাংসকগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রকার—তৎ ইত্যাদি। সূত্রের মধ্যে যে 'তু' শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহা বাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ নিরাসের জন্য বুঝিতে হইবে। সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব শ্রীগোবিন্দদেবের যুক্তিসঙ্গত, কি প্রকারে? সমন্বয় হেতু, অর্থাৎ সমন্বয়—সুবিচারের দ্বারা স্থিরীকৃত। অন্বয়—তাৎপর্য্যলিঙ্গ সমন্বয়—সুবিচারিতত্ব, সুষ্ঠুবিচার পূর্ব্বক উপক্রম উপসংহারাদি ষড়্বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেই শাস্ত্রসকলের তাৎপর্য্য হেতু তিনি সর্ব্বশাস্ত্র বাচ্য ইহাই অর্থ।

অনন্তর বেদ চতুষ্টয়ে যে ষড়্বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতেছেন—সর্ব্বাগ্রে-শুক্ল যজুর্ব্বেদান্তর্গত ঈশাবাস্য উপনিষদে ষড়্বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিপাদন করিতেছেন—

"পরমেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেব কর্ত্তৃক সমগ্র চরাচর পরিব্যাপ্ত" ইহা উপক্রম বাক্য।

"হে প্রকাশশীল ক্রীড়াময় দেব! আমাদিগকে সুপথে দেবযানে গমন করান" ইহা উপসংহার বাক্য।

ষড়্‌ভির্লিঙ্গৈস্তত্রৈব শাস্ত্রতাৎপর্য্যাৎ স এব তদ্বেদ্যেত্যর্থঃ।

এতাদৃশস্য শ্রীভগবতঃ সর্ব্বব্যাপকতা বেদং বিনা অজ্ঞাতেরপূর্ব্বতা। নয় সুপথা রায়ে অস্মান্" (১৮) ইতি ফলম্। অনেজদেকম্" (৪) ইত্যর্থবাদঃ। স পর্য্যগাচ্ছুক্রমকায়ম্" (৮) ইত্যুপপত্তিঃ।

২। অথর্ব্ববেদীয়-মুণ্ডকোপনিষদি—২।১—

দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" (২) ইত্যুপক্রমঃ। পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" ১০) ইত্যুপসংহারঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণঃ" (৩) তস্মাদগ্নিঃ (৫) এতস্মাদৃচঃ সাম যজুংষি দীক্ষা" (৬) সপ্তপ্রাণাঃ প্রভবন্তি তস্মাৎ" (৮) ইত্যভ্যাসঃ। সর্ব্বকর্ত্তৃপরব্রহ্মণঃ শাস্ত্রপ্রমাণং বিনাঽজ্ঞাতেরপূর্ব্বতা।

এতদ্ যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্। সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ সৌম্য! ॥ (১০) ইতি ফলম্।

"পরব্রহ্ম বিচলিত হয়েন না" "যিনি সকল ভূতের মধ্যে অবস্থিত"

"যাহাতে ভূতসকল অবস্থান করে" "জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে যিনি কবি এবং মনীষী"

"তিনি অমৃত" "তিনি পরম সত্যস্বরূপ"। এই সকল অভ্যাস বাক্যসকল বর্ত্তমান আছে।

ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবের এই প্রকার সর্ব্বব্যাপকতা বেদ বিনা জানা যায় না সুতরাং এইটি অপূর্ব্ব বাক্য। "হে ক্রীড়াশীল! আমাদিগকে সুপথে শোভনমার্গদেবযানে মুক্তির নিমিত্ত প্রাপ্ত করান" ইহা ফলবাক্য। "শ্রীগোবিন্দদেব কম্পন, চলন, ভয়াদি রহিত" এইটি অর্থবাদ বাক্য। "এই জগতের মধ্যে যাহারা শ্রীগোবিন্দদেব লাভের অধিকারী তাহারা তাঁহাকে লাভ করে, তিনি কি প্রকার? শুক্র-শুদ্ধ বিজ্ঞানঘন স্বরূপ ভোগায়তন শরীর রহিত, সুতরাং তিনি উপাস্য" এইটি উপপত্তি বাক্য।

সুতরাং শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় ঈশাবাস্য উপনিষদে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা যে শ্রীগোবিন্দদেব-কেই প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্তিত হইল।

অনন্তর অথর্ব্ববেদীয় মুণ্ডকোপনিষদ দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে যে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—

"পরমারাধ্য শ্রীগোবিন্দদেব প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিত দিব্য মঙ্গল কর-চরণাদি অবয়ববিশিষ্ট পরমপুরুষ" ইহা উপক্রম বাক্য।

"সেই পরমপুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবই পরিদৃশ্যমান সকল বস্তু" এইটি উপসংহার বাক্য?

"এই শ্রীগোবিন্দদেব হইতে প্রাণ জাত হয়" "দেবতার ভাগ বহনকারী অগ্নি জাত হয়" "বেদ প্রবর্ত্তক শ্রীগোবিন্দদেব হইতে ঋক্‌বেদ, সামবেদ, যজুর্ব্বেদ এবং দীক্ষাদির বিধি প্রকাশিত হয়" এবং তাঁহা হইতেই সপ্ত প্রাণ প্রাদুর্ভূত হয়" এই সকল অভ্যাসমন্ত্র।

পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব যে সর্ব্বকর্ত্তা তাহা শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতিরেকে জ্ঞাত না হওয়ায় ইহা অপূর্ব্ববাক্য।

তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্” (১০) ইত্যর্থবাদঃ। এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্বেন্দ্রিয়াণি চ” (৩) ইত্যুপপত্তিঃ।

২। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়—তৈত্তিরীয়োপনিষদি ব্রহ্মবল্ল্যাম্—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” ইত্যুপক্রমঃ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্” ইত্যুপসংহারঃ। তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ” “আত্মানন্দময়ঃ” অসন্নেব স ভবতি, অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ, সন্তমেনং ততো বিদুরিতি॥ ইত্যভ্যাসঃ। পরব্রহ্মণ আনন্দময়ত্বস্বরূপং বেদং বিনা ন জ্ঞায়তেঽতোঽস্য অপূর্ব্বতা। সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতেতি। রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি” ন বিভেতি কুতশ্চনেতি” ইতি ফলম্। যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ” ইতি অর্থবাদঃ। যো বেদ নিহিতং গুহায়াম্। ইতি যুক্তিঃ।

হে সৌম্য! যিনি এই সর্ব্বকারণ সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীগোবিন্দদেবকে স্বহৃদয় শতদলে অবস্থিত জানেন, তিনি অবিদ্যাগ্রন্থিচ্ছেদন করেন” এইটি ফলবাক্য।

শ্রীভক্তি আরাধনা রূপ যে তপস্যা তাহার দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করা যায়, যে হেতু তিনি পরম অমৃতস্বরূপ” ইহা অর্থবাদ বা প্রশংসা বাক্য!

শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বকর্ত্তা, কারণ—তাঁহা হইতেই মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়সকল এবং বিশ্বচরাচর জাত হয়” এইটি উপপত্তি বাক্য। সুতরাং অথর্ব্ববেদোক্ত মুণ্ডকোপনিষদে ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা যে শ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্তিত হইল।

অনন্তর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ব্রহ্মবল্লী প্রমাণদ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গ সিদ্ধান্তের দ্বারা বেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—

‘সত্যস্বরূপ, জ্ঞানময়, অনন্তলীলাবিলাসী শ্রীগোবিন্দদেব’ এইটি উপক্রম বাক্য।

‘পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সেবানন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতে যে অপরিমিত আনন্দ এই প্রকার যিনি জানেন’ এইটি উপসংহার বাক্য।

‘সেই প্রসিদ্ধ এই সর্ব্বেশ্বর আত্মা হইতে’ ইনি সকলের আত্মা আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব’ ‘ইহ জগতের মধ্যে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের অস্তিতা সম্বন্ধে যে ব্যক্তি অসৎভাব পোষণ করে সেই ব্যক্তিকে অসৎ বলিয়া জানিবে এবং যে মানব শ্রীগোবিন্দদেবের বিদ্যমানতা স্বীকার করতঃ সাধনা করে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে” ইত্যাদি অভ্যাস বাক্য।

পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব যে আনন্দময় রসপূর্ণ বিগ্রহ তাহা বেদাদি শাস্ত্রপ্রমাণ ব্যতিরেকে জানা যায় না” সুতরাং এই বাক্যটির অপূর্ব্বতা সিদ্ধ হইল।

“সাধক শ্রীভগবদ্ধামে গমনকরতঃ শ্রীভগবানের সহিত সকল মনোবাসনা পূর্ণ করে” “রসময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিয়া সাধক আনন্দী হয়” শ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিয়া সাধক

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়কে ভৃগুবল্ল্যাম্—

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদ্‌ব্রহ্ম ইতি। ইত্যুপক্রমঃ। আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" ইত্যুপসংহারঃ। 'অন্নং ব্রহ্মেতি' তপো ব্রহ্মেতি' প্রাণো ব্রহ্মেতি' মনো ব্রহ্মেতি' বিজ্ঞানং ব্রহ্মেতি' ইত্যভ্যাসঃ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে' ইত্যপূর্ব্বতা। পরমে ব্যোমন্ প্রতিষ্ঠিতা, য এবং বেদ। ইতি ফলম্। তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব' ইত্যর্থবাদঃ। যতো বা ইমানি' ইত্যুপপত্তিঃ।

সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদি—১।৬—

য এষোঽন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়ঃ' ইত্যুপক্রমঃ। তস্যোদেতি নাম' ইত্যুপসংহারঃ। পুরুষঃ, হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশঃ, ইত্যভ্যাসঃ। সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ পুণ্ডরীকমেবমক্ষিণী' ইত্যপূর্ব্বতা। উদেতি

ভয় রহিত হয়' ইহা ফলবাক্য।

'যে স্থান হইতে মনের সহিত বাক্য নিবর্ত্তিত হইয়া আসে, অর্থাৎ যিনি মন ও বাণীরও অগোচর' ইহা অর্থবাদ বাক্য।

'যে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে হৃদয়ে অবস্থিত জানে সেই ব্যক্তিই মুক্ত হয়' এইটি উপপত্তিরচন। সুতরাং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীতে ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা সিদ্ধান্তিত হইল।

অতঃপর কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে ভৃগুবল্লীর দ্বারা ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গে শ্রীগোবিন্দ দেবকে প্রতিপাদন করিতেছেন—

'যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়, যাহার দ্বারা জীবিত থাকে, প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে সেই ব্রহ্ম, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে' ইহা উপক্রম বাক্য।

'ভৃগু তপস্যা করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন' এই উপসংহার বাক্য।

'অন্ন ব্রহ্ম' 'তপ ব্রহ্ম' 'প্রাণ ব্রহ্ম' 'মন ব্রহ্ম' 'বিজ্ঞান ব্রহ্ম' ইত্যাদি ব্রহ্মের অভ্যাস।

'আনন্দময় পরব্রহ্ম হইতেই ভূতসকল জাত হয়' শ্রীগোবিন্দদেবের এই সর্ব্ব কর্ত্তৃত্ব শাস্ত্রপ্রমাণ বিনা জ্ঞান না হওয়ায় ইহা অপূর্ব্ব বাক্য।

'এই বারুণী বিদ্যা দ্বারা যে আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেবকে জানে, সে পরব্যোম বৈকুণ্ঠধামে প্রতিষ্ঠিত হয়' এইটি ফলবাক্য।

'তাহাকেই জিজ্ঞাসা কর অন্যকে নয়' এইটি অর্থবাদ বাক্য।

'যাহা হইতে ভূতসকলের জন্ম তিনি ব্রহ্ম' ইহা উপপত্তি বাক্য।

সুতরাং কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদের ভৃগুবল্লীর দ্বারাও ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গে শ্রীগোবিন্দদেবকে যে প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হইল।

হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্‌মেভ্যো য এবং বেদ' ইতি ফলম্। আপ্রনখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ' কপ্যাসং পুণ্ডরীক-মেবমক্ষিণী' ইত্যর্থবাদঃ। য এষঃ' তস্য যথা' ইত্যুপপত্তিঃ।

ছান্দোগোপনিষদি—৩।১৪—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' ইত্যুপক্রমঃ। এষ ম আত্মান্তর্হৃদয় এতদ্‌ব্রহ্ম' ইত্যুপসংহারঃ। ব্রহ্ম, মনোময়ঃ, প্রাণশরীরঃ, সত্যসঙ্কল্পঃ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকামঃ, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বরসঃ' ইত্যভ্যাসঃ। এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়ে জ্যায়ান্ পৃথিব্যাঃ ইত্যপূর্ব্বতা। যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি, তথেতঃ প্রেত্য ভবতি' ইতি ফলম্। তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত' ইত্যর্থবাদঃ। সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ' ইত্যুপপত্তিঃ।

অনন্তর সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের বাচ্যত্ব প্রতিপাদন করা হইতেছে—

'আদিত্যমণ্ডলে যে হিরণ্ময় পুরুষ আছেন তিনি শ্রীগোবিন্দদেব' এই প্রকার উপক্রম বাক্য। 'সেই শ্রীগোবিন্দদেবের 'উদ্' একটি প্রিয় নাম' ইহা উপসংহার বাক্য। 'পরম কমনীয় কর চরণ বিশিষ্ট তিনি পুরুষ' 'তাঁহার শ্রীঅঙ্গ স্বর্ণবর্ণ লোমাবলীর দ্বারা সুশোভিত' এবং পরম শোভনীয় কেশকলাপ পরিশোভিত মস্তক' এই সকল অভ্যাস বাক্য। 'শ্রীগোবিন্দদেব পরম জ্যোতির্ম্ময় বিগ্রহ' 'তাঁহার নয়ন দ্বয় প্রফুল্ল পুণ্ডরীকের সদৃশ' এই প্রকার পরম রমণীয় রূপ শ্রীগোবিন্দদেবের আছে তাহা শাস্ত্র বিনা অজ্ঞাত, সুতরাং এইটি অপূর্ব্ববাক্য। এই প্রকার কমলনয়ন জ্যোতির্ম্ময় শ্রীগোবিন্দদেবকে যে জানে সে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়' ইহা ফলবাক্য। 'শ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণ নখর হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ অতিশয় উজ্জ্বল শোভাযুক্ত' 'এবং তাঁহার নয়নদ্বয় সূর্য্যকিরণে প্রকাশিত পুণ্ডরীকের ন্যায় পরম শোভা বিশিষ্ট' ইহা অর্থবাদ বাক্য। 'যিনি এইরূপ মহিমাযুক্ত এবং তাঁহার যে প্রকার সৌন্দর্য্যাদি এই হেতু তিনি উপাস্য' ইহা উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিবাক্য।

পুনরায় ছান্দোগ্যোপনিষদের বাক্য দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের শাস্ত্রবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—

'নয়নের দ্বারা যাহা কিছু বস্তু দেখা যাইতেছে তৎ সমুদায় ব্রহ্ম' এইটি উপক্রম বাক্য। 'এই আমার অন্তর্হৃদয়ে সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন' ইহা উপসংহার বাক্য। 'শ্রীগোবিন্দদেব পরম ব্রহ্ম, শ্রীভক্তিভাব বিভাবিত মনের দ্বারা গ্রাহ্য, নিত্য মঙ্গল বিগ্রহ· সত্য সঙ্কল্প· সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস,' ইত্যাদি অভ্যাস বাক্য। 'যিনি আমার এই হৃদয়াকাশে বিরাজমান তিনি এই পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ' পরব্রহ্ম এইপ্রকার বিরুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রয় তাহা শাস্ত্র প্রমাণ বিনা জানা না যাওয়ার কারণ এইটি অপূর্ব্ব বাক্য। 'সাধক এই জগতে যেমন কর্ম্ম বা সাধনা করে শ্রীবৈকুণ্ঠে গমন করতঃ সাধনানুরূপ ফল লাভ করে' ইহা ফলবাক্য। 'পরব্রহ্ম হইতে জগৎ প্রপঞ্চ জাত হইয়াছে জানিয়া শান্ত অর্থাৎ কাম ক্রোধাদি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের উপাসনা করিবে' এইটি অর্থবাদ বাক্য। 'পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব সর্ব্বরসের আশ্রয়, তিনি সকল যেহেতু বাক্য ও আগ্রহাদির অপেক্ষা রহিত' এইটি উপপত্তি বাক্য। এই প্রকার তৃতীয় অধ্যায়ে সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইল।

পুনশ্ছান্দোগ্যোপনিষদি—৭।২৩।২৪—

যো বৈ ভূমা তৎসুখম্' ইত্যুপক্রমঃ। যো বৈ ভূমা তদমৃতম্' ইত্যুপসংহারঃ। ভূমৈব সুখম্' ভূমা ত্বেব' ভূমানং ভগবঃ' স ভূমা' ইত্যভ্যাসঃ। ভূমৈব সুখম্' ইত্যপূর্ব্বতা। আত্মানন্দঃ, স স্বরাড্ ভবতি' ৭।২৫।২, ইতি ফলম্। যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যচ্ছৃণোতি' ইত্যর্থবাদঃ। ভূমা ত্বেব জিজ্ঞাসিতব্যঃ' ইত্যুপপত্তিঃ।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয়—বৃহদারণ্যকোপনিষদি—১।৪—

'আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ। ইত্যুপক্রমঃ। 'আত্মৈবেদমগ্র আসীদেক এব' ইত্যুপসংহারঃ। 'আত্মেত্যেবোপাসীত' (৭) আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত' (৮) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ' (১০) ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীদেকমেব' (১১) ইত্যভ্যাসঃ। আত্মেত্যেবোপাসীত' (৭) আত্মনমেব প্রিয়মুপাসীত' (৮) ইত্যপূর্ব্বতা। তদিদং সর্ব্বমাপ্নোতি য এবং বেদ' (১৭) ইতি ফলম্। যস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবদিতি' (১) ইত্যর্থবাদঃ। তস্মাৎ তৎ সর্ব্বমভবৎ' (১০) ইত্যুপপত্তিঃ।

পুনরায় ছান্দোগ্যোপনিষদে সনৎকুমার নারদসংবাদে ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ দেবের বেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—

'যিনি ভূমা তিনি সুখস্বরূপ' ইহা উপক্রম বাক্য। যিনি ভুমা তিনি অমৃতস্বরূপ' এইটি উপসংহার বাক্য। 'ভূমাই সুখস্বরূপ' 'ভূমাই জিজ্ঞাসা করার বস্তু' 'হে ভগবন্! ভূমাকেই জিজ্ঞাসা করিতেছি' তিনি ভূমা' ইত্যাদি সকল অভ্যাসবাক্য। 'ভূমাই সুখস্বরূপ, অন্যত্র সুখ নাই' এইটি অপূর্ব্ববাক্য। 'যে সাধক এই ভূমাকে লাভ করে সে আত্মানন্দ লাভ করে' 'সে স্বরাজ বা স্বারাজ্য লাভ করে- ইহা ফলবাক্য। 'যে ভূমাকে একবার দেখিলে অন্য কিছু দেখে না এবং শ্রবণ করে না' ইহা অর্থবাদ বাক্য। 'যেহেতু অল্পে সুখ নাই সুতরাং বিপুল সুখময় ভূমা পুরুষ শ্রীগোবিন্দদেবকেই জিজ্ঞাসা করা পরম কর্ত্তব্য' এইটি উপপত্তি বাক্য। এই প্রকার সামবেদীয় ছান্দোগ্যোপনিষদে ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দ দেবকেই সর্ব্ববেদবেদ্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

অনন্তর শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যক উপনিষদে ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের বেদবাচ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—

'এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মা অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবই পরমপুরুষরূপে বিদ্যমান ছিলেন' ইহা উপক্রম বাক্য। 'সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাই একমাত্র ছিলেন' এইটি উপসংহার বাক্য। 'আত্মাকে উপাসনা করিবেই' 'আত্মাকে প্রিয়তম রূপে উপাসনা করিবে' 'সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্মই ছিল' 'একমাত্র পরব্রহ্মই সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিল' ইত্যাদি সকল অভ্যাস বাক্য। 'পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে আত্মা অর্থাৎ নিজের সদৃশ উপাসনা করিবে। 'আত্মাকে পরম প্রিয়তম রূপে উপাসনা করিবে। এই প্রকার পরব্রহ্মকে পরম প্রিয়তমরূপে উপাসনা করা শাস্ত্র প্রমাণ বিনা জানা যায় না সুতরাং ইহা অপূর্ব্ব বাক্য। 'যিনি এই পরম

ঋগ্‌বেদীয়—কৌষীতক্যুপনিষদি—'৪'—

ব্রহ্ম তে ব্রবাণীতি' (১) ইত্যুপক্রমঃ। এতমাত্মানং ন বিজজ্ঞৌ' (২০) ইত্যুপসংহারঃ। ব্রহ্মোপাসে' ইতি বহুশোঽভ্যাসঃ। আচার্য্যকৃপাং বিনা ব্রহ্মজ্ঞানাভাবেরপূর্ব্বতা। এবং বিদ্বান্ সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি য এবং বেদ' (২০) ইতি ফলম্। স যদা বিজজ্ঞাবথ হত্বাঽসুরান্ বিজিত্য সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যম্' (২০) ইত্যর্থবাদঃ। তৌ হ সুপ্তং পুরুষমীয়তুঃ (১৮) ইত্যুপপত্তিঃ।

প্রিয়তম রূপে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জানেন তিনি সকল বস্তু লাভ করেন' ইহা ফলবাক্য। 'যে হেতু পরব্রহ্ম সকল হইয়াছেন' ইহা অর্থবাদ। 'তিনি সকল হইয়াছেন অতএব তাঁহা হইতে সকল উদ্ভব হইয়াছে' ইহা উপপত্তি বাক্য। অতএব শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদে ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবকে বেদবেদ্য বলিয়া নিরূপণ করা হইল।

অনন্তর ঋগ্‌বেদীয় কৌষীতকি উপনিষদে অজাতশত্রু বালাকি সংবাদে ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বেদবাচ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন –

ধৃষ্ট বালাকি মহারাজ অজাতশত্রুর নিকটে গমন করিয়া বলিলেন –আমি তোমাকে ব্রহ্মবিষয়ে বলিব' ইহা কৌষীতকী উপনিষদের উপক্রম বাক্য। 'ইন্দ্র যতদিন পর্য্যন্ত এই আত্মাকে জানিতে পারেন না ততদিন পর্য্যন্ত অসুরগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন' এইটি উপসংহার বাক্য। 'বালাকি অজাতশত্রুকে বলিলেন—আমি চন্দ্রমা পুরুষকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করি, এইরূপ বিদ্যুৎ, আকাশ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম ভাবনা করিয়া উপাসনা করি' এই প্রকার বহুবার ব্রহ্মের অভ্যাস করিয়াছেন। 'আচার্য্য অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের কৃপা বিনা, এই প্রকার ব্রহ্মজ্ঞানের অভাব হেতু' এইটি অপূর্ব্ব বাক্য। যিনি এই পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জানেন তিনি সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন, স্বারাজ্য ও আধিপত্য লাভ করেন' ইহা ফলবাক্য। 'দেবরাজ ইন্দ্র যখন এই পরব্রহ্মকে জানিলেন তখন তিনি অসুরগণকে পরাজিত করিয়া সকল প্রাণীগণের শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞের নিকট সকল শত্রু পরাজিত হয়, এইটি অর্থবাদ বাক্য। 'রাজা অজাতশত্রু বালাকিকে যখন বাক্যের দ্বারা বুঝাইতে পারিলেন না তখন তাঁহারা দুইজন একটি নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন' অর্থাৎ সুদৃঢ় যুক্তির দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে জানাইবার নিমিত্ত নিদ্রিত পুরুষের নিকটে আসিলেন' এইটি উপপত্তি বাক্য।

এইরূপে উপক্রমোপসংহারাদি ষড়্‌বিধ তাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা বেদাদি শাস্ত্র সকলের প্রতিপাদিত বস্তু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। সুতরাং তাঁহাতেই সকল শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। "বেদের প্রতিজ্ঞা কেবল কহয়ে কৃষ্ণকে" (চৈ০চ০)।

ইতরথা—অর্থাৎ যদি ষড়্‌বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গ দ্বারা শাস্ত্রসকলে শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিপাদন না করিতেন, তাহা হইলে কি প্রকারে শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে—"যে শ্রীগোবিন্দদেবকে বেদ সকলে কীর্ত্তন করে" বলিয়াছেন এই বাক্যের উপপত্তি হইবে?

ইতরথা কথং "যোঽসৌ" (গো০ তা০ উ০ –২৭) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যোপপত্তিঃ? আহ চৈবং ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষঃ (শ্রীগীতা ১৫।১৫) "বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্" ইতি। "কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ। ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন। মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে হ্যহম্॥ (শ্রীভা০

পুণ্ডরীকাক্ষঃ শ্রীপার্থসারথি-শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীগীতাসু—ঋগ্, যজুঃ সামথর্ব্বাখ্যৈঃ সর্ব্বৈর্ব্বেদৈরহমেব সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বশক্তিমান্ কৃষ্ণো বেদ্য। অত্র কর্ম্মকাণ্ডেন পরম্পরয়া, জ্ঞানকাণ্ডেন তু সাক্ষাদিতি বোধ্যম্। কথমেবং প্রত্যেতব্যমিতি চেত্তত্রাহ—বেদান্তকৃদহমেবেতি। বেদানামন্তোঽর্থনির্ণয়স্তৎকৃদহমেব বাদরায়ণাত্মনা। ননু অন্যে বেদার্থমন্যথা ব্যাচক্ষতে? তত্রাহ—বেদবিদেব চাহমিত্যাহ—বাদরায়ণঃ সন্ যমর্থমহং নিরণৈষং স এব বেদার্থঃ ততোঽন্যথা তু ভ্রান্তিবিজৃম্ভিত ইতি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপাদাঃ।

অত্র সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তি চূড়ামণি—শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ বাক্যং প্রমাণয়ন্তি—কিমিতি। কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যৈঃ কিং বিধত্তে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যৈঃ কিমাচষ্টে প্রকাশয়তি। জ্ঞানকাণ্ডে কিমনূদ্য বিকল্পয়েৎ নিষেধার্থম্, ইত্যেবমস্যা হৃদয়ং তাৎপর্য্যং মৎ মত্তোঽন্যঃ কশ্চিদপি ন বেদ (অস্যা বেদবাণ্যাঃ)

এই বিষয়ে ভগবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ শ্রীপার্থসারথি বলিয়াছেন—বেদ সকলের দ্বারা আমিই একমাত্র বেদ্য, বেদান্তশাস্ত্রকর্ত্তাও আমি, বেদের যথার্থ জ্ঞাতাও আমি"।

ভাষ্য—যদি বল কি প্রকারে এইরূপ প্রত্যয় হইবে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবান বলিলেন—হে পার্থ! বেদান্ত শাস্ত্রের কর্ত্তা আমিই, অর্থাৎ বেদ সকলের অন্তঃ অর্থ নির্ণয়কারী শ্রীবাদরায়ণ রূপে আমিই শ্রীকৃষ্ণ, যদি বল অন্যান্য মহর্ষিগণ বেদশাস্ত্রের অর্থ অন্য প্রকার বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—বেদশাস্ত্রের জ্ঞাতাও আমি, অর্থাৎ শ্রীবাদরায়ণরূপে অবতীর্ণ হইয়া বেদশাস্ত্রের যে অর্থ নির্ণয় করিয়াছি তাহাই বেদশাস্ত্রের যথার্থ অর্থ, তাহা হইতে যে মহর্ষি অন্য অর্থ করিবেন তাহা ভ্রম পরিকল্পিত বলিয়া জানিবে। এইপ্রকার শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দদেব যে সর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য তাহা সর্ব্বপ্রমাণ চক্রবর্ত্তি চূড়ামণি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের বাক্য দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—কি? ইত্যাদি। পরম গম্ভীরাশয় বেদশাস্ত্র কাহার বিধান করে, অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনুবাদ করতঃ বিকল্প করিয়া কি বস্তু স্থাপন করে, বেদবাণীর হৃদয়ের ভাব এই জগতে আমি বিনা কেহ জানে না, বেদবাণী অভিধাবৃত্তির দ্বারা আমাকেই বিধান করে, নাই নাই ইত্যাদি বিকল্পভাবে আমাকেই স্থাপন করে। শ্রীধর স্বামিপাদ এই শ্লোকের এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যের দ্বারা কি বিধান করেন, দেবতা কাণ্ডে মন্ত্রবাক্যের দ্বারা কি প্রকাশ করেন জ্ঞানকাণ্ডে উপনিষৎ বাক্যের দ্বারা কি অনুবাদ করিয়া বিকল্পরূপে প্রতিপাদন করেন, এই প্রকার বেদবাণীর হৃদয়ের তাৎপর্য্য আমা হইতে অন্য কেহই জানে না।

১১।২১।৪২) ইতি বা। এতদুক্তং ভবতি —সাক্ষাৎপরম্পরাভ্যাং বেদা ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্তে। তত্র স্বরূপগুণ নিরূপণেন জ্ঞানকাণ্ডে সাক্ষাৎ কর্ম্মকাণ্ডেতু জ্ঞানাঙ্গভূত কর্ম্ম প্রতিপাদনেন পরম্পরয়া ইতি মন্যন্তে।

ননু তর্হি ত্বং মৎকৃপয়া কথয়, ওমিতি কথয়তি। মামেব যজ্ঞরূপং বিধত্তে, মামেব তত্তদ্দেবতারূপমভিধত্তে ন মত্তঃ পৃথক্, যচ্চাকাশাদি প্রপঞ্চজাতং "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূত" ইত্যাদিনা বিকল্প্য অপোহ্যতে নিরাক্রিয়তে তদপ্যহমেব ন মত্তঃ পৃথগস্তি। ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

বেদা ব্রহ্মণি প্রবর্ত্তন্ত ইতি। শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে—১১।২১।৩৫—ব্রহ্মাত্মবিষয়া বেদাস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে। পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্॥ পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্। কর্ম্মমোক্ষায় কর্ম্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা॥ বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়া এব" ইতি শ্রীনামকৌমুদী।

সাক্ষাৎ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যানি—'ত্বং তু' ইতি। যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে' তৈ০ ৩।১।১

যদি বল—তাহার তাৎপর্য্য কেহই জানে না তবে কৃপা করিয়া আমাকে বলুন। শ্রীভগবান বলিলেন—বলিতেছি—কর্ম্মকাণ্ডে বিধিবাক্যে আমাকেই যজ্ঞরূপে বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যের দ্বারা ইন্দ্র বরুণ আদি সেই সেই দেবতারূপে আমাকেই প্রকাশ করে, তাহারা আমা হইতে পৃথক্ নহে, জ্ঞানকাণ্ডে যে আকাশাদি প্রপঞ্চ সমূহ—'সেই এই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়' ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বিকল্পিত করিয়া নিরাকরণ করে তাহাও আমিই, এই সকল আমা হইতে পৃথক্ নহে' এই সমুদায় বাক্যের সারার্থ এই প্রকার প্রকাশ হইতেছে—সাক্ষাৎ এবং পরম্পরারূপে বেদসকল পরব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হয়। তন্মধ্যে শ্রীভগবানের রূপগুণলীলাদি নিরূপণ দ্বারা জ্ঞানকাণ্ড সাক্ষাৎ তাঁহাকে প্রতিপাদন করিতেছেন। কর্ম্মকাণ্ড কিন্তু জ্ঞানের অঙ্গভূত কর্ম্মের প্রতিপাদন দ্বারা পরম্পরা রূপে শ্রীভগবানকে প্রতিপাদন করিতেছেন।

বেদ সকল পরব্রহ্ম প্রতিপাদনে প্রবর্ত্তিত হয়েন তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণ বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—এই কাণ্ডত্রয়াত্মক বেদশাস্ত্র ব্রহ্মাত্ম বিষয়ক, অর্থাৎ পরব্রহ্মকেই প্রতিপাদন করেন, ঋষিগণ পরোক্ষবাদী এবং পরোক্ষবাদই আমার প্রিয়। এই বেদশাস্ত্রও পরোক্ষবাদী, তবে যে তাহাতে কর্ম্মের প্রশংসা দেখা যায়, তাহা বালকগণের অনুশাসন মাত্র কর্ম্মবাদ হইতে মুক্তির নিমিত্ত কর্ম্মের বিধান করেন, যেমন ঔষধ। অর্থাৎ পিতা যে প্রকার নিজ পুত্রকে সুস্থ ও নিরোগ রাখিবার জন্য ঔষধ সেবন করান কিন্তু বালক তাহা ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে না তখন পিতা তাহাকে মিছরী খণ্ড প্রদান করিবার লোভ দেখাইয়া ঔষধ সেবন করান। সেই প্রকার বেদশাস্ত্রও ক্ষয়িষ্ণু স্বর্গাদি ফল দেখাইয়া শ্রীভগবদ্ বিষয়ে নিষ্ঠা উৎপাদন করেন। শ্রীভগবন্নামকৌমুদীকার শ্রীলক্ষ্মীধর স্বামী বলেন—'বেদ ব্রহ্মাত্ম বিষয় বলিয়াই জানিবে'।

ভবেৎ। "তমেতম্" (বৃ০ ৪৪।২২) ইত্যাদেরিতি ব্রহ্মাঙ্গভূত দেবতার্চ্চনং খলু ব্রহ্মার্চ্চনমেব,

---

কাব্যালঙ্কার-কাম-তন্ত্র-গান্ধর্ব্ব-কলাস্তু তস্য তত্তচ্চরিত-মাধুর্য্যানুভব-বৈদুষ্য সিদ্ধেঃ। 'নীতিঃ' শিল্পঞ্চ—তৎ সেবা চাতুরী সিদ্ধেঃ। আয়ুর্ব্বেদ-ধনুর্ব্বেদে-তদুপাসন-প্রতিবন্ধ নিরাকরণ ইতি।

অত্রানুমানানি চ—বেদান্ত-তাৎপর্য্যবিষয়ঃ-পরব্রহ্ম বাচ্যম্—বস্তুত্বাৎ, লক্ষ্যত্বাচ্চ তটবৎ। পরমার্থ সদাদি পদং কস্যচিদ্ বাচকং পদত্বাৎ ঘটপদবৎ। সত্য জ্ঞানাদি বাক্য বাচ্যার্থবদ্ বাক্যত্বাৎ, অগ্নিহোত্রাদি বাক্যবদিতি, বিপক্ষে লক্ষ্যত্বং ন স্যাৎ। তস্মাৎ যথার্থমেবোক্তং শ্রীদশমে নাগপত্নীভিঃ-বাচ্য বাচক শক্তয়ে॥

নমঃ প্রমাণ মূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ॥ ১০।১৬।৪৪।

তচ্চ শাস্ত্রম্—মা০ ভা০ ১।১।৩।৩—

ঋগ্ যজুঃ সামথর্ব্বশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূল রামায়ণং চৈব শাস্ত্রমিত্যভিধীয়তে॥

হইলেই পূর্ব্বোক্ত যুক্তির দ্বারা শ্রীকৃষ্ণে সমন্বিত হয়। অন্য কাব্যশাস্ত্র, অলঙ্কারশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, তন্ত্রশাস্ত্র, গান্ধর্ব্ব বা সঙ্গীতশাস্ত্র ও কলাশাস্ত্র সকল শ্রীগোবিন্দদেবের ধীরললিতাদি চরিত্র ও তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য অনুভবের জ্ঞান লাভ করিবার জন্য প্রয়োজন। নীতিশাস্ত্র ও শিল্পশাস্ত্র শ্রীশ্যামসুন্দরের সেবা চাতুরী সিদ্ধির নিমিত্ত পরম প্রয়োজন। আয়ুর্ব্বেদ এবং ধনুর্ব্বেদ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনার প্রতিবন্ধক নিরাকরণের জন্য প্রয়োজন হয়, সুতরাং সকল শাস্ত্রই শ্রীগোবিন্দদেবের সেবার নিমিত্ত প্রয়োজন হইতেছে।

এই বিষয়ে এই প্রকার অনুমান হইবে—বেদান্ত তাৎপর্য্যবিষয় পরব্রহ্ম বাচ্য, যে হেতু তাহা বস্তু ও লক্ষ্য হওয়ায়, যেমন নদীর তট। পরমার্থ সদাদি পদ কাহারও বাচক পদ হওয়া হেতু, ঘট পদ বৎ। সত্য জ্ঞানাদি বাক্য বাচ্যার্থবৎ, যে হেতু তাহা বাক্য, অগ্নিহেত্রাদি বাক্য বৎ। বিপক্ষানুমানে—লক্ষ্যাদি হইবে না যে হেতু ব্রহ্ম বাচ্য নহে। অতএব সকাম মানবেরই কামনা পুর্ণের নিমিত্ত বৃষ্টি প্রভৃতি ফল বিধায়ক রূপে বেদের প্রতীতি হয়, এবং অকাম মানবের তাহা হয় না, কিন্তু জ্ঞানোদজন্য বুদ্ধি শুদ্ধি হয়। সুতরাং "তমেতং" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা পরব্রহ্মের অঙ্গ বা বিভূতিস্বরূপ ইন্দ্রাদিদেবতাগণের অর্চ্চনা করা পরব্রহ্মের অর্চ্চনাই হয় এবং এই শ্রীভগবদ্ বিভূতি দেবতাগণের উপাসনার ফল চিত্তশুদ্ধি মাত্র অন্য সকল পূর্ব্ববৎ বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীদশমে নাগপত্নীগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা যথার্থ-ই যেমন —হে বাচ্য ও বাচক শক্তিযুক্ত আপনাকে নমস্কার, প্রমাণমূলস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে কবি আপনাকে নমস্কার, হে শাস্ত্রযোনি আপনাকে নমস্কার, প্রবৃত্ত ও নিবৃত্ত স্বরূপ আপনাকে নমস্কার, হে বেদস্বরূপ আপনাকে নমস্কার, নমস্কার।

যে সকল শাস্ত্রের দ্বারা পরব্রহ্ম বোধ হয় তাহা এই সকল—ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব এই বেদ-চতুষ্টয়, মহাভারত, পঞ্চরাত্র, মূলরামায়ণ এই সকল শাস্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছেন। অন্যান্য সকল শাস্ত্র

তৎফলন্তু চিত্তশুদ্ধিরেবেত্যন্যৎ প্রাগ্বৎ ॥ ৪ ॥

৫॥ ঈক্ষত্যধিকরণম্ ॥

অথোক্ত বক্ষ্যমাণ সমন্বয়োপপত্তয়ে ব্রহ্মণোঽবাচ্যত্বং নিরস্যতে।

যচ্চানুকূলমেতস্য তচ্চ শাস্ত্রং প্রকীর্ত্তিতম্। অতোঽন্যোগ্রন্থবিস্তারো নৈব শাস্ত্রং কুবর্ত্ম তৎ ॥

অতঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বশাস্ত্রাণাং সমন্বয়ো ভবতীতি সমুদায়াধিকরণার্থ ইতি ॥ ৪ ॥

॥ ইতি সমন্বয়াধিকরণ ব্যাখ্যা ॥ ৪ ॥

বেদান্ততীর্থনির্ম্মিতে ব্যাখ্যানে বেদসূত্রকে। রসিকানন্দভাষ্যে তু তুষ্যতু শ্যামসুন্দরঃ ॥ ৪ ॥

৫ ॥ ঈক্ষত্যধিকরণম্ ॥

বেদাদি সর্ব্বশাস্ত্রেষু বাচ্যত্বমীক্ষতের্হরেঃ। তস্মাদ্ধি শব্দবাচ্যোঽসৌ ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ ॥

অথ যত্র সর্ব্বশাস্ত্রসমন্বয়ো ভবতি, স পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব শব্দবাচ্যমেব ভবতীতি প্রতিপাদয়িতুং 'ঈক্ষত্যধিকরণারম্ভঃ' ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

অথ অধিকরণ চতুষ্টয়েন পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বং মুক্তোপসৃপ্যত্বং সর্ব্ববেদবেদ্যত্বং প্রতিপাদিতম্। অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য শব্দবাচ্যত্বং নিরূপয়িতুমিদমারভ্যন্তে—অথেতি।

যদি এই সকলের অনুকূল হয় তাহারাও শাস্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন। ইহা হইতে অন্য কেবল গ্রন্থবিস্তার মাত্র তাহা শাস্ত্র নহে, কেবল অসৎ পথ প্রদর্শক বা নরকপাতকারী। অতএব শ্রীগোবিন্দদেবেই সকল শাস্ত্রের সমন্বয় হয় ইহাই সমুদায় অধিকরণের অর্থ ॥ ৪ ॥

॥ এই প্রকার চতুর্থ সমন্বয়াধিকরণের ব্যাখ্যা সমাপ্ত ॥ ৪ ॥

শ্রীমদ্ বেদান্ততীর্থ বিরচিত শ্রীরসিকানন্দভাষ্য নামক চতুঃসূত্রীর ব্যাখ্যানের দ্বারা সর্ব্বশাস্ত্রবেদ্য পরমারাধ্য শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু শ্যামসুন্দরদেব পরিতুষ্ট হউন ॥ ৪ ॥

৫ ॥ ঈক্ষত্যধিকরণ—

বেদাদি সকল শাস্ত্রে শ্রীহরির বাচ্যত্ব দেখা যায়, অতএব ভগবান শ্রীশ্যামসুন্দর শব্দবাচ্য হয়েন।

অনন্তর যে শ্রীগোবিন্দদেবে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় হয়, সেই পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব শব্দবাচ্যই হয়েন, তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ঈক্ষত্যধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। অনন্তর ঈক্ষতি অধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই প্রকার অধিকরণ চতুষ্টয়ের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ দেবের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, মুক্তগণের দ্বারা প্রাপ্যত্ব সর্ব্ববেদবেদ্যত্ব প্রতিপাদন করিলেন। অনন্তর শ্রীগোবিন্দ দেবের শব্দবাচ্যত্ব নিরূপণ করিবার নিমিত্ত ঈক্ষত্যধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন—অথ ইত্যাদি।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ" (তৈ· ২।৪।১) ইতি তৈত্তিরীয়কে। "যদ্

অত্র শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদানাং টীকা—১০।৮৭।১ সন্মার্গং সতাং স্বতঃ প্রমাণভূতানাং অপ্রামাণ্য করণ রহিতানাং বেদানাং মার্গং ব্রহ্মপরত্বমঘটমানং মন্বানঃ পৃচ্ছতি—ব্রহ্মন্নিতি। তত্র তাবন্মুখ্যা লক্ষণা গুণভেদেন ত্রিধা শব্দ প্রবৃত্তিঃ, তত্র তাবদ্ রূঢ়িবৃত্তির্ব্রহ্মণি ন সম্ভবতি, গুণবৃত্তিং নিরাকরোতি—নির্গুণোতি, লক্ষণাং যোগঞ্চ নিরাকরোতি—সদসত ইতি। তস্মাৎ শব্দবাচ্যত্ব রহিতত্বেঽপি সম্বন্ধত্রয়েণাখণ্ডার্থবোধকং ভবতি। তেষু—লক্ষ্য লক্ষণসম্বন্ধস্তু তৎত্বং পদয়োঃ তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদি বিশিষ্ট পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধ চৈতন্যেন সহ সম্বন্ধঃ। ইয়মেব ভাগলক্ষণা। অতঃ সাক্ষাৎ প্রতিপাদনাভাবাৎ লক্ষণাবৃত্ত্যা ব্রহ্মণি প্রবর্ত্ততে ইতি অদ্বৈতবাদিনাং আশয়ঃ।

বিষয়ঃ—তন্নিরাকর্ত্তুং ঈক্ষত্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যং নিরূপয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাঃ—'যত' ইতি। যতো যস্মাৎ আনন্দময়াৎ বাচো বেদলক্ষণগিরঃ—সম্যক্ প্রকারেণাপ্রাপ্য মনসা চ সহ নিবর্ত্তন্তে, তস্মাৎ, তৎপ্রতিপাদনাৎ বা নিবৃত্তা ভবন্তি। এবং তৈত্তিরীয়বাক্যেন বিষয়বাক্যং প্রদর্শ্য কেনোপনিষদ্ বাক্যমপি প্রদর্শয়ন্তি—যৎ—আনন্দময়ং বস্তু বাচ্য বেদলক্ষণয়া, অনভ্যুদিতঃ অপ্রকাশিতমপ্রাকৃত বেদবাক্যেনাপি যং প্রকাশয়িতুং ন শক্যতে—যতঃ কাৎস্ন্যেন প্রতিপাদয়িতুমশক্যত্বাৎ। কিন্তু যেন প্রেরিতা বাক্ অভ্যুদ্যতে

এইস্থলে শ্রীধরস্বামিপাদের শ্রীভাগবতের টীকায় এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সন্মার্গ অর্থাৎ সৎগণের স্বত প্রমাণভূত অপ্রমাণকরণ রহিত বেদসকলের মার্গ পরব্রহ্মে ঘটিবে না এই প্রকার মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে ব্রহ্মণ্ ইতি। তাহার মধ্যে মুখ্যা, লক্ষণা এবং গৌণ ভেদে তিন প্রকার শব্দ প্রবৃত্তি হয়। এই স্থলে রূঢ়ি বা মুখ্যবৃত্তি ব্রহ্মে প্রবৃত্তি হয় না, গৌণবৃত্তি নিরাকরণ করিতেছেন—নির্গুণ ইত্যাদির দ্বারা। লক্ষণাবৃত্তি নিরাকরণ করিতেছেন—সদসত ইত্যাদির দ্বারা। সুতরাং শব্দবাচ্যত্ব রহিতেও সম্বন্ধত্রয়ের দ্বারা অখণ্ডার্থ বোধক হয়, তাহার মধ্যে লক্ষ্য-লক্ষণ সম্বন্ধ কিন্তু তৎ ও ত্বং পদের এবং তাহার যে অর্থ সে ও তুমি, এই উভয়ের পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব বিশিষ্ট পরিত্যাগের দ্বারা অবিরুদ্ধ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ। ইহাকেই ভাগলক্ষণা বলে। ইতি। অতএব বেদকর্ত্তৃক সাক্ষাৎ প্রতিপাদনের অভাব হেতু লক্ষণা বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রকার অদ্বৈতবাদিগণের আগ্রহ।

বিষয়—কেবলাদ্বৈতবাদিগণের এই প্রকার আগ্রহকে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ঈক্ষত্যাধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—"যত" ইত্যাদি। যে পরব্রহ্ম আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব হইতে বাক্য অর্থাৎ বেদলক্ষণাবাণী সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্ত না হইয়া মনের সহিত নিবর্ত্তিত হয়, সুতরাং তাহা হইতে,অথবা তাহার প্রতিপাদন হইতে বেদ নিবৃত্ত হয়। এই প্রকার তৈত্তিরীয়োপনিষৎ বাক্যের দ্বারা বিষয় বাক্য প্রদর্শন করিয়া কেনোপনিষৎ বাক্যও বিষয়বাক্য রূপে বর্ণনা করিতেছেন—যাহাকে বাক্য প্রকাশ করিতে পারে না, যাহার দ্বারা বাক্য প্রকাশিত হয়,তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে,

যাচানভ্যুদিতং যেন বাগভ্যুদ্যতে। তদেব ব্রহ্ম ত্বং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে" ॥ (কেন০ ১।৪)
ইতি কেনোপনিষদি চ পঠ্যতে।

তত্র সংশয়ঃ অশব্দম্ ? শব্দবাচ্যং বা ব্রহ্মেতি ?

শ্রুতিস্মারস্যাদশব্দং তদন্যথা স্বপ্রকাশতা হানাৎ। "যতোঽপ্রাপ্য নিবর্ত্তন্তে বাচশ্চ

প্রাণিভিরুচ্চার্য্যতে, ত্বং তদেব ব্রহ্ম বিদ্ধি জানীহি, নেদং যৎ ইদং ইন্দ্রাগ্ন্যাদিরূপং যজ্ঞাদিনা উপাসতে। তস্মাৎ যৎ বিষ্ণু-কৃষ্ণাদি রূপং ব্রহ্ম উপাসতে তৎ যথার্থং ব্রহ্ম ন ভবতি তত্ত্ব, শব্দাগোচরত্বাৎ।

সংশয়ঃ – অত্র সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্বাদি নিত্যালৌকিক গুণগণালঙ্কৃত—পরব্রহ্ম ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বালৌকিকাচিন্ত্যলক্ষণ বেদ শব্দেন বাচ্যঃ ? অবাচ্যঃ, বেদান্তবাক্যগণা ব্রহ্ম প্রকাশয়ন্তি না বা, ইতি সংশয়কারিণামাশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অশব্দং শব্দৈর্ন তৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, কথং ? শ্রুতিস্তু বাক্যাত্মিকা, বাক্যানামেবা-প্রাপ্তেঃ, কাস্তত্র শ্রুতিঃ ?

বেদবাক্য প্রকাশকত্বে দোষমাহুঃ—অন্যথেতি। স্বতঃ প্রকাশকস্য বস্তুনোঽন্যপ্রকাশ্যত্বেন দোষঃ স্যাৎ। পরব্রহ্মণোঽপ্রকাশ্যত্বে শ্রীভাগবত পুরাণ বাক্যমুদাহরতি—যত ইতি। অপ্রাপ্য ইতি—যস্য

যাহা উপাসনা করিতেছ তাহা ব্রহ্ম নহে। অর্থাৎ যে আনন্দময় বস্তু বেদলক্ষণা বাক্যের দ্বারা অনভ্যুদিত অপ্রকাশিত, অপ্রাকৃত বেদবাক্যের দ্বারা যাহাকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, কিন্তু যাহার দ্বারা প্রেরিত বাক্য অভ্যুদিত অর্থাৎ প্রাণীসকলের দ্বারা উচ্চারিত হয়, তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, কিন্তু যে এই ইন্দ্র অগ্নি আদি দেবতা যজ্ঞাদির দ্বারা উপাসনা করিতেছ তাহা ব্রহ্ম নহে। অতএব যাহা বিষ্ণু কৃষ্ণাদিরূপে ব্রহ্মের উপাসনা করা হয় তাহা যথার্থ ব্রহ্ম নহে যথার্থ ব্রহ্ম কিন্তু শব্দের অগোচর। এইটি বিষয় বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার বিষয়বাক্যে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন—সর্ব্বকর্ত্ত সর্ব্বজ্ঞত্বাদি নিত্য অলৌকিক-গুণগণালঙ্কৃত পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বালৌকিক অচিন্ত্যলক্ষণ বেদশব্দের দ্বারা বাচ্য হয়েন ? অথবা বাচ্য হয়েন না ? অথবা—বেদান্তবাক্যসকল পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে, অথবা প্রকাশ করিতে পারে না। এই প্রকার সংশয়কারিগণের অভিপ্রায়, ইহা সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার পক্ষ দ্বয়াত্মক সংশয় সমুপস্থিত হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন —'শ্রুতি- ইত্যাদি। শ্রুতিবাক্যস্মারস্য বশতঃ ব্রহ্ম অশব্দ, অন্যথা শব্দবাচ্য হইলে ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা হানি প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। অশব্দ অর্থাৎ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা যায় না, কেন? যে হেতু শ্রুতি বাক্যাত্মিকা, বাক্যই যখন ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসে তখন বাক্যাত্মিকা শ্রুতির কা কথা, অর্থাৎ শ্রুতি কি প্রকারে ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিবে। বেদবাক্যের দ্বারা

মনসা সহ। অহং চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ ॥ (শ্রীভা০ ৩।৬।৪০) ইতি স্মৃতেশ্চে-ত্যেবং প্রাপ্তে নিরাকর্তুমাহ—

ওঁ ॥ ঈক্ষতের্নাশব্দম্ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।৫।

নাস্তি শব্দো বাচকো যস্মিন্ তদশব্দং, ঈদৃশং ব্রহ্ম ন ভবতি। কিন্তু শব্দবাচ্যমেব তৎ।

জ্ঞানায় প্রবৃত্তা বাচোঽপি মনসা সহ তমপ্রাপ্যৈব ন্যবর্ত্তন্তে, দুর্জ্ঞেয়ত্বাৎ" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং কেবলাদ্বৈতবাদিনাং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সতি সিদ্ধান্তমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ঈক্ষতেরিতি। বেদ প্রতিপাদ্য-সর্ব্বশক্তিমান্-স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দদেবোঽ 'শব্দং' বেদবাচ্য রহিতং 'ন' অপিতু সর্ব্ববেদবাচ্যমেব, কুতঃ? ঈক্ষতেঃ—সর্ব্বেষু বেদেষু ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গৈর্ব্বিশেষেণ বাচ্যত্বাৎ। নাস্তি শব্দো বাচক ইতি—শব্দো দ্বিধা—ধ্বন্যাত্মকঃ, বর্ণাত্মকশ্চ। তত্র ধ্বন্যাত্মকস্তাবৎ ভের্য্যাদৌ। বর্ণাত্মকশব্দ এব সর্ব্বেষাং ব্যবহারযোগ্যো ভবতি। তথাহি শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তুভে—১।৩,

মূলাধারাৎ প্রথমমুদিতো যস্তু তারঃ পরাখ্যঃ পশ্চাৎ পশ্যন্ত্যথ হৃদয়গো বুদ্ধিযুঙ্মধ্যমাখ্যঃ।
বক্ত্রে বৈখর্য্যথ রুদিষোরস্য জন্তোঃ সুষুম্না বদ্ধস্তস্মাদ্ ভবতি পবন প্রেরিতো বর্ণসঙ্ঘঃ ॥

ব্রহ্মের প্রকাশকত্ব স্বীকার করিলে যে দোষ হইবে তাহা বলিতেছেন—'অন্যথা' ইত্যাদি। স্বতঃ প্রকাশ বস্তুর অন্য প্রকাশকত্বে দোষ হয়। পরব্রহ্ম যে প্রকাশ্য বস্তু নহে তাহা শ্রীভাগবত পুরাণের বাক্য দ্বারা উদাহৃত করিতেছেন—'যত' ইতি। বাক্য মনের সহিত যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, আমি এই দেবগণ ও ফিরিয়া আসে, সেই শ্রীভগবানকে নমস্কার করি। শ্রীস্বামিপাদ এই শ্লোকের টীকায় এই প্রকার বলিয়াছেন—যাহার জ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়া বাক্য মনের সহিত তাহাকে না পাইয়াই ফিরিয়া আসে, যে হেতু সে পরম দুর্জ্ঞেয় বস্তু। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মের শব্দবাচ্যতা নিরাকরণ হইল। ইহা পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার কেবলাদ্বৈতবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে পরে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ—ঈক্ষতে ইতি। সর্ব্ববেদ প্রতিপাদ্য, সর্ব্বশক্তিমান, স্বভিন্ন সর্ব্বনিয়ামক শ্রীগোবিন্দ দেব অশব্দ অর্থাৎ বেদবাচ্যরহিত নহেন, কিন্তু তিনি সর্ব্ববেদবাচ্য, ইহা কি প্রকারে সম্ভব হয়? দেখা যায় সকল বেদের মধ্যেই ষড়্বিধতাৎপর্য্যলিঙ্গের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবই বিশেষরূপে বর্ণিত হওয়া হেতু। যাহাতে শব্দবাচক নাই তাহা অশব্দ, এই প্রকার ব্রহ্ম নহে, কিন্তু শব্দবাচ্যই ব্রহ্ম, কেন? এই রূপই শাস্ত্রে দেখা যায়।

শব্দবাচক নাই, এই বাক্যের বিস্তৃত অর্থ—শব্দ দ্বিবিধ, ধ্বন্যাত্মক এবং বর্ণাত্মক। তাহার মধ্যে ভেরী পটহ বেণু প্রভৃতি ধ্বন্যাত্মক শব্দ। এবং বর্ণাত্মক শব্দই সকলের ব্যবহার যোগ্য শব্দ হয়। এই বিষয়ে শ্রীমদলঙ্কার কৌস্তুভে এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন—মূলাধার হইতে যে প্রথম তার শব্দের উদয়

টীকা চ শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদানাং—সুবোধিন্যাম্-যস্তু তারো নাদো বর্ণরূপঃ সন্ নাভিরূপ-মূলাধারাৎ প্রথমমুদয়ং প্রাপ্তশ্চেৎ 'পরা' ইত্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য তথা ভূতো ভবতি। অথানন্তরং পশ্চাৎ স এব তারো হৃদয়ং চিত্তং গতশ্চেৎ তদা 'পশ্যন্তি' ইত্যাখ্যো ভবতি। বুদ্ধিযুক্তশ্চেৎ 'মধ্যমা' আখ্যাঃ, বক্তে, কণ্ঠেগতশ্চেৎ 'বৈখরী' ইত্যাখ্যা সংজ্ঞা যস্য তথাভূতঃ। প্রণব ঘটকীভূত নাদস্য স্বরূপানুভবস্তু রোদনসময়ে নাসিকা দ্বারা যথা কথঞ্চিৎ ভবতীতি—আহ—রুরুদিষোর্জন্তোর্নাসা মধ্যস্থিত সুষুম্নানাড্যা বদ্ধঃ, তথা চ নাসা দ্বারৈব যথা কথঞ্চিন্ 'নাদ' স্বরূপঃ প্রত্যক্ষো ভবতীতি ভাবঃ। ননু নাদস্য সর্ব্বোৎকর্ষঃ কুতঃ ? তত্রাহ—তস্যাপীতি, বেদাদি—অখিল-পদার্থসিদ্ধের্হেতুত্বেন এব তস্য সর্ব্বোৎকর্ষ ইতি ভাবঃ।

দ্বিতীয় কিরণে চ—৫-৬—তেন নাদস্য নিত্যত্বাত্তদাত্মকস্য 'ওঙ্কারস্য' চ নিত্যত্বম্। তদাত্মকস্য বর্ণসমূহস্য চ তথা। বস্তুতস্তু নিত্যতয়া এব তেষামিত্যয়মান্তরঃ স্ফোটঃ। তত্র পূর্ব্ব-পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণাভিব্যক্ত—তত্তৎ সংস্কার সহকৃত চরম বর্ণ সংস্কার নিষ্ঠ পদজন্য একপদার্থ প্রত্যায়কতা—পদ স্ফোটঃ। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদোচ্চারণাভিব্যক্ত—তত্তৎ সংস্কার সহকৃত চরম পদ-সংস্কারনিষ্ঠ বাক্য জন্য একবাক্যার্থ

হয় তাহাকে পরা শব্দ বলে, সেই পরা শব্দ হৃদয়স্থিত হইলে তাহাকে পশ্যন্তী শব্দ বলে, পুনরায় তাহা বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে মধ্যমা নামে অভিহিত হয়। যখন তাহা বদনে প্রকাশ পায় তখন তাহাকে বৈখরী বলে, রোদন করিবার ইচ্ছুক ব্যক্তির সুষুম্না নাড়ী দ্বারা বদ্ধ হইয়া পবনের প্রেরণায় 'অ'কারাদি বর্ণসকল হয়। শ্রীমদ্ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদ এই শ্লোকের টীকায় এই প্রকার বলিয়াছেন—যে তার নামক নাদ বর্ণরূপ হইয়া নাভিরূপ মূলাধার হইতে প্রথম উদয় প্রাপ্ত হইয়া 'পরা' এই প্রকার সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অনন্তর সেই তার হৃদয় বা চিত্তগত হইলে তখন তাহার নাম 'পশ্যন্তী' হয়, পুনরায় সেই নাদ বুদ্ধির সহিত যুক্ত হইলে 'মধ্যমা' নাম ধারণ করে। তার মুখে ও কণ্ঠে গমন করিলে 'বৈখরী' এইরূপ নাম ধারণ করে। প্রণব ঘটকীভূত নাদের স্বরূপানুভব কিন্তু রোদন সময়ে যথা কথঞ্চিৎ হইয়া থাকে তাহাই বলিতেছেন—রোদন করিবার ইচ্ছাকারি মানবের নাসিকা মধ্যস্থিত সুষুম্না নাড়ীর দ্বারা আবদ্ধ, অর্থাৎ নাসিকা দ্বারাই যথা কথঞ্চিৎ যৎ সামান্যরূপে নাদ স্বরূপের প্রত্যক্ষ হয়। যদি বল এই নাদের সর্ব্বোৎকর্ষতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? তাহাই বলিতেছেন—তাহারও ইত্যাদি। বেদাদি অখিল পদার্থ সিদ্ধত্বেন হেতু বা কারণ হওয়ায় নাদব্রহ্মেরই সর্ব্বোৎকর্ষ সিদ্ধ হয় ইহাই ভাবার্থ।

দ্বিতীয় কিরণে—এই কারণে নাদের নিত্যতা হেতু নাদাত্মক ওঁকারেরও নিত্যতা সিদ্ধ হইল, প্রণবের নিত্যতা হেতু প্রণবাত্মক বর্ণসমূহেরও নিত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। বস্তুতস্তু বর্ণসকলের নিত্যতা হেতু এই আন্তরস্ফোট সিদ্ধ হয়, তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বর্ণোচ্চারণের দ্বারা অভিব্যক্ত সেই সেই সংস্কার সহকৃত চরম বর্ণ সংস্কার নিষ্ঠ পাদ জন্য একপদার্থ প্রত্যয় যাহার দ্বারা হয় তাহাকে পদস্ফোট বলে। এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব পদোচ্চারণের দ্বারা অভিব্যক্ত সেই সেই সংস্কার সহকৃত চরম পদ সংস্কার নিষ্ঠ বাক্য জন্য

কুতঃ ? ঈক্ষতেঃ। "তং ত্বৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি" (বৃ০ ৩।৯।২৬) ইতি প্রষ্টব্যস্য পুরুষস্য ঔপনিষদসমাখ্যাদর্শনাদিত্যর্থঃ। ভাবে তিপ্ প্রত্যয়স্ত্বার্ষঃ। "সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি" (কঠ০ ১।২।১৫) ইত্যাদি বাক্যেভ্যশ্চ।

প্রত্যায়কতা বাক্যস্ফোটঃ। এতদুভয়লক্ষণং শব্দব্রহ্ম" ইতি। তথাচ—শ্রীমদাচার্য্যপাদাঃ—তত্ত্বসন্দর্ভস্যানু ব্যাখ্যায়াম্ "অতএব স্ফোটরূপত্বাদ্ বেদস্য নিত্যত্বম্" অতঃ—শ্রীশবরস্বামিপাদাঃ—১।৫।৫ পু০মী০ "বর্ণা এব তু শব্দ ইতি" তস্মাৎ—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—১।১, "নারায়ণাদুদ্ভূতোঽয়ং বর্ণক্রমঃ" বালতোষণী টীকা চ—অয়ং অরামাদি হরামান্তো বর্ণক্রমঃ নারায়ণাৎ প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ-সর্ব্বকারণভূততত্ত্বেঽপি সর্ব্বাম্নায়-তৎকারণ বক্তুরুদ্ভূত উৎপন্ন ইত্যন্বয়ঃ। তে চ—অষ্টৌ স্থানানি বর্ণানামুরঃ কণ্ঠঃ শিরস্তথা। জিহ্বামূলঞ্চ দন্তাশ্চ নাসিকোষ্ঠৌ চ তালু চ॥ শ্রীভগবত এতেভ্যঃ স্থানেভ্যো বর্ণানাং প্রথমদর্শনমিতি শ্রীমদ্ গৌড়ীয়-বেদান্তবিদুষাং সিদ্ধান্তঃ। ঈক্ষতেঃ' ইতি ধাত্বর্থ নির্দ্দেশোঽভিপ্রেতঃ, যজতেঃ' ইতি বৎ, ন তু ধাতু-নির্দ্দেশঃ। অত্র—ইক্ শ্তিপৌ ধাতুনির্দ্দেশে' হ০না০ব্যা০ ৫।৪৫৪, ইতি ধাতুশঙ্কা নিবারণায় ধাত্বর্থ ইতি নির্দ্দেশঃ।

একবাক্যার্থ প্রত্যয় যাহার দ্বারা হয় তাহাকে বাক্যস্ফোট বলে। এই উভয় লক্ষণযুক্ত শব্দব্রহ্ম। এই স্ফোট সম্বন্ধে শ্রীমদাচার্য্যপাদ তত্ত্বসন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—অতএব বেদের স্ফোটরূপত্ব হেতু নিত্যতা জানিতে হইবে। অতএব মীমাংসা দর্শনের ভাষ্যকার শ্রীশবরস্বামী বলেন– বর্ণ-ই শব্দ। সুতরাং শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বলেন——নারায়ণ হইতে ক্রমপূর্ব্বক বর্ণসকল উদ্ভূত হইয়াছে। শ্রীহরেকৃষ্ণা-চার্য্যের টীকা—এই 'অ'রামাদি 'হ'রামান্ত বর্ণক্রম শ্রীনারায়ণ অর্থাৎ প্রপঞ্চাপ্রপঞ্চ সর্ব্বকারণরূপ হইলেও সর্ব্বাম্নায় এবং বেদের কারণ-বক্তা শ্রীনারায়ণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। সেই বর্ণসকল শ্রীনারায়ণের অষ্ট-স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে—যেমন—উরঃ, কণ্ঠ, শির জিহ্বামূল, দন্ত, নাসিকা, ওষ্ঠ এবং তালু। শ্রী-ভগবানের এই স্থান হইতে বর্ণসকলের প্রথমদর্শন হইয়াছে ইহাই শ্রীমদ্ গৌড়ীয়বেদান্ত বিদ্বান আচার্য্যগণের সিদ্ধান্ত।

ঈক্ষতি' এই শব্দটির অর্থ ধাত্বর্থ, অর্থাৎ ক্রিয়া। যজতে, যেমন ক্রিয়া, ধাতু নহে, সেই প্রকার ঈক্ষতিও ক্রিয়া, ধাতু নহে। এই বিষয়ে—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে বলেন—ইক্ প্রত্যয়, তিপ্ প্রত্যয় ধাতু নির্দ্দেশে প্রয়োগ হয়, যেমন ভূ ধাতু নির্দ্দেশে ভবতি, সেই প্রকার ঈক্ষ-ঈক্ষতি ধাতু নির্দ্দেশ, এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য ধাত্বর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীভগবানের শব্দবাচ্যত্ব যে দেখা যায় তাহা শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন-তোমাকে উপনিষৎ প্রতিপাদিত পুরুষকে জিজ্ঞাসা করিতেছি ? এই প্রকার প্রমাণের দ্বারা জিজ্ঞাস্য পুরুষের উপনিষদ প্রতিপাদ্যতা শাস্ত্রে দেখা যায়। ঈক্ষতেঃ এই স্থলে ভাব বাচ্যে আর্ষ প্রয়োগ। এই প্রকার—বেদসকল যাঁহার পদ স্থান নিরূপণ করেন।

অশব্দং তু কাৎ´স্ন্যেনাশব্দিতত্বাৎ। দৃষ্টোঽপিমেরুঃকাৎ´স্ন্যেনাদর্শনাদদৃষ্টঃ কথ্যতে। অন্যথা "যতঃ" (তৈং ২।৪।১) ইতি। "অপ্রাপ্য" (তৈং ২।৪।১) ইতি। "অনভ্যুদিতম্" (কেন০ ১।৪) ইতি। "তদেব ব্রহ্ম" (কেন০ ১ ৪) ইতি ব্যাকুপ্যাৎ। স্বাত্মনা বেদেন জ্ঞাপনং খলু স্বপ্রকাশতয়া ন বিরুদ্ধ্যতে। তস্য স্বাত্মকত্বং তু উপরি (১।৩।৭।২৯) বক্ষ্যতে। তস্মাৎ শব্দবাচ্যং ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

নন্ু—অশব্দং হি তৎ। তথাহি—'অশব্দম্' কঠ০ ১।৩।১৫, অব্যবহার্য্যং—অগ্রাহ্যং-অলক্ষণম্' মাণ্ডু০—৭। এবঞ্চ শ্রীদশমে—১০।১৪।৩৪—'ত্বদ্যাপি যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব' পুনঃ ১০।৪৭।৫১, 'শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্'। তস্মাৎ ব্রহ্ম শব্দবাচ্যো ন ভবতি, কিন্তু ভাগলক্ষয়া কথঞ্চিৎ তৎ জ্ঞাপয়তীতি চেৎ—ন, কাৎস্নে´্যন—সাকল্যেন প্রতিপাদনসামর্থ্যাভাবাৎ। দৃষ্টান্তেন কথয়ন্তি—দৃষ্টোঽপীতি। স্বাত্মনা- ইতি। বেদ খলু স্বয়মেব শ্রীভগবান্ 'তথাহি শ্রীভাগবতে—৬।১।৪০, বেদো নারায়ণঃ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভুঃ' তস্য বেদস্য শ্রীভগবৎ স্বরূপত্বং তৃতীয়পাদে বক্ষ্যতে।

ইত্যাদি বাক্যসকলের দ্বারা শ্রীগোবিন্দদেবের শব্দবাচ্যত্ব নিরূপণ করা হইল।

যদি বল—ব্রহ্ম শব্দবাচ্য নহে কারণ শাস্ত্রে ব্রহ্মকে—অশব্দ, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য, অলক্ষণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রকার শ্রীদশমে বলিয়াছেন—যাঁহার শ্রীচরণ রজ আজ পর্য্যন্ত শ্রুতি অন্বেষণ করেন। পুনরায়—শ্রুতিগণ কর্তৃক আজ পর্য্যন্ত অন্বেষিত হয়। সুতরাং ব্রহ্ম শব্দবাচ্য নহে, কিন্তু ভাগলক্ষণা দ্বারা কথঞ্চিং কোন প্রকারে জ্ঞাপিত করে। এই শঙ্কার উত্তরে বলিব—কাৎ´স্ন্যেন শব্দ বাচ্য না হওয়ায় অশব্দ ব্রহ্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। কাৎ´স্ন্যেন অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন সামর্থ্যের অভাব, বেদ পরব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিপাদন করিতে পারে না তাহা দৃষ্টান্তের দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—দৃষ্ট ইত্যাদি। যেমন সুমেরু পর্বতকে দেখিয়াও দেখি নাই বলে অর্থাৎ সুমেরু পর্ব্বত এত বৃহৎ যে তাহাকে সম্পূর্ণ রূপে কেহই দেখিতে পায় না, অতএব কেহই তাহাকে দেখিয়াছি বলিয়া বলে না সেই রূপ পরব্রহ্মের রূপ গুণ, মাধুর্য্য, ভগবত্বাদির কোন একটাগুণেরও পার না পাইয়া শাস্ত্র তাঁহাকে অবাচ্য বা অশব্দ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। অন্যথা—যদি শ্রীভগবান শাস্ত্রবাচ্য না হয়েন তবে—যাহা হইতে, না পাইয়া যাহাকে প্রকাশ করে না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে, ইত্যাদি বাক্যের অপলাপ হইবে। বেদ প্রতিপাদ্যত্বে স্বপ্রকাশতা হানির যে শঙ্কা করিয়াছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, নিজস্বরূপ বেদের দ্বারা নিজেকে জ্ঞাপন করা স্বপ্রকাশতার কোন প্রকার হানি হইবে না। স্বাত্মনা ইতি—বেদ স্বয়ং শ্রীভগবান্, তাহা শ্রীভাগবতে ধর্ম্মরাজ যম বলিয়াছেন—বেদশাস্ত্র সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভু, শ্রীনারায়ণ। সুতরাং বেদের শ্রীভগবৎস্বরূপতা তৃতীয়পাদে বলা হইবে।

স্যাদেতৎ। বাচ্যত্বেনেক্ষিতঃ পুরুষঃ সগুণোঽস্তু, তত্র গৃহীতশক্তয়ো বেদাঃশুদ্ধে পূর্ণে বাচ্যলক্ষণয়া পর্য্যবস্যেয়ুরিতি চেত্তত্রাহ -

ওঁ ॥ গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।৬।

সঙ্গতিঃ—তস্মাৎ পরব্রহ্ম ঔপনিষৎ পুরুষঃ সর্ব্ববেদবাচ্যঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ শব্দবাচ্যমেব, ন তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্যঃ ॥ ৫ ॥

যদি সর্ব্বশব্দাবাচ্যে ব্রহ্মণি শাস্ত্রাদি র্ন প্রবর্ত্ততে তর্হি উপাস্যোপাসকভাবো নোপপদ্যতে, অতঃ তত্র লক্ষণয়া বৃত্ত্যা মাত্র প্রতিপাদ্যতে, ইত্যেবমস্মাকং মতং। তদ্ যদি ভবদ্‌ভ্যো ন রোচতে তদা ভবদুক্ত-শব্দবাচ্যমেবাস্তু ব্রহ্ম' ইত্যাশয়েনাহুঃ—স্যাদিতি। যদ্যপি তত্ত্বতো নিরস্ত সমস্তোপাধিরূপং ব্রহ্ম, তথাপি ন তেন রূপেণ শক্যমুপদেষ্টুমিতি, উপহিতেন রূপেণ উপদেষ্টব্যমিতি আহুঃ—বাচ্যত্বেনেতি। ইত্যেবং শঙ্কায়া-মুত্তরমাহ-শ্রীবাদরায়ণঃ—গৌণেতি। সর্ব্ববেদবাচ্যঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ সগুণত্বাৎ চেৎ—(যদি) গৌণঃ ন, তত্রৈব আত্মশব্দ শ্রবণাৎ। বেদবাচ্যত্বেন সর্ব্বত্র পরিদৃষ্টঃ—অসৌ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, সত্ত্বোপাধিক

সঙ্গতি—অতএব ব্রহ্মাদি সংচিন্ত্যচরণ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর পরব্রহ্ম ঔপনিষৎ পুরুষ সর্ব্ববেদবাচ্য শ্রীগোবিন্দদেব শব্দবাচ্যই, অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্র প্রমাণগম্য, কিন্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণগম্য নহেন ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ৫ ॥

এই স্থলে কেবলাদ্বৈতবাদিগণের বক্তব্য এই প্রকার—যদি সর্ব্বশব্দ অবাচ্যে ব্রহ্মে বেদাদি শাস্ত্রের প্রবৃত্তি না হয় তাহা হইলে উপাস্য-উপাসকভাবের উপপত্তি হইবে না, সুতরাং মুখ্যবৃত্তিতে প্রতি-পাদন না করিয়া ব্রহ্মকে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা প্রতিপাদন করে মাত্র ইহাই আমাদের মত বা সিদ্ধান্ত। আমাদের এই সিদ্ধান্ত যদি আপনাদিগের রুচির বিষয় না হয়, আপনাদের কথিত ব্রহ্মশব্দবাচ্যই হউক, এই প্রকার বাদিগণের অভিপ্রায় মনে করিয়া বলিতেছেন—তাহাই হউক। যদ্যপি তত্ত্বত ব্রহ্ম নিরস্ত সমস্ত উপাধি সম্বন্ধ, তথাপি নিরুপাধিক রূপে কেহ তাহাকে উপদেশ করিতে সমর্থ হয় না, সুতরাং উপহিত বা উপাধিযুক্ত রূপেরই উপদেশ হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—'বাচ্যত্বেন' ইত্যাদি। বেদকর্ত্তৃক বাচ্যত্ব রূপে প্রতিপাদিত ঈক্ষিত পুরুষ বা ব্রহ্ম সগুণ হউক, বেদসকল সেই পূর্ণস্বরূপে শক্তিগ্রহণ করিয়া বাচ্য লক্ষণার দ্বারা সগুণব্রহ্মে পর্য্যবসিত হউক। এই প্রকার শঙ্কার উদ্‌ভাবন করিলে উত্তর প্রদান করিতেছেন —শ্রীভগবান্ বাদরায়ণ—'গৌণ' ইত্যাদি। সর্ব্ববেদবাচ্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব সগুণ ব্রহ্ম হওয়ার কারণ যদি গৌণ বলেন, কিন্তু তাহা নহে, কারণ তাঁহাতেই আত্মশব্দের প্রয়োগ শ্রবণ করা যায়। ইহাই সূত্রার্থ।

বেদবাচ্যত্ব রূপে সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট এই শ্রীগোবিন্দদেব সত্ত্বোপাধিক সগুণ ব্রহ্ম নহেন, যে হেতু তাঁহাকে আত্মশব্দের দ্বারা অভিহিত করা হইয়াছে। বেদান্তসারে সত্ত্বোপাধিক এই প্রকার বর্ণন

বাচ্যত্বেন দৃষ্টোঽসৌসত্ত্বোপাধিকো ন ভবেৎ, কুতঃ? আত্ম শব্দাৎ। "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ" (বৃ° ১।৪।১) ইতি বাজসনেয়কে। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ, স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা" (ঐ° ১।১।১) ইতি ঐতরেয়কে চ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বস্য পুরুষস্যাত্মশব্দেনাভিধানাৎ।

ইতি—(বেদান্তসারে—৩৪) সদসদ্‌ভ্যামনির্ব্বচনীয়ং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি-ভাবরূপং যৎকিঞ্চিৎ লক্ষণ লক্ষিতমজ্ঞানং সমষ্টি ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ একমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। ইয়ং অজ্ঞানসমষ্টিরুৎকৃষ্টোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধানা। এতৎ সমষ্টি অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণকং, অব্যক্তং অন্তর্য্যামি জগৎকারণং "ঈশ্বরঃ" ইতি চ ব্যপদিশ্যতে। ইত্যেবমদ্বৈতবাদিনঃ সমষ্টি-অজ্ঞানোপহিত-বিশুদ্ধসত্ত্ব প্রধান গুণযুক্ত ঈশ্বরো বেদবাচ্যরূপেণ স্বীক্রিয়তে। তৎ সম্ভাবনাপি নাস্তীত্যাহুঃ—ন ভবেৎ। অত্র বেদবাচ্যস্য শ্রীহরের্ন সত্ত্বোপধিকত্বমপিতু বাচ্যত্বরূপেণাত্মশব্দ শ্রবণাৎ।

তথাহি শুক্লযজুর্ব্বেদীয়—বাজসনেয়কশাখায়াং বৃহদারণ্যকোপনিষদি—ইদং নামরূপ প্রপঞ্চাত্মকং জগৎ, অগ্রে—সৃষ্টেঃ প্রাক্ পুরুষবিধঃ পুরুষস্য বিধা ইব যস্য পরম কমনীয় হস্ত-পদাদিযুক্ত-নরাকৃতি-পরব্রহ্ম আত্মা এব আসীৎ। অথ ঋগ্‌বেদান্তর্গতা ঐতরেয়োপনিষৎ বাক্যং প্রমাণয়ন্তি—আত্মা—যচ্চাপ্নোতি যদা-দত্তে যচ্চাত্তি বিষয়ানিহ। যচ্চাস্য সন্ততো ভাবঃ তস্মাদাত্মেতি কথ্যতে। ইতি লিঙ্গপুরাণাৎ—(৯৬)

করিয়াছেন—সৎ বা অসৎ শব্দের দ্বারা যাহার কোন প্রকার নিরূপণ হয় না, যাহা জ্ঞানের বিরোধি ত্রিগুণাত্মক, ভাবরূপ, যৎ কিঞ্চিৎ লক্ষণের দ্বারা লক্ষিত যে অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে এক ও অনেক রূপে ব্যবহার হইয়া থাকে। এই অজ্ঞান সমষ্টি উৎকৃষ্ট উপাধি হেতু বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান। এই বিশুদ্ধ সত্ত্ব-প্রধান অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণযুক্ত, অব্যক্ত অন্তর্য্যামী, জগৎ কারণ 'ঈশ্বর' ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়। এই অদ্বৈতবাদিগণ সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত বিশুদ্ধ সত্ত্ব প্রধান গুণযুক্ত 'ঈশ্বর' বেদাদি শাস্ত্রের দ্বারা বাচ্য স্বীকার করেন। শ্রীমদ্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—এই প্রকার সিদ্ধান্তের সম্ভাবনাও দেখা যায় না, কারণ তাহা সম্ভব নহে। এই বেদবাচ্য শ্রীহরির সত্ত্বোপাধিক গুণ কোন প্রকারে যুক্তি সঙ্গত নহে। কিন্তু শ্রীহরি বেদবাচ্যরূপেই আত্ম শব্দবাচ্য ইহা শ্রুতি সিদ্ধ।

এই বিষয়ে শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসয়নেকশাখায় বৃহদারণ্যক উপনিষদে বলিয়াছেন—পুরুষবিধ আত্মাই সৃষ্টির অগ্রে ছিল। এই নাম-রূপ-প্রপঞ্চাত্মক জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে পুরুষবিধ অর্থাৎ পুরুষের ন্যায় বিধ যাহার, পরম কমনীয় হস্ত-পদাদিযুক্ত নরাকৃতি পরব্রহ্ম আত্মাই ছিল। অনন্তর ঋগ্‌বেদান্তর্গত ঐত-রেয় উপনিষৎ বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—সৃষ্টির অগ্রে আত্মাই ছিল, অন্য কিছুই ছিল না, সে ঈক্ষণ করিল, আমি লোকসকল সৃজন করিব, শ্রীলিঙ্গপুরাণে আত্মা শব্দের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—যে ব্যাপক, যে গ্রহণ করে, যে বিষয় সকল ভক্ষণ করে, যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান তাহাকেই আত্মা বলিয়া কীর্ত্তন

তস্য শব্দস্য পূর্বে ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তত্বা প্রাগভানি (১।১।৪।৪) "বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্ ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ (শ্রী ভা° ১।২।১১) "শুদ্ধে

আপ্নোতি, আদত্তে, অত্তি, অততীতি আত্মা, তচ্চ—আপ্তিঃ—যথার্থ জ্ঞানং ব্যাপ্তিশ্চ আদত্তে—কারণাৎ কার্য্যমাবির্ভাবয়তি, ভক্তদত্ত-উপকরণানি গৃহ্নাতি বা। অত্তি—ভুঙ্‌ক্তে 'অশ্নামীতি' ৯।২৬ শ্রীগীতাসু, সংহরতি বা, 'যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবত ওদনঃ॥ কঠ° ১।২।২৫। অততি—সর্ব্বদাস্তি, যদ্বা—ভক্তরক্ষণায় প্রপঞ্চেঽবতরতীতি। এতাদৃশ আত্মা এক এব অগ্রে জগৎ সৃষ্টেঃ প্রাগাসীৎ। সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিমান্ স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকঃ শ্রীগোবিন্দদেব আসীদিতি 'এব' কারস্যাভিপ্রায়ঃ। নান্যদিতি—মিষৎ-প্রকাশমানং আত্মানং মুমুক্ষোপাস্যং শ্রীগোবিন্দদেবং ঋতে অন্যৎ পঞ্চ প্রপঞ্চিত জগৎ ন কিঞ্চিদাসীদিতি শ্রুতেরাশয়ঃ। স সর্ব্বকর্ত্তা ঈক্ষত পর্য্যালোচয়ত, "ঈক্ষণং পর্য্যলোচনম্" ইদমিত্থপ্রকারেণ লোকান্ ভুবনান্ সৃজা—সৃজানীতি সঙ্কল্পয়ামাস। ইতি।

ন চাজ্ঞান সমষ্ট্যুপহিত-ঈশ্বরচৈতন্য এব জগৎকর্ত্তা ইতি বাচ্যম্, শ্রুতহানিরশ্রুতকল্পনাপত্তেঃ, অপসিদ্ধান্তাপত্তেঃ, জন্মাদ্যধিকরণদত্ত তিলাঞ্জলিঃস্যাৎ। অথাত্মাশব্দস্য ব্রহ্মণি মুখ্যবৃত্তিতা প্রতিপাদয়িতুমাহুঃ—তস্যেতি। প্রাগভানি—সমন্বয়াধিকরণে। (১।১।৪।৪) অত্র আত্মাশব্দেন শ্রীকৃষ্ণ এব বোধ্যতে,

---

করে। আপ্নোতি, আদত্তে, অত্তি, অততি, যাঁহার এই সকল গুন আছে তিনি আত্মা। তাহা এই প্রকার—আপ্তি যথার্থ জ্ঞান ও ব্যাপ্তি, আদত্তে—কারণ হইতে কার্য্য আবির্ভাব করেন। অথবা ভক্ত প্রদত্ত উপকরণ সকল গ্রহণ করেন। অত্তি—ভোজন করেন, শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—আমি ভোজন করি। অথবা সংহার কর্ত্তা—যাঁহার ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় যুক্ত এই জগৎ ওদন অর্থাৎ ভোজন সামগ্রী। অততি—সর্ব্বদা যিনি আছেন, অথবা শ্রীভক্তগণকে রক্ষার নিমিত্ত প্রপঞ্চে অবতার গ্রহণ করেন। এতাদৃশ আত্মা জগৎসৃষ্টির অগ্রে একাকী ছিলেন। সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্, স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক আত্মাশব্দবাচ্য শ্রীগোবিন্দদেব একমাত্র ছিলেন ইহাই 'এব' কারের অভিপ্রায়।

অন্য কেহ ছিল না, মিষৎ—অর্থাৎ প্রকাশমান আত্ম মুমুক্ষোপাস্য শ্রীগোবিন্দদেব বিনা অন্য পঞ্চ প্রপঞ্চিত জগৎ প্রভৃতি কিছুই ছিল না ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায়। সেই সর্ব্বকর্ত্তা ঈক্ষত—পর্য্যালোচনা করিলেন ঈক্ষণ অর্থাৎ পর্য্যালোচনা, এই ব্রহ্মাণ্ড এই প্রকারে ও ইন্দ্রাদিলোকসকল এইরূপে সৃষ্টি করিব ইহা সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

যদি বলেন সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বর চৈতন্যই জগৎ কর্ত্তা, এই কথা বলিতে পারেন না, তাহাতে শ্রুত হানি অশ্রুত কল্পনা দোষ হয় এবং অপসিদ্ধান্তাপত্তি দোষও হয়, তথা জন্মাদ্যধিকরণকেও তিলাঞ্জলি প্রদান করতঃ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। সুতরাং সৃষ্টির পূর্ব্বে অবস্থিত পুরুষের আত্মা শব্দের দ্বারা বর্ণন করা হইয়াছে। অনন্তর আত্ম শব্দের যে পরব্রহ্মেই মুখ্যবৃত্তি তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত

মহাবিভুত্যাখ্যে পরে ব্রহ্মণি শব্দ্যতে। মৈত্রেয়! ভগবচ্ছব্দঃ সর্ব্বকারণকারণে" ॥ (শ্রীবি০

ইতি প্রতিপাদয়ন্তি-শ্রীভাগবত মহাপুরাণপ্রমাণেন—বদন্তীতি। জীবস্য জীবনস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা এব ফলম্। কিং তৎ তত্ত্বমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্ত্ববিদস্ত তদেব তত্ত্বং বদন্তি কিং তৎ যৎ জ্ঞানং নাম। জ্ঞানং চিদেকরূপং অদ্বয়ত্বঞ্চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশতত্ত্বান্তরাভাবাৎ, স্বশক্ত্যেকসহায়ত্বাৎ, পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধ-ত্বাচ্চ। তত্ত্বমিতি—পরম পুরুষার্থতা দ্যোতনায় পরম সুখরূপত্বং তস্য জ্ঞানস্য বোধ্যতে। অতএব তস্য নিত্যত্বঞ্চ দর্শিতম্। অত্র শ্রীমদ্ ভাগবতাখ্য এব শাস্ত্রে ক্বচিদন্যত্রাপি তদেকং তত্ত্বং ত্রিধা শব্দ্যতে। ক্বচিদ্ ব্রহ্মেতি, ক্বচিৎ পরমাত্মেতি, ক্বচিদ্ ভগবানিতি চ। তত্র শক্তি বর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে। অন্তর্য্যামিত্বময় মায়াশক্তি প্রচুর চিচ্ছক্ত্যংশ বিশিষ্টং পরমাত্মেতি। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি। তস্মাদাত্মাশব্দেন প্রাকৃতগুণাস্পৃষ্টাপ্রকৃতগুণগণালঙ্কৃত সর্ব্বকর্ত্তা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এব গম্যতে।

এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় মৈত্রেয় পরাশর সংবাদে ভগবচ্ছব্দস্য শুদ্ধে, ন তু মায়োপাধিযুক্তে মুখ্যপ্রয়োগ দৃশ্যতে—শুদ্ধেতি। শব্দ্যতে—ইত্যনেন বেদবাচ্যত্বং গম্যতে। নহীতি—ব্রহ্ম, ব্রহ্মশব্দবাচ্যো ন বা?

বলিতেছেন—তস্য ইত্যাদি। আত্মা শব্দের পূর্ণব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেই মুখ্যবৃত্তি পূর্ব্বে বর্ণন করা হইয়াছে (১।১।৪।৪)। এই স্থলে আত্মা শব্দের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকেই বোধ করায়, এই প্রকার প্রতিপাদন শ্রীভাগবত মহাপুরাণের প্রমাণ দ্বারা করিতেছেন—বদন্তি ইত্যাদি। তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ যাহাকে অদ্বয় জ্ঞান তত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তন করেন তাহাকে—ব্রহ্ম পরমাত্মা, ভগবান্ বলিয়া শব্দশাস্ত্রে নিরূপণ করিয়াছেন। জীবের জীবন ধারণের তত্ত্ব জিজ্ঞাসাই একমাত্র ফল। সেই তত্ত্ব বস্তুটি কি? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তত্ত্ব-বিদ্গণ তাহাকেই তত্ত্ব বলেন, যাহার নাম জ্ঞান। জ্ঞান চিদেকরস অদ্বয় অর্থাৎ স্বয়ং সিদ্ধ, তাদৃশ অতা-দৃশতত্ত্বান্তরের অভাব হেতু, স্বশক্ত্যেক সহায়হেতু তিনি পরমাশ্রয়, তিনি বিনা তাহাদের সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ পরমাশ্রয় শ্রীগোবিন্দদেব বিনা শক্তি সকলের অবস্থিতি হয় না, সুতরাং তিনি পরমাশ্রয় ও অদ্বয়। তত্ত্ব অর্থাৎ এই তত্ত্ব লাভ পরম পুরুষার্থ তাহা দ্যোতিত করিবার নিমিত্ত পরম সুখরূপত্ব সেই জ্ঞানের বোধ করাইতেছেন। অতএব সেই অদ্বয় তত্ত্বের নিত্যতা প্রদর্শিত হইল। এই শ্রীমদ্ ভাগবতাখ্য শাস্ত্রে এবং কোথাও কোথাও অন্যান্য শাস্ত্রেও সেই এক তত্ত্বকেই ত্রিবিধ রূপে কীর্ত্তন করিয়াছেন। কোথাও কোন শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলিয়াছেন, কোন শাস্ত্রে পরমাত্মা বলিয়াছেন, এবং কোন শাস্ত্রে ভগবান্ বলিয়া কীর্ত্তন করেন। তন্মধ্যে—শক্তিবর্গলক্ষণ ও শক্তিবর্গের ধর্ম্মের অতিরিক্ত যে কেবল জ্ঞান তাহা 'ব্রহ্ম' শব্দবাচ্য। অন্তর্য্যামি-ময় মায়াশক্তি প্রচুর চিৎ শক্তির অংশবিশিষ্ট যে জ্ঞান তাঁহাকে 'পরমাত্মা' বলেন। পরিপূর্ণ সর্ব্বশক্তি-বিশিষ্ট যে তত্ত্ব বা জ্ঞান তাঁহাকে ভগবান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। সুতরাং আত্মা শব্দের দ্বারা প্রাকৃত-গুণাস্পৃষ্ট অপ্রাকৃত গুণগণালঙ্কৃত সর্ব্বকর্ত্তা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকেই বোধ করায়।

৬।৫।৭৩) ইত্যাদি স্মৃত্যা চ পূর্ণস্য শুদ্ধস্য বাচ্যতা। ন হি অবাচ্যং শব্দিতুং শক্যং ॥ ৬ ॥

আদ্যে বাচ্যত্বাপত্তিঃ। তথাত্বেঽস্মাকমেবানুগমিত্বং ভবতাম্। দ্বিতীয়ে—কিং তৎ বস্তু যৎ ব্রহ্মশব্দেন ন বোধ্যতে? ন তু জড়সমুদায়ঃ, তস্য চেতনত্বশ্রবণাৎ। চেতনত্বেঽপি কিং জীবঃ? ঈশ্বরো বা? নৈকোঽপি, তথাত্বে জিজ্ঞাসাধিকরণাসঙ্গতেঃ। ন চ ভাগলক্ষণয়া কথঞ্চিদ্ বোধো ভবেদিতি বাচ্যম্ কপোলকল্পনামাত্রত্বাৎ। কা লক্ষণা? যয়া কথঞ্চিদ্ বোধঃ স্বীক্রিয়তে? কিং শব্দশক্তিঃ? তদন্যা বা? শব্দ-

---

এবং শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় শ্রীমৈত্রেয় পরাশর সংবাদে 'ভগবৎ' শব্দের শুদ্ধে পরব্রহ্মেই মুখ্য প্রয়োগ দেখা যায় কিন্তু মায়োপাধি যুক্ত উপহিত ব্রহ্মে নহে, তাহাই প্রমাণিত করিতেছেন—শুদ্ধ ইত্যাদি। শ্রী-পরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয়! এই 'ভগবৎ' শব্দ শুদ্ধ স্বরূপে, মহাবিভূতি আখ্যা যাঁহার তাঁহাতে, সর্ব্বকারণ কারণে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেই প্রয়োগ হয়, অর্থাৎ শাস্ত্রসকল তাঁহাকেই 'ভগবান্' বলিয়া কীর্ত্তন করেন। শ্লোকস্থ 'শব্দ্যতে' এই পদের দ্বারা শ্রীভগবানের বেদবাচ্যত্ব বোধ করাইতেছে। ইত্যাদি স্মৃতি শাস্ত্রের প্রমাণ দ্বারা পূর্ণশক্তিমান্ কোনপ্রকার উপাধি রহিত পরম বিশুদ্ধ শ্রীগোবিন্দদেবের শাস্ত্র বাচ্যতা সিদ্ধ হইল। কারণ যাহা অবাচ্য বস্তু তাহাকে শব্দের দ্বারা প্রকাশ করিতে পারে না, অতএব ব্রহ্ম শব্দবাচ্য। এই স্থলে জিজ্ঞাস্য এই যে—আপনাদের 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মশব্দবাচ্য? অথবা ব্রহ্মশব্দবাচ্য নহে? আদ্যে—যদি বলেন—ব্রহ্ম ব্রহ্ম শব্দবাচ্য, তাহা হইলে ব্রহ্মের বাচ্যত্বাপত্তি হয়, অর্থাৎ ব্রহ্ম শব্দ-বাচ্য হয়। যদি আপনারা ব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব স্বীকার করেন, তাহা হইলে আমাদেরই অনুগত শিষ্য হইলেন। দ্বিতীয়ে—যদি বলেন 'ব্রহ্ম' ব্রহ্মশব্দবাচ্য নহে, তবে—জিজ্ঞাস্য—সেই বস্তুটি কি যাহা ব্রহ্ম-শব্দের দ্বারা বোধ হয় না? আকাশাদি জড় সমুদায় ব্রহ্ম শব্দবাচ্য নহে, কারণ ব্রহ্ম চেতন বলিয়া শ্রবণ করা যায়। যদি বলেন—আমাদের 'ব্রহ্ম' চেতন বস্তু, জড় নহে, তবে জিজ্ঞাসা করি—সেই চেতন কি জীব? অথবা ঈশ্বর? জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে একটিও সম্ভব নহে। এই প্রকার স্বীকার করিলে জিজ্ঞা-সাধিকরণের অসঙ্গতি হইবে। অর্থাৎ 'ব্রহ্মকেই মুমুক্ষু জিজ্ঞাসা করিবেন, আর যদি ঐ ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা জীবকে বুঝায়, তাহা হইলে জীব জিজ্ঞাসা করিয়া কেহ মুক্তি লাভ করে না।

এবং যদি ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা ঈশ্বর অঙ্গীকার করেন, তবে বলিব এই জিজ্ঞাসাও আপনাদের কোন ফল হইবে না, কারণ ঈশ্বর অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য, তাহার জ্ঞানেও মুক্তি হয় না, অতএব ব্রহ্মশব্দের কোন প্রকার অর্থ না হওয়ার জন্য ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও বৃথা হয়। যদি বলেন ব্রহ্মের ভাগলক্ষণার দ্বারা কথঞ্চিৎ বোধ করায়, এই কথার উত্তরে আমরা বলিব—ঐ প্রকার বলা অনুচিত, কারণ তাহা কপোলকল্পনা মাত্র। আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি—এই লক্ষণাটি কি? যাহার দ্বারা ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ বোধ হয়? তাহা কি শব্দশক্তি? অথবা কোন অন্যবস্তু? যদি লক্ষণাকে শব্দশক্তি স্বীকার করেন, তাহা হইলে ব্রহ্মের সুষ্ঠু রূপেই শব্দবাচ্যতা অঙ্গীকার করিতে হয়। যদি লক্ষণাকে শব্দশক্তি স্বীকার না করিয়া কোন অন্যবস্তু

ওঁ ॥ তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।৭।

চতুর্ষু নেত্যনুবর্ত্ততে। তৈত্তিরীয়কে (২।৭।১) "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ ততো বৈ সদজায়ত, তদাত্মানং স্বয়মকুরুত" ইত্যারভ্য "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতেঽথ সোঽভয়ং গতো ভবতি।

শক্তিত্বে সুতরামেব ব্রহ্মণঃ শব্দবাচ্যতা। তদতিরিক্তত্বে মানাভাবাৎ, তস্মাৎ বালকোলাহলমেব ভবতাং সিদ্ধান্তঃ। অতঃ—সর্ব্বশব্দৈরবাচ্যে লক্ষণা ন সম্ভবেৎ। যতঃ—মুখ্যোলাক্ষণিকঃ শব্দো ব্যঞ্জকশ্চেতি স ত্রিধা। ইতি সর্ব্বেষামাস্তিকবিদুষাং স্থিতিরিতি ॥ ৬ ॥

সমষ্ট্যজ্ঞানোপহিতচৈতন্য ঈশ্বরশব্দবাচ্যঃ। তমেব বেদাদি শাস্ত্রৈর্গৌণরূপেণ মনস্থিরীকরণায় উপদিশ্যতে ন তু ব্রহ্ম ইতি, শঙ্কানিরাকরণায় সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—তন্নিষ্ঠেতি। তৎ তস্যাপ্রাকৃতানন্তকল্যাণগুণরত্নাকরস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য যো নিষ্ঠ একান্তভক্তো ভবতি তস্য ভক্তস্য সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু মোক্ষ উপদেশাৎ, তস্মাৎ অসৌ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণো ন গৌণো ভবিতুমর্হতি। চতুর্ষু ইতি—তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" "হেয়ত্বাবচনাচ্চ" "স্বাপ্যয়াৎ" "গতিসামান্যাৎ" ইত্যেতেষু সূত্রেষু পূর্ব্বসূত্র ঈক্ষতের্নাশব্দম্" ইতি সূত্রাৎ "ন" কারোঽনুবর্ত্তনীয়মিতি।

অথ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদান্তর্গতায়াং তৈত্তিরীয়কোপনিষদি শ্রীভগবদ্ভক্তস্য মোক্ষলাভঃ প্রমাণয়তি—অসদ্ বা" ইতি। ইদং পরিদৃশ্যমানং জগৎ, 'অগ্রে'—ব্যবহারযোগ্যরূপেণ সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং, 'অসৎ'—সূক্ষ্মং,

---

স্বীকার করেন, তাহাতে কোন প্রমাণ নাই, অর্থাৎ লক্ষণা শব্দেরই শক্তি। অতএব বালকোলাহলের ন্যায় আপনাদের সিদ্ধান্ত। বিশেষ এই যে—যে বস্তু সকল শব্দের অবাচ্য সেই স্থলে লক্ষণা শক্তির প্রয়োগ সম্ভব হয় না। কারণ শব্দ তিন প্রকার—মুখ্য, লাক্ষণিক এবং ব্যঞ্জক অর্থাৎ—মুখ্য, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। এই প্রকার সকল আস্তিক বিদ্বানগণের সিদ্ধান্ত। অতএব পরব্রহ্ম শব্দবাচ্য, অবাচ্য নহেন ॥ ৬ ॥

এই স্থলে আমাদের (অদ্বৈতবাদিগণের) অভিপ্রায় এই যে—সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য ঈশ্বর শব্দবাচ্য, তাঁহাকেই বেদাদি শাস্ত্রসকলে গৌণরূপে সাধকের মন স্থির করিবার নিমিত্ত উপদেশ করেন, কিন্তু ব্রহ্মকে উপদেশ করেন না, এই আশঙ্কা নিবারণ করিবার জন্য শ্রীবাদরায়ণ সূত্র রচনা করিতেছেন—তন্নিষ্ঠ ইত্যাদি। তৎ—তাঁহার, অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীগোবিন্দদেবের যে 'নিষ্ঠ' একান্ত ভক্ত হয়েন, সেই ভক্তের সকল শাস্ত্রেই মোক্ষ উপদেশ করিয়াছেন, অতএব এই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কোন প্রকারে গৌণ হইবার যোগ্য নহেন ইহাই সূত্রার্থ। চারিটি সূত্রে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। "তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ" "হেয়ত্বাবচনাচ্চ" "স্বাপ্যয়াৎ" "গতিসামান্যাৎ" এই চারিটি সূত্রে, পূর্ব্ব সূত্র 'ঈক্ষতের্নাশব্দম্" এই সূত্র হইতে 'ন' কারের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে।

যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতেঽথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি প্রপঞ্চাতীতে বেদবাচ্যে বিশ্বকর্ত্তরি তস্মিন্ পরব্রহ্মণি পরিনিষ্ঠিতস্য বিমুক্তি কথনাৎ ন স গৌণঃ। তস্য

ব্রহ্মণি বিলীনমাসীদিত্যর্থঃ। ততোঽসতঃ' সূক্ষ্মাৎ সর্ব্বকারণাৎ পরব্রহ্মণঃ সকাশাৎ 'সৎ' স্থূলং ব্যবহার যোগ্যং জগদজায়ত। নন্বু—অসচ্ছব্দিতস্য ব্রহ্মণ উপাদানত্বে কর্ত্রন্তরমপেক্ষতে, নিমিত্তোপাদনয়োর্ভেদাবশ্যম্ভাবাৎ', ইত্যাশঙ্ক্যাহ—তদাত্মামমিতি। তদ্ব্রহ্মৈব স্বয়মাত্মানমকুরুত। অসৎ—সূক্ষ্মং—চিদচিৎ শক্তি যুক্তং, সৎ স্থূলং, চিচ্ছক্ত্যুপেতং ব্রহ্ম সৎ জগদ্রূপমরচয়ত। তত্র চিচ্ছক্তৌ ধর্ম্মভূতং জ্ঞানমুৎপদ্যতে, তস্য বিকাশঃ স্থূলতা। অচিচ্ছক্তৌ তু মহদাদ্যবস্থা ভবেদিতি বোধ্যম্।

ইত্যেবং বেদবাচ্য—সর্ব্বকারণ স্বরূপ—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমুক্ত্বা, তদেকান্তভক্তস্যৈব মোক্ষমিত্যাহ—যদা ইতি। যদা রুচিভক্ত্যা 'হি' প্রসিদ্ধে 'এব' কারস্য প্রকৃষ্টত্বমর্থঃ। অতঃ রুচিভক্ত্যা ব্রহ্মারাধক সাধকজীবঃ, এতস্মিন্ সর্ব্ববেদবাচ্যে সর্ব্বারাধ্যে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরে, 'অদৃশ্যে' প্রাকৃতচক্ষুষা জ্ঞানেন বা গ্রহণাযোগ্যে 'অনাত্ম্যে' আত্ম্যং স্বর্গাদিভোগ্যবস্তু তদ্ভিন্নে সর্ব্বফলদাতরি, 'অনিরুক্তে, অনন্ত কল্যাণগুণবত্বাৎ সাকল্যেন বেদাপ্রতিপাদ্যে, 'অনিলয়নে' ন বিদ্যতে অন্যৎ নিলয়নমাশ্রয়ো যস্য স্বেমহিম্নি

অনন্তর কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদান্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদে শ্রীভগবদ্ভক্তগণের মোক্ষলাভ প্রমাণিত করিতেছেন—অসৎ ইত্যাদি। এই পরিদৃশ্যমান জগৎ 'অগ্রে' ব্যবহার যোগ্যরূপে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অসৎ' সূক্ষ্ম, অর্থাৎ পরব্রহ্মে লীন ছিল। তাহা হইতে সৎ জাত হইল—অর্থাৎ সূক্ষ্ম সর্ব্বকারণ পরব্রহ্মের সকাশ হইতে 'সৎ' স্থূল ব্যবহারযোগ্য জগৎ জাত হইল। যদি বল অসৎ শব্দ বাচ্য ব্রহ্মের উপাদানত্ব স্বীকার করিলে, কার্য্যোপাদনের জন্য অন্যের কর্ত্তৃত্ব অপেক্ষা করে, কারণ—নিমিত্তকারণ ও উপাদান কারণের ভেদ অবশ্যম্ভাবী, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদাত্মান ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মেই নিজেই আত্মাকে করিয়াছেন। অর্থাৎ অসৎ সূক্ষ্ম চিদচিৎ শক্তিযুক্ত, সৎ স্থূল। চিচ্ছক্তি সমন্বিত হইয়া ব্রহ্ম জগৎ রচনা করিলেন। অর্থাৎ চিচ্ছক্তিতে ধর্ম্মভূত জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার বিকাশ স্থূলতা, এবং অচিৎ শক্তিতে মহদাদি অবস্থা হয়, ইহাই জানিতে হইবে।

এই প্রকার আরম্ভ করিয়া—বলিতেছেন—এইরূপ বেদবাচ্য সর্ব্বকারণ স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দ দেবের সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব বর্ণন করিয়া, তাঁহার একান্ত ভক্তেরই মোক্ষ হয়, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন যদা ইত্যাদি। যখন এই পরব্রহ্মে অদৃশ্যে, অনাত্ম্যে, অনিরুক্তে, অনিলয়নে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি অভয় লাভ করেন। অর্থাৎ যখন রুচিভক্তির দ্বারা 'হি' প্রসিদ্ধে 'এব' কারের প্রকৃষ্টত্ব অর্থ। অতএব রুচিভক্তির দ্বারা ব্রহ্মারাধক সাধক জীব, এই সর্ব্ববেদ বাচ্যে, সর্ব্বারাধ্যে, শ্রীশ্যামসুন্দরে, অদৃশ্যে—প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা, অথবা প্রাকৃত জ্ঞানের দ্বারা গ্রহণাযোগ্য, অনাত্ম্যে—আত্ম্য স্বর্গাদিভোগ্যবস্তু, তদ্ভিন্নে, যদ্বা সর্ব্বফল প্রদানকারী, অনিরুক্তে—অনন্তকল্যাণগুণবান্ হেতু সম্পূর্ণরূপে বেদকর্ত্তৃক অপ্রতিপাদিতে।

গৌণত্বে তদ্ভক্তস্য মুক্তিং ন ব্রূয়াৎ। নির্গুণঃ পরমাত্মা তস্যানুবৃত্ত্যা মোক্ষঃ স্মর্য্যতে।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো

প্রতিষ্ঠিতে, "অভয়ং" ইতি ক্রিয়াবিশেষণম্ অভয়ং যথাস্যাত্তথা 'প্রতিষ্ঠাং' নিরন্তর-স্মরণ লক্ষণাং রুচিভক্তিং 'বিন্দতে' লভতে 'অথ' অনন্তরং 'সঃ' পরব্রহ্মনিষ্ঠঃ 'অভয়ং' শ্রীভগবন্তং 'গতঃ' প্রাপ্তঃ ভবতি। সর্ব্বাভয় প্রদং শ্রীগোবিন্দদেবং প্রাপ্নোতীতি। তস্য জীবস্য মোক্ষলাভো ভবতীত্যর্থঃ। অথ অস্য পরমারাধ্যস্য-অলাভে মহাননর্থঃ স্যাদিত্যাহ—যদা' ইতি। যদা হ্যেবৈষ—এতস্মিন্—পরমকরুণাবরুণালয়ে মোক্ষদাতরি 'উদরং' অল্পমপি, 'অন্তরং' কাপট্যং তদ্ভজনে কপটতা—তস্য তদ্ভক্তস্য ভক্তেশ্চ অবহেলনং করোতি, তস্য ভক্তিবিমুখস্য জনস্য 'ভয়ং' নিয়ত জন্ম-মরণরূপং সংসারদুঃখং ভবতীতি মাতৃকোটিবৎসলায়াঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ। পরব্রহ্মণি—শ্রীনন্দনন্দনে 'পরিনিষ্ঠিতস্য-রুচিভক্তিমত ঐকান্তিক ভক্তস্য জন্মমৃত্যুরূপ সংসার দুঃখাৎ বিমুক্তিঃ শ্রবণাৎ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সত্ত্বোপাধিকত্ব সম্বন্ধগন্ধোঽপি ন সম্ভবেৎ। "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি" শ্বে০ ৩।৮, "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে" গী০ ৭।১৪, ইতি, শ্রীশ্যামসুন্দরস্য গৌণত্বে তদ্ভক্তস্য মুক্তির্ন ব্রূয়াৎ শ্রুতিরিতি।

শ্রীভগবতো নির্গুণত্বে শ্রীমদ্ভাগবতবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—হরিরিতি। সর্ব্ববিধপাপহারকঃ শ্রীহরিঃ

অনিলয়নে—যাঁহার অন্য কোন নিলয় বা আশ্রয় নাই অর্থাৎ স্বমহিমাতেই বিরাজিত। অভয়—এই শব্দটি ক্রিয়ার বিশেষণ। যে প্রকারে অভয় হয় সেরূপ 'প্রতিষ্ঠা' নিরন্তর স্মরণলক্ষণা রুচিভক্তি "বিন্দতে" লাভ করে। অনন্তর সেই পরব্রহ্মনিষ্ঠ 'অভয়' শ্রীভগবানকে লাভ করে। সর্ব্বাভয় প্রদ শ্রীগোবিন্দ-দেবকে প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সেই জীবের মোক্ষলাভ হয় ইহাই মুখ্যার্থ। অনন্তর এই পরমারাধ্য শ্রী-গোবিন্দদেবের অলাভে মহান্ অনর্থ হইবে, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—"যদা" ইত্যাদি। যখন যে এই পরম করুণাবরুণালয়, মোক্ষদাতা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে 'উদরং' স্বল্পমাত্রও 'অন্তর' কপটতা, তাঁহার ভজনে কপটতা, ভক্তের ও ভক্তিদেবীর অবহেলনা করে, সেই শ্রীভক্তি-বিমুখজনের 'ভয়' নিরন্তর জন্ম মরণ রূপ সংসার হয়, ইহাই মাতৃকোটিবাৎসল্যময়ী শ্রুতি জননীর মনের অভিপ্রায়। অতএব প্রপঞ্চাতীত সর্ব্ববেদবাচ্য, বিশ্বকর্ত্তা, সেই পরব্রহ্ম শ্রীনন্দনন্দনে পরিনিষ্ঠিত রুচিভক্তিমান একান্তভক্তের বিমুক্তি—জন্ম মৃত্যুরূপ সংসার দুঃখ হইতে বিমুক্তি শ্রবণ হেতু, তিনি গৌণ নহেন। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেবের সত্ত্বোপধি-কত্ব সম্বন্ধ গন্ধও সম্ভব হইবে না। এই বিষয়ে শ্রুতি—তাঁহাকেই জানিয়া মৃত্যুপথ হইতে পার হয়। শ্রীগীতা—যে আমার একান্ত শরণাগত সে জন্মমৃত্যুরূপ মায়া হইতে মুক্ত হয়। শ্রীশ্যামসুন্দর যদি গৌণ বা অজ্ঞানোপহিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার ভক্তের মুক্তি হয়, শ্রুতি এইরূপ কীর্ত্তন করিতেন না। শ্রী পরমাত্মা নির্গুণ সুতরাং তাঁহার অনুবৃত্তিতে আরাধনার দ্বারা মোক্ষ হয় এই প্রকার স্মৃতি শাস্ত্রেও কীর্ত্তন করেন।

ভবেৎ ॥ (শ্রীভা° ১০।৮৮।৫) ইতি ॥ ৭ ॥

ওঁ ॥ হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।৮।

যদ্যসৌ জগৎকর্ত্তা গৌণঃস্যাত্তর্হি সাধনোপদেশিষু বেদান্তবাক্যেষু স্ত্রী পুংসাদেরিব হেয়ত্বং ব্রূয়াৎ ন চৈবমস্তি। কিঞ্চ গুণহানায় মুমুক্ষুভিরুপাস্য স কীর্ত্ত্যতে।

পুরুষঃ-পরমশোভনীয় হস্ত চরণাদি বিশিষ্ট পরম তত্ত্ব সাক্ষাদেব পরমেশ্বরঃ, সাক্ষাদিত্যনেন "তদ্ধর্ম্মাযোগ-যোগাভ্যাং বিম্ববৎ প্রতিবিম্ববৎ" ইতি শঙ্কাপি নিরস্তা বেদিতব্যা। প্রকৃতেঃ পরঃ—প্রাকৃত সর্ব্বপ্রমাণা গোচরঃ, কিন্তু অপ্রাকৃত বচন লক্ষণ বেদাদি শাস্ত্র বাচ্যঃ। সর্ব্বদৃক্—সর্ব্বেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং দৃক্ জ্ঞানং যস্মাৎ, সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী তং নিরস্ত সমস্ত মায়িকগুণম্ অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণবৃন্দা-লঙ্কৃতং শ্রীগোবিন্দদেবং ভজন্ ভক্ত্যারাধিতঃ সন্ স ভক্তোঽপি নির্গুণো ভবেৎ। অপ্রাকৃতাবির্ভূতগুণাষ্টকো ভবতীতি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারাণামাশয়ঃ॥ ৭ ॥

ননু শুদ্ধে ব্রহ্মণি কর্ত্তৃত্বাদিকং নাস্তি, অতো জগৎ কর্ত্তৃত্ব-সার্ব্বজ্ঞ্যত্বাদিধর্ম্মা মায়া প্রতিবিম্বিতস্য ঈশ্বরস্য এব, সগুণ ব্রহ্মোপাসনা অভ্যুদয়ার্থা, কর্ম্মসমৃদ্ধ্যর্থা বা। তস্মাৎ কর্ম্মণঃ তৎফলস্য চ হেয়ত্বাৎ তৎ ফলদাতুরুপাসনা চ হেয়া' ইতি শঙ্কা নিরাকরণায়াহ—ভগবান্ সূত্রকারঃ—হেয়ত্বেতি। চ অপি চ বেদাদি-

---

শ্রীভগবানের নির্গুণত্বে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিতেছেন—"হরিঃ" ইত্যাদি। প্রকৃতি পর যে পুরুষ শ্রীহরি সাক্ষাৎ নির্গুণ, তিনি সকলের জ্ঞানদাতা, সর্ব্বদ্রষ্টা, তাঁহাকে ভজন করিলে সাধক নির্গুণ হয়েন। সর্ব্ববিধ পাপহারী শ্রীহরি পুরুষ অর্থাৎ পরম শোভনীয় কর চরণাদি বিশিষ্ট পরমতত্ত্ব সাক্ষাৎ পরমেশ্বর, সাক্ষাৎ এই শব্দের দ্বারা, তাঁহার কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্মের যোগে বিম্ববৎ এবং তাহার অযোগে প্রতিবিম্ববৎ হয়' এই শঙ্কাও নিরস্ত হইল। তিনি প্রকৃতির পর, অর্থাৎ প্রাকৃত সকল প্রমাণের অগোচর, কিন্তু অপ্রাকৃত বচন লক্ষণ বেদাদি শাস্ত্র বাচ্য। সর্ব্বদৃক্—বিধিরুদ্রাদি সকলের দৃক্-জ্ঞান যাহা হইতে, সর্ব্বদ্রষ্টা সর্ব্বসাক্ষী সেই নিরস্ত সমস্ত মায়িকগুণ, অপ্রাকৃত সৌন্দর্য্যমাধুর্য্য ভক্তবাৎসল্যাদি গুণবৃন্দ অলঙ্কৃত শ্রীগোবিন্দদেবকে ভজিয়া অর্থাৎ শ্রীভক্তির দ্বারা আরাধনা করিয়া ভক্তও নির্গুণ হয়েন। অর্থাৎ অপ্রাকৃত আবির্ভূত গুণাষ্টক হয়েন এই প্রকার শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিপ্রায়॥ ৭ ॥

এই স্থলে আশঙ্কা—শুদ্ধ ব্রহ্মে কর্ত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম নাই, অতএব জগৎকর্ত্তৃত্ব, সার্ব্বজ্ঞ্যত্বাদি ধর্ম্মসকল মায়াতে প্রতিবিম্বিত ঈশ্বরেরই ধর্ম্ম, ব্রহ্মের নহে। এই সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা অভ্যুদয় লাভের নিমিত্ত অথবা কর্ম্মের সমৃদ্ধির নিমিত্ত করিতে হয়। অতএব কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের হেয়তা হওয়া হেতু এই কর্ম্ম-ফলের যে দাতা তাহার উপাসনাও হেয় হইবে। এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—হেয়ত্ব ইত্যাদি। 'চ' অর্থাৎ আরও বেদাদি শাস্ত্রে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ বিশিষ্ট

তদ্ভিন্নস্য তু গৌণস্য তদুচ্যতে। "অন্যা বাচা বিমুঞ্চথ" (মুং ২।২।৫) ইতি। কর্ত্তৃত্বঞ্চেদং

শাস্ত্রে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণ বিশিষ্টস্য পরমেশ্বরস্য, 'হেয়ত্ব' উপাসনা তৎ প্রাপ্তির্ব্বা নিকৃষ্টঃ 'অবচনাৎ' রূপেণা-কথনাৎ। কুত্রাপি নিকৃষ্টরূপেণোপদেশবিরহাদিতি সূত্রার্থঃ।

ননু মনস্থিরী করণায় সগুণ ব্রহ্মোপাসনমেব, মনসি স্থিরে সতি "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইতি ভাবয়েৎ, তস্মাৎ শাস্ত্রবাচ্য-ঈশ্বর গৌণ এব ইত্যত আহুঃ—'যদ্যসৌ' ইতি। স্ত্রীতি—যথা স্ত্রীপুরুষস্য বিবাহদ্বারেণ সম্বন্ধঃ, স তু স্বল্পকালস্তিষ্ঠতি, কিন্তু বেদান্তেষু সাধনোপদেশবাক্যানি খলু জন্ম-জন্মান্তরমনুবর্ত্তন্তে, অতো ন তেষাং হেয়ত্বাশঙ্কাভাসোঽপীতি। "মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। ন গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৪।২৬, ইতি শ্রীগীতাবচনমনুস্মৃত্য কথয়ন্তি—কিঞ্চেতি। স—ইতি সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বজ্ঞঃ পরমমাধুর্য্যযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্ববেদবাচ্যঃ সকামোঽকাম-সর্ব্বকাম তৎপ্রাপ্তিকামানাং সর্ব্বেষাং সাধকানামুপাস্যঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ।

তদ্‌ভিন্ন—ইতি, মুমুক্ষুভিরুপাস্যঃ শ্রীগোবিন্দদেবভিন্নঃ—জীব প্রকৃতি কাল কর্ম্মাদয়ঃ। জীবাদীনামুহাপোহে ন কিঞ্চিৎ ফলমিতি শ্রুতি প্রমাণয়ন্তি—অন্যা ইতি। আত্মারামগণাকর্ষিলীলশ্রীগোবিন্দ-

---

শ্রীপরমেশ্বরের উপাসনা অথবা তাঁহার সেবা প্রাপ্তি 'হেয়ত্ব' নিকৃষ্ট 'অবচনাৎ' রূপে বর্ণিত হয় নাই। শ্রীভগবানের উপাসনা কোন শাস্ত্রেই নিকৃষ্ট বা হেয় রূপে উপদেশ করা হয় নাই। ইহাই সূত্রার্থ।

যদি বল—সাধকের মনকে স্থির করিবার নিমিত্ত সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা, মন স্থির হইলে "আমি ব্রহ্ম" এই প্রকার ভাবনা করিবে, অতএব শাস্ত্রবাচ্য ঈশ্বর গৌণব্রহ্ম, মুখ্যব্রহ্ম নহে। এই সন্দেহের উত্তরে শ্রীমদ্‌ভাষ্যকার বলিতেছেন—যদি এই জগৎকর্ত্তা শ্রীভগবান্ গৌণ হয়েন, তাহা হইলে তাঁহার সাধনার উপদেশকারী বেদান্ত বাক্য সকলে স্ত্রী পুরুষের সম্পর্কের সদৃশ হেয়তা প্রতিপাদন করিত, কিন্তু তাহা করেন নাই। স্ত্রী-পুরুষ অর্থাৎ স্ত্রী পুরুষের বিবাহ দ্বারা সম্বন্ধ হয়, সেই সম্বন্ধ অতি অল্পকাল বর্ত্তমান থাকে, কিন্তু বেদান্ত শাস্ত্রে সাধনোপদেশ বাক্যসকল জন্ম-জন্মান্তর অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ বেদান্তবাক্য উপদেশ জাত সাধনের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত জীবের যে সম্বন্ধ তাহা জন্ম-জন্মান্তর বর্ত্তমান থাকে, অতএব সেই শ্রীভগবান্ প্রতিপাদক বেদান্তবাক্যগণের হেয়ত্ব শঙ্কার আভাসও দেখা যায় না। শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! যে সাধক অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে আরাধনা করে, ,স প্রাকৃতগুণ সকলের অতীত হইয়া ব্রহ্মের সদৃশ হয়।" এই শ্রীগীতা বচন অনুসরণ করিয়া শ্রীমদ্ ভাষ্যকার বলিতেছেন—কিঞ্চ ইত্যাদি। কিন্তু প্রাকৃত গুণ নাশের নিমিত্ত মুমুক্ষুগণ সেই সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, পরমমাধুর্য্যযুক্ত পরমেশ্বর, সর্ব্ববেদবাচ্য, সকাম-অকাম-সর্ব্বকাম ও শ্রীভগবৎ প্রাপ্তিকাম সকল সাধকগণের উপাস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে উপাসনা করেন শাস্ত্র এই প্রকার কীর্ত্তন করেন।

তদ্‌ভিন্ন—অর্থাৎ মুমুক্ষুগণের উপাস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ভিন্ন জীব প্রকৃতি কাল ও কর্ম্ম প্রভৃতির

শুদ্ধনিষ্ঠমতঃ সত্যত্বাদিরিব মুমুক্ষুধ্যেয়ত্বং বোধ্যম্। তথা চ নির্গুণ এব ৰাচ্যেতি॥ ৮।

গুণগাথাং বিনা অন্যাঃ সংসার বন্ধনকারিণ্যঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ, দূরতঃ পরিত্যজ। এবমেবাহ—শ্রীনারদঃ—ভা০ ১।৫।১১, তদ্‌বাগ্‌ বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো যস্মিন্‌ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি। নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি যৎ শৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ॥ এবমাহ - শ্রীশুকোঽপি—২।১।৩৯, "তং সত্যমানন্দনিধিং ভজেত নান্যত্র সজ্জেদ্‌ যত আত্মপাতঃ॥ ইতি। জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্বং শুদ্ধস্য এব, ন তু মায়োপহিতস্য। তথাহি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—১।৩।১-২—নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ। কথং সর্গাদিকর্ত্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে॥ শ্রীপরাশর উবাচ—শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞান গোচরাঃ। যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ॥ ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ! পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ এবং নিগময়ন্তি—অত ইতি—পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দ দেবস্য স্বরূপাভিন্নসত্যাদিগুণবৎ ভক্তবাৎসল্যত্বং মুমুক্ষুধ্যেয়ত্বং প্রভৃতি গুণাদয়োঽপি নিত্যা বোধ্যাঃ। অতএব শ্রীভাগবতে—১০।১।৪, নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাৎ ভবৌষধাচ্ছ্রোত্র মনোভিরামাৎ॥ শ্রীমৈত্রেয়ঃ—

হেয়তা শাস্ত্র বর্ণনা করেন। বিশেষ—জীবাদির উহাপোহের দ্বারা কোনরূপ ফললাভ হয় না, তাহা শ্রুতি প্রমাণ করিতেছেন—অন্য বাক্য পরিত্যাগ কর' অর্থাৎ আত্মারামগণাকর্ষিলীলাকারী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের গুণগাথা বিনা, অন্য সংসার বন্ধন কারিণী বাণী পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ দূর হইতে পরিত্যাগ কর। শ্রীভাগবতে শ্রীনারদ এই প্রকার বলিয়াছেন—তাহাই যথার্থবাণী, যাহাতে মানব সকলের সর্ব্বপ্রকার পাপ দূরীভূত হয়, যাহা অনন্ত মহিমাময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের যশোরাশি বর্ণিত হইয়াছে তাহা শ্লোকাদি ছন্দোবন্ধ না হইলেও মহাপুরুষগণ শ্রবণ করেন, গান করেন এবং গ্রহণ করেন। অতএব শ্রীশুকদেব গোস্বামিপাদও বলিয়াছেন—সেই সত্যসঙ্কল্প আনন্দনিধি শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে আরাধনা কর, অন্যত্র আসক্ত হইও না, তাহাতে আত্মপাত হইবে। এই কর্ত্তৃত্ব শুদ্ধনিষ্ঠ, অর্থাৎ জগজ্জন্মাদিকর্ত্তৃত্ব শুদ্ধ ব্রহ্মেরই কার্য্য, মায়োপহিত অশুদ্ধ ব্রহ্মের নহে। সৃষ্ট্যাদি কার্য্য যে শুদ্ধ ব্রহ্মের তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণীয় বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীমৈত্রেয় জিজ্ঞাসা করিলেন—নির্গুণ, অপ্রমেয় শুদ্ধ, অমলাত্মা ব্রহ্মের বিশ্বনির্ম্মাণাদির কর্ত্তৃত্ব কি প্রকারে উপপাদিত হয়? তিনি কিরূপে জগৎ সৃজন করেন।

এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি শ্রীপরাশর বলিলেন—হে মৈত্রেয়! ভাব পদার্থ সকলের যে শক্তি আছে তাহা অচিন্ত্যজ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা যুক্তিবেদ্য নহে। সুতরাং অগ্নির যেমন উষ্ণতা স্বাভাবিক শক্তি, সেই রূপ ব্রহ্মেরও সৃষ্টি প্রভৃতি ভাব শক্তি সকল সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে। এই প্রসঙ্গের নিগমন করিতেছেন—'অত' ইত্যাদি। অতএব পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের স্বরূপাভিন্ন যে সত্যাদি গুণ আছে তৎসদৃশ ভক্তবাৎসল্য, মুমুক্ষুধ্যেয় প্রভৃতি গুণ সকলও নিত্য বুঝিতে হইবে। অতএব শ্রীভাগবতে বলেন—যাহাদের তৃষ্ণা নিবৃত্ত হইয়াছে, অর্থাৎ মুক্তগণ, কর্ত্তৃক যিনি সর্ব্বদা গান করিবার যোগ্য মুমুক্ষুগণের যিনি ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ, বিষয়িদের হৃদয়ানন্দবর্দ্ধন সেই শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র কীর্ত্তন করুন। এতদ্দারা

ওঁ ॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।৭।

বাজসনেয়কে (বৃ° ৫।১।১) "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে। পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে" ॥ পূর্ণে স্বস্মিন্নেব পূর্ণস্যৈব স্বস্যাপ্যায়াভিধানাৎ ন পূর্ণমশব্দম্। যদিদং গৌণং স্যাত্তর্হি পরস্মিন্নপীয়াৎ ন তু স্বস্মিন্নেব। ন চ পূর্ণশব্দিতং স্যাৎ।

বাক্যার্থাস্তু - অদো মূলরূপমিদং প্রকাশরূপমুভয়ং পূর্ণং, রাসাদিষু কর্ম্মসু মূলরূপাৎ পূর্ণাৎ উদচ্যতে প্রাদুর্ভবতি। তৎ পূর্ণে পূর্ণস্য প্রকাশরূপমাদায়ৈক্যং নীত্বা পূর্ণং মূলরূপ-

---

৪।৮।২২, (সুনীতিঃ ধ্রুবম্) তমেব বৎসাশ্রয় ভৃত্যবৎসলং মুমুক্ষুভির্ম্মৃগ্যপদাব্জ পদ্ধতিম্॥ তস্মাৎ প্রাকৃত-গুণগন্ধাস্পৃষ্টঃ পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এব নির্দ্দোষশব্দবাচ্য ইতি। শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে শ্রী-ভাষ্যে চ ইতঃ পরম্—"প্রতিজ্ঞাবিরোধাৎ" ইতি সূত্রং দৃশ্যতে॥ ৮॥

সর্ব্বকর্তৃত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টে পরব্রহ্মণি এব সর্ব্বেষাং লয়দর্শনাৎ ন গৌণো ভবিতুমর্হতি, ইত্যাশয়েনাহ-শ্রীবাদরায়ণঃ—স্বেতি। স্ব—স্বস্মিন্, অপ্যয়াৎ—লয় শ্রবণাৎ শব্দবাচ্যস্য পরমেশ্বরস্য গৌণতা ন সম্ভবেৎ। বাজসনেয়কে—বৃহদারণ্যকোপনিষদি। অদো মূলরূপমিতি—শ্রীভাগবতে—১।৭।৪ "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" (তত্ত্ব° ৮২ পৃ°) রাসাদীতি—শ্রীদশমে—১০।৩৩।৩, রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল-মণ্ডিতঃ। যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥ আদিপদাৎ—১০।৬৯।৩, চিত্রং বতৈতদেকেন

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মুক্তগেয় প্রভৃতি গুণাবলীর নিত্যতা প্রদর্শিত হইল।

শ্রীমৈত্রেয় বলিলেন—মহারাণী সুনীতি শ্রীধ্রুবকে বলিলেন—হে বৎস! তুমি সেই ভক্তবৎসল, মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক অন্বেষিত শ্রীচরণযুগল, সেবকাধীন শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে আশ্রয় কর। অতএব প্রাকৃতগুণ-গন্ধাস্পৃষ্ট, পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র নির্গুণ স্বরূপেই নির্দ্দোষশব্দলক্ষণ বেদশাস্ত্রের বাচ্য ইহাই সিদ্ধান্ত। শ্রীভাষ্যে ও নিম্বার্ক ভাষ্যে ইহার পর—"প্রতিজ্ঞা বিরোধাৎ" এইরূপ একটি সূত্র দেখা যায়॥ ৮॥

সর্ব্বকর্তৃত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে সকল পদার্থের লয় হয়, সুতরাং তিনি গৌণ হইতে পারেন না, এই অভিপ্রায়েই ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্র প্রকাশ করিতেছেন—"স্ব" ইত্যাদি। স্বস্মিন্ স্বয়-শ্রীপরমেশ্বরে 'অপ্যয়াৎ' সকল পদার্থের লয় শ্রবণ হেতু শব্দবাচ্য শ্রীপরমেশ্বরের গৌণতার সম্ভাবনা নাই। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে পরম মুখ্য, গৌণ নহেন, তাহা বাজসনেয়ক—বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—এই মূলরূপ পূর্ণ, শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীব্যাসদেব ভক্তিযোগসমাধিতে নিমগ্ন হইয়া পূর্ণপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিয়াছিলেন। অর্থাৎ এই অবতারী মূলরূপ পূর্ণ, এই অবতার সকলও পূর্ণ, পূর্ণ হইতে পূর্ণের প্রকাশ হয়, পূর্ণের পূর্ণ গ্রহন করিয়া পূর্ণ-ই অবশেষ থাকেন।

মন্যত্রাবিলীনমবশিষ্যত ইতি। নিগু'ণস্য হরেরেবং বিধ্যং স্মৃতিরাহ—"স দেবো বহুধা ভূত্বা নিগু'ণঃ পুরুষোত্তমঃ। একীভূয়ঃ পুনঃ শেতে নির্দোষো হরিরাদিকৃৎ" ॥ (স্কা° ভা° ১।১১৫।৯) ইতি ॥ ৯ ॥

যস্তু সগুণং নিগু'ণঞ্চেতি দ্বিরূপং ব্রহ্ম, তত্রাদ্যং সর্বোপাধিং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিমান্

বপুষা যুগপৎ পৃথক্। গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ ॥ স ইতি, স সর্ব্বাবতারি, প্রাকৃতগুণগন্ধাস্পৃষ্টানন্তলীলাময়ঃ শ্রীপুরুষোত্তমঃ লীলাবতাররূপেণ বহুধাভূত্বাপি সর্ব্বনিয়ামকঃ স্বয়ং সন্ বিরাজতে, সর্ব্বদোষবিবর্জ্জিতঃ শ্রীহরিঃ প্রলয়কালে সর্ব্বমাহৃত্য কারণার্ণবে শয়নং করোতীতি সূত্রার্থঃ ॥ ৯ ॥

অত্র—অদ্বৈতবাদগুরবস্তু—১।১।১২, দ্বিরূপং হি ব্রহ্মাবগম্যতে নাম-রূপ-বিকারভেদোপাধিবিশিষ্টং তদ্ বিপরীতঞ্চ সর্ব্বোপাধিবিবর্জ্জিতম্। তত্রাবিদ্যাবস্থায়াং ব্রহ্মণ উপাস্যোপাসকাদিলক্ষণঃ সর্ব্বো

পূর্ণ আপনাতেই পূর্ণ, পূর্ণেরই পূর্ণে লয় বর্ণিত হওয়ায় পূর্ণ সুতরাং মূল পূর্ণব্রহ্ম অশব্দ অর্থাৎ শব্দের অবাচ্য নহেন। যদি এই মূল পূর্ণব্রহ্ম গৌণ হয়েন, তাহা হইলে অন্য বস্তুতে লয় হইবে, স্বয়ং আপনাতে লয় হইবে না। এই মূল পূর্ণব্রহ্ম যদি গৌণ হইত, তাহা হইলে পূর্ণ শব্দের দ্বারা শব্দিত হইত না। এই মন্ত্রের বাক্যার্থ এই প্রকার—এই মূলরূপ, ও এই প্রকাশরূপ এই উভয় রূপই পূর্ণ, রাসাদি কার্য্যের সময়ে পূর্ণ মূলরূপ হইতে পূর্ণরূপেরই প্রাদুর্ভাব হয়। শ্রীরাসলীলার সময় যে তিনি অনেক হইয়াছিলেন তাহা শ্রীদশমে বর্ণন করিয়াছেন—শ্রীগোপীমণ্ডলমণ্ডিত হইয়া রাসোৎসব সম্প্রবৃত্ত আরম্ভ হইলে যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ দুই দুই গোপীর মধ্যে এক এক মূর্ত্তি করিয়া সুশোভিত হইলেন।

আদি পদের দ্বারা বিবাহকালেও ঐ প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—কি আশ্চর্য্য! দ্বারকাধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ একটি শরীরেই পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোড়শ সহস্র স্ত্রী সকলকে এককালেই একাকী বিবাহ করিলেন। পুনরায় সেই মূল পূর্ণ রূপে পূর্ণস্বরূপের প্রকাশসকল আদায় গ্রহণ করিয়া বা ঐক্যতা প্রতিপাদন করিয়া পূর্ণ মূলরূপ পরব্রহ্ম অন্যত্র অবিলীন হইয়া অবস্থান করেন। নিগু'ণরূপেই শ্রীহরির এই প্রকার পূর্ণরূপে অবস্থান ও শব্দবাচ্য তাহা স্মৃতি শাস্ত্রেও প্রতিপাদন করিয়াছেন—সেই নিগু'ণ পুরুষোত্তম সর্ব্বাবতারী, প্রাকৃত গুণগন্ধাস্পৃষ্ট, অনন্ত লীলাময়, শ্রীপুরুষোত্তম লীলাবতার রূপে বহুধা অনেক রূপ প্রকাশ করিয়াও সকলের নিয়ামক হইয়া স্বয়ং বিরাজমান আছেন, তথা সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিত শ্রীহরি প্রলয়কালে সকলকে আহরণ করিয়া একাকী কারণমহাসমুদ্রে শয়ন করেন। সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব নিগু'ণস্বরূপেই সর্ব্বকর্ত্তা ও সর্ব্ববেদ বাচ্য ইহাই সূত্রের অর্থ ॥ ৯ ॥

এই স্থলে অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন—দুই প্রকার ব্রহ্ম অবলোকন করা যায়, প্রথম—নাম, রূপ, বিকারাদি ভেদ উপাধিবিশিষ্ট, দ্বিতীয়—তাহার বিপরীত সকল প্রকার উপাধি বিবর্জ্জিত।

জগৎ কারণম্। দ্বিতীয়ঞ্চ সত্ত্বানুভূতিমাত্রং পূর্ণং বিশুদ্ধম্। পূর্ব্বত্র বেদানাং শক্তিঃ পরত্র তু তাৎপর্য্যমিত্যাদ্যভিপ্রেতম্, তদপি নিরস্যতি—

ওঁ ॥ গতিসামান্যাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।১০।

গতিঃ অবগতিঃ, বিজ্ঞানঘনঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিঃ পূর্ণো বিশুদ্ধঃ পরমাত্মা জগদ্ধেতুরুপাসিতঃ সন্ বিমুক্তি কৃদিতি ধীরিত্যর্থঃ। তস্যাঃ সর্ব্বেষু বেদেষু সামান্যাদৈক্যরূপ্যাৎ। তথা-

---

ব্যবহারঃ। এবমেকমপি ব্রহ্ম অপেক্ষিতোপাধিসম্বন্ধং, নিরস্তোপাধি সম্বন্ধঞ্চ উপাস্যত্বেন জ্ঞেয়ত্বেন চ বেদান্তেষু উপদিশ্যতে ইতি, এতৎ সিদ্ধান্তং নিরাকর্ত্তুং পীঠিকামারচয়ন্তি শ্রীমদ্ ভাষ্যকারচরণাঃ—যত্ত্বিতি। সত্ত্বোপাধিরিতি—ইদমজ্ঞানং সমষ্টিব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণ একমনেকমিতি চ ব্যবহ্রিয়তে। এতদুপহিতং চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদিগুণকম্ অব্যক্তং অন্তর্য্যামি জগৎ কারণং ঈশ্বর ইতি চ ব্যপদিশ্যতে, সকলাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ—যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইতি শ্রুতেঃ। দ্বিতীয়ঞ্চ—অজ্ঞান-তদুপহিত চৈতন্যয়োঃ আধারভূতং যৎ অনুপহিতং চৈতন্যং তৎ তুরীয়মিতি উচ্যতে। "শান্তং শিবং অদ্বৈতং চতুর্থং মন্যতে স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ" 'মাণ্ডু° ৭' ইত্যাদি শ্রুতেঃ। (বে° সা° ৪৮) পূর্ব্বত্র ইতি ত্রয়াণাং চৈতন্যানাং চৈতনত্বেন রূপেণ একত্বেঽপি অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নত্বেন রূপেণ বাচ্যত্ব-লক্ষ্যত্বে সম্ভবতঃ, ইত্যর্থঃ।

অবিদ্যা অবস্থায় ব্রহ্মের উপাস্য উপাসকাদি লক্ষণ সকল ব্যবহার হয়। এই প্রকার এক ব্রহ্মই উপাধিসম্বন্ধের অপেক্ষ, নিরস্ত উপাধিসম্বন্ধ ভেদে উপাস্যত্ব ও জ্ঞেয়ত্ব রূপে বেদান্ত শাস্ত্রে উপদেশ করেন" তাঁহার এই সিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ পীঠিকা রচনা করিতেছেন—"যত্তু" ইত্যাদি। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দ্বিবিধ ব্রহ্ম স্বীকার করেন। আদ্য—সত্ত্বোপাধিযুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্, অর্থাৎ এই অজ্ঞান সমষ্টি ও ব্যষ্টি ভাবে এক ও অনেকরূপে ব্যবহার হয়, এই সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বাদি গুণ যুক্ত অব্যক্ত, অন্তর্য্যামি, জগৎ কারণ, ঈশ্বর ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যপদিষ্ট হয়েন। সকল অজ্ঞানের অবভাসক হেতু যাঁহাকে "সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ" বলিয়া শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয়—সত্ত্বানুভূতিমাত্র, পূর্ণ ও বিশুদ্ধ। অর্থাৎ অজ্ঞান ও অজ্ঞানোপহিতচৈতন্য এতদুভয়ের আধারভূত যে অনুপহিতচৈতন্য তাহাকেই তুরীয় বলা হয়। শ্রুতিও এই প্রকার বলেন—শান্ত শিব, অদ্বৈত স্বরূপ যিনি তিনি আত্মা, তিনি জ্ঞেয়। পূর্ব্বত্র—অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বর চৈতন্যে বেদের শক্তি, অর্থাৎ বেদ তাঁহাকে প্রতিপাদন করেন। পরত্র—জ্ঞেয়ব্রহ্মকে তাৎপর্য্যের দ্বারা জ্ঞান করায় মাত্র অর্থাৎ তিনি বেদের লক্ষ্য। পূর্ব্বত্র অর্থাৎ তিনটি চৈতন্যের—ব্যষ্টি অজ্ঞানোপহিতচৈতন্য, সমষ্টি অজ্ঞানোপহিত-চৈতন্য এবং শুদ্ধ চৈতন্য এই চৈতন্যত্রয়ের চৈতন্যত্বরূপে এক হইলেও অবচ্ছিন্নত্ব এবং অনবচ্ছিন্নত্বরূপে বেদশাস্ত্রের বাচ্যত্ব এবং লক্ষ্যত্ব সম্ভব হইবে ইহাই অর্থ।

ভূতস্যৈকস্য ব্রহ্মণঃ তত্তয়াভিধানাৎ। সগুণং নির্গুণঞ্চেতি দ্বিরূপতা নাস্তীত্যর্থঃ। স্মৃতিশ্চ—

সত্ত্বোপাধিযুক্ত ঈশ্বর চৈতন্যং সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপেণ বেদঃ প্রতিপাদয়ন্তি, তুরীয়চৈতন্যং তু 'অয়ো দহতি' ইতি বৎ লক্ষয়ন্তি ইতি কেবলাদ্বৈতবাদিনাং কপোলকল্পনা নিরাকর্ত্তুমাহ শ্রীসূত্রকারঃ—"গতীতি"। সর্ব্বেষু বেদবাক্যেষু অবগতির্জ্ঞানং সামান্যাৎ—একবাক্যত্বেন প্রতিপাদনাৎ। অবগতির্জ্ঞানমিতি। বিজ্ঞানঘন ইতি—শ্রীগোপালতাপন্যাং—(উ০ ৯৯) "বিজ্ঞানঘনানন্দঘনঃ"। সর্ব্বজ্ঞ ইতি—"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" (মু০ ১।১।৯) সর্ব্বশক্তিরিতি—"পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে" (শ্বে০ ৬।৮) পূর্ণ ইতি—(বৃ০ ৫।১।১) "পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং" বিশুদ্ধ—ইতি—(শ্বে০ ৬।১১) "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" শ্রীদশমে—শ্রীনারদঃ—(৩৭।২৩) "বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং স্বসংস্থয়া" পরমাত্মা ইতি, (বৃ০ ৪।৫।৬) "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ" আত্মেত্যেবোপাসীত" (বৃ০ ১।৪।৭) শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে—(১।২।১১) বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ শ্রীদশমে চ—১৪।৫৫ "কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্" জগদ্ধেতুরিতি—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" তৈ০ ৩।১।১) শ্রীভাগবতে—

সত্ত্বোপাধিযুক্ত ঈশ্বর চৈতন্যকে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিরূপে বেদসকল প্রতিপাদন করেন, তুরীয় চৈতন্য কিন্তু 'লৌহ দহন করে' এই প্রকার বেদের লক্ষ্য মাত্র, অর্থাৎ লৌহ দহন করিতেছ' বলিলে যেমন লৌহ সংযোগে অগ্নিই দহন করে লৌহ করে না; সেইরূপ ব্রহ্ম বেদবাচ্য বলিলে সোপাধিক ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, তুরীয় ব্রহ্মকে নহে, তিনি বেদবাচ্য নহেন। কেলাদ্বৈতবাদিগণের এই কপোলকল্পনা মাত্র সিদ্ধান্তকে নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ সূত্রকার শ্রীব্যাসদেব সূত্র করিতেছেন—'গতি' ইত্যাদি।

গতি -অবগতি, জ্ঞান সকল বেদবাক্যে জ্ঞান সামান্য হেতু এক বাক্যতা প্রতিপাদন করায়। গতি-অবগতি বিজ্ঞানঘন, সর্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তি, পূর্ণ, বিশুদ্ধ, পরমাত্মা, জগদ্ধেতু তাঁহাকে উপাসনা করিলে বিমুক্তি হয় এই প্রকার বুদ্ধি, যে প্রকার অবগতি হইলে মুক্তি হয় তাহা প্রমাণিত করিতেছেন—অবগতি জ্ঞান ইত্যাদি।

বিজ্ঞান ঘন—অর্থাৎ শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতি—'বিজ্ঞানঘন আনন্দঘন শ্রীগোবিন্দদেব' বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। সর্ব্বজ্ঞ—অর্থাৎ মুণ্ডকশ্রুতি 'যিনি সর্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ' বলিয়াছেন। সর্ব্বশক্তি—অর্থাৎ 'সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পরাশক্তি বিবিধ' বলিয়াছেন। পূর্ণ অর্থাৎ বৃহদারণ্যক শ্রুতি যাঁহাকে 'পূর্ণ মূল অবতারী' কীর্ত্তন করিয়াছেন। বিশুদ্ধ—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে 'সাক্ষী চেতন ও কেবল নির্গুণ' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীদশমে দেবর্ষি নারদ বলিলেন—বিশুদ্ধ বিজ্ঞানঘন, নিজ ঐশ্বর্য্য পূর্ণ' আপনি। পরমাত্মা—অর্থাৎ বৃহদারণ্যক শ্রুতি 'অরে! আত্মাই দর্শন করিবার যোগ্য' বলিয়াছেন। পুনঃ—আত্মাকেই উপাসনা করিবে' বলিলেন। শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণে 'তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতগণ যাহাকে অদ্বয় জ্ঞান বা তত্ত্ব বলেন তাহা ব্রহ্ম পরমাত্মা ও ভগবান রূপে ত্রিধা প্রকাশিত।

"মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" । (শ্রীগী॰ ৭।৭) ইতি ॥ ১২ ॥

১।১।১, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" সগুণমিতি—ব্রহ্মণঃ সগুণ-নির্গুণভেদেন দ্বিরূপতা কুত্রাপ্যদর্শনাৎ কপোলকল্পনা-মাত্রমেব। নন্বু—"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতরং ইতরং পশ্যতি" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" "যতো বা ইমানি ভূতানি" ইত্যাদীনি সগুণ বাক্যানি, "নেতি নেতি" 'অস্থূলমনণু' 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং' ইত্যাদীনি নির্গুণবাক্যানি ব্রহ্মণঃ দ্বিরূপতায়াং প্রমাণমিতি চেৎ, ন, তেষাং বাক্যানাং অদ্বয়ব্রহ্ম প্রতিপাদন পরত্বাৎ। ব্রহ্মণো ভেদস্য সত্যতা অস্তি ন বা? তস্য সত্যত্বে দ্বৈতাপত্তিঃ ভেদস্য নাশত্বে ব্রহ্মনাশাপত্তিঃ। 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ইতি শ্রুতিকদর্থনা। 'ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' অনুপপত্তেশ্চ। তথাহি কিং জিজ্ঞাস্যং জ্ঞেয়ো? ধ্যেয়ো বা? নাদ্যঃ—তস্য সর্ব্বপ্রমাণৈরবিষয়ত্বাৎ, মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গাচ্চ, জ্ঞেয়ব্রহ্ম মিথ্যা জিজ্ঞাসা বিষয়ত্বাৎ, ঘটবৎ, স্বসিদ্ধান্তহানেশ্চ। দ্বিতীয়ে—অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গাৎ। তস্য জিজ্ঞাসাস্বীকা-রাৎ। শুদ্ধস্যৈব মুমুক্ষুজিজ্ঞাস্যত্ব শ্রবণাৎ "তদ্‌ব্রহ্ম তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব" ইতি শ্রুতেঃ।

শ্রীদশমে 'এই শ্রীকৃষ্ণকে অখিল আত্মার আত্মা অর্থাৎ পরমাত্মা বলিয়া জানিও' এইভাবে নিরূপণ করিয়া-ছেন। জগদ্ধেতু—অর্থাৎ তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—'যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়'। শ্রীভাগবতে বলেন—যাহা হইতে এই জগতের জন্মাদি'। সুতরাং এই বুদ্ধির বা অবগতির সকল বেদে সমান বা ঐক্যরূপে বর্ণন করা হেতু, তথাভূত সর্ব্ববেদ কর্ত্তৃক ঐক্যরূপে প্রতিপাদিত পরমেশ্বরের 'ভক্তয়া' মুখ্যতয়া বর্ণন করিয়াছেন। ভক্তবাৎসল্যাদি গুণ সকল মুখ্যরূপে বর্ণন করা হেতু ব্রহ্মের সগুণ ও নির্গুণ এই প্রকার দ্বিরূপতা কোন শাস্ত্রে নাই। অতএব ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণভেদে দুই প্রকার ইহা শাস্ত্রে না থাকার জন্য তাহা কেবল কপোলকল্পনামাত্র।

শঙ্কা—যদি বলেন—শাস্ত্রই দ্বিবিধ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছেন—যেমন—"যে স্থানে দ্বৈতের ন্যায় হয়, তথায় ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়। যে স্থানে অন্য কিছুই দেখা যায় না। যিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ। যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়। ইত্যাদি সগুণব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য। এবং—ইহা নয়, ইহা নয়, 'যিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন' 'যিনি নিষ্কল ও নিষ্ক্রিয়' ইত্যাদি নির্গুণব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতি বাক্য। অতএব শ্রুতিবাক্য সকলই ব্রহ্মের দ্বিরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন।

উত্তর—এই প্রকার সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক। ঐ শ্রুতিবাক্যগণের অদ্বয়ব্রহ্ম প্রতিপাদন পরতা বিদ্যমান আছে। এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি—আপনারা যে সগুণ ও নির্গুণ ভেদে দুই প্রকার ব্রহ্ম স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্মের এই যে ভেদ তাহার সত্যতা আছে কি না? যদি ভেদের সত্যতা স্বীকার করেন তাহা হইলে দ্বৈতাপত্তি হয়। যদি এই ভেদের নাশ হয়, বলেন, তবে ব্রহ্মের নাশাপত্তি অর্থাৎ ব্রহ্মেরও নাশ হয়, 'ব্রহ্ম এক ও অদ্বিতীয়' এই শ্রুতি ও ব্যর্থ হয়। এবং ব্রহ্মজিজ্ঞাসাও উপপত্তি হয় না। এই স্থলে আমাদের প্রশ্ন—আপনাদের জিজ্ঞাসার বিষয় কে? জ্ঞেয় ব্রহ্ম? অথবা ধ্যেয় ব্রহ্ম? নাদ্য—

সর্ব্বশ্রুতি শিরোমণি শ্রীগীতোপনিষৎস্ব—অদ্বয়মেকমেব পরব্রহ্ম প্রতিপাদয়তি—মত্ত ইতি। হে ধনঞ্জয়! মত্তঃ—তব রথোপরিস্থ-তোত্রবেত্র-হস্ত সারথিরূপাৎ পাণ্ডবসখেরন্যৎ অস্য জগতঃ কারণং ন অস্তি, "কিঞ্চিৎ" ইত্যনেন স্বেতরসর্ব্বপ্রকারকারণংব্যাবর্ত্ত্য স্বস্য নিমিত্তোপাদানত্বং প্রতিপাদয়তি। তস্মাৎ—অহমেব সর্ব্বারাধ্যঃ, সর্ব্বশক্তিমান্, গূঢ়ং পরব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গমিতি। তদাহি শ্রীভগবান্—শ্রীভা০—২।৯। ৩২, "অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্। পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্॥ অতোঽহমেব মুমুক্ষুভি র্জিজ্ঞাসিতব্যমিত্যাহ—"এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ" ইতি, তস্মাৎ নির্গুণমেব সর্ব্ববেদব্যাচ্যঃ, এবং তেনৈবরূপেণ আত্যন্তিকসুখ প্রাপ্তয়ে জিজ্ঞাস্যমিতি॥ ১০॥

অর্থাৎ জ্ঞেয় ব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না, জ্ঞেয় ব্রহ্ম কোন প্রমাণের বিষয় হয় না। তিনি জিজ্ঞাস্য হইলে মিথ্যাত্ব প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। যেমন—জ্ঞেয় ব্রহ্ম মিথ্যা জিজ্ঞাসার বিষয় হওয়া হেতু, যেমন ঘট। এবং আপনাদের অদ্বৈত সিদ্ধান্তও হানি হয়।

দ্বিতীয়ে—ধ্যেয়ব্রহ্ম জিজ্ঞাস্য স্বীকার করিলে অনির্ম্মোক্ষ প্রসঙ্গ আপতিত হয়। অজ্ঞানোপহিত ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার বিষয়, আপনারা এই প্রকার স্বীকার করেন না। কারণ—'শুদ্ধ ব্রহ্মকেই মুমুক্ষুগণ জিজ্ঞাসা করিবেন' এই প্রকার শাস্ত্রে দেখা যায়। যে হেতু শ্রুতি বলেন—তাহাই ব্রহ্ম তাহাকেই জিজ্ঞাসা করিবে" সুতরাং দুই প্রকার ব্রহ্ম না হওয়া হেতু একমাত্র অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই মুমুক্ষুগণের জিজ্ঞাস্য।

সর্ব্বশ্রুতি শিরোমণি শ্রীগীতা উপনিষৎ অদ্বয় একমেব পরব্রহ্ম প্রতিপাদন করেন—মত্ত ইত্যাদি। হে ধনঞ্জয় আমা হইতে পরম বস্তু আর অন্য নাই। অর্থাৎ—আমা ভিন্ন তোমার রথোপরি বিরাজিত হয় রশ্মি ও বেত্র হস্ত সারথিরূপ পাণ্ডব সখা আমি শ্রীকৃষ্ণ হইতে অন্য কেহ এই জগতের কারণ নাই। 'কিঞ্চিৎ' শব্দের দ্বারা স্বেতর সর্ব্বপ্রকার কারণ ব্যাবৃত করিয়া স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজের এই জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ প্রতিপাদন করিতেছেন। সুতরাং তাঁহায় বক্তব্য—একমাত্র আমিই সর্ব্বারাধ্য, সর্ব্বশক্তিমান্, গোপনরূপে মানবসন্নিবেশে পরমব্রহ্ম। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—এই সকলের আগে আমিই ছিলাম, অন্য স্থূল সূক্ষ্ম কিছুই ছিল না। পরেও আমি থাকিব, যাহা দেখিতেছ তাহাও আমি এবং যাহা অবশিষ্ট থাকিবে তাহাও আমি, অন্য কিছু নহে। অতএব একমাত্র আমিই মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসা করিবার বস্তু, তাহা বলিতেছেন—আত্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু ব্যক্তি এই তত্ত্বই অর্থাৎ অন্বয় ব্যতিরেক ভাবে আমাকেই জিজ্ঞাসা করিবে।

সুতরাং শ্রীভগবান্ নির্গুণ রূপেই সর্ব্ববেদ বাচ্য এবং সর্ব্ববেদ বাচ্য নির্গুণ পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই আত্যন্তিক সুখপ্রাপ্তির নিমিত্ত মুমুক্ষুগণের জিজ্ঞাসা করা কর্ত্তব্য ইহাই প্রকরণার্থ॥ ১০॥

অথস্ফুটমেব নিগু´ণস্য বাচ্যত্বমাহ—

ওঁ ॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৫।১১।

কঠাদিষু—(২।২।১২, শ্বে° ৬।১১) "একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্ব-

---

অথ অপ্রাকৃতগুণরত্নাকরস্য প্রাকৃতগুণগন্ধাস্পৃষ্টস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবস্য শাস্ত্রেষু সাক্ষাৎ, ন তু পরম্পরয়া বাচ্যত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—অথেতি। শ্রুতত্বাৎ—কাঠকাদিষু শ্রুতিষু নিগু´ণত্বাদি ধর্ম্মেণ প্রতিপাদন শ্রবণাৎ, 'চ' কারেণ সমুচ্চয়মুচ্যতে, ইতি সূত্রার্থঃ।

আদিপদাৎ—শ্বেতাশ্বতরাদৌ—এক ইতি, "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইতি। ন চ মৎস্য কূর্ম্মাদ্যবতারাত্মনা তস্য ভেদ ইতি বাচ্যম্। সর্ব্বাবতারিত্বাৎ। তথাহি শ্রীভাগবতে—১।৩।২৬, অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ। যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ॥ দেব ইতি। বিবিধাশ্চর্য্য ক্রীড়াশালী। "গোপ্যৈকয়া যুতস্তত্র সদা ক্রীড়তি কংসহা" সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ—সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়স্থিতঃ। ননু সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়বর্ত্তিত্বে শ্রীভগবতঃ পরিচ্ছেদাদিদোষঃ সম্ভবেৎ ইতি চেৎ—তত্রাহ—সর্ব্বব্যাপীতি।

অনন্তর অপ্রাকৃত গুণরত্নাকর, প্রাকৃতগুণগন্ধেরও অভাব, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শাস্ত্রসকলে সাক্ষাৎভাবে, পরম্পরারূপে নহে, বাচ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—অথ ইত্যাদি। অনন্তর স্পষ্টভাবেই নিগু´ণ পরব্রহ্মের শাস্ত্রবাচ্যত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ—শ্রুতত্বাদিতি—'কঠোপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতিসকলে নিগু´ণত্বাদিধর্ম্মেই শ্রীভগবানকে প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই প্রকার শ্রবণ করা যায়। এই স্থলে 'চ' কারের অর্থ সমুচ্চয়, অর্থাৎ অন্যান্য উপনিষদ্ বাক্যও গ্রহণ করিতে হইবে। ইহাই সূত্রার্থ।

কঠোপনিষদে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—একদেব সকল ভূতে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা, সকল কর্ম্মের ফলপ্রদাতা, পৃথিবী প্রভৃতি ভূত সকলের আশ্রয়, সাক্ষী, চেতন প্রদাতা, কেবল নিগু´ণস্বরূপ। আদি পদে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ প্রভৃতির বাক্যও এই স্থলে গ্রাহ্য। এক—অর্থাৎ তিনি একমাত্র সর্ব্বেশ্বর ও দ্বিতীয়বিহীন। যদি বলেন—শ্রীভগবান্ মৎস্য কূর্ম্মাদি অবতার রূপে অনেক ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অবতার সকলের মূল, বা সর্ব্বাবতারী। এই বিষয়ে শ্রীভাগবত বলেন—হে দ্বিজগণ! বিশুদ্ধ সত্ত্ব মহাপারাবার শ্রীহরির অসংখ্য অবতার আছেন, যে প্রকার জল পূর্ণ সরোবর হইতে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝর্ণা বহির্গত হয়, সেই প্রকার জানিবেন। দেব—অর্থাৎ বিবিধ আশ্চর্য্য ক্রীড়াশালী—কংসঘাতী শ্রীকৃষ্ণ শ্রীবৃন্দাবনে একমাত্র শ্রীরাধিকার সহিত সদা সর্ব্বদা ক্রীড়া করেন। সর্ব্বভূতেষু গূঢ়—সকল প্রাণীর হৃদয়ে গোপনভাবে অবস্থানকারী। যদি বলেন—সকল প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থান করিলে শ্রীভগবানের পরিচ্ছেদ আদি দোষ সম্ভাবনা দেখা যায়, তদুত্তরে বলিতেছেন— তিনি সর্ব্বব্যাপী।

ভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ” ॥ ইতি, নির্গুণস্য শ্রুত্যুক্তত্বাচ্চ বাচ্য এব সঃ। নহ্যশব্দঃ শ্রূয়েত। যত্তু, “লক্ষণয়া নির্গুণস্যাবগতির্নত্বভিধয়া,

শ্রীগীতাসু—১১।৩৮, “ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপম্” ননু সর্ব্বব্যাপকত্বেঽপি কিমাকাশবৎ নির্লিপ্তঃ? নেত্যাহ সর্ব্বভূতান্তরেতি—নিখিল প্রাণ্যন্তর্যামীত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু—১৮।৬১, ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া॥ শ্রীভাগবতে চ—১০।১৪।৫৫ কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রাণিভ্যঃ কর্ম্মফলং প্রদদাতীত্যর্থঃ, তদাহ—কর্ম্মাধ্যক্ষঃ—চোদনালক্ষণোঽর্থো ধর্ম্মস্য ফল প্রদাতা। বৃহদারণ্যকে—৩।৯।২৮, বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতির্দাতুঃ পরায়ণাম্” ন তু কর্ম্মানুরূপফলদাতা কিন্তু তস্য পরমদয়ালুত্বমপি প্রতিপাদয়তীত্যাহ—সর্ব্বভূতাধিবাসঃ। সর্ব্বেষাং তদিতরাণাং, জীবাদি ভূতানাং, অধিবাসঃ-পরমাশ্রয় ইত্যর্থঃ।

শ্রীগীতাসু—১১।৩৮, ‘ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্’ শ্রীভাগবতে—২।১০।৭ ‘স আশ্রয়ঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে॥ ননু সর্ব্বভূতানামাশ্রয়ত্বে তৎকৃতো গুণদোষাদিনা অভিভূয়তে ইতি চেৎ তত্রাহ—সাক্ষীতি। শ্রীভাগবতে—১০।১৪।৩৯, অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্” কেন প্রকারেণ সাক্ষীত্বং সম্ভবেত্তত্রাহ—চেতেতি। চেতা—চেতয়িতা, সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং জ্ঞানপ্রদমিত্যর্থঃ। তথাহি

শ্রীগীতা এই প্রকার বলেন—হে অনন্তরূপ! আপনাকর্ত্তৃক এই সমগ্র বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। যদি বলেন—শ্রীভগবান্ যে সর্ব্বব্যাপক তাহা কি আকাশের সদৃশ নির্লিপ্ত? এতাদৃশ নহেন, কারণ তিনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—নিখিল প্রাণীর অন্তর্য্যামী। শ্রীগীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! সর্ব্ব নিয়ন্তা ঈশ্বর প্রাণীসকলের হৃদয়স্থলে অবস্থান করিতেছেন, এবং স্বীয় মায়ার দ্বারা সকলকে জড় যন্ত্রের ন্যায় ভ্রমণ করাইতেছেন। শ্রীভাগবতে বলেন—এই ব্রজরাজনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে সমস্ত আত্মার পরম প্রিয় আত্মা বলিয়া জানিবে। সুতরাং তিনি সকল প্রাণীদিগকে কর্ম্মফল প্রদান করেন, তাহাই বলিতেছেন—কর্ম্মাধ্যক্ষ-চোদনা লক্ষণ অর্থ ধর্ম্মের ফল প্রদানকারী। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক উপনিষদের বাক্য এইরূপ—বিজ্ঞানানন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব আরাধনাকারী সাধকের সকল কর্ম্মের ফল প্রদান করেন। শ্রীগোবিন্দদেব কর্ম্মানুরূপ ফলদাতা নহেন, কিন্তু তিনি পরম দয়ালুও হয়েন, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—সর্ব্বভূতাধিবাস। স্বভিন্ন সকল জীবাদির অধিবাস পরমাশ্রয়।

এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব! আপনি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়স্বরূপ। শ্রীভাগবতে সেই পরমাশ্রয় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে বেদাদি শাস্ত্রসকলে পরব্রহ্ম এবং পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তন করেন। যদি বলেন—সর্ব্বভূতের আশ্রয় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হওয়ার জন্য ভূতাদির দোষ গুণের দ্বারা তিনি অভিভূত হয়েন। তদুত্তরে বলিতেছেন—সাক্ষী ইত্যাদি। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে সাক্ষী এই বিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবত বাক্য প্রমাণ যেমন—ব্রহ্মা বলিলেন—হে শ্রীকৃষ্ণ! আমাকে অনুগ্রহ করুন, আপনি সকল

প্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাৎ" ইতি জল্পন্তি তদসৎ।

সর্ব্বশব্দাবাচ্যে লক্ষণায়াঃযোগাৎ। নির্গুণত্বাদেরপ্যদৃশ্যত্বাদেরিব তন্নিমিত্তত্বাৎ। নন্মু নির্গুণোঽপি গুণবানিতিবিরুদ্ধং, নৈবং রহস্যানববোধাৎ।

শ্রীগীতাসু—১৫।১৫, সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ। "অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাম্" ইতি শ্রুতেঃ। কেবলঃ—শুদ্ধ ইতি। শুদ্ধত্বে হেতুমাহ—নির্গুণ ইতি। মায়িকগুণগন্ধাস্পৃষ্টঃ। শ্রীভাগবতে—৩।২৬।৩ 'অনাদিরাত্মা পুরুষো নির্গুণঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। শ্রীএকাদশে চ—৯।১৮, কেবলানু-ভবানন্দসন্দোহো নিরুপাধিকঃ। তস্মাৎ নির্গুণস্য শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্বাৎ নির্গুণত্বেনৈব বাচ্যঃ। অতঃ নির্গুণস্য অবাচ্যত্বাভাব এব। শ্রূয়েত—শ্রুতৌ ইতি।

লক্ষণয়া—ইতি, শ্রীমদলঙ্কারকৌস্তুভে—২।১৫, লক্ষণা পুনঃ, মুখ্যার্থবাধে শক্যস্য সম্বন্ধে যান্যধী-র্ভবেৎ" অভিধা—তত্রৈব—২।১৩,যস্যোচ্চারণমাত্রেণ সহজং যৎ প্রতীয়তে। তস্য তত্র তু যা বৃত্তিঃ সাভিধা

জানেন, যে হেতু আপনি সর্ব সাক্ষী। এই সর্ব্বসাক্ষিত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয়? তাহাই বলিতেছেন—চেতা, চেতন দাতা, অর্থাৎ সকল প্রাণীদিগের জ্ঞানপ্রদাতা ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি সকলের হৃদয়ে প্রবেশ করি, আমা হইতেই মানবাদির জ্ঞান, স্মৃতি এবং অপোহনাদি লাভ হয়। শ্রুতিও বলেন—'পরব্রহ্ম প্রাণীদিগের অন্তরে প্রবেশ করিয়া শাসন করেন।' কেবল শুদ্ধ, শ্রীভগবান্ যে শুদ্ধ, তাহার হেতু বলিতেছেন - নির্গুণ, মায়িক গুণগন্ধের দ্বারা অস্পৃষ্ট। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেবের বাক্য—যথা—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অনাদি, আত্মা, পুরুষ নির্গুণ এবং প্রকৃতির স্পর্শ শূন্য। শ্রীএকাদশে—পরব্রহ্ম কেবলানুভবানন্দসন্দোহস্বরূপ সর্ব্ববিধ উপাধিরহিত। অতএব নির্গুণস্বরূপের শ্রুতিপ্রতিপাদিতত্ব হওয়া হেতু শ্রীভগবান্ নির্গুণস্বরূপেই বেদ-শাস্ত্রের বাচ্য। সুতরাং নির্গুণব্রহ্মের অবাচ্যত্বের অভাবই স্বীকার্য্য। শ্রুতিশাস্ত্রে অশব্দ ব্রহ্ম বলিয়া শ্রবণ করা যায় না।

যাঁহারা বলেন—লক্ষণার দ্বারা নির্গুণ ব্রহ্মের অবগতি হয়, কিন্তু অভিধা বৃত্তির দ্বারা হয় না, কারণ—ব্রহ্মে শব্দের প্রবৃত্তি নিমিত্তের সর্ব্বথা অভাব। এই প্রকার জল্পনা অমূলক। লক্ষণার দ্বারা—অর্থাৎ শ্রীঅলঙ্কারকৌস্তুভে—লক্ষণার লক্ষণ বলিয়াছেন—যে স্থলে মুখ্যার্থের বাধা হইবে শক্যসম্বন্ধে যাহা অন্যবস্তুর প্রতীতি করায় তাহা লক্ষণাবৃত্তি। যাহার উচ্চারণ মাত্রেই যথার্থ বস্তুর বোধ করায় তাহাকে অভিধা বৃত্তি বলে। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—এই লক্ষণাবৃত্তির দ্বারাই ব্রহ্মের কথঞ্চিৎ বোধ হয়, কিন্তু অভিধা বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মকে কোন প্রকারে প্রতিপাদন করিতে পারে না। কারণ যে সকল প্রবৃত্তি নিমিত্ত দ্বারা অভিধা বৃত্তি ব্রহ্ম বস্তুকে বাচ্য বা বিষয় করিবে তাহা ব্রহ্মের মধ্যে সর্ব্বথা অভাব হেতু ব্রহ্ম অভিধা বৃত্তির বাচ্য নহে। এই প্রকার জল্পনা করার কোন অর্থ হয় না, কারণ তাঁহাদের বাক্যটি অসৎ, বৃথা।

তথাহি নির্গুণাদয়ঃ শব্দা নৈর্গুণ্যাদিনা নিমিত্তেন তত্র প্রবর্ত্তেরন্। সর্ব্বজ্ঞাদয়স্তু সার্ব্বজ্ঞ্যাদিনা। তেন প্রাকৃতৈঃ সত্ত্বাদিভির্গুণৈর্বিহীনঃ স্বরূপানুবন্ধিভিস্তৈস্তৈস্তু বিশিষ্টোঽসাবিতি ন কাপি বিচিকিৎসা।

স্মরন্তি চেত্থম্—(শ্রীবিংপুং ১।৯।৪৪) "সত্ত্বাদয়ো ন সন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতা গুণাঃ" সমস্ত কল্যাণগুণাত্মকোঽসৌ" (শ্রীবিংপুং ৬।৫।৪৮) ইত্যাদিভিঃ। তস্মাৎ পূর্ণো বিশুদ্ধো

—॥ তত্র লক্ষণয়া বৃত্ত্যা নির্গুণব্রহ্মণো বোধো ভবেৎ, নিমিত্তমিতি—শব্দপ্রবৃত্তিনিমিত্তাভাবাৎ। সর্ব্ব-শব্দৈরবাচ্যে লক্ষণা ন সম্ভবেদিতি প্রতিপাদিতং—১।১।৫।৬, প্রাক্।

তথাহি ব্রহ্ম কিঞ্চিচ্ছব্দাবাচ্যম্? সর্ব্বশব্দাবাচ্যম্ বা? আদ্যে—বাচ্যত্বাপত্তিঃ, কেনচিচ্ছব্দেনাবাচ্যত্বেঽপি কেনচিচ্ছব্দবাচ্যং তদিত্যর্থত্বাৎ। দ্বিতীয়ে—লক্ষণা ন সম্ভবেৎ, কিঞ্চিচ্ছব্দাবাচ্যত্বাৎ। যৎ কিল সর্ব্বশব্দাবাচ্যং ন তত্র লক্ষণা শক্যা বক্তুং দৃষ্টান্তবিরহাৎ। ন চ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ" তৎ কালাদি পরিত্যাগেন লক্ষণাসিদ্ধেরিতি বাচ্যম্, কপোলকল্পনামাত্রত্বাৎ। অত্র জহৎস্বার্থয়া তৎ কালে তৎ কালরূপো ভাগো হীয়তে, পিণ্ডমাত্ররূপো ভাগস্তু ন হীয়তে, স চ ভাগো বাচ্য এব, স চ পিণ্ডমাত্রশব্দেন দৃষ্টঃ। অতঃ সর্ব্বশব্দাবাচ্যস্য লক্ষণায়াং দৃষ্টান্তো নাস্তি। নির্গুণত্বাদেরপীতি—যথা অদৃশ্যত্বাদীন্ গুণান্ "অদৃশ্যত্বাদি"

ব্রহ্ম যদি সকল শব্দের অবাচ্য হয়, তাহা হইলে তাহাতে লক্ষণাবৃত্তিও সম্ভব হইবে না, ইহা পূর্ব্বে প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

এই স্থলে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—ব্রহ্ম কিঞ্চিৎ শব্দের অবাচ্য? অথবা সকল শব্দের অবাচ্য? যদি বলেন—ব্রহ্ম কিঞ্চিৎ শব্দের অবাচ্য, তাহা হইলে ব্রহ্মের বাচ্যত্বাপত্তি হয়, অর্থাৎ কোন শব্দের দ্বারা অবাচ্য হইলেও, ব্রহ্ম কোন শব্দবাচ্য, কিঞ্চিৎ শব্দ অবাচ্যের এই প্রকারই অর্থ হয়। দ্বিতীয়ে—অর্থাৎ যদি বলেন—ব্রহ্ম সকল প্রকার শব্দের অবাচ্য, তাহা হইলে লক্ষণাবৃত্তির সম্ভব হইবে না, কারণ ব্রহ্ম কিঞ্চিৎ শব্দাবাচ্য হওয়া হেতু। কিন্তু যে বস্তু সকল শব্দের অবাচ্য, সেই বস্তুতে লক্ষণাবৃত্তির প্রয়োগ হয়' এই কথা বলিতে পারিবেন না, কারণ এই প্রকার বাক্যের কোন দৃষ্টান্ত নাই।

যদি বলেন—'সেই এই দেবদত্ত' এই বাক্যে পূর্ব্বকাল ও বর্ত্তমান কাল প্রভৃতি পরিত্যাগে যেমন ঐ দেবদত্ত বাক্যে লক্ষণা সিদ্ধি হয়' এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ তাহা আপনাদের স্বকপোলকল্পনা মাত্র। এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে—জহৎস্বার্থ লক্ষণার দ্বারা সেই কালে অর্থাৎ বর্ত্তমান কালে ঐ দেবদত্ত পিণ্ডে তৎকাল পূর্ব্বকালরূপ যে ভাগ নাশ হয় এবং এতৎকালরূপ ভাগেরও নাশ হয়, কিন্তু দেবদত্ত পিণ্ড রূপের কোন প্রকার নাশ হয় না, এবং সেই পিণ্ডভাগ শব্দবাচ্য ও পিণ্ডমাত্র শব্দের দ্বারা তাহা পরিদৃষ্ট হয়। সুতরাং সকল প্রকার শব্দের অবাচ্যে লক্ষণা হয় না, কিম্বা তাহাতে কোন প্রকার দৃষ্টান্তও নাই। যদি বলেন—যে বস্তু নির্গুণ, তাহা পুনরায় কি প্রকারে গুণবান হয়, যদি ঐরূপ

হরির্ব্বেদবাচ্যঃ। অনামাদিশব্দাস্তু গুণাপ্রসিদ্ধি কাৎ´স্ন্যাগোচরত্বাদিতঃ সঙ্গমনীয়াঃ। তদপ্রসিদ্ধিশ্চ প্রাকৃতবৈলক্ষণ্যেনাগ্রহাৎ। কাৎ´স্নেনাগোচরতাত্বানন্ত্যাৎ। যস্তু তেষাং স্ফুটার্থং ব্রূতে, স এবং প্রষ্টব্যঃ তৈঃ তস্য বোধঃ স্যাৎ? ন বেতি? আদ্যে তেঽপি তস্যারব্ধব্যাঃ। অন্ত্যে তু তদারম্ভবৈফল্যাপত্তিরিতি ॥ ১১ ॥

(১।২।৬।২১) ইতি সূত্রে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানি মন্যতে, তথা নির্গুণত্বাদিধর্ম্মাঃ প্রবৃত্তিনিমিত্তানি ভবেয়ুরিত্যর্থঃ।

স্মরন্তীতি—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—ঈশে সর্ব্বসমর্থ সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সত্ত্বাদয়ঃ প্রাকৃতা গুণা ন সন্তীতি, অপ্রাকৃতগুণবৃন্দমণ্ডনমেবাসৌ। অতঃ শ্রীশঙ্কর ভগবৎ পাদাঃ—১।২।৮।২১, "তস্মাৎ অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ভূতযোনিঃ পরমেশ্বর এব। অনামেতি—"অপ্রসিদ্ধেস্তদ্গুণানামনামাসৌ প্রকীর্ত্তিতঃ" ইতি স্মৃতেঃ। কাৎ´স্নোনাগোচরতা ইতি—শ্রীভাগবতে ব্রহ্মা—২।৭।৪১, নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে মায়া বলস্য

স্বীকার করেন তবে তাহা সিদ্ধান্তের বিরোধ হয়। এই বাক্যের উত্তরে বলিব—আপনাদের ব্রহ্ম বিষয়ে যে রহস্য আছে তাহার বোধ নাই। এই স্থলে গোপন রহস্য এই প্রকার—শ্রুতি সকলে যে সকল নির্গুণাদি শব্দ আছে তাহা পরব্রহ্মের নির্গুণত্বাদি প্রবৃত্তিনিমিত্তের দ্বারা পরব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হয়। এবং সার্ব্বজ্ঞ্যত্বাদি সগুণ শব্দসকল সার্ব্বজ্ঞ্যত্বাদি প্রবৃত্তি নিমিত্তের দ্বারা পরব্রহ্মে প্রবর্ত্তিত হয়। সুতরাং এই রহস্যের দ্বারা প্রাকৃতসত্ত্বাদি গুণসকলের স্পর্শলেশ বিহীন, স্বস্বরূপানুবন্ধি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব´কর্ত্তা, সর্ব্বে´শ্বর, সর্ব্ব´কারণ প্রভৃতি অনন্তকল্যাণগুণরাজিবিশিষ্ট শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ইহাই সিদ্ধ হইল, অতএব আর কোন প্রকার শঙ্কার অবকাশ নাই।

শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে প্রাকৃত গুণরহিত অপ্রাকৃত গুণাবলী মণ্ডিত তাহা শ্রীবিষ্ণুপুরাণের বাক্যের দ্বারা স্মরণ করাইতেছেন—ঈশে সর্ব্ব´সামর্থ্যে সর্ব্বে´শ্বরে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সত্ত্বাদি যে প্রাকৃত গুণসকল তাহা নাই, কিন্তু তিনি অপ্রাকৃতগুণবৃন্দমণ্ডন। অতএব মাধুর্য্যসৌন্দর্য্যাদি পরিপূর্ণ, বিশুদ্ধ হরি সর্ব্ব´পাপহারী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্ব´বেদ বাচ্য। যদি বলেন—তাহা হইলে অনামাদি শব্দের কি গতি হইবে? তাহার উত্তর এই যে—এই অনামাদি শব্দ অপ্রসিদ্ধ গুণসকল, ও পূর্ণরূপে তাঁহাকে বিষয় করিতে পারে না ইত্যাদি দ্বারা সঙ্গতি করিতে হইবে। যদি বলেন—সর্ব্ব´প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের গুণসকল অপ্রসিদ্ধ কি প্রকারে হয়? ইহার উত্তরে আমাদের বক্তব্য—শ্রীভগবানের দিব্য গুণ সকল প্রাকৃত গুণের বিলক্ষণরূপে প্রতীতির অভাব এবং সকল গুণের গোচর হয় না কারণ তিনি অনন্ত এই স্থলে শ্রীশঙ্কর ভগবৎ পাদ বলেন—অতএব অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত সকল ভূতের পরম কারণ একমাত্র শ্রীপরমেশ্বরই। অনামা ইত্যাদি এই শ্রীপরমেশ্বরের গুণসকলের অপ্রসিদ্ধি হেতু তাঁহাকে শাস্ত্রে অনামা বলিয়া কী´র্ত্তন করেন এই প্রকার স্মৃতিশাস্ত্রে দেখা যায়। শ্রীভগবানের রূপ গুণাদি যে সম্পূর্ণভাবে কাহারও গোচর হয় না তাহা

৬ ॥ আনন্দময়াধিকরণম্ ॥

শব্দাবাচকতাং যান্তি যত্রানন্দময়াদয়ঃ। বিভুমানন্দবিজ্ঞানং তং শুদ্ধং শ্রদ্দধীমহি ॥
যস্য সমন্বয়স্যোপপাদনায় বাচ্যত্বং ব্রহ্মণঃ সমর্থিতং তমিদানীং দর্শয়তি "আনন্দময়ঃ" ইত্যাদিনা

পুরুষস্য কুতোঽপরে যে। গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্ ॥ ১১ ॥

অভক্তবাগগম্যায় পদলালিত্যহীনোঽপি। ভক্তবাক্য প্রসন্নায় বেদবাচ্যায় তে নমঃ ॥

॥ ইতীক্ষত্যধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

৬ ॥ আনন্দময়াধিকরণম্ ॥

আনন্দময় সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ—সর্ব্বকারণম্। সর্ব্ববেদান্তবাগ্‌ বাচ্যং গোবিন্দং তং নতোঽস্ম্যহম্ ॥

যস্য সর্ব্ববেদবাচ্যত্বমীক্ষত্যধিকরণে নিরূপিতম্, কোঽসাবিত্যপেক্ষায়ামানন্দময়াধিকরণারম্ভ ইত্যধিকরণ সঙ্গতিঃ। যত্তু কেবলাদ্বৈতবাদিনঃ প্রাকৃতগুণগন্ধাস্পৃষ্টানন্দময়ে অখিলরসামৃতসিন্ধৌ অনন্ত-

---

শ্রীভাগবত বাক্য প্রমাণের দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন—শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে নারদ! অখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি স্থিতি ও সংহারকারিণী মায়া যাঁহার একটি শক্তিমাত্র, এই প্রকার অনন্ত শক্তি সমন্বিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের মহিমার অন্ত আমি ও তোমার অগ্রজ চতুঃসন গণও জানে না, সুতরাং অন্যের বিষয়ে বলিবার কি আছে। এমন কি সহস্রবদন শেষ আদিদেব শ্রীঅনন্ত ভগবান্ সদা সর্ব্বদা গান করিয়াও আজ পর্য্যন্ত যাঁহার দিব্যগুণাবলির পার পায়েন না, অতএব তিনি অনন্ত। যাঁহারা স্ফুটার্থ অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকার গুণহীনেই নির্গুণ শব্দ প্রয়োগ হয়' এই প্রকার বলেন, তাঁহাদিগকে আমাদের জিজ্ঞাসা এই যে—নির্গুণাদি শব্দের দ্বারা ব্রহ্মের বোধ হয়? অথবা হয় না? আদ্যে—যদি বলেন বোধ হয়, তবে আপনারা ব্রহ্মজিজ্ঞাসা আরম্ভ করুন। অন্ত্যে—যদি বলেন ব্রহ্মের বোধ হয় না, তবে আপনাদের চতুর্লক্ষণী প্রারম্ভ করাই বিফল সিদ্ধ হয়। অতএব পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব শব্দবাচ্য ইহাই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত ॥ ১১ ॥

যিনি অভক্তগণের বাক্যের অগম্য, কিন্তু ভক্তের পদলালিত্যবিহীন বাক্যের দ্বারা প্রসন্ন হয়েন, সেই সর্ব্ববেদবাচ্য শ্রীগোবিন্দদেব আপনাকে নমস্কার করি।

৬ ॥ আনন্দময়াধিকরণ—

অতঃপর আনন্দময়াধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। যিনি আনন্দময়, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, সর্ব্বকারণ, সকল বেদান্তবাক্যের বাচ্য, সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে নমস্কার করিতেছি।

যাঁহার সর্ব্ববেদবাচ্যতা ঈক্ষত্যধিকরণে নিরূপণ করিয়াছেন, তিনি কে? এই প্রশ্নের অপেক্ষায় আনন্দময়াধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি। কেবলাদ্বৈতবাদিগণ প্রাকৃতগুণগন্ধাস্পৃষ্ট,

যাবদধ্যায় পূর্ত্তিঃ। অত্রাস্মিন্ প্রথমে পাদে প্রায়েণান্যত্র প্রসিদ্ধানাং শব্দানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে।

কল্যাণগুণরত্ননিলয়ে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে শব্দস্য বাচকতাং নাঙ্গীকুর্ব্বন্তি, তন্মতপ্রত্যাখ্যানেন শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবস্য সর্ব্বশব্দবাচকতা নিরূপয়িতুমিদমানন্দময়াধিকরণমারভ্যন্তে শ্রীমদ্ ভাষ্যকারপ্রভুচরণাঃ—শব্দা ইত্যাদিনা।

যত্র—যস্মিন্ পরব্রহ্মণি শ্রীশ্যামসুন্দরে 'আনন্দময়াদয়ঃ' আদি পদাৎ—সর্ব্বজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধঃ, সর্ব্বেশ্বরঃ ইত্যাদি। শব্দাঃ—বেদাদিশাস্ত্রাঃ, বাচকতাং সাক্ষাৎ বোধকতাং যান্তি, প্রাপ্নুবন্তি তং শুদ্ধং নির্গুণং, বিভুং সর্ব্বব্যাপকং, আনন্দং, বিজ্ঞানং সর্ব্বজ্ঞং শ্রদ্দধীমহি, মাং সংসারসাগরাত্তারয়িষ্যতীতি দৃঢ়বিশ্বাসেন আনন্দময়ং শ্রীগোবিন্দদেবং ভজেম ইত্যর্থঃ। বাচ্যত্বং—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবস্য অভিধয়া বৃত্ত্যা ঈক্ষত্যধিকরণে বাচ্যত্বং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং সমর্থিতং প্রতিপাদিতং, তস্য শ্রীশ্যামসুন্দরস্য পুনঃ শব্দবাচ্যত্বং দর্শয়ন্তি যাবদধ্যায়সমাপ্তিরিতি। অন্যত্র—জীবপ্রধানাদিত্যাকাশাদিষু। ব্রহ্মণি—সর্ব্বজ্ঞসর্ব্বশক্তিমৎসর্ব্বাধারস্বেতর সর্ব্বনিয়ামকভক্তবাৎসল্যাদ্যনন্তগুণগণালঙ্কৃতে পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেবে।

আনন্দময়, অখিলরসামৃতসিন্ধু, অনন্তকল্যাণগুণরত্ননিলয়, পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে শব্দের বাচকতা অর্থাৎ শব্দ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা অঙ্গীকার করেন না, এই মত প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক শ্রীমদ্ গোবিন্দদেবের সর্ব্ব শব্দবাচকতা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই আনন্দময়াধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন 'শব্দ' ইত্যাদির দ্বারা।

যে পরম ব্রহ্ম শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর আনন্দময়াদি শব্দ, আদি পদে সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বেশ্বর প্রভৃতি নামাবলী শব্দ—বেদাদিশাস্ত্র সকল বাচকতা সাক্ষাৎ বোধকতা প্রাপ্ত হয়, সেই শুদ্ধ নির্গুণ, বিভু সর্ব্বব্যাপক, আনন্দময়, বিজ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বজ্ঞকে শ্রদ্ধা করি, অর্থাৎ "আমাকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিবেন" এই প্রকার দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ভজন করি ইহাই অর্থ। যে পরব্রহ্মের সর্ব্ব শাস্ত্রসমন্বয় উপপাদনের জন্য পরব্রহ্মের শব্দবাচ্যত্ব সমর্থন করা হইয়াছে, ইদানীং সেই সমর্থন "আনন্দময়" ইত্যাদির দ্বারা এই অধ্যায় শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত দেখাইতেছেন। বাচ্যতা—অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অভিধাবৃত্তির দ্বারা শব্দবাচ্যতা ঈক্ষত্যধিকরণে শ্রুতি-স্মৃতি প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পুনরায় সেই শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের শব্দবাচকতা অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত নিরূপণ করিতেছেন। অনন্তর এই পাদে অর্থাৎ প্রথমপাদে প্রায়শঃ অন্যত্র প্রসিদ্ধ অর্থাৎ জীব-প্রধান, আদিত্য আকাশাদি বস্তুতে প্রসিদ্ধ শব্দসকলের ব্রহ্মে—সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বাধার, স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক, ভক্তবাৎসল্যাদি অনন্ত গুণগণ অলঙ্কৃত বিগ্রহ পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় প্রদর্শিত হইতেছে।

তৈত্তিরীয়কে (২।১।৩) "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইত্যুপক্রম্য "স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ" ইত্যাদিনান্নরসময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময়ান্ ক্রমেণাম্নায়েদমভিধীয়তে "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াদন্যোঽন্তরাত্মানন্দময়স্তেনৈষ পূর্ণঃ। স বা এষ পুরুষবিধ এব তস্য পুরুষবিধতামন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রিয়মেবশিরঃ, মোদো দক্ষিণপক্ষঃ, প্রমোদ উত্তরপক্ষঃ, আনন্দ-

---

বিষয়ঃ—অথ আনন্দময়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যমাহুঃ—তৈত্তিরীয়ক ইতি। ব্রহ্মবিদিতি—নিরতিশয়বৃহত্তমনরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু-শ্রীশ্যামসুন্দরং জানাতীতি। পরমিতি—সর্ব্বশ্রেষ্ঠং সর্ব্বারাধ্যং শ্রীগোবিন্দদেবং আপ্নোতি প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। যদ্বা—অনন্তকল্যাণগুণপারাবারস্য সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য সৌস্বর্য্যাদিগুণ বিমণ্ডিতস্যানন্দময়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য উপাসকঃ সর্ব্বেভ্যো জ্ঞানি-যোগি-আদিভ্যঃ পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-পুরুষার্থং শ্রীগোবিন্দদেব বরিবস্যানন্দং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ইত্যারভ্য—সবা এষ—ইতি—স বা এষ পুরুষোঽন্নরসময়ঃ, অন্নরসস্য পরিণাম ইত্যর্থঃ। তথাহি ছান্দোগ্যে—৬।৫।১, "অন্নমশিতং ত্রেধা বিধীয়তে তস্য যঃ স্থবিষ্ঠো ধাতুস্তৎ পুরীষং ভবতি, যো মধ্যমস্তন্মাংসং, যোঽণিষ্ঠস্তন্মনঃ" ইত্যুক্তরীত্যা ঔদর্য্যেণ পচ্যমানান্ন সারাংশনির্ব্বর্ত্ত্যমানমাংসাদিময়ত্বাচ্ছরীরস্যেত্যর্থঃ। এবঞ্চ—৫।৩।৩—যথা পঞ্চম্যামাহুতাবাপঃ পুরুষবচসো ভবন্তি" তস্যান্নরসময় পুরুষস্য পক্ষিরূপিণ ইদমেব প্রসিদ্ধমেব শিরো মস্তকম্। দক্ষিণভুজঃ, উত্তরঃ—বামভুজঃ, অয়মাত্মা—গলমারভ্যাকটিপ্রদেশং মধ্যদেহভাগোঽঙ্গানামাত্মা ধারকত্বেন প্রধানাঙ্গ ভূতত্বাৎ। পুচ্ছ-

---

বিষয়—অতঃপর আনন্দময়াধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—তৈত্তিরীয়কে ইত্যাদি। তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীতে বর্ণিত আছে—যিনি ব্রহ্মবিৎ তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বস্তু লাভ করেন। অর্থাৎ নিরতিশয় বৃহত্তম, নরাকৃতি পরব্রহ্ম, শ্রীরাধপ্রাণবন্ধু শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে যিনি জানেন, তিনি পরং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করেন। অথবা—অনন্তকল্যাণগুণপারাবার, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌস্বর্য্যাদিগুণবিমণ্ডিত, আনন্দময়, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসক সকল হইতে অর্থাৎ জ্ঞানী-যোগী আদি হইতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ—শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবানন্দ লাভ করেন ইহাই শ্রুতির অর্থ। এই প্রকার বর্ণনা আরম্ভ করিয়া—সেই এই পুরুষ অন্নরসময়" ইত্যাদির দ্বারা অন্নরসময় সেই এই ইত্যাদি। সেই এই প্রসিদ্ধ পুরুষ অন্নরসময়, অর্থাৎ এই পুরুষ অন্নরসের পরিণাম ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রমাণ এই প্রকার—'অন্ন ভোজন করার পর তিন ভাগে বিভাজিত হয়, অন্নের যে স্থূল ভাগ তাহা পুরীষ (বিষ্ঠা) হয়, তাহার যে মধ্যম ভাগ তাহার মাংস হয় এবং তাহার যে ভাগ অণিষ্ঠ তাহা হইতে মন হয়" এই বিধান অনুসারে উদরাগ্নির দ্বারা পাচিত অন্নের সারাংশ অন্য বস্তু হইতে পৃথক্ হইয়া মাংস হয় এবং এই শরীরও মাংসাদিময়। এই প্রকার পঞ্চম আহুতির দ্বারা আপ পুরুষ নাম ধারণ করে' সেই পক্ষিরূপী অন্নরসময় পুরুষের এই প্রসিদ্ধ শির বা মস্তক, তাহার ব্যান দক্ষিণভুজ, অপান বামভুজ, আকাশ আত্মা, এই আত্মা—কণ্ঠ হইতে আরম্ভ করিয়া কটিপ্রদেশ পর্য্যন্ত মধ্যদেহ ভাগই অঙ্গসকলের

আত্মা, ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" (তৈ° ২।৫) ইতি।

মিতি—কটিস্থলাধঃ স্থানং পাদদ্বয়ম্। তথা চ—নাভেরধস্তাদ্ যদঙ্গং তৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি শ্রীশঙ্কর-পাদাঃ। অত্র পুরুষশব্দিতস্য মনুষ্যপাণ্যাদেঃ পক্ষত্বাদিরূপণং সাধকানাং বোধসৌকর্য্যার্থমেব। প্রাণময় ইতি—তৈ° ২।২।৩, "তস্মাদ্ বা এতস্মাদন্নরসময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাং, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য প্রাণ এব শিরঃ ব্যানো দক্ষিণঃ পক্ষঃ, অপান উত্তরঃ পক্ষঃ. আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" তস্মাদ্ বা ইতি। তস্মাদাকাশাদিক্রমেণ আত্মনঃ সকাশাদুদ্ভূতাৎ অন্নরসময়াৎ স্থূলশরীরাৎ অন্যোঽন্তরাত্মা প্রাণময়ঃ, প্রাণস্তাবৎ বায়ুঃ, তেন প্রাণময়েন এষ অন্নরসময়াত্মা পূর্ণঃ। সঃ প্রাণময়ঃ পুরুষঃ পূর্ব্ববৎ পুরুষবিধ এব, অন্বয়ং—পূর্ব্ব পূর্ব্বস্য পুরুষবিধতামুত্তরো-ত্তরঃ পুরুষবিধো ভবতীতি পূর্ব্বপূর্ব্বোত্তরোত্তরেণ পূর্ণো ভবতীত্যর্থঃ। তস্য প্রাণময়পুরুষস্য প্রাণ এব শিরঃ, প্রাণস্য মুখান্তর্বর্ত্তিত্বাৎ শিরত্বম্। ব্যান ইতি—নিখিলশরীরবর্ত্তী বায়ুরেব পূর্ব্ববৎ দক্ষিণ বাহুঃ। অপান ইতি—অবাগ্ গমনবান্ পায়্বাদি স্থানবর্ত্তী এব উত্তরঃ—বামবাহুঃ। আকাশেতি—আকাশো যথা সর্ব্বব্যাপকঃ, তথায়ং প্রাণোঽপি সর্ব্বশরীরব্যাপী। শ্রীগীতাসু—৯।৬—"যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্ব্বত্রগো মহান্" ইত্যুক্তরীত্যা বায়ুবিকারভূত-প্রাণাপানাদিধারকত্বাদাকাশস্যাত্মত্বম্। পৃথিবী……ইতি

আত্মা, অর্থাৎ আত্মার ধারক হেতু অঙ্গসকলের প্রধান এই ভাগ। পুচ্ছ—কটিপ্রদেশ হইতে অধোভাগ পাদদ্বয় পর্য্যন্ত পুচ্ছ, শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন—নাভির অধোভাগ যে অঙ্গ তাহাই পুচ্ছ বা প্রতিষ্ঠা। এই স্থলে পুরুষশব্দিত মনুষ্য কর-চরণাদির পক্ষীরূপ রূপক নিরূপণ করা সাধকগণের বোধ যাহাতে সুকর হয় তাহার জন্য এই রূপক বর্ণনা। অতএব এইরূপ অন্নরসময় পুরুষ বর্ণনা করিলেন। প্রাণময় ইত্যাদি। অন্নরসময় পুরুষ হইতে অন্য অন্তর আত্মা প্রাণময়, তাহাতেই এই পূর্ণ, সেই এই পুরুষবিধ, তাহার অন্বয় পুরুষবিধ। তাহার প্রাণ মস্তক, ব্যান দক্ষিণ বাহু, অপান উত্তর বাহু, আকাশ আত্মা, পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। তস্মাৎ বা ইত্যাদি। তাহা হইতে আকাশাদি ক্রমে আত্মার নিকট হইতে উদ্ভূত হওয়া হেতু অন্নরসময় স্থূলশরীর হইতে অন্য অন্তরাত্মা প্রাণময়, প্রাণ অর্থাৎ বায়ু। অতএব প্রাণময়ের দ্বারা এই অন্ন-রসময় আত্মা পরিপূর্ণ। সেই প্রাণময় পুরুষ পূর্ব্ববৎ অন্নরসময় পুরুষের ন্যায় পুরুষবিধই, অন্বয় অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব পুরুষবিধতার উত্তর উত্তর পুরুষবিধ হয়, সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব উত্তর উত্তর পুরুষের দ্বারা পূর্ণ। সেই প্রাণময় পুরুষের প্রাণই শির বা মস্তক, কারণ প্রাণের মুখান্তর্বর্ত্তী হওয়া হেতু শিরত্ব। ব্যান—অর্থাৎ নিখিল শরীরবর্ত্তী বায়ুই, তাহা পূর্ব্ববৎ প্রাণময় পুরুষের দক্ষিণ বাহু, অপান—অর্থাৎ অধোদেশ গমনবান পায়ু প্রভৃতি স্থানবর্ত্তী বায়ু এই পুরুষের উত্তর বা বামবাহু। আকাশ অর্থাৎ আকাশ যেমন সর্ব্বব্যাপক, সেই প্রকার এই প্রাণময়ও সর্ব্বশরীর ব্যাপী। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় বর্ণিত আছে—আকাশস্থিত বায়ু যেমন নিত্য মহাবলশালী ও সর্ব্বত্র গমনশীল। এই শ্রীগীতার অনুসারে—বায়ুবিকার

—পৃথিব্যামাকাশস্য প্রতিষ্ঠিতত্বাৎ তস্যাঃ পুচ্ছত্বমিতি। মনোময় ইতি। তৈ০ ২।৩।২ তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ প্রাণময়াৎ, অন্যোঽন্তর আত্মা মনোময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাং অন্বয়ং পুরুষবিধঃ, তস্য যজুরেব শিরঃ, ঋগ্ দক্ষিণপক্ষঃ, সামোত্তরপক্ষঃ আদেশ আত্মা, অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" মনঃ সঙ্কল্পাদ্যাত্মকমন্তঃকরণম্। অস্য মনোময়স্য পূর্ব্বস্মাদন্তরত্বং জ্ঞান সম্বন্ধেন জড়াৎ শ্রেষ্ঠমিতি বোধ্যম্। পূর্ণ ইতি—মনোময়েন প্রাণময়ঃ পূর্ণঃ। এষো মনোময়ঃ পুরুষাকার এব, তস্য প্রাণময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষীকৃত্য—অয়ং মনোময়োঽপি পুরুষাকার ইত্যর্থঃ। যজুরিতি—অনিয়তাক্ষয়পাদ বিশেষো মন্ত্রবিশেষঃ, তজ্জাতিবাচী যজুঃ শব্দঃ। তস্য মনোময়স্য যজুঃ শির ইতি, প্রাথম্যা যজুষা হি হবির্দীয়তে। ঋগিতি—ঋক্ষু শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনাৎ, তস্য দক্ষিণবাহুত্বম্। সাম ইতি—সামবেদস্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপত্বাৎ—"বেদানাং সামবেদোঽস্মি" গী০ ১০।২২, ইত্যুক্তেঃ, তস্য বামবাহুত্বম্। আদেশ ইতি—আদেশোঽত্র ব্রাহ্মণম্। ইদং কুরু, ইদং মা কার্ষীরিতি বিধি-নিষেধরূপং রহস্যানুশাসনমাদেশ ইত্যর্থঃ। প্রতিষ্ঠা ইতি—অথর্ব্বাঙ্গিরসা চ দৃষ্টা মন্ত্রা, ব্রাহ্মণঞ্চ শান্ত্যাদি প্রতিষ্ঠাহেতু কর্ম্মপ্রধানত্বাৎ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা। মনোময়াঙ্গত্বং চ এষাং মন্ত্রাণাং মনোবৃত্তাবাবির্ভূতত্বেন তৎ প্রাচুর্য্যত্বাৎ।

ভূত প্রাণ অপানাদি ধারক হেতু আকাশের আত্মত্ব সিদ্ধ হইল। পৃথিবী—পৃথিবীতে আকাশের প্রতিষ্ঠা হেতু তাহার পুচ্ছতা সিদ্ধ হইল। সুতরাং অন্নরসময় পুরুষ হইতে প্রাণময় পুরুষ শ্রেষ্ঠ। মনোময় ইত্যাদি। সেই এই প্রাণময় পুরুষ হইতে অন্য অন্তরাত্মা মনোময়, তাহার দ্বারাই এই মনোময় পুরুষ পূর্ণ, এই মনোময় পুরুষ পুরুষের আকারই, তাহার পুরুষ বিধতা পূর্ব্বে অন্বিত হয়, সেই মনোময় পুরুষের যজুর্ব্বেদই মস্তক, ঋগ্‌বেদ দক্ষিণ বাহু, সামবেদ বামবাহু, আদেশ আত্মা, অথর্ব্ব ও আঙ্গিরস পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা। মন—সঙ্কল্প বিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ। এই মনোময় পুরুষের পূর্ব্ব প্রাণময় পুরুষ হইতে অন্তরতা বা শ্রেষ্ঠতা জ্ঞান সম্বন্ধের দ্বারা বুঝিতে হইবে সুতরাং মনোময় পুরুষের জ্ঞানসম্বন্ধবশতঃ জড় প্রাণময় পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। পূর্ণ—অর্থাৎ মনোময়ের দ্বারা প্রাণময় পূর্ণ। এই মনোময় পুরুষ পুরুষেরই আকার এবং সেই প্রাণময় পুরুষের পুরুষবিধতা লক্ষ্য করিয়াই এই মনোময়ও পুরুষাকাররূপে নিরূপিত হইয়াছে ইহাই অর্থ। যজুঃ—অর্থাৎ অনিয়তাক্ষর পদ বিশেষ মন্ত্র বিশেষ, সেই মন্ত্রবিশেষের জাতিকে যজুঃ বলে। সেই মনোময়ের যজুর্ব্বেদ মস্তক স্বরূপ। কারণ প্রথমে যজুঃ মন্ত্রের দ্বারাই যজ্ঞেতে ঘৃত আহুতি প্রদান করেন। ঋক্—অর্থাৎ ঋক্ বেদে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করা হেতু ঐ ঋগ্‌বেদ দক্ষিণবাহু। সাম—অর্থাৎ সামবেদকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—"বেদ সকলের মধ্যে আমি সামবেদ" সুতরাং সামবেদ মনোময় পুরুষের বামবাহু স্বরূপ। আদেশ—অর্থাৎ বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ। ইহা কর, ইহা করিবে না, ইত্যাদি বিধি নিষেধরূপ রহস্যের অনুশাসনই আদেশ এবং এই আদেশই মনোময় পুরুষের আত্মা ইহাই অর্থ। প্রতিষ্ঠা—অর্থাৎ অথর্ব্ব ঋষি ও অঙ্গিরা ঋষি কর্ত্তৃক দৃষ্টমন্ত্র সকল এবং ব্রাহ্মণ ভাগ এই উভয় শান্তি কর্ম্মাদি প্রতিষ্ঠা হেতু কর্ম্ম প্রধানতা বশতঃ পুচ্ছ

নন্বু মনোময়ত্বং তদ্‌বিকারিত্বং তথাত্বে তেষাম্ অনিত্য-পৌরুষেয়াপত্তিরিতি চেৎ ন, মন্ত্রাণাং নিত্যত্বাৎ অত্র পারমার্থিকপথস্য প্রকৃতত্বাৎ অনিত্য-ব্যবহারিক সঙ্কল্পাদ্যাত্মক মনোময়ত্বং ন প্রযুজ্যতে।

বিজ্ঞানময় ইতি। তৈ০ ২।৪।১, তস্মাদ্ বা এতস্মান্মনোময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ, তেনৈষ পূর্ণঃ, স বা এষ পুরুষবিধ এব, তস্য পুরুষবিধতাং, অন্বয়ং পুরুষবিধঃ তস্য শ্রদ্ধৈব শিরঃ ঋতং দক্ষিণপক্ষঃ, সত্যং উত্তরঃ পক্ষঃ, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" অস্য বিজ্ঞানময়স্য মনোময়ান্তরত্বকরণাৎ তস্মাৎ কর্তৃত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। পূর্ণঃ—বিজ্ঞানময়েন মনোময়ঃ পূর্ণঃ, স বা এষ বিজ্ঞানময়ঃ পুরুষবিধঃ, তস্য—ইতি—তস্য মনোময়স্য পুরুষবিধতামনুলক্ষীকৃত্য—অয়ং বিজ্ঞানময়োঽপি পুরুষবিধঃ, শ্রদ্ধা ইতি—অত্র অধ্যাত্মশাস্ত্র যথার্থ্য প্রতীতিঃ স এব শিরঃ, শ্রীভক্তিমার্গেষু সর্ব্বাদৌ শ্রদ্ধায়া এব প্রয়োজনত্বাৎ শিরস্ত্বেন শ্রেষ্ঠতম্। ঋতমিতি—বেদাদি সৎ শাস্ত্রার্থনিশ্চিতা বুদ্ধিঃ, তদেব দক্ষিণবাহুঃ। সত্যমিতি—শ্রীভগবৎ প্রতিপাদকানাং বেদাদি শাস্ত্রাণামর্থানুভবপ্রযত্নঃ। স এব বামবাহুঃ। যোগ ইতি—সর্ব্বদা শ্রীভগবদ্

অর্থাৎ মনোময় পুরুষের প্রতিষ্ঠা আধার। এই মন্ত্র সকলের মনোময়াঙ্গত্ব বা মনোবৃত্তিতে আবির্ভাব হওয়া হেতু মন্ত্রে মনেরই প্রাচুর্য্যতা দেখা যায়

শঙ্কা—যদি বলেন—মনোময় মনের বিকার, মন্ত্রসকল যদি মনোময় বা মনের বিকার হয় তবে বেদমন্ত্র সকলের অনিত্যতা—পৌরুষেয়তার আপত্তি হয়, এই প্রকার আশঙ্কা করা নিতান্ত অনুচিত, কারণ বেদমন্ত্র সকলের নিত্যতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে। পক্ষান্তরে এই তৈত্তিরীয় উপনিষদে পারমার্থিক পথের উপোদ্‌ঘাত হেতু অনিত্য ব্যবহারিক সঙ্কল্পাদ্যাত্মক মনোময় পুরুষের বা বেদের যোজনা করা হইতেছে না। অতএব প্রাণময় পুরুষ হইতে মনোময় পুরুষ শ্রেষ্ঠ।

বিজ্ঞানময় ইত্যাদি। সেই এই মনোময় পুরুষ হইতে অন্য অন্তরাত্মা বিজ্ঞানময়, সেই বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পুরুষ পূর্ণ, এই বিজ্ঞানময় পুরুষ পুরুষবিধ, তাহার পুরুষবিধতা লক্ষ্য করিয়াই এই পুরুষের পুরুষবিধতা। এই মনোময় পুরুষের শ্রদ্ধাই মস্তক, ঋতই দক্ষিণবাহু, সত্য বামবাহু, যোগ আত্মা, মহঃ পুচ্ছ বা আধার। এই বিজ্ঞানময় জীবের মনোময়ের অন্তরত্ব করণ হেতু সেই মনোময় হইতে বিজ্ঞানময়ের কর্তৃত্ব হেতু শ্রেষ্ঠ। পূর্ণ—অর্থাৎ বিজ্ঞানময়ের দ্বারা মনোময় পূর্ণ। সেই এই বিজ্ঞানময় পুরুষ পুরুষের আকার। তাহার—মনোময়ের পুরুষবিধতা লক্ষ্য করিয়া এই বিজ্ঞানময় পুরুষও পুরুষের ন্যায় আকার যুক্ত। শ্রদ্ধা ইতি—এই স্থলে শ্রদ্ধা শব্দে আধ্যাত্ম শাস্ত্র দ্বারা শ্রীভগবত্তত্ত্বের যথার্থ প্রতীতি বুঝিতে হইবে। এই শ্রদ্ধাই বিজ্ঞানময়ের মস্তক। শ্রীভক্তিমার্গে সর্ব্বপ্রথম শ্রদ্ধারই প্রয়োজন হেতু শিররূপে তাহার শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইল। ঋত—অর্থাৎ বেদাদি সৎ শাস্ত্রের অর্থ যাহার দ্বারা নিশ্চিত করা হয় সেই প্রকার বুদ্ধি। সেই বুদ্ধিই বিজ্ঞানময় পুরুষের দক্ষিণবাহু। সত্য—অর্থাৎ শ্রীভগবৎ প্রতিপাদক বেদাদি শাস্ত্রসকলের অর্থ অনুভবের চেষ্টা, এই চেষ্টারূপ সত্যই বিজ্ঞানময় পুরুষের বামবাহু। যোগ—অর্থাৎ সর্ব্বদা শ্রীভগবানের গুণানুচিন্তন করা, অথবা সমাধি অবস্থান। যে শ্রীকৃষ্ণভক্তির

গুণানুচিন্তনং, সমাধির্ব্বা, যয়া শ্রীকৃষ্ণভক্ত্যা জীবাত্মানং শ্রীভগবৎসেবায়াং সংযুনক্তি স যোগঃ, অতস্তস্য সুতরামেবাত্মত্বম্। প্রতিষ্ঠা ইতি—শ্রদ্ধাদীনামেতৎ শ্রীভগবৎ সাক্ষাৎকারাঙ্গত্বাৎ, মহঃ—তত্তৎ সর্ব্বপ্রকাশকত্বেন—উত্তমতরং শুদ্ধজীবস্বরূপং তদেব প্রতিষ্ঠা। তেষাং—অন্নরসময় প্রাণময় মনোময়ানাং সর্ব্বেষামাশ্রয়ঃ।

নন্বু—"বেদার্থবিষয়া বুদ্ধির্নিশ্চয়াত্মিকা বিজ্ঞানম্" ইতি চেৎ ন, তস্য কর্ত্তৃত্ব শ্রবণাৎ "বিজ্ঞানং যজ্ঞং তনুতে" ইতি। বুদ্ধের্জড়ত্বাৎ কর্ত্তৃত্বাভাবঃ।

তদেবং শুদ্ধজীবপর্য্যন্তমুপদিশ্য তথা তথা লব্ধান্তরাণাং পুনঃ সর্ব্বান্তরতমত্বেন তত্রৈব পূর্ব্বোপক্রান্তমুখ্যাত্মতত্ত্ব পর্য্যবসায়কযত্নানন্দময়মুদিশতি তস্মাদিত্যাদিনা। যঃ পূর্ব্বস্য ইতি—তস্য মনোময়স্য য এষ বিজ্ঞানময়ঃ শারীর আত্মা। এতস্মাদ্ বিজ্ঞানময়াজ্ জীবাদন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ। তেন—আনন্দময়েন এষ বিজ্ঞানময়ো জীবঃ পূর্ণঃ, তদ্দত্তমাত্রবিভবেন শক্তিশালী। পুরুষবিধ ইতি—অতি কমনীয়-কর-চরণাদ্যবয়বসংযুক্ত-আত্মারামগণাকর্ষি—বিস্মাপিত চরাচর সৌন্দর্য্যবান্ শ্রীবিগ্রহঃ।

দ্বারা জীবাত্মাকে শ্রীভগবৎ সেবায় নিযুক্ত করে তাহাই যোগ, সুতরাং সেই যোগের সহজেই আত্মত্ব সিদ্ধ হয়। প্রতিষ্ঠা— শ্রদ্ধাদি সকল সাধনের শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকারের কারণ মহঃ, অর্থাৎ সেই সেই সাধন সকলের প্রকাশকত্বরূপে উত্তমতর শুদ্ধ জীবস্বরূপ, এই শুদ্ধ জীবস্বরূপই শ্রদ্ধাদি সাধমসকলের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অথবা—অন্নরসময় প্রাণময় মনোময়াদি সকলের আশ্রয় এই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা।

শঙ্কা—যদি বলেন—বেদার্থবিষয়া নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিই বিজ্ঞান শব্দবাচ্য" এই শঙ্কার উত্তরে বলিব—ঐ বিজ্ঞানময়ের কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ করা যায়, যেমন—বিজ্ঞানময় যজ্ঞ বিস্তার করিতেছেন"। ইত্যাদি। পক্ষান্তরে বুদ্ধির জড়তা হেতু কর্ত্তৃত্বের সর্ব্বথা অভাব দেখা যায়। এই ভাবে মনোময় পুরুষ হইতে বিজ্ঞানময় জীবাত্মা শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদন করা হইল।

এই প্রকার অন্নরসময়াদি ক্রমপূর্ব্বক বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—এই প্রকার শুদ্ধজীব পর্য্যন্ত উপদেশ করিয়া, সেই সেই স্থানে অন্তরাত্মা পরস্পরের কথন হেতু পুনঃ সকলের অন্তরতম রূপে সেই স্থানেই পূর্ব্বের আরম্ভ যে আত্মতত্ত্ব তাহার মুখ্য আত্মতত্ত্ব পর্য্যবসায়কযত্ন আনন্দময়কে উপদেশ করিতেছেন—তস্মাদিত্যাদির দ্বারা। যে পূর্ব্বের ইত্যাদির দ্বারা সেই মনোময়ের যে এই বিজ্ঞানময় শারীর আত্মা। সেই বিজ্ঞানময় জীবাত্মা হইতে অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব। তেন আনন্দময়ের দ্বারা এই বিজ্ঞানময় জীব পূর্ণ, তাঁহার প্রদত্ত মাত্র বৈভবের দ্বারা শক্তিশালী। পুরুষবিধ—অর্থাৎ অতি কমনীয় কর-চরণাদি অবয়ব সংযুক্ত, আত্মারামগণাকর্ষণকারি—বিস্মাপিত চরাচর সৌন্দর্য্যবান্ শ্রীবিগ্রহ। তাঁহার পুরুষবিধতা লক্ষ্য করিয়া বিজ্ঞানময়ের পুরুষবিধতা সিদ্ধ হয়। তাঁহার প্রিয় মস্তক, মোদ দক্ষিণবাহু, প্রমোদ বামবাহু, আনন্দ আত্মা, ব্রহ্মই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা বা আধার।

নন্বানন্দময়স্য প্রিয়ত্বাদি দর্শনাৎ ন তস্য পরমার্থতা ইতি চেৎ ন, তস্য শাস্ত্রীয় পরমার্থ প্রতিপাদক পরত্বাৎ, ব্যবহারিকে অনিত্যত্বাপত্তেশ্চ। প্রিয়মেব ইতি তস্যানন্দময়স্য প্রিয়রূপো নারায়ণঃ শিরো ভবতি, তস্য চতুর্ব্যূহাদ্যবতার-বীজরূপত্বাৎ, মোদঃ—ইতি মোদরূপঃ প্রদ্যুম্নঃ তস্য দক্ষিণ বাহুঃ, তস্য মৎস্যাদ্যবতারমূলরূপত্বাৎ। প্রমোদঃ—প্রমোদরূপোঽনিরুদ্ধ উত্তরবাহুঃ। আনন্দ ইতি—আনন্দরূপো বাসুদেব আত্মা মধ্যমকায়ঃ, তস্য সর্ব্বাদিচতুর্ব্যূহরূপত্বাৎ। ব্রহ্মরূপঃ সঙ্কর্ষণস্তু পুচ্ছং ভবতি।

তথাহি চতুর্ব্বেদশিখায়াম্—মাং ভাং—১।১।৬।১৫, "স শিরঃ স দক্ষিণঃ পক্ষঃ, স উত্তরঃ পক্ষঃ, স আত্মা স পুচ্ছম্"। বৃহৎসংহিতাঞ্চ—

শিরো নারায়ণঃ পক্ষো দক্ষিণঃ সব্য এব চ। প্রদ্যুম্নশ্চানিরুদ্ধশ্চ সন্দোহো বাসুদেবকঃ॥
নারায়ণোঽথ সন্দোহো বাসুদেবঃ শিরোঽপি বা। পুচ্ছং সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত এক এব তু পঞ্চধা॥
অঙ্গাঙ্গিত্বেন ভগবান্ ক্রীড়তে পুরুষোত্তমঃ। ঐশ্বর্য্যান্ন বিরোধশ্চ চিন্ত্যস্তস্মিন্ জনার্দ্দনে॥
অতর্ক্যে হি কুতস্তর্কস্ত্বপ্রমেয়ে কুতঃ প্রমা॥

অত্রাদ্বৈতবাদাচার্য্যাস্তু—অন্নাদিময়া হি কার্য্যাত্মানো ভৌতিকা ইহাধিকৃতাঃ, তস্মাৎ কার্য্যাত্মনা আনন্দময়ঃ প্রত্যেতব্যঃ। তস্মাৎ কার্য্যপতিত এবানন্দময়ো ন পর এবাত্মা, আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মণোঃ

শঙ্কা - যদি বলেন—আনন্দময়ের প্রিয়ত্বাদি দর্শন হেতু তাহার পারমার্থিকতা সিদ্ধ হয় না, এই শঙ্কার উত্তরে বলিব—উক্ত আনন্দময়ের শাস্ত্র যুক্তির দ্বারা সত্যতা বা পারমার্থিকতা প্রতিপাদন করা হেতু, সেই আনন্দময়কে ব্যবহারিক বলিলে তাহার অনিত্যতা দোষ হয়। প্রিয়মেব ইত্যাদি—সেই আনন্দময়ের প্রিয়রূপ শ্রীনারায়ণ মস্তক স্বরূপ হয়। কারণ এই শ্রীনারায়ণের চতুর্ব্যূহ প্রথম অবতার বীজস্বরূপ স্বীকার করা হেতু। মোদ ইত্যাদি—মোদরূপ শ্রীপ্রদ্যুম্ন আনন্দময় পরব্রহ্মের দক্ষিণবাহু, কারণ এই শ্রীপ্রদ্যুম্ন মৎস্যাদি অবতারের মূল বা অবতারী হওয়ার জন্য। প্রমোদ—প্রমোদরূপ অনিরুদ্ধ আনন্দময়ের বামবাহু। আনন্দ ইত্যাদি—আনন্দরূপ বাসুদেব আত্মা মধ্যমকায়, যে হেতু শ্রীবাসুদেব সর্ব্ব আদি চতুর্ব্যূহ স্বরূপ। ব্রহ্মস্বরূপ শ্রীসঙ্কর্ষণ পুচ্ছ বা আধার হয়েন। এই বিষয়ে চতুর্ব্বেদ শিখা উপনিষদে বলিয়াছেন—তিনি মস্তক, তিনি দক্ষিণ বাহু, তিনি বামবাহু, তিনি আত্মা, তিনিই পুচ্ছ বা আধার।

এই বিষয়ে বৃহৎসংহিতা বাক্য—শ্রীনারায়ণ শির, দক্ষিণবাহু প্রদ্যুম্ন, বামবাহু অনিরুদ্ধ, বাসুদেব সন্দোহ বা মধ্যশরীর। অথবা শ্রীনারায়ণ মধ্যশরীর এবং শ্রীবাসুদেব মস্তক স্বরূপ। শ্রীসঙ্কর্ষণ পুচ্ছ বা আধার, একমাত্র আনন্দময় পরব্রহ্ম এই পঞ্চরূপে বিরাজিত। শ্রীভগবান পুরুষোত্তম এই প্রকার অঙ্গাঙ্গিরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এই প্রকার যে পঞ্চধা বিভক্ত হইয়া ক্রীড়া করিতেছেন তাহাতে কোন প্রকার বিরোধ হয় না, কারণ তাঁহার অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। সুতরাং ঐ স্থলে

ফলম্। বিদ্যাকর্ম্মনোঃ প্রিয়াদ্যর্থত্বাচ্চ। তস্মাদানন্দময়স্যাত্মনঃ ইষ্টপুত্রাদি দর্শনজং প্রিয়ং শির ইব শিরঃ প্রাধান্যাৎ। তদ্ধি শুভকর্ম্মণা প্রত্যুপস্থাপ্যমানে পুত্রমিত্রাদি বিষয় বিশেষোপাধৌ অন্তঃকরণবৃত্তি-বিশেষে তমসা অপ্রচ্ছাদ্যমানে প্রসন্নেঽভিব্যজ্যতে। তদ্বিষয়সুখমিতি প্রসিদ্ধং লোকে। ইতি

তদিদং করকৃতচ্ছ্যমণি পিধানবৎ বৃথাপ্রয়াসমেব। পরমানন্দময়স্য ব্রহ্মণঃ সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ শ্রীকৃষ্ণস্য ভৌতিকতা নিষেধাৎ। তদাহি—"যো ব্রূতে ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স সর্ব্বস্মাৎ বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্ত বিধানতঃ॥ ন চ আনন্দ ইতি বিদ্যাকর্ম্মনোঃ ফলমিতি বাচ্যম্। "কর্ম্মণা পিতৃলোকো বিদ্যয়া দেবলোকা" ইতি বৃহদারণ্যক শ্রুতেঃ (১।৫।১৬) তত্তু ব্রহ্মবিদাং অতীব হেয়ত্বাৎ। বিশেষোপাধিরিতি—অত্র এবং প্রষ্টব্যং ক উপাধিঃ ? যস্য বিশেষঃ ? উপাধিত্বং—আবরকত্বং, তৎ কিমাবরতি ? ব্রহ্ম, ব্রহ্মেতরো বা ? আদ্যে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মণোঽপি আবরকত্বে তস্যৈব ব্রহ্মত্বাপত্তেঃ। দ্বিতীয়ে—স্বসিদ্ধান্তহানিঃ, কিঞ্চ উপাধেঃ প্রতিযোগিসমসত্ত্বাকত্বে সতি আবরণং সম্ভবেৎ, ন তু বিসমে, তথাত্বে দ্বৈতাপত্তিঃ, তস্মাৎ

কোন প্রকার তর্ক যুক্তির অবসর নাই,যেহেতু তিনি অতর্ক্য অতর্ক্য বস্তুতে তর্কের অবতারণা করা,অপ্রমেয় বস্তুকে প্রমার অন্তর্ভুক্ত করা কি প্রকারে সম্ভব হয়।

এই স্থলে অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্য বলেন—অন্নময়াদি সকল কার্য্যস্বরূপ ভৌতিক ভাবে এই স্থানে বর্ণন করা হইয়াছে। সুতরাং এই আনন্দময়ও কার্য্যাত্মকরূপেই প্রতীতি হয়। অতএব কার্য্য প্রবাহে পতিত আনন্দময় পরমাত্মা নহে। আনন্দ ইহা বিদ্যা এবং কর্ম্মের ফল, বিদ্যা এবং কর্ম্মেরই প্রিয়াদি অর্থ বিদ্যমান আছে, সুতরাং আনন্দময়ের ইষ্ট ও পুত্রাদি দর্শন জাত প্রিয় শিরের ন্যায় শির প্রধান হয়। তাহা শুভকর্ম্মের দ্বারা প্রত্যুপস্থাপিত করিলে পুত্র মিত্রাদি বিষয় বিশেষ উপাধিতে অন্তঃকরণ বৃত্তি বিশেষে অন্ধকার দ্বারা অনাচ্ছাদিত প্রসন্ন স্থানে অভিব্যক্ত হয়, অতএব তাহা বিষয়সুখ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ আছে। সুতরাং আনন্দ বলিতে বিষয়সুখকেই বুঝিতে হইবে।

অদ্বৈতবাদ গুরুর এই সিদ্ধান্ত হস্তের দ্বারা সূর্য্য আবরণ করার ন্যায় বৃথা প্রয়াসমাত্র। পরমানন্দময় পরব্রহ্ম সর্ব্বান্তর্য্যামি—শ্রীশ্রীকৃষ্ণের ভৌতিকতা শাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছেন—এই বিষয়ে প্রমাণ—যে ব্যক্তি পরমাত্মা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের দেহকে ভৌতিক দেহ বলিয়া নিরূপণ করে, তাহাকে শ্রুতি ও স্মৃতি প্রতিপাদিত কর্ম্ম বা ধর্ম্ম সকল হইতে বহিষ্কার করিতে হয়। যদি বলেন—এই আনন্দ বিদ্যা ও কর্ম্মের ফল, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—কর্ম্মের দ্বারা পিতৃলোক লাভ হয় এবং বিদ্যার দ্বারা দেবলোক লাভ হয়" এই উভয় লোকই ব্রহ্মবিদ্‌গণের অতীব হেয় হওয়া হেতু এই শ্রুতি প্রতিপাদিত আনন্দ শুভ কর্ম্মের ফল নহে। আপনারা যে বিশেষোপাধি বলিয়াছেন, তাহার বিষয়ে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে—উপাধি কি ? যাহার বিশেষ বলিতেছেন ? উপাধির অর্থ আবরক, এই উপাধি কি বা কাহাকে আবরণ করে ? ব্রহ্মকে আবরণ করে, অথবা ব্রহ্ম ভিন্ন কোন অন্য বস্তুকে আবরণ

তত্র সংশয়ঃ— কিময়মানন্দময়ো জীবঃ? উত পরব্রহ্মেতি?

"এষ এব শারীর আত্মা" (তৈ০ ২।৩।১ ইতি দেহসম্বন্ধপ্রতীতের্জীব ইতি প্রাপ্তে—

একস্যৈব পরমানন্দ স্বরূপস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য উত্তরোত্তর-উদয়বিশেষাৎ প্রিয়াদি শব্দৈর্ব্যপদেশঃ। তথা চ শ্রীনারায়ণাদি চতুর্ব্যূহার্চিতঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব আনন্দময় এব। ইতি বিষয়বাক্যম্।

এবমানন্দময়াধিকরণস্য বিষয়বাক্যং সমাপ্য সংশয়বাক্যমাহুঃ—তত্র ইত্যাদিনা।

সংশয়ঃ—"তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্বিজ্ঞানময়াৎ অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ"। অত্র কিমানন্দময়শব্দেন জীব উচ্যতে? অথবা—সর্বেশ্বর-সর্ব্বকারণ-মুমুক্ষুমৃগ্যচরণাব্জ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব উচ্যতে? ইতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—"তস্য এষ এব শারীর আত্মা" ইতি (তৈ০ ২।৫।১) আনন্দময়স্য শারীরত্ব শ্রবণাৎ, শারীরো হি শরীরসম্বন্ধী জীবাত্মা উচ্যতে। এবঞ্চ শারীরো দেহধারী, তচ্চ জীবস্যৈব প্রসিদ্ধম্ স হি স্বোপার্জিতাভ্যাং পাপপুণ্যাভ্যাং নানাবিধানি শরীরাণি ভজতীতি শাস্ত্রেষু বিলোক্যতে। তস্মাৎ—অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় আনন্দময়া মে শুদ্ধ্যন্তাম্" ইতি শ্রুতেঃ, আনন্দময়স্য শোধ্যত্ব শ্রবণাৎ, নিত্যশুদ্ধস্য পরব্রহ্মণঃ শোধ্যত্বাসম্ভবাচ্চ, আনন্দময়ো জীবাত্মা।

করে? আদ্যে—উপাধি যদি ব্রহ্মকে আবরণ করে, তবে সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মেরও আবরকতা তাহাতে বিদ্যমান থাকায় উপাধিই ব্রহ্ম হউক, এই প্রকার আপত্তি হইবে। দ্বিতীয়ে—উপাধি যদি ব্রহ্ম ভিন্ন কোন অন্য বস্তুকে আবরণ করে, তবে আপনাদের নিজের সিদ্ধান্তেরই হানি হইবে। আরও বিশেষ কথা এই যে—উপাধির প্রতিযোগী সমসত্তাক হইলেই তাহার আবরণ সম্ভব হয়, বিসমসত্তা হইলে উপাধি আবরণ করিতে পারে না, উপাধি যদি বিসমসত্তাক বস্তুকে আবরণ করে তবে দ্বৈতাপত্তি হয়। অতএব একমাত্র পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীগোবিন্দদেবেরই উত্তরোত্তর উদয় বিশেষ হেতু প্রিয়াদি শব্দের দ্বারা উপনিষদ উপদেশ করিতেছেন। সুতরাং শ্রীনারায়ণাদি চতুর্ব্যূহ পরিসেবিত স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবই আনন্দময়। ইহা বিষয়বাক্য।

সংশয়—এই প্রকার আনন্দময় অধিকরণের বিষয়বাক্য সমাপ্ত করিয়া সংশয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—তত্র ইত্যাদির দ্বারা। এই আনন্দময় কি জীব? অথবা পরব্রহ্ম? অর্থাৎ—এই বিজ্ঞানময় হইতে অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময়" এই আনন্দময় শব্দের দ্বারা কি জীবাত্মা বলিতেছেন? অথবা—সর্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ, মুমুক্ষুমৃগ্যচরণসরোরুহ পরমব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে প্রতিপাদন করিতেছেন? ইহাই সন্দেহ বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এইরূপ সংশয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—"সেই আনন্দময়ের এই শরীর বা জীবই আত্মা' ইত্যাদি প্রমাণদ্বারা আনন্দময়ের শারীরত্ব শ্রবণহেতু শারীর অর্থাৎ শরীর সম্বন্ধ যুক্ত জীবাত্মা বলিতেছেন। এই প্রকার শারীরই দেহধারী, এই দেহধারণ জীবাত্মারই প্রসিদ্ধি আছে,

ওঁ ॥ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১২।

পরং ব্রহ্মৈব সঃ। কুতঃ? অভ্যাসাৎ। প্রতিষ্ঠান্তেনানন্দময়ং নিরূপ্য "অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥ (তৈ০ ২।৬।১) ইতি তত্রৈব ব্রহ্মশব্দস্যাভ্যস্তত্বাৎ। অবিশেষ শ্রুতিঃ পুনঃ কথনমভ্যাসঃ। ন চাভ্যাসঃ "পুচ্ছব্রহ্মণি" ইতি বাচ্যম্। 'অন্নাদ্ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে' (তৈ০ ২।২।১) ইত্যাদীনাং পুচ্ছান্ত

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে, সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ, আনন্দেতি। আনন্দ-ময়ঃ—সর্ব্বজ্ঞ-সর্ব্বকারণ-সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব, কুতঃ? অভ্যাসাৎ। শ্রুতিষু আনন্দময়মেব ব্রহ্মরূপেণ পুনঃ পুনঃ কথনাৎ। সঃ আনন্দময়ঃ পরং ব্রহ্মৈব, ইতি সূত্রার্থঃ।

অথ শ্রুতি বাক্যেন অভ্যাসপ্রকারমাহুঃ—অসন্নিতি। আনন্দময়ং ব্রহ্ম অসত্ত্বেন অবিদ্যমানত্বেন, যে মানবাঃ বিদুঃ—জানন্তি, যে চ সত্ত্বেন বিদুঃ তদুভয়োঃ ফলং দর্শয়তি—অত্র ব্রহ্মশব্দেন আনন্দময় এবোচ্যতে, ন তু পুচ্ছব্রহ্ম। তথা চ আনন্দময়রূপং ব্রহ্ম অসদিতি চেদ্ যদি বেদ, অত্র বহুষু একবচনম্, বিদুরিতি। তে বেত্তারঃ অসৎ—নিন্দ্যা ভবন্তি, শ্রীভগবদ্ জ্ঞানরহিতত্বাৎ বারম্বারং জন্মমরণভাজো ভবন্তি।

জীবাত্মাই স্বোপার্জিত পাপ ও পুণ্য হইতেই নানা প্রকার শরীর ধারণ করে এই সকল শাস্ত্রে দেখা যায়। অতএব—অন্নময়, প্রাণময় মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় সকল আমার শোধন করুন" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা আনন্দময়ের শোধনত্ব শ্রবণহেতু, নিত্যশুদ্ধ পরব্রহ্মের শোধনতা অসম্ভব হেতু আনন্দময় জীবাত্মাই, পরমাত্মা নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উদ্ভাবন করিলে সিদ্ধান্তসূত্রের অবতারণা করিতেছেন ভগবান শ্রীবাদরায়ণ—আনন্দ ইত্যাদি। আনন্দময়—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বকারণ, সর্ব্বশক্তিমান্, শ্রীশ্রীগোবিন্দ-দেবই, কেন? অভ্যাস হেতু। শ্রুতিসকলে আনন্দময়কেই ব্রহ্মরূপে পুনঃ পুনঃ বর্ণনা করিয়াছেন। সেই আনন্দময় পরব্রহ্মই, কেন? বার বার অভ্যাস করা হেতু। ইহাই সূত্রার্থ।

প্রতিষ্ঠান্তের দ্বারা আনন্দময়কে নিরূপণ করিয়া শ্রুতিবাক্যের দ্বারা আনন্দময়ের অভ্যাস প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—অসৎ ইত্যাদির দ্বারা। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন তিনি অসৎ হয়েন, যিনি ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাঁহাকে সাধু বলিয়া জানিবে। অর্থাৎ আনন্দময়ব্রহ্মকে অসত্ত্ব রূপে অবিদ্যমানরূপে যে মানবসকল জানে এবং যে মানবসকল তাঁহার বিদ্যমানতা স্বীকার করে, এই উভয়ের ফল দেখাইতেছেন। এইস্থানে ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা আনন্দময়কেই বর্ণন করিতেছেন, কিন্তু পুচ্ছব্রহ্মকে নহে।

ব্যাখ্যা—আনন্দময়রূপ ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া যদি জান, এই স্থলে বহুবচনে একবচন প্রয়োগ হইয়াছে, অর্থাৎ যাঁহারা ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন, সেই অসৎ ব্রহ্মবিদ্গণ অসৎ অর্থাৎ নিন্দনীয় হয়েন।

পঠিতানাং চতুর্ণাং শ্লোকানামন্নময়াদি পুচ্ছান্ত পুরুষচতুষ্টয় পরত্বেনাস্যাপি শ্লোকস্য তথা ভূতস্যাপ্যানন্দময়স্যোত্তরোত্তরোদয়েন তত্তন্নামভেদাৎ, তদযোগাৎ। বিশেষস্তু তৃতীয়ে (৩,৩।৭।১৩) "প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যতে।

যত্ত্বাহুঃ "অন্নময়াদ্যমুখ্যত্ব প্রবাহ নিপাতাৎ নানন্দময়স্যমুখ্যত্বমিতি (শং ভাং ১।১৬ ১২)। নৈষ দোষঃ তস্য সর্ব্বান্তরত্বাৎ। অজ্ঞানাং জ্ঞপ্তিসৌলভ্যায় তথোপদেশ প্রবৃত্তেঃ।

এবং যে খলু আনন্দময়রূপং ব্রহ্ম অস্তি বেদ-বিদুঃ,তান্ সন্তঃ বিদুঃ,শ্রীভগবদারাধনালক্ষণযুক্তা,পরমসুখভাজশ্চ ভবন্তীতি। অত্র বারদ্বয়ং ব্রহ্মশব্দস্যাভ্যাসঃ। "আনন্দময় আত্মা" ইত্যত্র "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইতি স্বপ্রধানমেব ব্রহ্মোপদিশ্যতে, অভ্যাসাৎ—"অসন্নেব স ভবতি" ইত্যস্মিন্ নিগমনশ্লোকে ব্রহ্মণ এব কেবলস্যাভ্যস্যমানত্বাৎ" ইতি যৎ শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদৈরুক্তং তন্নিরাকর্ত্তুমাহুঃ—ন চেতি।

অন্নাদিতি—অস্যাং পৃথিব্যাং বর্ত্তমানাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা অন্নাদেবোৎপদ্যন্তে। অস্যাপীতি—অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ, অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্ বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ" আনন্দময়স্য ইতি—অন্নরসময়-প্রাণময়-মনোময় বিজ্ঞানময়েভ্য আনন্দময়স্য উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনেন তত্তন্নাম ভেদাদিতি। তদযোগাদিতি—আনন্দময়স্য পুচ্ছত্বাযোগাৎ। "যত্তু অয়ং ময়ড়ন্তস্য এব "আনন্দ" শব্দস্যাভ্যাসঃ—"এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রামতি" ইতি—ন তস্য ব্রহ্মবিষয়ত্বমস্তি। বিকারাত্মনামেব অন্নময়াদীনামনাত্মনাং

শ্রীভগবানের যথার্থ জ্ঞান রহিত হওয়া হেতু বারম্বার জন্ম মৃত্যু ভাগী হয়েন। এবং যাঁহারা আনন্দময় রূপ ব্রহ্মকে জানেন তাঁহাদিগকে সাধু বলিয়া জানিবেন। অর্থাৎ শ্রীভগবানের আরাধনা লক্ষণযুক্ত পরমসুখানুভববিভক্ত বলিয়া জানিবেন। এই স্থলে দুই বার আনন্দময় ব্রহ্মশব্দের অভ্যাস করিয়াছেন।

'আনন্দময় আত্মা' এই স্থলে 'ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি স্বপ্রধান ব্রহ্মেরই উপদেশ করিতেছেন, অভ্যাস হেতু, অর্থাৎ 'সেই ব্যক্তি অসতই হয় যে অসৎ ব্রহ্মকে জানে' এই নিগমন শ্লোকে ব্রহ্মেরই কেবল অভ্যাস দেখা যায়, আনন্দময়ের নহে', এই প্রকার যে শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলেন, তাহা নিরাকরণ করিতে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি।

যদি বলেন—পুচ্ছ ব্রহ্মেরই অভ্যাস দেখা যায়' তাহা অনুচিত, কারণ—অন্ন হইতেই প্রজা সকল উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এই পৃথিবীতে বর্ত্তমান সকল প্রজাগণ অন্ন হইতেই উৎপন্ন হয়। ইত্যাদি পুচ্ছান্ত পুরুষ চতুষ্টয়, অর্থাৎ অন্নরসময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও এই পুরুষচতুষ্টয় পরক হইলেও এই শ্লোকেরও অর্থাৎ যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানেন তিনি অসৎ লোকে গমন করেন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে সৎ বলিয়া জানেন তিনি সাধু' এই শ্লোকের আনন্দময় পুরুষের অন্তে পাঠ হেতু আনন্দময়ের উত্তরোত্তর অর্থাৎ অন্নরসময় পুরুষ প্রাণময়পুরুষ মনোনয়পুরুষ বিজ্ঞানময়পুরুষ হইতে আনন্দময়পুরুষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনের দ্বারা সেই সেই নাম ভেদ হওয়ার হেতু আনন্দময়ের পুচ্ছত্ব কোন প্রকারে সম্ভব

পরমোপকর্ত্তা হি বেদঃ পরমেবাত্মানং বিজিজ্ঞাপয়িষুররুন্ধতী দর্শন ন্যায়েনাপরাদেশেঽপি প্রবর্ত্ততে।

উপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পঠিতত্বাৎ" ইতি। (শং ভাং ১।১।৬।১৯) ইত্যস্য বাক্যস্য সিদ্ধান্তং পরিহারার্থং নৈষেতি। সর্ব্বান্তরত্বাদিতি—তস্য আনন্দময়স্য অন্নরসময়াদীনাং সর্ব্বান্তরবর্ত্তিত্বং, তদনন্তরং অন্যস্যাত্মনোঽনুপদেশাৎ। ননু স এব যদি সর্ব্বান্তর্য্যামী তস্যান্নময়াদিভিঃ সহ কুত উপদেশ ইতি চেত্তত্রাহুঃ—অজ্ঞানমিতি। অজ্ঞা ভগবত্তত্ত্ববিমুখা ন তু মূর্খাঃ।

হয় না। এই আনন্দময় বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধান্ত তৃতীয় অধ্যায়ে, তৃতীয় পাদে, সপ্তম অধিকরণে—প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিঃ" ত্রয়োদশ সূত্রে বর্ণন করা হইবে।

শঙ্কা—কেবলাদ্বৈতবাদিগণ বলেন—অন্নময়াদি অমুখ্য অর্থাৎ ক্লেশপ্রবাহে নিপতিত হওয়া হেতু আনন্দময়ের মুখ্যতা হইতে পারে না, অর্থাৎ—যাঁহারা বলেন—এই ময়ট্ প্রত্যয়ান্ত আনন্দ' শব্দেরই অভ্যাস দেখা যায়—যেমন—এই আনন্দময় আত্মাকে উপসংক্রমিত করে' ইত্যাদি। কিন্তু এই আনন্দশব্দের ব্রহ্ম বিষয়তা নাই, কারণ বিকারাত্মাই এই আনন্দ, অন্নময়াদি অনাত্মাসকলের উপসংক্রমণ সকলের প্রবাহে পাঠ বা পতিত হওয়ার নিমিত্ত আনন্দময়ও ব্রহ্ম নহে।

এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ইহা দোষের নহে, অর্থাৎ কেবলাদ্বৈতবাদিগণের এই বাক্যের যে সিদ্ধান্ত তাহা পরিহার করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—এই বাক্যে দোষ নাই। যেহেতু তাঁহাকে সর্ব্বান্তর বলা হইয়াছে। সেই আনন্দময়ের অন্নরসময়াদি সকলের অন্তর্বর্ত্তী রূপে বর্ণন করা হেতু তিনি পরব্রহ্ম, কারণ তাহার পর আর অন্য কোন প্রকার আত্মার উপদেশ করেন নাই। যদি বলেন—সেই আনন্দময়ই যদি সর্ব্বান্তর্য্যামী ব্রহ্ম তাহা হইলে তাহার অন্নময়াদির সহিত উপদেশ কি প্রকারে সম্ভব হইবে? এই আশঙ্কার উত্তর অজ্ঞের ইত্যাদি। অজ্ঞগণ অর্থাৎ শ্রীভগবানের তত্ত্ববিমুখ যাহারা তাহাদিগের যাহাতে সুলভে জ্ঞান জন্মে তাহার নিমিত্ত এই প্রকার উপদেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কিন্তু মূর্খদিগের জন্য নহে।

বেদ মানবের পরম উপকারী, পরম ব্রহ্মকে বিশেষভাবে জিজ্ঞাসাকারী সাধককে 'অরুন্ধতী দর্শন' ন্যায়ের দ্বারা পরব্রহ্ম উপদেশে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে সহজভাবে মানব বুঝিতে পারে তাহার নিমিত্ত অন্য সকল বস্তুও দৃষ্টান্তরূপে বর্ণন করিয়া থাকেন। অরুন্ধতীদর্শন ন্যায়—অরুন্ধতী মহর্ষি কর্দমের কন্যা মহর্ষি বশিষ্ঠের পত্নী, ইনি মহাসতী বিবাহকালে বর-বধূ সপ্তপদী গমনের পরে বর-বধূকে এই অরুন্ধতী দর্শন করায়, প্রথমে নক্ষত্রমণ্ডল পরে সপ্ত ঋষিমণ্ডল অনন্তর বশিষ্ঠ নামক নক্ষত্র, তাহার পর অতিক্ষুদ্র বশিষ্ঠ পত্নী অরুন্ধতীকে দর্শন করায়, এই স্থলেও সেই প্রকার স্থূলাদি ক্রমে পরম সূক্ষ্ম বস্তু পরব্রহ্মকে উপনিষৎ সেই রূপেই উপদেশ করিতেছেন।

নন্বু এতাবতা পরত্র তস্য তাৎপর্য্যং, ন বা পরস্যামুখ্যত্বমিতি কিঞ্চোত্তরত্র ব্রহ্মজিজ্ঞাসুং প্রতি তৎ পিতা বরুণো বিশ্বোৎপত্যাদিহেতুভূতং বস্তুব্রহ্ম' ইত্যুপদিশ্য পুনঃ স বুদ্ধ্যর্থমন্নপ্রাণ-মনোবিজ্ঞানাদিক্রমেণ ব্রহ্মেত্যুক্ত্বান্তে তু "আনন্দময়ং ব্রহ্ম ইত্যুপদর্শ্যোপররাম, মত্তুক্তেয়ং বিদ্যা ভগবন্নিষ্ঠা ইত্যভিদধৌ। অথোপসংহারেঽপি "স য এবং বিদস্মাল্লোকাৎ প্রেত্য এতমন্ন-

---

নন্বু ইতি—এতাবতা অন্নরসময়াদি কথনেন। পরত্র—আনন্দময়ে। পরস্য—আনন্দময়স্য। উপসংহার ইতি—কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদি তৃতীয়ে ভৃগুবল্ল্যাধ্যায়ে দশমোঽনুবাকে। স য ইতি—এবম্ বিৎ—আনন্দময়ং পরং ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দং জানন্, অস্মাৎ—জন্ম-মরণজরাদিবাহুল্যাৎ লোকাৎ প্রেত্য, উপসংক্রম্য প্রাপ্য" এতমিতি—সর্ব্বকর্ত্তারং সর্ব্বনিয়ামকং সর্ব্বেশ্বরং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবং, উপসংক্রম্য—তস্যান্তিকং প্রাপ্য চতুর্দ্দশলোকান্ কর্ম্মফলভূতান্, কামান্নী—কামং যথেষ্টং অন্নং অশ্নাতীতি "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্" ইতি শ্রুতেঃ। অত্র শ্রীভগবন্নিবেদিতমন্নাদের্গ্রহণম্। উক্তঞ্চ শ্রীমদুদ্ধবেন—১১।৬।৪৬, "ত্বয়োপভুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চ্চিতাঃ। উচ্ছিষ্ট-ভোজিনো দাসাস্তবমায়াং জয়েমহি॥ কামরূপী—

এতাবতা—অন্নরসময়াদি কথনের দ্বারা, পরে অর্থাৎ আনন্দময়ে, তাহার বিকারের তাৎপর্য্য, অর্থাৎ অন্নময়াদি বিকার হইলেই আদন্দময় বিকার হইবে এইরূপ কোন নিয়ম নাই। অথবা পরের অমুখ্যতা অর্থাৎ অন্নময়াদি গৌণ হইলেই আনন্দময়ও গৌণ হইবে। আরও বিশেষ কথা এই যে উত্তর অর্থাৎ ভৃগুবল্লীতেও ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ভৃগুর প্রতি তাঁহার পিতা বরুণ সমগ্র বিশ্বের পরম কারণ স্বরূপ ব্রহ্মবস্তুকে উপদেশ করিয়া, পুনরায় ভৃগুকে বরুণ যাহাতে এই ব্রহ্মের যথার্থ বোধ অতি সত্বর হয় তাহার জন্য অন্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় ক্রমে ব্রহ্মবস্তুকে উপদেশ করিয়া অন্তকালে আনন্দময় ব্রহ্মকে উপদেশ প্রদান করিয়া উপসম হইলেন। এবং বরুণ বলিলেন—আমা কর্ত্তৃক বর্ণিত এই ব্রহ্ম বিদ্যাই শ্রীভগবন্নিষ্ঠা বা শ্রীভক্তিবিদ্যা। অনন্তর উপসংহারেও অর্থাৎ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় উপনিষদে তৃতীয়ভাগে ভৃগুবল্লীতে দশম অনুবাকে এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন—সেই যে সাধক এই প্রকার জানেন তিনি এই লোক হইতে গমন করিয়া এই অন্নময় আত্মা উপসংক্রমিত করিয়া অর্থাৎ যিনি এই প্রকার—আনন্দময় পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবকে জানিয়া এই জন্ম মরণ জরাদি বাহুল্য এই মর্ত্যলোক হইতে গমন করিয়া এই অন্নময় আত্মা পাইয়া" ইত্যাদি বর্ণন করিয়া পরে বর্ণনা করিতেছেন—এই আনন্দময় আত্মাকে লাভ করিয়া লোকসকল প্রাপ্ত হয়েন, কামান্নী হয়েন ও কামরূপী হইয়া সামগান করিয়া থাকেন। অর্থাৎ সর্ব্বকর্ত্তা সর্ব্বনিয়ামক সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে উপসংক্রামিত করিয়া, অর্থাৎ তাঁহার সান্নিধ্য লাভ করিয়া সাধক কর্ম্মফল স্বরূপ চতুর্দ্দশ লোক লাভ করতঃ কামান্নী যথেষ্ট অন্নাদি ভোজন করেন। এই বিষয়ে শ্রুতি বলেন সাধক কামনা সকল উপভোগ করে।' অন্ন শব্দে এই স্থলে শ্রীভগবানকে নিবেদন করা প্রসাদি বস্তুসকল গ্রহণ করিতে হইবে। এই কারণেই শ্রীউদ্ধব বলিয়াছেন—হে করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ! আপনার উপভুক্ত মালা

ময়মাত্মানমুপসংক্রম্য” ইত্যাদ্যুক্ত্বা “এতমানন্দময়মাত্মানমুপসংক্রম্য ইমাঁল্লোকান্ কামান্নী কামরূপ্যনুসঞ্চরন্নেতৎ সামগায়ন্নাস্তে” (তৈ° ৩।১০।৫) ইত্যুক্তমতঃ পরং ব্রহ্মৈব আনন্দময়ঃ।

“পুরুষবিধোঽন্নময়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষমৃতম্”

যথেষ্টরূপং, পাঞ্চভৌতিকেতর—শুদ্ধং শ্রীভগবতঃ পার্ষদস্বরূপম্। এবমেবোক্তং শ্রীনারদেন—১।৬।২৯, “প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্, এবঞ্চ দিব্যবিগ্রহধারী শ্রীভগবৎ পার্ষদো ভূত্বা অনুসঞ্চরন্—সর্ব্বান্ লোকান্ পর্য্যটন্ ‘সাম’ গায়ন্ শ্রীভগবন্নামগুণাদি কীর্ত্তয়ন্ বর্ত্ততে। অত্র সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দগতিবর্ণনেন আনন্দময়বিদঃ মুক্তত্বং, সামগানেন—মুক্তাবস্থায়ামপি শ্রীগোবিন্দনামগুণবর্ণনাদি শ্রবণাৎ আনন্দময়স্য পরব্রহ্মত্বং সিদ্ধম্। এবঞ্চ স আনন্দময়বিৎ সত্যসঙ্কল্পত্বাদিগুণ নিখিল ভোগযুক্ত-বিচিত্ররূপবিশিষ্টঃ সন্ সদা শ্রীভগবন্তমনুকূলয়ন্ তদ্ধামসু বিরাজতে। যস্তু—উপসংক্রামতি’ ইত্যস্য ‘উল্লঙ্ঘ্য’ ইতি অর্থমভিধায় ‘আনন্দময়াদন্যং পরতত্ত্বং কল্পয়তি, তন্মন্দম্। তচ্ছব্দস্য তত্র শক্তেরভাবাৎ। মেষাদি রাশিষু রবেঃ প্রাপ্তিরেব মেষাদি সংক্রান্তিঃ’ ইতি শাস্ত্রে লোকে চ প্রসিদ্ধেঃ। তস্মাৎ পরব্রহ্মণ আনন্দময়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য বিজ্ঞানেন মুক্তো ভবতীতি প্রতিবিধত্তেঃ—ইত্যুক্তমিতি।

গন্ধদ্রব্য বস্ত্র অলঙ্কার চন্দনাদি আমরা সাদরে গ্রহণ করিব, যে হেতু আমরা আপনার উচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াই আপনার মায়াকে জয় করিব। কামরূপী—যথেষ্টরূপ, পাঞ্চভৌতিক ভিন্ন শুদ্ধ শ্রীভগবৎ পার্ষদ স্বরূপ। এই বিষয়ে দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন—হে বাদরায়ণ! শুদ্ধ শ্রীভগবানের পার্ষদশরীর লাভ করিলে আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পতিত হইল। এই ভাবে দিব্যবিগ্রহধারী শ্রীভগবানের পার্ষদ হইয়া লোকসকলে পর্য্যটন করিতে করিতে সাম—অর্থাৎ শ্রীভগবানের শ্রীনাম-গুণাদি গান করতঃ নিত্যধামে নিবাস করেন।

এই স্থলে আনন্দময় আরাধকের সর্ব্বত্র স্বচ্ছন্দগতি বর্ণনের দ্বারা আনন্দময়বিদের মুক্তত্ব, সাম—গানের দ্বারা মুক্ত অবস্থাতেও শ্রীশ্রীগোবিন্দনামগুণাদি বর্ণন করেন, ইত্যাদি শ্রবণ হেতু আনন্দময়ের পরব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইল। এই প্রকার সেই আনন্দময়বিৎ সাধক সত্য সঙ্কল্পত্বাদি গুণবান্, নিখিল ভোগযুক্ত, বিচিত্র রূপ বিশিষ্ট হইয়া সর্ব্বদা শ্রীভগবানের অনুকূল আচরণ করতঃ তাঁহার নিত্যধামে বিরাজ করেন। এই স্থলে যাঁহারা ‘উপসংক্রামতি’ এই শব্দের উল্লঙ্ঘন করিয়া এই প্রকার অর্থ গ্রহণ করতঃ আনন্দময় হইতে অন্য পরতত্ত্বের কল্পনা করেন, তাহা অতীব মন্দ কল্পনা। কারণ সংক্রমণ শব্দের আনন্দময় হইতে অন্য পরতত্ত্বে শক্তির অভাব হেতু। আরও মেষাদিরাশিসকলে রবির প্রাপ্তিকেই মেষাদি ‘সংক্রান্তি’ বলে এই রূপে শাস্ত্রে এবং লোকেও প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং সংক্রমণ শব্দের অর্থ উল্লঙ্ঘন নহে। অতএব পরমব্রহ্ম আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা জীব মুক্ত হয় ইহাই প্রতিবিধান করিতেছেন—ইহা বলিয়াছে ইত্যাদি। উপনিষদে এই প্রকার বর্ণন হেতু পরমব্রহ্মই আনন্দময় ইহাই সিদ্ধান্ত।

(শ্রীভা° ১০।৮৭।১৭) ইতি স্মৃতেশ্চ।

অত্র বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণান্তর্গত বেদস্তুতিমুদাহরন্তি—পুরুষ ইতি। ব্যাখ্যা চ—শ্রীমৎ পরমগুরুচরণানাং শ্রীবৃহদ্বৈষ্ণবতোষণী—ন কেবলং জগৎ কারণমহদাদ্যনুগ্রাহকত্বেন তবোপাস্যত্বম্, কিন্তু সর্ব্বদা পরমোপকারিত্বেন। তথৈবাসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্যস্বভাবেন চেত্যাহুঃ—পুরুষেতি। অন্নময়াদিষু অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়-আনন্দময়েষু পঞ্চস্বাত্মসু মধ্যে যশ্চরমঃ, স আনন্দময়স্তমেবাসি, আত্মানাং ত্রয়াণাং আত্মত্বং তত্রাত্মাধ্যাসেন। কথম্ভূতঃ? অত্র এষু অন্নময়াদিষু জীবানামুপকারার্থমন্বয়ঃ, প্রাণাদি-চেষ্টানাং পরমানন্দাদেব তত্ত্বঃ সম্ভুদ্ভব ইতি শ্রুতি প্রসিদ্ধেস্তবোপকারিত্বং, তত্র অন্নময় আত্মা দেহ এব, প্রাণময়ঃ পঞ্চবৃত্তিপ্রাণরূপোঽন্নময়াদন্তরঙ্গঃ যদপগমান্ম্‌তিঃ স্যাৎ। ততো জড়রূপাৎ প্রাণান্মনোময় আত্মা-ন্তরঙ্গঃ, তস্য চিৎসম্বন্ধেন জ্ঞান সামর্থ্যাৎ, তস্মাৎ করণরূপাৎ বিজ্ঞানময় আত্মা জীবোঽন্তরঙ্গঃ, তস্য কর্ত্তৃত্বেন সর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ।

পুনঃ কথম্ভূতঃ? ত্বং পুরুষবিধঃ পুরুষস্য অন্নময়াদের্ব্বিধৈব বিধা শিরঃ পক্ষাদি কথন প্রকারো যস্য।

এই বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণান্তর্গত বেদস্তুতির মন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন—পুরুষ ইত্যাদি। অন্নময়াদির চরম পুরুষাকার যে বস্তু তাহা আপনি, এবং কার্য্য কারণের পরেও আপনি থাকেন, তথা নেতি নেতির দ্বারা যাহা অবশেষ থাকে তাহাও আপনি সুতরাং আপনিই একমাত্র সত্যস্বরূপ।

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—শ্রীমৎ পরমগুরু প্রভুচরণের বৃহদ্ বৈষ্ণবতোষণী—শ্রীশ্রুতিগণ কহিলেন—হে পরমারাধ্য! আপনি যে জগতের কারণ, মহদাদি ভূতসকলের অনুগ্রহকারী, সেই রূপে বা মহিমায় আপনার উপাস্যত্ব সিদ্ধ হয় নাই, কিন্তু সর্ব্বদা পরম উপকার কর্ত্তাও আপনি, সুতরাং আপনি উপাস্য। পুনঃ আপনি অসমোর্দ্ধ পরমৈশ্বর্য্য স্বভাবের দ্বারাও আরাধ্য তাহা প্রতিপাদন করিতেছি—পুরুষ ইত্যাদি। অন্নময়াদি—অর্থাৎ অন্নময়-প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়াদি পঞ্চবিধ আত্মার মধ্যে যে চরম সে আনন্দময় আপনিই হয়েন। আত্মত্রয়ের অর্থাৎ অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময়ের আত্মত্ব আত্মার অধ্যাসের দ্বারা সিদ্ধ হইয়াছে। আপনি কি প্রকারে উপকারক? এই স্থলে এই অন্নময়াদির মধ্যে জীবগণের উপকারের নিমিত্ত অন্বয়, অর্থাৎ প্রাণাদির যে চেষ্টা তাহা আপনি পরমানন্দ আপ্না হইতেই সমুদ্ভব হই-য়াছে' ইহা শ্রুতি প্রসিদ্ধ হেতু আপনার উপকারিত্ব 'সিদ্ধ হইতেছে। তন্মধ্যে অন্নময় আত্মা স্থূল দেহ মাত্র। প্রাণময়—পঞ্চবৃত্তি অর্থাৎ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান রূপ পঞ্চবৃত্তিযুক্ত প্রাণরূপ আত্মা অন্নময় আত্মা হইতে অন্তরঙ্গ, যাহার অপগমে অর্থাৎ বিশ্লেষে মানবের মৃত্যু হয়। সেই জড়রূপ প্রাণ হইতে মনোময় আত্মা অন্তরঙ্গ কারণ তাহার চেতনের সহিত সম্বন্ধের দ্বারা জ্ঞান সামর্থ্য বিদ্যমান আছে এই হেতু। সেই কারণরূপ মন হইতে বিজ্ঞানময় আত্মা জীব অন্তরঙ্গ, কারণ তাহার কর্ত্তৃত্বধর্ম্ম বিদ্যমান হেতু সকল হইতে শ্রেষ্ঠ।

যদ্বা—পুরুষাণাং চতুর্ণামন্নময়াদীনাং বিধা বিধানং রচনা যস্মাৎ তথাভূত আনন্দময়ঃ পঞ্চম আত্মা ত্বমসি। তথাহি পারমর্ষসূত্রম্—"আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইতি। সর্ব্বথা প্রকৃতিগন্ধাস্পৃষ্টঃ পরিচ্ছেদাতীত- পরমানন্দো বিবক্ষিতঃ শ্রীরামানুজাদিভিঃ সর্ব্ববেদার্থবিবেকাভিজ্ঞৈঃ। অস্যার্থ-স্যৈব নিরূপিতত্বাদত্র বিরোধো নাশঙ্ক্যঃ। ইত্যানন্দময় আনন্দ প্রচুর ইতি ময়ট্। প্রাচুর্য্যার্থত্বেঽপি প্রকাশপ্রচুরো রবিরিতি, তত্তদ্ বিরোধান্তরাপ্রবেশাৎ নানন্দৈকস্বরূপতা হানিঃ। যদ্বা—ব্রহ্ম মোদাদিরূপানন্দবিশেষ-প্রকাশেভ্যশ্চানন্দরূপ প্রকাশস্যৈব প্রাচুর্য্যাৎ সুসঙ্গতমেব। কিম্বা স্বরূপার্থে ময়ট্, স তু জীবন্মুক্ত-সেবক-গুরুজন-বয়স্য-প্রেয়সীরূপেষু পঞ্চবিধেষূপাসকেষু ব্রহ্ম-মোদ-প্রমোদ-প্রিয়-আনন্দস্বরূপেণ, পুচ্ছ—দক্ষিণপক্ষ-উত্তরপক্ষ-শির আত্মতয়া নিরূপিতেন পঞ্চধা প্রকাশতে। পূর্ব্বেষামন্নময়াদীনাং চতুর্ণামুক্তিস্তু শাখাচন্দ্রন্যায়েনোপলক্ষণার্থা। তত্র শ্রৈষ্ঠ্যদৃষ্ট্যা তাবদার্থিক ক্রমেণ ব্যাখ্যায়তে—তথাহি দ্বিবিধা জীবন্মুক্তাঃ একে ভক্তিশূন্যাঃ স্ব স্বরূপৈকনিষ্ঠা আত্মারামাঃ, পরে—শ্রীভগবৎ কৃপালব্ধ শান্তরতিত্বান্নাত্যাদৃতা—আত্মারামতাসুখাঃ শান্তভক্তাঃ, তেষু

পুনরায় আপনি কি প্রকার? আপনি পুরুষবিধ, পুরুষের—অন্নময় পুরুষের বিধ আকারের সদৃশ বিধ,আকার শির বাহু প্রভৃতি কথন প্রকার যাঁহার আপনি তাদৃশ প্রসিদ্ধ কর চরণাদি বিশিষ্ট পুরুষ। অথবা—অন্নময়াদি চারিটি পুরুষের বিধ-বিধান-রচনা যাহা হইতে তথাভূত আনন্দময় পঞ্চম আত্মা আপনি। এই বিষয়ে পারমর্ষসূত্র—আনন্দময়ের অভ্যাস হেতু" এই সূত্রে সর্ব্বথা প্রকৃতিগন্ধাস্পৃষ্ট, পরিচ্ছেদাতীত পরমানন্দ পরব্রহ্মই বর্ণিত হইয়াছে; কারণ সর্ব্ববেদার্থবিবেকাভিজ্ঞ শ্রীরামানুজাচার্য্যপাদ প্রভৃতি দ্বারা এই প্রকারই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। এই সূত্রের ঐ প্রকার অর্থ নিরূপণ করা হেতু এই স্থলে কোন প্রকার বিরোধের আশঙ্কা নাই।

এই প্রকার আনন্দময় আনন্দ প্রচুর অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। প্রাচুর্য্যার্থেও প্রকাশ প্রচুর রবি" যেমন প্রকাশেরই প্রাচুর্য্যতা বোধ করায়, সেই প্রকার আনন্দময়ে কোন প্রকার বিরোধের প্রবেশ না হওয়া হেতু পরব্রহ্মের আনন্দস্বরূপতার কোন রূপ হানি ঘটে নাই। অথবা—ব্রহ্ম মোদাদিরূপ আনন্দবিশেষ প্রকাশ হইতে আনন্দরূপ প্রকাশেরই প্রাচুর্য্য হেতু আনন্দ শব্দেই ময়ট্ প্রত্যয় সুসঙ্গত হইয়াছে। কিম্বা স্বরূপার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। স্বরূপার্থে যে ময়ট্ প্রত্যয় তাহা নিরূপণ করিতেছেন—তাহা জীবন্মুক্ত, সেবক, গুরুজন, বয়স্য, প্রেয়সীরূপে পঞ্চবিধ উপাসকগণের মধ্যে ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ, প্রিয়, আনন্দরূপের দ্বারা পুচ্ছ, দক্ষিণবাহু, বামবাহু, শির এবং আত্মা রূপে নিরূপণের দ্বারা পঞ্চবিধ রূপে প্রকাশিত হয়েন।

যদি বলেন—তাহা হইলে অন্নময়াদির কি গতি হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—পূর্ব্বোক্ত অন্নময়াদি চতুর্ব্বিধ বস্তুর বর্ণনা কিন্তু শাখাচন্দ্রের ন্যায়, অর্থাৎ উপলক্ষণমাত্র।

অনন্তর শ্রেষ্ঠতা দৃষ্টির দ্বারা তাবন্মাত্র অর্থক্রমের দ্বারা ব্যাখ্যা করা হইতেছে—প্রথম জীবন্মুক্তগণ

দ্বিবিধেষু উপাসকেষু প্রায়ঃ স্বাভেদেন যৎ তস্য প্রাকট্যম্, তাদৃশ প্রকাশ এব ব্রহ্ম। তত্র আদ্যেষু তাবৎ দ্বৈতৈকনিষ্ঠেষু স্বস্বরূপ নির্ব্বিশেষং চিদ্রূপমেব ব্রহ্ম প্রকাশতে। দ্বিতীয়েষু তু চিদ্ঘনরূপং মূর্ত্তং পরংব্রহ্ম ঘনাঘনত্ব বিশেষাবিবেকেন, দ্বয়োশ্চিত্তৈনৈক্যাদপৃথকৃত্বেন নির্দ্দেশঃ; তস্য চ নির্ব্বিশেষত্বেন স্বাদবিশেষাভাবাদনুত্তমাঙ্গতয়া পুচ্ছত্বং, পুচ্ছমেবেদং প্রতিষ্ঠা মোদাদীনামাধারঃ।

যদ্যপি সর্ব্বেষামানন্দময় এব প্রতিষ্ঠা, তথাপি তয়োর্নির্ব্বিশেষ-সবিশেষয়োর্ব্বস্তুত ঐক্যাভিপ্রায়েণ তথোক্তম্। অথ ন্যূনাধিকা—সামান্যাস্ত্রিবিধা উচ্যন্তে—তত্র আত্মানমতিন্যূনতয়া জানন্তঃ, শ্রীভগবন্তং সর্ব্বোৎকর্ষপদত্বাৎ সর্ব্বাধিকত্বেন জানন্ত এব যে তমুপাসন্তে, তেষু ভয়গৌরবাদিনা নম্রেষু পরমাধিদৈবতয়া স্ফুরন্তং পরমমিষ্টং উত্তরোত্তররুচ্যুৎপাদিনং প্রীতিরতেঃ প্রকর্ষপ্রেমানমনুভবৎসু তাদৃশ চমৎকারকৃদানন্দরূপত্বেন শ্রীভগবতঃ প্রকাশবিশেষো মোদঃ, তস্য পুচ্ছতো বৈশিষ্ট্যাদ্ দক্ষিণ পক্ষত্বম্। যে লালকত্ব-পালকত্বাদিনা আত্মানমধিকতয়া জানন্তো, লাল্যত্বেনানুগ্রাহ্যত্বাদিনা শ্রীভগবন্তং ন্যূনং জানন্ত এবোপাসন্তে, তে ব্রজেশ্বরী

তাঁহারা দ্বিবিধ, এক—অর্থাৎ একদল জীবন্মুক্তগণ ভক্তিশূন্য স্বরূপ মাত্রের প্রতি একনিষ্ঠ, ইঁহারা আত্মারাম। পরে—অন্য একদল জীবন্মুক্তগণ শ্রীভগবানের কৃপা লব্ধ শান্তরতিমান, অতএব ইঁহারা আত্মারামতা সুখকে অতিশয় আদর করেন না, ইঁহারা শান্তভক্ত। এই আত্মারাম ও শান্তভক্ত এই দুইপ্রকার ভক্তের মধ্যে আনন্দময় পরব্রহ্মের যে প্রাকট্য, এই প্রকট বা প্রকাশকেই উপনিষদগণ ব্রহ্ম বলিয়াছেন। তন্মধ্যে আদ্য—আত্মারাম ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের একত্ব বিষয়ে নিষ্ঠাযুক্ত তাঁহাদের নিকটে স্ব-স্বরূপ নির্ব্বিশেষ চিদ্রূপই ব্রহ্ম প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয়ে—শান্তরতিমান ভক্তগণের মধ্যে চিদ্ঘন রূপ মূর্ত্ত পরব্রহ্ম ঘনাঘনত্ব বিশেষ বিবেকের অগ্রহণের দ্বারা মূর্ত্তব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়। এই দুই প্রকার ভক্তের চিত্তের একতা হেতু অপৃথক্ রূপে আত্মারাম এবং শান্ত ভক্তগণের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই ব্রহ্মের কোন প্রকার বিশেষ রহিত হেতু আস্বাদন বিশেষের অভাববশতঃ অনুত্তমাঙ্গতার কারণ পুচ্ছতা, এই পুচ্ছই প্রতিষ্ঠা, অর্থাৎ মোদাদি সকলের আধার স্বরূপ।

যদ্যপি সকলের আনন্দময়ই প্রতিষ্ঠা, তথাপি এই নির্ব্বিশেষ ও সবিশেষ উভয় ব্রহ্মের বস্তুত ঐক্যতা অভিপ্রায়েই এই প্রকার বর্ণনা করা হইয়াছে। অনন্তর কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠত্বাদি সামান্য ভক্তগণ ত্রিবিধরূপে নিরূপণ করিতেছেন—তন্মধ্যে যে সকল ভক্ত নিজেকে অতিশয় কনিষ্ঠ ভাবে জানেন এবং শ্রীভগবানকে সর্ব্বোৎকর্ষের আশ্রয় হেতু সকলের অধিক' এই প্রকার জানিয়া উপাসনা করেন, সেই ভয় ও গৌরবাদির দ্বারা অতিশয় বিনম্র ভক্তগণের মধ্যে পরমাধিদৈবতরূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন। পরম ইষ্ট উত্তরোত্তর রুচির উৎপাদক প্রীতিরতির প্রকর্ষ অনুভবকারিভক্তগণের মধ্যে তাদৃশ চমৎকারকর আনন্দপ্রদায়ক রূপের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশ বিশেষকে মোদ বলে। এই মোদ বা প্রীতিরতির পুচ্ছ হইতে বৈশিষ্ট্য হেতু দক্ষিণবাহু। যাঁহারা লালকত্ব পালকত্বাদির দ্বারা নিজেকে শ্রীভগবান হইতে অধিকরূপে জ্ঞান করেন, এবং লাল্যত্ব অনুগ্রাহ্যত্বাদির দ্বারা শ্রীভগবানকে কনিষ্ঠরূপে জ্ঞান করিয়া উপাসনা করেন,

প্রভৃতয়ো গুরুজনাঃ, তেষু পুত্রাদিভাবেনোপাসীনেষু বৎসলেষু পরমানুগ্রাহ্যতয়া স্ফুরন্তং বাৎসল্যরতেঃ প্রকর্ষং প্রেমবিশেষমনুভবৎসু তাদৃশ পরমানন্দরূপত্বেন শ্রীভগবতঃ প্রকাশবিশেষঃ প্রমোদঃ। পূর্ব্বোহস্য শ্রৈষ্ঠ্যাদুত্তরস্য শ্রৈষ্ঠ্যার্থত্বাদত এব "প্র" শব্দঃ। যে তু সহ শয়নাসন-ক্রীড়াদিষু জয়-পরাজয়াদিষু চ নির্ব্বিশেষত্বেন শ্রীভগবতা তুল্যম্মন্যাঃ, স্বাত্মনা শ্রীভগবন্তং চ অন্যূনাধিকং মন্যমানা উপাসন্তে, তে তু শ্রীদামাদয়ো বয়স্যাঃ· তেষু ভয়-গৌরব-অনুগ্রহাদি-শূন্যেষু পরমাস্বাদিষ্ট-মৈত্রী ভাবাদিপূর্ণং পরম প্রণয়িতয়া প্রাদুর্ভবন্তং সখ্যরতেঃ প্রকর্ষ প্রেমবরমনুভবৎসু তাদৃশ ভাবানুসারেণ পরমপ্রেমাস্পদত্বেন শ্রীভগবতঃ প্রকাশবিশেষঃ প্রিয়শব্দব্যপদেশঃ। তস্য পূর্ব্বতঃ শ্রৈষ্ঠ্যাৎ শিরস্ত্বম্। চতুর্ব্বিধা নিরূপিতাঃ।

পঞ্চমা উপাসকজনা নিরূপ্যন্তে—যে তু পরমকান্তত্বেন কন্দর্পকোটিরম্যত্বেন স্বাত্মকোটি প্রিয়তয়া চ শ্রীভগবন্তমুপাসন্তে, তে প্রেয়সীবর্গা ব্রজদেবীপ্রভৃতয়ঃ। তেষু সন্ততং অসমোর্দ্ধ মাধুরী ভর পূর্ণমনুরাগরাশিং সদাস্বাদয়ৎসু তাদৃশ মহাভাবানুগুণ্যেন পরমপ্রেষ্ঠত্বেন শ্রীভগবতঃ প্রকাশবিশেষ আনন্দঃ। তস্য আমোদাদিভ্যঃ শ্রৈষ্ঠ্যাদাত্মত্বম্। এবং স্থিতে তত্র প্রথমং ব্রহ্মত্বমাহুঃ—সদিতি। এষু পঞ্চপ্রকাশেষু মধ্যে

তাঁহারা শ্রীব্রজেশ্বরী প্রভৃতি গুরুজনগণ। পুত্রাদিভাবে উপাসনাকারী বৎসলরতিযুক্ত ভক্তগণের মধ্যে পরম অনুগ্রহের পাত্ররূপে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত বাৎসল্য রতির প্রকর্ষ প্রেমবিশেষ অনুভবকারিগণের মধ্যে তাদৃশ পরমানন্দ রূপের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশ বিশেষকে প্রমোদ বলে। পূর্ব্ব অর্থাৎ মোদ বা প্রীতরতি হইতে এই প্রমোদ বা বৎসলরতির শ্রেষ্ঠতা হেতু 'প্র' শব্দযোগ করা হইয়াছে। পূর্ব্বের ন্যায় উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠভাবে সর্ব্বত্র জানিতে হইবে। যাঁহারা কিন্তু শ্রীভগবানের সঙ্গে শয়ন ক্রীড়াদিতে জয় পরাজয়াদিতে কোন প্রকার বিশেষ অঙ্গীকার না করিয়া শ্রীভগবানের সহিত তুল্য জ্ঞান করিয়া, নিজের সহিত শ্রীভগবানকে কনিষ্ঠ বা জ্যেষ্ঠ কোন প্রকার না মানিয়া উপাসনা করেন, তাঁহারা কিন্তু শ্রীদাম সুবলাদি বয়স্য বৃন্দ। সেই ভয় গৌরব অনুগ্রহাদি শূন্য বয়স্যগণের মধ্যে পরম আস্বাদন করিবার যোগ্য মৈত্রীভাবাদিপূর্ণ পরম প্রিয়রূপে প্রাদুর্ভূত সখ্যরতির প্রকর্ষ প্রেম শ্রেষ্ঠ অনুভবকারিগণের মধ্যে তাদৃশ ভাবানুসারে পরম প্রেমাস্পদত্বরূপের দ্বারা শ্রীভগবানের প্রকাশ বিশেষকে প্রিয় শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। এই প্রিয়ের পূর্ব্ব প্রমোদ হইতে শ্রেষ্ঠতা হেতু শিরতা বা মস্তক বলা হইয়াছে। এই প্রকার ব্রহ্ম, মোদ, প্রমোদ ও প্রিয় শব্দের দ্বারা শান্ত দাস, বৎসল এবং সখা এই চতুর্ব্বিধ ভক্ত নিরূপণ করা হইল।

অনন্তর পঞ্চম উপাসকগণ নিরূপণ করিতেছেন—যে সকল উপাসকগণ পরমকান্তরূপে কন্দর্পকোটি পরমরমণীয়রূপে স্বাত্মকোটিপ্রিয়তমরূপে শ্রীভগবানকে উপাসনা করেন তাঁহারা প্রেয়সীবর্গ শ্রীব্রজদেবীবৃন্দ। সেই অনবরত অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্যভর পূর্ণ অনুরাগরাশি সদা আস্বাদনকারিণী শ্রীব্রজদেবীগণের মধ্যে তাদৃশ মহাভাবের আস্বাদন আনুগুণের দ্বারা পরমপ্রেষ্ঠত্বরূপে শ্রীভগবানের প্রকাশবিশেষকে আনন্দ বলে। এই আনন্দ মোদ প্রমোদ ও প্রিয় হইতে শ্রেষ্ঠ হওয়া হেতু আত্মা শব্দ বাচ্য। এই প্রকার

ত্বং সদসতঃ পরম্, সৎ—স্থূলম্ অন্নময়াদিত্রয়ম্। অসৎ—সূক্ষ্মং বিজ্ঞানময়রূপং জীবাখ্যম্। তয়োঃ পরং ব্রহ্মাসি। তথা পঞ্চসু মধ্যে ব্রহ্মত্বে নিরূপিতে, যদশেষমবশিষ্টং মোদাদি চতুষ্টয়ং তচ্চ ত্বমসি, তত্র রশ্মিস্থানীয়ং ব্রহ্মস্বরূপমমূর্ত্তং সূর্য্যস্থানীয়স্য ঘনানন্দমূর্ত্তেঃ প্রকাশরূপং পরব্রহ্মরূপম্, তথা মোদাদি চতুষ্টয়ঞ্চ মূর্ত্তম্, ইত্যেষ শান্তপ্রীত-বৎসল-প্রিয়-উজ্জ্বলানাং পঞ্চানাং মুখ্যরসানাং বিষয়ভূত একোঽপি শ্রীভগবানুপাসকভেদেন পঞ্চধোক্তঃ। কিন্তু নিরূপম-পরম-সান্দ্রানন্দরূপত্বেনানুভবাত্তুক্তস্বরূপোঽয়ং রস এব ভগবান্। তথাহি আনন্দময়াধিকারে শ্রুতিশ্চ—তৈ০ ২।৭।১, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" ইতি, প্রোক্তমেবার্থং কিঞ্চিদ্ বিশেষার্থমনুবদন্ উপসংহরতি—ঋতমিতি। শ্রুত্যুক্ত প্রতিষ্ঠা স্থানীয়মিদং আনন্দময়ং তদ্ রূপামৃতং প্রতিষ্ঠা সর্ব্বেষাং মূর্ত্তামূর্ত্তানাং প্রকাশানাং তদেকস্বরূপত্বাদ্ ইদমেবানন্দময়ং, তদ্রূপং শ্রীভগবদ্ গীতাদিষু পরমনিগূঢ়োপদেশে দৃষ্ট-সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা ভবত্বেন সর্ব্ব প্রতিষ্ঠারূপমিত্যর্থঃ। ইতি।

নন্বু তত্র জীবশরীরেষু প্রবিষ্টস্য মম তদ্গতমালিন্যাদিদোষপ্রসঙ্গঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—সদসত ইতি। স্থূল-সূক্ষ্ম কার্য্যকারণবর্গাৎ পরং অন্যদ্ বস্তু ত্বম্। তস্মাৎ তত্র প্রবিষ্টোঽপি তদগন্ধাস্পৃষ্টঃ ত্বমিত্যর্থঃ।

নিরূপিত হইলে তন্মধ্যে প্রথম ব্রহ্মবস্তু নিরূপণ করিতেছেন—সৎ ইত্যাদি। এই পঞ্চবিধ প্রকাশের মধ্যে আপনি সৎ ও অসতের পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ। সৎ স্থূল অর্থাৎ অন্নময় প্রাণময় ও মনোময় এই বস্তুত্রয়। অসৎ সূক্ষ্ম বিজ্ঞানময়রূপ জীবাখ্য। আপনি এতদুভয়ের পরম শ্রেষ্ঠ ব্রহ্ম হয়েন। এবং এই পঞ্চবিধের মধ্যে আপনাকে ব্রহ্মরূপে নিরূপণ করিলে, যাহা অশেষ অবশিষ্ট মোদাদি চতুষ্টয় তাহাও আপনি। এতন্মধ্যে রশ্মিস্থানীয় ব্রহ্মস্বরূপ অমূর্ত্ত, অর্থাৎ সূর্য্য স্থানীয় পরমানন্দঘনমূর্ত্তি আনন্দময়ের প্রকাশ স্বরূপই পরব্রহ্মরূপ, এবং মোদ প্রমোদ প্রিয় ও আনন্দ এই চারিটি মূর্ত্তস্বরূপ। এই প্রকার শান্ত প্রীত বৎসল প্রিয় এবং উজ্জ্বল এই পঞ্চবিধ মুখ্যরসের বিষয়ভূত একমাত্র ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইলেও উপাসক ভেদে উপাস্যের পঞ্চবিধ ভেদ বর্ণিত হইল। নিরুপম পরম সান্দ্রানন্দঘনবিগ্রহরূপে অনুভব হেতু উক্ত স্বরূপই রসময় শ্রীভগবান। এই বিষয়ে আনন্দময়াধিকারে শ্রুতি বলিয়াছেন—সেই পরব্রহ্ম আনন্দময় রসস্বরূপ, সাধক এই রসময় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া আনন্দী হয়। এই পূর্ব্বকথিত অর্থকেই কিঞ্চিৎ বিশেষভাবে অনুবর্ণন করিয়া উপসংহার করিতেছেন— ঋত ইত্যাদি। শ্রুতি বর্ণিত প্রতিষ্ঠা স্থানীয় এই আনন্দময় এবং তদ্রূপ অমৃতের প্রতিষ্ঠা, কারণ সকল মূর্ত্তামূর্ত্ত প্রকাশক সকলের একরূপতা হেতু ইহাই একমাত্র আনন্দময়। এবং এই আনন্দময় স্বরূপই শ্রীভগবদ্গীতাদি শাস্ত্রে সকলে পরম নিগূঢ় উপদেশে সর্ব্বোপরি প্রতিষ্ঠা রূপে দেখা হেতু সকলের প্রতিষ্ঠারূপ এই আনন্দময় পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। (ইতি বৃ০ বৈ০ তো০)।

হে আনন্দময়! যদি বলেন—জীবসকলের শরীরে প্রবেশকারী আমার জীবগত মালিন্যাদি দোষ প্রসঙ্গ অবশ্য হইবে, এই বাক্যের উত্তরে আমরা বলিব—সদসত ইত্যাদি। স্থূল সূক্ষ্ম বা কার্য্যকারণ বর্গ হইতে পর অন্য যে বস্তু তাহাই আপনি, সুতরাং সেই জীবগণের শরীরে প্রবেশ করিলেও আপনি

শারীরত্বং তু তস্মিন্নপি ন বিরুদ্ধম্। "যস্য পৃথিবী শরীরম্" (বৃ° ৩।৭।৩) ইত্যাদি শ্রুতৌ তস্যাপি তদুক্তেঃ। অতঃ শারীরিকমিদং শাস্ত্রম্। যত্তু "আনন্দময়ঃ" (তৈ° ২।৫।১)

এষু সমষ্টিরূপেষু জীবশরীরেষু মহাপ্রলয়ে লীনেষু সৎসু যদ্ বস্তু অবশেষং শিষ্যমাণং ঋতং তত্তৎ সর্ব্বাশ্রয়ভূতং তৎ ত্বমেবেত্যর্থঃ। 'ঋ' গতৌ, ইত্যস্মাদধিকরণার্থকেন 'ক্ত' প্রত্যয়েন সিদ্ধ 'ঋতঃ' শব্দস্য অধিকরণার্থতা বোধ্যতে। তথাহি শ্রীহরিনামামৃতে ৫।৭১, "অকর্ম্মক-গতি-ভোজনার্থেভ্যঃ ক্তোহধিকরণে চ" ইতি। ননু "তস্য এষ শারীর আত্মা" "স বা এষ পুরুষবিধ এব" তৈ° ২।৫।১ ইত্যানন্দময়স্য হস্তপদাদিযুক্ত শরীর সম্বন্ধ শ্রবণাৎ ন আনন্দময়স্য ব্রহ্মত্বমিতি শঙ্কায়া উত্তরমাহুঃ- শারীরত্বমিতি। যস্য পৃথিবী ইতি—যস্য সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ সর্ব্বেশ্বরানন্দময়স্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য পৃথিবী শরীরম্, পৃথিবীদেবতায়া অন্তর্য্যামিরূপেণ বর্ত্তমানম্। যদ্বা—পৃথিব্যাদি সর্ব্ববস্তুনাং ধারকঃ। যদ্বা—পৃথিবী সদৃশঃ সর্ব্বেষাং ভক্তানাং ধারকঃ পালকশ্চ। কিঞ্চ শারীরত্বেঽপি তস্য আনন্দময়তা ব্রহ্মতা চ ন বিরুদ্ধ্যতে। তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাম্—৩।১৯, অপানিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্॥ অপি চ—ব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।৩২, অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয় বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বলবিগ্রহস্য গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥

জীবগত মালিন্যাদি দোষ গন্ধের অস্পৃষ্ট। এই সমষ্টিরূপ জীবশরীর সকলের মহাপ্রলয়াবসরে লীন হইলে পরে যে বস্তু অবশেষ থাকে তাহা ঋত বা সত্য, সেই ঋতের বা সত্যের পরমাশ্রয় আপনিই। ঋ গতৌ এই ধাতুর উত্তরে অধিকরণার্থে ক্ত প্রত্যয় হইয়াছে। অতএব ঋত শব্দ অধিকরণার্থ বোধ করায়। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন—অকর্ম্মক-গতি অর্থ ধাতু ও ভোজনার্থের উত্তরে অধিকরণ বাচ্যে ক্ত প্রত্যয় হয়। এই স্মৃতি অর্থাৎ শ্রীমদ্‌ভাগবত মহাপুরাণ বচন।

শঙ্কা—যদি বলেন—"তাহার এই শারীর বা জীবই আত্মা" "সেই এই জীব পুরুষবিধই" ইত্যাদি প্রয়োগ দ্বারা আনন্দময়ের হস্তপদাদিযুক্ত শরীর সম্বন্ধ শ্রবণ হেতু তাহার ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হইতেছে না"।

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—শারীরত্ব ইত্যাদি। শারীরত্ব অন্তর্য্যামিত্ব আনন্দময়ে বিরোধ হয় না, কারণ বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলেন—যাহার পৃথিবী শরীর" অর্থাৎ যে সর্ব্বান্তর্য্যামি-সর্ব্বেশ্বর আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পৃথিবী শরীর, যিনি পৃথিবীদেবতার অন্তর্য্যামী রূপে বর্ত্তমান আছেন। অথবা—পৃথিবী প্রভৃতি সকল বস্তুর ধারক। কিম্বা—পৃথিবী সদৃশ সমস্ত ভক্তগণের ধারণকর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা। কিন্তু জীবান্তর্য্যামী হইলেও শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময়তা অথবা পরব্রহ্মতার বিরোধ হয় না, এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ বলেন—পরব্রহ্ম অবিচিন্ত্য শক্তিমান—তিনি হস্তপদাদি রহিত হইয়াও গমনকারী ও গ্রহণকর্ত্তা, চক্ষুহীন হইলেও দর্শন করেন, কর্ণহীন হইয়াও শ্রবণ করেন, তিনি জানিবার বস্তু সকলকে জানেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ জানিতে পারে না, তাঁহাকেই আদি ও মহান পুরুষ বলিয়া বর্ণন

শারীরকমিতি—শারীর পরমাত্মা, স্বার্থেকপ্রত্যয়ঃ অতো বাচ্য বাচকয়োরভেদ বিবক্ষয়া ইদং ব্রহ্মসূত্রমপি শারীরকমিত্যাহুঃ। অত্র—অন্যতরপরিগ্রহে তু যুক্তং "ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যত্রৈব ব্রহ্ম নির্দেশ আশ্রয়িতুম্, ব্রহ্ম শব্দসংযোগাৎ, নানন্দময় বাক্যে, ব্রহ্মশব্দসংযোগাভাবাদিতি। (১।১।৭।১৯ । ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্য বাক্যং পরিহরন্তি—"যত্তু" ইতি।

অত্র অস্য "আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইতি সূত্রস্য ব্যাখ্যা শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীভগবৎসন্দর্ভস্যানুব্যাখ্যায়াম্ ততশ্চায়মর্থঃ—আনন্দময় সন্নিধানে "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈ০ ২।৬।২) ইতি, তথা তদপেক্ষয়াচোত্তরগ্রন্থেঽপি—"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" (তৈ০ ২।৭।১) ইতি তৎ প্রভৃত্যন্তে চৈতমানন্দময়মুপসংক্রামতীতি। তথা চতুর্বেদশিখায়ামপি—স শিরঃ, স দক্ষিণঃ পক্ষঃ, স উত্তরঃ পক্ষঃ, স আত্মা স পুচ্ছঃ" ইতি চ অভ্যাস শ্রবণাদানন্দময় আত্মৈব পরব্রহ্ম, "অসন্নেব স ভবতি" (তৈ০ ২।৬।১) ইত্যাদিকং তু অর্থবাদঃ প্রশংসাবাক্যমেব, নাভ্যাস বাক্যম্—শ্লোক শব্দেনোক্তত্বাৎ প্রশংসাগর্ভত্বাচ্চ। পুচ্ছ এব ব্রহ্ম-শব্দ-সংযোগস্তু তত্র আনন্দস্য সম্যগুদয়োৎকর্ষব্যঞ্জকঃ। অতঃ প্রতিষ্ঠাত্বঞ্চাতঃ

করেন। আরও শ্রীব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন যাঁহার অঙ্গসকল সর্ববৃত্তিমান, অর্থাৎ—এইটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দর্শন করেন, পালন করেন, গ্রহণ করেন ও গমন করেন, আনন্দ চিন্ময় সত্বুজ্জ্বল শ্রীবিগ্রহযুক্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ববসামর্থ্য বিদ্যমান সেই আদিপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করি।

সুতরাং আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব শরীর বিশিষ্ট হইলেও কোন প্রকার দোষযুক্ত হয়েন না। এই স্থলে অন্যতর গ্রহণ করিলে, অর্থাৎ আনন্দময় ব্রহ্ম ও পুচ্ছব্রহ্ম এতদুভয়ের একটি অবয়ব ও অপর অবয়বী এই প্রকার বিবেচনা করিলে 'ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' এই স্থলে ব্রহ্ম শব্দের যোগ থাকায় পুচ্ছ ব্রহ্মকেই পরব্রহ্ম নির্দ্দেশ করা উচিত, আনন্দময় বাক্যে ব্রহ্মশব্দ নাই, অতএব আনন্দময়কে ব্রহ্ম বলা যাইবে না। এই প্রকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তকে পরিহার করিতেছেন—যত্তু ইত্যাদির দ্বারা। আনন্দময় এই স্থলে "ব্রহ্মপুচ্ছ" অর্থাৎ পুচ্ছই ব্রহ্ম এই প্রকার বলিয়া থাকেন। তাহা অতীব মন্দ সিদ্ধান্ত কারণ তাহাতে শব্দের স্বারস্য থাকে না, দেশিকানুগতিরও হানি হয়।

এই স্থলে 'আনন্দময়ের অভ্যাস হেতু' এই সূত্রের ব্যাখ্যা শ্রীমদাচার্য্যপাদের শ্রীভগবৎ সন্দর্ভের অনুব্যাখ্যায় এই প্রকার দেখা যায়—এই প্রকরণের এইরূপ অর্থ—'আনন্দময় সন্নিধানে "তিনি কামনা করিয়াছিলেন বহু হইব" ইত্যাদি, তথা এই বাক্যের অপেক্ষায় উত্তর গ্রন্থেও তিনি রসস্বরূপ, সেই রসব্রহ্মকে লাভ করিয়া সাধক আনন্দী হয়" এই প্রকার নিরূপণ করতঃ অন্তে এই আনন্দময়কে উপসংক্রমিত করিয়া ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রকার চতুর্ব্বেদ শিখা উপনিষদেও "তিনি মস্তক তিনি দক্ষিণ বাহু, তিনি বামবাহু, তিনি আত্মা এবং তিনিই পুচ্ছ" এই প্রকার অভ্যাস শ্রবণ করা হেতু আনন্দময় আত্মাই পরব্রহ্ম। কিন্তু যে "সে অসৎ হয় যে ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে" ইত্যাদি বাক্য দেখা যায় তাহা অর্থবাদ প্রশংসা বাক্য মাত্র, অভ্যাসবাক্য নহে, কারণ শ্লোক শব্দের দ্বারা বর্ণন করা হেতু, এবং

ইত্যত্র "ব্রহ্মপুচ্ছম্" (তৈ০ ২।৫।১) ইত্যাদি ব্যাচষ্টে তস্মন্দম্। শব্দস্বারস্যভঙ্গাৎ, দেশিকানুগতিহানাচ্চ ॥ ১২ ॥

পুচ্ছত্বমপি সর্ব্বোত্তরোদয়িত্বাদেব রূপ্যতে। ততশ্চ যদেব পুচ্ছম্, স এব প্রিয়াদীনাং নিজোদয়বিশেষাণাং অবয়বী সন্নানন্দময় ইত্যায়াতম্। কিন্তু পুচ্ছ সংজ্ঞে তন্নির্ব্বিশেষতয়াবির্ভাবাদবয়বত্বরূপণম্। আনন্দময়ে তু প্রিয়াদিভিঃ সবিশেষতয়ৈব প্রকটোপলম্ভাদবয়বিত্ব নিরূপণমিত্যেব বিশেষঃ। তস্মাদনেন—আনন্দময়াধিকরণেন পরব্রহ্মণ এব শুদ্ধোদয়বিশেষত্বং সাধ্যং প্রিয়াদিষু. তদ্ ব্যতিরিক্তত্বং তু অন্নময়াদিষু।

ন চ—প্রিয়াদীনামিষ্ট পুত্র দর্শনজাদি-লক্ষণ-লৌকিকানন্দত্বমুচিতম্—পারমার্থিক-পথারোহানুক্রমপ্রক্রিয়ায়া এব পূর্ব্ব পূর্ব্বাত্মস্বুপক্রান্তত্বাৎ। যথা "তস্য যজুরেব শিরঃ" (তৈ০ ২।৩।২) ইত্যাদি। অতএব অলৌকিক বিশেষবত্বে সতি তস্য "যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে" (তৈ০ ২।৪।১) ইত্যাদি মহিমা চ সঙ্গতঃ স্যাৎ। অত্রানন্দস্যৈকস্যৈবোদয়াপচয়োপচয়মাত্র বিবক্ষিতত্বেন প্রিয়াদিভেদাৎ, ন বিজ্ঞানময়াদিবৎ পৃথগ্‌গুণত্বম্। অতএব তৃতীয়েঽধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রকারৈরপি "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।৬।১২) ইত্যনেন আনন্দাদীনামেকত্রোক্তানামপি সর্ব্বত্র উপাসনায়াং সমাহৃতিশ্চিন্তিতা। প্রিয়াদীনাং তু সা পরিহৃতা,

---

তাহা প্রশংসাগর্ভবাক্য হওয়ার জন্য। পুচ্ছের মধ্যেই যে ব্রহ্ম শব্দ সংযোগ করা হইয়াছে তাহা আনন্দের সম্যক উদয়োৎকর্ষব্যঞ্জক। সুতরাং প্রতিষ্ঠাত্বও সিদ্ধ হয়, অতএব পুচ্ছত্বও সকলের উত্তরোদয়িত্ব হেতু এই প্রকার রূপক করিয়াছেন। অতএব যাহা পুচ্ছ, তাহাই প্রিয়াদি সকলের নিজের উদয়বিশেষ সকলের অবয়বী হইয়া আনন্দময় হয়েন ইহাই অর্থ আসিতেছে। কিন্তু পুচ্ছ সংজ্ঞার মধ্যে আনন্দময়ের নির্ব্বিশেষ রূপে আবির্ভাব হওয়া হেতু অবয়বের রূপক নিরূপণ করা হইল। আনন্দময়ের মধ্যে কিন্তু প্রিয়াদির দ্বারা সবিশেষ রূপেই প্রকট হয়েন, এইরূপ অর্থলাভ হেতু অবয়বীর নিরূপণ করা হইয়াছে ইহাই বিশেষ। সুতরাং এতদ্দ্বারা অর্থাৎ আনন্দময়াধিকরণের দ্বারা পরব্রহ্মেরই শুদ্ধভাবে উদয় বিশেষের প্রিয়াদিতে সাধ্য হইয়াছে। তদ্ ব্যতিরিক্তত্ব অন্নময়াদিতে সাধিত হইয়াছে।

শঙ্কা—যদি বলেন—আনন্দময় ব্যাখ্যানে প্রিয় প্রভৃতির বর্ণন করা হইয়াছে তাহা ইষ্ট বা পুত্রদর্শন জাত লক্ষণের দ্বারা ঐ আনন্দও লৌকিক হওয়াই উচিত।

এই প্রকার শঙ্কা করা অনুচিত—কারণ পারমার্থিক পথে আরোহণ ক্রম প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে পূর্ব্বে আত্মা নিরূপণেরই উপক্রম বিদ্যমান আছে। যেমন—'তাঁহার যজুর্ব্বেদই মস্তক' ইত্যাদি। সুতরাং এই আনন্দময়ের অলৌকিক বিশেষবত্ত্ব হইলেই তাহার—"যাহা হইতে বাক্যসকল নিবর্ত্তিত হয়" ইত্যাদি মহিমাও আনন্দময়ে সঙ্গত হয়। এই স্থলে একমাত্র আনন্দময়েরই উদয়ের উপচয় ও অপচয়ের অর্থাৎ ন্যূনাধিক মাত্র বিবক্ষার দ্বারা প্রিয়াদি ভেদ হেতু, বিজ্ঞানময়াদির সদৃশ পৃথক্ গুণতা নহে। অতএব তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয়পাদে সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণও—"আনন্দাদয় প্রধানস্য" ইত্যাদির দ্বারা আনন্দাদি

"প্রিয়শিরস্ত্বাদ্যপ্রাপ্তিরুপচয়াপচয়ৌ হি ভেদে" (ব্র০ সূ০ ৩।৩।৬।১৩) ইত্যনেন তত্র একস্যৈব অন্নময়াদি ক্রমোপাসকস্য উপাসনা-ভূমিকারোহ-স্থানভেদে হি প্রিয়াদি শব্দস্তস্যৈব আনন্দময়স্য ব্রহ্মণ উদয়োপচয়াপচয়ৌ বিবক্ষিতৌ। ততো নান্যত্রোপাসনায়াং তেষাং "আনন্দাদয়ঃ প্রধানস্য" (৩।৩।৬।১২) ইতি ন্যায়েন প্রাপ্তিরিত্যর্থঃ।

নন্থ "এতমানন্দময়মুপসংক্রামতি" (তৈ০ ২।৮।৫) ইত্যস্যাঃ শ্রুতেঃ পরব্রহ্মবিষয়ত্বং নাস্তি, "বিকারাত্মনামেবান্নময়াদীনামাত্মনামুপসংক্রমিতব্যানাং প্রবাহে পঠিতত্বাৎ" (শ০ ভা০ ১।১।৬।১৯) মৈবং, তৎপ্রবাহ পতিতত্বেঽপি সর্ব্বান্তরত্বাৎ "অরুন্ধতীদর্শন" বৎ প্রতিপাদ্যরূপত্বমেব প্রসজ্জেত। ন চ উপসংক্রমকার্থত্বেন তস্য পরত্বং প্রতিহন্যতে, তদাবির্ভাবমাত্রার্থত্বাৎ। যথা "ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈ০ ২।১।২) ইতি। কিঞ্চ উপসংক্রমন-বচন এব বিদুষা ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিফল নির্দ্দেশাৎ তস্য-অন্যথাত্বং ন যুজ্যতে। আনন্দময়োপসংক্রম-নির্দ্দেশেনৈব পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা ভূত ব্রহ্মপ্রাপ্তি নির্দ্দিষ্টা ইতি চেৎ, শ্রুতি কদর্থিতা স্যাৎ। পুচ্ছবাদিনামপি পুচ্ছপ্রবাহ পতিতত্বেন ব্রহ্মণোঽপি পূর্ব্ববৎ পুচ্ছত্বমেবাপতেত। তত্র যদি বচনান্তর-স্বারস্যেন-অবয়বতা স্যাৎ, তর্হীহাপি পূর্ব্বদর্শিতত্বেন ভবিষ্যতি। তথা, "অস্যৈব এষ এব শারীর আত্মা যঃ

সকলের একত্র বর্ণন করিলেও সর্ব্বত্র উপাসনাতে সমাহৃতি চিন্তা করিয়াছেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মে সকল গুণের সমাবেশ বর্ণন করিয়াছেন। পরব্রহ্মে প্রিয়াদি গুণের সমাবেশ পরিহার করিয়াছেন, প্রিয়শিরাদির অপ্রাপ্তি সমাবেশ করা উচিত নহে, কারণ তাহার ভেদে হ্রাস ও বৃদ্ধি দেখা যায়" এই সূত্রের দ্বারা সেই স্থলে একমাত্র অন্নময়াদি ক্রমপূর্ব্বক উপাসকের উপাসনা ভূমিকারোহ স্থান ভেদে প্রিয়াদি শব্দের ব্যবহার করা হইয়াছে এবং সেই আনন্দময় ব্রহ্মেরই উপচয় অপচয় বৃদ্ধি ও হ্রাস বর্ণন করা হইয়াছে। অতএব উপাসনা বিষয়ে অন্যত্র সেই গুণসকলের প্রাপ্তি হয় না, কারণ আনন্দাদি প্রধানের গুণ" এই ন্যায়ের দ্বারা তাহা বিচার করিয়াছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন—"এই আনন্দময় উপসংক্রমিত হয়" এই শ্রুতির পরব্রহ্মবিষয়তা নাই, কারণ বিকারাত্মা যে অন্নময়াদি আত্মা, যাহারা উপসংক্রামিত হইয়াছে, সেই প্রবাহে পাঠ হেতু আনন্দময় ব্রহ্ম হইতে পারে না, এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—না! এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা উচিত নহে, আনন্দময় অন্নময়াদির প্রবাহে পতিত হইলেও তাহার সর্ব্বান্তরত্ব হেতু 'অরুন্ধতী দর্শন' সদৃশ পরব্রহ্মরূপে প্রতিপাদ্যত্বই যুক্তিযুক্ত হইতেছে। যেমন—ব্রহ্মজ্ঞগণ পরমব্রহ্মকে লাভ করে' ইত্যাদির দ্বারা কিন্তু উপসংক্রমণ বচনই ব্রহ্মবিদ্‌গণের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ফল নির্দ্দেশ হেতু আনন্দময়ের কোনরূপ অন্য অর্থ করা যোগ্য হয় নাই, অর্থাৎ অযৌক্তিক। যদি বলেন—আনন্দময় উপসংক্রমণ' এইরূপ বাক্য নির্দ্দেশের দ্বারাই পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা ভূত ব্রহ্ম প্রাপ্তিই নির্দ্দেশ করিতেছে" তাহা হইলে—শ্রুতির অর্থকে কদর্থনা করিতে হয়। পুচ্ছব্রহ্মবাদিগণেরও পুচ্ছব্রহ্ম পুচ্ছপ্রবাহে পতিত হেতু পুচ্ছব্রহ্মেরও পূর্ব্বের ন্যায় পুচ্ছত্বই স্বীকার করিতে হয়। যদি বলেন—আনন্দময় স্থলে বচনান্তর স্বারস্য হেতু অর্থাৎ আনন্দময় উপসংক্রমণ আনন্দময় শোধন এবং

পূর্ব্বস্য তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ" (তৈ০ ২।৫।১) ইত্যনেন—আত্মত্বেন—উপসংক্রান্তস্যানন্দময়স্যৈব সর্ব্বত্র শারীরত্বং প্রতিপাদ্যতে—শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট পৃথিব্যাদি লক্ষণ—শরীরান্তর্য্যামিত্বাপেক্ষয়েতি শরীরত্ব শ্রবণমপি ন দোষায়। যদ্বা—আনন্দময়ত্বেঽপি "তস্যৈব এষ এব শারীর আত্মা" ইত্যনেন যৎ তস্যাপ্যাত্মান্তঃ শ্রূয়তে, তত্তু তস্যাত্মান্তরং নাস্তীতি বিবক্ষয়া, "শিলাপুত্রস্য তু শিলাপুত্র এব শরীরম্" ইতিবৎ, যথান্যেষামন্নময়স্য প্রসিদ্ধ-শারীরত্ব-নিষেধস্তু, "নেতরোঽনুপপত্তেঃ" (ব্র০ সূ০ ১।১।৬।১৬) ইত্যাদৌ স্বয়মেব সূত্রকারৈঃ করিষ্যতে। তস্মাদানন্দময়শব্দেন পরব্রহ্মৈবোচ্যতে। তথা "সোঽকাময়ত" (তৈ০ ২।৬।২) ইতি, "রসো বৈ সঃ" (তৈ০ ২।৭।১) ইতি, ইতি পুংলিঙ্গেনৈব নির্দ্দেশাদপি স এব, ন তু পুচ্ছম্। ততঃ "এতমানন্দময়ম্" (তৈ০ ৩।১০।৫) ইত্যত্রান্তিমবাক্যে চ তন্নির্দ্দেশঃ সংবদতে। "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ" (তৈ০ ২।১।৩) ইত্যস্মাদাত্ম-শব্দাকর্ষেণ তন্নির্দ্দেশগতিশ্চ. বিপ্রকর্ষাতিশয় এব পরাহতঃ। কিঞ্চ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈ০ ২।১।২) ইতি যল্লক্ষিতং, তদেব "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ" (তৈ০ ২।১।৩) ইত্যনেন নির্দ্দিশ্যতে। তস্য চ সর্ব্বান্তরত্বেনাত্মত্বং ব্যঞ্জয়দ্ বাক্যং তং তমতিক্রম্য "অন্যোঽন্তর আত্মানন্দময়ঃ" ইত্যানন্দময় এবাত্মত্বং সমাপয়তি।

দক্ষিণবাহু, বামবাহু, মস্তক প্রভৃতি বাক্যের স্বারস্যবশতঃ আনন্দময়ের অবয়বতা হউক। তাহা হইলে এই স্থলে অর্থাৎ পুচ্ছব্রহ্মস্থলে পূর্ব্বদর্শিত প্রসঙ্গ অর্থাৎ অবয়বতা সিদ্ধ হইবে। অথানন্তর—এবং 'তাহারই এই শারীর আত্মা যে পূর্ব্বের, তাহা হইতে এই হইতে' ইত্যাদির দ্বারা আত্মত্বরূপে উপসংক্রান্ত-আনন্দময়েরই সর্ব্বত্র শারীরত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট পৃথিব্যাদি লক্ষণ শরীরের অন্তর্য্যামীত্ব অপেক্ষায় আনন্দময়ের যে শারীরত্ব শ্রবণ করা যায় তাহাও দোষাবহ নহে। অথবা পরব্রহ্ম আনন্দময় হইলেও "তাহার এই শারীর আত্মা" ইত্যাদির দ্বারা যে আনন্দময়েরও অন্য আত্মা শ্রবণ করা যায়, তাহা কিন্তু আনন্দময়ের অন্য আত্মা নাই ইহাই বলিবার নিমিত্ত, যেমন—শিলাপুত্রের কিন্তু শিলা পুত্রই শরীর" ইত্যাদিবৎ। এবং অন্য যে সকল অন্নময়াদি আছে তাহাদের প্রসিদ্ধ শারীরত্ব—আত্মত্ব নিষেধ কিন্তু—"অন্য হইতে পারে না কারণ তাহার উপপত্তি হইবে না" ইত্যাদি স্থলে স্বয়ং সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিষেধ করিবেন। অতএব আনন্দময় শব্দের দ্বারা পরব্রহ্মই নিরূপণ করিতেছেন। এইরূপ—তিনি কামনা করিয়াছিলেন" "পরব্রহ্ম রসময়" ইত্যাদি পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশের দ্বারাও সেই আনন্দময়কেই প্রতিপাদন করিতেছেন, কিন্তু পুচ্ছব্রহ্মকে নহে। অনন্তর—'এই আনন্দময়' এই স্থলে অন্তিমবাক্যেও আনন্দময়ের নির্দ্দেশই ব্যক্ত করিতেছেন। "তাহা হইতে এই আত্মা হইতে" এই স্থলে আত্মা শব্দ আকর্ষণের দ্বারাও আনন্দময়েরই নির্দ্দেশ করিতেছেন এবং তাহারই অবগতি হইতেছে। সুতরাং আনন্দময়ের বিপ্রকর্ষাতিশয় পরাহত হইল বলিয়া জানিতে হইবে। আরও—সত্য স্বরূপ জ্ঞান আনন্দময়ব্রহ্ম এই প্রকার যাহা লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই লক্ষণ লক্ষিত পরব্রহ্মই "তাহা এই আত্মা হইতে" ইত্যাদির দ্বারা নির্দ্দেশ করিতেছেন। সেই আনন্দময়েরই সর্ব্বান্তরত্ব হেতু আত্মত্ব প্রকাশক বাক্য, তাহাকে অর্থাৎ পুচ্ছব্রহ্মকে অতি-

বিকারে ময়ট্ স্মৃতে র্জীবাশঙ্কা কস্যচিৎ স্যাত্তস্তাং নিরাকর্ত্তুমাহ—

ওঁ ॥ বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১৩।

নহি আনন্দবিকারত্বাদানন্দময়ঃ কুতঃ ? প্রাচুর্য্যাদানন্দময়স্য। "তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্"

তত আত্মশব্দ—কর্ষণেনাপি স এবান্ততঃ স্যাৎ, ন চ আত্মত্বেনানির্দ্দিষ্টম্ পুচ্ছমিতি। এবং শ্রুতিভিরপি—(শ্রীভা০ ১০।৮৭।১৭) "পুরুষবিধোঽন্বয়োঽত্র চরমোঽন্নময়াদিষু যঃ, সদসতঃ পরং ত্বমথ যদেষ্ববশেষ মৃতম্ ॥ ইত্যত্র অন্নময়াদি সাহোদর্য্যাচ্চরমো য ইতি পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশাচ্চ আনন্দময় এব পরং ব্রহ্ম ইত্যঙ্গীক্রিয়তে। চতুর্ব্বেদশিখা তু স্পষ্টমেব ব্যাচষ্টে—"স শিরঃ" ইত্যাদিনা। তস্মাৎ আনন্দময় আত্মা পরব্রহ্মৈবেতি স্থিতম্। ইতি (সর্ব্বসম্বাদিনী)। শব্দেতি—পক্ষসাধ্যয়োরেকবিভক্তিকত্বং দৃষ্টং তত্র তদভাবাৎ তৎ স্বারস্য ভঙ্গমিতি। দেশিকঃ—শ্রীগুরুদেবঃ স চ সূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ" শ্রীবরুণশ্চ, তেষামনুগতি নাশাপত্তেরিতি ॥ ১২ ॥

অত্র শ্রুতি সিদ্ধ আনন্দময়স্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য আনন্দময়ত্বমাশঙ্কয়তি—বিকার ইতি। "নিত্যং বৃদ্ধ-শরাদিভ্যঃ" (অষ্টা০ ৪।৩।১৪৪) ইতি বিকারার্থে ময়ট্ স্মর্য্যতে। বৃদ্ধশ্চায়মানন্দ শব্দঃ।

ক্রম করিয়া, "অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময়" এইরূপে আনন্দময়কেই আত্মত্বরূপে বর্ণনা করিয়া সমাপন করিয়াছেন।

সুতরাং 'আত্মা শব্দ আকর্ষণের দ্বারা সেই আনন্দময়ই প্রথম হইতে হইবে। কিন্তু আত্মা শব্দের দ্বারা অনির্দ্দিষ্ট পুচ্ছ শব্দ কোন প্রকারেই ব্রহ্ম হইতে পারে না। অতএব শ্রুতিগণও এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—অন্নময়াদির চরম পুরুষাকার যে বস্তু তাহা আপনি, এবং কার্য্য কারণের পরেও আপনি থাকেন তথা 'নেতি নেতি' দ্বারা যাহা অবশেষ থাকে তাহাও আপনি, সুতরাং আপনিই একমাত্র সত্যস্বরূপ। এই স্থলে অন্নময়াদির সহিত বর্ণন হেতু চরম যে এই পুংলিঙ্গ নির্দ্দেশ হেতু আনন্দময়ই 'পরব্রহ্ম' ইহাই অঙ্গীকার করিয়াছেন। চতুর্ব্বেদশিখা উপনিষদে স্পষ্টরূপেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'তিনি মস্তক' ইত্যাদির দ্বারা। অতএব আনন্দময় আত্মা পরব্রহ্মই এইরূপ সিদ্ধান্ত স্থির হইল। ভাষ্যে—শব্দস্বারস্য ভঙ্গ—অর্থাৎ পক্ষ ও সাধ্যের এক বিভক্তি হয় আপনাদের বাক্যে তাহার অভাব হেতু শব্দের যে স্বাভাবিক অর্থ তাহা নাশ হইয়াছে। দেশিক—অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব তিনি সূত্রকার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ অথবা শ্রীবরুণ তাঁহাদের অনুগতি নাশ হইবে ॥ ১২ ॥

বিকারে ময়ট্ প্রত্যয় হয় ইহা পাণিনি স্মৃতির বিধান হেতু আনন্দময়কে কেহ জীব মনে করিয়া আশঙ্কা করিয়া থাকেন। সেই স্থলে শ্রুতি সিদ্ধ আনন্দময় পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময়ত্ব আশঙ্কা করিতেছেন—বিকার ইত্যাদি। "বৃদ্ধি প্রাপ্ত শব্দ ও শরাদি শব্দের উত্তরে নিত্য ময়ট্ প্রত্যয়

(পাণি০ ৫।৪ ২১) ইতি প্রাচুর্য্যেঽর্থে ময়ড্ বিধানাৎ।

ন চ বিকারে ময়ডস্তু "দ্ব্যচশ্ছন্দসি" ইতি নিয়মাৎ, বহুস্বরাদ্ বিকারার্থস্য তস্যাপ্রাপ্তেঃ।

নন্থ প্রাচুর্য্যেঽপি ময়ডস্তি "তৎ প্রকৃত বচনে ময়ট্ (অষ্টা০ ৫।৪।২১) ইতি, যথা "অন্নময়ো যজ্ঞঃ" ইতি স এবায়ং ভবিষ্যতীতি চেৎ ন, তস্যাপি বিকারার্থদৃষ্টত্বাৎ। অপি চ প্রাচুর্য্যার্থত্বেঽপি জীবাদন্যত্বং ন সিদ্ধ্যতি। তথাহি "আনন্দ প্রচুরঃ" ইত্যুক্তে দুঃখমিশ্রত্বমবর্জনীয়ম্। আনন্দস্য হি প্রাচুর্য্যং দুঃখস্যাল্পত্বমবগময়তি। দুঃখমিশ্রত্বমেব হি জীবত্বম্। কিঞ্চ লোকে—"মৃন্ময়ং" "হিরণ্ময়ং" "দারুময়ম্" ইত্যাদিষু। বেদে চ "পর্ণময়ী জুহূঃ" (যজুঃ ৩ ৫।৭) 'শমীময্যঃ স্রুচঃ' দর্ভময়ী রসনা' (যজুঃ ৩।৮।২) ইত্যাদিষু ময়টো বিকারার্থে প্রয়োগবাহুল্যাৎ স এব প্রথমতরং ধিয়মধিরোহতি। জীবস্য চ আনন্দবিকারত্বমস্ত্যেব, তস্য স্বত আনন্দরূপস্য স্বতঃ সংসারিত্বাবস্থা তদ্ বিকার এব ইতি। অতো বিকারবাচিনো ময়ট্ প্রত্যয়স্য শ্রবণাদ্ আনন্দময়ো জীবাদনতিরিক্ত ইতি। তস্মাৎ আনন্দময়ঃ স চ জীব এব স্যাদিত্যাশঙ্কাংনিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—বিকার ইতি। **বিকার শব্দাৎ ময়ট্ প্রত্যয়াৎ আনন্দময়ঃ পরব্রহ্ম ন, ন ভবিতুমর্হতি ইতি চেৎ ন প্রাচুর্য্যাৎ-ময়টঃ প্রাচুর্য্যার্থত্বাৎ, প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়ট্ ভবতীতি সূত্রার্থঃ।**

হয়, এই সূত্রের দ্বারা বিকার অর্থে ময়ট্ প্রত্যয় পাণিনি ব্যাকরণে দেখা হায়। এই আনন্দ শব্দও বৃদ্ধি প্রাপ্ত শব্দ, সুতরাং বিকারার্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে।

শঙ্কা—যদি বলেন—প্রাচুর্য্য অর্থেও ময়ট্ প্রত্যয় আছে, যেমন—'তাহার প্রকৃত বচনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়' উদাহরণ যেমন—'অন্নময় যজ্ঞ' এই প্রকার এই আনন্দময়ও প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে' এই কথা বলিতে পারেন না, তাহারও বিকারার্থ দেখা যায়, অর্থাৎ অন্নও তণ্ডুলের বিকার। আরও বিশেষ কথা—আনন্দ শব্দে যদি প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় স্বীকার করেন, তথাপি আনন্দময় জীব হইতে ভিন্ন হইবে না। যেমন—'আনন্দ প্রচুর' বলিলে তাহাতে কিঞ্চিৎ দুঃখের বিদ্যমানতা বর্জন করা যায় না, সেই প্রকার—আনন্দের প্রচুরতাও দুঃখের অল্পতা বোধ করাইতেছে। এবং লোকেও বিকারার্থে-ই ময়ট্ প্রত্যয় দেখা যায় যেমন—মৃণ্ময়, হিরণ্ময়, দারুময় ইত্যাদি। বেদ শাস্ত্রেও বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় আছে—পর্ণময়ী জুহু, শমীময়ী শ্রুক্, দর্ভময়ী রসনা ইত্যাদি, বিকারার্থে প্রয়োগ বহুলভাবে দেখা যায়, সুতরাং সেই বিকারই প্রথমে বুদ্ধির বিষয় হয়। জীবের আনন্দ বিকারিত্ব বিদ্যমানই আছে, কারণ তাহার স্বাভাবিক আনন্দ রূপের স্বাভাবিক সংসারিকাবস্থা জীবের বিকার বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং বিকারবাচিই ময়ট্ প্রত্যয় শ্রবণ হেতু আনন্দময় জীব হইতে অতিরিক্ত নহে। সুতরাং আনন্দময়, তাহা জীবই অন্য কিছু নহে, এই আশঙ্কা ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন—বিকার ইত্যাদি। বিকার শব্দ ময়ট্ প্রত্যয় হেতু আনন্দময় পরমব্রহ্ম হইবার যোগ্য নহে, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ প্রাচুর্য্য হেতু, ময়ট্ প্রত্যয়ের প্রাচুর্য্যার্থ হওয়ার জন্য, অথবা প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয়। ইহাই সূত্রার্থ।

ন চানন্দময়শব্দেন মুক্তৌ দুঃখাপ্ত্যসদ্ভাবাজ্জীব ইতি বাচ্যম্। "এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা-

---

অত্র "নিত্যং বৃদ্ধ শরাদিভ্যঃ" ইতি সূত্রানুসারেণ আনন্দস্য বিকার আনন্দময়ঃ তস্মাদানন্দময় শব্দেন জীব এব, ব্রহ্মণো বিকারত্বাৎ। ইত্যাশঙ্কা নিরাকর্ত্তুমাহুঃ—ন হীতি। তৎ প্রকৃত ইতি—প্রাচুর্য্যেণ বাহুল্যেন যঃ প্রস্তুতঃ সন্ত্তীকৃতঃ স এব প্রকৃতপদবাচ্যঃ। তদ্বচনেঽর্থে তৎ প্রকৃত বচনেঽর্থে তচ্ছব্দ-নির্দ্দেশ্যান্নাম্নো ময়ট্ স্যাৎ। ইতি তদ্ধিতোদ্দীপনী—শ্রীহরি০ ব্যা০ ৭।১০৮৩। ব্রহ্মণো বিকারিত্বে কথং 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' সম্ভবেৎ। 'অনুবৃত্ত্যপি ভাষায়াং নিত্যম্' 'অন্যত্র তু কাদাচিৎক ইত্যাশ্রিত্য ময়ট্ সুসাধুরিতি' ইতি শ্রীমদ্ ভট্টোজি দীক্ষিতপাদাঃ। অতঃ—লৌকিক ভাষায়াং বিকারার্থে এব নিত্যং ময়ট্ ভবতীতি, বৈদিক প্রয়োগে তু কাদাচিৎকো ময়ট্ ভবতীত্যর্থঃ। ততশ্চ 'নিত্যং বৃদ্ধ' ইত্যনেন বিকারার্থে ময়টি সিদ্ধে, 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' ইতি সূত্রেণ অচদ্বয় সংযুক্তশব্দস্য বিকারার্থে ময়ট্ স্যাৎ।

তেন আনন্দশব্দস্য বহুস্বরযুক্তত্বাৎ ন বিকারার্থে ময়ট্ কিন্তু প্রাচুর্য্যার্থে এব। অতএব আহুঃ—ন চেতি। ইদমত্র তত্ত্বম্—অন্নরস-মনো-বিজ্ঞান-আনন্দ শব্দেভ্যঃ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ ভবতি। প্রাণশব্দাত্তু বিকারে ময়ট্ প্রত্যয়ো ভবেৎ। নন্‌ প্রাণশব্দবৎ মনঃ শব্দাদপি বিকারে ময়ট্ স্যাদিতি চেন্ন, যজুরাদী-

---

এই স্থলে 'বৃদ্ধি শব্দ ও শরাদি শব্দের উত্তরে বিকারার্থে নিত্য ময়ট্ প্রত্যয় হয়' এই সূত্রানুসারে আনন্দের বিকার আনন্দময়, অতএব আনন্দময় শব্দের দ্বারা জীবকেই বোধ করাইতেছে, কারণ জীব ব্রহ্মের বিকার। এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার বলিতেছেন— ন হি ইত্যাদি। আনন্দের বিকার হেতু আনন্দময় শব্দ সিদ্ধ হয় না, কেন? আনন্দময়ের প্রাচুর্য্য হেতু. ভগবান পাণিনি 'তাহার প্রকৃত বচনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়' এই রূপ বিধান করিয়াছেন। তৎ প্রকৃত—অর্থাৎ প্রাচুর্য্যে বাহুল্যরূপে যে প্রস্তুত বা সন্ত্তী কৃত তাহাই প্রকৃত পদ বাচ্য, তদ্ বচনে অর্থে অর্থাৎ তৎ প্রকৃত বচনে অর্থে তৎ শব্দ নির্দ্দেশ হেতু সেই নামের উত্তরে ময়ট্ প্রত্যয় হইবে। ব্রহ্মের বিকারতা সিদ্ধ হইলে কি প্রকারে দ্ব্যচ—অর্থাৎ "স্বরদ্বয় যুক্ত শব্দের উত্তরে ময়ট্ প্রত্যয় বেদে হইবে" ইহা সম্ভব হইবে। শ্রীমদ্ ভট্টোজী দীক্ষিত পাদ বলেন— অনুবৃত্তি হইলেও ভাষাতে ময়ট্ প্রত্যয় নিত্য হয়। অন্যত্র কদাচিৎক অর্থাৎ কোন কোন স্থানকে আশ্রয় করিয়া ময়ট্ প্রত্যয় সুসিদ্ধ হয়। সুতরাং লৌকিক ভাষাতে বিকারার্থেই ময়ট্ প্রত্যয় হয়। বৈদিক প্রয়োগে কিন্তু কোন কোন স্থানে ময়ট্ হইয়া থাকে ইহাই অর্থ। অতএব 'নিত্যং বৃদ্ধ' ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় সিদ্ধ হইলে, 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' এই সূত্রের দ্বারাও 'অচ' দ্বয় সংযুক্ত শব্দের বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইবে।

ইত্যাদি কারণ বশতঃ আনন্দ শব্দের বহু স্বর সংযুক্ত হেতু বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয় নাই, কিন্তু প্রাচুর্য্যার্থে তাহা হইয়াছে। অতএব শ্রীমদ্ ভাষ্যকার বলিতেছেন— ন চ ইত্যাদি। যদি বলেন— বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হউক, 'দ্ব্যচশ্ছন্দসি' এই নিয়ম হেতু, কিন্তু তাহা হইবে না, কারণ বহুস্বরযুক্ত হেতু

পহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" (৭।১) ইতি সুবালশ্রুতেঃ। "পরঃ পরাণাং

নামবিকৃতাক্ষররাশিত্বেন মনোবিকারত্বাভাবাৎ, কিন্তু মনোবৃত্তাবাবির্ভাবিত্বেন অক্ষর প্রাচুর্য্যাৎ তত্র প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ স্যাৎ। 'তস্য যজুরেব শিরঃ' তৈং ২।৩।২' ইতি। যদ্যপি বিজ্ঞানময়ং জীবচৈতন্যমণুপরিমাণং ইতি তস্য প্রাচুর্য্যং ন সম্ভবেৎ, তথাপি তস্য ধর্ম্মভূত জ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্তিরস্ত্যেব তস্মাৎ জ্ঞান প্রাচুর্য্যমাদায় বিজ্ঞানময় বাচকাজ্জীবাছুত্তরে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয়ো ভবিতুমর্হতি। ইতি।

অথ আনন্দময়শব্দাদুত্তরে প্রাচুর্য্যার্থ এব ময়ড্ বিধায়, তস্য বিকারার্থত্বং নিবারয়ন্তি—ন চ ইতি। "অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ" "যস্য পৃথিবী শরীরম্" ইত্যারভ্যাহ—এষ ইতি। উক্তানাং সর্ব্বেষাং যচ্ছব্দানাং প্রতি সম্বন্ধী "এষ" ইতি শব্দ মহাবাক্যমেতৎ, পূর্ব্বোক্তানাং সর্ব্বেষাং পৃথিব্যাদীনাং অন্তরাত্মা, অন্তর্য্যামী, নন্থ এতানি তস্য শরীরাণি চেৎ তর্হি তস্য ঈদৃশশরীর প্রাপকাঃ পাপ্মানঃ সন্তীতি, তে সংখ্যাতীতাঃ স্যুঃ, তত্রাহ—অপহত পাপ্মা নিখিল প্রাকৃতদোষগন্ধাস্পৃষ্টানন্তকল্যাণগুণরত্ন

বিকারার্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের আনন্দময় শব্দে প্রাপ্তি হইবে না। এই স্থলে সারতত্ত্ব এই—অন্নরস, মনঃ, বিজ্ঞান এবং আনন্দশব্দের উত্তরে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। কেবলমাত্র প্রাণশব্দের উত্তরেই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইবে।

শঙ্কা—যদি বলেন—প্রাণশব্দের ন্যায় মনঃ শব্দের উত্তরেও বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হউক, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ যজুর্ব্বেদাদি সকলের অবিকৃত অক্ষররাশি হওয়া হেতু মনোবিকারের অভাব, সুতরাং বিকার নহে, কিন্তু মনোবৃত্তিতে আবির্ভাব হওয়ার জন্য অক্ষর প্রাচুর্য্য হেতু মনঃ শব্দের উত্তরে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। যেমন "তাহার যজুর্ব্বেদই মস্তক" ইত্যাদি। যদ্যপি বিজ্ঞানময় জীবচৈতন্য অণুপরিমাণ, তাহার প্রাচুর্য্য সম্ভব হইবে না, তথাপি জীবের জ্ঞান দ্বারা ব্যাপ্তি সর্ব্বদা বিদ্যমান আছে, অতএব জ্ঞানের প্রাচুর্য্য গ্রহণ করিয়াই বিজ্ঞানময় বাচক জীবের উত্তরে প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হইবে।

এই প্রকার আনন্দময় শব্দের উত্তরে প্রাচুর্য্যার্থেই ময়ট্ প্রত্যয়ের বিধান করিয়া আনন্দময়ের বিকারার্থতা নিবারণ করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। যদি বলেন—আনন্দময় শব্দের দ্বারা মুক্ত অবস্থায় দুঃখ প্রাপ্তির অসদ্ভাব হেতু জীবকেই নিরূপণ করিতেছেন, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ—সুবাল উপনিষৎ বলিয়াছেন—এই সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, পাপরহিত দিব্য বিগ্রহ ক্রীড়াশীল একমাত্র শ্রীনারায়ণ" অর্থাৎ—শরীরের অন্তর্হৃদয়ে অবস্থিত যিনি এক ও নিত্য যাঁহার পৃথিবী শরীর" ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া বলিতেছেন—এষ ইত্যাদি। উপর্যুক্ত সকল যৎ শব্দের প্রতি সম্বন্ধ যুক্ত এই 'এষ' শব্দ, সুতরাং এইটি মহাবাক্য স্বরূপ। পূর্ব্বোক্ত পৃথিব্যাদি সকলের ইনি অন্তরাত্মা বা অন্তর্য্যামী, যদি বলেন—যদি এতগুলি তাঁহার শরীর হয়, তবে অবশ্যই এই প্রকার শরীর লাভ করিবার নিমিত্ত পাপ সকল বিদ্যমান

সকলা ন যত্র ক্লেশাদয়ঃ সন্তি পরাবরেশে" (শ্রীবিং পুং ৬।৫।৮৬) ইতি স্মৃতেশ্চ। তস্মাৎ প্রকৃত্যর্থ প্রভূতত্বমেবাত্র প্রাচুর্য্যম্। প্রচুর প্রকাশো রবিরিতি স্বরূপে চ যুজ্যতে প্রচুরশব্দঃ।

বিমণ্ডিতঃ, "দিব্যঃ" ইত্যনেন-অপ্রাকৃত-দিব্য-মঙ্গল-বিগ্রহঃ, অনন্তলীলাবিলাসী, এক এব সর্ব্বশক্তিমাম্ শ্রীনারায়ণঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং নিয়ামক আনন্দময়শ্চ, তস্মাৎ পরব্রহ্মণি ভগবতি শ্রীগোবিন্দদেবে আনন্দময়শব্দঃ প্রাচুর্য্যেণ প্রবর্ত্ততে ন তু বিকারার্থে। এবং শ্রুতিপ্রমাণমুক্ত্বা স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ—পর ইতি, অপ্রাকৃত তেজ-বল-ঐশ্বর্য্য-মহাবিজ্ঞানাদি দিব্যগুণৈকরাশিঃ, জীবাদীনাং পরাৎপরঃ, যত্র যস্মিন্ সর্ব্বানন্দময়ে শ্রীশ্যামসুন্দরে অবিদ্যাদিক্লেশাদীনামত্যন্তাভাবো দৃশ্যতে। তস্মাৎ পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য আনন্দময়ত্বাদি নিত্য ধর্ম্মা এব ন তু বৈকারিকাঃ। প্রচুর ইতি—প্রচরশব্দঃ স্বরূপপর্য্যবসায়ী দৃষ্টঃ, অতঃ— আনন্দময় ইতি আনন্দস্বরূপ ইত্যর্থঃ। এবমানন্দময়শব্দস্য পরব্রহ্ম বাচকত্বাজ্জীবাশঙ্কানিরাকর্ত্তুমাহুঃ—তস্মাদিতি।

অত্র শ্রীমদাচার্য্যদেবানাং শ্রীভগবৎ সন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াম্—অথ তত্রাপ্যাশঙ্ক্য সূত্রয়তি—"বিকার-

---

আছে এবং তাহা সংখ্যাতীত হইবে, এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অপহত পাপ্মা,অর্থাৎ—নিখিল প্রাকৃত দোষ গন্ধের দ্বারাও অস্পৃষ্ট, কিন্তু অনন্তকল্যাণগুণরত্ন বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ তিনি। দিব্য এই শব্দের দ্বারা অপ্রাকৃত দিব্য মঙ্গল বিগ্রহ, অনন্ত লীলাবিলাসী, একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান শ্রীনারায়ণ সকল ভূতের নিয়ামক ও আনন্দময়, অতএব পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেবে আনন্দময় শব্দ প্রাচুর্য্য অর্থে-ই প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কিন্তু বিকার অর্থে নহে। এই প্রকার সুবাল শ্রুতি বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রকার প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্ প্রত্যয় বিষয়ে, অথবা আনন্দময় মুক্তজীব নহে এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ বর্ণন করিয়া স্মৃতি প্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন—পর ইত্যাদি। জীবাদির পরমেশ্বর পরাবরেশে ক্লেশাদির একটি কলাও নাই, অর্থাৎ—অপ্রাকৃত তেজ, বল, ঐশ্বর্য্য, মহাবিজ্ঞানাদি দিব্য গুণৈকরাশি, জীব, প্রকৃতি প্রভৃতির পরিচালক, সুতরাং সর্ব্বানন্দময়ে শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরে অবিদ্যাজাত ক্লেশাদির সর্ব্বদা অত্যন্ত অভাব দেখা যায়, অতএব পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময়াদি সকল নিত্যধর্ম্ম, কোন প্রকার বৈকারিক গুণ নহে। এই প্রকার বর্ণনা শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও বিদ্যমান আছে। অতএব আনন্দময় শব্দের প্রকৃত অর্থ আনন্দের প্রচুরত্ব, সুতরাং প্রাচুর্য্যার্থে-ই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে, কিন্তু বিকারার্থে নহে। প্রচুর শব্দ যে স্বরূপ বাচক তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—প্রচুর প্রকাশযুক্ত সূর্য্য বলিলে যেমন সূর্য্যের স্বরূপকেই বুঝায়, তাঁহার বিকারকে বুঝায় না, সেইরূপ আনন্দ প্রচুর বলিলে আনন্দ স্বরূপকেই বুঝায় বিকার নহে, অতএব আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দস্বরূপ ইহাই অর্থ। এই প্রকার আনন্দময় শব্দের পরব্রহ্ম বাচক হেতু তাহার জীবাশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য বলিতেছেন—তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব উপনিষৎ বর্ণিত আনন্দময় জীব নহে, পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব।

এই সূত্রের শ্রীমদাচার্য্যদেব প্রভুপাদের শ্রীভগবৎ সন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় এই প্রকার অর্থ করিয়া-

তস্মাদানন্দময়ো ন জীবঃ ॥ ১৩ ॥

শব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ" অত্র প্রাচুর্য্য এব ময়ড্ বিহিতঃ, ন বিকার ইত্যর্থঃ। তদেকবস্তুন্যপি প্রাচুর্য্যং যুজ্যতে—প্রচুর প্রকাশো রবিঃ' ইতিবৎ. প্রাচুর্য্যং হ্যত্র প্রকাশস্য চন্দ্রাদ্যপেক্ষয়া, ততশ্চ প্রকাশঃ প্রাচুর্য্যেণ প্রস্তুতোঽত্রেতি বিবক্ষয়া "প্রকাশময়ো রবিঃ" ইত্যপি স্যাৎ, "তৎ প্রকৃত বচনে ময়ট্" ইতি স্মৃতেবিষয়ত্বং দৃশ্যতে ইতি, অত্রেতি ভেদ বিবক্ষা চ "প্রতিমায়াঃ শরীরম্" ইতিবৎ। প্রযুজ্যতে চ—হরিবংশে—বি০ প০ ১১৪।৯, "ব্রহ্মতেজোময়ং দিব্যম্" শ্রীদশমেঽপি—৪৭।৩১ "আত্মা জ্ঞানময়ঃ শুদ্ধঃ" অতএব—আনন্দময়ং প্রস্তুত্য "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি, কো হ্যেবান্যৎ কঃ প্রাণ্যাৎ? যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ. এষ হ্যেবানন্দয়াতি" তৈ০ ২।৭।১, "সৈষানন্দস্য মীমাংসা ভবতি" তৈ০ ২।৮।১ "এতমানন্দময়মুপসংক্রামযতি" তৈ০ ২।৮।৫, "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন" ইতি আনন্দ-আনন্দময়য়োরেকার্থতা বিন্যাসেনাভ্যাসো দৃশ্যতে। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" তৈ০ ৩।২।১, "অন্নং ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" তৈ০ ৩।২।১, ইত্যাদিবৎ তমানন্দময়মেব স্ফুটমভ্যস্যতি। তদেক স্বরূপেঽপ্যানন্দময়ে প্রিয়াদি ভেদাশ্চ—প্রাতস্ত্য সাঙ্গবীয়—মাধ্যাহ্নিক ভেদবদ্ ভানুপ্রকাশে। অতএব এতস্মিন্ আনন্দময়ে বস্ত্বন্তরা-

---

ছেন—অনন্তর তাহাতেও আশঙ্কা করিয়া সূত্র রচনা করিতেছেন—বিকার শব্দের উত্তরে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয় হয় ইহা দেখা যায়। এইস্থলে প্রাচুর্য্য অর্থেই ময়ট্ বিহিত হইয়াছে কিন্তু বিকার অর্থে নহে ইহাই অর্থ। যদি বলেন—একমাত্র ব্রহ্ম বস্তুতে কিরূপে প্রচুর শব্দ প্রয়োগ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন—একটি মাত্র বস্তুতেও প্রচুর শব্দ প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—সূর্য্যের প্রচুর প্রকাশ" এই স্থলে প্রচুর প্রকাশ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—চন্দ্রাদি গ্রহও প্রকাশযুক্ত কিন্তু সূর্য্য যে প্রকার প্রচুর প্রকাশযুক্ত, অন্য গ্রহ সেই রূপ প্রকাশময় নহে, সুতরাং প্রকাশ প্রাচুর্য্যের দ্বারা প্রস্তুত বিবক্ষার দ্বারা "প্রকাশময় রবি" এই প্রকারও প্রয়োগ হয়, "তাহার প্রকৃত বচনে ময়ট্ প্রত্যয় হয়" ইত্যাদি পাণিনি স্মৃতি বিষয়তাও দেখা যায়। এই স্থলে যে ভেদের অর্থাৎ সূর্য্যের প্রকাশ যে ভেদ বিবক্ষা দেখা যায়, তাহা প্রতিমার শরীরবৎ বুঝিতে হইবে। শাস্ত্রে এই প্রকার প্রয়োগও দেখা যায়—পরব্রহ্ম দিব্য তেজোময়" ইহা শ্রীহরিবংশে বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীদশমে বলিয়াছেন আত্মা শুদ্ধ জ্ঞানময়" অতএব আনন্দময় বর্ণনের প্রস্তাব করিয়া—তিনি রসস্বরূপ রসব্রহ্মকে লাভ করিয়া জীব আনন্দের ভাগী হয়, সুতরাং কেই বা অপান চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণ ধারণ করিত, যদি এই আকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপক আনন্দ না থাকিত" এই আনন্দময়ই সাধককে আনন্দ প্রদান করেন" "সেই এই আনন্দের মীমাংসা হয়" "এই আনন্দময় পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া" "আনন্দময় পরব্রহ্মকে জানিয়া সাধক কাহারও হইতে ভীত হয় না" ইত্যাদি আনন্দ এবং আনন্দময়ের একার্থতা বিন্যাসের দ্বারা আনন্দময়েরই অভ্যাস দেখা যায়। "তিনি তপস্যা করিয়া আনন্দব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন" "তিনি তপস্যা করতঃ অন্ন-

ভাব বিবক্ষয়া এবোক্তম্—তৈং ২।৭।২, "যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নুদরমন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি। কিম্বা—যদা হ্যেবৈষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি" ইতি পূর্ব্বোক্তেঃ সর্ব্বদা তন্নিষ্ঠৈব কর্ত্তব্যা, তত্র ব্যবধানকর্ত্তু র্ভয়ং ভবতীত্যর্থঃ। তদুক্তং শ্রীপরাশরেণ—গারুড়ে পূং খং ২৩৪।২৩—

সা হানিস্তন্মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ। যন্মুহূর্ত্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবো ন চিন্ত্যতে ॥

তস্মাৎ প্রভূতানন্দ এব আনন্দময়ঃ, অথবা অত্র আনন্দ শব্দেন প্রিয়াদিষু য আত্মা প্রোচ্যতে, স এব গৃহ্যতে। ততশ্চ তস্য প্রিয়াদিভ্যো ভেদ-বিবক্ষয়া চ আত্মতয়া চ তৎ প্রাচুর্য্যমন্নময়োযজ্ঞ" ইতি বদেব সঙ্গচ্ছতে, অভেদ বিবক্ষয়া তু আনন্দত্বেন চ অভ্যাসোঽপীতি। নন্বু বিকারার্থক ময়ট্ প্রবাহান্তঃ পতিতত্বাদকস্মাৎ "অর্দ্ধজরতী" বৎ প্রাচুর্য্যার্থো ন যুজ্যতে? মৈবম্, পূর্ব্বোদাহৃতাভ্যাস-বলাদ্ যুজ্যত এব।

ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন" ইত্যাদিবৎ সেই আনন্দময়কেই স্পষ্টরূপে অভ্যাস করিতেছেন। অতএব একমাত্র আনন্দময় স্বরূপে পরব্রহ্মে প্রিয়াদির যে ভেদ দেখা যায় তাহা সূর্য্যবৎ বুঝিতে হইবে। একমাত্র প্রকাশময় সূর্য্যের প্রকাশে যেমন প্রাতঃকালীন পুর্ব্বাহ্নকালীন, মধ্যাহ্নকালীন, ভেদ ব্যবহার হয় সেই রূপ পরব্রহ্মের প্রিয়াদি ভেদও বুঝিতে হইবে। অতএব এই আনন্দময় পরব্রহ্মে অন্য কোন বস্তুর সদ্ভাব নাই এই বলিবার ইচ্ছাই বলিতেছেন—সাধক যখন এই পরব্রহ্মে আনন্দময়ে অল্পমাত্রও অন্তর পৃথক্ ভাব করে তাহার ভয় হয়" ইত্যাদি। অথবা যখন এই সাধক এই প্রাকৃত চক্ষুর দ্বারা অদৃশ্য, স্ববিমুখজনসঙ্গরহিত বেদ ইতর প্রমাণাগোচর, প্রাকৃত স্থান আশ্রয়বিহীন শ্রীআনন্দময় পরব্রহ্মে ভয় রহিত প্রতিষ্ঠা অবস্থান লাভ করেন, অনন্তর সেই সাধক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিয়া অভয় প্রাপ্ত হয়েন, এই প্রকার পুর্ব্বোক্ত আনন্দময়ের সর্ব্বদা নিষ্ঠাই মানবের পরম কর্ত্তব্য, পক্ষান্তরে শ্রীআনন্দময়ে ব্যবধান নিষ্ঠারহিত মানবের নরক পাতাদি ভয় হয়।

এই বিষয়ে গরুড়পুরাণে শ্রীপরাশর মহর্ষি বলিয়াছেন—মানবের তাহাই হানি, তাহাই মহৎ ছিদ্র, সেইটি মোহ এবং সেইটি বিশেষ ভ্রম, যে মুহূর্ত্তে বা যে ক্ষণে আনন্দময় শ্রীবাসুদেবকে চিন্তা করে না।

অতএব প্রভূত আনন্দই আনন্দময়। অথবা—এই স্থলে আনন্দ শব্দের দ্বারা প্রিয়াদির মধ্যে যে আত্মা নামে কথিত, তাহাকেই আনন্দময় বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সুতরাং আনন্দময়ের প্রিয়াদি হইতে ভেদ বিবক্ষার দ্বারা ও আত্মা হেতু প্রাচুর্য্যার্থে-ই ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। যেমন—অন্নময় যজ্ঞ বলিলে অন্নেরই প্রাচুর্য্যতা বোধ করায়, সেই প্রকার এই স্থলেও সঙ্গতি হইবে। তথা অভেদ বিবক্ষার দ্বারা আনন্দত্বরূপেই বারম্বার অভ্যাসও দেখা যায়। শঙ্কা—যদি বলেন—বিকারার্থ ময়ট্ প্রত্যয়ের অনাত্ম প্রবাহ মধ্যে পতিত হেতু, অকস্মাৎ অর্দ্ধজরতী অর্থাৎ কোন মহিলা হঠাৎ পূর্ণযুবতী, পুনঃ পূর্ণবৃদ্ধা হইয়া যায়, সেই প্রকার এই ময়ট্ প্রত্যয় এককালে হঠাৎ বিকারার্থে, পুনরায় প্রাচুর্য্যার্থে কি

ওঁ ॥ তদ্ধেতুব্যপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ৩।১।৬।১৪।

প্রবাহ প্রবেশে তু "ব্রহ্মপুচ্ছম্" ইত্যত্র "পুচ্ছ" শব্দোঽপি দূষ্যেদিত্যবোচাম, কিংবা— অন্নময়াদিষু অপি ন সর্ব্বত্র বিকারার্থতাধিগম্যতে, ত্বন্মতেঽপি প্রাণময় এব ত্যক্তত্বাৎ। তত্র হি প্রাণাপানাদিষু প্রাণবৃত্তেঃ প্রাচুর্য্যাদেব ময়ট্। "পৃথিবী পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" তৈ০ ২।২।৩, ইত্যত্র চ পৃথিব্যভিমানি-দেবতায়াং প্রাণবিকারত্বাভাবঃ। স্বমতে তু অন্নরসময়স্যাপিপ্রাচুর্য্যার্থতা। অন্নরসো হি অন্নবিকার স্তদুপলক্ষিতত্বেন অন্যেঽপি তদ্‌বিকারো লভ্যতে। স চ জলাদি বিকার-প্রচুর ইতি "ন দ্ব্যচশ্ছন্দসি" (পা০ সূ০ ৪।৩।১৫০) ইতি ছন্দসি বিকারার্থে ময়ট্, কিঞ্চ আনন্দশব্দেন তত্র শুদ্ধং ব্রহ্মৈব মতম্। তস্য চ বিকারো ন সম্ভবতি, তস্মান্ন বিকারার্থতা প্রাপ্তিঃ (সর্ব্বসম্বাদিনী) ॥ ১৩ ॥

অথানন্দময়স্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্যানন্দময়ত্বম্ অবিকারিত্বঞ্চ প্রতিপাদ্যানন্তরং আনন্দময়স্য হেতুং সূত্রয়তি ভগবান্ বাদরায়ণঃ—তদিতি তস্য জীবস্য যদানন্দং তস্যানন্দস্য, হেতু—পরমকারণ ব্যপদেশাৎ—নির্দ্দেশাৎ চেতি সূত্রার্থঃ।

প্রকারে হইতে পারে? এই শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ পূর্ব্বোক্ত অভ্যাস বলেই তাহা যুক্তিযুক্ত হইবে। প্রবাহ প্রবেশে যদি আনন্দময় বিকার যুক্ত বা অনাত্মা হয়, তবে 'ব্রহ্মপুচ্ছ' এই স্থলেও পুচ্ছশব্দও পুচ্ছপ্রবাহে পতিত হেতু পুচ্ছব্রহ্মও দোষযুক্ত হউক এই প্রকার বলিব। কিম্বা—অন্নময়াদিতেও সর্ব্বত্র বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয় নাই, আপনাদের মতেও 'প্রাণময়' স্থানে বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় পরিত্যক্ত হইয়াছে, যেমন আপনারা বলেন—প্রাণময় স্থলে প্রাণ অপানাদি প্রাণবৃত্তির প্রাচুর্য্য হেতু ময়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। এবং "পৃথিবী পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" স্থলেও পৃথিবী অভিমানী দেবতায় প্রাণ বিকারাদির অভাব দেখা যায়। স্বমতে কিন্তু—অন্নরসময়েরও প্রাচুর্য্যার্থতা স্বীকার করি, অন্নরসই অন্নবিকার তদুপলক্ষিত হেতু অন্যসকলও তাহার বিকার বলিয়া বুঝা যায়। তাহা জলাদি বিকার প্রচুর ইত্যাদি, কিন্তু "দুই অচ্ বিশিষ্ট শব্দেরই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়, অন্যের হয় না" এই ছন্দের বিধান হেতু অচদ্বয় সংযুক্ত শব্দেরই বিকারার্থে ময়ট্ প্রত্যয় হয়। কিন্তু আনন্দ শব্দের দ্বারা উপনিষদে শুদ্ধ ব্রহ্মই নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং শুদ্ধ ব্রহ্মের বিকার সম্ভব নহে, অতএব আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বিকারার্থতা প্রাপ্তি হয় নাই ॥ (সর্ব্বসম্বাদিনী) ॥ ১৩ ॥

এই প্রকার আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময়ত্ব এবং অবিকারিত্ব প্রতিপাদন করিয়া, অনন্তর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে আনন্দময় তাহার হেতু নিরূপণ করিতে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র রচনা করিতেছেন—তাহার হেতু ব্যপদেশের নিমিত্তও, অর্থাৎ জীবের যে আনন্দানুভব তাহার পরম কারণ নির্দ্দেশ হেতুও আনন্দময় পরমব্রহ্ম। ইহাই সূত্রের অর্থ।

"কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়াতি" (তৈ০ ২।৭।১) ইতি জীবস্যানন্দস্য হেতুরানন্দময় ইতি ব্যপদেশাচ্চ, জীবাদানন্দয়িতা ভিদ্যতে।

অস্মিন্ বিষয়ে শ্রুতিবাক্যং হেতুত্বেন প্রমাণয়ন্তি ক ইতি। অন্যাৎ—অপাণচেষ্টাং কুর্য্যাৎ, প্রাণ্যাৎ—প্রাণচেষ্টাঞ্চ কুর্য্যাৎ, যৎ এষ আকাশঃ সর্ব্বব্যাপকঃ পরমানন্দস্বরূপঃ শ্রীগোবিন্দদেবো যদি ন স্যাদিত্যর্থঃ। অতঃ সর্ব্বানন্দময়শ্রীগোবিন্দদেবস্য ইচ্ছয়ৈব লোকযাত্রাং নির্ব্বাহতীতি শ্রুতেরর্থঃ। এষ ইতি। সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বকারণ-সর্ব্বানন্দপ্রদ-সর্ব্বনিয়ামক-শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বান্ জীবান্ আনন্দয়তি, আত্যন্তিকসুখং দদাতীত্যর্থঃ। যাতীতি—দীর্ঘং ছান্দসম্। ইহেতি—"বসন্তে জ্যোতিষা যজেত" ইত্যত্র জ্যোতিঃ শব্দেন জ্যোতিষ্টোমযাগ ইব, আনন্দ শব্দেন আনন্দময়-পরব্রহ্ম এব বোধ্যতে। এবমেবাহুরদ্বৈত-বাদগুরবঃ—যো হি অন্যানানন্দয়তি, স প্রচুরানন্দ ইতি প্রসিদ্ধং ভবতি। যথা লোকে যোঽন্যেষাং ধনিকত্বমাপাদয়তি স প্রচুরধন ইতি গম্যতে, তদ্বৎ। তস্মাৎ প্রাচুর্য্যার্থেঽপি ময়টঃ সম্ভাবাদানন্দময়ঃ পর এবাত্মা" ইতি। অথ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীভগবৎ সন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াম্—হেত্বন্তরেণ সূত্রয়তি—"তদ্ধেতু ব্যপদেশাচ্চ" ইতি, ইতশ্চ প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্, ন তু বিকারার্থে, যস্মাদানন্দ হেতুত্বং

এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য হেতুরূপে প্রমাণিত করিতেছেন—ক ইত্যাদি। এই জগতে কেই বা অপান চেষ্টা করিত, কেই বা প্রাণ চেষ্টা করিত? যদি এই আকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপক পরমানন্দ স্বরূপ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব না থাকিত অতএব সর্ব্বানন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ইচ্ছার দ্বারাই জগতের লোকযাত্রা নির্ব্বাহ হয় ইহাই এই শ্রুতিমন্ত্রের অর্থ। "ইনিই আনন্দ দান করেন" অর্থাৎ এই সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বকারণ, সর্ব্বানন্দ প্রদানকারী, সর্ব্বনিয়ামক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই সকল জীবকে আনন্দ দান করেন, সংসার দুঃখ হইতে মুক্ত করিয়া আত্যন্তিক সুখ প্রদান করেন ইহাই অর্থ। এই প্রমাণের দ্বারা জীবের আনন্দের হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ইহাই ব্যপদেশ করিতেছেন, অতএব জীব হইতে জীবের আনন্দদাতা ভিন্ন হইতেছেন। 'যাতি' এই স্থলে যে দীর্ঘ হইয়াছে তাহা ছান্দস বা বৈদিক প্রয়োগ। 'ইহ' অর্থাৎ এই স্থানে তৈত্তিরীয় উপনিষদে আনন্দ শব্দের দ্বারা আনন্দময় ব্রহ্মই বোধের বিষয় অন্য নহে। যেমন—"বসন্ত কালে জ্যোতিষা যাজন করিবে" এই স্থলে জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা জ্যোতিষ্টোম যাগকে বুঝায়, সেইরূপ আনন্দ শব্দের দ্বারা আনন্দময় পরব্রহ্মকেই বোধ করাইতেছে। এই বিষয়ে অদ্বৈতবাদগুরু শ্রীশঙ্করাচার্য্যপাদ বলিয়াছেন—যে অন্যকে আনন্দিত করে, সে প্রচুরানন্দযুক্ত হইবে ইহাই প্রসিদ্ধি আছে। যেমন এই নরলোকে যে অন্য মানবসকলকে ধনবান করিতে পারে সে প্রচুর ধনযুক্ত এই প্রকার বুঝা যায়, সেই রূপ বুঝিতে হইবে। অতএব প্রাচুর্য্যার্থেও ময়ট্ প্রত্যয়ের সম্ভব হেতু আনন্দময় পরমাত্মাই" ইত্যাদি।

এই সূত্রের শ্রীমদাচার্য্যদেবের শ্রীভগবদ্ সন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় এই প্রকার ব্যাখ্যা দেখা যায়—অন্য হেতুর দ্বারাও ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—আনন্দের হেতু বর্ণনার নিমিত্ত ও আনন্দময়

ইহানন্দশব্দেন আনন্দময়ো দৃশ্যঃ ॥ ১৪ ॥

ওঁ ॥ মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১৫।

"সত্যং জ্ঞানম্" (তৈঃ ২।১।২) ইতি মন্ত্রবর্ণোক্তং ব্রহ্মৈব যস্মাদানন্দময় ইতি

তস্যৈবোপদিশতি শ্রুতিঃ—"এষ হ্যেবানন্দয়াতি" তৈঃ ২।৬।১, ইতি, আনন্দয়তীত্যর্থঃ। যথা লোকে প্রচুর প্রকাশলক্ষণঃ সূর্য্যাদেরেব সর্ব্বং প্রকাশয়তি, ন তু তুচ্ছ প্রকাশলক্ষণঃ ক্ষুদ্রতারকাদিঃ, ন চ প্রকাশবিকার প্রচুরোঽপি জলাদিঃ। তথা সর্ব্বতোঽপি প্রচুরানন্দলক্ষণং ব্রহ্মৈব সর্ব্বমানন্দয়েৎ, অনেন হেতু-ব্যপদেশেন প্রাচুর্য্যস্য স্বরূপাতিশয়পরত্বমেব ব্যজ্যতে। প্রকাশযুক্তেন চ রত্নাদিনা যৎ প্রকাশনম্ তদপি তত্র স্থিতেন প্রকাশেনৈব ভবতি, ন তু পার্থিবাংশেন। তস্মাদানন্দ এব আনন্দয়তি। তদেতৎ ব্যঞ্জিতং 'এব' কারেণ শ্রুত্যা—"এষ হ্যেব" ইতি ॥ ১৪ ॥

এবং শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বানন্দহেতুত্বং প্রতিপাদ্য তৎ মান্ত্রবর্ণিকত্বেন—বেদমন্ত্রনিরূপিতত্বেন প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—মান্ত্র-ইতি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" তৈঃ ২।১, ইত্যস্মিন্ মন্ত্রে যৎ ব্রহ্ম প্রকৃতম্-অভিহিতং তদেবানন্দময়বাক্যে চ গীয়তে—অভিধীয়তে। "এষ শারীর আত্মা" (তৈঃ ২।৬।১) ইতি শরীরসম্বন্ধ শ্রবণাৎ, প্রিয়াদিসঙ্গজাতানন্দ শ্রবণাচ্চ আনন্দময়ো জীব এব ইতি শঙ্কা নিরাকরণায়াহুঃ-

---

পরব্রহ্ম। যে হেতু আনন্দময়েরই আনন্দের হেতুত্ব শ্রুতি প্রকাশ করিতেছেন—এই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই জীবসকলকে আনন্দপ্রদান করেন" যেমন মর্ত্ত্যলোকে প্রচুর প্রকাশ লক্ষণ সূর্য্যাদি সকল ঘট পটাদি প্রকাশ করে, কিন্তু অতি তুচ্ছ প্রকাশলক্ষণ যুক্ত ক্ষুদ্র তারকাদি কোন বস্তু প্রকাশ করিতে পারে না, সেই রূপ। এমন কি প্রকাশ বিকার প্রচুর জলাদিও প্রকাশ করিতে পারে না। অর্থাৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব জলাদিতে পড়িলে যে আভাস হয় তাহাই প্রকাশ বিকার প্রচুর, তাহাতেও ঘট পটাদি প্রকাশিত হয় না॥ তথা, অর্থাৎ সূর্য্য যেমন প্রচুর প্রকাশযুক্ত সেইরূপ সকল হইতে প্রচুরানন্দলক্ষণ ব্রহ্মই সকলকে আনন্দিত করিবে। প্রকাশযুক্ত রত্নাদির দ্বারা যে প্রকাশ তাহাও প্রকাশের দ্বারাই হয়, কিন্তু পার্থিবাংশের দ্বারা হয় না। অতএব আনন্দই আনন্দ প্রদান করে। তাহাই শ্রুতির 'এব' কারের দ্বারা ব্যঞ্জিত করিয়াছেন। "এষ হি এব" ইত্যাদি ॥ ১৪ ॥

এইরূপে আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সর্ব্বানন্দ হেতুতা প্রতিপাদন করিয়া, সেই আনন্দময়ত্ব মান্ত্রবর্ণিক অর্থাৎ বেদমন্ত্র দ্বারা নিরূপিত হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে আনন্দময় তাহা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—মান্ত্র ইত্যাদির দ্বারা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই শ্রুতি মন্ত্রে যে ব্রহ্মকে নিরূপণ করিবার জন্য উপক্রম করা হইয়াছে, তাহাকেই আনন্দময় বাক্যেও গান করিয়াছেন। "সত্যং জ্ঞানম্"এই মন্ত্রবর্ণের মধ্যে যাঁহাকে বর্ণনা করা হইয়াছে তিনি

গীয়তেঽতো নাসৌ জীবঃ। অয়ম্ভাবঃ—"ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" (তৈং ২।১।২) ইত্যুপাসকস্য জীবস্য প্রাপ্যং ব্রহ্মোপক্রম্য তদেব "সত্যম্" (তৈং ২।১।২) ইতি বিশেষিতম্।

মন্ত্রবর্ণোক্তমিতি। মন্ত্রেষু পুনঃ পুন"রন্যোঽন্তর আত্মা" ইতি পরব্রহ্মণি আন্তরত্ব শ্রবণাৎ পরব্রহ্মণ এব "অন্যোঽন্তর আত্মা আনন্দময়ঃ" ইতি ব্রহ্মণঃ প্রত্যভিজ্ঞানাৎ পরব্রহ্ম এবানন্দময়মিতি। অথ সর্ব্বানন্দপ্রদঃ শ্রীভগবানেবানন্দময়শব্দবাচ্য ইতি বক্তুমাহুঃ—অয়মিতি। তস্মাৎ ক্ষুদ্রানন্দাজ্জীবাৎ পরানন্দময়স্য ব্রহ্মণোঽন্যত্বমেব। অথ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাং শ্রীভগবৎ সন্দর্ভানুব্যাখ্যায়াম্ —নন্‌ পুচ্ছে "ব্রহ্ম" শব্দ সংযোগাৎ তস্য ব্রহ্মেতি সংজ্ঞাযুক্তা, কথং নানন্দময়স্য তৎ সংজ্ঞা? তত্রাপি সূত্রয়তি—"মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে" ইতি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি মন্ত্রবর্ণোদিতং ব্রহ্মৈবানন্দময়াদিত্বেন গীয়তে—তদধিকার-পতিতত্বাৎ তথাহি—ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরম্" ইতি জীবস্য প্রাপ্যতয়া ব্রহ্ম নির্দ্দিষ্টম্। "তদেষাঽভ্যুক্তা" তৈং ২।১।২,

---

পরব্রহ্মই। শঙ্কা—"এই শারীর আত্মা" ইত্যাদির দ্বারা শরীর সম্বন্ধ শ্রবণ হেতু, এবং প্রিয়াদি সঞ্জাত আনন্দ লাভের কথা শ্রবণ করার জন্য আনন্দময় জীবই, ব্রহ্ম নহে, এই আশঙ্কা নিরাকরণের নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন – মন্ত্রবর্ণোক্ত ইত্যাদি। মন্ত্র সকলের মধ্যে পুনঃ পুনঃ—অন্য অন্তরাত্মা' এই প্রকার পরব্রহ্মাতেই আন্তরত্ব শ্রবণ হেতু এবং পরব্রহ্মেরই "অন্য অন্তরাত্মা আনন্দময়" এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হেতু পরমব্রহ্মই আনন্দময়। সুতরাং বেদমন্ত্রে আনন্দময় রূপে কীর্ত্তন করার কারণ এই আনন্দময় জীব নহে, ব্রহ্মই হয়েন।

অনন্তর সর্ব্বানন্দপ্রদ শ্রীভগবানই যে আনন্দময় শব্দবাচ্য তাহা বলিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন—'এই' ইত্যাদি। এই স্থলে ভগবান্ শ্রীসূত্রকারের এইরূপ হৃদয়ের ভাব—"ব্রহ্মবিৎ পরমব্রহ্মকে লাভ করে" এই বাক্যে উপাসক জীবের প্রাপ্যস্বরূপ পরব্রহ্ম বলিবার উপক্রম করিয়া, তাঁহাকেই পুনরায়—"সত্যম্" এই প্রকার বিশেষিত করিয়াছেন, অতএব তাঁহাকেই এই আনন্দময় শব্দের দ্বারা গ্রহণ করা উচিত। "তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারাও উত্তরোত্তর সেই আনন্দময়ের, অর্থাৎ যাঁহার উপক্রম করা হইয়াছিল তাঁহাকেই বিশদভাবে প্রপঞ্চিত করা হইয়াছে। অতএব পরম প্রাপ্য পরম ব্রহ্ম, প্রাপক জীব হইতে অন্য হওয়ার কারণ, আনন্দময় জীব নহেন। সুতরাং ক্ষুদ্রানন্দযুক্ত জীব হইতে পূর্ণব্রহ্ম পরমানন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অন্যত্ব সুসিদ্ধ হইতেছে।

অনন্তর শ্রীমদাচার্য্য প্রভুপাদের শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয় অনুব্যাখ্যায় এই সূত্রের ব্যাখ্যা এই প্রকার—শঙ্কা—যদি বলেন—পুচ্ছে ব্রহ্ম শব্দের সংযোগবশতঃ পুচ্ছের ব্রহ্ম সংজ্ঞা হওয়া যুক্তিযুক্ত, তবে আনন্দময় শব্দের ব্রহ্ম সংজ্ঞা হইল না কেন? এই কারণেই ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্র করিতেছেন—মন্ত্রবর্ণের দ্বারাও আনন্দময়কেই কীর্ত্তন করে" ইত্যাদি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" বলিয়া যাঁহাকে মন্ত্রবর্ণের দ্বারা কীর্ত্তন করা হইয়াছে সেই ব্রহ্মই আনন্দময়াদি শব্দের দ্বারা গীত হইয়াছেন। কারণ ঐ আনন্দময় শব্দ ব্রহ্মের

তস্যৈব ইহানন্দময় শব্দেন গ্রহণমুচিতম্। "তস্মাদ্বা এতস্মাদ্" (তৈং ২।৫।১) ইত্যাদিভিরুক্তত্তরোত্তরবাক্যৈস্তস্যৈব উপক্রান্তস্য প্রপঞ্চনাৎ। ততশ্চ প্রাপ্যং ব্রহ্ম প্রাপ্তজীবাদন্যদেবেতি নানন্দময়স্য জীবত্বম্ ॥ ১৫ ॥

ইতি তদ্ ব্রহ্মাভিমুখী কৃত্য প্রতিপাদ্যতয়া পরিগৃহ্য ঋগেষা অধ্যেতৃভিরুক্তা ইত্যর্থঃ। তস্য চ "তস্মাদ্ বা এতস্মাদাত্মনঃ" ইত্যত্র "আত্ম" শব্দেনাপি নির্দ্দিষ্টস্য ব্রহ্মণ আত্মতয়া পর্য্যবসানমানন্দময় এব দর্শিতম্—তত্রৈবান্তরতমত্ব সমাপ্তেঃ। তস্মাৎ তত্রৈব তৎ পর্য্যবসানাৎ তত্তদানন্দবিশেষোপলব্ধি-যুতোদয়স্য-আনন্দময়স্য পরব্রহ্মত্বং তেন মন্ত্রেণ সিদ্ধ্যতি। আনন্দস্যাপি জ্ঞানাকারত্বাৎ তস্য চ অনন্তাদিভির্মিশ্রত্বেঽপি তদ্রূপত্বাৎ নার্থভেদশ্চ, শ্রুতিশ্চ—"প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ঃ" (মাং ৫) ইতি। তদেব ব্রহ্মত্বং তত্তদ্ বিশেষোপলব্ধিরহিতোদয়ে পুচ্ছেঽপি প্রিয়াদিভ্যোঽধিকত্ব বিবক্ষয়া, "ব্রহ্মপুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যনেন পুনর্ব্যপদিশ্যতে। ন তু তস্যৈব প্রধানত্বেন। অতএব—তৈং ২।৬।১—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্ ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ ॥

ইত্যেষ শ্লোকোঽপ্যানন্দময়পর এব স বিশেষস্যৈব মুখ্যত্বাৎ মুখ্য এব সংপ্রত্যয়াচ্চ। ন চাস্মিন্

অধিকারেই পতিত হইয়াছে। আনন্দময় শব্দ যে ভাবে ব্রহ্মের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে তাহা নিরূপণ করিতেছেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে—ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে লাভ করেন" ইত্যাদির দ্বারা জীবের চরম প্রাপ্য রূপে ব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "তাহাই বলিতেছি' এই প্রকার শ্রোতাকে ব্রহ্ম বিষয়ে অভিমুখী করিয়া এই ঋগ্ মন্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক রূপে পরিগ্রহণ করিয়া অধ্যয়নকারি শিষ্যগণকে বলিয়াছেন। পুনঃ সেই ব্রহ্মেরই "সেই এই আত্মা হইতে" এই স্থলে 'আত্মা' শব্দের দ্বারা নির্দ্দেশিত ব্রহ্মের আত্মারূপে পর্য্যবসান আনন্দময়কেই প্রদর্শিত করিয়া, সেই স্থানেই আনন্দময়কে অন্তরতমত্ব রূপে নিরূপণ করিয়া সমাপ্ত করিয়াছেন।

অতএব আনন্দময়ের ব্রহ্মেই পর্য্যবসান হেতু সেই আনন্দ বিশেষ উপলব্ধিযুক্ত উদয় আনন্দময়ের পরম ব্রহ্মত্ব সেই মন্ত্রের দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে। আনন্দেরও জ্ঞানাকার হওয়া হেতু তাহার অনন্ত আদি গুণের সহিত মিশ্রিত হইলেও জ্ঞানরূপ হেতু অর্থভেদ হয় না। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ এই প্রকার—"প্রজ্ঞানঘন পরব্রহ্মই আনন্দময়" ইত্যাদি। আনন্দময়েরই ব্রহ্মত্ব হইলে তৎ তৎ বিশেষ উপলব্ধি রহিত প্রকাশে পুচ্ছেও ব্রহ্ম শব্দ প্রয়োগ প্রিয়াদি হইতে অধিক বলিবার অভিপ্রায়েই বুঝিতে হইবে। অতএব—"ব্রহ্মপুচ্ছ প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদির দ্বারাই তাহা পুনরায় ব্যপদেশ করিতেছেন, কিন্তু পুচ্ছ ব্রহ্মের প্রাধান্যের জন্য নহে। অতএব—যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া জানে তাহার অসৎ গতি হয় এবং যে ব্রহ্মের বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করে তাহাকে সাধু বলিয়া জানিবে" এই শ্লোকও আনন্দময় পরই, কারণ সবিশেষ ব্রহ্মেরই মুখ্যতা হওয়ার জন্য এবং মুখ্য বস্তুতেই সকলের সংপ্রত্যয় হয়। যদি বলেন—এই বাক্যে অর্থাৎ সেই

ননু মান্ত্রবর্ণিকং ব্রহ্ম চেজ্জীবাদন্যৎ স্যাত্তদা তস্যৈবানন্দময়ত্বসমর্থনেন জীবাশঙ্কাপনয়ঃ স্যাৎ, নচৈবমস্তি, জীবস্বরূপস্য এবাবিদ্যা তৎ কার্য্যানির্ম্মুক্তস্য মন্ত্রবর্ণেন পরামর্শাৎ, তস্মাদনতি

বাক্যেঽপি নির্ব্বিশেষং প্রতিপাদ্যতে, "অস্তি" ইতি সত্তাসমবায়িতয়া নির্দ্দেশাৎ। যদ্যেবং মন্যতে প্রকাশ-মাত্রত্বমেব হি চিদাত্মনঃ সত্তা, নান্যেতি, তথাপি সবিশেষত্ব এব পর্য্যবস্যতি কিঞ্চ—"ইদং পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা" ইত্যাদিকমুক্ত্বা তত্র তত্রোদাহৃতাঃ—"অন্নাদ্ বৈ প্রজাঃ প্রজায়ন্তে" তৈ০ ২।২।১, ইত্যাদয়ঃ শ্লোকা যথা ন পুচ্ছমাত্র পরা, অপিতু অন্নময়াদি পরাঃ, এবময়মপ্যানন্দময়ত্বেনৈব শ্লিষ্যতে।" তস্মাৎ আনন্দময়ঃ পরব্রহ্মৈব ॥ ১৫ ॥

অহং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব-পরমানন্দানন্তাদ্বয়ং ব্রহ্ম অস্মি" ইতি অখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিঃ উদেতি" (বে০ সা০ ১২৩) তস্মাৎ—নিরতিশয়ানন্দ প্রাপ্ত জীব এব আনন্দময়শব্দবাচ্যো ন তু ব্রহ্ম, তস্য সর্ব্ববিশেষণত্বাভাবাদিত্যাশঙ্কয়ন্তি—ননু ইতি।

মান্ত্রবর্ণিকে ব্রহ্মণি জীবাশঙ্কা নিরাকর্ত্তুং সূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"নেতরেতি"।

অসৎ গতি" ইত্যাদি বাক্যেও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছে" কিন্তু তাহা করে নাই, কারণ "অস্তি" শব্দেই পরব্রহ্মের সত্তা সমবায়িতার অর্থাৎ স্বয়ং বিদ্যমানতা নির্দ্দেশ করিতেছেন। পুনরায় যদি আপনারা এই প্রকার মনে করেন—চিদাত্মার প্রকাশমাত্রত্বই সত্তা, অন্য কোন প্রকার বিদ্যমানতা প্রভৃতি কোন ধর্ম্ম নাই তথাপি সবিশেষত্বেই পর্য্যবসান হয়, কারণ প্রকাশও সবিশেষ পদার্থেরই; কোন প্রকার বিশেষ-হীন পদার্থের প্রকাশ হয় না, কিন্তু চিদাত্মার প্রকাশমাত্রও তাহার বিশেষ বলিয়াই বোধ্য। আরও—'ইদং পুচ্ছ প্রতিষ্ঠা' ইত্যাদি বলিয়া সেই সেই স্থানে যে উদাহৃত—"অন্ন হইতে প্রজাসকল জাত হয়" ইত্যাদি শ্লোকসকল যেমন পুচ্ছ মাত্র পরক নহে, কিন্তু অন্নময়াদি পর, এই প্রকার আনন্দময় শব্দও পুচ্ছ পর নহে, কিন্তু ব্রহ্ম পর বলিয়াই জানিতে হইবে। সুতরাং আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ॥ ১৫ ॥

মুক্তজীবের 'আমি নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত সত্য স্বভাব পরমানন্দ অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম হই' এই প্রকার অখণ্ডাকারকারিতা চিত্তবৃত্তির উদয় হয়, অতএব নিরতিশয় আনন্দপ্রাপ্ত জীবই আনন্দময় শব্দবাচ্য, কিন্তু ব্রহ্ম নহে, কারণ—ব্রহ্মের সর্ব্বপ্রকার বিশেষণের অভাব হেতু সর্ব্ববিশেষণের অবাচ্য, এই প্রকার আশঙ্কা স্পষ্ট করিতেছেন—

শঙ্কা—যদি বলেন—মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্ হইত তবে সেই মান্ত্রবর্ণিকের আনন্দময়ত্ব সমর্থনের দ্বারা জীব আশঙ্কার অপনয়ন হইত, কিন্তু এই প্রকার নহে, কারণ—অবিদ্যা এবং অবিদ্যার কার্য্য বিনির্ম্মুক্ত জীবস্বরূপেরই মন্ত্রবর্ণের দ্বারা পরামর্শ করা হইয়াছে। সুতরাং জীব হইতে আনন্দময় অতিরিক্ত কোন বস্তু নহে। এই প্রকার মান্ত্রবর্ণের দ্বারা প্রতিপাদিত আনন্দময়কে জীব হইতে পৃথক্ নিরূপণ

রিক্তো জীবাদানন্দময় ইতি চেত্তত্রাহ—

ওঁ ॥ নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১৬।

ইতরো মুক্তাবস্থোঽপি জীবো ন মান্ত্রবর্ণিকঃ, কুতঃ ? অনুপপত্তেঃ। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা" (তৈ° ২।১।২ ইতি সহভোগ শ্রবণাসিদ্ধেঃ।

মন্ত্রবর্ণেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি মন্ত্রেণ। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইতি মান্ত্রবর্ণিক বর্ণিতং ব্রহ্ম, "ইতরঃ" আবির্ভূতগুণাষ্টক-মুক্তাবস্থাপ্রাপ্তো জীবঃ, "ন" ন ভবিতুমর্হতি, কুতঃ ? 'অনুপপত্তেঃ' জীবস্য মান্ত্রবর্ণিকত্বাসঙ্গতেরিতি সূত্রার্থঃ।

জীবস্য মান্ত্রবর্ণিকত্বানুপপত্তিপ্রকারমাহুঃ—"সোঽশ্নুত ইতি। সঃ শ্রীভগবদারাধনেন নিবৃত্ত সমস্তমায়াবন্ধনঃ, আবির্ভূতগুণাষ্টকঃ, লব্ধ ভগবৎ সামুখ্যসাধকঃ শ্রীভগবদনুগ্রহেণ "সর্ব্বান্" গন্ধ-মাল্য-তাম্বুল অঙ্গসম্বাহনাদি রূপান্, "কামান্" মনোরথান্ প্রাপ্য তেন "ব্রহ্মণা" পরাৎপর-পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেন বিপশ্চিতা সহ তান্ ভোগান্ অশ্নুতে, যদ্বা—"স যদি পিতৃলোক কামো ভবতি" ছা° ৬।২।১, ইত্যাদ্যনুসারেণ—দাস-প্রীত-প্রেয়-মধুরাদিকামেন যো ভজতি, স স্ববাসনানুসারেণ তান্ কামান্ স্বাভিলষিত-মনোরথান্ বিবিধ ভোগচতুরেণ শ্রীভগবতা সহ ভুঙ্‌ক্তে-অনুভবতীত্যর্থঃ। আবির্ভূতেতি—শ্রীভাগবতে—৫।১৮।১২, "যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ" সুরাঃ—ভগবদাদয়ঃ" ইতি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ।

করিতেছেন—মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্মে জীবাশঙ্কা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—নেতর ইত্যাদি। মান্ত্রবর্ণেন অর্থাৎ—"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" এই মন্ত্রের দ্বারা। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি মান্ত্রবর্ণিক দ্বারা নিরূপিত ব্রহ্ম "ইতর" আবির্ভূত গুণাষ্টক মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত জীব 'ন' নহে, সাধনার দ্বারা আবির্ভূত গুণাষ্টক জীব ব্রহ্ম হইবার যোগ্য নহে। কারণ অনুপপত্তি হেতু, জীবের মান্ত্রবর্ণিকত্ব হওয়া অসঙ্গত এই নিমিত্ত। ইহাই সূত্রার্থ।

ইতর মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত হইলেও জীব মান্ত্রবর্ণিক নহে, কারণ—তাহা উপপত্তি হয় না। মুক্ত জীবের মান্ত্রবর্ণিকত্ব যে প্রকারে অনুপপত্তি হয় তাহা নিরূপণ করিতেছেন - সে ভোজন করে" ইত্যাদি। সাধক বিপশ্চিৎ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কামনা উপভোগ করে। অর্থাৎ—শ্রীভগবদারাধনার দ্বারা নিবৃত্ত সমস্ত মায়াবন্ধন আবির্ভূত গুণাষ্টক লব্ধভগবৎ সান্মুখ্য সাধক শ্রীশ্রীভগবানের অনুগ্রহে সকল গন্ধমাল্য তাম্বুল অঙ্গ-সম্বাহনাদিরূপ কামনা-মনোরথ লাভ করিয়া, সেই ব্রহ্মের সহিত - অর্থাৎ পরাৎপর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিপশ্চিতের সহিত সেই ভোগসকল প্রাপ্ত করে। অথবা—'সে যদি পিতৃলোক কামনা করে' ইত্যাদি অনুসারে দাস প্রীত প্রেয় মধুরাদি ভাব কামনার সহিত যে সাধক শ্রীভগবানকে ভজনা করে, সে স্ববাসনা অনুসারে সেই কামনা অর্থাৎ স্বাভিলষিত মনোরথ সকল বিবিধ ভোগচতুর শ্রীভগবানের সহিত অনুভব করে। আবির্ভূত গুণাষ্টক এই বিষয়ে শ্রীভাগবত বলেন—যে সাধকের অকিঞ্চনা ভক্তি বিদ্যমান

বিবিধং পশ্যতি চিৎ যস্যাসৌ তেন বিপশ্চিতা। পৃষোদরাদিত্বাৎ পশ্যশব্দস্য পশ্-ভাবঃ। বিবিধ ভোগ চতুরেণ তেন সহ সংযুক্তঃ সর্ব্বান্ কামানশ্নুতে ভুঙ্ক্তে। অশ ভোজনে ইত্যস্মাৎ শ্না' প্রত্যয় পরস্মৈপদয়োর্ব্যত্যয়েন শ্নু' প্রত্যয়াত্মপদয়োর্বিধানম্ "ব্যত্যয়ো বহুলম্" ইতি ছন্দসি। সহভাবোক্ত্যা ভোগে ভগবতঃ প্রাধান্যং, ভক্তস্য তু প্রাধান্যমনভিমতম্। তথা

কামান্—শ্রীদশমে—৩৯।১, "লেভে মনোরথান্ সর্ব্বান্ পথি যান্ স চকার হ" পথি—সাধনাবস্থায়াম্।

অত্র মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত-জীবস্য মান্ত্রবর্ণিকত্বে শ্রীভগবতা সহ ভোগানুপপত্তেরিত্যর্থঃ। অথ বিপশ্চিচ্ছব্দং ব্যুৎপাদয়ন্তি – বিবিধমিতি। নন্বু "সহার্থৈরপ্রধানে তৃতীয়া" হ° না° ব্যা°—৪।১১১ ইতি "ব্রহ্মণা" তৃতীয়া বিভক্তি নির্দ্দেশাৎ, ব্রহ্মণো বিদ্যমানতামাত্রমবগম্যতে ন তু ভোগঃ, তথাত্বে –"বিজিঘৎসোঽ-

---

আছে, সেই সাধকে সকল গুণের সহিত দেবতা সকল বিদ্যমান থাকেন। শ্লোকস্থ সুরসকল শব্দের অর্থ শ্রীমদাচার্য্যপাদ শ্রীভগবদবতার সকল নিরুপণ করিয়াছন। কামনা সকল—অর্থাৎ শ্রীদশমে বলিয়াছেন সে যে সকল মনোরথ পথিমধ্যে করিয়াছিল তাহা লাভ করিয়াছিল। পথিমধ্যে অর্থাৎ সাধনাবস্থায়, সাধক সাধনাবস্থায় যে ভাবে শ্রীভগবানের আরাধনা করেন সিদ্ধ অবস্থায় সেই ভাবেই শ্রীভগবানকে লাভ করেন ইহাই সমুদায়ার্থ।

এই প্রকার সহভোগ শ্রবণের অসিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মুক্তাবস্থা প্রাপ্ত জীবের মান্ত্রবর্ণিকত্বে শ্রীভগবানের সহিত ভোগের অনুপপত্তি হয় ইহাই অর্থ। অনন্তর বিপশ্চিৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করিতেছেন —বিবিধ ইত্যাদি। যিনি বিবিধ অনেক প্রকার দেখেন, অর্থাৎ নানাপ্রকার সাধককে দর্শন করেন এবং চিৎ জ্ঞান, সর্ব্ববিধ সাধকগণকে সমাধান করিবার জ্ঞান যাঁহার বিদ্যমান আছে তিনি বিপশ্চিৎ, সাধক তাঁহার সহিত নিজ মনোরথ উপভোগ করেন। 'বি' উপসর্গ যোগে পশ্চিৎ শব্দ—"পৃশোদরাদয়ঃ" (হ° না° ব্যা° ৬।৩৫৭) এই সূত্রের দ্বারা নিপাতনে—পশ্য শব্দের স্থানে পশ্ ভাব হওয়ায়- বি-পশ্-চিৎ বিপশ্চিৎ শব্দ সিদ্ধ হয়। সারার্থ এই বিবিধ ভোগ চতুর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সাধক তাঁহার সহিত সংযুক্ত হইয়া সকল কামনা উপভোগ করেন। "অশ্নুতে" এই পদটি—অশ্ ভোজনে" এই ধাতুর উত্তরে ক্র্যাদি-গণীয় পরপদি, বর্ত্তমান কালে তিপ প্রত্যয়ে "ক্র্যাদেঃ শপঃ শ্না" এই সূত্রে "অশ্নাতি" পদ সিদ্ধ হয় কিন্তু "শ্না" প্রত্যয় ও পরপদ ব্যত্যয়ের দ্বারা "শ্নু" প্রত্যয় এবং আত্মপদের বিধান করিয়া "অশ্নুতে" পদ সিদ্ধ হইয়াছে। এই পদের ব্যত্যয়ো বহুলম্" এই প্রকার বৈদিক প্রয়োগের দ্বারা আত্মপদ হইয়াছে। সাধক বিবিধ ভোগচতুর শ্রীভগবানের সহিত ভোগ করে" এই সহভাব উক্তির দ্বারা ভোগবিষয়ে শ্রীভগবানেরই প্রাধান্য বোধ হইতেছে, ভক্তের কিন্তু অপ্রাধান্য ইহাই শাস্ত্রের অভিমত।

শঙ্কা—যদি বলেন—"সহার্থে অপ্রধান বিষয়ে তৃতীয়া বিষ্ণুভক্তি হয়" সুতরাং "ব্রহ্মণা" এই তৃতীয়া বিষ্ণুভক্তি নির্দ্দেশ হেতু জীবের সহিত ব্রহ্মের বিদ্যমানতা মাত্র বোধ করাইতেছে, কিন্তু কোন

চ স্মৃতেঃ (শ্রীভা° ৯।৪।৬৬) "বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্তাঃ সৎ স্ত্রিয়ঃ সৎ পতিং যথা" ইত্যাদি তদ্বাক্যাৎ ॥ ১৬ ॥

পিপাসঃ" ছা° ৮।১।৫, ইতি শ্রুতি বিরোধাদিতি চেৎ ন, এবং সতি "সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ" (ছা° ৩।১৪।৪) ইতি শ্রুতিঃ। পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি। তদহং ভক্ত্যুপহৃত মশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গী° ৯।২৬,ইতি স্মৃতি বিরোধাৎ। "ভোগমাত্র সাম্যলিঙ্গাচ্চ" ব্র° সূ°—৪।৫।১০।২১ ইতি সূত্রবিরোধাচ্চ। তৃতীয়া চাত্র—"বিশেষলক্ষণাত্তৃতীয়া" (৪।১১৪) দিব্যানন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-সৌশীল সৌহার্দ্য-বাৎসল্য-কারুণ্য-গাম্ভীর্য্য-শৌর্য্য-বীর্য্য-সত্যসঙ্কল্পত্ব-সত্যকামত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকারণত্বাদি লক্ষণৈঃ সদা বর্ত্তমানং যঃ তেন শ্রীসর্ব্বেশ্বরেণ সহ ইত্যর্থঃ।

তস্মাৎ "ব্রহ্মণা" ইতি ন অপ্রধানম্, কিন্তু সর্ব্বোপাস্যত্বাৎ পরমমুখ্যমেব। যদ্বা—আনন্দময়-বিজ্ঞানান্মোক্ষং কথয়তি শ্রুতিঃ—"তমেব বিদ্বানমৃত ইহ ভবতি নান্যঃ পন্থা অয়নায় বিদ্যতে" নৃ° তা° পূ° ১।৬, শ্রীগীতাসু চ—৮।১৬, আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ! । মামুপেত্য তু কৌন্তেয় ! পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ ইতি জীবজ্ঞানেন মোক্ষোঽনুপপত্তেরিতি ভাবঃ। তস্মাৎ কেনাপি প্রকারেণ জীব

প্রকার ভোগ নহে। 'ব্রহ্ম ভোগ করেন' এই প্রকার স্বীকার করিলে "তিনি ভোজন ইচ্ছারহিত, পিপাসারহিত" ইত্যাদি শ্রুতির বিরোধ হয়, এই আশঙ্কার উত্তরে বলিব—এই শঙ্কা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ—তিনি সর্ব্বকর্ম্মকর্ত্তা, সর্ব্বকামনা পূর্ণকারী, সর্ব্বপ্রকার সদ্গন্ধযুক্ত এবং অখিল রসামৃত পারাবার" ইত্যাদি শ্রুতি, এবং—"হে পার্থ ! পত্র পুষ্প ফল জল প্রভৃতি যে আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রদান করে, সেই ভক্তের দেওয়া ভক্তি উপহার আমি প্রযতাত্মা হইয়া ভোজন করি, ইত্যাদি স্মৃতি বিরোধ হইয়া পড়ে। "মুক্ত অবস্থায় শ্রীভগবানের সহিত জীবের ভোগমাত্রই সমানতা থাকে, অন্য বিষয়ে নহে" এই সূত্রেরও বিরোধ হয়। অতএব এই স্থলে তৃতীয়া—"বিশেষ লক্ষণহেতু তৃতীয়া" হইয়াছে। সুতরাং দিব্য অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য সৌশীল্য সৌহার্দ্দ্য বাৎসল্য কারুণ্য গাম্ভীর্য্য শৌর্য্য বীর্য্য সত্যসঙ্কল্পত্ব সত্যকামত্ব সর্ব্বেশ্বরত্ব সর্ব্বকারণত্বাদি লক্ষণ লক্ষিত, অথবা এই সকল লক্ষণ যাঁহার মধ্যে সর্ব্বদা বর্ত্তমান আছে সেই শ্রীসর্ব্বেশ্বরের সহিত জীব ভোগ করে ইহাই অর্থ।

অতএব "ব্রহ্মণা" এই তৃতীয়া বিভক্তি অপ্রধান নহে, কিন্তু পরম ব্রহ্ম সর্ব্বোপাস্য হেতু পরম মুখ্য। অথবা এই সূত্রের প্রকারান্তরে ব্যাখ্যা—আনন্দময় বিজ্ঞানের দ্বারাই জীবের মোক্ষ হয় এই প্রকার শ্রুতি বলিতেছেন—তাঁহাকেই জানিলে বিদ্বান্ সাধক অমৃত হয় অমৃত লাভের আর অন্য কোন পন্থা নাই। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত যে সকল লোক বা স্থান আছে সেই পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ ঐ স্থানে গমন করিলেও জীব পুনরায় পৃথিবীতে জন্মলাভ করে, কিন্তু আমাকে লাভ করিলে জীবের আর পুনর্জ্জন্ম থাকে না, অর্থাৎ আমার বৈকুণ্ঠাদি ধামে গমন করিলে জীবকে পুনরায়

ওঁ ॥ ভেদব্যপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১৭।

"রসো বৈ স রসং হ্যেবায়ং লব্ধানন্দী ভবতি" (তৈং ২।৭।১) ইতি তস্যৈব মান্ত্রবর্ণিকস্যানন্দময়স্য রসপ্রাপ্তে স্তস্য লভ্যস্য লব্ধুর্জীবাম্মুক্তাবস্থাদপি ভেদোক্তেশ্চ

আনন্দময়ো ভবিতুং ন পার্য্যতে। অত্রানন্দময়পরব্রহ্মণঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রাধান্যং শ্রীভাগবত বাক্যেন প্রমাণয়ন্তি—তথাচেতি। ভক্তাঃ—মদেকশরণা জনাঃ, মাং তথা বশে-স্বাধীনে কুর্ব্বন্তি, যথা সাধ্বীস্ত্রিয়ঃ সচ্চরিত্রবন্তং পতিং স্বাধীনং কুর্ব্বন্তিতি। অতঃ—অপ্রধানমেব প্রধানং বশীকরোতি, ন তু ন্যূনম্। ননু শ্রীভগবতো ভক্ত পরাধীনত্বে স্বাতন্ত্র্যতা হানিরিতি চেৎ ন, "হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ" ইতি তদুক্তেঃ। অস্বতন্ত্র ইব নতু অস্বতন্ত্রঃ। তথাত্বে সর্ব্বসিদ্ধান্ত বিলোপাপত্তেঃ। তস্মাৎ সৃষ্টিকার্য্যাদ্যনুপপত্তেঃ, জীব আনন্দময়ো ন ভবিতুমর্হতীতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ১৬ ॥

অথানন্দময়বাক্যে জীবস্যানুপপত্তির্দ্রঢ়য়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—"ভেদ" ইতি। শাস্ত্রেষু আনন্দময়-জীবয়োর্ভেদ ব্যপদেশাৎ কথনাৎ আনন্দময়শব্দবাচ্যো জীবো ন ভবিতুমর্হতীতি সূত্রার্থঃ।

অত্র শ্রুতি-প্রমাণমাহুঃ—'রস' ইতি তথাহি শ্রীদশমে—৪৩।১৭, মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং

পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এই প্রকার জীবজ্ঞানের দ্বারা মোক্ষের অনুপপত্তি ইহাই অর্থ। সুতরাং কোন প্রকারেই জীব মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময় হইতে পারিবে না। এই স্থলে আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীকৃষ্ণের প্রাধান্য শ্রীভাগবত বাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—তথা চ ইত্যাদি। সৎ-স্ত্রী সৎ-পতিকে যে প্রকার বশীভূত করে, ভক্তগণ আমাকেও সেই প্রকার বশীভূত করে। অর্থাৎ আমার একান্ত শরণাগত ভক্তজন আমাকে সেইরূপ নিজের অধীন করে যেমন—সতী সাধ্বী রমণী সচ্চরিত্রবান নিজ পতিকে নিজের অধীন করে। অতএব অপ্রধান ব্যক্তিই প্রধান ব্যক্তিকে বশীভূত করে, কনিষ্ঠকে করে না। যদি বলেন—শ্রীভগবানের ভক্তপরাধীনতা স্বীকার করিলে তাঁহার স্বতন্ত্রতা হানির আশঙ্কা আসিয়া পড়ে, এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ঐ স্থানেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে ব্রাহ্মণ! আমি ভক্তের নিকটে অস্বতন্ত্রের সমান আচরণ করি, কিন্তু আমি অস্বতন্ত্র নহি পরমস্বতন্ত্র। শ্রীভগবানকে অস্বতন্ত্র স্বীকার করিলে সর্ব্বসিদ্ধান্ত বিলোপ হয়। অতএব জীবে সৃষ্টিকার্য্যাদির অনুপপত্তি হেতু জীব আনন্দময় হইতে পারিবে না, ইহাই ভাষ্যের অর্থ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর আনন্দময় বাক্যে জীবের অনুপপত্তি প্রকার দৃঢ় করিতেছেন—ভেদ ইত্যাদি। শাস্ত্র সকলে আনন্দময় এবং জীবের ভেদব্যপদেশ কথন হেতু জীব আনন্দময় শব্দবাচ্য হইতে পারে না। ইহাই সূত্রের অর্থ।

এই বিষয়ে শ্রুতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—রস ইত্যাদি। তিনি রসস্বরূপ, সেই রসময়কে

মান্ত্রবর্ণিকোঽসাবন্য এব। "ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি" (বৃ° ৪।৪।৬) ইত্যাদিষ্বপি ন মুক্তস্য ব্রহ্মাভেদঃ। ব্রহ্মাপ্যয়স্য ব্রহ্মভূয়াস্তরভাবিত্বাৎ, কিন্তু ব্রহ্মসদৃশঃ সন্নিত্যেবার্থঃ।

স্মরো মূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তা স্বপিত্রোঃ শিশুঃ। মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাম্, বৃষ্ণীণাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ" ইতি, দশবিধরসাশ্রয়ত্বাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এব 'রসঃ' শব্দবাচ্যঃ, ন তু মধুরাম্লাদি। ঈদৃশলীলাবিশিষ্টমেব স্বরূপং রসশব্দিতম্ (সি° রত্ন°—২।৪০) 'হিঃ' নিশ্চয়ে, অখিলরসামৃতসিন্ধুং শ্রীগোবিন্দদেবং, 'অয়ং' মুক্তঃ, রুচিভক্ত্যা দাস্যাদি ভাবেনারাধ্যঃ, তং 'লব্ধা' চ আনন্দী ভবতীত্যর্থঃ। আনন্দী ভবতীতি—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৭।১১২০, "অভূত তদ্ভাবে কৃভ্বস্তিযোগে বিঃ, কৃঞি কর্ম্মণি, ভ্বস্ত্যোঃ কর্ত্তরি"। (৭।১১২১)—"অদ্বয়স্য বাবীরামঃ, অন্ত্যস্য ত্রিবিক্রমঃ" নিরানন্দ আনন্দো ভবতীতি—আনন্দী ভবতি। সংসারতাপদগ্ধজীবো যং প্রাপ্য সাতিশয়ানন্দী ভবতীতি, প্রাপ্য-প্রাপকঃ, সেব্য-সেবকাদি মুক্তাবস্থায়ামপি ভেদদর্শনাৎ

লাভ করিয়া সাধক আনন্দী হয়েন। এই স্থলে শ্রীদশমের বাক্য এই প্রকার—যে কালে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব মথুরায় কংসের রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন সেই পরম তত্ত্বকে দেখাইয়া শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে বলিলেন—হে রাজন্! শ্রীকৃষ্ণকে রঙ্গসভাস্থ জনগণ এই প্রকার অনুভব করিলেন—চাণুর মুষ্টিক প্রভৃতি মহামল্লগণ শ্রীকৃষ্ণকে অশনির ন্যায় দেখিলেন, এই স্থলে শ্রীকৃষ্ণের রৌদ্ররসের বর্ণনা করা হইল, সমাগত মানবগণ নরবর রূপে দেখিলেন, এই স্থলে অদ্ভুত রস, নবযুবতীগণ মূর্ত্তিমান্ কামদেব রূপে দেখিলেন, এই স্থলে শৃঙ্গাররস- গোপগণ স্বজনরূপে দেখিলেন, এই স্থলে হাস্যরস, অসৎ রাজাদিগের নিকট শাসকরূপে, এই স্থলে বীররস, নিজ পিতার নিকটে শিশুরূপে, এই স্থলে দয়া রস, ভোজপতি কংস মৃত্যুরূপে এই স্থলে ভয়ানক রস, সাধারণ মানবগণ বিরাটরূপে, এই স্থলে বীভৎস রস, যোগিগণ পরমতত্ত্ব রূপে, এই স্থলে শান্তরস, এবং বৃষ্ণিগণ যাহাকে পরমদেবতারূপে অনুভব করেন, এই স্থলে ভক্তিরস, এই ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে দশবিধ রসের আশ্রয় নিরূপণ করিয়াছেন, এই প্রকার দশবিধ রসের আশ্রয় হেতু শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবই একমাত্র রস শব্দ বাচ্য।

কিন্তু মধুর অম্লাদি রস শব্দবাচ্য নহে। 'হি' শব্দ নিশ্চয় অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। অখিল রসামৃত সিন্ধু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই মুক্ত সাধক রুচিভক্ত্যাদির দ্বারা দাস্যাদি ভাবে আরাধনা করিয়া, তাঁহাকে লাভ করিয়া আনন্দী হয়েন। আনন্দী ভবতি শব্দের ব্যুৎপত্তি নিরূপণ করিতেছেন—শ্রীহরিনা-মামৃত ব্যাকরণে—অভূত তদ্ভাবে কৃ ধাতু, ভূ ধাতু, অস্ ধাতুর যোগে বি প্রত্যয় হয়, কৃ ধাতু কর্ম্মবাচ্যে, ভূ এবং অস্ ধাতু কর্ত্তৃবাচ্যে, "বি প্রত্যয় পরে থাকিলে অদ্বয়ের স্থানে ঈ রাম হয় এবং অন্ত্যের ত্রিবিক্রম (দীর্ঘ) হয়। এই ভাবে "নিরানন্দ আনন্দো ভবতি ইতি আনন্দী ভবতি" অর্থাৎ নিরানন্দ আনন্দিত হয় এই অর্থে "আনন্দী" হয় এই প্রকার আনন্দী শব্দ সিদ্ধ হয়। সুতরাং সংসারতাপদগ্ধজীব যাঁহাকে

"নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু° ৩।১।৩) ইতি শ্রুতেঃ। "ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ" (শ্রীগী° ১৪।২) ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ। সাদৃশ্যেঽপ্যেব শব্দোঽস্তি, "ব বা যথা

নানন্দময়োজীবঃ। ননু—নাদেবো দেবমর্চ্চয়েৎ" "দেবং ভূত্বা দেবং যজেৎ" "অহং ব্রহ্মাস্মি" "তত্ত্বমসি" ইত্যাদিনাং কা গতিরিতি—তত্রাহুঃ—ব্রহ্মৈব ইতি।

নিরঞ্জন ইতি। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" ইতি, সাধকো যদা সুবর্ণবর্ণং জগৎকর্ত্তারং সর্ব্বেশ্বরং পুরুষং পশ্যতি, তদা তদারাধকঃ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ—প্রাকৃতদোষগুণাদয়ঃ, সত্ত্বাদয়ো বা রহিতঃ সন্ 'পরমং' সর্ব্বশ্রেষ্ঠং সাম্যং সারূপ্যলক্ষণং মোক্ষম্ উপৈতি—প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। অত্র প্রাপ্য প্রাপক লক্ষণো ভেদো দৃশ্যতে। সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকযুক্তঃ সন্ সেবতে ইতি বা। ইদমিতি শ্রীগীতাসু। "গুরূপাসনয়া ইদং বক্ষ্যমানং জ্ঞানম্ উপাশ্রিত্য প্রাপ্য জনাঃ সর্ব্বেশ্বরস্য মম নিত্যবিভূ্তগুণাষ্টকস্য সাধর্ম্ম্যং সাধনাবির্ভাবিতেন

(পাইয়া) প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় আনন্দী হয়, এই স্থলে প্রাপ্য-প্রাপক, সেব্য-সেবকাদি মুক্ত অবস্থাতেও ভেদ জ্ঞান বিদ্যমান থাকা হেতু কোন প্রকারেই আনন্দময় জীব নহে কিন্তু পরব্রহ্ম। এই প্রকার সেই মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময়েরই রসত্ব হেতু, তাঁহার লাভকর্ত্তা জীব হইতে অর্থাৎ মুক্ত্যবস্থা প্রাপ্ত জীব হইতেও এই মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময় অন্যই বুঝিতে হইবে। শঙ্কা—যদি বলেন—দেবতা না হইয়া দেবতার অর্চ্চনা করিবে না। "দেবতা হইয়াই দেবতার অর্চ্চনা করিবে" "আমিই ব্রহ্ম হই" "তুমি সেই ব্রহ্ম হও" ইত্যাদি ইত্যাদি সাধনাবস্থাই অদ্বৈত প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য সকলের কি গতি হইবে? সমাধান—এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ব্রহ্ম হইয়াই ইত্যাদি। ব্রহ্ম হইয়াই ব্রহ্ম লাভ করেন" ইত্যাদিতেও মুক্তের সহিত ব্রহ্মের অভেদ সিদ্ধ হয় নাই। কারণ—ব্রহ্মাপ্যয়ের ব্রহ্মভূয়ের অনন্তর হওয়া হেতু, অর্থাৎ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তির অনন্তর ব্রহ্মলাভ হয় সুতরাং সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক রূপ ব্রহ্মভাব লাভ করার পর ব্রহ্ম সন্নিকটে গমন করিতেছেন, কিন্তু এই ব্রহ্মভাব লাভ অর্থাৎ ব্রহ্মের সদৃশ হইয়া ইহাই অর্থ।

সাধক নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করেন" অর্থাৎ—সাধক যখন সুবর্ণবর্ণ সর্ব্বকর্ত্তা পরমপুরুষ সর্ব্বকারণ কারণকে দর্শন করেন, তখন সেই সাধক পুণ্য পাপাদি হইতে মুক্ত হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন। ব্যাখ্যা—সাধক যখন সুবর্ণ বর্ণ স্বর্ণকান্তি জগৎকর্ত্তা সর্ব্বেশ্বর পুরুষকে দর্শন করেন, তখন সেই স্বর্ণকান্তি পরমপুরুষের আরাধক পুণ্য পাপ হইতে বিধৌত হইয়া নিরঞ্জন—প্রাকৃত দোষ গুণাদি, সত্ত্ব, রজঃ তমঃ প্রভৃতি গুণ হইতে রহিত হইয়া পরম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্য সারূপ্য অর্থাৎ আবির্ভাবিত গুণাষ্টক হইয়া মোক্ষ প্রাপ্ত করেন। অথবা সাধনাবির্ভ বিত গুণাষ্টক যুক্ত হইয়া শ্রীভগবানের সেবা করেন। ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ বিদ্যমান আছে। ইদমিত্যাদি শ্রীগীতার বাক্য—এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া সাধক আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করে। অর্থাৎ—শ্রীগুরুপাদপদ্মের উপাসনার দ্বারা সাধক এই বক্ষ্যমান জ্ঞান লাভ করিয়া

তথৈবেবং সাম্যে" (অং কোং ৩।৪।৭) ইত্যনুশাসনাৎ ॥ ১৭ ॥

তদষ্টকেন সাম্যমাগতাঃ সন্তঃ সর্গে নোপজায়ন্তে সৃজিকর্ম্মতাং নাপ্নুবন্তি, প্রলয়ে ন ব্যথন্তে "মৃতি কর্ম্মতাঞ্চ ন যান্তীতি জন্মমৃত্যুভ্যাং রহিতা মুক্তা ভবন্তীতি মোক্ষে জীববহুত্বমুক্তম্" ইতি গীতাভূষণ ভাষ্যম্। ননু—'এব' কারস্য ব্যবচ্ছেদত্বমর্থঃ" তস্য চ ক্রিয়াসমভিব্যাহৃতস্য ক্রিয়ান্বয়ার্থপ্রতিপাদকস্য অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদে ইত্যস্য শক্তির্বোধ্যা। 'অত্যন্তাযোগব্যবচ্ছেদশ্চ—ক্রিয়ান্বয়িতাবচ্ছেদক ধর্ম্মসামানাধিকরণ্যেন বিধেয়ত্ব পর্য্যবসিতঃ' তথা চ "নীলং সরোজং ভবত্যেব" অত্র সরোজত্বরূপস্য ক্রিয়ান্বয়িতাবচ্ছেদকস্য সামানাধিকরণ্যেন নীলত্বং প্রতীয়তে। তস্মাৎ এবকারেণ সামানাধিকরণ্যং প্রতীয়তে" ইতি চেৎ ন—তস্য সাদৃশ্যার্থোঽপি দর্শনাৎ। সাম্যং সাদৃশ্যমিতি ভরতঃ। সাম্যন্ত্বেকমাশ্রয়মিতি বোপদেবঃ। তস্মাৎ—মুক্তাবস্থায়ামপি ভেদসিদ্ধের্ন মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময়ো জীবঃ, কিন্তু পরব্রহ্ম এব ॥ ১৭ ॥

নিত্যাবির্ভূতগুণাষ্টক সর্ব্বেশ্বর যে আমি সেই আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ সাধনার দ্বারা আবির্ভূত যে গুণাষ্টক তাহার দ্বারা আমার সমানতা প্রাপ্ত হইয়া সর্গে সৃষ্টিকালে সৃজন কার্য্যের অনুকূল করে না এবং প্রলয় কালে ব্যথিতও হয় না, অর্থাৎ—প্রলয়াবসরে মরণকার্য্যের অনুকূল করে না, জন্ম মৃত্যু হইতে রহিত হইয়া মুক্ত হয় ইহাই অর্থ। এই স্থলে বহুবচন প্রয়োগ করতঃ মোক্ষ অবস্থাতেও জীবের বহুত্ব প্রতিপাদন করিলেন। ইহা শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্যের ব্যাখ্যা। ইত্যাদি স্মৃতিশাস্ত্রের প্রমাণও দেখা যায়।

শঙ্কা—যদি বলেন—'এব' কারের অর্থ ব্যবচ্ছেদত্ব, এবং এই ক্রিয়াসমভিব্যাহৃত ক্রিয়ান্বয়ার্থ প্রতিপাদক 'এব' কারের অত্যন্ত অযোগ ব্যবচ্ছেদ শক্তিবোধ করায়, অতএব অত্যন্ত অযোগ ব্যবচ্ছেদ —অর্থাৎ ক্রিয়ান্বয়িতার অবচ্ছেদক ধর্ম্মসামান্যাধিকরণের দ্বারা বিধেয়ত্বরূপেই পর্য্যবসিত হয়, যেমন "নীলং সরোজং ভবতি এব" এই স্থলে সরোজত্বরূপ ক্রিয়ান্বয়িতাবচ্ছেদকের সামান্যাধিকরণ্যের দ্বারাই নীলত্বের প্রতীতি হইতেছে। সুতরাং 'এব' কারের দ্বারা সামানাধিকরণ্যের বোধ করাইতেছে, অর্থাৎ 'এব' কার ক্রিয়ায় যুক্ত হইয়া সামানাধিকরণ্যকেই বোধ করায় অতএব 'ব্রহ্ম এব' এই শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতাই বোধ করাইতেছে। সমাধান—এই কথা বলিতে পারেন না,কারণ সাদৃশ্য অর্থেও'এব'কার আছে তাহা শ্রীঅমর ও শ্রীভরত কবি স্বীকার করিয়াছেন। শ্রীবোপদেব একটি আশ্রয়ে বস্তুদ্বয়ের অবস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, যেমন "রাম এব শ্যামঃ" ইত্যাদি পৃথক্ বস্তুদ্বয়ের ব্যবহারেও 'এব' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, অতএব এই শ্রুতি জীব ও ব্রহ্মের অভেদ প্রতিপাদন করে না। সুতরাং মুক্ত অবস্থাতেও জীব এবং ব্রহ্মের ভেদ সিদ্ধ হওয়ার কারণ মান্ত্রবর্ণিক আনন্দময় জীব হইতে পারে না, কিন্তু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই আনন্দময় ও মান্ত্রবর্ণিক ॥ ১৭ ॥

নন্বু সত্ত্বস্যানন্দহেতোঃ প্রধানে সত্ত্বাৎ তদেবানন্দময়ং স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

ওঁ ॥ কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১৮।

"সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" (তৈ০ ২ ৬।২) ইতি সঙ্কল্পাদেব বিশ্বসর্গ-শ্রুতেঃ, নানুমানস্য প্রধানস্যাস্মিন্নানন্দময়বাক্যে ভবত্যপেক্ষা, জড়স্য সঙ্কল্পাসম্ভবাৎ ॥ ১৮ ॥

"প্রীত্যপ্রীতি বিষাদাত্মকা" (সাং কা০ ১২) "সত্ত্বং লঘুপ্রকাশকম্" (১৩) "শান্তা ঘোরাশ্চ মূঢ়াশ্চ" (৩৮) ইত্যাদি প্রমাণৈস্ত্রিগুণাত্মিকায়াঃ 'প্রকৃতেঃ সত্ত্বগুণোদ্রেকাৎ আনন্দোৎপদ্যতে, তস্মাৎ আনন্দময়শব্দেন প্রকৃতিরেব বোধ্যতে ইতি শঙ্কাবীজম্। তৎ স্পষ্টয়ন্তি—'নন্বু' ইত্যাদিনা। অত্র সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—কামেতি। "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" ইত্যাদৌ পরব্রহ্মণঃ জগদ্ রচনা 'কামাৎ' সঙ্কল্পাৎ 'নানুমানাপেক্ষা' সাধারণানুমানগম্যাপ্রকৃতেঃ— অত্র অপেক্ষা নাস্তি। ত্রিগুণাত্মিকায়াঃ —জড়াপ্রকৃতেরানন্দময়ত্বং শ্রুতিবাক্যেন নিরাকুর্ব্বন্তি – সঃ' ইতি। স আনন্দময়ঃ সর্ব্বকর্ত্তা—শ্রীগোবিন্দদেবঃ, অকাময়ত, সৃষ্ট্যাদৌ সঙ্কল্পয়ামাস বহু—মহদাদ্যনেকরূপেণ স্যাম্-ভবেয়ম্। যদ্বা—দেব-তির্য্যঙ্-মনুষ্যানিরূপেণ বহুস্যাম্। অথবা পুরুষাবতার-লীলাবতার-গুণাবতার-মন্বন্তরাবতারাদিরূপেণ বহুস্যাম্। ইত্যেবং স্বয়মেব সমালোচ্য তত্তদাদিরূপেণ প্রজায়েয় ইতি। তথা চ শ্রীগীতাসু—১০।৮ 'অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ'

অতঃপর সাংখ্যসিদ্ধান্তানুযায়িগণ আনন্দময় শব্দের দ্বারা আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—প্রধান প্রীতি অপ্রীতি এবং বিষাদাত্মক, তন্মধ্যে প্রীতি বা সত্ত্ব আনন্দ প্রকাশক, তথা শান্ত ঘোর ও মূঢ় রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা সত্ত্ব রজঃ তমঃ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিরই সত্ত্বগুণের উদ্রেক বা আধিক্য হেতু আনন্দের উৎপত্তি হয়, সুতরাং আনন্দময় শব্দের দ্বারা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকেই বোধ করাইতেছে, ইত্যাদি বাক্যই এই শঙ্কার বীজ।

এই আশঙ্কাই শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্পষ্ট করিতেছেন 'নন্বু' ইত্যাদির দ্বারা। যদি বলেন —আনন্দের কারণ সত্ত্বগুন এবং সত্ত্বগুন প্রধানে বিদ্যমান থাকা হেতু প্রধানই আনন্দময় শব্দবাচ্য হইবে। সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কার উত্থাপন করিলে তাহার সমাধানের জন্য ভগবান্ শ্রীসূত্রকার বাদরায়ণ সূত্র প্রণয়ন করিতেছেন—কামেতি। তিনি কামনা করিয়াছিলেন অনেক হইব" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা পরব্রহ্মের জগৎরচনা রূপ কাম-সঙ্কল্প হেতু অনুমানের অপেক্ষা নাই, অর্থাৎ সাধারণ অনুমানের দ্বারা বোধ্যা প্রকৃতির আনন্দময় বাক্যে কোন প্রকার অপেক্ষা নাই। ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতির আনন্দময়ত্ব শ্রুতি বাক্যের দ্বারা অঙ্গীকার করিতেছেন না –'সেই' ইত্যাদির দ্বারা। সেই আনন্দময় সর্ব্বকর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব কামনা অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথমে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—বহু-মহদাদি অনেকরূপে হইব। অথবা—দেবতা-তির্য্যক্ মনুষ্যাদিরূপের দ্বারা অনেক হইব। অথবা—পুরুষাবতার, লীলাবতার, গুণাবতার এবং মন্বন্তরাবতার ইত্যাদিরূপে অনেক হইব। শ্রীভগবান্ এই প্রকার স্বয়ং সমালোচনা করিয়া সেই সেইরূপে

ওঁ ॥ অস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ওঁ ॥ ১।১।৬।১৯।

অস্মিন্নানন্দময়ে পুংসি প্রতিষ্ঠিতস্যাস্য জীবস্যাভয়যোগং কৃতান্তরস্য তু ভয়যোগং শাস্তি শ্রুতিঃ। "যদাহ্যেব" (তৈ° ২।৭।২) ইত্যাদিনা। ন চ এষা শিষ্টিঃ প্রধানপক্ষে

তৈত্তিরীয়কে চ—৩।১।১, "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম" শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াঞ্চ—৫।৬২, "অহং হি বিশ্বস্য চরাচরস্য বীজং প্রধানং প্রকৃতিঃ পুমাংশ্চ। ইতি। তস্মাৎ প্রকৃতের্জ্জড়াৎ, অচেতনাৎ নানন্দময়শব্দবাচ্যতা ॥ ১৮ ॥

অথ পুনশ্চ শ্রীগোবিন্দদেবস্য আনন্দময়ত্বং প্রতিপাদয়তি—অস্মিন্নিতি। অস্মিন্ পরব্রহ্মণি আনন্দময়ে শ্রীগোবিন্দদেবে অস্য জীবস্য চ 'তদ্‌যোগং' অভয়যোগং শাস্তি, জীবান্ অনুশাসনং করোতি শ্রুতিরিতি। 'শাসনং পুংসি—পরমপুরুষে, শ্রীগোবিন্দদেবে। প্রতিষ্ঠিতস্য—রুচিভক্তিনা ঐকান্তিক ভক্তস্য সাধকস্য শ্রীগোবিন্দচরণ প্রাপ্তস্য, অভয়ং—জন্মমৃত্যুরহিতো ভূত্বা তচ্চরণারবিন্দময়ভয়পদং প্রাপ্নোতি, কৃতান্তরস্য – শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দলাভরহিতস্য অভক্তজনস্য তু অবশ্যমেব "ভয়যোগম্" পুনঃ পুনর্জ্জন্ম মরণং

প্রকট হইলেন ইহাই তাৎপর্য্য। এইরূপ সঙ্কল্পের সঙ্গে সঙ্গে সেই সেইরূপে বিশ্ব সৃজন করিলেন, ইহা শ্রবণ হেতু প্রধানের অনুমানের এই আনন্দময় বাক্যে কোন প্রকার অপেক্ষা নাই। কারণ জড় প্রধানের কোন প্রকার সঙ্কল্প করা সম্ভব নহে। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমিই সকল বস্তুর প্রভব, অর্থাৎ প্রকৃষ্ট উদ্‌ভব স্থান। তৈত্তিরীয় শ্রুতি সংবাদে জানা যায় – যাহা হইতে এই ভূত সকল জাত হয়, জাত হইয়া যাহার দ্বারা জীবিত থাকে, এবং যাহাতে মহাপ্রলয় কালে প্রবেশ করে সেই ব্রহ্ম। শ্রীব্রহ্মসংহিতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে ব্রহ্মণ্! আমিই চরাচর বিশ্বের একমাত্র বীজপ্রধান প্রকৃতি এবং পুরুষ। সুতরাং প্রকৃতির জড় হওয়ার জন্য ও অচেতন হওয়ার কারণ তাহার আনন্দময় শব্দবাচ্যতা সিদ্ধ হয় না। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই আনন্দময় ॥ ১৮ ॥

অনন্তর পুনরায় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময়ত্ব শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—অস্মিন্ ইত্যাদি। এই পরব্রহ্ম আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সাধক জীবের তদ্‌যোগ অর্থাৎ অভয়যোগ শাসন করে। শ্রুতিসকল এই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের শ্রীচরণসেবা লাভ করাই পরম পুরুষার্থ, জীবগণকে এই প্রকার অনুশাসন করেন। এই আনন্দময় পরম পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সাধক যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই জীবের অভয়যোগ এবং তাঁহাকে যে লাভ করে নাই তাহার ভয়যোগ শ্রুতি শাসন করিয়াছে, অর্থাৎ ঐকান্তিক সাধক যিনি রুচি ভক্তির দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দের চরণারবিন্দ লাভ করিয়াছেন এই প্রকার শ্রীকৃষ্ণচরণারবিন্দে প্রতিষ্ঠিত সাধক অভয় জন্মমৃত্যুরহিত হইয়া তাঁহার চরণারবিন্দ অভয়পদ প্রাপ্ত করেন। কৃতান্তরের অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দ সেবা লাভ রহিত অভক্তজনের কিন্তু অবশ্যই ভয়যোগ

সম্ভবেৎ। তত্র প্রকৃতিবিযুক্তস্যাভয়মভ্যুপগম্যতে, ন তু তৎ সংসৃষ্টস্য। তস্মাদানন্দময়ো

কৃতান্তদুঃখঞ্চ ভবতি। ন চেদং অনুশাসনং লৌকিকবাক্যং, অপিতু বেদশিরোবাক্যৈরুপনিষদৈঃ শাস্যতে। অত্র বিষয়ে শ্রুতিবাক্যমুদাহরন্তি—'যদা' ইতি। "যদা হ্যেব এষ এতস্মিন্নদৃশ্যেঽনাত্ম্যেঽনিরুক্তেঽনিলয়নেঽভয়ং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে, অথ সোঽভয়ং গতো ভবতি, যদা হ্যেব এষ এতস্মিন্নুদরম্-অন্তরং কুরুতে, অথ তস্য ভয়ং ভবতি" ইতি পূর্ণশ্রুতিঃ।

এবমেবাহ ভগবান্ শ্রীপার্থসারথিঃ ১৬।১৯-২০, তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥ আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয়! ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ শ্রীভাগবতে শ্রীযমঃ—৬।৩।২৯, জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্। কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধ্বমসতোঽকৃত বিষ্ণুকৃত্যান্॥ তস্মাৎ আনন্দময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব চরণারবিন্দ-সেবা প্রাপ্ত জনস্য "অভয়ং" জন্মমৃত্যুরাহিত্যমনুশাসতি পরমকরুণাময়ী শ্রীশ্রুতিজননী। তদিতরস্য শ্রীভগবদ্বিমুখজনস্য "ভয়ং" জন্মমরণাদি দুঃখং, দ্বিতীয়াভিনিবেশং বা প্রতিবিধত্তে। ন চ অভয়োপদেশং প্রধানজ্ঞানে সম্ভবেৎ, কুত্রাপি "অথাতঃ প্রকৃতি জিজ্ঞাসা" ন দৃশ্যতে, নাপি তস্যার্চ্চনাদি, অতঃ তজ্‌জ্ঞানাজ্ঞানে অভয়ং ভয়ঞ্চ কুত্রাপি ন লভ্যতে ইতি

পুনঃ পুনঃ জন্মমরণ ও যমপুরের দুঃখ হয়। এই অনুশাসন বাক্য কিন্তু লৌকিক বাক্য নহে, অপিতু বেদশিরোবাক্য উপনিষৎ সকলে অনুশাসন করিতেছেন। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য উদাহৃত করিতেছেন—যদা ইত্যাদি। যখন সাধক এই আনন্দময় অদৃশ্যাদি গুণযুক্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দকে লাভ করে সে অভয় পদ প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে—যে এই আনন্দময়ে অল্পমাত্রও অন্তর করে তাহার ভয় হয়। এই প্রকার পূর্ণশ্রুতিবাক্য।

এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীপার্থসারথি শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—সংসারমধ্যে সেই ক্রূর স্বভাব নরাধম শ্রীভগবৎবিদ্বেষিদিগকে অজস্র অশুভ পূর্ণ আসুরী যোনিতে নিক্ষেপ করি, সেই মূঢ় নরাধমগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয় এবং আমাকে না পাইয়া হে কৌন্তেয়! তাহারা অত্যন্ত অধমগতি প্রাপ্ত হয়। শ্রীভাগবতে শ্রীযম কহিয়াছেন—হে দূতগণ! যে মানবগণের জিহ্বা শ্রীভগবানের শ্রীনাম গুণ কীর্ত্তন করে না, যাহাদের চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দ স্মরণ করে না এবং যাহাদের মস্তক 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলিয়া একবারও নমস্কার করে না এবং কোন প্রকার শ্রীবিষ্ণুকৃত্য বা শ্রীভক্তি আচরণ করে না সেই নরাধম মানবদিগকে আমার নগরীতে আনয়ন করিবে, সুতরাং ভগবদ্বিমুখদিগের নরকপাতাদি ভয় শ্রবণ করা যায়। সুতরাং আনন্দময় শ্রীগোবিন্দদেব-শ্রীচরণারবিন্দসেবা লাভকারী সাধক জনের জন্ম মৃত্যু ভয় থাকে না, এই প্রকার পরম করুণাময়ী শ্রুতিজননী উপদেশ করিতেছেন। তদিতর অর্থাৎ শ্রীভগবদ্বিমুখজনের ভয় জন্মমরণাদি দুঃখ এবং দ্বিতীয়াভিনিবেশ প্রতিবিধান করেন। প্রধান জ্ঞানে অভয় উপদেশ সম্ভব নহে এবং কোন

হরিরেব, ন জীবো নাপি প্রকৃতিরিতি ॥ ১৯ ॥

আহুঃ—ন চেতি। ইদমত্রতত্ত্বম্—অস্মাকমানন্দময় অনন্ত সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি-নিখিল কল্যাণগুণগণালঙ্কৃত পরম করুণাবরুণালয়-শ্রীমদ্ বৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধ-রত্নসিংহাসনস্থ-নিজ নিত্য পরিকর-গো-গোপ-গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত-শ্রীভানুজালঙ্কৃতবামভাগাতিরমণীয়-গোপাললীল-শ্রীশ্যামসুন্দরঃ। তমানন্দময়মর্চ্চনাদিনা প্রাপ্য জীব আনন্দী ভবতি, অতঃ আনন্দময়-প্রাপ্যয়োরভিন্নতা ইত্যেবং শ্রুতিসিদ্ধান্তঃ। ভবতাং প্রধানমর্থাৎ প্রকৃতি যদি আনন্দময়ঃ স্যাৎ, তদা সা ত্রিগুণাত্মিকা-জড়া-অচেতনা-পুরুষ-বন্ধনকারিণী-ইত্যেবং রূপা। অর্চ্চনা প্রাপ্যতা-চেতনতাদি বিরহাৎ ন সা আনন্দময়শব্দ বাচ্যা। তাং পরিত্যজ্যৈব জীবো মুক্তো ভবতি, ইতি স্বসিদ্ধান্তঃ, ন তু তাং প্রাপ্য, ভবতা স্বীকৃতা, ইতি। ইতি আনন্দময়ঃ পরম করুণাময়ঃ সর্ব্বপাপহারকঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব, ন তু প্রধানজীবৌ।

আনন্দময়কৃষ্ণস্তু ন প্রধানং ন জীবকঃ। তৈত্তিরীয়ক সংবাদে হ্যধিকরণ নির্ণয়ঃ ॥ ১৯ ॥

॥ ইতি ষষ্ঠমানন্দময়াধিকরণম্ সমাপ্তম্ ॥ ৬ ॥

শাস্ত্রে কোন স্থলে "অথাতঃ প্রকৃতি জিজ্ঞাসা" এই প্রকার প্রকৃতিকে জিজ্ঞাসা করার কোন প্রসঙ্গও দেখা যায় না। এবং প্রকৃতির অর্চ্চনাদি কোন শাস্ত্রেও দেখা যায় না। অতএব তাহার জ্ঞানে অভয়, অজ্ঞানে ভয় হয় এইরূপ শাস্ত্রের বিধান নাই, এই নিমিত্তই বলিতেছেন ন চ ইত্যাদি। এই প্রকার তাঁহার জ্ঞানে অভয়পদ লাভ, অজ্ঞানে নরকাদি দুঃখ ভোগ প্রধান পক্ষে অনুশাসন বা উপদেশ করা সম্ভব নহে। আপনারাও প্রকৃতিবিযুক্ত পুরুষেরই অভয় বা মুক্তি স্বীকার করেন, কিন্তু প্রকৃতিযুক্ত পুরুষের মুক্তি স্বীকার করেন না। এই স্থলে সারতত্ত্ব এই প্রকার—আমাদের আনন্দময় অনন্ত সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি নিখিল কল্যাণ গুণগণালঙ্কৃত, পরম করুণাবরুণালয়, শ্রীমদ্বৃন্দারণ্য-কল্পদ্রুমাধ-রত্নসিংহাসনস্থ, নিজ নিত্য পরিকর—গো-গোপ-গোপীবৃন্দ পরিবেষ্টিত, শ্রীভানুজালঙ্কৃত বামভাগ, অতি রমণীয় গোপাললীল শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর। সেই আনন্দময়কে অর্চ্চনাদির দ্বারা লাভ করিয়া জীব আনন্দী হয়, সুতরাং আনন্দময় এবং অর্চ্চনাদির দ্বারা জীবের প্রাপ্য বস্তু একই বা অভিন্ন, এই প্রকার সিদ্ধান্ত শ্রুতি সকলে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

পক্ষান্তরে—আপনাদের প্রধান যদি আনন্দময় হয়, তাহা হইলে সে ত্রিগুণাত্মিকা, জড়া, অচেতনা, পুরুষের বন্ধনকারিণী ইত্যাদি প্রকার হইবে। তাহার অর্চ্চনাও নাই, সে জীবের প্রাপ্যও নহে, তাহাতে কোন প্রকার চেতন শক্তিও নাই, অতএব সে আনন্দময় শব্দবাচ্যাও নহে। তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াই জীব মুক্ত হয়, এই প্রকার আপনাদের স্বসিদ্ধান্ত, প্রকৃতিকে লাভ করিয়া জীব মুক্ত হয় এই প্রকার আপনারা স্বীকার করেন না। সুতরাং আনন্দময় সর্ব্বচিত্তহারী শ্রীহরিই, জীবও নহে প্রকৃতিও নহে। অর্থাৎ আনন্দময় পরমকরুণাময় সর্ব্ববিধ পাপ হরণ কর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, জীব অথবা প্রধান নহে। আনন্দময় শ্রীকৃষ্ণই জীব বা প্রধান নহে, কারণ তৈত্তিরীয়ক শ্রুতি সংবাদ দ্বারা আনন্দময়াধিকরণে ইহাই বিশেষভাবে নিরূপণ করা হইল ॥ ১৯ ॥ ॥ এই প্রকার ষষ্ঠ আনন্দময়াধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

৭ ॥ অন্তরধিকরণম্ ॥

ছান্দোগ্যে (১।৬।৬) "অথ য এষোহন্তরাদিত্যে হিরণ্ময়পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রু হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ" "তস্য যথা কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষণী তস্যোদিতি নাম স এষ সর্ব্বেভ্য উদিত উদেতি হ বৈ সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যো য এবং বেদ" (১।৬।৭)। তস্য

---

৭ ॥ অন্তরধিকরণম্ ॥

তপনতাপকং তপ্ত জাম্বুনদসমপ্রভম্। ছন্দোগানামুপাস্যং তং গৌরকৃষ্ণং নমাম্যহম্ ॥

আনন্দময়াধিকরণে পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দস্য আনন্দময়ত্বং প্রতিপাদিতম্; ইদানীং তস্য সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তীত্বং প্রতিপাদয়ন্তি ইতি—অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ অন্তরধিকরণস্য বিষয়বাক্যং নিরূপয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি অথ উদ্গীথবিদ্যায়াং "অন্তরাদিত্যে" আদিত্যস্য সৌরমণ্ডলস্য অন্তরে—অভ্যন্তরে "য এষঃ" সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধঃ পুরুষো দৃশ্যতে, বিলোক্যতে ভক্তৈরিতি, ব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।৩৮—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত-ভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্য-গুণস্বরূপম্ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ কীদৃশং পুরুষমিত্যাহ—হিরণ্যশ্মশ্রুঃ, হিরণ্যং স্বর্ণং তাদৃশোজ্জ্বলরোমাবলীযুক্তম্, শ্মশ্রুরত্র রোমাবলী বোধ্যতে, ন তু চিবুকস্থকেশাঃ,

---

৭ ॥ অন্তরধিকরণ—

সূর্য্যের তাপের সমান তপ্ত, জাম্বুনদের সমান প্রভাযুক্ত ও ছন্দোগব্রাহ্মণগণ দ্বারা উপাসিত এমন শ্রীগৌরকৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি।

অতঃপর অন্তরধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। আনন্দময় অধিকরণে পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আনন্দময়ত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে, ইদানীং তাঁহার সকলের অন্তর্বর্ত্তীত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি হইল।

বিষয়—অনন্তর অন্তরধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের উদ্গীথ বিদ্যায় বর্ণিত আছে—অনন্তর যিনি এই আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্ব্বর্ত্তী হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায়, তাঁহার হিরণ্যশ্মশ্রু, হিরণ্যকেশ, নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণ, অর্থাৎ—অন্তরাদিত্যে-আদিত্য বা সৌরমণ্ডলের অভ্যন্তরে যে এই সর্ব্বশাস্ত্র প্রসিদ্ধ পুরুষ দেখা যায়, অর্থাৎ ভক্তগণ অবলোকন করেন, শ্রীভক্তগণ যে রূপকে অবলোকন করেন তাহা ব্রহ্মসংহিতায় এই প্রকার বর্ণন করিয়াছেন—ভক্তি আরাধক সাধকবৃন্দ প্রেমরূপ অঞ্জনে রঞ্জিত শ্রীভক্তিরূপ লোচন বিশেষের দ্বারা যে অচিন্ত্য গুণস্বরূপ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরকে নিজ হৃদয়ে অবলোকন করেন সেই আদিপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করি, কি প্রকার সেই পুরুষ? তাহাই বলিতেছেন—হিরণ্যশ্মশ্রু-হিরণ্য-স্বর্ণ, সুবর্ণ সদৃশ উজ্জ্বল

ঋক্ সাম চ গেষ্ণৌ তস্মাদুদ্গীথ তস্মাত্ত্বেবোদ্গাতৈতস্য হি গাতা। স এষ য়ে চামুষ্মাৎ পরাঞ্চো লোকাস্তোষাঞ্চেষ্টে দেবকামনাঞ্চ ইত্যধিদেবতম্। (১।৬।৮)। অথাধ্যাত্মম্–অথ

শ্রীভগবতো নিত্য কৈশোরত্বনিবন্ধনতদভাবাৎ। হিরণ্যকেশঃ—পরমোজ্জ্বলচিকুরঃ। তস্য পুরুষস্য নখাগ্রাৎ কেশাগ্রপর্য্যন্তং সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ, পরমপ্রকাশশীলঃ। তথাহি ভবিষ্যোত্তর—আদিত্যহৃদয়ে—১, ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ মকরকুণ্ডলবান্ কিরিটী হারি হিরণ্ময় বপুর্ধৃতশঙ্খচক্রঃ॥ শ্রীভাগবতে চ—১১।২৭।৩৮, "তপ্তজাম্বুনদপ্রখ্যম্" তস্মাৎ পরমশোভাযুক্ত-দিব্যকেশ-রোমাদি বিভূষিত-সুবর্ণবর্ণ-পুরুষ-শ্রীগোবিন্দদেব এব আদিত্য মণ্ডলে বর্ত্ততে ইতি।

অথাদিত্যমণ্ডলবর্ত্তিপুরুষস্য নয়নসৌন্দর্য্যমাহ—তস্য ইতি। তস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য কপ্যাসং পুণ্ডরীকমেবাক্ষিণী লোচনে, নয়নদ্বয়মিতি। কপ্যাসমিতি–কং জলং পিবতি" ইতি কপিঃ, সূর্য্যঃ, স্বকিরণসমূহৈর্জলমাকৃষ্য গগনে নয়তি ইতি, তথাহি শ্রীদশমে—২০।৫, অষ্টৌ মাসান্ নিপীতং যদ্ ভূম্যাশ্চোদময়ং বসু। স্ব গোভির্মুক্তমারেভে পর্জন্যঃ কাল আগতে॥ পর্জন্যঃ সূর্য্যঃ ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। তেন

রোমাবলীযুক্ত, শ্মশ্রুশব্দের দ্বারা এই স্থলে শরীরস্থ রোমসকলকে বুঝাইতেছে, কিন্তু চিবুকস্থ কেশ নহে। কারণ শ্রীভগবানের নিত্যকৈশোরত্ব নিবন্ধন তাঁহার মানবোচিত শ্মশ্রু হয় না, হিরণ্যকেশ—অর্থাৎ পরম উজ্জ্বল শোভাযুক্ত চিকুর, সেই পুরুষের নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া কেশাগ্র পর্য্যন্ত সকলই সুবর্ণ, অর্থাৎ পরম প্রকাশশালী। তিনি যে প্রকাশশীল তাহা ভবিষ্যপুরাণের উত্তর খণ্ডে আদিত্য হৃদয়ে বর্ণিত আছে—সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী শতদল কমল আসনে উপবিষ্ট শ্রীনারায়ণকে সদা ধ্যান করিবে। যাঁহার বাহুযুগলে কেয়ূর শোভা পাইতেছে, কর্ণযুগলে মকরকুণ্ডল দোদুল্যমান, মস্তকে কিরীট সুশোভিত, বক্ষস্থলে বৈজয়ন্তী নামে পুষ্পহার শোভিত, যাঁহার শ্রীবিগ্রহ সুবর্ণময় অর্থাৎ পরম প্রকাশশালী, যাঁহার হস্তদ্বয় চক্র ও শঙ্খ দ্বারা বিভূষিত। শ্রীভাগবতেও এই প্রকার বর্ণন আছে—শ্রীভগবান্ তপ্তজাম্বুনদ অর্থাৎ অতি উজ্জ্বল সুবর্ণ বর্ণ সদৃশ, তাঁহাকে ধ্যান করিবে। সুতরাং পরম শোভাযুক্ত দিব্যকেশ-রোমাদি বিভূষিত সুবর্ণবর্ণ পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই আদিত্যমণ্ডলে বিরাজিত আছেন।

অতঃপর আদিত্যমণ্ডলবর্ত্তী পুরুষের নয়ন সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতেছেন—তাঁহার ইত্যাদি। সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের কপ্যাস পুণ্ডরীকের সদৃশ নয়নযুগল, তাঁহার নাম 'উৎ', এই কমলনয়ন হিরণ্ময় উৎ কে যিনি জানেন তিনি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়েন। কপ্যাস অর্থাৎ জলের একটি নাম 'কম্' সেই কং বা জলকে যিনি পান করেন তিনি কপি অর্থাৎ সূর্য্য। সূর্য্য নিজের কিরণসমূহের দ্বারা জল আকর্ষণ করতঃ গগনমণ্ডলে আনয়ন করেন। এই বিষয়ে শ্রীদশমের বাক্য এই প্রকার—পর্জন্য সূর্য্য আটমাস পর্য্যন্ত যে পৃথিবীরূপিণী প্রজার নিকট হইতে জলরূপ কর গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা যথাসময়ে নিজ কিরণ সকলের দ্বারা পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীশ্রীধরস্বামিপাদ পর্জন্য শব্দের সূর্য্য অর্থ করিয়াছেন। সেই

য এষোঽন্তরক্ষিণী পুরুষো দৃশ্যতে সৈব ঋক্ তৎ সাম তদুক্থং তদ্ যজুস্তদ্ ব্রহ্ম, তস্যৈতস্য

সূর্য্যেণ আসঃ দীপ্তিঃ যস্য, কপি-কর-বিকশিতমিত্যর্থঃ। যদ্যপি রবিকরেণ সর্ব্বাণি প্রকাশ্যন্তে তথাপি প্রকরণাৎ পুণ্ডরীকমেব, পুণ্ডরীকমেব অক্ষিণী লোচনে, ননু "পুণ্ডরীকং সিতাম্ভোজম্" ১ ১০।৪১, ইত্যমর শাসনাৎ পুণ্ডরীকশব্দেন শ্বেতপদ্মমুচ্যতে ইতিচেৎ ন, অত্র পুণ্ডরীকশব্দঃ পদ্মসামান্যবাচকঃ। যদ্বা—কং জলং পিবতীতি কপিঃ নালম্, তস্মিন্ নালে আস্তে বর্ত্ততে ইতি কপ্যাসম্, পরমশোভাশালিত্বাদপি পঙ্কজাৎ নালস্থস্য পুণ্ডরীকস্য তু সুতরাং শোভাতিশয়শালিত্বাৎ তাদৃশে অক্ষিণী অত্র বিবক্ষিতম্। অথবা—কং জলং, 'আস উপবেশনে' কে জলেঽপি আস্তে ইতি কপ্যাসং জলস্থমিতি। এবমাহুঃ—শ্রীমদ্রামানুজচরণাঃ বেদার্থসংগ্রহে, "গম্ভীরাম্ভঃ সমুদ্ভূত সুমৃষ্টনাল রবিকর বিকশিত পুণ্ডরীকদলামলায়তেক্ষণঃ" ইতি।

যে তু—"তস্য যথা কপের্মর্কটস্যাসঃ কপ্যাসঃ আসেরুপবেশনার্থস্য করণে 'ঘঞ্', কপিপৃষ্ঠান্তো যেনোপবিশতি। কপ্যাস ইব পুণ্ডরীকমত্যন্ত তেজস্বেরমস্য দেবস্যাক্ষিণী" ইত্যাহুঃ, তদতীবমন্দতরম্। মর্কটাধোদেশং পুণ্ডরীকং চ কিমুপমানদ্বয়ং? উত একমেব? আহো মহিষসদৃশং গোসদৃশং গবয়ঃ" ইতি

সূর্য্যের দ্বারা আস দীপ্তি যাহার, অর্থাৎ রবির করের দ্বারা যাহা বিকশিত হইয়াছে ইহাই অর্থ।

যদ্যপি সূর্য্যকিরণের দ্বারা সকল বস্তু প্রকাশিত হয় তথাপি প্রকরণ বশতঃ পুণ্ডরীক কমলই গ্রহণ করিতে হইবে অতএব পুণ্ডরীকের সদৃশ লোচনদ্বয় বলা হইয়াছে। শঙ্কা—যদি বলেন—পুণ্ডরীক ও শ্বেতকমল এই দুইটি নাম পুণ্ডরীকের, এই প্রকার অমরকোষে অনুশাসন থাকা হেতু পুণ্ডরীক শব্দের দ্বারা শ্বেতপদ্ম নিরূপণ করা হইয়াছে। সমাধান—এই কথা বলা উচিত নহে, কারণ এই স্থলে পুণ্ডরীক শব্দ পদ্মসামান্য অর্থাৎ পদ্মের জাতি বাচক, কোন বিশেষ পদ্মকে লক্ষ্য করিয়া এই শব্দ প্রয়োগ করা হয় নাই। অথবা—"কং জলং পিবতি" অর্থাৎ কং জল যে পান করে সে কপি বা নাল, সেই নালে বর্ত্তমান থাকে যে সে কপ্যাস। পঙ্কজ স্বভাবতই পরমশোভাশালী তাহা হইতেও পদ্মনাল স্থিত পুণ্ডরীকের স্বভাবতই শোভাতিশয়শালিতা হেতু সেই প্রকার নাল স্থিত পুণ্ডরীক সদৃশ নয়নদ্বয় যাঁহার, এই প্রকারই বলিবার ইচ্ছা। অথবা—কং অর্থে জল, আস অর্থে উপবেশন, কে জলে অবস্থান করে যে সে কপ্যাস, জলস্থিত প্রস্ফুটিত কমলদলের সমান নয়নদ্বয়। শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্যপাদ পুণ্ডরীক শব্দের অর্থ এই প্রকার করিয়াছেন—অতিশয় গভীর জলে সমুদ্ভূত সুন্দর নালের উপরে বিরাজিত, তথা সূর্য্যকিরণের দ্বারা সুষ্ঠু বিকশিত পুণ্ডরীক দলের সদৃশ অমল নয়ন যুগল।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য কপ্যাস শব্দের এই প্রকার অর্থ করিয়াছেন—তাঁহার যেমন কপি-মর্কটের আস কপ্যাস, আস্ ধাতুর উপবেশনার্থের করণবাচ্যে ঘন্ প্রত্যয় করিয়া তাহার অর্থ কপির পৃষ্ঠান্ত ভাগ যে ভাগে উপবেশন করে। কপ্যাসের সদৃশ পুণ্ডরীক অত্যন্ত তেজস্বী এই দেবতার নয়নদ্বয়" এই প্রকার বলেন, তাহা অতীব মন্দ বা অপসিদ্ধান্ত। এই স্থলে জিজ্ঞাসা করি—পুণ্ডরীকের সমান পুরুষের লোচনদ্বয়

তদেব রূপং যদমুস্যরূপং যাবদমুস্য গেষ্ণৌ তৌ গেষ্ণৌ যন্নাম তন্নাম" (১ ৭।৫) ইতি শ্রূয়তে।

উপমানস্বরূপং ভবেৎ। একত্বে দ্বিরুক্তিদোষঃ স্যাৎ। কষ্টকল্পনাপত্তেশ্চ। এবমাহ শ্রীগোপালতাপন্যাম্—পু০ ১০, "সৎ পুণ্ডরীক নয়নম্" সৎ পুণ্ডরীকং উৎকৃষ্টং আরক্তং কমলং শুদ্ধসত্ত্বময়ং নয়নম্" ইতি শ্রীসরস্বতী পাদাঃ। শ্রীভাগবতে চ ১।৮।২২,—নমঃ পঙ্কজনাভায় নমঃ পঙ্কজমালিনে। নমঃ পঙ্কজনেত্রায় নমস্তে পঙ্কজাঙ্ঘ্রয়ে॥ এবং পঙ্কজলোচনস্য শ্রীগোবিন্দস্য 'উৎ' ইতি' নাম"। উদেতি—উদিতঃ উদ্গাতঃ, প্রাকৃতদোষগন্ধাস্পৃষ্ট স্বরূপমিতি। তস্য নামজ্ঞানফলমাহ—উদেতি, সর্ব্বেভ্যঃ পাপ্মভ্যঃ মুক্তো ভবতি ইত্যর্থঃ। তস্য পুরুষস্য ঋক্ সাম চ গেষ্ণৌ পর্ব্বণী ভবতঃ, উচ্চৈর্গীয়মানত্বাৎ উদ্গীথঃ, তস্মাদিতি যে ঋষয়ঃ সন্তি তে এতস্য এব পুরুষস্য গুণস্য এব গাতা গানকর্ত্তারঃ। স এষ ইতি। স আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি কমলনয়নঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ, যে চ অমুস্মাৎ—আদিত্য মণ্ডলাৎ 'পরাঞ্চ' উর্দ্ধগা লোকাঃ তোষাম্ ইষ্টে শাসয়িতা ভবতি, দেবকামানাঞ্চ—তদধঃ স্থিত-স্বর্গাদিলোকবাসিনাং ইন্দ্রাদিদেবানাং যা কামনা, তাসামপি

ইহা উপমান প্রমাণ বা অলঙ্কার, কিন্তু আপনাদের কথায় এই প্রকার বোধ হইতেছে—মর্কটের অধোদেশ এবং পুণ্ডরীক উপমানদ্বয় দ্বারা উপমেয় পুরুষের নয়ন বোধ করাইতেছে। এইস্থলে মর্কটাধোদেশ এবং পুণ্ডরীক ইহারা কি দুইটি উপমান? অথবা একটি উপমান? যদি দুইটি উপমান স্বীকার করেন তাহা হইলে "মহিষ সদৃশ গো সদৃশ গবয়" এই প্রকার উপমান স্বরূপ হইবে। যদি একটি উপমান স্বীকার করেন তাহা হইলে দ্বিরুক্তি দোষ হইবে এবং কষ্টকল্পনাপত্তিও হইবে। সুতরাং আপনাদের অর্থ কষ্টকল্পনা প্রসূত এবং অপসিদ্ধান্ত পুর্ণ। সুতরাং শ্রীগোপালতাপনী উপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি সৎ পুণ্ডরীক সমান লোচনযুক্ত, অর্থাৎ সৎ পুণ্ডরীক উৎকৃষ্ট আরক্ত কমল সদৃশ শুদ্ধ সত্ত্বময় নয়ন, এই প্রকার শ্রীসরস্বতীপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীভাগবতও এই প্রকার বলিয়াছেন—হে পঙ্কজনাভ! আপনাকে নমস্কার করি, হে পঙ্কজমালা ধারণকর্ত্তা! আপনাকে নমস্কার করি, হে পঙ্কজনয়ন! আপনাকে নমস্কার করি, হে কমলচরণ! আপনাকে নমস্কার করি। এই প্রকার পঙ্কজলোচন শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের 'উৎ' এই প্রকার একটি নাম। উদেতি—উদিত—অর্থাৎ প্রাকৃতদোষগন্ধাস্পৃষ্ট স্বরূপ। তাঁহার নামের জ্ঞানে যে ফল লাভ হয় তাহা বলিতেছেন—উদেতি সকল পাপ হইতে মুক্ত হয় ইহাই অর্থ।

সেই হিরণ্ময় পুরুষের ঋগ্‌বেদ ও সামবেদ গেষ্ণ অর্থাৎ দুইটি পর্ব্ব হয়। অতএব তিনি উদ্গীথ উচ্চৈস্বরে গান করার যোগ্য হেতু তিনি উদ্গীথ উদ্গাত ঋত্বিক্‌গণই গাতা। যে ঋষিগণ আছেন তাঁহারা এই হিরণ্ময় পুরুষের গুণাবলীর সর্ব্বদা গান করেন, অতএব তাঁহারা উদ্গাতা নামে বিখ্যাত। সেই হিরণ্ময়পুরুষ ভূরাদিলোক সকল এবং আদিত্যাদি লোক হইতে উর্দ্ধলোক এবং দেবতাদিগেরও যে সকল কামনা তিনি তাহাদিগের শাসনকর্ত্তা তথা প্রদাতা। ইহা দেবতাকে অধিকার করিয়া উপাসনার কথা নিরূপণ করা হইল। অর্থাৎ সেই আদিত্যমণ্ডলের অন্তর্বর্ত্তী কমলনয়ন শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, তিনি যে সকল

ইষ্টে ঈশিতা প্রদাতা ইত্যর্থঃ। সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং স্বস্বকর্ম্মানুরূপ ফলপ্রদাতা ইতি।

এবমেবাহ শ্রীব্রহ্মসংহিতায়াম্—৫।৫৩ ধর্ম্মোঽথ পাপনিচয়ঃ শ্রুতয়স্তপাংসি ব্রহ্মাদিকীট-পতগাব-ধয়শ্চ জীবাঃ। যদ্দত্তমাত্র-বিভব-প্রকট-প্রভাবাঃ গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ইত্যধিদৈবতম্—আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি দেবতামধিকৃত্য উপাসনাবাক্যমিদম্। অধ্যাত্মমিতি—আত্মানং-দেহমধিকৃত্য উপাস-নাবাক্যমাহ—অথেতি। অক্ষিণী—মানবদেহস্য চক্ষুরভ্যন্তরে যঃ পুরুষো দৃশ্যতে ইতি। তস্য ঋগাদি পূর্ব্ববৎ। তস্য মানবানাং কামদাতৃত্বমাহ—"স এষ যে চ এতস্মাদর্ব্বাঞ্চো লোকাস্তেষাং চেষ্টে মনুষ্যকামা-নাঞ্চেতি। (ছা০ ১।৭।৬) অত্র উদ্গীথবিদ্যায়াং সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষস্য অক্ষ্যন্তরবর্ত্তী পুরুষস্য চ উপাসনা দৃশ্যতে। ইতি বিষয়বাক্যম্।

এই আদিত্যমণ্ডল হইতে পরাঞ্চ—উর্দ্ধস্থানগত লোকসমূহ তাহাদের ইষ্টে শাসয়িতা হয়েন। দেবকামানাং অর্থাৎ আদিত্য লোক হইতে অধঃস্থিত স্বর্গাদিলোক নিবাসি ইন্দ্রাদিদেবতাদিগের যে সকল ভোগাদির কামনা সেই সকলেরর আপনি শাসনকর্ত্তা বা প্রদাতা ইহাই অর্থ। অর্থাৎ সকল প্রাণীদিগের নিজ নিজ কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান কর্ত্তা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব।

এই বিষয়ে শ্রীব্রহ্মসংহিতার বাক্য এই প্রকার—ধর্ম্মসকল এবং পাপনিচয়, উপনিষৎ সকল, তপস্যাসকল, ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পতঙ্গ পর্য্যন্তকে অবধি করিয়া জীবসকল, যাঁহার প্রদত্তমাত্র বৈভবের দ্বারা নিজ নিজ প্রভাব প্রকট করিতে সমর্থ হয়, সেই আদি পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে আমি ভজনা করি। এই প্রকার অধিদৈবত অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী দেবতাকে অধিকার করিয়া এই প্রকার উপাসনা বাক্য।

অনন্তর অধ্যাত্মকে অধিকার করিয়া উপাসনা বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—অতঃপর যে এই নয়নের অভ্যন্তরে পুরুষ দেখা যায়, তিনি ঋগ্‌বেদ, সামবেদ, তিনি উক্‌থ, তিনি যজুর্ব্বেদ ও তিনিই ব্রহ্ম, এই দেবতার সেই প্রকারই রূপ যেমন হিরণ্ময় পুরুষের রূপ, এই সেই আদিত্যপুরুষের যে প্রকার গেষ্ণ, সেই রূপ এই অক্ষিপুরুষেরও সেই প্রকার গেষ্ণ অর্থাৎ পর্ব্ব, তাঁহার যে প্রকার নাম অক্ষিপুরুষেরও সেই প্রকার নাম। এই প্রকার অধ্যাত্ম অর্থাৎ দেহকে অধিকার করিয়া উপাসনা বাক্য বলিতেছেন—অথ ইত্যাদির দ্বারা। অক্ষিণী অর্থাৎ মানবদেহের চক্ষুরভ্যন্তরে যে পুরুষ দেখা যায় ইত্যাদি, ঋগ্‌বেদাদি পূর্ব্ববৎ অর্থাৎ আদিত্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের যে প্রকার ঋগ্‌বেদাদি সেই প্রকার নেত্রমধ্যবর্ত্তী পুরুষের জানিতে হইবে। এই চক্ষুর অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের মানবগণের কামনা প্রদানকারিত্ব ধর্ম্ম নিরূপণ করিতেছেন —এই অক্ষিপুরুষ যে অর্ব্বাক্‌লোক পৃথিবীলোক তাহার শাসনকর্ত্তা এবং মানবগণের কামনা প্রদানকর্ত্তা। এই প্রকার ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্গীথ বিদ্যায় সূর্য্যমণ্ডলস্থ পুরুষের, এবং অক্ষির অন্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের উপাসনার কথা দেখা যায়। এই ভাবে বিষয় বাক্য সমাপ্ত হইল।

তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং পুণ্যজ্ঞানাতিশয়বশাৎ প্রাপ্তোৎকর্ষো জীবঃ? কশ্চিৎ সূর্য্যে হক্ষিণি বোপদিশ্যতে? উত তদন্যঃ পরমাত্মেতি?

তত্র দেহত্বাদি প্রতীতেরুপচিতপুণ্যো জীব এবায়ম্। জ্ঞানশক্ত্যাধিক্যঞ্চ পুণ্যাতিশয়া-

---

সংশয়ঃ—কিময়ং জীবঃ? পরমাত্মা বা ইতি সংশয়ঃ কারণম্। তথা হি শ্রীভাগবতে—৪।২৪।২৯, "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চিতামেতি" ইতি শ্রীরুদ্রবাক্যেন জীবস্যাপি জ্ঞানৈশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মত্বাদি শ্রবণাৎ উদ্‌গীথবিদ্যালব্ধঃ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী প্রাপ্তোৎকর্ষো জীবো ভবেৎ? উত—জীবাদন্যঃ পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবো ভবেদিতি দ্বিকোটিকঃ সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র উদ্‌গীথ বিদ্যোপাস্যঃ জীব এব ন তু পরমাত্মা। কুতঃ? তত্রাহ—দেহিত্বাদীতি। হিরণ্যশ্মশ্রুঃ হিরণ্যকেশাদি শ্রবণাৎ পরমাত্মনঃ তদসম্ভবাৎ। সম্ভবতি চ পুণ্যাতিশয়াৎ জীবস্য জ্ঞানাধিক্যং শক্ত্যাধিকঞ্চ, অতএব তস্য উপাস্যত্বঞ্চ, যথা ইন্দ্র চন্দ্র ব্রহ্মাদয়ঃ জীবা এব, তেষাং শক্তি সামর্থ্যাদয়ঃ প্রসিদ্ধমেব। তস্মাৎ জ্ঞানশক্ত্যাধিক্যাৎ পুণ্যাতিশয়াচ্চ অত ইত্যাদি—সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষঃ, চক্ষুর্গোলকান্তঃস্থ পুরুষশ্চ জীব এব ন তু পরমাত্মা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সংশয়—অনন্তর অন্তরধিকরণের সংশয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সূর্য্যমণ্ডলান্তর্গত পুরুষ এবং অক্ষিপুরুষের কথা বলা হইয়াছে সে কি জীবাত্মা? অথবা পরমাত্মা এই সংশয়ের কারণ। এই উপাস্য পুরুষ কি পূণ্য ও জ্ঞানের আতিশয্য বশতঃ চরম উৎকর্ষ প্রাপ্ত কো জীব? কারণ শ্রীভাগবতে বলিয়াছেন—"মানব একশত জন্ম স্বধর্ম্মনিষ্ঠ হইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালন করিলে বিরিঞ্চি হয়।" এই প্রকার শ্রীরুদ্রের বাক্য দ্বারা সাধন সম্পন্ন জীবেরও জ্ঞান এবং ঐশ্বর্য্যযুক্ত ব্রহ্মত্বলাভ শ্রবণ হেতু উদ্‌গীথবিদ্যালব্ধ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী উৎকর্ষ প্রাপ্ত জীবই হইবে। অথবা জীব হইতে অন্য পরমাত্মা? অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইবে এই প্রকার দ্বিকোটিক বাক্য সংশয়, এইরূপ সংশয়বাক্য বর্ণন করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর অন্তরধিকরণে পূর্ব্বপক্ষের উদ্‌ভাবন করিতেছেন—এই স্থলে উদ্‌গীথবিদ্যার দ্বারা উপাস্য জীবই, কিন্তু পরমাত্মা নহে, কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—দেহত্বাদি প্রতীতি হেতু, অর্থাৎ হিরণ্যশ্মশ্রু ও হিরণ্যকেশ প্রভৃতি বর্ণন হেতু পুণ্যাতিশয় প্রাপ্ত জীবই হইবে, পরমেশ্বরে শ্মশ্রুকেশাদির অভাব বিদ্যমান আছে। সুতরাং পূণ্যাতিশায়ী জীবই সূর্য্যমণ্ডলে অথবা নেত্রমধ্যে অবস্থান করিতেছেন, তাহারই উপাসনার উপদেশ করিতেছেন। অতিশয় পুণ্য হেতু জীবের জ্ঞানের আধিক্য এবং শক্তির আধিক্য দেখা যায়, সুতরাং লোকে তাহার কামনা অনুরূপ ফলার্পণ কারিত্ব, শাসকতা, প্রভৃতি গুণ বিদ্যমান আছে, অর্থাৎ জীব জ্ঞান ও শক্তির আধিক্য হেতু সাধারণ জীবের উপাস্যও হয়, যেমন—ইন্দ্র, চন্দ্র, ব্রহ্মা প্রভৃতি সকলে জীবই, কিন্তু তাঁহাদের শক্তি ও সামর্থ্য অসাধারণ বিদ্যমান থাকার জন্য তাঁহারা পূজ্য হইয়াছেন, পুরাণাদিতে তাঁহাদের শক্তি সামর্থ্য ও মহিমার কথা প্রসিদ্ধই আছে। অতএব জ্ঞান-

দতএব লোক কাম ঈশিতৃত্বাদি ফলার্পণাদুপাস্যত্বঞ্চ ইত্যেবং প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৭।২০।

তয়োরন্তর্বর্ত্তী পরমাত্মৈব ন জীবঃ কুতঃ? তদিত্যাদেঃ। ইহ প্রকরণেঽপহত পাপ্মত্বাদীনাং তদ্ধর্ম্মাণাং নিগদাৎ। অপহতপাপ্মত্বমপহতকর্ম্মত্বং কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরাহিত্য-

---

সিদ্ধান্ত—এবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সতি সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—অন্তরিতি। অন্তঃ—সূর্য্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী, চক্ষুর্গোলকান্তর্বর্ত্তী চ পরমাত্মৈব ন জীবঃ, কুতঃ? তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ, তৎ তস্য শ্রীভগবত এব বিজিঘৎসোঽপিপাসাদি—সত্যকাম-সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্ম্মোপদেশাৎ—কথনাৎ। এতে ধর্ম্মা জীবে ন সম্ভবতি, অতো ব্রহ্মৈব। তয়োরিতি—আদিত-চক্ষুর্মধ্যয়োঃ, তদ্ধর্ম্মাণামিতি—শ্রীভগবদ্ধর্ম্মানাম্। তথাহি ছান্দোগ্যে—৮।১।৫, "এষ আত্মা অপহত পাপ্মা বিজরো বিমৃত্যুর্বিশোকোঽজিঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি। সুবালোপনিষদি চ—৭."এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহত পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" তৈত্তিরীয়কে চ ২।৬, "সোঽকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয়" উদ্গীতথবিদ্যায়ামপি—১।২৯ "অপহত পাপ্মা হ্যেষঃ" এবং মুণ্ডকে চ—২।২।৭ "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" এতে দিব্যগুণাঃ শ্রীভগবত্যেব নিত্যাবির্ভূতাঃ সন্তি ন

শক্ত্যাদি আধিক্য হেতু পুণ্যাতিশয়বশতঃ জীবই অক্ষিপুরুষ, সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী পুরুষ এবং চক্ষু-গোলকের মধ্যস্থিত পুরুষ পুণ্যবান্ জীব, পরমাত্মা নহে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমাপ্ত হইল।

সিদ্ধান্ত—এইপ্রকার অন্তরধিকরণের বিষয়বাক্যে পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মসূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—অন্তর ইত্যাদি। অন্তর্বর্ত্তী পরব্রহ্মই, জীব নহে, কারণ তাঁহার ধর্ম্মসকল নিরূপণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডলান্তর্বর্ত্তী এবং চক্ষুর্গোলকমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরমাত্মাই, জীব নহে। যেহেতু, তাঁহার ধর্ম্ম উপদেশ করার জন্য, অর্থাৎ সেই শ্রীভগবানেরই বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্ম্ম কর্ম্মবশ্য জীবে কোন প্রকারে অবস্থান করা সম্ভব নহে, সুতরাং সত্যসঙ্কল্পত্বাদি ধর্ম্মযুক্ত পরব্রহ্মই আদিত্যমণ্ডলাদি মধ্যবর্ত্তী পুরুষ। আদিত্যমণ্ডল এবং চক্ষুগোলকের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরম আত্মাই জীব নহে, কেন? তৎ ইত্যাদির দ্বারা তাহা বলিতেছেন—এই উদ্গীথ উপাসনা প্রকরণে অপহত পাপ্মত্ব প্রভৃতি শ্রীভগবদ্ধর্ম্ম সকলের বর্ণন করা হেতু, এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত আছে—এই আত্মা অপহত পাপ্মা, জরারহিত, মৃত্যুবিবর্জ্জিত, শোকরহিত, ক্ষুধারহিত, পিপাসা-রহিত, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি। সুবলোপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—সকল প্রাণীর অন্তরাত্মা অপহতপাপ্মা, দিব্য, দেব-ক্রীড়াশীল, এই একমাত্র ভগবান্ শ্রীনারায়ণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি কামনা করিয়াছিলেন আমি অনেক হইব, ছান্দোগ্যের উদ্গীথ বিদ্যায়ও নিরূপিত আছে—এই ব্রহ্ম অপহত পাপ্মা বা সর্ব্বপ্রকার পাপ রহিত। এবং মুণ্ডকে বর্ণনা আছে—যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ

মিতি যাবৎ। ন চৈতৎ কর্ম্মবশ্যে জীবে সম্ভবেৎ। ন চৌৎপত্তিকং লোককামেশিতৃত্বাদি। নাপি (দেবাদীনাং) ফলদাতৃত্বং তত্র মুখ্যম্। ন চোপাস্যতায়াঃ পারবশ্যম্ (ন চোপাস্যত্বং

তু কর্ম্মাধীনে জীবে। এতদিতি—অপহতপাপ্মত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব-সর্ব্বদাতৃত্ব-স্বেতর সর্ব্বনিয়ামকত্ব দিব্যাচিন্ত্যানন্তালৌকিকগুণরাশিঃ, অল্পজ্ঞত্বাদিধর্ম্মবিশিষ্টে জীবে ন সম্ভবেৎ। ন চ—ঔৎপত্তিকং তস্য লোক-কাম-ঈশিতৃত্বাদি, ইতি বাচ্যম্, নিত্যত্বশ্রবণাত্তেষাম্। শ্রীভাগবতে—১।১৬।২,৬ সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্। শমোদমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্॥ ইত্যারভ্যঃ—২৯, এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ। প্রার্থ্যা মহত্ত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ॥ তস্মাৎ শ্রীভগবদ্গুণা নিত্যা, নৌৎপত্তিকাঃ।

ননু ব্রহ্মরুদ্রাদীনাং ফলদাতৃত্ব শ্রবণাৎ তেষাং মুখ্যমিতি চেৎ ন, ব্রহ্মাদীনাং তদ্বশ্যত্ব শ্রবণাৎ। তথাহি শ্রীনারায়ণোপনিষদি—১, "নারায়ণাদ ব্রহ্মা জায়তে নারায়ণাদ্ রুদ্রো জায়তে নারায়ণাৎ প্রজাপতি র্জায়তে" শ্রীগীতাসু -৭।৭, "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।" শ্রীভাগবতে চ—১।৩।২৮ "কৃষ্ণস্তু

এই সকল দিব্যগুণবৃন্দ শ্রীভগবানেই একমাত্র নিত্যাবির্ভূত হইয়া বিদ্যমান আছেন, কিন্তু কর্ম্মাধীনে জীবে তাহা থাকে না। অপহত পাপ্মত্ব অর্থাৎ অপহত কর্ম্মত্ব, কর্ম্মবশ্যতাগন্ধরাহিত্য ইহাই অর্থ।

এই সকল কর্ম্মবশ্যে জীবে কোনরূপেই থাকে না, অর্থাৎ অপহত পাপ্মত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বকর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বদাতৃত্ব, স্বেতর সর্ব্বনিয়ামকত্ব, দিব্য অচিন্ত্য-অনন্ত-অলৌকিক গুণরাশি অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টে জীবে সম্ভব নহে। পক্ষান্তরে শ্রীভগবানের এই গুণসকল ঔৎপত্তিক অর্থাৎ আপাত সংযুক্ত নহে। যদি বলেন—শ্রীভগবানের ঐ লোকশাসকতা, কামপ্রদত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি গুণসকল উৎপত্তি বিনাশশীল, এই প্রকার বলিতে পারেন না. কারণ শাস্ত্রে সেই গুণ সকলকে নিত্য বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রীভাগবতে—পৃথিবী ধর্ম্মকে বলিলেন—হে ধর্ম্ম! সত্য শৌচ দয়া ক্ষান্তি ত্যাগ সন্তোষ সরলতা, শম, দম, তপস্যা সাম্য তিতিক্ষা উপরতি, শ্রুত, ইত্যাদি আরম্ভ করিয়া বলিলেন—হে ভগবন্! আমি যাহা বলিলাম এবং অন্য আরও অনেক মহা মহাগুণরাজি যাঁহাতে নিত্যই বিরাজিত. যাহা সাধন সিদ্ধ যোগীসকল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেই যোগিপ্রার্থনীয় গুণরাশি যে দিব্যগুণময় পুরুষ হইতে কখনও বিযুক্ত হয় নাই, সুতরা' শ্রীভগবানের গুণরাজি নিত্য. কদাপি ঔৎপত্তিক নহে ইহাই সিদ্ধান্ত।

শঙ্কা—যদি বলেন ব্রহ্মা রুদ্র প্রভৃতি দেবতাগণ উপাসককে উপাসনা অনুরূপ ফল প্রদান করেন এইরূপ শাস্ত্রে দেখা যায়, সমাধান—এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ ব্রহ্মাদি দেবতাগণও শ্রীভগবানের অধীন এই প্রকার শাস্ত্রে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে শ্রীনারায়ণ উপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীনারায়ণ হইতে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণ করেন, শ্রীনারায়ণ হইতে রুদ্র জাত হয়েন, শ্রীনারায়ণ হইতে প্রজাপতি সকল জাত হয়েন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কিছুই পরতত্ত্ব বস্তু বলিয়া

দেবানাং পারবশ্যত্বাত্তেষাম্)। যত্তু, দেহসম্বন্ধাৎ জীবোঽসাবিত্যুক্তং তন্ন, পুরুষসূক্তাদিষু—"বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" (পু° সূ° ১৮। শ্বে° ৩।৮) ইত্যাদিনা তস্যাত্মভূতদিব্যরূপ শ্রবণাৎ ॥ ২০ ॥

ভগবান্ স্বয়ম্" এতেন উপাস্যত্বমপি তেষাং নিরস্তং বেদিতব্যম্। অথ আদিত্যপুরুষে "হিরণ্যশ্মশ্রুঃ" ইত্যাদি রূপমুদাহৃতং তদেবাক্ষি পুরুষেঽপি উপদিশ্যতে, "এতস্য তদেবরূপং যদমুষ্য রূপম্" ১।৭।৫, ইতি, ন চ পরমেশ্বরস্য রূপবত্ত্বং সম্ভবতি, "অরূপমব্যয়ম্" ইতি শ্রুতেঃ। তয়োরাধারশ্চ শ্রূয়তে—"অন্তরাদিত্যে" "অন্তরক্ষিণি" ইতি। ন চ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিতস্য সর্ব্বব্যাপিনঃ পরমেশ্বরস্যাধারঃ সম্ভবেৎ—"স ভগবঃ কস্মিন্ প্রতিষ্ঠিত ইতি স্বে মহিম্নি" ইতি। "আকাশবৎ সর্ব্বগতশ্চ নিত্যঃ" ইতি ঐশ্বর্য্যমর্য্যাদে তস্য পরমেশ্বরস্যৌপাধিকঃ, ন তু স্বাভাবিকঃ ইতি। তস্মাৎ সূর্য্যমণ্ডলাক্ষিগোলকয়োর্মধ্যে যঃ পুরুষো দৃশ্যতে স জীব এব ন তু পরমেশ্বর ইতি। শঙ্কানিবারয়িতুমাহুঃ—"যত্তু" ইতি।

অথ শ্রীভগবদ্রূপস্য নিত্যতা শ্রুতিসংবাদেন প্রতিপাদয়ন্তি—বেদাহমিতি। যস্য সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব-ধর্ম্মং নিরূপিতং এতং পরমকরুণাময়ং পরব্রহ্ম অহং বেদ জানামি, কীদৃশং তং

নাই। শ্রীভাগবতে নির্ণয় করিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। এতদ্দ্বারা ব্রহ্মা রুদ্রাদির উপাস্যত্বও নিরাকৃত হইল বুঝিতে হইবে। অনন্তর আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের হিরণ্যশ্মশ্রু ইত্যাদি রূপ নিরূপণ করিয়া তাহাই অক্ষিপুরুষেরও বর্ণনা করিয়া উপদেশ করিতেছেন—এই অক্ষিপুরুষের সেই প্রকার রূপ যেমন আদিত্যমণ্ডলস্থ পুরুষের রূপ", ইত্যাদি। শঙ্কা—যদি বলেন—পরমেশ্বরের রূপ কোন প্রকারে সম্ভব নহে, কারণ শ্রুতি তাঁহাকে অরূপ এবং অব্যয় বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এবং সেই পুরুষদ্বয়ের আধারও বর্ণনা কারয়াছেন—যেমন—আদিত্যের অভ্যন্তরে, লোচনের অভ্যন্তরে ইত্যাদি। এইভাবে স্বমহিমাতে প্রতিষ্ঠিত, সর্ব্বব্যাপক, পরমেশ্বরের আধার সম্ভব হয় নাই, কারণ সেই প্রকারই শ্রুতিসংবাদে দৃষ্ট হয়—হে ভগবন্! তিনি কোথায় নিবাস করেন? নিজের মহিমাতেই, অন্য শ্রুতি তাঁহাকে "আকাশবৎ অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক সর্ব্বগত এবং নিত্য" বলিয়াছেন। অতএব ব্রহ্মের যে ঐশ্বর্য্য তথা মর্য্যাদা বা সীমার কথা শ্রবণ করা যায়, তাহা পরমেশ্বরের ঔপাধিক মাত্র কিন্তু স্বাভাবিক নহে, সুতরাং সূর্য্যমণ্ডলবর্ত্তী এবং নেত্র-গোলকের মধ্যস্থিত যে পুরুষ দেখা যায় সে জীবই পরমেশ্বর নহে।

সমাধান—এই আশঙ্কা সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—যত্তু ইত্যাদি। যাঁহারা দেহসম্বন্ধ প্রযুক্ত এই পুরুষদ্বয়ের জীবত্ব প্রতিপাদন করেন তাহা অতিশয় মন্দ সিদ্ধান্ত।

অতঃপর শ্রীভগবানের রূপের নিত্যতা শ্রুতিসংবাদের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—পুরুষ সূক্ত প্রভৃতি শ্রুতি মন্ত্রে নির্ণয় করিয়াছেন—বেদাহং ইত্যাদি। অন্ধকারের পরপারে সূর্য্যবর্ণ মহান্ পুরুষকে আমি জানি" অর্থাৎ যাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বকারণত্ব, সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব ধর্ম্মসকল নিরূপণ করা হইয়াছে

ওঁ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৭।২১।

আদিত্যাদিদেহাভিমানিনো জীবাদন্যোঽন্তর্য্যামী পরমাত্মেত্যবশ্যমঙ্গীকার্য্যম্। "য আদিত্যে তিষ্ঠন্ আদিত্যাদন্তরো যমাদিত্যো ন বেদ যস্যাদিত্যঃ শরীরং য আদিত্যমন্তরো

তত্রাহ—পুরুষং—ভক্তমনোরথান্ পুরয়তি ইতি, মহান্তং—সর্ব্বনিয়ামকম্, আদিত্যবর্ণম্—নিরতিশয়োজ্জ্বল্য-মধুর্য্যাদি গুণগণাশ্রয় দিব্যমঙ্গল বিগ্রহম্. স চাপ্রাকৃত ইতি আহ—তমসঃ পরস্তাদিতি।

সঙ্গতিঃ—অথ অন্তরধিকরণস্য সঙ্গতিমাহুঃ ইত্যাদিনা" ইতি। ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণেন সূর্য্য-মণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, চক্ষুরন্তর্বর্ত্তী চ পুরুষঃ অপ্রাকৃত দিব্য সৌন্দর্য্যাদি বিমণ্ডিত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব। তস্য—শ্রীগোবিন্দদেবস্যাত্মভূতদিব্যরূপ শ্রবণাদিতি ভাষ্যার্থমিতি ॥ ২০ ॥

অথ শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বোপাস্যত্বং সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বং চ নিরূপয়তি ভগবান্ সূত্রকারঃ "ভেদ" ইতি। ভেদব্যপদেশাৎ—আদিত্যাভিমানিনো জীবাৎ "ভেদ" কথনাৎ চ "অন্যঃ" পরমেশ্বরোঽন্যঃ, ন তু জীব ইতি। অত্র বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্যেন তয়োর্ভেদমাহুঃ—"যঃ" ইতি। যঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী আদিত্যে সূর্য্যে তিষ্ঠন্, কুত্র তিষ্ঠতি আদিত্যাদন্তরঃ, আদিত্যস্যান্তর্য্যামিরূপেণ তদ্ হৃদয়ে বর্ত্ততে, যং পরমাত্মানং

সেই পরম করুণাময় পরমব্রহ্মকে আমি জানি, তিনি কি প্রকার? তাহা বলিতেছেন—পুরুষ যিনি সর্ব্ব-বিধ ভক্তের মনোরথ সকল পূরণ করেন, তিনি পুরুষ, মহান্ত—সর্ব্বনিয়ামক, আদিত্যবর্ণ—নিরতিশয় উজ্জ্বলতা বিশিষ্ট মাধুর্য্যাদি গুণগণাশ্রয় দিব্য মঙ্গলবিগ্রহ এবং এই শ্রীবিগ্রহ অপ্রাকৃত তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—তমসঃ পরস্তাৎ অর্থাৎ কোন প্রকার প্রাকৃত ধর্ম্মের গন্ধও শ্রীভগবানে নাই।

সঙ্গতি—অনন্তর অন্তরধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—ইত্যাদি শব্দের দ্বারা। এই প্রকার শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী এবং চক্ষুগোলকের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ অপ্রাকৃত দিব্য সৌন্দর্য্যাদি বিমণ্ডিত পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই। সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আত্মস্বরূপ দিব্যরূপ বিদ্যমান আছে এই প্রকার শাস্ত্রাদিতে শ্রবণ করা হেতু তিনিই আদিত্যমধ্যবর্ত্তী পুরুষ, জীব নহে, ইহাই ভাষ্যার্থ ॥ ২০ ॥

অনন্তর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বোপাস্যত্ব এবং সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব নিরূপণ করিতেছেন—ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ—ভেদ ইত্যাদির দ্বারা। ভেদব্যপদেশ হেতু তাহা অন্য। অর্থাৎ ভেদব্যপদেশ হেতু—আদিত্যাভিমানী জীব হইতে 'ভেদ' বর্ণন হেতু 'অন্য' পরমেশ্বর অন্য, কিন্তু জীব নহে। আদিত্যা-দিদেহাভিমানী জীব হইতে অন্তর্য্যামী পরমাত্মা পৃথক্, এই প্রকার অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে। এই বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বাক্যের দ্বারা আদিত্যাভিমানী জীব হইতে পরব্রহ্মের ভেদ বর্ণনা করিতে-ছেন—য ইত্যাদি দ্বারা। যিনি আদিত্যে অবস্থান করেন এবং আদিত্যের অন্তরে, যাঁহাকে আদিত্য

যময়তি এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" (বৃ০ ৩।৭।৯) ইতি বৃহদারণ্যকে। তস্মাৎ ভেদনিরূপণাৎ স এবেহ ভবিতুমর্হতি, শ্রুতি সামান্যাৎ ॥ ২১ ॥

সূর্য্যো ন বেদ-ন জানাতি, যস্য পরমেশ্বরস্য আদিত্যঃ শরীরম্, যঃ সর্ব্বেশ্বরঃ আদিত্যস্য অন্তরঃ—অন্তঃকরণং সর্ব্বেন্দ্রিয়ং বা যময়তি নিয়ময়তি, শ্রীভগবৎ কৃপয়ৈব সূর্য্যস্য প্রকাশরূপত্বমেবমেবাহ শ্রীগীতাসু—১৫।১২ "যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্। যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ তস্মাৎ সূর্য্যস্যাপি প্রকাশকং পরমেশ্বরমিতি সিদ্ধম্। এষ ত" ইতি হে উদ্দালক! এষ সর্ব্বান্তর্য্যামী তে তব আত্মা, আরাধ্যঃ, অন্তর্য্যামী-নিয়ামকঃ, অমৃতঃ-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্যঃ। অত্র 'এষ তে' ইত্যনেন জীব-ব্রহ্মণো-র্ভেদ এব সূত্রকারাভিমতম্। ষষ্ঠ্যা তৎ প্রতিপাদনাৎ। তথাহি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে—৪।৯, "ভেদ্য-ভেদকয়োঃ শ্লিষ্টিঃ সম্বন্ধোঽন্যোঽন্যমিষ্যতে। দ্বিষ্ঠো যদ্যপি সম্বন্ধঃ ষষ্ঠ্যুৎপত্তিস্তু ভেদকাৎ॥ যে তু তয়োর-ভেদং মন্যন্তে, তে স্বপক্ষ বিক্ষতি র্ন বিলোক্যন্তে, তেষাং বিভক্তি জ্ঞান রাহিত্যাৎ। অথাধিকরণং নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি। জীবেশয়োর্ভেদ নিরূপণাৎ, 'স এব' ইতি। সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তি সর্ব্বান্তর্য্যামি শ্রীগোবিন্দ-

---

জানেন না, যাঁহার আদিত্য শরীর যিনি আদিত্যের অন্তর নিয়মিত করেন, ইনিই তোমার আত্মা অন্ত-র্য্যামী ও অমৃত। অর্থাৎ যে অন্তর্য্যামী আদিত্যে সূর্য্যে অবস্থান করেন, কোথায় অবস্থান করেন? আদিত্যের অন্তর্য্যামীরূপে তাহার হৃদয়ে অবস্থান করেন, যে পরমাত্মাকে সূর্য্য জানিতে পারেন না, যে পরমেশ্বরের আদিত্য শরীর, সেই সর্ব্বেশ্বর আদিত্যের অন্তর অর্থাৎ অন্তঃকরণ অথবা সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়মন করেন, কারণ শ্রীভগবানের কৃপার দ্বারাই সূর্য্যের প্রকাশরূপতা সিদ্ধ হয়, এই প্রকার শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে পার্থ! আদিত্যগত যে তেজ, যাহা সমগ্র জগৎকে উদ্ভাসিত করে, যে তেজ চন্দ্রের মধ্যে বিদ্যমান্ এবং যে তেজ অগ্নিতে বিদ্যমান আছে সেই তেজ আমারই বলিয়া জানিবে। অতএব সূর্য্যেরও প্রকাশক শ্রীপরমেশ্বর ইহা শ্রীগীতা বাক্যে সিদ্ধ হইল।

ইনিই তোমার, অর্থাৎ হে উদ্দালক! এই সর্ব্বান্তর্য্যামী তোমার আত্মা-আরাধ্য, অন্তর্য্যামী-নিয়ামক, অমৃত-সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্য। এই স্থলে—ইনি তোমার, এই বাক্যের দ্বারা জীব এবং ব্রহ্মের ভেদই সূত্রকার ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণের অভিমত এবং ষষ্ঠী বিভক্তির দ্বারা তাহাই নিরূপণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণের অনুশাসন এই প্রকার- ভেদ্য ও ভেদক অর্থাৎ বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়ের পরস্পর যে শ্লিষ্টি আর্থিক যোগ তাহাকেই সম্বন্ধ বলে, এই সম্বন্ধ উভয়নিষ্ঠ তথাপি ভেদকের বা বিশেষণের উত্তরেই ষষ্ঠী বিভক্তির উৎপত্তি হইবে। এই স্থলে যাঁহারা জীব ও ব্রহ্মের অভেদ স্বীকার করেন, তাঁহারা স্ব পক্ষের যে ক্ষতি হইতেছে তাহা অবলোকন করেন নাই, কারণ তাঁহাদের ব্যাকরণের বিভক্তি বিষয়ে কোন প্রকার জ্ঞান নাই। অনন্তর এই অন্তরধিকরণের নিগমন করিতেছেন—তস্মাদি-ত্যাদি। জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ নিরূপণ হেতু 'তিনিই' এই প্রকার নির্ণয় করার জন্য সূর্য্যমণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী

৮ ॥ আকাশাধিকরণম্ ॥

তত্রৈব ছান্দোগ্যে শ্রূয়তে—(১।৯।১) "অস্য লোকস্য কা গতিরিত্যাকাশ ইতি হোবাচ সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতান্যাকাশাদেব সমুৎপদ্যন্ত আকাশং প্রত্যস্তং যান্ত্যাশো হ্যেবৈভ্যোজ্যায়া

দেবঃ। শ্রুতিসামান্যাদিতি—"অথ য এষোঽন্তরাদিত্যঃ" তথা "য আদিত্যে তিষ্ঠন্" ইত্যনয়োঃ সমানবস্তু প্রতিপাদনাদিতি ভাবঃ।

আদিত্যমণ্ডলে যস্তু যশ্চ চক্ষুষি বর্ত্ততে। হিরণ্ময়ঃ স এবায়ং পুরুষঃ শ্যামসুন্দরঃ ॥ ২১ ॥

॥ ইতি অন্তরধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্ ॥ ৭ ॥

৮ ॥ আকাশাধিকরণম্ ॥

পূর্ব্বমপহত পাপ্মত্বাদিনা ব্রহ্মলিঙ্গেন হিরণ্যশ্মশ্রুত্বাদিকমন্যথা নীতম্। ইহ লিঙ্গাদাকাশশ্রুতি-রন্যথা নেতু ন শক্যা, লিঙ্গাপেক্ষয়া শ্রুতেঃ প্রাবল্যাৎ, ইতি প্রত্যুদাহরণসঙ্গতিরারভ্যতে—অথেতি। অথ আকাশাধিকরণে পরব্রহ্মৈব আকাশশব্দবাচ্যমিতি প্রতিপাদ্যন্তে—তত্রৈবেতি।

সর্ব্বান্তর্ব্বর্ত্তী সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। শ্রুতিসামান্য অর্থাৎ ছান্দোগ্য শ্রুতিতে যে আদিত্য-মণ্ডলান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষের কথা বলিয়াছেন—তাহা বৃহদারণ্যক উপনিষদেও তাঁহারই নিরূপণ করিয়াছেন, তাহাই দেখাইতেছেন—অনন্তর যে এই আদিত্যের অন্তরে এবং যিনি আদিত্যে অবস্থান করিয়া, ইত্যাদি। এই ভাবে উভয় উপনিষদে সমান বস্তুকেই প্রতিপাদন করা হেতু আদিত্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী পুরুষ জীব নহে পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ইহাই ভাবার্থ।

যিনি আদিত্যমণ্ডলে নিবাস করিতেছেন এবং যিনি চক্ষুগোলকের মধ্যে বিরাজিত, তিনি এই হিরণ্ময় পুরুষ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর ॥ ২১ ॥

॥ এই প্রকার অন্তরধিকরণ সপ্তম সমাপ্ত হইল ॥ ৭ ॥

৮ ॥ আকাশাধিকরণ—

অতঃপর আকাশাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে অন্তরধিকরণে অপহত পাপ্মত্বাদি জ্ঞাপক লিঙ্গের দ্বারা হিরণ্যশ্মশ্রু প্রভৃতি শ্রুতি অন্যথা অর্থাৎ পরব্রহ্মপর প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই স্থলে কিন্তু আকাশ শ্রুতিকে কোন প্রকারে অন্যথা—ব্রহ্মপর করিবার সামর্থ্য নাই। কারণ লিঙ্গ হইতে শ্রুতির প্রাবল্য হেতু, এই প্রকার প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি। এই প্রত্যুদাহরণসঙ্গতি ব্যাখ্যা করিবার জন্য আরম্ভ করিতেছেন—অথ ইত্যাদি। অনন্তর আকাশাধিকরণে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই আকাশ শব্দ-বাচ্য ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—তত্রৈব ইত্যাদির দ্বারা।

নাকাশঃ পরায়ণম্" ইতি। ইহ সন্দিহ্যতে—আকাশশব্দবোধ্যং বিয়ৎ ? ব্রহ্মবেতি।

তত্রাকাশশব্দস্য বিয়তি রূঢ়ত্বাৎ "আকাশাদ্বায়ুঃ" (তৈ০ ২।১।৩) ইতি তস্যাপি

বিষয়ঃ—অত্র ছান্দোগ্যবাক্যং বিষয়ত্বেন বর্ণয়ন্তি "অস্য" ইতি। শিলকেন পৃষ্টঃ—"অস্য পৃথিবীলোকস্য কা গতিঃ ? নিখিল প্রপঞ্চাধারঃ কঃ ? গতিরিতি আশ্রয় ইত্যর্থঃ। ইতি প্রশ্নস্যোত্তরং জৈবলিঃ কথয়তি—আকাশ ইতি। সর্ব্বাণি 'হ' প্রসিদ্ধঃ, ইমানি ভূতানি অস্মাদাকাশাদেব সম্যক্‌রূপেণ উৎপদ্যন্তে ন তু কারণান্তরাৎ, আকাশে অস্তং যান্তি প্রলয়কালে ইত্যর্থঃ, আকাশঃ পরায়ণং পরমাশ্রয়মিতি। তস্মাৎ সর্ব্বোৎপাদকঃ, সর্ব্বাধার আকাশ এব বিষয়বাক্যার্থঃ।

সংশয়ঃ—অত্র বিয়ৎ আকাশঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—বিয়তি রূঢ়ত্বাদাকাশশব্দস্য ভূতাকাশে প্রথমপ্রতীতিরুদয়াৎ, অত্র জৈবলিকথিত ভূতাকাশ এব। ননু অত্র আকাশশব্দেন ব্রহ্মৈবোচ্যতে, তস্মাৎ সর্ব্বভূতোৎপত্তি শ্রবণাদিতি চেন্ন, তত্তু অত্রৈব দর্শনাৎ· ইত্যাহুঃ—"আকাশাৎ ভূতাকাশাৎ বায়ুঃ" এবং ক্রমেণ সর্ব্বাণি ভূতানি ভূতাকাশাদেব

বিষয়—ছান্দোগ্য উপনিষৎ বাক্যে বর্ণিত আছে—অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদের বাক্য বিষয়রূপে বর্ণনা করিতেছেন—অস্য ইত্যাদি। এই লোকের কি গতি ? তিনি বলিলেন—আকাশ, এই ভূতসকল আকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, আকাশেই অস্ত যায়, আকাশই পরম আশ্রয়। অর্থাৎ মহর্ষি শিলক জৈবলিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—এই পৃথিবীলোকের কি গতি ? নিখিল প্রপঞ্চের আধার কে ? গতির অর্থ আশ্রয়। এই প্রশ্নের উত্তরে মহর্ষি জৈবলি বলিলেন—আকাশ। 'হ' প্রসিদ্ধ অর্থ, প্রসিদ্ধ ভূতসকল এই আকাশ হইতেই সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন হয় এই বিষয়ে কোন কারণান্তর নাই, মহাপ্রলয়কালে আকাশেই অস্ত হয়, সুতরাং আকাশই ভূতসকলের পরায়ণ বা পরম আশ্রয়। সুতরাং সকলের উৎপাদক সকলের আধার আকাশই, ইহাই বিষয় বাক্যের অর্থ।

সংশয়—এই বিষয় বাক্যে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে—এই আকাশশব্দের দ্বারা কি ভূতাকাশকে বোধ করাইতেছে ? অথবা—আকাশশব্দ পরব্রহ্মের বোধক ? এই প্রকার সংশয়াত্মক বাক্য সন্দেহ উৎপন্ন করে।

পূর্ব্বপক্ষ—এই সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—এই স্থলে আকাশ শব্দের বিয়তি ভূতাকাশে রূঢ় হেতু তাহা বিয়তই। রূঢ়—অর্থাৎ আকাশশব্দের ভূতাকাশেই প্রথম প্রতীতির উদয় হেতু, এই জৈবলি কথিত আকাশ ভূতাকাশই। শঙ্কা—যদি বলেন—এই আকাশ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মকেই নিরূপণ করিতেছেন, কারণ তাহা হইতেই সকল ভূতের উৎপত্তি শ্রবণ হেতু, সমাধান—এই কথা বলিতে পারেন না, তাহা ভূতাকাশেই সম্ভব হয়, এই বিষয়ে শ্রুতি বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—ভূতাকাশ হইতে বায়ুর উৎপত্তি হয়। এই প্রকার ক্রমপূর্ব্বক ভূতসকল ভূতাকাশ হইতেই উৎপন্ন হয়, সুতরাং

ভূতোৎপত্তিহেতুত্ব শ্রবণাচ্চ বিয়দিতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৮।২২।

ব্রহ্মৈব স ন বিয়ৎ, কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ। সর্ব্বভূতোৎপাদনত্বাদি লক্ষণ ব্রহ্মলিঙ্গাদিত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি—"সর্ব্বাণি" (ছা° ১৯।১) ইত্যসঙ্কুচিতসর্ব্বশব্দাৎ বিয়ৎ সহিত

উৎপদ্যন্তে। ন চ "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" তৈ° ২।১।১, ইতি আত্মনঃ সকাশাৎ তেষামুৎপত্তিরিতি বাচ্যম্ আত্মা শব্দোঽপি তত্র ভূতাকাশে বর্ত্ততে। চেতন এব আত্মশব্দঃ প্রয়োগ ইতি ন নিয়মঃ, "মৃদাত্মকো ঘটঃ" ইতি অচেতনে আত্মা শব্দ দর্শনাৎ। ন চ "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" ইতি তস্যাপি কার্য্যত্ব শ্রবণান্নাত্মাশব্দবাচ্যমিতি বাচ্যম্, সর্ব্বেষাং ভূতানাম্ অবস্থাদ্বয় শ্রবণাৎ তত্র সূক্ষ্মাবস্থা কারণং স্থূলাবস্থাকার্য্যমিতি, "আত্মনঃ" ইতি স্বস্মাদেব সূক্ষ্মরূপাৎ স্বয়ং স্থূলরূপঃ সম্ভূতঃ ইত্যর্থঃ। তস্মাদ্ বিয়দেব সর্ব্বভূতোৎপাদকো ন ব্রহ্ম, এবং ব্রহ্মশব্দেন ভূতাকাশমেব বোধ্যতে। ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রী বাদরায়ণঃ—আকাশ ইতি।

সিদ্ধান্তঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদি সর্ব্বলোকগতিত্বেন শ্রূয়মাণ আকাশঃ পরব্রহ্ম এব নান্যঃ, কুতঃ? তল্লিঙ্গাৎ, তস্য ব্রহ্মার্থ প্রকাশন সামর্থ্যবৎ পদযোগাদিত্যর্থঃ।

ভূতাকাশকেও ভূতোৎপত্তির কারণ বলিয়া শ্রবণ করা যায়। শঙ্কা—যদি বলেন—তৈত্তিরীয় উপনিষদে এই প্রকার দেখা যায়—"আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভব হইয়াছে" ইত্যাদি আত্মার নিকট হইতেই ভূত সকলের উৎপত্তি সিদ্ধ হয়, সমাধান—এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ আত্মা শব্দও ভূতাকাশ বাচক দেখা যায়। কেবলমাত্র চেতন বস্তুতেই যে আত্মা শব্দ প্রয়োগ হইবে তাহার কোন নিয়ম নাই, কারণ "মৃদাত্মক ঘট" এই প্রকার অচেতনেও আত্মা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। শঙ্কা—যদি বলেন—আকাশ হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি আপনারা বলিতেছেন—কিন্তু শ্রুতি—আত্মা হইতে আকাশ উদ্ভব হইয়াছে" এই প্রকার নিরূপণ করায়—ভূতাকাশও কার্য্য, কারণ নহে, সুতরাং ভূতাকাশের কার্য্যত্ব শ্রবণ হেতু তাহা আত্মা শব্দবাচ্য নহে, সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, যে হেতু পদার্থ সকলেরই দুই প্রকার অবস্থা দেখা যায়, একটি কারণাবস্থা, অপর কার্য্যাবস্থা, তন্মধ্যে সূক্ষ্মাবস্থা কারণ এবং স্থূলাবস্থা কার্য্য, সুতরাং—'আত্মনঃ' অর্থাৎ নিজের হইতে বা নিজ সূক্ষ্মরূপ কারণ হইতে স্বয়ং স্থূলরূপ কার্য্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। অতএব ভূতাকাশই সকল কার্য্যের বা ভূতসকলের উৎপাদক, কিন্তু ব্রহ্ম নহে। যদি ব্রহ্মাই ভূতোৎপাদক স্বীকার করেন তবে ব্রহ্মশব্দের দ্বারাও ভূতাকাশই বুঝিতে হইবে, অন্য নহে।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ কর্ত্তৃক এই প্রকার পুর্ব্বপক্ষ উদ্ভাবন করা হইলে সিদ্ধান্তসূত্রের প্রকট করিয়াছেন ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ—আকাশ ইত্যাদি। লোক সকলের গতিরূপে শ্রূয়মাণ যে আকাশ তাহা পরব্রহ্মই, অন্য কিছু নহে, কেন? তাহার লিঙ্গহেতু, অর্থাৎ ঐ আকাশ শব্দের ব্রহ্মার্থ প্রকাশ করার

সর্ব্বভূতোৎপত্তিহেতুত্বমবগতম্। ন চ তদ্ বিয়ৎ পক্ষে সম্ভবেৎ, স্বস্য স্বহেতুত্বাসম্ভবাৎ।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যে দৃশ্যতে— ১।৮।১ ত্রয়োদ্গীথবিদ্যাকুশলা আসন্, শালাবত্যঃ শিলকঃ, চৈকিতায়নো দাল্ভ্যঃ, জৈবলিঃ প্রবাহণ ইতি। তে একান্তপ্রদেশে উদগীথসম্বন্ধিনী বাক্ সমালোচয়ামাসুঃ, তত্রাদৌ শিলকঃ প্রশ্নকর্ত্তা, দালভ্যো বক্তা, প্রবাহণঃ শ্রোতা। অথ প্রশ্নোত্তরে— সাম্নো কা গতিঃ? স্বর ইতি, স্বরস্য কা গতিঃ? প্রাণ ইতি। প্রাণস্য কা গতিঃ? অন্নমিতি। অন্নস্য কা গতিঃ? আপ ইতি। অপাং কা গতিঃ? অসৌ লোক ইতি। অমুস্য লোকস্য কা গতিঃ? স্বর্গমিতি। অতঃ স্বর্গলোকপ্রতিষ্ঠং সাম (উদগীথং) জানীম। এতচ্ছ্রুত্বা শিলকোবাচ—অপ্রতিষ্ঠং তে জ্ঞানম্ "অমুস্য লোকস্য অয়ং লোকো গতিঃ, অয়ং হি লোকো যাগ-দান-হোমাদিভিরমুং লোকং পুষ্ণাতি ইতি। এবং শ্রবণং কৃত্বা জৈবলিরুবাচ—অন্তবদ্ বৈ তে প্রতিষ্ঠা ইতি। তদা শিলকেন পৃষ্টঃ— অস্য লোকস্য কা গতিঃ? প্রবাহণোবাচ— আকাশ ইতি। তল্লিঙ্গাদিতি —লিঙ্গং জ্ঞাপকম্। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে আকাশং প্রত্যস্তং যান্তি আকাশো হ্যেব এভ্যো জ্যায়ান্॥ (ছা০ ১।৯।১) "যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ" (তৈ০ ২।৭।১) ইত্যাদীনি ব্রহ্মলিঙ্গক বচনানি শ্রূয়ন্তে। সর্ব্বজগদুৎপত্তি প্রলয়

সামর্থ্যযুক্ত পদ সকলের সংযোগ থাকা হেতু। সর্ব্বোৎপাদক আকাশ ব্রহ্মই বিয়ৎ নহে, কারণ তাহার লিঙ্গ হেতু, অর্থাৎ—সর্ব্বভূতের উৎপাদনত্ব যে ব্রহ্মের লক্ষণ সেই লক্ষণ এই আকাশে বিদ্যমান থাকা হেতু।

এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়—পূর্ব্বকালে তিন ব্যক্তি উদগীথবিদ্যায় কুশল ছিলেন, শিলাবতের পুত্র শিলক, চেকিতানের পুত্র দাল্ভ্য এবং জিবলের পুত্র প্রবাহণ। একদা এই তিনজনে একান্ত প্রদেশে উদগীথ সম্বন্ধিনী বাক্ সমালোচনা করিতেছেন, তন্মধ্যে শিলক প্রশ্নকর্ত্তা, দাল্ভ্য বক্তা, এবং প্রবাহণ হইলেন শ্রোতা। অনন্তর প্রশ্ন এবং উত্তর এই প্রকার—

সামের গতি কোথায়? স্বর। স্বরের কোথায় গতি? প্রাণে। প্রাণের গতি কোথায়? অন্নে। অন্নের গতি কোথায়? আপ। এই জলের কোথায় গতি? এই লোকই গতি। এই লোকের গতি কোথায়? স্বর্গলোক। সুতরাং স্বর্গলোকে প্রতিষ্ঠিত সাম বা উদগীথ বিদ্যাকেই জানি। এই প্রকার শ্রবণ করিয়া শিলক বলিলেন—আপনার জ্ঞান অপ্রতিষ্ঠিত, কারণ ঐ লোকের কোথায় অবস্থান? এই লোক, মানব এই লোকেই যাগ-দান-হোমাদি শুভকর্ম্মের দ্বারা ঐ পরলোককে পোষণ করে, শিলকের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া জৈবলি প্রবাহণ বলিলেন—আপনার এই জ্ঞান বা প্রতিষ্ঠা অন্তবদ্ অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান নহে। তখন শিলক জিজ্ঞাসা করিলেন—তাহা হইলে এই লোকের কি গতি? প্রবাহণ বলিলেন—আকাশ ইত্যাদি। তল্লিঙ্গাৎ শব্দের অর্থ তাহার জ্ঞাপক, লিঙ্গ অর্থাৎ জ্ঞাপক। এই বিষয়ে প্রমাণ সকল এইরূপ "এই ভূত সকল আকাশ হইতেই সমুৎপন্ন হয়।" "আকাশেই অস্ত হয়।" "আকাশই এই সকল হইতে পরম শ্রেষ্ঠ।" "যদি এই আকাশ আনন্দ না থাকিত তবে কে জীবন ধারণ

"আকাশাদেব" (ছা° ১।৯।১) ইতি 'এব' কারেণ হেত্বন্তরং নিরস্তম্। এতদপি ন তৎ পক্ষে, মৃদাদের্ঘটাদিহেতুদৃষ্টত্বাৎ, ব্রহ্মপক্ষে তু তস্যৈব সর্ব্ব শক্তিমতঃ সর্ব্বরূপত্বাৎ।

যদ্যপ্যাকাশশব্দস্তত্র রূঢ়ঃ তথাপি শ্রৌত রূঢ়িতো ব্রহ্মণি প্রযুজ্যতে বলিষ্ঠত্বাদিতি ॥ ২২ ॥

পালনহেতুত্ব সর্ব্বজ্যায়স্ত্বহনন্তত্বাদীনি ব্রহ্মলিঙ্গানি জ্ঞাপক বচনানি। ন তু ইমানি বচনানি ভূতাকাশপরাণি ইত্যাতাহুঃ—এতদিতি। সর্ব্বরূপত্বাদিতি—আকাশঃ পরব্রহ্ম এব স্বয়মাহ শ্রীভগবান্- শ্রীএকাদশে—১৬।৩৭, "পৃথিবী বায়ুরাকাশ আপো জ্যোতিরহং মহান্। আকাশশব্দঃ ভূতাকাশে এব প্রতীতিঃ। বলিষ্ঠত্বাদিতি—অত্র শ্রীমজ্জৈমিনিঃ—"শ্রুতি-লিঙ্গ-বাক্য-প্রকরণ-স্থান-সমাখ্যানাং সমবায়ে পারদৌর্ব্বল্যমর্থ-বিপ্রকর্ষাৎ" ৩।৩।৭।১৪। "তত্র নিরপেক্ষা রবঃ শ্রুতিঃ" "শব্দ সামর্থ্যং লিঙ্গম্" ইতি শ্রীলৌগাক্ষিঃ" শ্রুতিলিঙ্গয়োঃ শ্রুতির্ব্বলীয়সী, কুতঃ? অর্থবিপ্রকর্ষাৎ, অর্থস্য বিপ্রকর্ষোঽর্থবিপ্রকর্ষঃ" ইতি শ্রীশবরস্বামি-

---

করিত" ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞাপক বাক্যসকল শ্রবণ করা যায়। সর্ব্বজগদুৎপত্তি-প্রলয়-পালনহেতুত্ব, সর্ব্বজ্যায়স্ত্ব অনন্তত্ব প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ প্রতিপাদক বাক্যসকল বিদ্যমান আছে, সুতরাং আকাশশব্দে পরব্রহ্মই বোধ্য ভূতাকাশ নহে। এই সকল বাক্যের সারার্থ নিরূপণ করিবার জন্য শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন ইহাই উক্ত হইতেছে—ছান্দোগ্য শ্রুতিমন্ত্রে যে "সর্ব্বাণি" অর্থাৎ ভূতসকল উৎপন্ন হয়" এই কোন প্রকার সঙ্কোচ রহিত 'সর্ব্ব' শব্দ প্রয়োগ করা হেতু বিয়ৎ সহিত সকল ভূতের উৎপত্তির পরম কারণ অবগত করাইতেছে। এই সর্ব্বভূতোৎপত্তিত্ব বিয়ৎ পক্ষে সম্ভব হইবে না কারণ নিজেই নিজের হেতু হয় না, অর্থাৎ আকাশ হইতে আকাশ উৎপন্ন হয় না। এই প্রকার স্বীকার করিলে আত্মাশ্রয় দোষ হয়।

প্রমাণ বাক্যে—"আকাশাদেব" এই 'এব' কারের দ্বারা প্রপঞ্চোৎপত্তির সকল হেতু বা কারণ নিরস্ত হইল। ইহাই বোদ্ধব্য। পক্ষান্তরে—আপনারা যে বলেন ভূতাকাশ হইতে সকল প্রপঞ্চের উৎপত্তি হয়, তাহাও যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ এই জগতে কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি দেখা যায়, কার্য্য হইতে কখনও কারণের উৎপত্তি হয় না, যেমন—মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি হয়, ঘট হইতে কখনও মৃত্তিকার উৎপত্তি হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে সকল সঙ্গতি হয়, অর্থাৎ তিনি উভয় কার্য্য কারণরূপ বা কারণ কার্য্যরূপ হইতে পারেন, কারণ শাস্ত্রে তাঁহারই অচিন্ত্য শক্তিমত্ত স্বরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে, সুতরাং তিনি সর্ব্বস্বরূপ। আকাশ যে পরব্রহ্ম তাহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিজ বিভূতিযোগ বর্ণন ক্রমে শ্রীউদ্ধবকে বলিয়াছেন, শ্রীএকাদশে—হে উদ্ধব! আমি পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, জ্যোতিষ্কমণ্ডল ও মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার প্রভৃতি হই। যদ্যপি আকাশশব্দ ভূতাকাশে রূঢ় অর্থাৎ ভূতাকাশেই প্রথম প্রতীতির উদয় হয়, তথাপি শ্রোতরূঢ়ি হইতে আকাশশব্দ পরব্রহ্মেই প্রতীতির উদয় হয়, কারণ—শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা পরব্রহ্ম বোধই বলিষ্ঠ। বলিষ্ঠ—অর্থাৎ এই বিষয়ে পূর্ব্ব মীমাংসাকার শ্রীমৎ জৈমিনি মহর্ষি বলিয়াছেন—শ্রুতি, লিঙ্গ, বাক্য, প্রকরণ স্থান ও সমাখ্যা এই সকলের সমবায় অর্থাৎ একত্র প্রাপ্তির যোগ থাকিলে পর

পাদাঃ। তস্মাৎ—লিঙ্গাৎ শ্রুতের্ব্বলীয়স্ত্বাৎ আকাশশব্দেন পরব্রহ্মৈব গম্যতে, ন তু ভূতাকাশঃ। যত্তু—চেতনে এব আত্মশব্দঃ প্রয়োগ ইতি ন নিয়মঃ, "মৃদাত্মকো ঘটঃ" ইতি অচেতনে আত্মা শব্দদর্শনাৎ" ইত্যুক্তম্। তত্রোচ্যতে—যদ্যপি ক্বচিদচেতনেঽপি আত্মশব্দ দৃশ্যতে, তত্তু শরীরস্য প্রতিসম্বন্ধিনি এব, আত্মশব্দস্য প্রয়োগ প্রাচুর্য্যাৎ। "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ" ঐ০ ১।১।১। "আত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ" তৈ০ ২।১।২, "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" ছা০ ৭।২৫।২, "আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ" বৃ০ ১।৪।১, ইত্যাদিষু শরীরপ্রতিসম্বন্ধিনি চেতন এব আত্ম শব্দ প্রতীয়তে। যথা—গো শব্দস্য অনেকার্থবাচিত্বেঽপি প্রয়োগ-প্রাচুর্য্যাৎ সাস্নাদিমানেব স্বতঃ প্রতীয়তে।

সঙ্গতিঃ—তস্মাৎ সর্ব্বজগদুৎপত্তি-পালন প্রলয় কারণ সর্ব্বব্যাপক-সর্ব্বজ্যায়-অনন্ত-কল্যাণ-গুণগণালঙ্কৃত পরাৎপর-সর্ব্বেশ্বর-স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ—ভগবান্ শ্রীগোবিন্দ এব আকাশশব্দ বাচ্য ইতি অধিকরণার্থঃ ॥ ২২ ॥

॥ ইত্যাকাশাধিকরণমষ্টমং সমাপ্তম্ ॥ ৮ ॥

পর দুর্ব্বল বলিয়া জানিবে কারণ পর পরের অর্থ বিপ্রকর্ষ হেতু। তন্মধ্যে নিরপেক্ষ বাক্যই শ্রুতি, শব্দের যে সামর্থ্য তাহাকেই লিঙ্গ বলে, এই প্রকার শ্রীলৌগাক্ষিভাস্কর বলিয়াছেন। শ্রুতি ও লিঙ্গের মধ্যে শ্রুতিই বলিয়সী, কেন? অর্থ বিপ্রকর্ষ হেতু অর্থাৎ অর্থের বিপ্রকর্ষ অর্থবিপ্রকর্ষ। এই প্রকার শ্রীশবরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

সুতরাং লিঙ্গ হইতে শ্রুতি বলিয়সী হওয়ায় আকাশ শব্দের শ্রৌতরূঢ় হেতু আকাশ শব্দে পরব্রহ্মই বোধ করায়, কিন্তু ভূতাকাশ নহে। যাঁহারা চেতনেই কেবলমাত্র আত্মা শব্দ প্রয়োগ হয় এই প্রকার নিয়ম নহে "মৃদাত্মক ঘট" এই বাক্যে অচেতনে আত্মা শব্দ দেখা যায়, এই প্রকার বলেন, তাঁহাদের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে—যদ্যপি কোথাও অচেতন বস্তুতে আত্মা শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, তাহা কিন্তু শরীরের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ প্রযুক্ত হেতুই বুঝিতে হইবে, চেতন বস্তুতেই আত্মাশব্দের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—এই সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র চেতন আত্মাই ছিলেন, "চেতন আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত হয়, 'আত্মাই এই চরাচর বিশ্ব। আত্মাই একমাত্র সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন, ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা শরীর প্রতিসম্বন্ধযুক্ত চেতন বস্তুতেই আত্মা শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, ইহাই প্রতীতি হইতেছে, সুতরাং আত্মা অচেতন নহে, চেতন বস্তু। এই স্থলে যেমন 'গো' শব্দের অনেক প্রকার অর্থ বিদ্যমান থাকিলেও প্রয়োগ প্রাচুর্য্য হেতু সাস্নাদি (গল কম্বল যুক্ত) পিণ্ডকেই স্বভাবতঃ সহজেই বোধ করায়, সেই প্রকার এই স্থলেও বুঝিতে হইবে।

সঙ্গতি—অতঃপর এই অধিকরণের সঙ্গতি নিরূপণ করিতেছেন—সকল জগতের উৎপত্তি, পালন এবং প্রলয়েরকারণ-সর্ব্বব্যাপক-সকলেরজ্যেষ্ঠ-অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর, দিব্যগুণগণালঙ্কৃত-পরাৎপর-

৯ ॥ প্রাণাধিকরণম্ ॥

"কতমা সা দেবতা ইতি, প্রাণ ইতি হোবাচ, সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি প্রাণমেবাভিসংবিশন্তি প্রাণমভ্যুজ্জিহতে" (ছাং ১।১১।৪-৫) ইতি তত্রৈব শ্রূয়তে।

---

৯ ॥ প্রাণাধিকরণম্ ॥

পূর্ব্বত্র ব্রহ্মৈকান্ত-লিঙ্গাদিবাহুল্যাৎ আকাশশ্রুতেরেকস্যা বাধো যুক্তঃ। ইহ তু ভূতোৎপত্তি—প্রলয়লিঙ্গস্য প্রাণেঽপি সম্ভবেৎ, অনৈকান্তলিঙ্গ-অনন্তলিঙ্গ সহচারাভাবাৎ প্রাণশ্রুতেরবাধ ইতি প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিঃ। অথ আকাশশব্দেন পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দং নিরূপ্য প্রাণশব্দেনাপি তমেবাহ, ইতি নিরূপয়িতুং প্রাণাধিকরণারম্ভঃ।

বিষয়ঃ—অথ প্রাণাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি "কতমা" ইতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যে—১।১০, কুরুপ্রদেশে অনুপজাত-পয়োধরাদি স্ত্রীব্যঞ্জনয়া স্বপত্ন্যা সহ উষস্তি চাক্রায়ণ নামর্ষি র্নিবসতি স্ম। স চ উপল বৃষ্ট্যাদিনা দুর্ভিক্ষে জাতে ভিক্ষার্থং ইভ্য গ্রামে যজ্ঞশালায়াং সমুপস্থিতো ভূত্বা

সর্ব্বেশ্বর স্বেতর সর্ব্ব নিয়ামক, সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই ছান্দোগ্য উপনিষৎ বর্ণিত আকাশ শব্দ বাচ্য ইহাই অধিকরণার্থ ॥ ২২ ॥

॥ এই প্রকার অষ্টম আকাশাধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৮ ॥

৯ ॥ প্রাণাধিকরণ—

অতঃপর প্রাণাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে অন্তরধিকরণে ব্রহ্ম প্রতিপাদক একান্ত-লিঙ্গাদির বাহুল্য হেতু একটি মাত্র 'আকাশ' প্রতিপাদক শ্রুতি বাধক অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত হউক, কিন্তু এই স্থলে ভূতোৎপত্তি প্রলয়াদি লক্ষণ প্রাণেও বিদ্যমান হেতু অনৈকান্তলিঙ্গ-অনন্তলিঙ্গ-অনেক প্রমাণ বর্ত্তমান থাকার জন্য প্রাণ শ্রুতিকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না, অর্থাৎ প্রাণই সর্ব্বোৎপাদক ব্রহ্ম, এই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি বুঝিতে হইবে। অনন্তর আকাশ শব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে নিরূপণ করিয়া, প্রাণশব্দের দ্বারাও তাঁহাকেই নিরূপণ করিতেছেন, এই প্রকার নিরূপণ করিবার নিমিত্ত প্রাণাধিকরণের আরম্ভ করিতেছেন।

বিষয়—অনন্তর প্রাণাধিকরণের বিষয়বাক্য ছান্দোগ্য মন্ত্রের অবতারণা করিতেছেন—কতমা ইত্যাদি। "কে সেই দেবতা? তিনি বলিলেন—প্রাণ, এই ভূতসকল প্রাণের মধ্যেই প্রবেশ করে এবং প্রাণ হইতেই উদ্ভূত হয়" এই প্রকার ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রবণ করা যায়। এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে একটি আখ্যায়িকা বিদ্যমান আছে—কুরুপ্রদেশে যাহার কুচাদি স্ত্রীব্যঞ্জক কোন প্রকার লক্ষণ দেখা যায় নাই সেই প্রকার অতি বালা নিজ পত্নীর সহিত উষস্তি চাক্রায়ণ নামে মহর্ষি বাস করিতেন।

তত্র প্রাণো মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ুঃ? উত সর্ব্বেশ্বরঃ? ইতি সন্দেহে, রূঢ়ত্বাদ্ ভূতাভ্যুদয়াভি সংবেশয়োঃ প্রাণহেতুকত্ব প্রসিদ্ধেশ্চ বায়ুরেবেতি প্রাপ্তে—

উদ্‌গাতৃ-প্রস্তোতৃ-প্রতিহর্তৄন্ তত্তৎ দেবতা পৃষ্টে সতি তে তুষ্ণীম্বভুবুঃ। তদা তং যজমানেন ঋত্বিগ্ শ্রেষ্ঠরূপত্বেন বৃতে সতি, প্রস্তোতারমপৃচ্ছৎ—হে প্রস্তোতঃ! প্রস্তাব ভক্তৌ যা দেবতা উপাস্যা তাম্ বিদিত্বা যদি মম সমীপে প্রস্তোষ্যসি তদা তে তব মূর্দ্ধা মস্তকং বিপতিষ্যতি, ইতি। এবমুষস্তিবচনং শ্রুত্বা প্রস্তোতা তৎ সমীপং সমাগত্য বিনয়েন জিজ্ঞাসিতবান্—কতমা—কা সা দেবতা? যা প্রস্তাবভক্তৌ উপাস্যা ভবতি? উত্তরয়তি—সহোবাচ— সঃ চাক্রায়ণঃ কথয়ামাস প্রাণ ইতি। অত্র প্রাণশব্দেন স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক-সর্ব্বেশ্বর শ্রীগোবিন্দদেবো গম্যতে, তত্রৈব প্রবৃত্তিনিমিত্তত্ব দর্শনাৎ। কথমত্র তৎ প্রতীতিস্তত্রাহ —সর্ব্বাণি হ বা, তস্মাৎ প্রাণশব্দেন পরব্রহ্মৈব বোধ্যতে। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র ভবতি সন্দেহঃ। কিং প্রাণশব্দেন মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ুমাত্রমেব? অথবা বায়ুবৎ সর্ব্বগতঃ শ্রীপরমেশ্বরঃ? ইতি দ্বিকোটিকঃ সন্দেহো ভবতি।

একদা শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির দ্বারা সেই প্রদেশে দুর্ভিক্ষ উৎপন্ন হইলে ভিক্ষার নিমিত্ত ইভ্যগ্রামে যজ্ঞশালায় সমুপস্থিত হইয়া উদ্‌গাতা, প্রস্তোতা এবং প্রতিহর্ত্তা দিগকে সেই সেই দেবতার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা উত্তরবিহীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন সেই যজ্ঞকর্ত্তা রাজা চাক্রায়ণকে ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠরূপে বরণ করিলে, তিনি প্রস্তোতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—হে প্রস্তোতা! এই প্রস্তাব ভক্তিতে যে দেবতার উপাসনা করা হয় আপনি তাঁহাকে জানেন কি? ঐ দেবতাকে না জানিয়া যদি আপনি আমার নিকটে তাঁহার স্তব করেন তাহা হইলে আপনার মস্তক ভূমিতলে পতিত হইবে।

এই প্রকার উষস্তি চাক্রায়ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্তোতা তাঁহার সমীপে গমন করতঃ বিনয়ের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্! সেই দেবতা কে? যিনি প্রস্তাব ভক্তিতে উপাসিত হয়েন?

চাক্রায়ণ উত্তর করিলেন—সেই দেবতা প্রাণ। এই প্রাণ হইতেই প্রপঞ্চের সৃষ্টি প্রভৃতি হয়। এই স্থলে প্রাণশব্দের দ্বারা স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বেশ্বর, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই বোধ করায়, কারণ প্রাণশব্দের প্রবৃত্তিনিমিত্ত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই বর্ত্তমান আছে তাহা শাস্ত্রে দেখা যায়। এই প্রাণই যে সর্ব্বনিয়ামক তাহা কি প্রকারে প্রতীতি হইবে? তাহাই বলিতেছেন— সকল ভূত এই প্রাণ হইতেই জাত হয়, পরে তাহাতেই লয় হইয়া যায়। অতএব প্রাণশব্দের দ্বারা পরব্রহ্মই বুঝা যাইতেছে। ইহাই বিষয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

সংশয়—এই ছান্দোগ্য শ্রুতি বাক্যে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে—এই প্রাণ শব্দের দ্বারা কি কেবল মাত্র মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ুকেই বুঝায়? অথবা প্রাণ সর্ব্বেশ্বর? অর্থাৎ বায়ুবৎ সর্ব্বগত শ্রীসর্ব্বেশ্বর প্রাণ শব্দ বাচ্য—এই দ্বিকোটিক সন্দেহ বাক্যের অবতারণা হইতেছে।

ওঁ ॥ অতএব প্রাণঃ ॥ ওঁ ॥ ১।১।৯।২৩।

প্রাণোঽয়ং সর্ব্বেশ্বর এব ন বায়ুবিকারঃ। কুতঃ ? সর্ব্বভূতোৎপত্তিপ্রলয়হেতুত্ব-রূপাদ্ ব্রহ্মলিঙ্গাদেব ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র প্রাণশব্দস্য মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ু শব্দে রূঢ়ত্বাৎ প্রাণশব্দেন তদেব গম্যতে। কুতঃ? তস্মাদেব ভূতানাং উৎপত্তিপ্রলয়ৌ ভবতঃ, তথৈব "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি" ইতি শ্রুতিবাক্যেন প্রতীয়তে। তস্মান্মুখান্তর্বর্তীবায়ুরেবাত্র, ন পরমেশ্বরঃ।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে জাতে সিদ্ধান্তসূত্রমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অতএব ইত্যাদি অতঃ অস্মাৎ কারণাৎ প্রাণঃ, ছান্দোগ্যোপনিষদি উদ্গীথ প্রকরণোক্ত প্রাণশব্দঃ, ব্রহ্মবিষয় "এব" নিশ্চয়মিত্যর্থঃ। ব্রহ্মলিঙ্গাদিতি—পূর্ব্ববৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদকমিত্যর্থঃ। শ্রীগীতাসু—১১।৩৯, "বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ" টীকা চ তাৎপর্য্য চন্দ্রিকা—"অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" (ঋক্) "তদেবাগ্নিস্তদ্ বায়ুঃ" (তৈং নারা—১।৭)।

সঙ্গতি—তস্মাৎ প্রাণশব্দেনাত্র পরব্রহ্মৈব বোধ্যং ন তু মুখান্তর্বর্তিবায়ুমাত্রমিতি ॥ ২৩ ॥

॥ ইতি প্রাণাধিকরণং নবমং সম্পূর্ণম্ ॥ ৯ ॥

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর প্রাণশব্দের সন্দেহ বাক্যে পূর্ব্বপক্ষ রচনা করিতেছেন—এই প্রাণশব্দ মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ুতেই রূঢ় হওয়ার জন্য এবং প্রাণিসকলের অভ্যুদয় ও অবস্থানের কারণ এই প্রাণ হওয়া হেতু প্রসিদ্ধ মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ুমাত্রই এই প্রাণশব্দের বাচ্য, কিন্তু শ্রীপরমেশ্বর নহেন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ বাক্য নির্ণয় করা হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ উদ্ভূত হইলে সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ—অতএব ইত্যাদি। অতএব—এই কারণ বশতঃ প্রাণ, অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে উদ্গীথ প্রকরণে কথিত প্রাণশব্দ ব্রহ্মবিষয়ই, এই প্রাণ নিশ্চয় পরব্রহ্ম। উদ্গীথ প্রকরণে চাক্রায়ণ নিরূপিত এই প্রাণ শ্রীপরমেশ্বরই, বায়ুবিকার নহে, কেন ? এই প্রাণ হইতেই আকাশাদি সর্ব্বভূতের উৎপত্তি এবং প্রলয়াদি হয়, এই প্রকার অনুশাসন হেতু প্রাণ ব্রহ্মই, বায়ুবিকার নহে। ব্রহ্মলিঙ্গ হেতু—অর্থাৎ পূর্ব্ববৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য ইহাই অর্থ। এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবানকে শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব ! আপনি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ এবং শশাঙ্ক, আপনাকে নমস্কার করি। তাৎপর্য্যচন্দ্রিকা টীকায় শ্রীপাদ কবিতার্কিকসিংহ এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—আপনাকে ঋক্ সংহিতা অগ্নি, যম, মাতরিশ্বা-বায়ু ইত্যাদি বলিয়া বর্ণন করেন। "তিনিই অগ্নি এবং তিনিই বায়ু"।

সঙ্গতি—অতএব প্রাণশব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই বুঝায়, কিন্তু মুখান্তর্বর্ত্তী বায়ুমাত্রকে বুঝায় না, সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই প্রাণশব্দবাচ্য ॥ ২৩ ॥

॥ এইপ্রকার প্রাণাধিকরণ নবম সমাপ্ত ॥ ৯ ॥

১০ ॥ জ্যোতিরধিকরণম্ ॥

তত্রৈব শ্রূয়তে (ছাং ৩।১৩।৭) "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতির্দীপ্যতে বিশ্বতঃ পৃষ্ঠেষু সর্ব্বতঃ পৃষ্ঠেষু অনুত্তমেষূত্তমেষু লোকেষু ইদং বাব তদ্ যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে জ্যোতিঃ" ইতি।

---

১০ ॥ জ্যোতিরধিকরণম্ ॥

পূর্ব্বত্র প্রাণবাক্যে ব্রহ্মলিঙ্গসত্ত্বাদস্ত ব্রহ্মার্থপরতা ইহ জ্যোতির্বাক্যে তদভাবাৎ ন ব্রহ্মপরতা ইতি প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদি গায়ত্র্যাত্মব্রহ্মোপাসনাপ্রসঙ্গো দৃশ্যতে ইত্যত আহুঃ—'তত্রৈব' ইতি। প্রতিপাদক গায়ত্র্যাত্মক ব্রহ্মোপাসনা কথনানন্তরং প্রতিপাদ্য—তেজোময় ব্রহ্মোপাসনা কথনায় "অথ" শব্দঃ। যৎ অতঃ—দিবো দ্যুলোকাৎ পরঃ উপরি জ্যোতিঃ দীপ্যতে শোভতে, কুত্র দীপ্যতে তত্রাহ—বিশ্বতঃ বিশ্বস্মাৎ প্রাণিবর্গাদুপরি, সর্ব্বতঃ সর্ব্বস্মাৎ ব্রহ্মাদি লোকাদুপরি, উত্তমেষু ব্রহ্মাদি দেবেষু, অনুত্তমেষু—স্থাবরাদিষু দীপ্যতে, তৎ যৎ জ্যোতিস্বরূপং সর্ব্বপ্রকাশকং, ইদং সন্নিকৃষ্টং অস্মিন্ পুরুষস্য অন্তঃ হৃদয়প্রদেশে স জ্যোতির্ধ্যেয়ঃ, ইতি মন্ত্রার্থঃ। ইতি জ্যোতিরধিকরণস্য বিষয়বাক্যম্।

---

১০ ॥ জ্যোতিরধিকরণ—

অনন্তর জ্যোতিঃ অধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন পূর্ব্বে প্রাণাধিকরণে প্রাণবাক্যে ব্রহ্মপ্রতিপাদক লক্ষণের বিদ্যমানতা হেতু ঐ প্রাণশব্দ ব্রহ্মার্থপর বা পরব্রহ্ম প্রতিপাদক হউক, কিন্তু জ্যোতিরধিকরণে বা জ্যোতিঃ বাক্যে সেই ব্রহ্ম প্রতিপাদক লক্ষণের অভাব হেতু এই বাক্য ব্রহ্মপরতা বা পরব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে, ইহাই প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি।

বিষয়—অতঃপর জ্যোতিরধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—ছান্দোগ্যোপনিষদে গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মের উপাসনা প্রসঙ্গে এই প্রকার দেখা যায় অতএব শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলিতেছেন—তত্রৈব ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদে নির্ণিত আছে—অনন্তর যে ইহার পর দ্যুলোকে জ্যোতি দেদীপ্যমান হইতেছে, তাহা বিশ্বের উপরে, সকলের উপরে, উত্তম অধম সকল লোকেতে প্রকাশিত হইতেছে, ইহাই তাহা যে পুরুষের অন্তরে জ্যোতিঃ দেখা যাইতেছে। মন্ত্রে যে 'অথ' শব্দ আছে তাহার প্রয়োজন বলিতেছেন—প্রতিপাদক গায়ত্র্যাত্মক পরব্রহ্মের উপাসনা কথনের পর শ্রুতি প্রতিপাদ্য তেজোময় পরব্রহ্মের উপাসনা বর্ণনা করিবার নিমিত্ত 'অথ' শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। যে এই দিব্য দ্যুলোকের উর্দ্ধলোকে জ্যোতিঃ শোভা পাইতেছে? তাহাই বলিতেছেন—বিশ্বের উপরে অর্থাৎ প্রাণিবর্গের উপরে, সকলের উপরে অর্থাৎ ব্রহ্মাদি লোকের উপরে, উত্তম ব্রহ্মাদি দেবতাসকলে, অনুত্তম—অর্থাৎ স্থাবরাদি

তত্র সংশয়ঃ—কিমিহ জ্যোতিরাদিত্যাদিতেজঃ ? কিং বা ব্রহ্মেতি ?

তত্র ব্রহ্মণঃ পূর্ব্বমসন্নিধানাদাদিত্যাদিতেজস্তদিতি প্রাপ্তৌ—

ওঁ ॥ জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১০।২৪।

সংশয়ঃ—এবং বিষয়ং নিরূপ্য সংশয়ং নিরূপয়ন্তি—তত্রেতি। আদিত্যাদিতেজঃ ? আদিত্য-অগ্নি-কৌক্ষেয়া জ্যোতিশব্দবাচকাঃ। তেষু তচ্ছব্দস্য প্রসিদ্ধেঃ, প্রথমপ্রতীতেরুদয়াৎ। অথবা ব্রহ্ম ? সর্ব্বপ্রকাশকত্বাৎ ?।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র জ্যোতিঃ শব্দেন আদিত্যাদিতেজ এব ভবিতুমুচিতম্। কুতঃ ? অসন্নিধানাৎ, অত্র গায়ত্র্যুপাসনাবাক্যে ব্রহ্ম বিষয়মকথনাৎ। ন হি সর্ব্বব্যাপকস্য পরব্রহ্মণঃ দ্যৌর্ম্মর্য্যাদা যুক্তা, তস্মাৎ আদিত্যাদিব্যষ্টিতেজ এবাত্র জ্যোতিরিতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভূতে সিদ্ধান্তসূত্রং প্রকটয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জ্যোতিরিতি। জ্যোতিঃ—ছান্দোগ্যশ্রুতি কথিতঃ পরব্রহ্মৈব জ্ঞাতব্যং, ন তু আদিত্যাদিঃ। কুতঃ ? চরণাভি-

---

সকলের মধ্যে সুশোভিত হয়, সেই জ্যোতিস্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক, এই নিকটস্থ পুরুষের অন্তঃ অর্থাৎ হৃদয়-প্রদেশে সেই জ্যোতিঃ ধ্যান করিবে, ইহাই মন্ত্রার্থ। এই প্রকার জ্যোতিরধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

সংশয়—এই প্রকার জ্যোতিরধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিয়া সংশয় বাক্য নিরূপণ করিতেছেন তত্র ইত্যাদি। এই ছান্দোগ্য বাক্যে যে জ্যোতির কথা শ্রবণ করা যায় তাহা কি আদিত্য প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডল ? কারণ জ্যোতিঃ শব্দে আদিত্য, অগ্নি, কৌক্ষেয় ইত্যাদিকে বুঝায়, এই সকল জ্যোতিষ্ক পদার্থসকলে জ্যোতিঃ শব্দের প্রয়োগ প্রসিদ্ধই আছে, সুতরাং জ্যোতিঃ বলিলেই প্রথমে এই সকল বস্তুরই প্রতীতি হয়, অতএব জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা কি আদিত্যাদি কোন তেজস্বী বস্তুকে বুঝায় ? অথবা জ্যোতিঃ শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায় ? অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকাশ হেতু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই কি জ্যোতিঃ শব্দ বাচ্য ? এই প্রকার সংশয় বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর জ্যোতিরধিকরণের সংশয় বাক্যে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—সেই ছান্দোগ্যবাক্যে ব্রহ্মের পূর্ব্ব হইতে অসন্নিধান হেতু জ্যোতিঃ শব্দে আদিত্যাদি তেজই হইবে। অর্থাৎ এই গায়ত্রী উপাসনা বাক্যে জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা আদিত্যাদি তেজই হওয়া উচিত। কারণ ? তাহার অসন্নিধান হেতু, অর্থাৎ এই গায়ত্রী উপাসনা বাক্যে ব্রহ্মের বিষয়ে কোন প্রকার কথা না বর্ণনের হেতু। সর্ব্বব্যাপক—পরব্রহ্মের স্বর্গলোকাদির মর্য্যাদা বা সীমা কোন প্রকারে যুক্তি যুক্ত সম্ভব নহে। সুতরাং আদিত্যাদি ব্যষ্টি তেজই এই স্থলে জ্যোতিঃ শব্দবাচ্য, ইহাই পূর্ব্বপক্ষবাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভূত হইলে সিদ্ধান্তসূত্র ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রকট

জ্যোতিরত্র ব্রহ্মৈব গ্রাহ্যম্, কুতঃ? চরণেতি। "তাবানস্য মহিমা ততোজ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ইতি পূর্ব্বত্র দ্যুসম্বন্ধিনঃ সর্ব্বভূতপাদত্বোক্তেঃ।

ধানাৎ পাদাভিধানাদিত্যর্থঃ" "পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি, ইত্যাদিবাক্যৈস্তস্য পাদত্বমুক্তম্, তস্মাৎ ব্রহ্মৈব জ্যোতিশব্দবাচ্যঃ। তাবানিতি—"গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" ইতি গায়ত্রীরূপং যদ্ ব্রহ্ম বর্ণিতং তস্যাস্য এতাবান্ মহিমা বিভূতিঃ, চতুষ্পদা ষড়্‌বিধারূপা, ততঃ তস্মাদ্ গায়ত্রীরূপব্রহ্মপুরুষো জ্যায়ান্ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। পুরুষ ইতি। শ্রীগীতাসু—১৫।১৭,"উত্তমপুরুষস্ত্বন্যঃ" শ্রীভাগবতে চ—১। "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" ইতি পুরুষশব্দেনাত্র পরমসৌন্দর্য্যাদিবিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দদেবো বোধ্যতে। তস্য মহিমা কথয়তি—পাদ ইতি। অস্য সর্ব্বেশ্বরস্য চতুষ্পাদবিভুতেঃ সর্ব্বাণি ভুতানি এক পাদ এব, ভূতানি—তেজো-বন্নাদীনি স্থাবর জঙ্গমাত্মকানি। অস্য ত্রিপাদৈশ্বর্য্যস্ত দিবি দ্যোতনবতি পরমে ব্যোম্নি শ্রীগোলোকাদৌ চকাস্তীত্যর্থঃ। অপ্রাকৃতে স্থানবিশেষে শ্রীগোবিন্দস্য অমৃতং পাদত্রয়ং স্থানং দেদীপ্যতে ইতি। পূর্ব্বত্র—

করিতেছেন—জ্যোতিঃ ইত্যাদি। জ্যোতিঃ অর্থাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতি কথিত জ্যোতিঃশব্দ পরব্রহ্মকেই জানিতে হইবে, কিন্তু আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে, কেন? চরণাদি—পাদ কথন হেতু। অর্থাৎ ঐ পরব্রহ্মের এই ভূতসকল একপাদ তথা দ্যুলোকে ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য বিদ্যমান আছে। ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা তাঁহার পাদত্ব নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মই জ্যোতিঃ শব্দবাচ্য। এই স্থলে যে জ্যোতিঃ বর্ণন করা হইয়াছে তাহা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে, যে হেতু চরণাদি বর্ণনা করিয়াছেন। পরব্রহ্মের পাদ বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—গায়ত্রীরূপ পরব্রহ্মের এই প্রকার মহিমা, এই হেতু পুরুষ শ্রেষ্ঠ, এই পুরুষের একপাদ বিভূতি এই ভুবাদি বিশ্ব প্রপঞ্চ এই অমৃত দ্যুলোক তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি। অর্থাৎ—"গায়ত্রী সকল বস্তু" এই প্রকার গায়ত্রীরূপ যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছে, তাঁহার এই প্রকার মহিমা বা বিভূতি চতুষ্পদা এবং ষড়্‌বিধা স্বরূপা, এই প্রকার গায়ত্রী পরব্রহ্ম পুরুষ জ্যায়ান্ বা শ্রেষ্ঠ, ইহাই অর্থ।

পুরুষ—অর্থাৎ শ্রীগীতায় এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—উত্তম পুরুষ ক্ষর ও অক্ষর হইতে অন্য শ্রীভাগবতেও পুরুষকে এই ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—ভক্তিযোগ সমাধির দ্বারা শ্রীব্যাসদেব পূর্ণ পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে দর্শন করিলেন" এই পুরুষ শব্দের দ্বারা এই স্থলে পরম সৌন্দর্য্য মাধুর্য্যাদি বিমণ্ডিত শ্রীবিগ্রহ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই বুঝায়। তাঁহার মহিমা বলিতেছেন—পাদ ইত্যাদি। এই চতুষ্পাদ বিভূতি যুক্ত সর্ব্বেশ্বরের ভূতসকল একপাদ অর্থাৎ তেজ-জল অন্নাদি ও স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড সকল এক পাদ বিভূতি মাত্র। কিন্তু এই পুরুষের ত্রিপাদ ঐশ্বর্য্য দিবি অর্থাৎ পরম শোভাশালী পরব্যোম শ্রীগোলোকাদিতে সুশোভিত হইতেছে। অপ্রাকৃত স্থান বিশেষে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অমৃত পাদত্রয় স্থান শোভা বিস্তার করিতেছে। এই প্রকার দ্যুসম্বন্ধি পুরুষের সকলভূত তাঁহার এক পাদ বিভূতি বা

ব্রহ্মণোঽসন্নিধিমাশঙ্ক্য নিরস্যতি—

ওঁ ॥ ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১০।২৫।

ননু "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চিৎ" (ছা০ ৩।১২।১) ইত্যুপক্রম্য

যত্তু গায়ত্রী ব্যাখ্যানে ব্রহ্মবিষয়মকথনাৎ জ্যোতিশব্দেন আদিত্যাদি গ্রাহ্যম্, তস্মাৎ জ্যোতিরত্র আদিত্যঃ, ইতি শঙ্কা বীজম্। তন্নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"ছন্দ" ইতি। ছন্দোঽভিধানাৎ, ছন্দসঃ—গায়ত্রী ছন্দসঃ, "তাবানস্য মহিমা" ছা০ ৩।১০।৬। ইতি মন্ত্রেণ মহিমা কথনাৎ, নাত্র ব্রহ্ম বক্তুমুচি তমিতি চেৎ, যদি কথ্যসে ইতি ন নাত্র উক্ত শঙ্কায়া অবসরঃ, ব্রহ্মৈব তৎ, যতো গায়ত্রীরূপেণাবতীর্ণে পর-ব্রহ্মণি চেতোঽর্পণ নিগদাৎ কথনাৎ, তথাহি দর্শনম্—গায়ত্রীরূপেণাবতীর্ণস্য পরব্রহ্মণ উপাসনং দৃষ্টম্ শ্রুতিষু ইতি ভাবঃ। যত্তুক্তং ছন্দোঽভিধানাৎ—গায়ত্রীমন্ত্র বর্ণনাৎ ন ব্রহ্মপ্রতিপাদন পরং তৎ প্রতিপাদয়ন্তি—'ননু' ইতি। ইত্যুপক্রম্য তাং গায়ত্রীমেব ভূতরূপেণ—"ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদম্" ছা০ ৩।১২।১, বাগ্-

---

জাঠরাগ্নি ও তাঁহার তেজ শ্রীগীতায়—প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণীসকলের দেহ আশ্রয় করতঃ প্রাণ অপান সমাযুক্ত চতুর্ব্বিধ অন্নসকল পরিপাক করিয়া থাকি, শ্রীদশমে শ্রীগোবিন্দদেবকে মাতা দেবকী সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন—মাতা দেবকী বলিলেন—হে দেব! আপনি পরব্রহ্ম, জ্যোতিস্বরূপ, নির্গুণ ও নির্ব্বিকার। অতএব ছান্দোগ্য উপনিষৎ বর্ণিত জ্যোতিঃ একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, কিন্তু আদিত্যাদি নহে ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অসন্নিধি আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা নিরস্ত করিতেছেন—অর্থাৎ গায়ত্রী-ব্যাখ্যান অবসরে ব্রহ্মের বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা না করায় এই জ্যোতিশব্দের দ্বারা আদিত্যাদিকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের কোন প্রকার মর্য্যাদা বা সীমা নাই, সুতরাং এই স্থানে জ্যোতিঃ শব্দ আদিত্য বাচক শ্রীবিষ্ণু নহেন, ইহাই আশঙ্কার বীজ।

ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—ছন্দ ইত্যাদি। ছন্দের অভিধান হেতু, ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দের, "এই প্রকার মহিমা" এই মন্ত্রের দ্বারা গায়ত্রী ছন্দের মহিমা বর্ণন করা হেতু তাহা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছে এই প্রকার বলা উচিৎ নহে" আপনারা যদি এই প্রকার আশঙ্কা করেন, কিন্তু এই স্থলে এই শঙ্কার অবসর নাই, কারণ তাহা ব্রহ্মেরই মহিমা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যে হেতু গায়ত্রীস্বরূপে অবতীর্ণ পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণের কথাই বলা হইয়াছে, তথাহি দর্শনম্—অর্থাৎ শ্রুতিসকলে গায়ত্রী রূপে অবতীর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা দেখা যায় ইহাই ভাবার্থ। আপনারা যে বলিয়াছিলেন—ছন্দের বর্ণনা করার জন্য তাহা গায়ত্রীমন্ত্রই হইবে, কিন্তু ব্রহ্মকে

ব্রহ্মণোঽসন্নিধিমাশঙ্ক্য নিরস্যতি—

ওঁ ॥ ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোঽর্পণনিগদাত্তথাহি দর্শনম্ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১০।২৫।

নন্বু "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদং কিঞ্চিৎ" (ছা° ৩।১২।১) ইত্যুপক্রম্য

যত্তু গায়ত্রী ব্যাখ্যানে ব্রহ্মবিষয়মকথনাৎ জ্যোতিশব্দেন আদিত্যাদি গ্রাহ্যম্, তস্মাৎ জ্যোতিরত্র আদিত্যঃ, ইতি শঙ্কা বীজম্। তন্নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— "ছন্দ" ইতি। ছন্দোঽভিধানাৎ, ছন্দসঃ—গায়ত্রী ছন্দসঃ, "তাবানস্য মহিমা" ছা° ৩।১০।৬, ইতি মন্ত্রেণ মহিমা কথনাৎ, নাত্র ব্রহ্ম বক্তুমুচিতমিতি চেৎ, যদি কথ্যসে ইতি ন নাত্র উক্ত শঙ্কায়া অবসরঃ, ব্রহ্মৈব তৎ, যতো গায়ত্রীরূপেণাবতীর্ণে পরব্রহ্মণি চেতোঽর্পণ নিগদাৎ কথনাৎ, তথাহি দর্শনম্—গায়ত্রীরূপেণাবতীর্ণস্য পরব্রহ্মণ উপাসনং দৃষ্টম্ শ্রুতিষু ইতি ভাবঃ। যদুক্তং ছন্দোঽভিধানাৎ—গায়ত্রীমন্ত্র বর্ণনাৎ ন ব্রহ্মপ্রতিপাদন পরং তৎ প্রতিপাদয়ন্তি— 'নন্বু' ইতি। ইত্যুপক্রম্য তাং গায়ত্রীমেব ভূতরূপেণ—"ইদং সর্ব্বং ভূতং যদিদম্" ছা° ৩।১২।১, বাগ্-

---

জাঠরাগ্নি ও তাঁহার তেজ শ্রীগীতায়—প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রীভগবান বলিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি বৈশ্বানর (জাঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণীসকলের দেহ আশ্রয় করতঃ প্রাণ অপান সমাযুক্ত চতুর্ব্বিধ অন্নসকল পরিপাক করিয়া থাকি, শ্রীদশমে শ্রীগোবিন্দদেবকে মাতা দেবকী সাক্ষাৎ জ্যোতিঃ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন—মাতা দেবকী বলিলেন—হে দেব! আপনি পরব্রহ্ম, জ্যোতিস্বরূপ, নির্গুণ ও নির্ব্বিকার। অতএব ছান্দোগ্য উপনিষৎ বর্ণিত জ্যোতিঃ একমাত্র পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, কিন্তু আদিত্যাদি নহে ॥ ২৪ ॥

পূর্ব্বে ব্রহ্মের যে অসন্নিধি আশঙ্কা করা হইয়াছিল তাহা নিরস্ত করিতেছেন—অর্থাৎ গায়ত্রী-ব্যাখ্যান অবসরে ব্রহ্মের বিষয়ে কোন প্রকার আলোচনা না করায় এই জ্যোতিশব্দের দ্বারা আদিত্যাদিকেই গ্রহণ করিতে হইবে, কারণ সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের কোন প্রকার মর্য্যাদা বা সীমা নাই, সুতরাং এই স্থানে জ্যোতিঃ শব্দ আদিত্য বাচক শ্রীবিষ্ণু নহেন, ইহাই আশঙ্কার বীজ।

ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার জন্য সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—ছন্দ ইত্যাদি। ছন্দের অভিধান হেতু, ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী ছন্দের, "এই প্রকার মহিমা" এই মন্ত্রের দ্বারা গায়ত্রী ছন্দের মহিমা বর্ণন করা হেতু তাহা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়াছে এই প্রকার বলা উচিৎ নহে" আপনারা যদি এই প্রকার আশঙ্কা করেন, কিন্তু এই স্থলে এই শঙ্কার অবসর নাই, কারণ তাহা ব্রহ্মেরই মহিমা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, যে হেতু গায়ত্রীস্বরূপে অবতীর্ণ পরব্রহ্মে চিত্ত সমর্পণের কথাই বলা হইয়াছে, তথাহি দর্শনম্—অর্থাৎ শ্রুতিসকলে গায়ত্রী রূপে অবতীর্ণ পরব্রহ্মের উপাসনা দেখা যায় ইহাই ভাবার্থ। আপনারা যে বলিয়াছিলেন—ছন্দের বর্ণনা করার জন্য তাহা গায়ত্রীমন্ত্রই হইবে, কিন্তু ব্রহ্মকে

তামেব ভূতবাক্ পৃথিবী শরীর হৃদয় প্রভেদৈর্ব্যাখ্যায় "সৈষা চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী তদেতদৃচাভ্যনুক্তম্" "তাবানস্য মহিমা" (ছা॰ ৩।১২।৫) ইতি তস্যামেব ব্যাখ্যান রূপায়ামুদাহৃতো মন্ত্রঃ কথম কস্মাচ্চতুষ্পাদ্ ব্রহ্মাভিদধ্যাৎ। তস্মাৎ গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসস্তত্রাভিধানান্ন ব্রহ্ম প্রকৃতমিতি চেন্ন। কুতঃ? তথেতি। তথা গায়ত্র্যাখ্যনাবতীর্ণে ব্রহ্মণি চেতোঽর্পণস্য ধ্যানস্য তত্র নিগদাদুপদেশাদিত্যর্থঃ। তথা সতি "গায়ত্রী বা ইদং সর্ব্বম্" (ছা॰ ৩।১২।১) ইতি দর্শনং

রূপেণ ছা॰ ৩।১২।১, "বাগ্ বৈ গায়ত্রী বাগ্ বা ইদং সর্ব্বম্" পৃথিবীরূপেণ—ছা॰ ৩।১২।২, "সা যেয়ং পৃথিবী অস্যাং হীদং সর্ব্বং ভূতম্" শরীররূপেণ - ছা॰ ৩।১২।৩, "যদিদমস্মিন্ পুরুষে শরীরং অস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ" হৃদয়রূপেণ - ছা॰ ৩।১১।৫, "যদিদমস্মিন্নন্তঃ পুরুষে হৃদয়মস্মিন্ হীমে প্রাণাঃ" ইতি পঞ্চভেদৈর্ব্যাখ্যায় – সৈষা চতুষ্পদা ইতি। তথাহি গায়ত্রী রহস্যোপনিষদি—"ঋগ্‌বেদোঽস্যাঃ প্রথমঃ পাদো ভবতি" "যজুর্ব্বেদো দ্বিতীয়ঃ পাদঃ" "সামবেদস্তৃতীয়ঃ পাদঃ" "অথর্ব্ববেদশ্চতুর্থঃ পাদঃ" ইতি।

ষড়্বিধা ইতি—ভূত-বাগ্-পৃথিবী-শরীর-হৃদয়-প্রাণরূপা ইতি। ইতি নির্ব্বণ্য তস্যা এব মহিমানং কথয়তি—"তাবানস্য মহিমা" ইত্যাদিনা। অতঃ "তাবানস্য" ইতি গায়ত্রীমহিমা ন তু ব্রহ্মণঃ, ইতি নিগময়ন্তি—তস্মাদিতি।

প্রতিপাদন করে না, প্রথমে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদির দ্বারা। শঙ্কা—যদি বলেন—গায়ত্রীই এই সকল, আকাশাদি ভূতসকল এবং যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে, এইপ্রকার উপক্রম করিয়া সেই গায়ত্রীকে ভূত, বাক্, পৃথিবী, শরীর, হৃদয় প্রভেদে ব্যাখ্যা করিয়া তাহাকেই চতুষ্পদা ষড়্বিধা গায়ত্রী রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ গায়ত্রীই ভূতাদি সকল বলিয়া তাহা ভূতরূপে—"এই ভূতসকল যাহা কিছু সকল গায়ত্রী, বাক্যরূপে—'বাক্যই গায়ত্রী, বাক্যই এই সকল', পৃথিবীরূপে—'সেই গায়ত্রীই এই পৃথিবী এবং এই পৃথিবীতেই ভূতসকল বিদ্যমান আছে। শরীররূপে—'যে এই পুরুষে শরীর আছে, এই শরীরেই প্রাণসমূহ বিদ্যমান রহিয়াছে। হৃদয়রূপে—'যে এই পুরুষের অন্তঃস্থল বা হৃদয় এই হৃদয়েই প্রাণসকল বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই প্রকার গায়ত্রীকে পঞ্চভেদে বিস্তৃত ব্যাখ্যা করিয়া সেই গায়ত্রী চতুষ্পদা বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। গায়ত্রীরহস্যোপনিষদে গায়ত্রীর চারিপাদ এই প্রকার—'এই গায়ত্রীর ঋগ্‌বেদ প্রথমপাদ হয়, 'যজুর্ব্বেদ দ্বিতীয়পাদ হয়', 'সামবেদ তৃতীয়পাদ হয়', 'অথর্ব্ববেদ চতুর্থপাদ হয়', এই প্রকার গায়ত্রী চতুষ্পদা। ষড়্বিধা—অর্থাৎ ভূত, বাক্, পৃথিবী, শরীর, হৃদয়, প্রাণ, এই প্রকার ষড়বিধ ভেদ বিশিষ্টা গায়ত্রী। এই গায়ত্রীকেই এই ভাবে নিরূপণ করিয়া "তাহার মহিমা এই প্রকার" ইত্যাদির দ্বারা সেই গায়ত্রীরই মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন। সুতরাং 'তাবানস্য' এই শ্লোকে গায়ত্রীর মহিমাই নিরূপণ করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মের নহে। অতএব সেই গায়ত্রী ব্যাখ্যান রূপে উদাহৃত মন্ত্র কি প্রকারে অকস্মাৎ আপনারা চতুষ্পাদ ব্রহ্ম নিরূপণ করিতেছেন? এই স্থলে পূর্ব্বপক্ষকারী স্বপক্ষের

সঙ্গতিমৎ স্যাৎ, অন্যথা পীড্যেতেতি গায়ত্র্যা ব্রহ্মত্বে প্রমাণং দর্শিতং ভবতি ॥ ২৫ ॥

এবং শঙ্কায়ামুত্তরমবতারয়ন্তি শ্রীসূত্রকারঃ—"ইতি চেন্ন" ইতি কুতো ন সম্ভবেৎ—তথেতি। অন্যথা পীড্যেত ইতি—গায়ত্রী যদি পরব্রহ্মস্বরূপা ন ভবেৎ। যদ্বা—পরব্রহ্ম যদি গায়ত্রীরূপা ন ভবেদিতি ভাবঃ। প্রমাণমিতি—তস্যা ধ্যানমন্ত্রেণ তথাবগমাদিত্যাহ—শ্রীঅগ্নিপুরাণে—১১৬ অং ২৫ "ধ্যানেন পুরুষোঽয়ঞ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে। সত্যং সদাশিবং ব্রহ্ম বিষ্ণোর্যৎ পরমং পদম্ ॥ ব্যাখ্যা চ শ্রীমদাচার্য্যপাদানাম্—তস্য বরেণ্যত্বপরাকাষ্ঠাং দর্শয়িতুমাহ—ধ্যানেনেতি, ধ্যানেন—ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ সরসিজাসন-সন্নিবিষ্টঃ। কেয়ূরবান্ কনককুণ্ডলবান্ কিরীটী হারী হিরণ্ময়বপুর্ধৃত শঙ্খচক্রঃ॥ ইত্যুদ্দিষ্টেন। তস্মাৎ জ্যোতিঃ শব্দেন পরব্রহ্মৈব বোধ্যম্ ন তু আদিত্যাদি ইতি ॥ ২৫ ॥

নিগমন করিতেছেন—অতএই পূর্ব্বোক্ত বিষয়বাক্যে গায়ত্রীরূপ ছন্দের মহিমা বর্ণন করা হেতু তাহা কোন প্রকারে ব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরের অবতারণা শ্রীসূত্রকার করিতেছেন—আপনারা এই প্রকার শঙ্কা করিবেন না, কেন শঙ্কা করিবেন না? তদুত্তরে বলিতেছেন—তথা ইত্যাদি। সেইরূপ গায়ত্রীস্বরূপে অবতীর্ণ পরব্রহ্মেতে চিত্ত অর্পণের ধ্যানের বিষয় সেই প্রকরণে উপদেশ করার জন্য ঐ জ্যোতিঃ পরব্রহ্ম ইহাই অর্থ। তাহা হইলেই অর্থাৎ পরব্রহ্ম গায়ত্রীরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন এই প্রকার স্বীকার করিলেই "গায়ত্রীই এই সকল" এই জ্ঞান সুসঙ্গত হয়, অন্যথা সিদ্ধান্ত পীড়িত হইবে। অর্থাৎ গায়ত্রী যদি পরব্রহ্মস্বরূপা না হয়েন। অথবা পরব্রহ্ম যদি গায়ত্রী স্বরূপা না হয়েন, তাহা হইলে গায়ত্রী জ্ঞানে বা ব্রহ্ম জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না, অতএব অপসিদ্ধান্তাপত্তিও হইবে। এতদ্দ্বারা গায়ত্রী যে পরব্রহ্ম তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইল।

প্রমাণ—অর্থাৎ গায়ত্রীর ধ্যান মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়াই অবগত হওয়া যায়, শ্রীঅগ্নিপুরাণে এই প্রকার বর্ণিত আছে—ধ্যানের দ্বারা সূর্য্যমণ্ডলে আমাকে পুরুষরূপে দর্শন করিবে, যাহা সত্য, পরমমঙ্গলস্বরূপ, ব্রহ্ম, শাস্ত্রে যাহাকে শ্রীবিষ্ণুর পরম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান বা স্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই শ্লোকের শ্রীমদ্ আচার্য্য প্রভুপাদ এই প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন—ভর্গদেবের বরেণ্যত্ব সর্ব্ব শ্রেষ্ঠত্ব পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—ধ্যানের দ্বারা ইত্যাদি। সেই শ্রীনারায়ণকে এই প্রকার ধ্যান করিবে—যিনি সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যবর্ত্তী সহস্রদল কমলের আসনে উপবিষ্ট আছেন, যিনি কেয়ূর, কনক কুণ্ডল, কীরিট হার ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার তুইটি হস্তে শঙ্খ ও চক্র শোভা পাইতেছে, সেই শ্রীনারায়ণকে সর্ব্বদা ধ্যান করিবে, ইত্যাদি ধ্যানের দ্বারা যে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করা হইল তাহা স্পষ্টই প্রমাণিত হইল। সুতরাং জ্যোতিঃ শব্দের দ্বারা এই স্থলে পরব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে, আদিত্যাদি জ্যোতিঃ নহে, ইহাই ভাষ্যের সারমর্ম্ম ॥ ২৫ ॥

যুক্তিমাহ—

ওঁ ॥ ভূতাদিপাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবম্ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১০।২৬।

এবং ব্রহ্মৈব গায়ত্রীতি মন্তব্যম্। কুতঃ? ভূতাদীতি। ভূতাদীনি নির্দ্দিশ্যাহ "সৈষা চতুষ্পদা" (ছা০ ৩।১২।৫) তস্যা ব্রহ্মত্বাভাবে তৎপাদত্বব্যপদেশাসিদ্ধেরিত্যর্থঃ। তস্মাদস্তি পূর্ব্বস্মিন্ বাক্যে গায়ত্রীং প্রকৃতং "যদ্ বৈ তদ্ ব্রহ্মেতীদম্" (ছা০ ৩।১২।৫ ৬, ৭) ইত্যনুবর্ত্তমানাৎ দ্যুসম্বন্ধেন প্রত্যভিজ্ঞানাচ্চ পরামৃষ্টমিতি ॥ ২৬ ॥

অথ গায়ত্রী শব্দেন ব্রহ্মৈব বোধ্যতে ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—যুক্তিমাহ ইতি। অথ যুক্তিং কথয়তি ভগবান্ সূত্রকারঃ শ্রীবাদরায়ণঃ—ভূতাদীতি। ভূতাদি-পাদব্যপদেশঃ উপপত্তেঃ—পূর্ব্ববাক্যে ভূতাদি-ভূত-পৃথিবী শরীর হৃদয়ানি নির্দ্দিষ্টানি, 'সৈষা চতুষ্পদা' ইতি পাদব্যপদেশঃ পাদ নির্দ্দেশঃ তস্য উপপত্তিঃ, ব্রহ্মণঃ উপপত্তিঃ তস্মাৎ ব্রহ্মার্থত্বে সতি গায়ত্র্যাখ্যস্য ছন্দসঃ ভূতাদয়ঃ পাদা উপপদ্যন্তে নান্যথা 'এবম্' অতঃ ব্রহ্মৈব গায়ত্রী মন্তব্যম্। 'সৈষা চতুষ্পদা' ইতি—চতুষ্পদো ব্রহ্মণঃ চতুষ্পদয়া গায়ত্র্যা চ সাদৃশ্যম্। ব্রহ্মণঃ চতুষ্পাদস্ত—প্রকাশবান্-অনন্তবান্ জ্যোতিষ্মান্-আয়তনবান্ ইতি। ছা০ ৪।৫।১। তস্মাৎ "তাবানস্য মহিমা" অনয়া ঋচা ব্রহ্মৈবাভিধীয়তে "পাদোঽস্য সর্ব্বভূতানি—ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইতি তস্য সর্ব্বাত্মত্বোপপত্তি কথনাৎ। দ্যুসম্বন্ধেন—"অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ" "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদৌ চ তস্য সর্ব্বেশ্বরস্য দিবি স্থিতি নিরূপণাৎ ব্রহ্মৈব জ্যোতিঃ, ন তু আদিত্যাদিঃ ॥ ২৬ ॥

অনন্তর গায়ত্রী শব্দের দ্বারা যে পরব্রহ্মই বোধ হয় এই প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন "যুক্তিমাহ" ইত্যাদি। অতঃপর গায়ত্রীই যে ব্রহ্ম এই বিষয়ে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ যুক্তিপূর্ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন – ভূতাদি ইত্যাদি। ভূতাদি পাদনির্দ্দেশ হেতু এই প্রকার গায়ত্রীই পরব্রহ্ম স্বীকার করিতে হইবে। অর্থাৎ ভূতাদি পাদ ব্যপদেশ উপপত্তির হেতু, পূর্ব্ববাক্যে ভূতাদি—ভূত, পৃথিবী, শরীর ও হৃদয়ের নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এবং সেই গায়ত্রী চতুষ্পদা, এই প্রকার পাদ নির্দ্দেশ তাহার অর্থাৎ ব্রহ্মের উপপত্তি হয়, সুতরাং গায়ত্রীর ব্রহ্মার্থত্ব স্বীকার করিলেই গায়ত্রী ছন্দের ভূতাদি পাদ কথন উপপত্তি বা যুক্তিযুক্ত হয়, অন্যথা নহে। "এবম্" অতএব ব্রহ্মকেই গায়ত্রীরূপে মনন করিবে। গায়ত্রী যেমন চতুষ্পদা পরব্রহ্মও সেইরূপ চতুষ্পাদ বিশিষ্ট, সুতরাং চতুষ্পদা গায়ত্রীর সহিত চতুষ্পাদ ব্রহ্মের সাদৃশ্য বিদ্যমান আছে। ব্রহ্মের যে চতুষ্পাদ তাহা এই প্রকার—প্রকাশবান্, অনন্তবান্, জ্যোতিষ্মান্ ও আয়তনবান, অতএব পূর্ব্বোক্ত বাক্যে 'তাঁহার মহিমা এই প্রকার' এই মন্ত্রের দ্বারা ব্রহ্মকেই অভিহিত করিতেছেন, কারণ—যাঁহার এই বিশ্বমণ্ডল এক পাদ বিভূতি এবং দ্যুলোকে ত্রিপাদ বিভূতি, এই প্রকার তাঁহার সর্ব্বাত্মত্বের উপপত্তি নিরূপণ করা হেতু। এবং "অথবা এই" এইরূপে তাঁহারই অনুবর্ত্তন করার জন্য, দ্যু সম্বন্ধের দ্বারাও অর্থাৎ—"যে দ্যুলোকের ঊর্দ্ধে যে জ্যোতি" দ্যুলোকে ত্রিপাদ বিভূতি" ইত্যাদি প্রত্যভিজ্ঞা

উভয়ত্র দ্যুসম্বন্ধ শ্রবণাবিশেষমাক্ষিপ্য সমাদধাতি—

ওঁ ।। উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্যবিরোধাৎ ।। ওঁ ।।

১।১।১০।২৭।

নন্বু "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" (ছা০ ৩।১২।৬) ইতি সপ্তম্যা দ্যোরাধারত্বেনোপদিষ্টা। ইহ পুনঃ "পরো দিবঃ" (ছা০ ৩।১৩।৭) ইতি পঞ্চম্যা মর্য্যাদাত্বেন, ইত্যেবমুপদেশভেদান্ন তস্যেহ প্রত্যভিজ্ঞা ইতি চেন্ন। কুতঃ? উভয়েতি। উভয়স্মিন্নপি সপ্তম্যন্তে চোপদেশে সা

উভয়ত্র—"ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ছা০ ৩।১২।৬, "অথ যদতঃ পরো দিবো জ্যোতিঃ" ছা৭ ১।১৩।৭, ইত্যত্র নাস্তি কশ্চিৎ বিশেষঃ। উভয়ত্রাপি দ্যুলোকাবস্থাননির্দ্দেশাৎ কো বিশেষ ইতি শঙ্কা বীজম্। অত্রাশঙ্ক্য নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—উপদেশ ইতি। উপদেশভেদাৎ—উক্ত শ্রুতিদ্বয়ে "দিবি" ইতি "দিবঃ" ইতি বিভক্তিভেদাৎ ন নাস্তি ব্রহ্ম প্রত্যভিজ্ঞা ইতি ন এবং ন মন্তব্যম্, কুতঃ? উভয়স্মিন্ অপি সপ্তম্যন্তে পঞ্চম্যন্তে চ অবিরোধাৎ অসামঞ্জস্যাভাবাৎ, প্রত্যভিজ্ঞাবিরোধাদিত্যর্থঃ। 'নন্বু' ইতি স্পষ্টার্থম্।

হেতু ব্রহ্মই পরামৃষ্ট হইতেছেন, অর্থাৎ সেই শ্রীসর্ব্বেশ্বরের দ্যুলোকে অবস্থিতি নিরূপণ করা হেতু ব্রহ্মই জ্যোতিঃশব্দ বাচ্য, কিন্তু আদিত্যাদি নহে ॥ ২৬ ॥

উভয় শ্রুতিতেই দ্যুসম্বন্ধ শ্রবণ করা যায় কিন্তু তাহার কোন প্রকার বিশেষ নিরূপণ না থাকায় অর্থাৎ 'দ্যুলোকে অমৃত ত্রিপাদবিভূতি" 'ইহা হইতে দ্যুলোকের উর্দ্ধে জ্যোতিঃ' এই উভয় শ্রুতিমন্ত্রে কোন প্রকার বিশেষ পরিলক্ষিত হয় নাই, এই স্থলে উভয় স্থানেই দ্যুলোকে অবস্থান নির্দ্দেশ করার জন্য এই শ্রুতি বাক্যদ্বয়ে কি বিশেষ আছে? ইহাই শঙ্কার বীজ। এই প্রকার আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন—উপদেশ ইত্যাদি। উপদেশ ভেদ হওয়ার কারণ উভয়ের প্রত্যভিজ্ঞা এক হইবে না, এই প্রকার নহে, যে হেতু উভয় বাক্যে কোন প্রকার বিরোধ নাই। অর্থাৎ উপদেশ ভেদ উক্ত শ্রুতিমন্ত্রদ্বয়ে "দিবি" এবং "দিবঃ" এই প্রকার বিভক্তি ভেদ কথন হেতু ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা নাই, এই রূপ মন্তব্য করা উচিত নহে, কেন? উভয় শ্রুতিমন্ত্রেই সপ্তমী বিভক্তি ও পঞ্চমী বিভক্তিতে অবিরোধ অর্থাৎ অসামঞ্জস্যের অভাব হেতু প্রত্যভিজ্ঞারও কোন প্রকার বিরোধ নাই ইহাই অর্থ।

শঙ্কা—যদি বলেন 'দ্যুলোকে অমৃত ত্রিপাদবিভূতি' এই স্থানে দ্যু শব্দের সপ্তমী বিভক্তি হওয়ার জন্য আধাররূপে উদ্দিষ্ট হইয়াছে। পুনরায় "দ্যুলোক হইতে উর্দ্ধে" এই স্থলে দ্যুশব্দের পঞ্চমী বিভক্তির দ্বারা মর্য্যাদারূপে উপদেশ করায়, এই প্রকার উপদেশ ভেদ হওয়ার নিমিত্ত এই স্থানে ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা বা সেই এই ব্রহ্ম এই প্রকার বোধ হইবে না।

ন বিরুদ্ধ্যতে। যথা লোকে বৃক্ষাগ্রস্থোঽপি শুক উভয়ব্যপদিশ্যমানো দৃশ্যতে "বৃক্ষাগ্রে শুকো. বৃক্ষাগ্রাৎ পরতঃ শুকঃ" ইতি স চোপদেশভেদেঽপ্যর্থৈক্যান্ন বিরুদ্ধ্যতে তদ্বৎ ॥ ২৭ ॥

১১ ॥ ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণম্ ॥

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে—৩।১,"প্রতর্দ্দনো দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধামোপজগাম যুদ্ধেন

সর্ব্বেষামন্তরে যোঽসৌ আকাশঃ প্রাণশব্দভাক্। ধ্যেয়ো গায়ত্রীস্বরূপো ভগবান্ শ্যামসুন্দরঃ ॥ ২৭ ॥

॥ ইতি জ্যোতিরধিকরণং দশমং সমাপ্তম্ ॥ ১০ ॥

১১ ॥ ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণম্ ॥

অথাস্মিন্ অধিকরণে কৌষীতকি শ্রুতিনাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শয়ন্ প্রাণেন্দ্রাদি শব্দানাং জীবপরত্ব নিরাকরণায় অধিকরণারম্ভ ইতি—অধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদি 'প্রতর্দ্দনঃ' ইতি স্পষ্টার্থম্। মন্ত্রস্তু—৩।১, "প্রতর্দ্দনো হ বৈ দৈবোদাসিরিন্দ্রস্য প্রিয়ং ধাম উপজগাম যুদ্ধেন চ পৌরুষেণ চ। তং হেন্দ্র উবাচ প্রতর্দ্দন! বরং তে

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কা করা অযৌক্তিক, কেন যুক্তিহীন? উভয় বাক্যই সমান হওয়া হেতু, অর্থাৎ উভয় বিভক্তিতেই সপ্তমী বিভক্তির উপদেশ করিলে সেই প্রত্যভিজ্ঞার কোন প্রকার বিরোধ হইবে না। যেমন লৌকিক দৃষ্টান্তে—কোন একটি শুকপক্ষী বৃক্ষের অগ্রভাগে অবস্থান করিলে, তাহাকে দেখাইবার জন্য উভয় প্রকার অর্থাৎ পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তির প্রয়োগ হয়, যেমন—দেখ! বৃক্ষের অগ্রে শুকপক্ষী দেখা যাইতেছে এই স্থানে সপ্তমী বিভক্তি নির্দ্দেশ করিয়া, পুনরায়—দেখ! বৃক্ষের অগ্রভাগ হইতে উপরে শুকপক্ষী দেখা যাইতেছে" এই স্থানে পঞ্চমী বিভক্তি নির্দ্দেশ করিলেন, এই উভয় স্থলে বৃক্ষের অগ্রে যে শুকপক্ষী আছে তাহার কোন প্রকার বিরোধ হয় নাই, সেই প্রকার ছান্দোগ্য মন্ত্রে "দিবি" এবং "দিবঃ" এই বিভক্তিদ্বয়রূপে উপদেশ করিলেও ব্রহ্মের প্রত্যভিজ্ঞা বিষয়ে কোন প্রকার বিরোধ হয় নাই। অর্থাৎ তিনি দ্যুলোক ও দ্যুলোকের উপরে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বিরাজিত আছেন। যিনি সকলের অন্তরে বিদ্যমান, যিনি আকাশ প্রাণ প্রভৃতি শব্দগম্য, সেই ভগবান্ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর গায়ত্রীস্বরূপকে ধ্যান করিবেন।

॥ এই প্রকার দশম জ্যোতিরধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ১০ ॥

১১ ॥ ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণ—

অতঃপর ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন অধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন অধিকরণে কৌষীতকি শ্রুতি সকলের পরব্রহ্মে সমন্বয় প্রদর্শন করিবার জন্য প্রাণ ইন্দ্রাদি শব্দ সমূহের জীবপরত্ব আশঙ্কা নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি।

পৌরুষেণ চ" ইত্যুপক্রম্য ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাখ্যায়িকা শ্রূয়তে। তত্র প্রতর্দ্দনেন হিততমং বরং পৃষ্ট ইন্দ্রস্তমুপদিশতি "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্ব" (কৌ০ ব্রা০ ৩.২) ইতি।

কিময়মিন্দ্রঃ প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্টো জীবঃ? কিং বা পরমাত্মেতি? তত্রেন্দ্রশব্দস্য জীব-

---

দদানীতি, স হোবাচ প্রতর্দ্দনঃ—ত্বমেব মে বৃণীস্ব যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যস ইতি" অথ স্বমহিমা বৃত্রবধাদি বিজ্ঞাপ্য তং প্রতর্দ্দনমিদমুপদিশতি—প্রাণোঽস্মি" প্রাণঃ জীবনরক্ষকঃ, প্রজ্ঞাত্মা-জ্ঞানঘনঃ, তং মাং ইন্দ্রং আয়ুঃ—জীবিকাং দত্ত্বা আয়ুরক্ষকম্, অমৃতং জ্ঞানামৃতপ্রদানেন মোক্ষদাতারম্, তস্মাৎ মামেব উপাসস্ব-ভক্ত্যা-অর্চ্চনং কুরু। "মামেব বিজানীহি" ইতি।

সংশয়ঃ—অস্মিন্ শ্রুতিবাক্যে শঙ্কামুত্থাপয়ন্তি—ইহেতি। জীবত্বে হেতুঃ? "মামেব বিজানীহি" পরমাত্মা তু "অতএব প্রাণঃ" "১।১।৯।২৩" ইতি প্রাণশব্দেন ব্রহ্ম প্রতিপাদিতম্। অতোঽত্র ইন্দ্রশব্দেন জীবো বোধ্যতে? অথবা পরব্রহ্ম ইতি দ্বিকোটিকঃ সংশয়ঃ।

বিষয়—কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন সংবাদরূপ আখ্যায়িকা বিদ্যমান আছে, তাহাই এই অধিকরণের বিষয় বাক্য।

দিবোদাসের পুত্র মহারাজ প্রতর্দ্দন স্বীয় পৌরুষের ও যুদ্ধের দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় স্বর্গধামে গমন করিয়াছিলেন, এই প্রকার প্রারম্ভ করিয়া সেই আখ্যায়িকায় শ্রবণ করা যায়—প্রতর্দ্দনকে দেখিয়া ইন্দ্র বলিলেন—প্রতর্দ্দন! আমি তোমাকে বর প্রদান করিব। প্রতর্দ্দন বলিলেন—হে দেবরাজ! আপনি মানবগণের নিমিত্ত যাহা হিততম বর মনে করেন, তাহাই প্রদান করুন আমি সেই বরই বরণ করিতেছি। প্রতর্দ্দন এই প্রকার মানবের হিততম বর জিজ্ঞাসা করিলে, দেবরাজ ইন্দ্র নিজের মহিমা বৃত্রাসুর বধ প্রভৃতি দুষ্কর কর্ম্ম সকল বর্ণন করিয়া প্রতর্দ্দনকে উপদেশ করিলেন—আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকে আয়ু ও অমৃত রূপে উপাসনা কর, প্রাণ অর্থাৎ জীবনরক্ষক, প্রজ্ঞাত্মা—জ্ঞানঘন, অতএব তুমি আমাকে আয়ু - জীবিকা প্রদান করিয়া আয়ুরক্ষক, অমৃত - জ্ঞানামৃত প্রদানের দ্বারা মোক্ষ প্রদান কর্ত্তা, সুতরাং আমাকেই উপাসনা কর, ভক্তিপূর্ব্বক অর্চ্চনা কর" এবং তুমি আমাকেই বিশেষভাবে জান, আমাকে জানিলে, আমাকে অর্চ্চনা করিলে তুমি অমৃত হইবে", প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র এই প্রকার উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—অনন্তর এই শ্রুতিবাক্যে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন—ইহ ইত্যাদি। এই স্থানে কি প্রাণ ইন্দ্রাদি শব্দের দ্বারা জীবকে নির্দ্দেশ করিতেছেন? জীব বলিবার উদ্দেশ্য—ইন্দ্র বলিলেন—আমাকেই বিশেষভাবে জান" কারণ ইন্দ্র জীব ভিন্ন অন্য কিছু নহে, সুতরাং প্রাণাদি শব্দবাচ্য জীবাত্মাই কি শ্রুতি বর্ণনা করিতেছেন? অথবা পরমাত্মা? কারণ পূর্ব্বে "অতএব তিনি প্রাণ শব্দবাচ্য" বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণ বা ইন্দ্র শব্দের দ্বারা জীব বোধ করায়? অথবা প্রাণশব্দের দ্বারা

বিশেষে প্রসিদ্ধেস্তদেকার্থস্য প্রাণশব্দস্য তত্রৈব বৃত্তেশ্চায়ং জীব এব. তেন পৃষ্টঃ স্বোপাসনং হিততমমাহেতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১১।২৮।

তন্নির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মৈব ন জীবঃ। কুতঃ? তথেতি। তৎ প্রকৃতস্য তস্য "স এষ

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র ইন্দ্রশব্দস্য স্বর্গরাজ্যাধিপে জীববিশেষে প্রসিদ্ধেঃ। ইন্দ্রস্য তু শতক্রতু নামত্বাৎ, যঃ কশ্চিৎ জীবঃ শতাশ্বমেধেন যাগেন যজেত স এব ইন্দ্রো ভবতীতি মহাভারতাদৌ প্রসিদ্ধিঃ। তস্মাৎ ইন্দ্রশব্দেন স্বর্গাধিপঃ শচীপতিঃ জীববিশেষো বোধ্যতে ন তু পরব্রহ্ম ইতি। তেন—প্রতর্দ্দনেন। ইন্দ্রঃ স্বোপাসনং কথয়ামাস ইতি।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুপস্থিতে ভগবান্ সূত্রকারঃ সিদ্ধান্তয়তি—"প্রাণঃ" ইতি। "তথা" ব্রহ্মপরত্বেন 'অনুগমাৎ' তত্তৎ পদানাং অন্বয়াবগমাৎ তাৎপর্য্য নিশ্চয়াৎ "প্রাণঃ" প্রাণশব্দোঽপি ব্রহ্মপ্রতিপাদনপর ইতি। যদ্বা প্রাণশব্দ নির্দ্দিষ্ট—ইন্দ্রশব্দোঽপি ব্রহ্মৈব ন তু জীব, তথা প্রক্রান্তত্বাৎ। তন্নির্দ্দিষ্টঃ—প্রাণ-ইন্দ্রাদি শব্দ নির্দ্দিষ্টঃ প্রাণ ইতি—শ্রীহরিনামামৃতে—৩।৩১৬ 'অন্ শ্বস্ প্রাণনে' ইতি

পরব্রহ্মকে বুঝায়? এই প্রকার সংশয় নিরূপিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই দ্বিকোটিক সন্দেহ বাক্যে পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন—এই স্থলে ইন্দ্র শব্দের জীব বিশেষে প্রসিদ্ধি আছে, ইন্দ্র শব্দের সমানার্থক প্রাণ শব্দের দ্বারাও তাহাই বুঝা যায়, সুতরাং ইন্দ্রও প্রাণ জীবই ব্রহ্ম নহে। ইন্দ্র শব্দের স্বর্গরাজ্যের অধীশ্বর জীব বিশেষেই প্রধান প্রয়োগ দেখা যায়, অতএব ইন্দ্র জীবই। ইন্দ্রের অপর একটি নাম শতক্রতু, অর্থাৎ যে কোন জীব এই পৃথিবীতে একশত অশ্বমেধ যাগের দ্বারা যজনা করিবে সেই ইন্দ্র হইবে" এই প্রকার শ্রীমহাভারতাদিতে বর্ণনা আছে। অতএব ইন্দ্র শব্দের দ্বারা স্বর্গাধিপতি শচীপতি জীব বিশেষকেই বুঝাইতেছে, পরব্রহ্মকে নহে। সুতরাং প্রতর্দ্দন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলে দেবরাজ ইন্দ্র নিজের উপাসনাই পরম হিততম বলিয়া উপদেশ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ প্রদান করেন নাই, অতএব ইন্দ্র জীবই ব্রহ্ম নহেন। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরূপণ করা হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের উপস্থিত হইলে ভগবান্ শ্রীসূত্রকার সিদ্ধান্ত করিতেছেন—প্রাণ ইত্যাদি। প্রাণশব্দনির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রশব্দও তথা ব্রহ্মই কারণ ঐ সকল শব্দও ব্রহ্ম প্রক্রান্ত হেতু। তথা পরব্রহ্মত্বরূপে অনুগমন অর্থাৎ সেই সেই পদসকলের অন্বয়াবগম বা তাৎপর্য্য নিশ্চয় অবধারণ হেতু প্রাণ শব্দও ব্রহ্ম প্রতিপাদন পর বলিয়াই জানিতে হইবে। প্রাণশব্দ নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মাই হইবেন, কিন্তু জীব নহে। অথবা—প্রাণশব্দের দ্বারা নির্দ্দেশিত ইন্দ্রশব্দও ব্রহ্ম, কিন্তু জীব নহে, কারণ সেই প্রকারই উপক্রম

প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" (কৌ° ব্রা° ৩।৯) ইত্যানন্দাদিশব্দবাচ্যত্বেনানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥

ধাতুঃ। "উপেন্দ্রাদনো ণত্বমন্তস্য চ, নারায়ণস্য চ, তস্মাৎ "অন্যতে—অনেন জীবতীতি প্রাণঃ। ইন্দ্র ইতি শ্রীহরি° ব্যা°—৫।৩৫১ ইদি পরমৈশ্বর্য্যে ইতি ধাতোঃ, "ইরামেদ্ধাতোর্নুম্" (আ° প্র° ৯৩) ততঃ "নমি কম্পি-স্মি-কমি-হিংসি-দীপাদিভ্যো রঃ ৫।৩৫১। তস্মাৎ ইন্দ্রশব্দেন পরমৈশ্বর্য্যযুক্ত পরব্রহ্ম এব বোধ্যতে, পারমৈশ্বর্য্যতা ন জীবে সম্ভবেৎ। স এষ ইতি —স এব পরমেশ্বরঃ প্রাণঃ সর্ব্বজীবনদাতা এব, প্রজ্ঞাত্মা-সর্ব্বজ্ঞঃ, আত্মা-মুক্তোপসৃপ্যঃ, আনন্দময়ঃ, অজরঃ-নবযৌবনসম্পন্নঃ, অমৃতঃ-মোক্ষ স্বরূপ ইত্যাদি গুণবৃন্দমণ্ডনং সর্ব্বেশ্বরঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব। তস্য অপরিসীমপারমৈশ্বর্য্যত্বং তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে—৩।২।২১, "স্বয়ং ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ স্বারাজ্য লক্ষ্ম্যাপ্ত সমস্ত কামঃ। বলিং হরদ্ভিশ্চির লোকপালৈঃ কিরীটকোট্যেড়িত পাদপীঠঃ॥ কিঞ্চ শ্রীমৎ পরমাচার্য্যদেবানাং শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধৌ—২।১। ১৭৫, "ব্রহ্মন্নত্র পুরদ্বিষা সহ পুরঃ পীঠে নিষীদ ক্ষণং তুষ্ণীং তিষ্ঠ সুরেন্দ্র! চাটুভিরলং বারীশ! দূরীভব।

দেখা যায়। কেন জীব নহে? তথা—সেই ভাবে ব্রহ্মের প্রকরণ প্রারম্ভ করিয়া বর্ণনা করা হেতু। তন্নির্দ্দিষ্ট—প্রাণ ইন্দ্রাদি শব্দনির্দ্দিষ্ট। প্রাণ-পদ-শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে এই ভাবে সিদ্ধ করিয়াছেন—অন্ ও শ্বস্ ধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ করা, উপেন্দ্রের (উপসর্গ) উত্তরে অনের ণত্ব হইবে, অন্তের নারায়ণের ণত্ব হইবে"। এই সূত্রের দ্বারা অনের নকারের ণত্ব হইলে—অন্যতে ইহার দ্বারা জীবন ধারণ করা যায় এই অর্থে "প্রাণ" পদ সিদ্ধ হয়। ইন্দ্র —ইদি ধাতুর অর্থ পারমৈশ্বর্য্যযুক্ত, ইদি ধাতুর ই কারের লোপ করিলে "যে ধাতুর ইরামের লোপ হয় তদুত্তরে নুম্ হয়, উম্ ভাগ লোপ হয়, এই প্রকার—নমি, কম্পি প্রভৃতি ধাতুর উত্তরে 'র' প্রত্যয় হয়, এই ভাবে ইন্দ্র পদ সিদ্ধ হয়। অতএব ইন্দ্র শব্দের দ্বারা পরমৈশ্বর্য্য যুক্ত পরব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে, এই পারমৈশ্বর্য্যতা জীবে কোন প্রকারেই সম্ভব নহে।

এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন—সেই এই ইত্যাদি। সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর এবং অমৃত" অর্থাৎ সেই এই পরমেশ্বর প্রাণ, সকল প্রাণীদিগের জীবনদাতা, প্রজ্ঞাত্মা—সর্ব্বজ্ঞ, আত্মা—মুক্তগণের প্রাপ্য, আনন্দময়, অজর—নবযৌবন সম্পন্ন, অমৃত—মোক্ষ স্বরূপ, ইত্যাদি গুণবৃন্দমণ্ডন সর্ব্বেশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অপরিসীম পারমৈশ্বর্য্য শ্রীভাগবতে নিরূপণ করিয়াছেন—উদ্ধব বলিলেন হে বিদুর! স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ত্রিলোকের অধীশ্বর, তাঁহার সমান কেহ নাই, সুতরাং অধিক ঐশ্বর্য্যশালী কে হইবে, তিনি নিজ স্বতঃ সিদ্ধ ঐশ্বর্য্যেই সর্ব্বদা পরিপূর্ণ বা পূর্ণকাম, ইন্দ্রাদি অসংখ্য চিরলোকপালগণ নানা প্রকার উপঢৌকন দ্রব্য আহরণ করিয়া যাঁহাকে প্রণাম করেন এবং প্রণাম সময়ে লোকপালগণের মুকুটের অগ্রভাগ যাঁহার শ্রীচরণপীঠের প্রান্তকে স্পর্শ করিয়া স্তব করে। আরও শ্রীমৎ পরমাচার্য্যদেবের শ্রীশ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে এই প্রকার

ননু নোক্তং যুজ্যতে বক্তৃস্বরূপনিরূপণাৎ "মামেব বিজানীহি" (কৌ° ব্রা° ৩।১) "প্রাণোঽস্মি" (কৌ°ব্রা° ৩।২) ইতি বক্তা খলু ইন্দ্রঃ তেন "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনমরুন্মুখান্ যতীন্ সালাবৃকেভ্যঃ প্রাযচ্ছম্" (কৌ° ব্রা° ৩।১) ইত্যাদিনা বিজ্ঞাত জীবভাবস্য স্বস্যৈব উপাস্যত্বেনোপদেশাৎ। উপক্রমানুরোধেনানন্দাদেরপ্যুপসংহারগতস্য জীব পরতয়া নেয়ত্বাচ্চ।

এতে দ্বারি মুহুঃ কথং সুরগণাঃ কুর্ব্বন্তি কোলাহলম্। হন্ত দ্বারাবতীপতেরবসরো নাদ্যাপি নিষ্পদ্যতে॥ তস্মাৎ ইন্দ্রাদি শব্দেন শ্রীগোবিন্দদেব এব অনুগমাৎ অববোধাৎ। ন হি আনন্দাদিরূপত্বং ব্রহ্মলক্ষণং জীব-রূপে ইন্দ্রে শক্যমভ্যুপগন্তুম্। তস্যাধিকারান্তে নাশঃ শ্রবণাৎ ইতি॥ ২৮॥

অথ প্রকারান্তরেণাক্ষিপ্য সমাদধন্তি—নন্বিতি। নোক্তমিতি—ইন্দ্রপ্রাণাদিশব্দনির্দ্দিষ্টঃ পরমাত্মা ইতি ন যুক্তিসঙ্গতম্, কুতঃ? স্বহৃদয়ে করং নিধায় স্বয়মিন্দ্রো বক্তি—"মামেব" "এব" কারেণ অন্যসাপেক্ষতা নিরাকৃতঃ, বক্তা খুল ইন্দ্রো নাম কশ্চিদ্ বিগ্রহবান্ স্বর্গনিবাসী দেবতা বিশেষঃ, ন হি ব্রহ্মণো বক্তৃত্বং সম্ভবতি "অবাগমনাঃ" ইতি, বিগ্রহসম্বন্ধিরেব তেন ইন্দ্রেণ স্বাত্মানং তুষ্টাব—ত্রিশীর্ষানমিতি।

বলিয়াছেন—দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারপালগণ কহিলেন—হে ব্রহ্মণ্! আপনি ত্রিপুরারি শঙ্করের সহিত ক্ষণকাল এই আসনে উপবেশন করুন, হে সুরেন্দ্র! আপনি স্তুতিপাঠ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মৌনভাব অবলম্বন করুন, হে বরুণ! আপনি দূরে সরিয়া যান, হে দেবতাগণ! আপনারা প্রভুর দ্বারদেশে আসিয়া কেন এই প্রকার কোলাহল করিতেছেন? শ্রীদ্বারকা অধীশ্বরের এখনও যে অবসর হয় নাই। অতএব আপনারা সকলে অপেক্ষা করুন। সুতরাং ইন্দ্র প্রাণ আনন্দাদি শব্দের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই বুঝাইতেছে। আনন্দময়াদি পরব্রহ্মের লক্ষণ জীবরূপে ইন্দ্রে কোন ক্রমেই লওয়া উচিত নহে। ইন্দ্রাদি দেবগণের অধিকার নাশ হইলে তাঁহারাও নাশ হইয়া যায়, কারণ তাঁহারা আধিকারিক দেবতা। অতএব শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ইন্দ্রাদিশব্দবাচ্য॥ ২৮॥

অনন্তর প্রকারান্তরে আক্ষেপ করিয়া সমাধান করিতেছেন, মহাশঙ্কা—পূর্ব্বসূত্রে যাহা বলিয়াছেন ঐ উক্তি যুক্তিযুক্ত নহে অর্থাৎ ইন্দ্র প্রাণাদি শব্দের দ্বারা নির্দ্দিষ্ট পরমাত্মা, ইন্দ্র নহে, এই বাক্য যুক্তিসঙ্গত নহে, কারণ ঐ স্থলে বক্তার স্বরূপ নিরূপণ করা হইয়াছে; নিজে স্বয়ং ইন্দ্র স্বহৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন—"আমাকেই জান" "আমি প্রাণ হই" এই বাক্যের বক্তা নিশ্চিত রূপে দেবরাজ ইন্দ্র, এই স্থলে "এব" কারের দ্বারা অন্যের সাপেক্ষতা নিরাকরণ করা হইল। উপরোক্ত বাক্যের বক্তা ইন্দ্র নামে কোন বিগ্রহবান্ স্বর্গনিবাসী দেবতা বিশেষ, ব্রহ্মের বক্তৃত্ব ধর্ম্ম নাই, শ্রুতি তাঁহাকে "বাক্যরহিত মন রহিত" বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। বিগ্রহ সম্বন্ধযুক্ত হওয়ার জন্যই দেবরাজ ইন্দ্র নিজেকে স্তব করিতেছেন—ত্রিশীর্ষাত্বাষ্ট্রকে আমি বধ করিয়াছি, অরুন্মুখ ঋষিদিগকে বন্য কুক্কুরগণকে প্রদান করিয়াছি। ইত্যাদির

"প্রাণোঽস্মি" (কৌ॰ ব্রা॰ ৩ ২) ইতীন্দ্রদেবতৈব তত্ত্বেনোপাসিতুমুপদিশ্যতে, "বাচং ধেনুমুপাসীত" (বৃ॰ ৫।৮।১) ইতি বৎ। বলাধিষ্ঠাতৃত্বাচ্চ তস্য তথোপদেশঃ। "প্রাণো বৈ বলম্" ইতি হি বদন্তি। তস্মাৎ জীবোঽয়মিত্যাক্ষিপ্য পরিহরতি—

ত্বাষ্ট্রম্—ত্বষ্টুপুত্রং বিশ্বরূপম্। তথাহি শ্রীভাগবতে—৬।৯।১,৪, তস্যাসন্ বিশ্বরূপস্য শিরাংসি ত্রীণি ভারত! সোমপীথং সুরাপীথমন্নাদমিতি শুশ্রুম॥ স তু দানবদৌহিত্রহেতোর্দানবেভ্যো যজ্ঞ ভাগমদাদিতি ইন্দ্রো জ্ঞাতবান্। "তদ্দেব হেলনং তস্য ধর্ম্মালীকং সুরেশ্বরঃ। আলক্ষ্য তরসা ভীতস্তচ্ছীর্ষাণ্যচ্ছিনদ্ রুষা॥ অরুন্মুখানিতি—রৌতি যথার্থং শব্দয়তীতি রুৎ বেদান্তবাক্যম্, তৎ মুখে যেষাং তে রুন্মুখাঃ, তেভ্যোঽন্যান্ বেদান্তবাক্যবহির্মুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যঃ, আরণ্যকুক্কুরেভ্যো দত্তবানস্মি তি। বিজ্ঞাত জীবভাবস্য—যস্য ইন্দস্য জীবভাবো জীবধর্ম্মো, বিজ্ঞাতঃ জ্ঞাতবান্ স ইন্দ্রঃ স্বয়মেব উপাস্যত্বরূপেন প্রতর্দ্দনং প্রতি উপদিশতি —"মামেব বিজানীহি" "মামায়ুরমৃতমুপাসস্ব" ন তু পরমেশ্বরং, ন বা পরমেশ্বরঃ বিশ্বরূপং জঘান, বেদান্তশাস্ত্রবিমুখান্ যতীন্ শালাবৃকেভ্যো দত্তবানিতি, এতানি কর্ম্মাণি তু জীবরূপেণ ইন্দ্রেণ কৃতমিতি ইন্দ্রো জীব

দ্বারা নিজে নিজের জীবভাব জানিয়াই নিজেরই উপাস্যত্বরূপে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। অর্থাৎ ত্বাষ্ট্র—ত্বষ্টা ঋষির পুত্র বিশ্বরূপ।

এই বিশ্বরূপ বিষয়ে শ্রীভাগবতে এই প্রকার বর্ণনা আছে—শ্রীশুকদেব বলিলেন—হে ভারত! সেই বিশ্বরূপের তিনটি মস্তক ছিল, একটি মস্তকে সোম পান করিতেন, অপরটিতে সুরা পান করিতেন, অন্য মুখটিতে অন্ন ভোজন করিতেন, আমরা এই প্রকার শ্রবণ করিয়াছি। সেই বিশ্বরূপ দানবের দোহিত্র ছিলেন সুতরাং তিনি দানবদিগকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিতেন, দেবরাজ ইন্দ্র তাহা জানিয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র বিশ্বরূপের কপটপূর্ণ ধর্ম্ম বা ব্যবহার এবং দেবতাগণের অবহেলনা অবলোকন করিয়া, ব্রাহ্মণ বধে ভীত হইয়াও ক্রোধপূর্ব্বক সত্বর বিশ্বরূপের মস্তকগুলি ছেদন করিলেন। ইন্দ্র এই প্রসঙ্গই প্রতর্দ্দনকে বর্ণন করিয়া শ্রবণ করাইলেন।

অরুন্মুখ—অর্থাৎ রৌতি যথার্থ শব্দ করে যাহারা তাহারা রুৎ—বেদান্তবাক্য, সেই বেদান্তবাক্য যাঁহাদের মুখে বিদ্যমান আছে তাঁহারা রুন্মুখ, তাঁহারা হইতে অন্য অর্থাৎ বেদান্তবাক্য বহির্ম্মুখ যতিগণকে শালাবৃক্—বন্যকুক্কুরদিগকে প্রদান করিয়াছি। এই ভাবে ইন্দ্র স্বয়ং নিজের স্তব করিয়াছেন। বিজ্ঞাত জীবভাব—যে ইন্দ্র নিজে নিজের জীবভাব জীবধর্ম্ম জানিয়াছেন, সেই ইন্দ্র স্বয়ং নিজেকে উপাস্যরূপে প্রতর্দ্দনের প্রতি উপদেশ করিতেছেন—আমাকেই জান" "আমাকে আয়ু ও অমৃত বুদ্ধিতে উপাসনা কর।' এই সকল উপাখ্যানে ইন্দ্র শব্দের দ্বারা পরমেশ্বরকে বুঝাইতেছে না, অথবা পরমেশ্বর বিশ্বরূপকে বধ করেন নাই, বেদান্ত শাস্ত্র বিমুখ ঋষিগণকে শালাবৃকদিগকে প্রদান করেন নাই। এই কার্য্য সকল জীবরূপী ইন্দ্র কর্ত্তৃক করা হইয়াছে, সুতরাং ইন্দ্র জীবই পরমেশ্বর নহেন।

ওঁ ।। ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেদধ্যাত্মসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্ ।। ওঁ ।। ১।১।১১।২৯।

অধ্যাত্মসম্বন্ধঃ পরমাত্মৈকান্তধর্ম্মসম্বন্ধঃ। তস্য ভূমা বহুত্বমস্মিন্ প্রকরণে হি যস্মাৎ

এব। নন্থ—ইন্দ্রশব্দস্য জীবপরত্বে—"স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইত্যুপসংহার বাক্যস্য কা গতিরিতি চেত্তত্রাহুঃ—উপক্রমানুরোধেনেতি। ইন্দ্রস্য জীবত্বে যুক্তিমাহুঃ—বাচমিতি। ত্রয়ীলক্ষণং বাচং ধেনুরিব উপাসিত। যথাত্র ধেনুশব্দেন বাগ্ বোধ্যতে, তথাত্রাপি প্রাণ-ইন্দ্রাদি শব্দেন জীবো বোধ্যতে। এবং প্রাণত্বং চ ইন্দ্রস্য উপপদ্যতে বলবত্ত্বাৎ ইত্যতঃ প্রমাণয়ন্তি—প্রাণ ইতি। বলস্য চ ইন্দ্রদেবতা প্রসিদ্ধা। "যা চ কাচন বলকৃতিরিন্দ্র কর্ম্মৈব তৎ" ইতি শাস্ত্রজ্ঞাঃ। এবঞ্চ অপরিমিত বিজ্ঞানা দেবতা ভবতি। তস্মাৎ উপর্য্যুক্ত কারণাৎ ইন্দ্র-প্রাণ-ইত্যাদি শব্দেন জীবো বোধ্যতে, ইতি পূর্ব্বপক্ষিণামাক্ষেপঃ।

এবমাক্ষিপ্য সমাধানং করোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—"ন" ইতি। বক্তুঃ—ইন্দ্রস্য, আত্মোপদেশাৎ—স্বস্য আরাধ্যত্বেনোপদেশাৎ ন ইন্দ্রো ব্রহ্ম ন ভবতীতি চেৎ, অস্মিন্ - অস্মিন্ প্রকরণে, অধ্যাত্ম-

---

শঙ্কা—যদি বলেন ইন্দ্র শব্দ যদি জীব পর হয়, তাহা হইলে—"সে এই প্রাণই এবং প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ, অজর, অমৃত" ইত্যাদি উপসংহার বাক্যের কি গতি হইবে?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—উপক্রম বাক্যের অনুরোধে আনন্দ অজর অমৃতাদি শব্দ সকল এই উপসংহার গত বাক্যের সমান জীবপরই ব্যাখ্যা করিতে হইবে। কারণ—"আমি প্রাণ আমাকে উপাসনা কর" এই বাক্য ইন্দ্রদেবতাকেই তত্ত্বতঃ অমৃতরূপে উপাসনা করিবার নিমিত্ত উপদেশ করিতেছেন। দেবরাজ ইন্দ্র যে জীব এই বিষয়ে শ্রুতিযুক্তি নিরূপণ করিতেছেন—বাচ ইত্যাদি। বাক্যরূপ ধেনুকে উপাসনা করিবে" অর্থাৎ ত্রয়ী লক্ষণ বেদবাক্যকে ধেনুর ন্যায় উপাসনা করিবে, এই স্থলে যেমন ধেনু শব্দের দ্বারা বাক্যকে বুঝায়, সেই প্রকার এই স্থানেও প্রাণ ও ইন্দ্রাদি শব্দের দ্বারাও জীবকেই বোধ করাইতেছে। এই ভাবে ইন্দ্রের প্রাণত্বেরও উপপত্তি তাঁহার অত্যধিক বল থাকার জন্য হয়। অতএব তিনি বলের অধিষ্ঠাতা সুতরাং সেই প্রকার উপদেশ করা যুক্তিযুক্ত, এই বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ এই —"প্রাণই বল" বলিয়া থাকেন। বলের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ইন্দ্র বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। অতএব ইন্দ্র জীবই। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ বলেন—"এই জগতে যাহা কিছু বলের কার্য্য তাহা ইন্দ্র কর্ত্তৃক সিদ্ধ হয়" আরও অপরিমিত জ্ঞান সম্পন্ন দেবতাগণ হয়েন। সুতরাং উপর্য্যুক্ত প্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা ইন্দ্র প্রাণ ইত্যাদি শব্দ সকলের দ্বারা জীবকেই বোধ করাইতেছে, কিন্তু পরমেশ্বরকে নহে। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারিগণের আক্ষেপ।

সমাধান—এই প্রকার মহা আক্ষেপের সমাধান করিতেছেন। এই আক্ষেপের সমাধান

দৃশ্যতেহতঃ পরমাত্মৈব স বোধ্যঃ। তথাহি "হিততমং বরম্" কিল মোক্ষাপ্ত্যুপায়ঃ তৎ কর্ম্মত্বং "মামুপাসস্ব" (কৌ° ব্রা° ৩।১) ইতি প্রাণ শব্দিতস্য প্রতীয়তে। "এষ এব সাধুকর্ম্মকারয়তি"

সম্বন্ধভূমা হি, পরব্রহ্ম সম্বন্ধ প্রাচুর্য্যেণ কথনাৎ, হি নিশ্চয়ে। নিশ্চয়রূপেণ প্রকরণেহস্মিন্ পরব্রহ্ম ধর্ম্ম বাহুল্য কথনাৎ। অত্র পরমাত্মন একান্তধর্ম্মাঃ—"আত্মাপহতপাপ্মা বিজ্বরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ" ইতি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ" "রসো বৈ সঃ" "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি শাস্ত্রেষু বিলোক্যন্তে। তদ্ধর্ম্মসম্বন্ধস্য ভূমা ইত্যাদি। প্রতীয়তে—অত্র হিততমং বরং পরমপুরুষার্থলাভোপায়ং প্রতর্দ্দনঃ পপ্রচ্ছ। পরম পুরুষার্থলাভ কামায় তস্মৈ ইন্দ্রঃ প্রাণোপাসনমুপাদিদেশ, স চ প্রাণঃ পরব্রহ্মৈব ন তু বায়ুবিকারঃ। পরমপুরুষার্থলাভস্তু ব্রহ্মজ্ঞানেনৈব সম্ভবেৎ ন তু বায়ুজ্ঞানেন। "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সর্ব্বকর্ম্মকারয়িতৃত্বঞ্চ ব্রহ্মণ এব সম্ভবেৎ। ন তু জড়স্য বায়োর্ন বা জীব ইন্দ্রস্য।

ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। বক্তার আত্মোপদেশ প্রদান হেতু ইন্দ্র ব্রহ্ম নহে, এই শঙ্কা করা উচিত নহে, কারণ এই প্রকরণে অধ্যাত্ম সম্বন্ধই বহুলরূপে নিরূপণ করা হইয়াছে। অর্থাৎ বক্তা ইন্দ্রের আত্মোপদেশ—নিজেকে আরাধ্য রূপে উপদেশ করার জন্য 'ন' ইন্দ্র ব্রহ্ম শব্দ বাচ্য নহে, যদি এই প্রকার বলেন, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে—এই প্রকরণে অধ্যাত্মসম্বন্ধে ভূমা রূপে—পরব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রচুর ভাবে কথন হেতু "হি" শব্দ নিশ্চয়ার্থে। নিশ্চয়রূপে এই প্রকরণে পরব্রহ্মের ধর্ম্মসকল বাহুল্য রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে, সুতরাং ইন্দ্র শব্দে পরব্রহ্মই বোধ্য জীব নহে। অধ্যাত্মসম্বন্ধ—অর্থাৎ পরমাত্মার একান্ত ধর্ম্মসম্বন্ধ, এই স্থলে পরমাত্মার একান্ত ধর্ম্মসকল এই প্রকার—

অপহত পাপ্মা, বিজ্বর, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প। "সত্য জ্ঞানস্বরূপ অনন্ত ব্রহ্ম" "আনন্দ ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন" "তিনি রসস্বরূপ" "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্ববিৎ" ইত্যাদি পরব্রহ্মের একান্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র সকলে দেখা যায়। এই পরব্রহ্ম ধর্ম্মসকলের ভূমা বাহুল্য অর্থাৎ এই প্রকরণে পরব্রহ্ম ধর্ম্মসকলের প্রচুর ভাবে নিরূপণ করা হইয়াছে। অতএব ইন্দ্রশব্দের দ্বারা সেই পরমাত্মাই বুঝিতে হইবে। ইন্দ্র যে পরব্রহ্ম তাহার কারণ নিরূপণ করিতেছেন—তথাহি ইত্যাদি। মহারাজ প্রতর্দ্দন যে 'হিততম বর' যাচনা করিয়াছিলেন তাহা কিন্তু মোক্ষ প্রাপ্তির উপায় এবং মোক্ষলাভের কর্ম্ম "আমাকে উপাসনা কর" এই উপাসনা প্রাণ শব্দের দ্বারা যাহাকে অভিহিত করা হইয়াছে তাহার প্রতীতি করায়, অর্থাৎ হিততম বর বা পরমপুরুষার্থ লাভের উপায় ইন্দ্রকে প্রতর্দ্দন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। পরম পুরুষার্থ লাভ কামনাকারী প্রতর্দ্দনকে ইন্দ্র প্রাণের উপাসনা উপদেশ দিয়াছিলেন এবং সেই প্রাণ পরব্রহ্মই বায়ুর বিকার মাত্র নহে। পরম পুরুষার্থ লাভ কিন্তু পরব্রহ্মের জ্ঞানের দ্বারাই সম্ভব হয়, বায়ুজ্ঞানে মোক্ষলাভ হয় না। "তাঁহাকেই জানিয়া অতিমৃত্যু লাভ হয়" "যিনি আত্মবিৎ তিনি শোক হইতে পার

(কৌ° ব্রা° ৩।৯) ইত্যাদিনা সর্ব্বকর্ম্মকারয়িতৃত্বম্। "তদ্ যথা রথস্যারেষু নেমিরর্পিতা নাভাবরা অর্পিতা এবমেবৈতা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রেষ্বর্পিতাঃ। প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণেঽর্পিতাঃ" (কৌ° ব্রা° ৩।৯) ইতি জড়চেতনাত্মক সমস্তাধারত্বঞ্চ। এবং "স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরো-

---

এবঞ্চ—"স যো মাং বিজানীয়াৎ নাস্য কেন চ কর্ম্মণা লোকো মীয়তে, ন মাতৃবধেন, ন পিতৃবধেন ন স্তেয়েন ন ভ্রূণহত্যয়া" ইতি (কৌ° ব্রা° ৩।১) ইত্যাদি পরমাত্ম পরিগ্রহে সম্ভবেৎ, ন তু ইন্দ্রঃ পরিগ্রহে বায়ু পরিগ্রহে বা। তথা চ—যোঽধিকারী মাং মদ্‌বৃত্ত্যেক হেতুং মদ্ ব্যাপকং বা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দং বেদ অনুভবতি তস্য ব্রহ্মজ্ঞস্য লোকো মোক্ষঃ কেন চিৎ কর্ম্মণা ন মীয়তে ন হিংস্যতে। দৈবাৎ পতিতানাং পাপানং বিদ্যয়া ভস্মীভাবাৎ। তথাহি —গীতাসু—৪।৩৭, "যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥

শ্রীভাগবতে চ—১১।৫।৪২, স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ। বিকর্ম্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ ধুনোতি সর্ব্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ॥ ইতি। তদ্ যথা ইতি—যথা রথস্যারেষু মধ্যবর্ত্তি শলাকাসু ষট্‌সু চক্রোপান্তা নেমিরর্পিতা, নাভৌ চক্রপিণ্ডিকায়ামরা অর্পিতাঃ তথা ভূতমাত্রাঃ প্রজ্ঞামাত্রেসু

হয়েন" ইত্যাদি শ্রুতির প্রমাণ বিদ্যমান আছে। অতঃপর ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্মসকল নিরূপণ করিতেছেন—শ্রীভগবান্ তাহাকে সাধুকর্ম্ম করায়" ইত্যাদির দ্বারা তিনি সর্ব্ব কর্ম্ম কারয়িতৃত্ব ধর্ম্ম পরব্রহ্মেরই সম্ভব হয়, কিন্তু জড় বায়ু, অথবা ইন্দ্রের দ্বারা সর্ব্ব কর্ম্ম করা সম্ভব নহে।

এবং—যে সাধক যে আমাকে বিশেষ ভাবে জানে, তাহার কোন প্রকার কর্ম্মের দ্বারা লোক বা মোক্ষ নাশ হয় না; তথা সেই ভক্ত মাতৃবধ, পিতৃবধ, চুরি করা, ও ভ্রূণ হত্যাদি পাপের দ্বারা লিপ্ত হয় না" ইত্যাদি বাক্য বা মহিমা পরমাত্মা পরিগ্রহণ করিলেই সম্ভব হয়, কিন্তু ইন্দ্র অথবা বায়ুগ্রহণ করিলে নহে। সারার্থ এই—যে অধিকারী আমাকে অর্থাৎ আমার বৃত্তি বা ভাব লাভের একমাত্র কারণ অথবা মদধীন বৃত্তিলাভের কারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে জানে সাক্ষাৎ অনুভব করে, সেই ব্রহ্মজ্ঞের লোক বা মোক্ষ কোন কর্ম্মের দ্বারা নাশ হয় না। ভক্তে দৈবাৎ আপতিত পাপসকলের বিদ্যার দ্বারা ভস্ম হওয়ার কথা শাস্ত্রে শ্রবণ করা যায়। শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় শ্রীঅর্জ্জুনকে বলিলেন—হে অর্জ্জুন! সুন্দররূপে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার মদ্‌বিষয়ক জ্ঞানাগ্নি কর্ম্মসকলকে তৎক্ষণাৎ ভস্মসাৎ করে।

শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—অনন্যভাবে শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ ভজনকারি প্রিয়গণের যদি কোন প্রকারে কথঞ্চিৎ বিকর্ম্ম উৎপন্ন হয়, সর্ব্বপাপাপহারী সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সেই ভক্তের হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট হইয়া তাহা বিধুনিত করেন।

অতঃপর তাঁহার সর্ব্বাধারত্ব নিরূপণ করিতেছেন—তদ্ যথা ইত্যাদি। যে প্রকার রথের অরা সকলে অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তি শলাকা সকলে যাহা সংখ্যায় ছয়টি তাহাতে নেমি চক্রাকার কাষ্ঠপরিধি অর্পিত

হ্মৃতঃ, এষ লোকাধিপতিরেষ সর্ব্বেশ্বরঃ" (কৌ০ ব্রা০ ৩ ৯) ইত্যানন্দাত্মকত্বাদি চ। তদেতদ্ধর্ম্মজাতং পরমাত্মন্যেব সম্ভবতি নান্যত্রেতি ॥ ২৯ ॥

নন্বু এবং চেদ্বক্তুরাত্মোপদেশঃ কথং সঙ্গচ্ছেত তত্রাহ—

ওঁ ॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যাতূপদেশো বামদেববৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১১।৩০।

অর্পিতাঃ, ভূতানি আকাশাদীনি, মাত্রাঃ শব্দাদয়ঃ। প্রজ্ঞামাত্রাঃ প্রাণে পরব্রহ্মণি অর্পিতাঃ। ইতি সর্ব্বাধারত্বঞ্চ পরব্রহ্মণ এব ধর্ম্ম ন তু জীবস্য। "স এষ" ইতি এষঃ প্রসিদ্ধঃ প্রাণঃ প্রাণশব্দবাচ্যঃ পরব্রহ্ম এব প্রজ্ঞাত্মা ইত্যাদি, এষঃ পরমেশ্বরঃ লোকাধিপতিঃ—ভূরাদি চতুর্দ্দশ লোকাধিপতিঃ, যদ্বা গোলোকাদি সর্ব্বচিদ্ধামাধিপতিরিতি। ধর্ম্মজাতমিতি-সর্ব্বকর্ম্মকারয়িতৃত্ব-জড়চেতনাত্মকসমস্তাধারত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বজীবনদত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বনিয়ামকত্ব-আনন্দময়ত্ব-সর্ব্বানন্দপ্রদত্ব-দিব্যশ্রীবিগ্রহত্ব-ইত্যাদি দিব্যাচিন্ত্যানন্তগুণগণালঙ্কৃতপরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব এব সম্ভবতি, নান্যত্র ইন্দ্র-প্রাণ-জীবাদিষু।

তস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে পরব্রহ্ম ধর্ম্মানাং বাহুল্যেন কথনাৎ ইন্দ্র-প্রাণাদি শব্দবাচ্যঃ শ্রীগোবিন্দদেব ইতি ॥ ২৯ ॥

অথ দৃষ্টান্তান্তরেণ স্পষ্টয়ন্তি—নন্বিতি। নন্বু এবমিতি—নিখিল বেদবাক্যস্য শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদকপরত্বে, বক্তুঃ—ইন্দ্রস্য আত্মোপদেশঃ "মামেব বিজানীহি" ইতি স্বস্যোপাসনায়ামুপদেশঃ কথং কেন

থাকে, এই অরা সকল নাভিতে চক্রপিণ্ডিকা রূপ কাষ্ঠখণ্ডে সমর্পিত আছে, সেই প্রকার ভূত মাত্রা, ভূত অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চ মহাভূত, মাত্রা—শব্দাদি পঞ্চতন্মাত্রা প্রজ্ঞামাত্রে সমর্পিত এবং এই প্রজ্ঞামাত্রা প্রাণে পরব্রহ্মেতে সমর্পিত আশ্রিত আছে। এই প্রকার সর্ব্বাধারত্বও পরব্রহ্মেরই ধর্ম্ম, জীবের নহে, সুতরাং জড়চেতনাত্মক সকল ব্রহ্মাণ্ডের আধার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব।

এবং সেই এই প্রসিদ্ধ প্রাণ - প্রাণশব্দবাচ্য পরব্রহ্মই প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দ, অজর, অমৃত। এই পরমেশ্বর লোকাধিপতি, অর্থাৎ ভূরাদি চতুর্দ্দশ লোকের অধিপতি অথবা গোলোকাদি চিন্ময়ধাম সমূহের অধিপতি। এই মন্ত্রের দ্বারা প্রাণের আনন্দাত্মকত্ব প্রতিপাদন করা হইল। সুতরাং এই ধর্ম্মসমূহ পরমাত্মাতেই সম্ভব হয়, অথবা অবস্থান করে অন্যত্র নহে। ধর্ম্মসমূহ—সর্ব্বকর্ম্মকারয়িতৃত্ব, জড়চেতনাত্মক সকলের ধারকত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্ব, সর্ব্বজীবন প্রদত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বনিয়ামকত্ব, আনন্দময়ত্ব, সর্ব্বানন্দপ্রদত্ব, দিব্য শ্রীবিগ্রহত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম সকল দিব্য-অচিন্ত্য-অনন্তগুণগণালঙ্কৃত পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সম্ভব হয়, অন্যত্র ইন্দ্র প্রাণবায়ু বা জীবে সর্ব্বথা অসম্ভব। সুতরাং এই প্রকরণে পরব্রহ্মের ধর্ম্মসকলের বহুল পরিমাণে কথন হেতু ইন্দ্র প্রাণাদি শব্দবাচ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ॥ ২৯ ॥

শঙ্কা—অনন্তর অন্য দৃষ্টান্তের দ্বারা শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ স্পষ্ট করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি।

"তু" শব্দ সন্দেহ হানৌ। বিজ্ঞাত জীবভাবেনাপীন্দ্রেণ "মামেব বিজানীহি (কৌং ব্রাং ৩।১) "মামুপাসস্ব" (কৌং ব্রাং ৩।২) ইত্যুপাস্যব্রহ্মরূপতয়া যোঽয়ং স্বোপদেশঃ কৃতঃ স শাস্ত্রদৃষ্টৈব সম্ভবতি নেতরথা। শাস্ত্রং খলু যদ্ বৃত্তির্যদায়ত্তা তৎ তাদ্রূপ্যেণোপদিশতি। "ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে প্রাণ ইত্যেবাচক্ষতে প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবন্তি" (ছাং ৫।১।১৫) ইতি ছান্দোগ্যশ্রুতিঃ। প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাদিন্দ্রিয়াণি প্রাণ-

---

প্রকারেণ সম্ভবেৎ ইতি শঙ্কায়ামুৎপন্নে সতি সমাধানং কথয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—শাস্ত্রেতি। জীবস্যাপি ইন্দ্রস্য "মামুপাসস্ব" ইতি আত্মোপাস্যত্বোপদেশঃ "শাস্ত্রদৃষ্ট্যা" "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "স আত্মা তত্ত্বমসি" "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত্যা ব্রহ্মাত্মকত্ব দৃষ্ট্যা প্রবর্ত্ততে নান্যথা 'তু' কিন্তু "বামদেববৎ" ইতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনম্ - যথা বামদেবঃ কিল স্বস্য সর্ব্বাত্মকত্বং পশ্যন্ "অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইতি উপদিদেশ। অত্র শ্রুতিং প্রমাণয়ন্তি—"ন বৈ বাচ" ইতি। প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ বাগাদীনামপি প্রাণরূপতা, প্রাণাভিধানঞ্চ, তথা ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাদ্ ইন্দ্রাদীনামপি ব্রহ্মরূপত্বং যুক্তিযুক্তমেব।

যদি বলেন - নিখিল বেদবাক্যের দ্বারা যদি শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র প্রতিপাদিত হয়, তাহা হইলে বক্তা ইন্দ্রের আত্মোপদেশ "আমাকেই জান" এইরূপ নিজের উপাসনার উপদেশ কি প্রকারে সম্ভব হইবে?

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কা উৎপন্ন হইলে পরে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সমাধানের নিমিত্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—শাস্ত্র ইত্যাদি। শাস্ত্র দৃষ্টির দ্বারা আত্মোপদেশ সম্ভব হয়, যেমন বামদেব ঋষি আত্মোপদেশ করিয়াছিলেন। জীবস্বরূপ ইন্দ্রের "আমাকে উপাসনা কর" এই প্রকার নিজেকে উপাসনা করিবার উপদেশ "শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারাই, অর্থাৎ—"এই সকল আত্মা স্বরূপ" "এই সকল বস্তুই ব্রহ্ম" "সেই আত্মাই তুমি হও. "আমি ব্রহ্ম হই" ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য দ্বারা ব্রহ্মাত্মকত্ব দৃষ্টি হেতু প্রবর্ত্তিত হয়, অর্থাৎ এই প্রকার আত্ম যাথার্থ্য জ্ঞান থাকিলেই আত্মোপাসনা উপদেশ সম্ভব হয়, অন্যথা নহে। 'তু' কিন্তু "বামদেববৎ" এই বাক্যটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য। যেমন—বামদেব ঋষি শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারা নিজের সর্ব্বাত্মকত্ব বিলোকন করিয়া "আমি মনু হইয়াছিলাম এবং সূর্য্যও হইয়াছিলাম" ইত্যাদি উপদেশ করিয়াছিলেন। সূত্রস্থ 'তু' শব্দ পূর্ব্বোক্ত শঙ্কা হানির নিমিত্ত, অর্থাৎ এই প্রকরণে কোন প্রকার আশঙ্কা নাই। ইন্দ্র জীব, এই জীব ভাব নিজের জানিয়াই ইন্দ্রকর্ত্তৃক "আমাকেই বিশেষভাবে জান" "আমাকে উপাসনা কর" এই প্রকার উপাস্য ব্রহ্মরূপে যে এই নিজের উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন তাহা শাস্ত্রদৃষ্টির দ্বারাই সম্ভব হয়, ইতরথা হয় না। যে দ্রব্য যাহার বৃত্তি এবং যে দ্রব্য যাহার আয়ত্তের অধীন শাস্ত্রে সেই দ্রব্যকে সেই রূপেই উপদেশ করেন।

এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন—ন বৈ বাচ ইত্যাদি। বাক্য বলে না, চক্ষু দর্শন করে না, মন মনন করে না, এই সকল প্রাণই করিয়া থাকে, প্রাণই সকল ইন্দ্রিয় হয়। প্রাণায়ত্ত-

রূপতয়া নির্দ্দিশতি। তথা চৈবং বিদুষো বক্তুঃ স্বপ্রজ্ঞাং স্ববিনেয়ে সঞ্চিচারয়িষো "মামেব বিজানীহি" (কৌ০ ব্রা০ ৩।১) ইত্যাদ্যুপদেশোঽন্যথা স্বং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকমসৌ ন বিদ্যাৎ।

ছান্দোগ্যোপনিষদি—পঞ্চমোঽধ্যায়ে প্রাণ সংবাদে কথাস্তি—বাগাদয়ঃ সর্ব্বে প্রত্যেকমাত্মনঃ শ্রৈষ্ঠ্যং মন্যমানাঃ বিবাদং চক্রুঃ। "অথ হ প্রাণা অহং শ্রেয়সি ব্যূদিরেঽহং শ্রেয়ানস্ম্যহং শ্রেয়ানস্মীতি" ৫।১।৬, তে তন্নিশ্চয়ায় প্রজাপতিং ব্রহ্মাণমুপজগ্মুঃ। স চ ব্রহ্মা তান্ বাগাদীনুবাচ "যস্মিন্ ব উৎক্রান্তে শরীরং পাপিষ্ঠতরমিব দৃশ্যেত স বঃ শ্রেষ্ঠ ইতি" তত্রাদৌ শরীরাৎ বাচি নির্গতে সতি "অবদন্তঃ" মুকীভূত্বা অজীবৎ ইতি বাচো গর্ব্বনাশমভূৎ। ততঃ শরীরাৎ নেত্রে নির্গতে সতি "অপশ্যন্তঃ" অন্ধোঽপি জীবতি ইতি তদ্দৃষ্ট্বা নেত্রং শরীরম্ অশিশ্রিয়ৎ। অথ শ্রোত্রং হোচ্চক্রাম শরীরাৎ সম্বৎসরান্তে পুনরাগত্য অপশ্যৎ "বধিরা অশৃণ্বন্তঃ প্রাণন্তঃ" তদ্দৃষ্ট্বা প্রবিবেশ হ শ্রোত্রম্ শরীরে ইতি। এবং শরীরাৎ মনসি নিষ্ক্রান্তে সতি "যথা—বালা অমনসঃ প্রাণন্তঃ" তস্মাৎ সম্বৎসরান্তে নষ্টগর্ব শরীরমাবিবেশ। অথ মুখ্য প্রাণস্যোচ্চিক্রমিষায়াং তু বাগাদয়ো ব্যাকুলস্বভূবুঃ। "যথা সুহয়ঃ পড়্বীশ শঙ্কুন্ সংখিদেদ" "সমেত্যোচুর্ভগবন্ নেধি ত্বং নঃ শ্রেষ্ঠোঽসি মোৎক্রমীরিতি" ইতি সর্ব্বৈরেব প্রাণস্য শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদিতম্। যতোঽহমেবৈতং পঞ্চধাত্মানং প্রবিভজ্য এতদ্ বানমবষ্টভ্য বিধারয়ামীতি প্রাণোক্তেঃ। বানং শরীরং, বন-গতৌ বনতি গচ্ছতীতি।

বৃত্তিকত্বহেতু বাগাদির প্রাণরূপতা ও তাহাদিগকে প্রাণরূপে অভিহিত করা হয়· সেই প্রকার ব্রহ্মাধীন ও ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তি হেতু ইন্দ্রাদিরও ব্রহ্মরূপতা যুক্তিযুক্তই হইতেছে।

এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে প্রাণ সংবাদে এই প্রকার কথা আছে—বাক্-চক্ষু-মন-প্রভৃতি সকলে নিজেকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মনে করিয়া পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিয়াছিলেন। অতঃপর প্রাণাদি সকলে নিজ শ্রেষ্ঠতার জন্য বিবাদ করিয়া "আমি শ্রেষ্ঠ· আমি শ্রেষ্ঠ" এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলেন" তাহারা নিজের শ্রেষ্ঠতার নিশ্চয় করিতে না পারিয়া প্রজাপতি ব্রহ্মার নিকটে গমন করিলেন। প্রজাপতি ব্রহ্মা তাহাদিগকে দর্শন করিয়া বলিলেন—ওহে! তোমাদের মধ্যে যে শরীর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে এই শরীর পাপিষ্ঠতরের ন্যায় দেখা যাইবে, সেই তোমাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম শরীর হইতে বাক্য নির্গত হইল, কিন্তু মানব অবদন্ত বাক্য না বলিয়াও মূক (বোবা) হইয়াও জীবিত থাকে, সুতরাং বাক্যের গর্ব্বনাশ হইল, সে এক বৎসর কাল পরে আসিয়া শরীরকে আশ্রয় করিল।

অনন্তর শরীর হইতে নেত্র নির্গত হইলে পরে অপশ্যন্ত, মানব না দেখিয়াও জীবিত থাকে, তাহা দেখিয়া নেত্রের গর্ব্বনাশ হইল সে আসিয়া শরীরকে আশ্রয় করিল। অতঃপর কর্ণ অহঙ্কার করিয়া শরীর হইতে গমন করতঃ পূর্ণ এক বৎসরান্তে আসিয়া দেখিল—বধির (কালা) হইয়াও শ্রোত্রে শ্রবণ না করিয়াও মানব জীবিত আছে, সুতরাং সে অহঙ্কার হীন হইয়া শরীরে প্রবেশ করিল। এই প্রকার মনও

দৃষ্টান্তমাহ বামেতি। যথা বৃহদারণ্যকে ১।৪।১০. "তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদে অহং মনুরভবং সূর্য্যশ্চ" ইত্যত্র 'অহং' ইতি স্বরূপভিহেতুং ব্রহ্ম নির্দ্দিশ্য তদেকার্থেন মন্বাদীন্ বামদেবো ব্যপদিশতি তথেন্দ্রোঽপি স্বমিতি। স্মৃতিশ্চ তদ্ব্যাপ্যস্য তাদ্রূপ্যমভিধত্তে

ন বৈ—বাক্ ন বক্তি, চক্ষুরপি ন পশ্যতি, শ্রোত্রমপি ন শৃণোতি, মনোঽপি ন মনতি, প্রাণ এব সর্ব্বাণি করোতি ইত্যাচক্ষতে লৌকিকা আগমজ্ঞা চ, যস্মাৎ প্রাণে হ্যেব এতানি বাগাদীনি সর্ব্বাণি করণজাতানি ভবন্তি ইতি শ্রুতেরর্থঃ। তথা চেতি—বিদুষঃ—পরব্রহ্মজ্ঞানবিশিষ্টস্য ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকোঽহমিতি জ্ঞানবতঃ সাধকস্য, স্বপ্রজ্ঞাং স্বীয়ং যদ্ ভগবদ্ বিষয়কং বিজ্ঞানং তৎ, স্ববিনেয়ে স্বসেবকে, শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভযোগ্যে। অত্র শ্রীভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞস্য ইন্দ্রস্য স্বীয়া যা শ্রীভগবদ্বিষয়িণী বুদ্ধিঃ, তাং তস্মিন্ প্রতর্দ্দনে সঞ্চারয়িতুমিচ্ছুঃ সন্ "মামেব বিজানীহি" ইতি উপদেশয়ামাস।

অন্যথা—ইন্দ্রস্য শ্রীভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানরাহিত্যে সতি ঈদৃশোপদেশো ন সম্ভবেৎ, তথা অসৌ প্রতর্দ্দনঃ স্বাত্মানং ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকং শ্রীভগবদ্দাসং বা ন বিদ্যাৎ। ইদং শ্রুতিপ্রমাণদ্বারেণৈব সিদ্ধান্তয়ন্তি—দৃষ্টান্তমাহেতি

অভিমান করিয়া দেখিল—বালক যেমন মনন না করিয়াই বাঁচিয়া থাকে, শরীর সেই প্রকার জীবিত আছে" সুতরাং এক বৎসর পরে মন অভিমান পরিত্যাগ পুর্ব্বক শরীরে প্রবেশ করিল। অনন্তর সর্ব্বমুখ্য প্রাণ শরীর পরিত্যাগ করিয়া যাইবার ইচ্ছা করিলে বাগাদি সকল ব্যাকুল হইল। যেমন—সুন্দর বলবান্ ঘোটক বন্ধন রজ্জু আকর্ষণ করিলে রজ্জু বন্ধন করিবার স্থুণার (খুঁটা) চারিদিক বিদীর্ণ হইতে আরম্ভ করে, সেই প্রকার বাগাদি ব্যাকুল হইল।

অনন্তর সকলে সমবেত হইয়া আগমন করতঃ বলিল—হে ভগবন্! আপনি শরীর পরিত্যাগ করিয়া গমন করিবেন না, আপনি আমাদের শ্রেষ্ঠ' গমন করিবেন না" এই প্রকার বাগাদি সকল কর্ত্তৃক প্রাণেরই শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করা হইল। "আমিই নিজেকে পঞ্চবিধ বিভাজন করিয়া এই বানকে অবষ্টম্ভন করিয়া ধারণ করি" প্রাণ এই প্রকার বলিয়াছেন। বান্—শরীর, বন্ ধাতুর গতি অর্থ, যাহা বনতি গমন করে তাহা বান। 'ন বৈ' শ্রুতির অর্থ—বাক্য কথা বলে না, চক্ষুও দর্শন করে না, শ্রোত্রও শ্রবণ করে না, মনও মনন করে না, প্রাণই সকল কার্য্য করে এই প্রকার লৌকিক ব্যবহার বিজ্ঞগণ এবং শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন। অতএব এই প্রাণেই এই বাগাদি সকল বা করণসমূহে অবস্থান করে ইহাই এই শ্রুতির অর্থ। এই স্থানে যে প্রকার প্রাণায়ত্তবৃত্তিকত্ব হেতু ইন্দ্রিয় সকলকে প্রাণরূপে নির্দ্দেশ করে, সেই রূপ বিদ্বান্ বক্তার নিজবুদ্ধি স্বশিষ্যকে প্রদান করিবার ইচ্ছায় "আমাকেই জান" ইত্যাদি উপদেশ করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্ম জ্ঞানবিশিষ্টের "আমি পরব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক হই" এই প্রকার জ্ঞানবান সাধকের স্বপ্রজ্ঞা স্বীয় যে শ্রীভগবদ্ বিষয়ক বিজ্ঞান তাহা, স্ববিনেয়ে নিজ সেবকে অর্থাৎ শ্রীভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানলাভের যোগ্য শিষ্যে সঞ্চার করিবার ইচ্ছুক, "আমাকেই জান, অথবা আরাধনা কর" এই প্রকার উপদেশ করেন। এই স্থলে

"যোঽয়ং তবাগতো দেব! সমীপং দেবতাগণঃ। সত্যমেব জগৎস্রষ্টা যতঃ সর্ব্বগতো ভবান্" (শ্রীবি· পু·১।৯।৭০) ইতি। "সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ" (শ্রীগী·১১।৪০)

বামদেবনামর্ষিঃ—এতৎ—ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীৎ" সৃষ্টেঃ প্রাক্ সর্ব্বকারণরূপং ব্রহ্ম এব আসীৎ, তস্মাৎ সর্ব্বকারণাত্মকং ব্রহ্ম পশ্যন্ জ্ঞাত্বা উপাসীনো বা, প্রতিপেদে—প্রতিপন্নবান্ অনুভবং কৃতবান্, কৃত্বা তথৈব ব্যপদিশতি। এবমিন্দ্রোঽপি ইতি। এষ শ্রীভাগবতেঽপি দৃশ্যতে—৩।২৫।৪২, শ্রীকপিলদেবোক্তিঃ—"মদ্ভয়াদ্ বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ। বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নির্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ ভয়াৎ॥ শ্রীঋষভদেবঃ—৫।৫।৬ – প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহ যোগেন তাবৎ॥

এবং শ্রুতিপ্রমাণং নিরূপ্য স্মৃতিপ্রমাণমাহুঃ—স্মৃতিশ্চেতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—দেবাঃ শ্রীভগবন্তং স্তুবন্তি—হে দেব! ক্রীড়াশীল! ইন্দ্রমরুদ্গণাদয়ঃ ত্বমেব, কিং বহুনা অধুনা তব সন্নিকটে যে দেবাঃ সমাগতাঃ, তৎ সত্যমেব, হে জগৎস্রষ্টা! যতঃ ভবান্ সর্ব্বগতোঽসি-সর্ব্বব্যাপকোঽসি। অত্র শ্রীবিষ্ণোঃ সর্ব্বাত্মকত্বং সর্ব্বব্যাপকত্বং, দেবাদীনাং তদ্ ব্যাপ্যত্বঞ্চ গম্যতে।

সেই প্রকার শ্রীভগবানের তত্ত্ববিষয়ে পরম জ্ঞানী ইন্দ্রের যে শ্রীভগবদ্ বিষয়িনী বুদ্ধি, তাহা মহারাজ প্রতর্দ্দনে সঞ্চারিত করিবার ইচ্ছা করিয়াই ইন্দ্র "আমাকেই জান" এই প্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন।

—অন্যথা নিজেকে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্ব সেই রাজা জানিবে না। অর্থাৎ দেবরাজ ইন্দ্রের শ্রীভগবানের তত্ত্ববিজ্ঞানের অভাব হইলে এই প্রকার স্বোপাসনা উপদেশ করা সম্ভব হইত না। এবং ঐ রাজা প্রতর্দ্দনও নিজেকে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক অথবা শ্রীভগবানের দাস বলিয়া জানিবে না। এই প্রসঙ্গটি শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধান্তিত করিতেছেন—দৃষ্টান্ত ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—বামদেব নামে ঋষি এই "সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্মই ছিল' অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সর্ব্বকারণস্বরূপ একমাত্র ব্রহ্মই ছিল' এই প্রকার সর্ব্বকারণস্বরূপ পরব্রহ্মকে দর্শন করিয়া, জানিয়া অথবা উপাসনা করিয়া প্রতিপেদে অনুভব করিয়াছিলেন তথা অনুভব করিয়া সেই প্রকার অর্থাৎ "আমি ইন্দ্র হইয়াছিলাম এবং মনুও হইয়াছিলাম। এই স্থলে বামদেব "অহং" এই প্রকার নিজের বৃত্তির কারণ ব্রহ্মকে জানিয়াই ব্রহ্মের সহিত ঐক্য করিয়া মনু প্রভৃতিকে উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ইন্দ্রও উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। এই প্রকার স্বোপাসনা বিষয়ে উপদেশ বা শ্রীভগবদ্ভাব শ্রীভাগবতেও দেখা যায়—শ্রীকপিলদেবের উক্তি—আমার ভয়ে পবন প্রবাহিত হয়, আমার ভয়ে সূর্য্য তাপ প্রদান করে, ইন্দ্র বৃষ্টি করে, অগ্নি দহন করে এবং আমার ভয়েই মৃত্যু সংসারে বিচরণ করে। শ্রীঋষভদেব বলিলেন—মানবের যতদিন পর্য্যন্ত আমি যে বাসুদেব আমাতে প্রীতি না হয়, মানব ততদিন পর্য্যন্ত দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হয় না।

এই প্রকার শ্রুতিপ্রমাণ নিরূপণ করিয়া স্মৃতিপ্রমাণ নিরূপণ করিতেছেন—স্মৃতি ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ইন্দ্রাদি দেবতাগণ শ্রীভগবানকে স্তব করিতেছেন—হে দেব! ক্রীড়াশীল! ইন্দ্র-মরুদ্গণ

ইতি চ। লোকেঽপি স্থানমত্যৈক্যাদৈক্যং বদন্তি "গাবঃ সায়মেকত্তাং যান্তি" ইতি। "বিবদমানা নৃপা একতাং যাতারঃ" ইতি চ ॥ ৩০ ॥

অত্র শ্রীগীতাবাক্যমুদাহরন্তি—সর্ব্বমিতি। শ্রীঅর্জ্জুনঃ কথয়তি—হে বিশ্বরূপ! ত্বং সর্ব্বং বিশ্বং সম্যগন্ত র্বহিশ্চ সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি, সুবর্ণমিব কনককুণ্ডলাদি স্বকার্য্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে, ততঃ সর্ব্বস্বরূপোঽপি। তস্মাৎ "সর্ব্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্ বস্তু রূপ্যতাম্ ॥ ইতি শুকোক্তেঃ—শ্রীভা০ ১০।১৪।৫৭ ইতি।

এবং শাস্ত্রীয়দৃষ্টান্তং সমাপ্য লোকিকদৃষ্টান্তমাহুঃ—লোকেঽপীতি। স্থানস্য একতায়াং—গাবঃ সায়ং সন্ধ্যাকালে গোষ্ঠে একতাং যান্তি। মতস্য একতায়াম্—এবং পরস্পরং বিবদমানা অপি নৃপা-রাজানঃ প্রজাপালন বিষয়ে একতাং যাতারঃ—যাস্যন্তি। অতো যুক্তমেবাহ—শ্রীনারদঃ—৭।১৫।২৬, "যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধিঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জর শৌচবৎ ॥ কিঞ্চ—আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ" ভা০ ১১।১৭।২৭, ইতি শ্রীভগবদ্ বচনাৎ আচার্য্যাণামপি স্বাত্মোপদেশঃ সম্ভবেদিতি শ্রীসূত্রকারস্যাশয়ঃ ॥ ৩০ ॥

দেবতাবৃন্দ আপনিই, বিশেষ কথা কি বলিবার আছে আপনার অনুগ্রহে দেবতাগণ জগৎ সৃষ্টি করে সত্য, জগৎ রচনা কর্ত্তা আপনি এই সকলের মধ্যে অবস্থান করিতেছেন"। এই স্থলে শ্রীবিষ্ণুর সর্ব্বাত্মকত্ব ও সর্ব্বব্যাপকত্ব তথা দেবতাদিগের শ্রীভগবানের ব্যাপ্যত্ব বোধ করায়।

এই বিষয়ে শ্রীগীতাবাক্য উদাহৃত করিতেছেন—সর্ব্ব ইত্যাদি। শ্রীঅর্জ্জুন কহিলেন—হে বিশ্বরূপ! আপনি সমস্ত বিশ্ব সম্যক প্রকারে অন্তরে ও বাহিরে পরিব্যাপ্ত আছেন, যেমন—সুবর্ণ কনক কুণ্ডলাদি স্বকার্য্য ব্যাপিয়া বর্ত্তমান থাকে, সেই প্রকার আপনি সর্ব্বরূপে সর্ব্ববস্তুতে পরিব্যাপ্ত আছেন। অতএব শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি—পরিদৃশ্যমান্ বস্তু সকলের অন্ত পরিণাম নিজ নিজ কারণেই অবস্থান করে, এবং ঐ কারণেরও পরম কারণ বা পরম আশ্রয় এই শ্রীকৃষ্ণ, সুতরাং কোন পদার্থকে শ্রী-কৃষ্ণ হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়া কি বলিতে পারিবেন ?

এই প্রকার শাস্ত্রীয় দৃষ্টান্ত সমাপন করিয়া লৌকিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করাইতেছেন—লোকেও ইত্যাদি। এই জগতে মানব সকল স্থানের একতায় এবং মতের একতায় একস্বরূপ বর্ণনা করেন। স্থানের একতায় যেমন—সন্ধ্যাকালে গো-সকল গোষ্ঠে এক হয়। মতের একতা—যেমন বিবাদ করিয়াও রাজাগণ এক হয়েন। অর্থাৎ পরস্পর বিবাদকারিরাজাগণ নানামতে একতা না থাকিলেও প্রজাপালন বিষয়ে সকলে এক আছেন। অতএব দেবর্ষি শ্রীনারদ এই প্রকার বলিয়াছেন—সাক্ষাৎ ভগবৎ প্রিয়স্বরূপ জ্ঞানপ্রদীপ প্রদানকারী শ্রীগুরুদেবে যে মানবের মর্ত্ত্য সাধারণ মানববুদ্ধি হয়, তাহার সকল শ্রবণাদি কুঞ্জর শৌচ (হস্তীর স্নানের) সমান বৃথা হয়, তাহা যুক্তিযুক্তই। আরও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—আমাকে

নন্বস্তু ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মসম্বন্ধভূমা তথাপ্যেতদ্বাক্যং ব্রহ্মপরমিতি ন শক্যং নিয়ন্তুং "ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" (কৌ॰ ব্রা॰ ৩।৮) "ত্রিশীর্ষাণং ত্বাষ্ট্রমহনম্" (কৌ॰ ব্রা॰ ৩।১) ইত্যাদি জীবলিঙ্গাৎ। "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণো বসতি তাবদায়ুরথ খলু প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা ইদং শরীরং পরিগৃহ্যোত্থাপয়তি" (কৌ॰ ব্রা॰ ৩।৩) ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাচ্চ। এবং "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা যা প্রজ্ঞা সঃ প্রাণঃ সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ সহোৎক্রামতঃ"

অথ কথঞ্চিদঙ্গীকৃত্য পুনঃ শঙ্ক্যন্তে—নন্বিতি। "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যানাং ব্রহ্মৈক ধর্ম্মসম্বন্ধ ভূমাত্বং ভবন্তু নাম, এতদ্ বাক্যন্তু—"প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্ব" ইতি বাক্যম্। এতদ্ বাক্যং ন ব্রহ্মপরং কিন্তু জীবপরমেব। অথ জীবলিঙ্গে প্রমাণমাহুঃ—নেতি। বাচং ন বিজিজ্ঞাসীত, তজ্ জ্ঞানে লাভাভাবাৎ, অপিতু বক্তারং, বক্তা খলু ইন্দ্রঃ তমেব বিদ্যাৎ জানীহি। ইন্দ্রো জীব এব যেন ত্রিশীর্ষাণং বিশ্বরূপং ত্বষ্টুঃ পুত্রম্ অহন্ নিহতবান্", অত্র ন খলু বাক্যস্যাস্য বক্তা ব্রহ্ম, ন বা ব্রহ্ম তং জঘান, অত এতৎ কর্ম্মকর্ত্তা জীব এব। যদ্বা—অস্মিন্ "প্রাণোঽস্মীতি" বাক্যে মুখ্য প্রাণ এব বোধ্যতে ন তু ব্রহ্ম।

অত্র বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণমাহুঃ—যাবদীতি। যাবৎ কালমভিব্যাপ্য অস্মিন্ পাঞ্চভৌতিকে শরীরে প্রাণাধারে প্রাণো নিবাসং করোতি তাবদায়ুরিতি, তাবৎকালমেব জীবতি, গমনাদিকং কার্য্যং

আচার্য্য স্বরূপে জানিবে" এই শ্রীভগবদ্ বচন হেতু সেই প্রকার আচার্য্যগণেরও আত্মোপদেশ করা সম্ভব হইবে এই প্রকার সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণের অভিপ্রায়॥ ৩০॥

অনন্তর কোন প্রকার অঙ্গীকার করিয়া পুনরায় আশঙ্কা করিতেছেন—শঙ্কা—পূর্ব্বোক্ত বাক্যে ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্মের বাহুল্য হেতু কোন প্রকারে ব্রহ্ম প্রতিপাদক স্বীকার করিলেও, এই বাক্য ব্রহ্মপর বলিয়া নিয়মিত করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যসকলের ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্মসম্বন্ধ বাহুল্য হউক, তাহা না হয় কথঞ্চিৎ স্বীকার করিলাম, কিন্তু "আমি প্রাণ, প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকে আয়ুঃ ও অমৃত মনে করিয়া উপাসনা কর" এই বাক্য স্পষ্টই জীবপর বলিয়া স্থির হইতেছে, ব্রহ্মপর নহে। অতঃপর জীব প্রতিপাদক বাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—'ন' ইত্যাদি। বাক্যকে জিজ্ঞাসা করিবেন না, বক্তাকে জানুন। অর্থাৎ বাক্যকে জিজ্ঞাসা করিবে না, বাক্য জ্ঞানে কোন প্রকার ফল লাভ হইবে না, অপিতু বক্তাকে জিজ্ঞাসা করা উচিত। এই স্থানে "আমি প্রাণ" ইত্যাদি বাক্যের বক্তা স্বয়ং ইন্দ্র, সুতরাং ইন্দ্রকেই জিজ্ঞাসা করা উচিত, এবং তাহাকে জানা উচিত।

"ত্রিশীর্ষা বিশ্বরূপকে হত্যা করিয়াছিলাম" অর্থাৎ ইন্দ্র জীবই, যাহা কর্ত্তৃক ত্রিশীর্ষা ত্বষ্টা ঋষির পুত্র বিশ্বরূপ নিহত হইয়াছিল" এই স্থলে উপরোক্ত বাক্যের বক্তা ইন্দ্র, ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম বিশ্বরূপকে বধও করেন নাই, সুতরাং এই সকল কর্ম্মকর্ত্তা জীবই ব্রহ্ম নহে। অথবা এই "আমিই প্রাণ হই" এই বাক্যে

(কৌ॰ ব্রা॰ ৩।৪) ইত্যপি জীবলিঙ্গে ন বাধকম্। প্রবৃত্তিনিবৃত্তি সাহিত্যেন দ্বয়োরৈক্যোপচারাৎ। তস্মাৎ ত্রয়মুপাস্যমিতি তদেতন্নিরাকর্ত্তুমাহ—

করোতীত্যর্থঃ। অথ খলু মুখ্য প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মা চেতনরূপঃ স ইদং শরীরং পরিগৃহ্য গ্রহণং কৃত্বা উত্থাপয়তি তত্তৎকার্য্যে নিয়োজয়তি। এবং মুখ্যপ্রাণগমকাৎ ন ব্রহ্ম ভবিতুমর্হতি।

নন্ অস্মিন্ বাক্যে মুখ্যপ্রাণগ্রহণাৎ জীবগ্রহণং ন যুজ্যতে" ইতি চেৎ তত্রাহ— এবমিতি। অনয়োঃ প্রাণজীবয়োরন্তরং নাস্তীত্যর্থঃ। অথবা "প্রাণোঽস্মীতি" বাক্যে পরমাত্মা বুধ্যতে, যতঃ—"স এষ প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরামৃতঃ" ইতি আনন্দাদি ধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্ম বুধ্যতে। তস্মাদিতি—অস্য প্রকরণস্য উপক্রমোপসংহার-পর্য্যালোচনয়া সর্ব্বেষাম্ উপাসনা বাক্যানাং ব্রহ্মরূপোসনা-একবাক্যার্থ-প্রতীতাবপি তস্যা শ্রুতের্জীব-মুখ্যপ্রাণরূপ পদার্থ প্রতীতি জন্যত্বেন গৌণত্বাৎ। বাক্যার্থ প্রতীতিস্তু পদার্থপ্রতীতের্জনকঃ। অথ বাক্যার্থপ্রতীতেঃ প্রাধান্যাৎ "প্রাণোঽস্মীতি" বাক্যস্য একবাক্যার্থপ্রতীতিং পরিত্যজ্য বাক্য-

---

মুখ্য প্রাণকেই বোধ করাইতেছে, ব্রহ্মকে বোধ করায় না। এই বিষয়ে শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন —যাবৎ ইত্যাদি দ্বারা। যাবৎ কাল ব্যাপিয়া এই পাঞ্চভৌতিক শরীরে যাহা প্রাণ নিবাস করিবার আধার তাহাতে প্রাণ নিবাস করে এবং এই শরীরে যতদিন পর্য্যন্ত প্রাণ নিবাস করে ততদিন পর্য্যন্তই মানবের আয়ু থাকে বা মানব ততদিন পর্য্যন্তই জীবিত থাকে, এবং গমন ভোজনাদি কার্য্য করে। অতএব মুখ্য প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা চেতনস্বরূপ, সেই চেতনস্বরূপ প্রজ্ঞাত্মা এই শরীরকে গ্রহণ করিয়া উত্থাপিত করে, অর্থাৎ গমনাদি কার্য্যে নিয়োজিত করে। এই প্রকার মুখ্য প্রাণ প্রতিপাদন করা হেতু এই স্থলে মুখ্য প্রাণই শ্রুতি প্রতিপাদ্য, ব্রহ্ম হইবে না।

যদি বলেন—উপর্য্যুক্ত বাক্যে মুখ্য প্রাণ গ্রহণ করার নিমিত্ত জীব গ্রহণ করা অনুচিত, তাহার উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার, ইত্যাদি। এই প্রকার—যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ, এই দুইটি শরীরে একসঙ্গে বাস করে, এক সঙ্গেই উৎক্রমণ করে" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা প্রাণকে জীব বলিতে কোন প্রকার বাধা নাই, অতএব প্রাণ ও জীবের কোনরূপ অন্তর নাই। কারণ প্রাণ ও জীবের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি অর্থাৎ পাঞ্চভৌতিক শরীরে উভয়ে একসাথে নিবাস করে এবং একসাথে উৎক্রমণ করে, অতএব উভয়ে একই বস্তু। অথবা—"আমিই প্রাণ হই" এই বাক্যে পরমাত্মাকেই বোধ করাইতেছে, যে হেতু—"সেই এই প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা আনন্দময়, অজর ও অমৃত স্বরূপ" ইত্যাদি দ্বারা আনন্দাদি ধর্ম্মযুক্ত ব্রহ্মকেই বুঝায়। অতএব এই প্রকরণের উপক্রম ও উপসংহার বাক্যের পর্য্যালোচনার দ্বারা সকল উপাসনা বাক্যে ব্রহ্মরূপ উপাসনা করিবে এই প্রকার একবাক্যে ও এক অর্থে প্রতীতি হইলেও সেই শ্রুতির জীব এবং মুখ্যপ্রাণরূপ পদার্থ প্রতীতি জন্যত্ব রূপে গৌণ হইয়াছে। অর্থাৎ এই স্থলে বক্তব্য এই যে—বাক্যার্থপ্রতীতি পদার্থপ্রতীতির জনক, সুতরাং বাক্যার্থপ্রতীতির প্রাধান্য হেতু "আমি প্রাণ হই" এই

ওঁ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বা-দিহ তদ্‌যোগাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।১।১১।৩১।

জীব প্রাণয়োর্লিঙ্গাৎ তাবুপাস্যাবিতি যদুক্তং তন্ন কুতঃ? তথা সত্যুপাসাত্রৈবিধ্যাৎ। ন চৈকস্মিন্ বাক্যে তদঙ্গীকর্ত্তুং শক্যং বাক্যভেদ প্রসঙ্গাৎ।

ভেদ এব স্বীকরণীয়মিতি জীবাদীনাং – জীব-মুখ্যপ্রাণ-ব্রহ্মণাং ত্রয়াণামুপাস্যানাং প্রত্যেকং স্বাতন্ত্রেণ বাক্যার্থমনুভবোঽস্ত ইতি সংশয়কারিণামাশয়ঃ।

তদেতৎ সংশয়ং নিরাকর্ত্তুমাহ—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—জীবেতি। জীব মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ—'ন বাচং বিজিজ্ঞাসীত বক্তারং বিদ্যাৎ" ইতি জীবলিঙ্গাৎ। "যাবদস্মিন্ শরীরে প্রাণঃ" ইতি মুখ্যপ্রাণলিঙ্গাৎ, ন ব্রহ্মপ্রতিপাদক বাক্যমেতদিতি যন্মন্যসে তন্ন যুক্তিযুক্তম্, ইতি চেৎ ন, কুতঃ?

উপাসাত্রৈবিধ্যাৎ, তথা সতি ত্রিবিধোপাসনং প্রসজ্যেত, জীবোপাসনং, মুখ্যপ্রাণোপাসনং, ব্রহ্মোপাসনঞ্চেতি ত্রিবিধমুপাসনমেকস্মিন্ বাক্যেঽভ্যুপগন্তব্যং ভবতি তন্ন যুক্তমিতি।

বাক্যের এক বাক্যার্থপ্রতীতি পরিত্যাগ করিয়া বাক্যভেদই স্বীকার করা উচিত, অতএব তিনেরই অর্থাৎ জীব-মুখ্যপ্রাণ ব্রহ্মের এই উপাস্য ত্রয়ের প্রত্যেকের স্বতন্ত্ররূপে বাক্যার্থের অনুভব হউক, এই প্রকার সংশয়কারিগণের হৃদয়ের আশয়।

সমাধান—অনন্তর এই প্রকার সংশয় নিরাকরণের নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্র প্রকাশ করিতেছেন—জীব ইত্যাদি। জীব মুখ্যপ্রাণের জ্ঞাপক হেতু এই প্রকরণ ব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে, এই প্রকার বলিতে পারেন না, তাহাতে ত্রিবিধ উপাসনা রূপ দোষ প্রসঙ্গ উপস্থিত হয় এবং ঐ প্রাণ ও জীব ব্রহ্মের আশ্রিত, তথা এই প্রকরণেও ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যের যোগ বিদ্যমান থাকা হেতু ঐ বাক্য ব্রহ্ম-উপদেশ পরই, জীবাদি নহে। অর্থাৎ জীব ও মুখ্য প্রাণের জ্ঞাপক, অর্থাৎ—"বাক্যকে জিজ্ঞাসা করিবে না, বক্তাকে জান" এইটি জীবজ্ঞাপক শ্রুতিবাক্য। "যাবৎ কাল পর্য্যন্ত এই শরীরে প্রাণ" এইটি মুখ্য-প্রাণ প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য। আপনারা এই বাক্য দ্বয়কে 'ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য নহে' বলিয়া যে মনে করিতেছেন তাহা যুক্তিযুক্ত নহে, অর্থাৎ উপরোক্ত বাক্যগুলি কেবল ব্রহ্মপ্রতিপাদক মাত্র কিন্তু জীব মুখ্য-প্রাণ ও ব্রহ্ম এই বস্তু ত্রয়কেই প্রতিপাদন করিতেছেন, ইহাই পূর্ব্বপক্ষকারিগণের আশয়।

'ইতি চেৎ'—আপনারা যদি এই প্রকার বলেন, তাহা অসঙ্গত, কারণ তাহা হইলে তিন প্রকার উপাস্য হইয়া পড়ে, অর্থাৎ জীবের উপাসনা, মুখ্যপ্রাণের উপাসনা, এবং ব্রহ্মের উপাসনা এই প্রকার ত্রিবিধ উপাসনা একটিতেই করিবেন? অথবা পৃথক্ ভাবে করিবেন? এই স্থলে আপনাদের কি ইচ্ছা? ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহারও উপাসনা করা যুক্তিযুক্ত নহে।

অয়মাশয়ঃ—কিং জীবাদিলিঙ্গাদ্ ব্রহ্মধর্ম্মাণাং জীবাদিপরত্বম্ ? কিংবা ত্রয়াণাং স্বাতন্ত্র্যম্ ? আহোস্বিৎ জীবাদিলিঙ্গানাং ব্রহ্মপরত্বম্ ? তত্রাদ্যঃ প্রাগেব নিরস্তঃ। দ্বিতীয়স্তু উপাসাত্রৈবিধ্য প্রসঙ্গেন দূষিতঃ। তৃতীয়ে যুক্তিমাহ—আশ্রিতত্বাদিতি। অন্যত্রাপি জীব প্রাণাদিশব্দানাং ব্রহ্মার্থত্বশ্রয়ণাদিহাপি তথা।

হেত্বন্তরমাহুঃ—আশ্রিতত্বাৎ শ্রুত্যন্তরে প্রাণজীবয়োরাশ্রয়ত্ব কথনাৎ, ইহ তদ্‌যোগাৎ—অস্মিন্ প্রাণপ্রকরণেঽপি হিততম-উপাসনা কথনেন ব্রহ্মলিঙ্গযোগাৎ ব্রহ্মোপদেশ এবায়মিতি সিদ্ধান্তঃ। তাবপি-উপাস্যৌ—জীবপ্রাণাবপি। বাক্যভেদ প্রসঙ্গাৎ—উপক্রমোপসংহারাভ্যাং উক্তবাক্যানাং ব্রহ্মপরত্বে সম্ভবতি সতি বাক্যভেদো ন যুক্তঃ তস্য গৌরবদোষাপাদকত্বাদ্ অনিষ্টপ্রসঙ্গকত্বাচ্চ ইতি ভাবঃ।

অথাস্য প্রকরণস্য ব্রহ্মপরত্বং প্রতিপাদয়ন্তি—নন্বিতি। তত্র—"কতমা সা দেবতা" ইত্যত্র সর্ব্ব ভূতোৎপাদকত্ব-সর্ব্বাধারত্বাদি ব্রহ্মলিঙ্গ বিদ্যমানত্বাৎ ব্রহ্মার্থমাশ্রিতম্, অত্র প্রতর্দ্দনাখ্যায়িকায়াং তদভাবাৎ,

---

অন্য কারণের দ্বারাও দোষ দেখাইতেছেন— আশ্রিতত্ব হেতু হওয়ায়, শ্রুত্যন্তরে ব্রহ্ম জীব ও মুখ্য প্রাণের পরম আশ্রয়রূপে নিরূপণ করা হইয়াছে, এইরূপ কথন হেতু জীব এবং মুখ্যপ্রাণ উপাস্য নহে, ব্রহ্মই উপাস্য। এবং এই স্থলে তাহার যোগ হেতু, অর্থাৎ এই প্রাণপ্রকরণেও "হিততম উপাসনা" নিরূপণের দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞাপক বাক্যের যোগ হওয়ার জন্য, এই প্রাণ প্রকরণ ব্রহ্মোপদেশ পর ইহাই সিদ্ধান্ত।

জীব ও মুখ্যপ্রাণের জ্ঞাপক বাক্য বিদ্যমান হেতু তাহারা উভয়েই, অর্থাৎ জীব ও মুখ্যপ্রাণ এই দুইটিও উপাস্য, আপনারা যে এই প্রকার বলিয়াছেন তাহা উচিত নহে ঐ প্রকার স্বীকার করিলে তিন প্রকার উপাস্য হয়। একটি মাত্র বাক্যে বা প্রকরণে ত্রিবিধ উপাসনা আপনারা অঙ্গীকার করিতে পারিবেন না, তাহা হইলে বাক্যভেদ দোষ প্রসঙ্গ আসিয়া পরে। বাক্যভেদদোষ প্রসঙ্গ—অর্থাৎ—উপক্রম এবং উপসংহার বাক্যের দ্বারা উপরোক্ত বাক্য সকলের ব্রহ্মপরত্বে সম্ভব হইলে পরে, বাক্যভেদ করা উচিত নহে, যদি বাক্যভেদ স্বীকার করেন তবে গৌরবদোষ আপতিত হয়, অনিষ্ট প্রসঙ্গও আসে ইহাই ভাবার্থ।

অনন্তর এই প্রকরণের অথবা বাক্যসকলের এই প্রকার আশয়—এই স্থলে আপনাদের জিজ্ঞাসা করি—জীবাদির জ্ঞাপক হেতু অজরাদি ব্রহ্মধর্ম্মসকল কি জীব প্রাণাদিপর ? অথবা জীব মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্ম এই তিনটিরই স্বতন্ত্রতা বিদ্যমান আছে ? অথবা জীব প্রাণাদি প্রতিপাদক বাক্যসকলের ব্রহ্মপরতা স্বীকার করেন ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ—অর্থাৎ ব্রহ্ম ধর্ম্মসকল কি জীব পর" এই পক্ষ পূর্ব্বেই নিরাকরণ করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষ—অর্থাৎ তিনেরই স্বতন্ত্রতা স্বীকার করেন, তাহা এই ত্রিবিধ উপাসনা প্রসঙ্গে নিরাকৃত করা হইয়াছে, এবং তাহা অপসিদ্ধান্ত। তৃতীয় পক্ষ—জীবাদি জ্ঞাপক বাক্যের ব্রহ্মপরতা" এই বাক্যের নিমিত্ত যুক্তি প্রদর্শন করাইতেছেন— আশ্রিত হওয়া হেতু, অর্থাৎ অন্যত্র উপনিষদে

ননু তত্র লিঙ্গসত্ত্বাত্তদর্থত্বমাশ্রিতমিতি চেদিহাপি হিততমোপাসনকর্ম্মত্বাদি লিঙ্গযোগাত্তদর্থত্বমাশ্রয়িতুং যুক্তিমাহ— ইহ তদ্‌যোগাদিতি। ননু সহবাসোৎক্রান্ত্যোর্ব্রহ্মপক্ষে কথং সঙ্গতিরিতি চেন্ন, ব্রহ্ম ক্রিয়াজ্ঞানশক্ত্যোর্দেহে সহাবস্থানং সহ চোৎক্রমণমিত্যর্থ সত্ত্বাৎ। ননু প্রাণাদিশব্দাভ্যাং ধর্ম্মী প্রতিপাদনাৎ কথং ধর্ম্মপরত্বম্ ? নৈবং ধর্ম্মপ্রতিপাদনেঽপি ধর্ম্মিণঃ প্রতিপত্তেরুভয়োরৈক্যরূপ্যাৎ। প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা" (কৌ॰ ব্রা॰ ৩।২) ইতি শক্তিদ্বয়ধর্ম্মি

অপিতু "মামেব বিজানীহি" ইতি জীবলিঙ্গাৎ জীব এব ইতি চেৎ তত্রাহ—ইহাপি কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদি—ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনোপাখ্যানে "যং ত্বং মনুষ্যায় হিততমং মন্যসে" ইতি মনুষ্যাণাং হিততমোপাসনং খলু ব্রহ্মণ এব, "জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ" ইত্যাদি লিঙ্গৈঃ তদর্থত্বং—ব্রহ্মপরত্বং যুক্তমিত্যাহ—ইহ তদ্‌ যোগাৎ—ব্রহ্মোপাসন কর্ম্মযোগাৎ।

কথং সঙ্গতিরিতি—সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মণঃ "সহ হ্যেতাবস্মিন্ শরীরে বসতঃ, সহোৎক্রামতঃ" ইত্যত্র বাসোৎক্রান্ত্যোরসম্ভবাৎ, তথাত্বে চ তস্য সর্ব্বব্যাপকত্বাসিদ্ধেঃ অত্র সমাধানমাহুঃ—ব্রহ্মেতি—ব্রহ্মবিষয়িনী যা জ্ঞানশক্তিঃ সা 'প্রজ্ঞা' ইত্যুচ্যেতে, এবং তদ্ বিষয়িনী যা ক্রিয়াশক্তিঃ সা 'প্রাণঃ' ইত্যুচ্যতে

জীব প্রাণ প্রভৃতি শব্দসকলের ব্রহ্মার্থতা আশ্রয় করা হেতু এই স্থলেও তাহাই বুঝিতে হইবে। শঙ্কা—অতঃপর এই প্রকরণের শঙ্কা উত্থাপন করিয়া ব্রহ্মপরতা প্রতিপাদন করিতেছেন আমাদের বক্তব্য এই যে—"কতমা সা দেবতা" এই স্থানে সর্ব্বভূতের উৎপাদক, সর্ব্বাধার প্রভৃতি ব্রহ্মের লক্ষণ বিদ্যমান হেতু ঐ বাক্যসকল ব্রহ্মকে বা ব্রহ্মার্থকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহাতে আমাদের কোন প্রকার আপত্তি নাই, কিন্তু এই ইন্দ্র প্রতর্দ্দন আখ্যায়িকাতে তাহার অভাব অর্থাৎ ব্রহ্ম প্রতিপাদনের অভাব হেতু ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করে নাই, কিন্তু "আমাকেই বিশেষভাবে জান" এই প্রকার প্রতিপাদক লক্ষণ বিদ্যমান হেতু তাহা জীবই, ব্রহ্ম নহে। সমাধান—আপনারা যদি এই প্রকার আশঙ্কা করেন তদুত্তরে আমরা বলিব—এই স্থানেও অর্থাৎ কৌষীতকিব্রাহ্মণ উপনিষদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন উপাখ্যানে "আপনি যাহা মানবের জন্য হিততম মনে করেন" ইত্যাদি মানবের হিততম উপাসনা কর্ম্মত্বাদি লিঙ্গ যোগ হেতু, অর্থাৎ পরব্রহ্মের উপাসনাই মানবগণের হিততম উপাসনা, কারণ—"অচিন্ত্য লীলাবিলাসী পরব্রহ্মকে জানিয়া মানব সকল পাশ বা বন্ধন হইতে মুক্ত হয়" ইত্যাদি প্রমাণের দ্বারা ব্রহ্মপরত্ব যুক্তই বলিয়া জানিতে হইবে, এই কারণেই বলিতেছেন তদ্‌যোগাৎ—ব্রহ্মোপাসনা কর্ম্ম যোগ হেতু।

শঙ্কা—তাহারা এক সঙ্গে উৎক্রমণ করে" এই বাক্য ব্রহ্ম পক্ষে কি প্রকারে সঙ্গত হয়, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্মের "তাহারা উভয়ে এই শরীরে এক সঙ্গে বাস করে, এক সঙ্গে গমন করে" এই স্থলে বাস এবং গমনের অসম্ভব হেতু ব্রহ্ম হইতে পারেনা, যদি তাহা স্বীকার করেন তাহা হইলে ব্রহ্মের সর্ব্বব্যাপকতা সিদ্ধ হয় না, অতএব এই স্থলে জীবই প্রতিপাদন করিতেছেন ব্রহ্ম নহে।

কতয়া নির্দ্দিষ্টস্য পুনর্ধর্ম্মরূপস্য প্রশংসা। "যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা" (কৌ° ব্রা° ৩।৩) ইতি, তস্মাদ্ ব্রহ্মৈবাত্রেন্দ্র প্রাণ প্রজ্ঞাদি শব্দৈরবগন্তব্যমিতি।

নন্বনারভ্যমেবৈতৎ প্রাক্ প্রাণচিহ্নতয়া গতার্থত্বাৎ, মৈবং, পূর্ব্বত্র শব্দমাত্রে সংশয়ঃ

শ্রুতিভিরিতি ভাবঃ। তস্মাত্তয়োরত্র শরীরে জীবেন সহাবস্থানং ন বিরুদ্ধ্যতে অত্রাহুঃ—সহাবস্থানমিতি—"যো বৈ প্রাণঃ সা প্রজ্ঞা, যা প্রজ্ঞা স প্রাণঃ" ইতি শ্রুত্যা উভয়োর্ধর্ম্ম প্রতিপাদনাৎ কথং জ্ঞান-শক্তি-ক্রিয়াশক্তিরিতি ধর্ম্ম প্রতিপাদয়তি তত্রাহুঃ—নৈবমিতি।

সঙ্গতিঃ—অথাস্মিন্ পাদে ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণস্য সঙ্গতিমাহুঃ—তস্মাদিতি। অত্রাস্যাধিকরণস্য দ্বিরুক্তিদোষং পরিহরন্তি—"অতএব প্রাণঃ" ইতি প্রাণাধিকরণে বর্ণিতত্বাৎ, পুনরত্র বর্ণনে পুনরুক্তিদোষা-

---

সমাধান—এই আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ ব্রহ্মের ক্রিয়া জ্ঞানশক্তির মানবশরীরে সহাবস্থান এবং এক সঙ্গে উৎক্রমণ অসঙ্গত নহে, অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়িনী যে জ্ঞানশক্তি তাহাকে প্রজ্ঞা বলে, এবং ব্রহ্মবিষয়িনী যে ক্রিয়াশক্তি তাহাকে শ্রুতিসকলে 'প্রাণ' বলিয়া অভিহিত করেন, সুতরাং এই উভয়ের মানব শরীরে জীবের সহিত একসঙ্গে নিবাস করা কোন প্রকার বিরোধ হয় না- এই কারণেই বলিতেছেন—তাহারা এক সঙ্গে নিবাস করে।

শঙ্কা—এই স্থানে যে প্রাণ ও প্রজ্ঞা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মীরূপেই জানিতে হইবে, ধর্ম্মরূপে নহে, কিন্তু আপনারা ঐ বাক্যদ্বয়কে কি প্রকারে ব্রহ্মের ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন ? অর্থাৎ—"যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা, যে প্রজ্ঞা সেই প্রাণ" ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণের দ্বারা উভয়কে ধর্ম্মীরূপে নিরূপণ করা হেতু, আপনারা জ্ঞানশক্তি প্রজ্ঞা, ক্রিয়াশক্তি প্রাণ এই প্রকার ধর্ম্মস্বরূপ কি প্রকারে প্রতি-পাদন করিতেছেন ?

সমাধান—আপনাদের এই প্রকার আশঙ্কা করা অযৌক্তিক, কারণ ঐ উভয় শব্দকে ধর্ম্মরূপে প্রতিপাদন করিলেও তথায় ধর্ম্মীর পূর্ণ প্রতিপত্তি বর্ত্তমান থাকায় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী এক স্বরূপই স্বীকার করিতে হইবে, অর্থাৎ—ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মী সমবায় সম্বন্ধে একটি আশ্রয়ে অবস্থান করে। অনন্তর এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন—"আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাতা" এই প্রাণ ও প্রজ্ঞাকে ধর্ম্মীস্বরূপে নিরূপণ করিয়া পুনরায় ধর্ম্মরূপে তাহাদের প্রশংসা করিতেছেন—"যে প্রাণ সেই প্রজ্ঞা" ইত্যাদি।

সঙ্গতি—অনন্তর এই প্রথম পাদে এই ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নির্ণয় করিতেছেন তস্মাৎ ইত্যাদি। অতএব ব্রহ্মই অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই ইন্দ্র, প্রাণ, প্রজ্ঞাদি শব্দের দ্বারা অবগত হওয়া যাইতেছে, কিন্তু জীব বা মুখ্য প্রাণ নহে।

আশঙ্কা—এই প্রাণের বিচার এই স্থানে আরম্ভ করাই বৃথা, কারণ পূর্ব্বে প্রাণের বিষয় বিচার করা হইয়াছে। অর্থাৎ এই অধিকরণের দ্বিরুক্তিদোষ প্রদর্শন করিতেছেন—"অতএব প্রাণঃ" এই

ইহত্বানন্দময়াদিকে কথঞ্চিদন্য পরতয়া নীতে সাধকস্য ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মস্যাভাবাৎ, বাধকস্য জীবাদি-লিঙ্গস্য তু সত্ত্বাদর্থোঽপি স ইতি তদাধিক্যাৎ পৃথগারম্ভঃ ॥ ৩১ ॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমঃ পাদঃ ॥ ১।১ ॥

পত্তেরিতি মৈবম্। পূর্ব্বত্র—প্রাণাধিকরণে "অতএব প্রাণঃ" ইত্যত্র। শব্দমাত্রে—"কতমা সা দেবতা ইতি প্রাণ ইতি" ইত্যুক্ত্বা তস্মাদেব সর্ব্বোৎপত্তিকথনাৎ শব্দমাত্রে এব সংশয়ঃ।

অত্র ইহ তু ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণে "প্রাণোঽস্মি প্রজ্ঞাত্মা তং মামায়ুরমৃতমুপাস্স্ব" ইতি "স এব প্রাণ এব প্রজ্ঞাত্মানন্দোঽজরোঽমৃতঃ" ইতি, অত্র অমৃতানন্দাজরত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্মাদীনাং কথঞ্চিদন্য পরতয়া—ইন্দ্র-মুখ্যপ্রাণ-জীবপরতয়া নীতে ব্রহ্মধর্ম্মে সংশয়ঃ। অত্র প্রাণাধিকরণে শব্দমাত্রে সংশয়ে সর্ব্বেষাং শব্দানাং ব্রহ্মণি পর্য্যবসানাৎ সংশয়াভাবঃ। এবং ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণে ধর্ম্মমাত্রে সংশয়ে আনন্দামৃতত্বাদীনাং চিদ্ধর্ম্মাণাং ব্রহ্মণি পর্য্যবসানাৎ অত্রাপি সংশয়াভাবঃ। ব্রহ্মসাধকস্য ব্রহ্মৈকান্তধর্ম্মস্য জীবে অভাবাৎ, এবং

প্রাণাধিকরণ সূত্রে প্রাণ বিষয়ে বর্ণন করা হেতু, পুনরায় এই ইন্দ্রপ্রতর্দ্দন অধিকরণে বর্ণনা করিবার নিমিত্ত পুনরুক্তি দোষাপত্তি প্রসঙ্গ আসিয়া উপস্থিত হয়।

সমাধান—আপনারা এই প্রকার মনেও চিন্তা করিবেন না, কারণ—পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রাণাধিকরণে "অতএব প্রাণঃ" এই সূত্রে শব্দমাত্রে সংশয়, শব্দমাত্রে—সেই দেবতা কে ? প্রাণ" ইত্যাদি, এই প্রকার বলিয়া সেই প্রাণ হইতেই সকল ভূতসকলের উৎপত্তি বর্ণনা করা হেতু শব্দমাত্রেই সংশয়, এই স্থানে আনন্দাদি গুণে কথঞ্চিৎ অন্যপর অর্থ করিলেও জীবে ব্রহ্মৈকান্ত ধর্ম্মের অভাব, অর্থাৎ এই স্থানে ইন্দ্র-প্রতর্দ্দনাধিকরণে "আমি প্রাণ হই, আমি প্রজ্ঞাত্মা, তুমি আমাকে আয়ু এবং অমৃত ভাবিয়া উপাসনা কর" ইত্যাদি। "সেই এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা আনন্দ অজর অমৃত" এই স্থলে অমৃত, আনন্দ, অজরত্বাদি ব্রহ্মধর্ম্ম সকলের কোন প্রকারে অন্যপর অর্থাৎ ইন্দ্র মুখ্যপ্রাণ এবং জীবপর ব্যাখ্যা করিলে পরে ব্রহ্মধর্ম্মে সংশয় উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ এই ধর্ম্মসকল ব্রহ্মের অথবা জীবের।

প্রাণাধিকরণে শব্দমাত্রে সংশয় উৎপন্ন হইলে, সকল শব্দের পরব্রহ্মে পর্য্যবসান হওয়ার জন্য আর শব্দমাত্রে কোন প্রকার সংশয় নাই। এই প্রকার ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণে ধর্ম্মমাত্রে সংশয় উৎপন্ন হইলে, আনন্দ অমৃত প্রভৃতি চিদ্ধর্ম্ম সকলের পরব্রহ্মে পর্য্যবসান হেতু এই স্থানে ধর্ম্ম বিষয়েও কোন প্রকার সন্দেহ নাই। তথা সা ক যে অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম তাহার সম্পূর্ণ অভাব জীবে বিদ্যমান থাকা হেতু, এবং পরব্রহ্মে বাধকের জীব প্রতিপাদক বাক্যসমূহের সন্দেহ হেতু, অর্থাৎ জীবগত ধর্ম্ম সমুহের পরব্রহ্মে বিদ্যমান না থাকার জন্য, অর্থেও সেই প্রকার বুঝিতে হইবে।

পরব্রহ্মণি বাধকস্য জীবলিঙ্গস্য সন্দেহাৎ, তদাধিক্যাৎ—অমৃতত্বাদিধর্ম্মা ব্রহ্মণি বাহুল্যাৎ ইন্দ্রপ্রাণ-প্রজ্ঞাদি-শব্দৈঃ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এবাবগন্তব্যমিতি ॥ ৩১ ॥

॥ ইতি ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণমেকাদশং সমাপ্তম্ ॥ ১১ ॥

জগজ্জন্মাদিকারণং শ্রীগায়ত্রী-স্বরূপকম্। আনন্দময়বিগ্রহং শ্রীগোবিন্দং ভজে সদা ॥

ইতি শ্রীমদ্বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয়াখ্যস্য প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমপাদস্য "শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্" সমাপ্তম্ ॥ ১।১ ॥

এই প্রকার তাহার আধিক্য অর্থাৎ অমৃত-অজর আনন্দময়ত্বাদি চিদ্ধর্ম্ম সকল প্রসিদ্ধ ব্রহ্মেই বহুলরূপে বিদ্যমান হেতু ইন্দ্র প্রাণ প্রজ্ঞাদি শব্দের দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র অবগত হওয়ার যোগ্য ॥ ৩১ ॥

॥ এই প্রকার ইন্দ্রপ্রতর্দ্দনাধিকরণ নামক একাদশ অধিকরণ সমাপ্ত ॥ ১১ ॥

যিনি জগৎ সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়াদির পরম কারণ, যিনি শ্রীব্রহ্মগায়ত্রীর স্বরূপ এবং শ্রীআনন্দময় বিগ্রহস্বরূপ, সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে সদা ভজনা করি।

ইতি শ্রীমদ্বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতি সমন্বয়ে প্রথমাধ্যায়ে প্রথম পাদের "শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা" সমাপ্তা ॥ ১।১ ॥

প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ

মনোময়াদিভিঃ শব্দৈঃ স্বরূপং যস্য কীর্ত্ত্যতে।
হৃদয়ে স্ফুরতু শ্রীমান্ মমাসৌ শ্যামসুন্দরঃ ॥

১ ॥ সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্ ॥

প্রথমে পাদে সমস্তজগৎকারণভূতং পুরুষোত্তমাখ্যং পরং ব্রহ্মজিজ্ঞাস্যমিত্যুক্তম্।

॥ প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

সমস্তজগতামীশো যোঽত্তা মনোময়ঃ প্রভুঃ। চরণে তস্য মে সদা মনঃ সন্ধির্বিধীয়তাম্ ॥

১ ॥ সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণম্ ॥

অথ প্রথমাধ্যায়স্য প্রথমে পাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিবাক্যানাং পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এব সমন্বয়ঃ—আনন্দময়-মন-প্রাণ ইন্দ্রাদিবাক্যজাতং শ্রীগোবিন্দদেবমেব প্রতিপাদয়তীতি নিরূপ্য, অত্র প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ে পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিবাক্যানাং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে সঙ্গময়িতুং মঙ্গলমাচরয়ন্তি —শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুচরণাঃ—মনোময়াদিভিরিতি।

যস্য সর্ব্বব্যাপকস্য সর্ব্বেশ্বরস্য শ্রীশ্যামসুন্দরস্য স্বরূপং মনোময়-ভারূপাকাশাত্মাত্তাক্ষিপুরুষান্তর্য্যামি বৈশ্বানরাদিভিরস্পষ্টব্রহ্মপ্রতিপাদকশব্দৈঃ শ্রুতিভিঃ কীর্ত্ত্যতে, অসৌ অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ পরমকরুণাময়ঃ শ্রীমদ্‌বৃন্দাবনবিলাসি শ্রীশ্যা৮সুন্দরঃ মম হৃদয়ে স্ফুরতু, মম হৃদয়ে স্বস্বরূপং প্রকাশয়তু ইতি।

॥ প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ ॥

যিনি সকলের অধীশ্বর, যিনি অত্তা অর্থাৎ ভক্ষণকর্ত্তা, যিনি মনোময় এবং প্রভু সর্ব্বসমর্থ, তাঁহার শ্রীচরণে সর্ব্বদা আমার মনের সন্ধি বিধান করুন।

১ ॥ সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণ—

অনন্তর সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার প্রথম অধ্যায়ের প্রথম পাদে স্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিবাক্য সকলের পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে, অর্থাৎ আনন্দময়, মন, প্রাণ, ইন্দ্রাদি বাক্যসকল শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিতেছেন, এই প্রকার নিরূপণ করিয়া এই স্থলে প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গ শ্রুতিবাক্য সকলের পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সঙ্গতি করিবার নিমিত্ত শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন—মনোময়াদি ইত্যাদি -বাক্যের দ্বারা।

তত্রৈবান্যত্র প্রতীতানাং কেষাঞ্চিদ্বাক্যানাং ব্রহ্মণি সমন্বয়ঃ প্রদর্শিতঃ। দ্বিতীয়তৃতীয়য়োস্তু অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গকানাং কোষাঞ্চিদ্বাক্যানাং তস্মিন্নেব সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে।

অথ ত্রয়স্ত্রিংশৎসূত্র পরিশোভিতং সপ্তাধিকরণাত্মকং দ্বিতীয়ং পাদং ব্যাখ্যাতুমারভ্যন্তে শ্রীমদ্ভাষ্যকারপ্রভুপাদাঃ—প্রথম ইতি। প্রথমোঽধ্যায়স্য প্রথমে পাদে সমস্তজগৎকারণভূতং—"জন্মাদ্যস্য যতঃ" "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি জীবন্তি যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি তদ্ ব্রহ্ম" পুরুষোত্তমঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব মুমুক্ষুণাং সংসারদুঃখ নিবৃত্তয়ে জিজ্ঞাস্যমিতি প্রতিপাদিতম্। তত্রৈব প্রথমে পাদেঽন্যত্র ইন্দ্র-প্রাণ-জীবাদৌ, ব্রহ্মণি—আনন্দময়ে শ্রীগোবিন্দদেবে। দ্বিতীয়-তৃতীয়য়োস্তু—কেষাঞ্চিৎ বাক্যানাং মনোময়-ভারূপাকাশাত্মাত্ত্রাদিবাক্যানাং তস্মিন্নেব—সর্ব্বকারণে শ্রীগোবিন্দদেবে, সমন্বয়ঃ প্রদর্শ্যতে ইতি ভাবঃ।

অত্র পূর্ব্বস্মিন্ পাদে স্পষ্টব্রহ্মপ্রতিপাদকশ্রুতিবাক্যং বর্ণিতমত্রতু অস্পষ্টব্রহ্মপ্রতিপাদকবাক্যেন ব্রহ্মপ্রতিপাদয়তীতি পাদসঙ্গতিঃ।

মনোময়াদি শব্দের দ্বারা যাঁহার স্বরূপ কীর্ত্তন করা হইতেছে, সেই শ্রীমান্ শ্যামসুন্দর আমার হৃদয়ে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হউন। অর্থাৎ যে সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বেশ্বর, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের স্বরূপ মনোময়, ভারূপ, আকাশাত্মা, অত্তা, অক্ষিপুরুষ, অন্তর্য্যামী বৈশ্বানরাদি অস্পষ্ট ব্রহ্মপ্রতিপাদক শব্দ বা শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা কীর্ত্তন করিতেছেন, সেই অখিল রসামৃতমূর্ত্তি পরম করুণাময়, শ্রীমদ্ বৃন্দাবন বিলাসি, শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দর আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন, অর্থাৎ আমার হৃদয়ে নিজস্বরূপ প্রকাশ করুন।

অনন্তর তেত্রিশ সূত্র পরিশোভিত সপ্তাধিকরণাত্মক দ্বিতীয়পাদ শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিতেছেন—প্রথম ইত্যাদি। প্রথম অধ্যায়ের প্রথমপাদে সমস্তজগতের কারণভূত পুরুষোত্তমাপর নামধেয় পরব্রহ্মকে জিজ্ঞাসা করিবে" ইহা কথিত হইয়াছে। অর্থাৎ সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ "যাহা হইতে এই জগতের জন্মাদি" "যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়, জাত হইয়া যাহার দ্বারা জীবন ধারণ করে, প্রলয়কালে যাহাতে প্রবেশ করে তাহা ব্রহ্ম" সেই পরম পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই একমাত্র মুমুক্ষুগণের সংসারদুঃখ নিবৃত্তির জন্য জিজ্ঞাসা করা উচিত এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন। সেই স্থানে অর্থাৎ প্রথমপাদে অন্যত্র ইন্দ্র, প্রাণ, জীবাদিতে প্রতীতি হয় এই প্রকার কতকগুলি বাক্যের ব্রহ্মে অর্থাৎ আনন্দময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে। অতঃপর এই প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্মলিঙ্গক কতকগুলি বাক্যের, অর্থাৎ মনোময়, ভারূপ, আকাশাত্মা, অত্তা প্রভৃতি বাক্যসকলের এই সর্ব্বকারণ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সমন্বয় প্রদর্শিত হইতেছে ইহাই ভাবার্থ।

পূর্ব্বে প্রথমপাদে স্পষ্টব্রহ্ম প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য বর্ণন করা হইয়াছে, এই দ্বিতীয়পাদে অস্পষ্ট ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্যের দ্বারা ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিতেছেন এই প্রকার পাদসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

ছান্দোগ্যে শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামিদমামনন্তি (৩।১৪।১-২) 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্ত উপাসীত অথ খলু ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ যথা ক্রতুরস্মিঁল্লোকে পুরুষো ভবতি তথেতঃ প্রেত্য ভবতি, স ক্রতুং কুর্ব্বীত। মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ সত্যসঙ্কল্প আকাশাত্মা সর্ব্বকর্ম্মা সর্ব্বকামঃ সর্ব্বগন্ধঃ সর্ব্বরসঃ সর্ব্বমিদমভ্যাত্তোঽবাক্যনাদরঃ" ইত্যাদি।

বিষয়ঃ—অথ দ্বিতীয়পাদস্য সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি। সর্ব্বমিতি—ইদং পরিদৃশ্যমানং জড়-চেতন পরিব্যাপ্তং সর্ব্বং সমগ্রং বিশ্বং প্রপঞ্চং ব্রহ্ম, খলু-প্রসিদ্ধৌ, বাক্যালঙ্কারে বা, মিথ্যা প্রপঞ্চস্য কেন প্রকারেণ ব্রহ্মত্বং সিদ্ধেৎ? তত্রাহ—তজ্জলানিতি। তস্মাৎ জায়তে ইতি তজ্জম্। "জনি প্রাদুর্ভাবে" তস্মিন্ লীয়তে ইতি তল্লম্। "লীঙ্ শ্লেষণে" তেন অনিতি জীবতি ইতি তদনম্। "অন প্রাণনে" অতঃ—তজ্জঞ্চ, তল্লঞ্চ, তদনঞ্চ—তজ্জলান্। লোপশ্ছান্দসঃ। অত্র ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্বাৎ তদ্ ব্যাপ্যত্বাদ্বা সর্ব্বং জগদ্ ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবমেবাহ শ্রীভাগবতে—২।৫।১৪, "দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ॥ শ্রীগীতাসু চ—১০।৮ "অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে॥ "ইতি" শব্দো হেত্বর্থে ইতি হেতৌ সর্ব্বং

বিষয়—অনন্তর দ্বিতীয় পাদের সর্ব্বত্রপ্রসিদ্ধাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। ছান্দোগ্য উপনিষদে তৃতীয় অধ্যায়ে শাণ্ডিল্য বিদ্যাপ্রকরণে এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—"এই সকল নিশ্চয় ব্রহ্ম হয়, এই জগৎ এই ব্রহ্ম হইতেই জাত হয়, তাহাতেই লয় হয় এবং তাহাতেই অবস্থান বা জীবিত থাকে, পুরুষ ক্রতুময় হয়, পুরুষ ইহলোকে যে প্রকার কার্য্য করে, পরলোকেও সেই প্রকার হয়, অতএব ক্রতু করা কর্ত্তব্য। পরব্রহ্ম মনোময়, প্রাণশরীর, ভারূপ, সত্যসঙ্কল্প, আকাশাত্মা, সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস সর্ব্বব্যাপ্ত, বাক্যরহিত এবং সংভ্রমরহিত হয়। অর্থাৎ 'ইদং' এই পরিদৃশ্যমান জড় চেতন পরিব্যাপ্ত 'সর্ব্বং' সমগ্র বিশ্বপ্রপঞ্চ ব্রহ্ম হয়। "খলু" শব্দ প্রসিদ্ধ অর্থে, অথবা বাক্যালঙ্কারে। এই পরিদৃশ্যমান মিথ্যা প্রপঞ্চের কি প্রকারে ব্রহ্মত্ব সিদ্ধ হয় তাহা বলিতেছেন—তজ্জলানিতি। তাহা হইতে জাত হয়, এই অর্থে তজ্জ, 'জনি' ধাতুর প্রাদুর্ভাব অর্থ হয়। তাহাতেই লীন হইয়া যায়, এই অর্থে তল্ল, 'লীঙ' ধাতুর অর্থ আশ্লেষণ। তাহার দ্বারা জীবিত থাকে, এই অর্থে, তদন, 'অন' ধাতুর অর্থ প্রাণ ধারণ করা। এই কারণে তজ্জ তল্ল, তদন—তজ্জলান্ এই অর্থ নিষ্পন্ন হয়। এই স্থানে যে অন্যান্য অক্ষরের লোপ হইয়াছে তাহা ছান্দস প্রয়োগ।

অতএব ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিকত্ব হেতু অথবা ব্রহ্মের ব্যাপ্যত্ব হেতু এই পরিদৃশ্যমান সকল জগৎ ব্রহ্মই ইহাই অর্থ। সকল বস্তুই যে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক তাহা শ্রীভাগবতে এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রীব্রহ্মা নারদকে কহিলেন—হে ব্রহ্মণ্! পৃথিব্যাদি দ্রব্য, গমন সৃজনাদি কর্ম্ম, বর্ত্তমানাদি কাল, স্বভাব এবং জীব এই সকল বস্তু তত্ত্বতঃ এবং অর্থতঃ শ্রীবাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে।

জগৎ ব্রহ্মৈব অস্মাৎ কারণাৎ শান্তঃ সন্ উপাসীত। শ্রীভগবন্নিষ্ঠঃ সন্, এবমাহ শ্রীভগবান্—১১।১৯।৩৬ "শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ" উপাসীত-উপাসনং কুর্ব্বীত। তদুপাসনায়াং কিং ভবেদিত্যত্রাহ—ক্রতুময়ঃ। পুরুষঃ শ্রীভগবদ্ভজনেঽধিকারী ভক্তিমান্ সাধকঃ ক্রতুময়ো ভবতি, সঙ্কল্পপ্রধানো ভবতি। যথা—অস্মিন্ পুণ্যভূমি-ভারতবর্ষে স্থিত্বা যথা যাদৃশঃ ক্রতুরুপাসনাত্মকং সঙ্কল্পঃ করোতি, যেন শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুরাদি ভাবেন শ্রীগোবিন্দদেবং ভজতি, স সাধকঃ তথা ইতঃ অস্মাৎ সাধন-লোকাৎ প্রেত্য স্বাভীষ্টলোকং গত্বা স্বভাবসিদ্ধেন পার্ষদরূপেণ শ্রীগোবিন্দং সেবত ইত্যর্থঃ।

সঃ ক্রতুমিতি—অতঃ সর্ব্বারাধ্য-সর্ব্বরসমহাপারাবার-শ্রীগোবিন্দং ক্রতুং উপাসনং কুর্ব্বীত। কিমুপাসীত? কেন রূপেণ বা তত্রাহ—মনোময়েতি। মনোময় ইতি—ভক্তিশুদ্ধমনো গ্রাহ্যঃ। প্রাণশরীরঃ—সর্ব্বেষাং প্রাণধারকঃ, যদ্বা—সর্ব্বেষাং প্রাণানাং শরীরঃ—পরিপোষকঃ পরিচালকো বা। ভারূপঃ—প্রকাশস্বরূপঃ। সত্যসঙ্কল্পঃ—অপ্রতিহতমানসক্রিয়ঃ। আকাশাত্মা—মূর্ত্তত্বেঽপি সর্ব্বব্যাপকঃ। সর্ব্বকর্ম্মা—বিচিত্রানন্তজগদাদিসৃষ্টিকর্ত্তা। সর্ব্বকামঃ—নিখিলভোগসম্পন্নঃ, নিখিলভোগসম্পন্নত্বাৎ তস্য ধাম্নি সর্ব্বেষাং সৌগন্ধ্যাদীনাং সর্ব্বেষাং রসানাঞ্চ বাহুল্যমিতি। সর্ব্বমিদমিতি—প্রাকৃতগন্ধলেশাস্পৃষ্টা-

---

শ্রীগীতাও সেই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন—শ্রীভগবান্ বলিলেন হে পার্থ! আমি সকল বস্তুর উদ্ভব স্থান এবং আমা হইতেই সকল পদার্থ প্রবর্ত্তিত হয়। 'ইতি' শব্দের অর্থ হেতু। এই হেতু পরিদৃশ্যমান্ সকল জগৎ ব্রহ্মই, এই কারণেই শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে, অর্থাৎ শ্রীভগবন্নিষ্ঠ হইয়া, এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে এই প্রকার বলিয়াছেন—"আমাতে একান্ত নিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম বা শান্ত ভাব" এই প্রকার শ্রীভগবদেকনিষ্ঠ হইয়া উপাসনা করিবে।

শ্রীভগবানের উপাসনায় কি হইবে? তাহা নিরূপণ করিয়া বলিতেছেন—ক্রতুময় ইত্যাদি। পুরুষ অর্থাৎ শ্রীভগবদ্ভজনে অধিকারী ভক্তিমান সাধক ক্রতুময়, অর্থাৎ সঙ্কল্পপ্রধান হয়। যেমন—এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে অবস্থান করিয়া যাদৃশ যে প্রকার ক্রতু-উপাসনাত্মক সঙ্কল্প করে, অর্থাৎ যে প্রকার শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরাদি ভাবের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ভজনা করে, সেই সেই প্রকার এই সাধনলোক হইতে প্রেত্য-স্বাভীষ্ট লোকে গমন করিয়া স্বভাবসিদ্ধ পার্ষদ রূপের দ্বারা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে সেবা করে ইহাই অর্থ।

সে ক্রতু করিবে—অর্থাৎ এই নিমিত্ত সর্ব্বারাধ্য সর্ব্বরসমহাপারাবার শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে ক্রতু উপাসনা করিবে। কি উপাসনা করিবে? অথবা কি প্রকারে উপাসনা করিবে? তাহা বলিতেছেন—মনোময় ইত্যাদি। পরব্রহ্ম মনোময় অর্থাৎ শ্রীভক্তিশুদ্ধমনের দ্বারা গ্রাহ্য। প্রাণশরীর—সকলের প্রাণধারক, অথবা—প্রাণসকলের শরীর-পরিপোষক, কিম্বা পরিচালক। ভারূপ প্রকাশস্বরূপ। সত্যসঙ্কল্প—অপ্রতিহত মানসক্রিয়। আকাশাত্মা—তিনি মূর্ত্তিমান হইলেও সর্ব্বব্যাপক। সর্ব্বকর্ম্মা—

তত্র সংশয়ঃ - মনোময়ত্বাদিগুণৈরুপাস্যো জীবঃ ? উত পরমাত্মেতি ?

তত্র মনপ্রাণয়োর্জীবোপকরণত্বাৎ "অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রঃ" (মু° ২।১।২) ইতি পরমাত্মনস্তন্নিষেধাৎ তদ্বান্ জীবোঽয়ং স্যাৎ। ন চ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" (ছা° ৩।১৪।১) ইতি

প্রাকৃতাচিন্ত্যানন্তভোগোপকরণানি অভ্যাত্তঃ, স্বীকৃতঃ। অভ্যাত্তঃ—ইতি কর্ত্তরি ক্তঃ—শ্রীহরি° না° ব্যা° —৫।২৯, "ক্তঃ কর্ত্তরি চ বাচ্যঃ" অবাক্যঃ—সিদ্ধ সর্ব্বার্থত্বেন যাচ্ঞাবাক্ রহিতঃ। যদ্বা—কাৎর্স্ন্যেন বাগগোচরঃ। অনাদরঃ—স্বেতরেষু আদরাভাবঃ। স্বারাজ্যলক্ষ্যাপ্তসমস্তকামত্বহেতুঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব সর্ব্বেষাং বিধিরুদ্রাদীনাং আদরনীয়ঃ আরাধনীয় ইতি। ইত্যেবং শাণ্ডিল্যবিদ্যায়াং মনোময়াদিরূপেণ—পরব্রহ্মণ আরাধনমভিহিতমিতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র শাণ্ডিল্যবিদ্যোক্তবাক্যে ভবতি সংশয়ঃ, মনোময়ত্বাদিগুণগণালঙ্কৃত উপাস্য পুরুষো জীবঃ ? অথবা পরমেশ্বরঃ ? অত্র মনোময়াদি বাক্যানাং ব্রহ্ম নিরূপণে সাপেক্ষ নিরপেক্ষৌ বর্ত্তেতে, তস্মাৎ সংশয়স্য স্বাভাবিকত্বাৎ বাক্যেঽস্মিন্ তস্যোদয় ইতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অত্র মনোময়াদি ধর্ম্মযুক্তো জীব এব ভবিতুমুচিতম্ তদেবাহুঃ—তত্রেতি। তত্র উপাসনা বাক্যে সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকমনসঃ—বায়ুবিকারপ্রাণস্য চ জীবোপকরণত্বাৎ জীব এব উপাস্যঃ। ব্রহ্মণি

বিচিত্র অনন্ত জগদাদি সৃষ্টিকর্ত্তা। সর্ব্বকাম—নিখিল ভোগ সম্পন্ন, শ্রীভগবান নিখিল ভোগসম্পন্ন হওয়া হেতু তাঁহার নিত্যধামে সৌগন্ধ্যাদি সকল এবং রস সকল বহুল পরিমাণে বিদ্যমান আছে। সর্ব্বমিদং অর্থাৎ যিনি প্রাকৃতগন্ধলেশের দ্বারা স্পর্শশূন্য, তথা অপ্রাকৃত, অচিন্ত্য, অনন্ত ভোগোপকরণ সকল অভ্যাত্ত—স্বীকার করিয়াছেন। অভ্যাত্তঃ' এই স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যে 'ক্ত' প্রত্যয় হইয়াছে, কর্ম্মবাচ্যে নহে। কর্ত্তৃবাচ্যেও ক্ত প্রত্যয় হয়" এই প্রকার শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে অনুশাসন আছে। অবাক্য—তিনি সর্ব্বার্থ সিদ্ধ হওয়া হেতু যাচঞা বাক্যরহিত। অথবা—সম্পূর্ণরূপে বাক্যের অগোচর। স্বারাজ্য-লক্ষ্যাপ্ত-সমস্তকামত্ব হেতু শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই বিধিরুদ্রাদি সকলের আদরণীয় পূজন করিবার যোগ্য হয়েন। এই প্রকার শাণ্ডিল্যবিদ্যায় মনোময়াদিরূপে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা অভিহিত করিয়াছেন। এই প্রকার বিষয়বাক্য নির্ণয় করা হইল।

সংশয় এই স্থলে শাণ্ডিল্য বিদ্যা বর্ণিত বিষয়ে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে—এই মনোময়ত্বাদি গুণগণালঙ্কৃত উপাস্য পুরুষ কি জীব ? অথবা পরমেশ্বর ? এই স্থানে মনোময়াদি বাক্যসকলের ব্রহ্ম-নিরূপণ বিষয়ে সাপেক্ষ এবং নিরপেক্ষ উভয়রূপ দেখা যায়, সুতরাং সংশয় হওয়া স্বাভাবিক, সেই নিমিত্ত এই মনোময়াদি বাক্যে সন্দেহের উদয় হইতেছে। এই প্রকার সংশয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই শাণ্ডিল্য বিদ্যায় উপাস্য পুরুষ মনোময়াদি ধর্ম্মযুক্ত জীবই হওয়া উচিত তাহাই পূর্ব্বপক্ষকারী নিরূপণ করিতেছেন তত্র ইত্যাদি। এই উপাসনা বাক্যে মন ও প্রাণের জীবোপকরণ

পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্টং ব্রহ্মাত্রগ্রহীতুং শক্য তস্য বাক্যস্যোপাস্যুপকরণ শান্তিবিধিপরত্বাৎ। শান্তি-নিষ্পত্তয়ে সর্ব্বস্য ব্রহ্মাত্মত্বোপদেশঃ। এবং জীবে নিশ্চিতেঽন্তিমো ব্রহ্মশব্দোঽপ্যেতৎ পরঃ স্যাদিত্যেবং প্রাপ্তে -

ওঁ ॥ সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।১।১।

তদাভাবে প্রমাণমাহঃ—অপ্রাণঃ—বায়ুবিকার প্রাণরহিতঃ। হ্যমনাঃ—সুখদুঃখানুভবকারি মনসোঽভাবঃ। শুভ্রঃ—মন প্রাণাদীনাং সংসর্গাভাবঃ। তস্মাৎ ব্রহ্মণে মনপ্রাণয়োর্নিষেধাৎ তদ্বান্—মন-প্রাণবান্ জীব এব। নন্থ "মনোময়ঃ" ইত্যস্য প্রারম্ভে ব্রহ্ম প্রকৃতত্বাৎ কথং জীবোঽয়মিত্যুচ্যতে? তত্রাহ—নচেতি। নন্থ অস্মিন্ প্রকরণে জীবে নিশ্চিতে, "এতদ্ ব্রহ্মৈতমিতঃ" ছা০ ৩।১৪।৪ ইতি বাক্যস্য কা গতিরিতি চেত্তত্রাহ—এবমিতি। এতৎপরঃ—জীবপরঃ। তস্মাৎ মনোময়ঃ প্রাণাদিধর্ম্মবান্ জীব এব উপাস্যত্বেন নির্দ্দিষ্টো ন তু ব্রহ্ম ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ - ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমাহ ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—সর্ব্বত্রেতি।

অর্থাৎ সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক মন এবং বায়ুবিকার প্রাণের জীবের মননাদির নিমিত্ত উপকরণ হওয়া হেতু জীবই উপাস্য, ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্মের মন ও প্রাণ নাই সুতরাং ব্রহ্ম মনোময়াদি ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে না। ব্রহ্মে যে মন ও প্রাণের অভাব তাহা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—ব্রহ্ম প্রাণরহিত এবং মনরহিত পরমশুদ্ধ। অর্থাৎ অপ্রাণ—বায়ুবিকার প্রাণরহিত, অমনা—সুখ ও দুঃখানুভবকারী মনের সম্পূর্ণ অভাব। শুভ্র—মন প্রাণ প্রভৃতির সংসার্গাভাব। এই প্রকার পরমাত্মার মন ও প্রাণাদির নিষেধ হেতু তদ্যুক্ত-মন এবং প্রাণাদিযুক্ত জীবই উপাস্য পুরুষ ব্রহ্ম নহে।

যদি বলেন—"মনোময় ইত্যাদি বাক্যের প্রারম্ভে ব্রহ্ম নিরূপণ করায় কি প্রকারে এই উপাস্য-পুরুষকে জীব বলিতেছেন? তাহার উত্তরে আমরা বলিব—"এই সকল ব্রহ্ম" এই প্রকার পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট ব্রহ্মকে এই স্থলে গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যে হেতু সেই বাক্যের উপাসনার উপকরণ অর্থাৎ শান্তি বিধি বা শমবিধি প্রতিপাদন পরত্ব হেতু, ব্রহ্ম প্রতিপাদক বাক্য নহে। শান্তি নিষ্পত্তির নিমিত্ত সকল বস্তুর ব্রহ্মাত্মকরূপে উপদেশ করা সম্ভব হয়। এই প্রকার শাণ্ডিল্য বিদ্যাপ্রকরণে জীবই উপাস্য এইরূপ নিশ্চয় করা হইলে অন্তিম ব্রহ্ম শব্দও জীবপর স্বীকার করিতে হইবে।

যদি বলেন—এই শাণ্ডিল্য বিদ্যাপ্রকরণে জীবকেই উপাস্যপুরুষরূপে নিরূপণ করিলে—"ইহাই ব্রহ্ম, সাধক শরীর পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে প্রাপ্ত হয়" এই অন্তিম বাক্যের কি গতি হইবে? এই বাক্যের উত্তরে আমরা বলিব—এই সকল বাক্যও জীবপর বলিয়াই অঙ্গীকার করিতে হইবে। সুতরাং মনোময়াদি ধর্ম্মযুক্ত জীবকেই শাণ্ডিল্য ঋষি উপাস্যরূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন, ব্রহ্মকে নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

স খল্বয়ং পরমাত্মৈব ন জীবঃ, কুতঃ ? সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধস্য জগজ্জন্মাদিহেতুতারূপস্য তদেকান্তধর্ম্মস্যাত্রাপি বাক্যে "তজ্জলান্" ইত্যুপদেশাৎ। যদ্যপ্যুপক্রমবাক্যে শান্তিবিবক্ষয়া নতু স্ববিবক্ষয়া ব্রহ্মনির্দ্দিষ্টং তথাপ্যুদ্দিষ্টে মনোময়ত্বাদিকে তৎসন্নিধাস্যতি। ক্রতুরুপাসনা মনোময়ঃ শুদ্ধমনোগ্রাহ্যঃ, "মনসৈবানুদ্রষ্টব্যম্" (বৃ০ ৪।৪।১৯) ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ।

সর্ব্বত্র সর্ব্বেষু বেদান্তেষু শ্রুতিসু প্রসিদ্ধব্রহ্মোপদেশাৎ, বেদান্তবেদ্যস্য পরব্রহ্মণ এব উপদেশাৎ, তদারাধনোপদেশাদ্বা ছান্দোগ্যোপনিষদি শাণ্ডিল্যবিদ্যায়ামপি পরব্রহ্মোপদেশো নিশ্চীয়তে, ন চাত্র উপাস্যত্বেন জীবঃ কথ্যতে। বেদান্তাদি শাস্ত্রেষু উপাস্যত্বেন জগজ্জন্মাদি কারণভূতঃ স্বেতর সর্ব্বনিয়ামকঃ স্বসৌন্দর্য্য বিস্মাপিত চরাচরঃ ভক্তবাৎসল্যাদিগুণরত্ননিলয়ঃ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এবোপদিশ্যতে, স খলু অয়ং মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্টঃ পরমাত্মৈব, ন জীবঃ তস্য সৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বাভাবাৎ—বক্ষ্যতি চ শ্রীবাদরায়ণঃ—"জগদ্ ব্যাপারবর্জ্জম্" ইত্যাদিনা।

অত্র কুতঃ জীবো ন সম্ভবেৎ ? তত্রাহুঃ সর্ব্বত্রেতি। উপক্রমঃ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি বাক্যে। সন্নিধাস্যতি—মনোময়ত্বাদে বিশেষ্যাকাঙ্ক্ষায়াং যৎ "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" ইতি ব্রহ্ম প্রকৃতং তদেবাস্মিন্

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার বাদিগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষ সমুদ্ভাবিত করিলে ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—সর্ব্বত্র ইত্যাদি। বেদান্তাদি শাস্ত্রে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ব্রহ্মকেই উপদেশ করিয়াছেন, সুতরাং ব্রহ্মই উপাস্য পুরুষ, জীব নহে। অর্থাৎ সর্ব্বত্র সকল বেদান্তে—শ্রুতিবাক্য সকলে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপদেশ, অর্থাৎ—বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মেরই উপদেশ হেতু, অথবা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনার উপদেশ করিবার হেতু ছান্দোগ্যোপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যাতেও পরব্রহ্মের উপাসনাই নিশ্চয়রূপে উপদেশ করিতেছেন। কিন্তু উপাস্য রূপে জীবকে নিরূপণ করেন নাই। ছান্দোগ্য উপনিষদে শাণ্ডিল্যবিদ্যায় উপাস্য রূপে উপদিষ্ট পরমাত্মাই, জীব নহে। অর্থাৎ বেদান্তাদি শাস্ত্রসকলে উপাস্যত্ব রূপে জগজ্জন্মাদি কারণ স্বরূপ, স্বেতর সর্ব্বনিয়ামক, স্বসৌন্দর্য্য বিস্মাপিত চরাচর, ভক্তবাৎসল্যাদি গুণরত্ননিলয়, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকেই উপাস্যরূপে উপদেশ করিতেছেন, সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই এই মনোময়াদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মা, কিন্তু জীব নহে। কারণ জীবের সৃষ্ট্যাদি কর্ত্তৃত্বের অভাব বশতঃ জীব উপাস্য হইতে পারে না। এই বিষয়ে স্বয়ং সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ "মুক্তজীবে জগৎসৃষ্ট্যাদি ব্যাপার সম্ভব হয় না" ইত্যাদি দ্বারা নিষেধ করিবেন।

শাণ্ডিল্যবিদ্যায় উপাদিষ্ট উপাস্য কি প্রকারে জীব হইবে না তাহা নিরূপণ করিতেছে—সর্ব্বত্র ইত্যাদি। বেদান্তে জগজ্জন্মাদিহেতুতারূপ পরব্রহ্মের প্রসিদ্ধ একান্ত— অনন্যধর্ম্মের এই শাণ্ডিল্য উপাসনা বাক্যে "তজ্জলান্" ইত্যাদির দ্বারা উপদেশ প্রদান করা হেতু উপাস্য জীব নহে, পরব্রহ্মই। যদিও উপক্রম অর্থাৎ "এই সকলই ব্রহ্ম" এই বাক্যে শান্তিবিধি বলিবার ইচ্ছাই ব্রহ্মের উপদেশ করা হইয়াছে,

"যতোবাচঃ" (তৈ° ২।৪।১) ইত্যাদি কৃতপ্রতিষেধস্তু পামরাগোচরত্বাৎ, কাৎর্স্ন্যাগোচরত্বাচ্চ ইতি তত্ত্ববিদঃ। প্রাণশরীরত্বং তন্নিয়ন্তৃত্বাৎ প্রেষ্ঠমূর্ত্তিত্বাদিত্যেকে। 'অপ্রাণো হ্যমনাঃ"

মনোময়াদিবাক্যে অন্বয়ো ভবতি, ন তু জীবঃ। তথাত্বে প্রকৃতহানপ্রসঙ্গাপত্তেঃ। শুদ্ধমনোগ্রাহ্যমিতি—ভক্তি ভাববিভাবিত শুদ্ধান্তঃকরণগ্রাহ্যম্ উপাস্যমিতি ভাবঃ।

তথাহি—শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা—৩।৯।১১, "ত্বং ভক্তিযোগ পরিভাবিত হৃৎসরোজ আস্‌সে" ইতি। অত্র শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ—মনসা এব অনু দ্রষ্টব্যম্। শ্রীভক্তিবিজ্ঞানসংস্কৃতেন—আচার্য্যোপদেশেন পরিত্যক্ত বিষয়বাসনেন মনসা এব, অনু পশ্চাৎ শ্রীগুরুদেবোপদেশানন্তরম্, দ্রষ্টব্যং-স্বাভীষ্টভগবদ্ধাম্নি স্বহৃদি বা। ননু তথাত্বে—"যতো বাচো ন্যবর্ত্তন্তে" "যদ্ বাচানভ্যুদিতম্" কেন° ১।৪, "যন্মনসা ন মনুতে" ১।৫, ইত্যাদেঃ কা গতিরিতি চেৎ—তত্রাহুঃ—পামরেতি। প্রাণশরীরত্বং তন্নিয়ন্তৃত্বাৎ, যথা আত্মা শরীরস্য নিয়ামকঃ,

---

কিন্তু ব্রহ্মকে বলিবার ইচ্ছায় তাহাকে নির্দ্দেশিত করা হয় নাই, তথাপি মনোময়াদি যে ধর্ম্মসকল উপদেশ করা হইয়াছে, তাহার দ্বারাই ব্রহ্মের উদ্দেশ সিদ্ধ হয়। অর্থাৎ মনোময় প্রভৃতি বিশেষণের বিশেষ্য কে? এই আকাঙ্ক্ষা পরিপূরণের নিমিত্ত যে "এই সকলই ব্রহ্ম" এই ব্রহ্ম উপদেশের উপক্রম করা হইয়াছে তাহাই বিশেষ্য রূপে এই মনোময়াদি বাক্যে অন্বয় হইয়াছে, কিন্তু যে উপদেশের উপক্রম বা প্রারম্ভ করা হয় না সেই জীব বিশেষ্য হইতে পারে না, সুতরাং মনোময়াদি বিশেষণ বিশিষ্ট জীব উপাস্য নহে। যদি শাণ্ডিল্যবিদ্যার উপাস্যদেবতা জীবকে নিরূপণ করা হয় তাহা হইলে প্রকৃত হানি অর্থাৎ যাহাকে নির্ণয় করিতে প্রারম্ভ করা হইয়াছে তাহা স্থির থাকে না, কিন্তু অন্য বস্তু আসিয়া পড়ে, এই প্রকার অপসিদ্ধান্তের আপত্তি উপস্থিত হয়। শ্রুতিবাক্যে যে 'ক্রতু' শব্দ আছে তাহার অর্থ উপাসনা, মনোময়—অর্থে শুদ্ধমনের গ্রাহ্য। অর্থাৎ শ্রীভক্তিভাব বিভাবিত শুদ্ধ অন্তঃকরণের দ্বারা গ্রাহ্য বা উপাসনা করিবার যোগ্য।

শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন- হে দেব! আপনি ভক্তিযোগ পরিভাবিত ভক্তের হৃদয়সরোজে উপবেশন করেন। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ প্রদর্শিত করিতেছেন—মনের দ্বারা অনু দ্রষ্টব্য,অর্থাৎ শ্রীভক্তিবিজ্ঞান দ্বারা সংস্কৃত শ্রীআচার্য্যদেবের উপদেশের দ্বারা সকল বিষয় বাসনা পরিত্যক্ত হইয়াছে, এই প্রকার মনের দ্বারাই 'অনু' পশ্চাৎ অর্থাৎ শ্রীগুরুদেবের উপদেশের অনুরূপ স্বাভীষ্টধাম গোলোকাদিতে, অথবা নিজের হৃদয় শতদলে আরাধ্য দেবতাকে দর্শন করিবে। এই প্রকার অন্য শ্রুতিতে বর্ণনা করা হেতু শ্রীভগবান্ মনোময়।

শঙ্কা—আপনারা যদি ব্রহ্মকে মনের দ্বারা গ্রাহ্য স্বীকার করেন তাহা হইলে "যে স্থান হইতে বাণী নিবর্ত্তিত হইয়া আসে" "বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না" "মন যাহাকে মনন করিতে পারে না।" ইত্যাদি সর্ব্বপ্রকার নিষেধপর শ্রুতিবাক্যসকলের কি গতি হইবে? সমাধান—এই সকল শ্রুতি-

(মু° ২।১।২) ইতি তু তদধীন স্থিতিজ্ঞানত্বাদপ্রাকৃতবিষয়ো বা। "মনোবান্" "আনীদবাতম্" (ঋ° সং ৮।৭।১৭) ইতি শ্রুত্যন্তরাচ্চ।

অপরে তু "মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা" (মু° ২।২।৭) "স য এষোঽন্তর্হৃদয় আকাশস্তস্মিন্নয়ং পুরুষো মনোময়োঽমৃতো হিরণ্ময়ঃ" (তৈ° ১।৬।১) "হৃদা মনীষা মনসাভিকৢপ্তঃ"

তথৈব পরমেশ্বরোঽপি প্রাণানাং নিয়ামক ইত্যর্থঃ।

অথবা উপাসকানাং প্রাণতুল্যং যস্য শরীরং শ্রীবিগ্রহো ভবতি সঃ পরমকরুণাময়ঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব প্রাণ শরীর ইত্যর্থঃ।

নন্থ প্রাণনিয়ামকত্বে "অপ্রাণো হ্যমনা" ইত্যস্য বাক্যস্য কা গতিরিতি চেৎ — তত্রাহুঃ—জীববৎ প্রাকৃতমনোবুদ্ধির্ভগবতো নাস্তীত্যর্থঃ। মনোবানিতি—অপ্রাকৃতমনোবান্" অত্র শ্রুতিস্তু—যদাত্মকো ভগবান্ তদাত্মিকা ব্যক্তিঃ কিমাত্মকো ভগবান্ জ্ঞানাত্মক ঐশ্বর্য্যাত্মকঃ শক্ত্যাত্মশ্চেতি, বুদ্ধি-মনোঽঙ্গ প্রত্যঙ্গবত্তাং ভগবতো লক্ষয়ামহে বুদ্ধিমান্ মনোবান্ অঙ্গপ্রত্যঙ্গবান্" ইত্যেষা। আনীদবাতমিতি—

বাক্যে যে মনাদির বিষয়ের নিষেধ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা হইয়াছে তাহা পামরদিগের অগোচর হওয়ার হেতু ঐ শ্রুতি সকল নিষেধ করিয়াছেন। পামর অর্থাৎ মূর্খ যাহাদের শ্রীভগবদ্ বিষয়ে কোন প্রকার বোধ নাই। সুতরাং শ্রীভগবানের তত্ত্ব যাঁহারা জানেন সেই তত্ত্ববিৎ সাধকগণ বলেন—শ্রীভগবানকে সম্পূর্ণ ভাবে জানা যায় না অতএব ঐ শ্রুতিসকল পরব্রহ্মকে বাক্যাদির অগোচর বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। শ্রুতিবাক্যে যে 'প্রাণশরীর' বলা হইয়াছে তাহার অর্থ করিতেছেন—ব্রহ্মকে প্রাণশরীর বলা হইয়াছে যে হেতু তিনি প্রাণের নিয়ামক। অর্থাৎ জীবাত্মা যেমন জড় শরীরের নিয়ামক, শ্রীপরমেশ্বরও সেই প্রকার প্রাণসকলের নিয়ামক ইহাই অর্থ। অথবা কেহ কেহ তাঁহাকে পরম শ্রেষ্ঠতমমূর্ত্তি নিশ্চয় করিয়া আরাধনা করেন, সুতরাং তিনি প্রাণশরীর। অর্থাৎ উপাসকগণের প্রাণতুল্য যাঁহার শ্রীবিগ্রহ হয়, সেই পরম করুণাময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই প্রাণশরীর ইহাই শ্রুতিবাক্যের অর্থ।

শঙ্কা—ব্রহ্মকে যদি প্রাণের নিয়ামক স্বীকার করেন, তাহা হইলে "তিনি প্রাণরহিত, ও মনরহিত" এই শ্রুতিবাক্যের কি গতি হইবে? সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—শ্রীভগবানের যে স্থিতি এবং জ্ঞান তাহা জীবের সদৃশ প্রাণের অধীন নহে। জীবের পাঞ্চভৌতিক শরীরে অবস্থান এবং তাহার শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান যেমন প্রাণের অধীন অর্থাৎ যতক্ষণ শরীরে প্রাণ বিদ্যমান থাকে ততক্ষণ পর্য্যন্তই জীবের জ্ঞানাদি থাকে, কিন্তু শ্রীভগবানের অবস্থান এবং জ্ঞান প্রাণের অধীন নহে, তিনি স্বরাট্। অথবা শ্রীভগবানের প্রাণ ও মন অপ্রাকৃত, অর্থাৎ জীবের যে প্রকার প্রাকৃত মন ও বুদ্ধি আছে, শ্রীভগবানের সেই প্রকার প্রাকৃত মন বুদ্ধি নাই, কিন্তু অপ্রাকৃত লক্ষণ দিব্য মন এবং প্রাণ বিদ্যমান আছে।

(শ্বে° ৪।১৭) "প্রাণস্য প্রাণঃ" (বৃ° ৪।৪ ১৮) ইত্যাদিষু সর্ব্বেষু বেদান্তেষু প্রসিদ্ধস্য মনোময়ত্বাদেরিহাপ্যুপদেশাৎ পরমাত্মৈব মনোময় ইতি ব্যাচক্ষুঃ ॥ ১ ॥

আনীৎ—স্বরূপানুবন্ধিনা ঋগাদ্যাত্মকেন প্রাণেন অশ্বসীদিত্যর্থঃ। "অরেহস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্‌বেদঃ" (বৃ° ৪।৫।১১) অবাতং—প্রাকৃতবায়ুবিকার প্রাণরহিতং ব্রহ্ম ইতি মন্ত্রার্থঃ।

মন্ত্রস্তু—ঋক্ সংহিতায়াম্—৮।৭।১৭; ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ। আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং তস্মাদ্ধান্যন্ন ন পর কিঞ্চনাসঃ॥ অপরে তু—ইতি শ্রীমদ্‌রামানুজচরণাঃ মনোময় ইতি—শ্রীভক্তি শুদ্ধান্তঃকরণগ্রাহ্যম্ প্রাণশরীরঃ—প্রাণানাং নিয়ামকঃ। নেতা স্বভক্তান্ স্বধামং নয়তীতি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রাণনিয়ামকঃ শুদ্ধভক্তান্তঃকরণগ্রাহ্যঃ ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব। স য ইতি—স সর্ব্বেশ্বরঃ, ভক্তস্য য অন্তর্হৃদয়ে আকাশঃ, তস্মিন্ আকাশে বিরাজতে- কীদৃশস্তত্রাহ—মনোময়াদি রূপ ইত্যর্থঃ। হৃদেতি—হৃৎপদ্মকোশে মনীষয়া আরাধ্যত্বেন নিশ্চয়ং কৃত্বা যো ভক্তঃ শ্রীভগবন্তং

অতএব এই বিষয়ে অন্য শ্রুতিও এই প্রকার বিদ্যমান আছে—মনোবান্, শ্রীভগবান্ অপ্রাকৃত মনোবান্। এই শ্রুতিটি সম্পূর্ণ এই প্রকার—যদাত্মক শ্রীভগবান্ তাঁহার সেই প্রকারই অভিব্যক্তি হয়, কি প্রকার শ্রীভগবান্? জ্ঞানাত্মক, ঐশ্বর্য্যাত্মক, শক্ত্যাত্মক ইত্যাদি, বুদ্ধি-মন অঙ্গ, প্রত্যঙ্গবত্ত্বাও শ্রীভগবানের লক্ষ্য করা যায়, শ্রীভগবান্ বুদ্ধিমান, মনোবান, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গবান্ ইত্যাদি। আনীদবাত—শ্বাসরহিত, বায়ুরহিত। আনীৎ অর্থাৎ স্বরূপানুবন্ধি ঋগ্‌বেদাদিরূপ প্রাণের দ্বারা শ্রীভগবান্ নিশ্বাস গ্রহণ করেন। অবাত অর্থাৎ পরব্রহ্ম প্রাকৃত বায়ুবিকার প্রাণরহিত এই প্রকার মন্ত্রের অর্থ।

ঋগ্‌বেদ সংহিতায় 'আনীদবাতং' এই মন্ত্রটি সম্পূর্ণ এই প্রকার—মহাপ্রলয় কালে মৃত্যু ছিল না, অমৃত ছিল না, রাত্রি এবং দিবসের প্রকেত-চিহ্নভূত চন্দ্রমা ও সূর্য্যও ছিল না, তথা পিতৃভাগের সহিত স্বধা ভোজনকারী অগ্নিসাত্বাদি দেবতাগণও ছিল না, সেই সময় একমাত্র প্রাকৃত প্রাণবায়ুরহিত পরব্রহ্ম জীবনধারণ করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন অন্য আর কিছুই ছিল না। অপরে কিন্তু অর্থাৎ শ্রীমদ্‌রামানুজাচার্য্যচরণ এই প্রকার সমাধান করিয়াছেন—পরব্রহ্ম মনোময়, প্রাণেরও শরীর, নেতা, অর্থাৎ মনোময়-শ্রীভক্তি দ্বারা শুদ্ধ হইয়াছে অন্তঃকরণ যাহার, সেই অন্তঃকরণের দ্বারা শ্রীভগবান্ গ্রহ্য। প্রাণশরীর—সমানাদি প্রাণপঞ্চকের শরীর, নেতা—নিজ ভক্তগণকে শ্রীগোলোকাদি স্বধামে আনয়ন কর্ত্তা। অতএব প্রাণসকলের নিয়ামক, শুদ্ধভক্তগণের হৃদয় গ্রাহ্য, ভক্তবৎসল স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই। সেই যে এই অন্তর্হৃদয়ে আকাশ বিদ্যমান আছে তাহাতে এই মনোময় অমৃত হিরণ্ময় পুরুষ বিরাজ করিতেছেন। অর্থাৎ সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ভক্তের যে হৃদয়ের অভ্যন্তরে নির্ম্মল আকাশ বিদ্যমান আছে সেই আকাশে বিরাজিত আছেন, তিনি কি প্রকার? তাহাই বলিতেছেন—তিনি মনোময়, অমৃতময় এবং দিব্য প্রকাশময় শ্রীবিগ্রহ। হৃদা ইত্যাদি—হৃদয় পদ্মকোশে মনীষয়া শ্রীভগবানকে

ওঁ ॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।১।২।

"মনোময়ঃ প্রাণশরীরো ভারূপঃ" (ছা॰ ৩।১৪।২) ইত্যাদিনা যে গুণা বিবক্ষিতাস্তে হি পরস্মিন্নেবোপপদ্যন্তে ন তু জীবে ॥ ২ ॥

মনসা ধ্যায়তি, যদ্বা ভক্তেন অবিক্লিপ্তো ধ্যাতো ভবতি, স মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ। প্রাণস্য—প্রাপঞ্চিক প্রাণস্য প্রাণঃ—প্রকাশকঃ।

সঙ্গতিঃ—তস্মাদপ্রাকৃতমনোময়ত্বাদিধর্ম্মাঃ শ্রীভগবত্যেব বিরাজন্তে ইতি সঙ্গময়ন্তি—ইত্যাদিষু—ইতি ॥ ১ ॥

অথ সর্ব্বেষু শ্রুতিবাক্যেষু শ্রীগোবিন্দদেবস্যারাধনমুপদিদেশ তৎ সূত্রান্তরেণ প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—বিবক্ষিতেতি শ্রুতিষু যে সত্যসঙ্কল্পত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব-আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্মাঃ বিবক্ষিতা বক্তুমিচ্ছা তে তু পরব্রহ্মণ্যেব উপপত্তির্ভবতি, ন তু জীবে। অথ গুণা নিরূপয়ন্তি—মনোময়ঃ—শ্রীভক্তিশুদ্ধান্তঃকরণগ্রাহ্যম্। প্রাণশরীরঃ—প্রাণানাং নিয়ামকঃ। ভারূপঃ—অপ্রাকৃত-নিরতিশয় কল্যাণ দিব্য রূপত্বেন নিরতিশয়দীপ্তিযুক্ত ইত্যর্থঃ। পরস্মিন্—পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবে। তস্মাৎ মনোময়ত্বাদি

আরাধ্যরূপে নিশ্চয় করিয়া যে একান্ত ভক্ত শ্রীভগবানকে মনের দ্বারা ধ্যান করে, অথবা ভক্ত কর্ত্তৃক শ্রীভগবান্ ধ্যাত হয়েন, সেই ভক্ত মুক্ত হয়। তিনি প্রাণেরও প্রাণ,অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক পঞ্চপ্রাণের প্রাণ প্রকাশক। ইত্যাদি বেদান্ত বাক্যসকলে যে সুপ্রসিদ্ধ মনোময়াদি ধর্ম্ম পরব্রহ্মের নিরূপণ করিয়াছেন, সেই মনোময়াদি ধর্ম্ম এই শাণ্ডিল্য বিদ্যাতেও উপদেশ করা হেতু এই মনোময়াদি ধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মাই এই প্রকার নির্ণয় করেন।

সঙ্গতি—সুতরাং অপ্রাকৃত মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মসকল শ্রীভগবানেই সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে,সুতরাং শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরই মনোময়াদি ধর্ম্মবান ইহাই অর্থ ॥ ১ ॥

অনন্তর শ্রুতিবাক্য সকলেই যে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের উপাসনা উপদেশ করিয়াছেন তাহা ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ অন্য সূত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিবক্ষিত ইত্যাদি। শ্রুতি শাস্ত্রে যে সকল ব্রহ্মের গুণ বিবক্ষিত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মেই উপপত্তি হয়। অর্থাৎ শ্রুতিশাস্ত্র সকলের যে সত্যসঙ্কল্পত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব, আনন্দময়ত্বাদি ধর্ম্মসকল বলিবার ইচ্ছা তাহা প্রকৃষ্টরূপে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবেই উপপত্তি হয়, কিন্তু জীবে হইবে না। অনন্তর শ্রুতিবর্ণিত পরব্রহ্মের গুণসকল নিরূপণ করিতেছেন তিনি মনোময় প্রাণশরীর এবং ভারূপ। মনোময় অর্থাৎ শ্রীভগবান্ শ্রীভক্তির দ্বারা অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়াছে যাহার সেই ভক্তের মনোগ্রাহ্য। প্রাণশরীর—প্রাণসকলের নিয়ামক। ভারূপ—অপ্রাকৃত নিরতিশয় কল্যাণ পূর্ণ দিব্যরূপ হওয়া হেতু নিরতিশয় দীপ্তিযুক্ত ইহাই অর্থ। ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা যে সকল

ওঁ ॥ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ওঁ ॥ ১।২।১।৩।

মনোময়ঃ শারীরো ন ভবতি খদ্যোত কল্পে তস্মিংস্তেষামসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥

দিব্যালৌকিক নিত্যগুণাঃ পরব্রহ্মণি শ্রীগোবিন্দদেব এব বিরাজন্তে, ন তু মায়াকবলিতে জীব ইতি ॥ ২ ॥

অথ মনোময়াদি বাক্যে জীবাশঙ্কাং প্রকারান্তরেণ নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অনুপপত্তেরিতি। 'তু' শব্দোঽবধারণে। শ্রুতিষু যে মনোময়াদিগুণাঃ কথিতা তে পরব্রহ্মণ্যেব সন্তি, ন তু শারীরে। কুতঃ? অনুপপত্তেরিত্যবধার্য্যতাম্। পূর্ব্বসূত্রে মনোময়াদীনাং দিব্যগুণানাং পরব্রহ্মণি উপপত্তিরুক্তা, শারীরে জীবে তেষামনুপপত্তিঃ সুতরামেব, সত্যসঙ্কল্পত্ব—ভারূপত্ব-জ্যোতিস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মাঃ খদ্যোতপ্রতিমজীবে কদাপি ন সম্ভবন্ত্যেব। তথাহি বৃহদারণ্যকে—৪।৪।৫, স বা অয়মাত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ো মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুর্ময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ"। তস্মাৎ অস্মিন্ প্রকরণে শারীর পরিগ্রহশঙ্কালেশোঽপি নাস্তীতি ভাবঃ ॥ ৩ ॥

গুণ নিরূপণ করা হইয়াছে সেই গুণসকল নিশ্চিতরূপে পরব্রহ্মে অর্থাৎ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে বিদ্যমান আছে, তাহাই যুক্তিযুক্ত হয়। কিন্তু ঐসকল গুণ জীবে থাকে না। অতএব মনোময়ত্বাদি দিব্য অলৌকিক নিত্য গুণরাজি পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছে, কিন্তু মায়াকবলিত জীবে তাহার সর্ব্বথা অভাব বিদ্যমান আছে, সুতরাং মনোময়াদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই। ইহাই সূত্র ও ভাষ্যের অর্থ ॥ ২ ॥

অতঃপর মনোময়াদি বাক্যে কেহ কেহ জীব বলিয়া আশঙ্কা করে, এই আশঙ্কা প্রকারান্তরে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন—অনুপপত্তেঃ ইত্যাদি। শ্রুতিকথিত ব্রহ্মের গুণ সকল জীবে অনুপপত্তি হেতু জীব নহে। অর্থাৎ সূত্রে যে 'তু' শব্দ আছে তাহার অর্থ অবধারণ করা। শ্রুতিবাক্যে যে মনোময়াদি গুণ সকল কথিত হইয়াছে তাহা পরব্রহ্মেই আছে, শারীর জীবে নাই। ঐ সকল গুণ শারীরে থাকে না, কেন? তদুত্তরে বলিতেছেন অনুপপত্তি হেতু ঐ গুণসকল জীবে থাকে না, ইহা অবধারণা করুন। মনোময় পুরুষ শারীর জীব নহে, কারণ খদ্যোত সদৃশ জীবে মনোময়াদি গুণের অভাব হেতু। পূর্ব্বসূত্রে মনোময়াদি দিব্যগুণসকলের পরব্রহ্মেই অবস্থান হয়, তাহা উপপত্তির সহিত নির্ণয় করিয়াছেন। অতএব শারীরে-জীবে সেই গুণসকলের সুতরাং অর্থাৎ বস্তুতই অনুপপত্তি হইতেছে, সত্যসঙ্কল্পত্ব, ভারূপত্ব, জ্যোতিস্ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল খদ্যোত প্রতিম জীবে কদাপি সম্ভব হইবে না।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন—সেই এই আত্মা পরব্রহ্ম বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুর্ম্ময় এবং শ্রোত্রময়"। অতএব এই প্রকরণে শারীর বা জীব গ্রহণ করার শঙ্কালেশও নাই, অর্থাৎ জীব গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনাই নাই, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৩ ॥

ওঁ ।। কর্ম্মকর্ত্তৃব্যপদেশাচ্চ ।। ওঁ ।। ১।২।১।৪।

"এতমিতঃ প্রেত্যাভিসম্ভবিতাস্মি" (ছা° ৩।১৪.৪) ইতি শ্রুতেঃ, "এতম্" ইতি প্রকৃতং মনোময়ং কর্ম্মত্বেন ব্যপদিশতি। শারীরং তু "অভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি কর্ত্তৃত্বেন ইতি কর্ত্তুঃ শারীরাদ্ বিলক্ষণঃ কর্ম্মভূতো মনোময়ঃ পরেশঃ।

পুনঃ মনোময়াদিগুণেষু শারীরশঙ্কামপাকরোতি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—কর্ম্মেতি। যস্মাৎ মনোময়ত্বাদিগুণমুপাস্যং কর্ম্মত্বেন (প্রাপ্যত্বেন) উপাসকস্তু শারীরং কর্ত্তৃত্বেন (প্রাপকত্বেন) ব্যপদিশতি শ্রুতিঃ তস্মাৎ অপি মনোময়ত্বাদি শারীরো ন সম্ভবেদিতি। অথ কর্ম্মকর্ত্তৃত্বেন উপাস্য-উপাসকত্বেন, প্রাপ্য প্রাপকত্বেন চ শ্রুতিবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—এতমিতি। 'ইতঃ' ইহলোকাৎ প্রেত্য 'এতং' মনোময়ং পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবং অভিসম্ভবিতাস্মি – প্রাপ্তাস্মীতি। ইতি শ্রুতিস্তু এতমিতি—কর্ম্মত্বেন প্রাপ্যত্বেন পরব্রহ্ম উপদিশতি, যল্লাভে অনাদিসংসৃতির্নিবৃত্তির্ভবেৎ। শারীরং তু জীবমিতি "অভিসম্ভবিতাস্মি" ইতি কর্ত্তৃনির্দ্দেশঃ, তস্মাৎ কর্ত্তুঃ শারীরাদ্ বিলক্ষণঃ কর্ম্মভূতো মনোময়ঃ শ্রীহরিরিতি। অত্র শিশুপালবধমহাকাব্যস্য বাক্যমুদাহরন্তি-নগাপগাঃ ক্ষুদ্রনদ্যঃ মহানদ্যঃ সম্ভূয়ঃ মিলিত্বা অম্ভোধিং সাগরম্ অভ্যেতি প্রাপ্নোতি। অত্র 'অভিসম্ভবিতাস্মি' ইত্যত্র বালকল্কি প্রয়োগে শ্রীভক্তস্য শ্রীকৃষ্ণমিলনে গাঢ়োৎকণ্ঠা গম্যতে। কর্ম্ম-কর্ত্তৃ

পুনরায় মনোময়াদি গুণসকলে শারীর শঙ্কা অপাকরণ করিতেছেন ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ—কর্ম্ম ইত্যাদি। কর্ম্ম ও কর্ত্তা ব্যপদেশ হেতু ও মনোময় শারীর নহে। অর্থাৎ—যেহেতু মনোময়াদি গুণ উপাস্য-প্রাপ্যত্ব রূপে এবং উপাসক শারীরকে কর্ত্তৃরূপে প্রাপকত্বরূপে শ্রুতিসকলে বিশেষভাবে উপদেশ করিতেছেন, অতএব এই সকল সিদ্ধান্তের দ্বারাও মনোময়ত্বাদি গুণযুক্ত পুরুষ, জীব হওয়া সম্ভব নহে। অতঃপর কর্ম্ম-কর্ত্তৃত্বরূপে, উপাস্য-উপাসকত্ব রূপে এবং প্রাপ্য ও প্রাপক রূপের দ্বারাও মনোময় পুরুষ তথা শারীর এক নহে তাহা শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রমাণিত করিতেছেন—এত ইত্যাদি। ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া এই মনোময়কে প্রাপ্ত করিব, অর্থাৎ ইহলোক হইতে পরলোকে গমন করিয়া 'এতং' এই মনোময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে অভিসম্ভবিতাস্মি - প্রাপ্ত হইব।

এই প্রকার শ্রুতি 'এতম্' এই শব্দের দ্বারা কর্ম্মরূপে ও প্রাপ্যরূপে পরব্রহ্মকে উপদেশ করিতেছেন, যে পরব্রহ্মকে একবার লাভ করিলে অনাদি সংসৃতির নিবৃত্তি হইয়া যায়। শারীর কিন্তু অভিসম্ভবিতাস্মি এই কর্ত্তৃপদের দ্বারা জীব কর্ত্তা হইতেছে, সুতরাং কর্ত্তা শারীর হইতে বিলক্ষণ কর্ম্মভূত মনোময় পরেশ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। অর্থাৎ শারীর জীব, অভিসম্ভবিতাস্মি পদ কর্ত্তার নির্দ্দেশ করে, অতএব কর্ত্তা জীব হইতে কর্ম্ম মনোময় শ্রীহরি পৃথক্। অভিসম্ভবতি শব্দের অর্থ মিলন, একটি বস্তু পরস্পর মিলিত হওয়া, "অভি" উপসর্গের দ্বারা যে মিলনার্থ প্রকাশ করে তাহা শিশুপালবধ মহাকাব্যের বাক্য উদাহরণ

অভিসম্ভবতি মিলনার্থঃ। "সম্ভূয়াম্ভোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাপগাঃ" (শিশুপাল-বধে) ইত্যাদি প্রয়োগাৎ ॥ ৪ ॥

ইতি, "ক্রিয়ানুকূলকৃতিমত্ত্বং কর্ত্তৃত্বম্" ইতি 'সারমঞ্জরী'। তথাচ—"পরসমবেত ক্রিয়াজন্য ফলশালিত্বং কর্ম্মত্বম্" ইতি চ। এবং চৈত্রো গ্রামং গচ্ছতি" ইতি সংযোগঃ ভেদশ্চ গ্রামপদোত্তর দ্বিতীয়াবিভক্তেরর্থঃ। তত্র চ আধেয়তয়া গ্রামস্য অন্বয়ঃ, সংযোগস্য অনুকূলত্ব সম্বন্ধেন, ভেদস্য চ প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধেন ক্রিয়ায়ামন্বয়ঃ, ক্রিয়ায়াশ্চ অনুকূলত্ব সম্বন্ধেন তি প্রত্যয়ার্থে কৃতৌ, তস্যাশ্চ কর্ত্তরি সমবায়েন অন্বয়ঃ। তথা ভক্তঃ শ্রীকৃষ্ণং প্রাপ্নোতি" ইতি কর্ত্তৃকর্ম্মনির্দ্দেশাৎ তথৈব ভবেদিতি শ্রীভাষ্যার্থঃ ॥ ৪ ॥

রূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী সকল যেমন মহানদী সকলে মিলিত হইয়া সমুদ্র প্রাপ্ত হয়। এই স্থলে "অভিসম্ভবিতাস্মি" এই বালকল্কি (ভবিষ্যৎ) প্রয়োগে শ্রীভক্তগণের শ্রীশ্রীকৃষ্ণমিলনে গাঢ় উৎকণ্ঠা বোধ করাইতেছে।

এই স্থানে কর্ম্ম ও কর্ত্তার বিচার সারমঞ্জরী গ্রন্থে এই প্রকার দেখা যায়—কর্ত্তা—ক্রিয়ার অনুকূল কৃতিমান যে সেই কর্ত্তা। কর্ম্ম—পরসমবেত ক্রিয়া হইতে যাহা জাত হইয়া ফলরূপে প্রাপ্ত হয় তাহা কর্ম্ম। কর্ত্তা ও কর্ম্মের এই প্রকার উদাহরণ যেমন—চৈত্র গ্রামে গমন করিতেছে" এই স্থলে গ্রাম পদের উত্তরে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি তাহার সংযোগ এবং ভেদ এই দুই প্রকার অর্থ, আধেয়তা সম্বন্ধে গ্রামের কর্ত্তার সহিত অন্বয় হয়। অনুকূলতা সম্বন্ধের দ্বারা সংযোগের, এবংপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধের দ্বারা ভেদের ক্রিয়াতে অন্বয় হয়, এবং এই ক্রিয়ার অনুকূলতা সম্বন্ধের দ্বারা "তি" প্রত্যয়ের অর্থরূপ কৃতিতে অন্বয় হয়, তথা এই কৃতির সমবার সম্বন্ধের দ্বারা কর্ত্তাতে অন্বয় হয়, এই ভাবে "চৈত্র গ্রামে গমন করিতেছে" ইহার শাব্দবোধ হয়।

সেই প্রকার "ভক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছে" এই বাক্যেও কর্ম্ম ও কর্ত্তার নির্দ্দেশ হেতু সেই রূপ শাব্দবোধ হইবে। অর্থাৎ এই স্থলে শ্রীশ্রীকৃষ্ণপদের উত্তরে যে দ্বিতীয়া বিভক্তি তাহা শ্রীশ্রীকৃষ্ণের সহিত ভক্তের সংযোগ এবং সংসার হইতে ভেদ এই দুই প্রকার অর্থ প্রকাশ করিতেছে, শ্রীশ্রীকৃষ্ণের আধেয়তা সম্বন্ধে ভক্তের সহিত অন্বয় হইতেছে। অনুকূলতা সম্বন্ধের দ্বারা সংযোগের, এবং প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকত্ব সম্বন্ধের দ্বারা ভেদের ক্রিয়াতে অন্বয় হয়, এবং এই ক্রিয়ার অনুকূলতা সম্বন্ধের দ্বারা "তি" প্রত্যয়ের অর্থরূপ কৃতিতে অন্বয় হয়, তথা এই কৃতির সমবায় সম্বন্ধের দ্বারা কর্ত্তাতে অন্বয় হয়, এই ভাবে "ভক্ত শ্রীশ্রীকৃষ্ণকে পাইতেছেন" ইহার শাব্দবোধ সিদ্ধ হইতেছে। অতএব কর্ত্তা ও কর্ম্মের স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকা হেতু মনোময় পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ইহা স্থির হইল ॥ ৪ ॥

ওঁ ॥ **শব্দবিশেষাৎ** ॥ ওঁ ॥ ১।২।১।৫।

"এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে" (ছাং ৩।১৪।৩) ইতি ষষ্ঠ্যন্তেন শব্দেন শারীর উপাসকো নির্দ্দিশ্যতে, মনোময়স্তূপাস্যঃ প্রথমান্তেন। ভিন্নবিভক্তিকয়োঃ শব্দয়োরর্থভেদেন ভাব্যম্। তথা চ শারীরাদুসকাদন্যো মনোময় উপাস্য ইতি ॥ ৫ ॥

অথ শব্দবিশেষাদপি মনোময়ত্বাদি বিশিষ্ট পরমাত্মনো ভিন্নঃ শারীর প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—শব্দবিশেষাদিতি। শারীরকাভিধায়কশব্দ মনোময়ত্বাদিবিশিষ্ট উপাস্যাভিধায়ক শব্দয়োর্বিশেষাৎ, বিভক্তিভেদেন ভেদাৎ, তদন্যঃ শারীরো, মনোময়ত্বাদি বিশিষ্টঃ শব্দভেদাদর্থভেদ ইতি সূত্রার্থঃ।

অত্র ছান্দোগ্য বাক্যেন শব্দবিশেষেণ সেব্যসেবকয়োর্ভেদঃ প্রতিপাদয়ন্তি—এষ মনোময়াদিগুণগণালঙ্কৃতঃ মে মম আত্মা আরাধ্যঃ অন্তর্হৃদয়ে বর্ত্ততে ইতি ভাবঃ। ষষ্ঠ্যন্তেন—'মম' শব্দেন। অথ সূত্রস্যাস্য আরাধ্য—আরাধকয়োর্ভেদং নিরূপ্য সঙ্গতিমাহুঃ—তথাচেতি ॥ ৫ ॥

অনন্তর শব্দবিশেষের দ্বারাও মনোময়াদিধর্ম্মবিশিষ্ট পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে ভিন্ন শারীর, ইহা ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন— শব্দবিশেষ হইতেও ইত্যাদির দ্বারা। শব্দবিশেষ হইতেও মনোময় পরব্রহ্ম জীব হইতে পৃথক্। অর্থাৎ শারীরক অভিধায়ক শব্দ, এবং মনোময়াদি ধর্ম্মবিশিষ্ট উপাস্য অভিধায়ক শব্দ, এই উভয় শব্দের মধ্যে বিশেষ, অর্থাৎ বিভক্তিভেদের দ্বারা ভেদ হওয়া হেতু মনোময় উপাস্য হইতে শারীর (জীব) অন্য। মনোময়ত্বাদি ধর্ম্ম বিশিষ্ট শব্দভেদ বর্ত্তমান থাকা হেতু, অর্থেরও ভেদ বর্ত্তমান আছে ইহাই সূত্রার্থ।

অনন্তর ছান্দোগ্যবাক্য শব্দবিশেষের দ্বারা সেব্য ও সেবকের ভেদ প্রতিপাদন করিতেছেন—"এই আমার আত্মা হৃদয়ের মধ্যে আছেন"। অর্থাৎ এই মনোময়াদি গুণগণালঙ্কৃত আমার আত্মা আরাধ্য দেবতা অন্তর্হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন, ইহাই ভাবার্থ।

এই প্রকার ষষ্ঠ্যন্ত্যে "মম" শব্দের দ্বারা শারীর জীবকে উপাসক বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইল। এবং "এষ" শব্দ প্রথমান্তের দ্বারা উপাস্য মনোময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে নিরূপণ করা হইল। সুতরাং ভিন্ন বিভক্তিযুক্ত শব্দের অর্থও অবশ্যই ভিন্ন হইবে।

অতঃপর এই সূত্রের আরাধ্য আরাধকের ভেদ নিরূপণ করিয়া সঙ্গতি প্রকার নির্ণয় করিতেছেন—তথা চ ইত্যাদি। এই প্রকরণের সার বক্তব্য এই যে—শারীর জীব উপাসক হইতে, মনোময় উপাস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অন্য, অর্থাৎ দুইটি বস্তু কোন কালেও এক নহে, ইহাই ভাবার্থ ॥ ৫ ॥

ওঁ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ওঁ । ১।২।১৬।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ (শ্রীগী০ ১৮।৬১) ইতি স্মরণাচ্চ শারীরাৎ পরস্য ভেদঃ ॥ ৬ ॥

ননু "এষ ম আত্মান্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্ব্বা যবাদ্বা" (ছা০ ৩।১৪।৩) ইত্যল্পস্থানত্ব শ্রুতেরণীয়স্ত্বোপদেশাচ্চ জীব এব মনোময়ো ন ত্বীশ ইত্যাশঙ্কা নিরাশায়াহ—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাম্" ইত্যাদেঃ জীবেশ্বরয়োঃ উপাসকোপাস্যকাদি ভেদবোধক স্মৃতেশ্চাপি শারীরস্য উপাসকত্বম্ ঈশ্বরস্য চ তত্তুপাস্যত্বঞ্চাবগম্যতে।

অত্র শ্রীগীতাবাক্যমুদাহরন্তি—ঈশ্বর ইতি। হে অর্জ্জুন! ত্বং চেৎ স্বং বিজ্ঞং মন্যসে তর্হি অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণাৎ ত্বয়া জ্ঞাত স ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি, মায়য়া স্বশক্ত্যা তানি ভ্রাময়ন্ সন্, সর্ব্বভূতানি বিশিনষ্টি—যন্ত্রেতি। যৎ কর্ম্মানুগুণং মায়ানির্ম্মিতং দেহেন্দ্রিয়-প্রাণলক্ষণং যন্ত্রং তদারূঢ়ানি" ইতি শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্যম্।

অতঃ—নিয়ম্য নিয়ামকত্বাৎ, শারীরাৎ পরস্য মনোময়স্য ভেদঃ॥ অত্র "ঈশ্বরঃ" ইতি প্রথমান্তেন সহ "সর্ব্বভূতানাম্" ইতি ষষ্ঠ্যন্তস্য ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥ ৬ ॥

অনন্তর স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারাও জীব ও পরমেশ্বরের ভেদ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ প্রতিপাদন করিতেছেন—"স্মৃতিশাস্ত্রও এইরূপ ভেদ সাধন করিতেছেন। অর্থাৎ—ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন" ইত্যাদি দ্বারাও জীব এবং ঈশ্বরের উপাসক-উপাস্যাদি ভেদবোধক স্মৃতিবাক্যও শারীরের উপাসকত্ব, এবং ঈশ্বরের উপাস্যত্ব অবগত করাইতেছে।

এই বিষয়ে শ্রীগীতার বাক্য প্রমাণ রূপে উদ্ধৃতি করিতেছেন— ঈশ্বর ইত্যাদি। শ্রীশ্রীকৃষ্ণ বলিলেন—হে অর্জ্জুন ! তুমি যদি নিজেকে বিজ্ঞ বলিয়া মনে কর, তাহা হইলে তুমি যে বেদের অন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণ হইতে যে অন্তর্য্যামী পুরুষকে জানিয়াছ, সেই সর্ব্বসমর্থ ঈশ্বর সকল ভূতের, অর্থাৎ ব্রহ্মাদি স্থাবর পর্য্যন্ত প্রাণীসমূহের হৃদয়দেশে অবস্থান করেন, তিনি কি প্রকারে অবস্থান করেন ? তাহা বলিতেছেন —মায়া অর্থাৎ স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারা ঐ প্রাণীসকলকে যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া। সকল ভূতকে বিশেষিত করিতেছেন—যন্ত্র ইত্যাদি। যাহা নিজকর্ম্মানুরূপ মায়া বিনির্ম্মিত দেহ-ইন্দ্রিয়-প্রাণ ইত্যাদির দ্বারা পরিলক্ষিত শরীররূপ যন্ত্র তাহাতে আরূঢ় হইয়া পরিভ্রমণ করায়, ইহা শ্রীগীতাভূষণ ভাষ্য।

অতএব নিয়ম্য নিয়ামকভাব হেতু শারীর-জীব হইতে পরমেশ্বর মনোময় শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ভেদ বর্ত্তমান আছে। এই স্থলে শ্রীগীতার শ্লোকে "ঈশ্বরঃ" এই প্রকার প্রথমান্ত পদের সহিত "সর্ব্ব-ভূতানাং" এই ষষ্ঠ্যন্তপদের ভেদ নির্দ্দেশ করা হেতু মনোময় উপাস্য শ্রীগোবিন্দদেবই, শারীর নহে ॥ ৬ ॥

ওঁ ॥ অর্ভকৌকস্ত্বাৎ তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।১।৭।

হেতুযুগ্মান্মনোময়ো নেশ্বর ইতি ন বাচ্যম্। অত্রৈব "জ্যায়ান্ পৃথিব্যা জ্যায়ানন্তরিক্ষাৎ" (ছা॰ ৩।১৪।৩) ইত্যাদিনা ব্যোমবদস্য বিভুত্বাভিধানাৎ। কথং তর্হি তদ্ যুগ্মং সঙ্গচ্ছতে? তত্রাহ—নিচায্যত্বাদেবমিতি। এবং মিতত্বেনোক্তির্নিচায্যত্বাৎ হৃদ্ব্যুপাস্যত্বাৎ।

অথ প্রকারান্তরেণাশঙ্ক্য নিরাকরোতি—ভগবান্ শ্রীসূত্রকার-বাদরায়ণঃ—অর্ভকৌকেতি। তত্র শ্রীমদ্ভাষ্যকারাঃ—পূর্ব্বপক্ষমাচরয়ন্তি—নন্বিতি। মে মম আত্মা-পরমাত্মা অন্তর্হৃদয়ে তিষ্ঠতীতি ভাবঃ, কেন রূপেণ? ব্রীহি যবাদেরপি অণীয়ান্‌রূপেণ, অতিসূক্ষ্মস্বরূপেণেত্যর্থঃ। তস্মাৎ অণীয়স্ত্বরূপত্বাৎ হৃদয়াকাশবর্ত্তী আত্মা জীব এব ন তু পরমেশ্বর ইতি শঙ্কাবীজম্। নিরাকরোতি—অর্ভকম্—অল্পম্, ঔকঃ-স্থানং যস্য স অর্ভকৌকঃ তস্য ভাবঃ তত্ত্বম্, তস্মাৎ অর্ভকৌকস্ত্বাৎ। অল্পস্থানস্থিতিকথনাৎ, তদ্ব্যপদেশাৎ অণীয়ান্ ইত্যাদিনাল্পতাবাচকশব্দেন অপি অণীয়স্ত্বকথনাদপি ন নাস্তি এতদ্ বাক্যস্য ব্রহ্মপরতা ইতি চেৎ ন, কুতঃ? নিচায্যত্বাৎ হৃৎ পুণ্ডরীকাদৌ এবং উপাসনা উপদেশাৎ, তথা ব্যোমবৎ আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপকত্বান্ন জীব, অপি তু পরমাত্মা এব।

অতঃপর প্রকারান্তরে আশঙ্কা করিয়া ভগবান্ শ্রীসূত্রকার বেদব্যাস নিরাকরণ করিতেছেন—অর্ভকৌক ইত্যাদি সূত্রের দ্বারা। এই সূত্র ব্যাখ্যানের পূর্ব্বে শ্রীমদ্ভাষ্যকার প্রভুপাদ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি।

শঙ্কা—এই আমার আত্মা অন্তর্হৃদয়ে বিদ্যমান আছে, যাহা ব্রীহি অথবা যব হইতে অণীয়ান্ বা ক্ষুদ্র। অর্থাৎ পরমাত্মা আমার হৃদয়াভ্যন্তরে অবস্থান করেন, তিনি কি প্রকার রূপে অবস্থান করেন? তাহা বলিতেছেন—ঐ পরমাত্মা ব্রীহি এবং যব হইতেও অণুতমরূপে বিরাজ করেন, অর্থাৎ অতিশয় সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করেন। সুতরাং সাতিশয় সূক্ষ্মরূপ হওয়া হেতু হৃদয়াকাশবর্ত্তী আত্মা জীবই হইবে, কিন্তু পরমেশ্বর নহে, ইহাই আশঙ্কার মূল কারণ। এই প্রকার উক্তশ্রুতিবাক্যে অল্পস্থান এবং অণুরূপ শ্রবণ হেতু মনোময় পুরুষ জীবই, কিন্তু ঈশ্বর নহে। ইহাই শঙ্কার বিষয়বাক্য। সমাধান—এই আশঙ্কা ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সমাধান করিতেছেন—অল্পস্থান স্থিতি হেতু এবং অণুবাচক শব্দ দ্বারা নিরূপণ করা হেতু মনোময় পুরুষ ব্রহ্ম নহে, যদি এই প্রকার বলেন, তদুত্তরে বলিব নিচায্য অর্থাৎ হৃদয়কমলে তাঁহার উপাসনা উপদেশ, আকাশবৎ সর্ব্বব্যাপক হওয়া হেতু জীব নহে, ব্রহ্মই হয়েন। অর্থাৎ—অর্ভক—অল্প, ঔক—স্থান, অর্থাৎ অল্পস্থান যাহার সে অর্ভকৌক, তাহার ভাব অর্ভকৌকস্ত্ব, তাহা হেতু – অর্ভকৌকস্ত্ব—অতি অল্পস্থানে স্থিতি করেন, এই কথন হেতু, এবং তাহা ব্যপদেশ অর্থাৎ অণীয়ান্ ইত্যাদির দ্বারা অল্পতা

অয়মত্র নিষ্কর্ষঃ—বিভোরপি পরস্য যদণুত্বং প্রাদেশমাত্রত্বাদি চ তৎ ক্বচিৎ ভাক্তং ক্বচিত্তু মুখ্যম্। তত্রাদ্যং স্মৃতি স্থানহৃন্মানস্য স্মর্য্যমাণে স্থানানি তস্মিন্নুপচারাৎ।

অন্ত্যস্তু তাদৃশস্যাপি তস্য ভক্তানুগ্রাহিণোঽচিন্ত্যশক্তিযোগিনস্তথা তথাভিব্যক্তেঃ।

নন্বু অর্ভকৌকস্ত্বাৎ অত্যল্পস্থানবর্ত্তিত্বাৎ, তদ্ ব্যপদেশাৎ অণুপরিণাম কথনাৎ, ইতি হেতুভ্যাং মনোময়ো ন ঈশ্বর ইতি চেৎ -তত্রাহ—অত্রৈবেতি। জ্যায়ানিতি—যঃ পৃথিব্যাঃ শ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বধারকত্বাৎ, সর্ব্বব্যাপকত্বাদাকাশাদপি পরমমহান্ ইতি, পরব্রহ্মণো বিভুত্বাভিধানাৎ। কথং তর্হি তদ্ যুগ্মমিতি—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ, তদ্ব্যপদেশাৎ, ইতি হেতু যুগ্মম্" হৃদ্যুপাস্যত্বাদিতি—শ্রীভাগবতে—২।২।৮, "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজং কঞ্জ-রথাঙ্গ-শঙ্খ গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ ছান্দোগ্যে চ—৮।১।১, "অথ যদিদং অস্মিন্ ব্রহ্মপুরে দহরং পুণ্ডরীকং বেশ্ম দহরেঽস্মিন্নন্তরাকাশস্তস্মিন্

বাচক শব্দের দ্বারাও অণীয়স্ত্ব কথন হেতু এই বাক্যের ব্রহ্মপরতা প্রতিপাদন করা যাইবে না, আপনারা এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ—নিচায্য হেতু, অর্থাৎ সাধকের হৃদয় শতদলে তাঁহার উপাসনার উপদেশ করা হেতু, তথা ব্যোমবৎ অর্থাৎ আকাশ সদৃশ সর্ব্বব্যাপক হেতু ঐ মনোময় পুরুষ জীব নহে, কিন্তু মনোময়াদি ধর্ম্মবিশিষ্ট উপাস্য পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই।

শঙ্কা—সূত্রের মধ্যে দুইটি হেতু নিরূপণ করায় মনোময় পুরুষ ঈশ্বর নহে জীব হয়, অর্থাৎ—অর্ভকৌকস্ত্বাৎ, অত্যল্পস্থানবর্ত্তিত্ব হেতু। তদ্ব্যপদেশাৎ, অণুপরিমাণ কথন হেতু, এই হেতুদ্বয় বিদ্যমান থাকার জন্য মনোময় জীব, ঈশ্বর নহে। সমাধান—আপনারা এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ এই প্রকরণেই "পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, অন্তরিক্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ যিনি পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ, কারণ তিনি সর্ব্বধারক এবং তিনি সর্ব্বব্যাপক হেতু আকাশ হইতেও পরম মহান, কারণ পরব্রহ্মের বিভুত্ব প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এই শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা মনোময় পুরুষের বিভুত্ব অভিহিত করিয়াছেন।

শঙ্কা—যদি মনোময় পুরুষ জীব না হয়, তাহা হইলে হেতু যুগল, অর্থাৎ 'অর্ভকৌকস্ত্বাৎ' এবং 'তদ্ব্যপদেশাৎ' এই দুইটি হেতু কি প্রকারে সঙ্গত হইবে? সমাধান—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—নিচায্যত্ব হেতু এই প্রকার, অর্থাৎ এইরূপ সূক্ষ্ম রূপে উপদেশ নিচায্যত্ব—হৃদয়ে উপাসনা করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন। শ্রীভগবান্ যে হৃদয়াকাশে উপাসনা করিবার বস্তু তাহা শ্রীভাগবত্ত প্রমাণের দ্বারা প্রতিপন্ন করিতেছেন—শ্রীশুকদেব কহিলেন হে রাজন্! কোন যোগিজন নিজ দেহের অন্তর্হৃদয়ের অবকাশে প্রাদেশমাত্র শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম সুশোভিত চতুর্ভুজ পুরুষ অবস্থান করেন, তাঁহাকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন।

এই বিষয়ে ছান্দোগ্য উপনিষদেও এই প্রকার বর্ণনা আছে—অনন্তর যে এই ব্রহ্মপুরে দহর পুণ্ডরীক স্থান আছে, সেই স্থানে যে অন্তরাকাশ আছে তাহার অন্তরে যে বিদ্যমান আছে তাহাকে

একমেব স্বরূপং ভক্তেষু নানাবিধং স্ফুরতি "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো০ তা০ পূ০ ২৩) ইতি শ্রবণাৎ। বিভুত্বে সত্যপ্যণুত্বাদিকমচিন্ত্যশক্তিযোগাৎ বক্ষ্যতি চৈবং "বৈশ্বানরাধিকরণে" (১।২।৭।২৫) অণোঃ প্রাদেশমাত্রাদেশ্চ বিভুত্বং তথৈব যুগপৎ সর্ব্বত্রাবির্ভাবাৎ ॥ ৭ ॥

যদন্তস্তদন্বেষ্টব্যম্" তস্মাৎ "হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারত্বাৎ" ১।৩।৬।২৫, ইত্যগ্রিমসূত্রে হৃৎপুণ্ডরীকে ভক্তানাং শ্রীকৃষ্ণধ্যানং বক্ষ্যতি।

অত্র এতৎ সূত্রস্য সারাংশং বর্ণয়ন্তি অয়মত্রেতি। নানাবিধমিতি—শান্তেষু পরমমহৈশ্বর্য্যরূপম্, দাসভক্তেষু-পরমকরুণাময়ম্, সখিষু গোচারণ-মল্লক্রীড়াদিকারিণম্, বাৎসল্যেষু—রিঙ্গনলীলাবিলাসিনম্, মধুরেষু—কন্দর্পদর্পহা পরম প্রেষ্ঠস্বরূপম্। অতঃ পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ, সর্ব্বনিয়ামকত্বাচ্চ—সর্ব্বভক্তহৃৎপঙ্কজেষু স্বীয়াচিন্ত্যশক্ত্যা এব সর্ব্বদাবির্ভবতীতি সূত্রার্থঃ ॥ ৭ ॥

অনুসন্ধান করিবে, সুতরাং পরব্রহ্মের ধ্যানের জন্য হৃদয়ের অপেক্ষা এই নিমিত্ত যে হেতু তাহা মনুষ্য মাত্র অধিকার করিয়া প্রবর্ত্তিত হয়।" এই অগ্রিম সূত্রেও ভক্তগণের হৃদয়কমলে শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান সিদ্ধ হয়, তাহা বলিবেন। এই স্থলে এই সূত্রের সারাংশ বর্ণনা করিতেছেন—অয়মত্র ইত্যাদি। এই স্থলে সার নিষ্কর্ষ এই যে—সর্ব্বব্যাপক পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের যে অণুত্ব এবং প্রাদেশমাত্রত্ব প্রভৃতি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কোথাও গৌণরূপে, আবার কোথাও মুখ্যরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। তন্মধ্যে আদ্য শ্রীভগবানের গৌণ অভিব্যক্তি, শ্রীভগবানকে অণু বা প্রাদেশ রূপে স্মরণের স্থান যে হৃদয়াকাশ অতি অল্পস্থান, সুতরাং সেই অল্পস্থানে শ্রীহরিকে স্মরণ করা হয়, অতএব স্মর্য্যমান সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানে ঐ হৃদয়াদি ক্ষুদ্র স্থান সকল উপচার করা হেতু তাঁহাকে অণু ও ক্ষুদ্রাদি বলিয়া গৌণভাবে নিরূপণ করা হয়। অন্ত্য অর্থাৎ মুখ্যরূপে শ্রীভগবানের প্রকাশ, শ্রীভগবান্ সর্ব্বব্যাপক বিভু সর্ব্বেশ্বর ইত্যাদি হইলেও তাঁহার ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার যে অচিন্ত্য শক্তি বিদ্যমান আছে সেই শক্তির যোগ বশতঃ শ্রীভগবানের সেই প্রকার মুখ্য অভিব্যক্তি হয়। অতএব একমাত্র পরব্রহ্ম স্বরূপ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব বহুবিধ ভক্তগণে নানা প্রকার স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীভগবান ভক্তগণের মধ্যে নানা প্রকার এই ভাবে স্ফূর্ত্তি লাভ করেন—যেমন শান্ত ভক্তের নিকটে তাঁহার পরম মহৈশ্বর্য্য স্বরূপ প্রকাশ পায়, দাস ভক্তগণের নিকটে তাহার পরম করুণাময় স্বরূপ প্রকট হয়, সখ্যভাবের ভক্তগণ সবিধে তাঁহার গোচারণ-মল্লক্রীড়াদি-কারী শ্রীগোষ্ঠবিহারী রূপ প্রকাশ পায়, বাৎসল্য রসের ভক্তগণের নিকটে শ্রীভগবানের রিঙ্গণলীলা বিলাসী স্বরূপের প্রকাশ হয় এবং মধুর রসাশ্রিত ভক্তবৃন্দের সন্নিকটে পরব্রহ্মের কন্দর্পদর্পহারী পরমপ্রেষ্ঠ স্বরূপ প্রকট হয় ইহাই সিদ্ধান্ত। এই বিষয়ে অথর্ব্ববেদীয় শ্রীগোপালতাপনী শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এক হইয়াও বহুবিধ ভক্তগণের নিকটে বহুরূপে অবভাত প্রকাশিত

নন্বু জীববৎ পরমাত্মনোঽপি শরীরান্তবর্ত্তীত্বেন তৎ সম্বন্ধকৃতঃ সুখদুঃখোপভোগঃ তেন সহ সমঃ স্যাদিতি চেত্তত্রাহ—

ওঁ ॥ সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।১।৮।

অথ "এষ মে অন্তর্হৃদয়ে" ছাং ৩।১৪।৩, ইতি মন্ত্রে জীবহৃদয়ান্তর্ব্বর্তী পরমাত্মা ইতি গম্যতে তদাশঙ্ক্য নিরাকুর্ব্বন্তি—নন্বিতি। অত্রাশঙ্ক্য পরিহরতি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—সম্ভোগেতি। হৃদয়সম্বন্ধাৎ চিদ্ রূপতয়া চ জীবেন সহাবিশিষ্টত্বাৎ ব্রহ্মণোঽপি সুখদুঃখাদি ভোগ ইতি চেৎ ন কুতঃ? বৈশেষ্যাৎ, বিশেষাদিত্যর্থঃ। জীবস্য পাপপুণ্যকর্তৃত্বাৎ, কর্ম্মবন্ধত্বাদিদোষবিদ্যমানত্বাৎ, পরব্রহ্মণো নিতরাং তদভাবাৎ, তয়োঃ মহদ্ বৈশিষ্ট্যমিতি সূত্রার্থঃ।

হয়েন ইত্যাদি শ্রবণ করা যায়। যদি বলেন—শ্রীভগবান্ পরম বিভু সর্ব্বব্যাপক হইয়াও অণু এবং প্রাদেশ মাত্র কি প্রকারে হয়েন? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের অচিন্ত্য শক্তি আছে, সেই অচিন্ত্য শক্তিবলেই তিনি সর্ব্বপ্রকার স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়েন, সুতরাং তাঁহার কোন অসম্ভব নাই। এই বিষয়ে "বৈশ্বানরাধিকরণে" ভগবান্ শ্রীসূত্রকার এবং শ্রীমদ্ ভাষ্যকার স্বয়ং বর্ণনা করিবেন। সুতরাং শ্রীভগবৎস্বরূপ অণুর এবং প্রাদেশমাত্রাদির সেই রূপেই বিভুতা স্বীকার করিতে হইবে। যে হেতু সেই স্বরূপেই তিনি যুগপৎ সর্ব্বত্র আবির্ভূত হয়েন।

অতএব পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্বব্যাপকত্ব, সর্ব্বাশ্রয়ত্ব, সর্ব্বনিয়ামকত্বাদি ধর্ম্মসকল বিদ্যমান থাকা হেতু সকল ভক্তের হৃদয়পঙ্কজে স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সর্ব্বদা আবির্ভূত হয়েন। ইহাই সূত্রের যথার্থ অর্থ ॥ ৭ ॥

অনন্তর "এই আমার অন্তর্হৃদয়ে ব্রহ্ম" এই শ্রুতিবাক্যের দ্বারা জীবের হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী আকাশে পরমাত্মা বিদ্যমান আছেন" এই প্রকার বোধ করায়, তাহার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি। শঙ্কা—জীবের সমান পরমাত্মাও যদি মানব শরীরের মধ্য হৃদয়াকাশে অবস্থান করেন তাহা হইলে শরীরসম্বন্ধকৃত সুখদুঃখের উপভোগ জীবের সহিত পরমাত্মার সমভাবে হইবে।

সমাধান—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ এই প্রকার আশঙ্কা করিয়া সমাধান করিতেছেন—জীবের সহিত পরমাত্মার সমান ভোগ প্রাপ্তি হউক? এই প্রকার বলিতে পারেন না, কারণ উভয়ের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ হৃদয়াকাশ সম্বন্ধ এবং চিদ্রূপ হওয়ার জন্য পরমেশ্বরের জীবের সহিত কোন প্রকার বৈশিষ্ট্য না থাকার কারণ ব্রহ্মের ও জীবের সমান সুখ দুঃখ ভোগ হইবে। যদি এই প্রকার বলেন, তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—আপনারা এইরূপ বলিতে পারিবেন না, কারণ উভয়ের বিশেষ হেতু। জীবের পাপপুণ্যাদির কর্তৃত্ব এবং কর্ম্মবন্ধনাদিদোষ বিদ্যমান আছে। কিন্তু পরব্রহ্মের ঐ সকল

ইহ 'সম্' ইতি সহার্থে বর্ত্ততে সম্বাদশব্দবৎ। সম্ভোগঃ সহভোগস্তৎপ্রাপ্তির্ন ঈশ্বরস্য কুতঃ? বৈশেষ্যাৎ। অত্রায়মভিপ্রায়ঃ—নহি দেহসম্বন্ধমাত্রং তদুপভোগহেতুঃ, কিন্তু কর্ম্ম-পারতন্ত্র্যমেব। তচ্চ ন তস্যাস্তি "অনশ্নন্নভিচাকশীতি" (শ্বে০ ৪।৬) ইতি শ্রবণাৎ। "ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা' (শ্রীগীতা ৪।১৪) ইতি স্মৃতেশ্চেতি ॥ ৮ ॥

বৈশেষ্যাদিতি—শ্রীহরি০ না০ ব্যা০—৭।৮৪১, "গুণবচনাদ্ ব্রাহ্মণাদেশ্চ নৃসিংহ যঃ" তস্য ভাবঃ কর্ম্ম বা ইত্যর্থে গুণবচনাৎ ব্রাহ্মণাদেশ্চ উত্তরে নৃসিংহ যঃ স্যাৎ" ইতি টীকা চ। পাপ-পুণ্যহেতুকো দেহ-যোগ এব সুখদুঃখভোগে কারণং ন তু অপহতপাপ্মত্বাদি লক্ষণ—ঈশ্বরস্য তৎ সম্ভবগন্ধলোশোঽপি, ইতি স্পষ্টয়ন্তি অয়মভিপ্রায় ইতি। তদুপেতি সুখদুঃখ উপভোগ হেতুঃ। অথ পরমেশ্বরস্য সুখদুঃখোপভোগ হেতুঃ কর্ম্মপারতন্ত্র্যং শ্রুতিসংবাদেন নিরাকুর্ব্বন্তি—তচ্চেতি। তত্র শ্বেতাশ্বতরাঃ কথয়ন্তি—অন্যঃ পরমেশ্বরঃ জীবান্তর্য্যামী ভূত্বা তেন জীবেন সহ এক শরীরে নিবাসং কৃত্বাপি "অনশ্নন্" জীববৎ পাপপুণ্যজ সুখদুঃখাদি ভোগমকুর্ব্বন্ সর্ব্বতোভাবেন দেদীপ্যতে, অর্থাৎ স্বানন্দানুভবেন তত্রাবতিষ্ঠতে। তথা শ্রীগীতাবাক্যমপি

নাই, তাঁহাতে ঐ প্রাকৃতগুণ সকলের নিতরাং অভাব হেতু, উভয়ের মধ্যে মহান বৈশিষ্ট্য বা অন্তর বিদ্যমান আছে। সূত্রে যে 'সম্' শব্দ আছে তাহা সহার্থে প্রয়োগ হইয়াছে, এবং 'সম্' শব্দের 'সহ' অর্থ কোষে আছে, যেমন—সম্বাদ, অর্থাৎ দুই জনের পরস্পর কথোপকথন, এই সম্বাদ শব্দে 'সম' শব্দটি সহার্থে প্রয়োগ হইয়াছে। এই প্রকার সম্ভোগ শব্দও সহার্থে প্রয়োগ হইয়াছে বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ সহ ভোগ। এই সহভোগ জীবেরই প্রাপ্তি হয়, ঈশ্বরের নহে। কেন ঈশ্বরের সহভোগ প্রাপ্তি হয় না তাহার কারণ বলিতেছেন—বৈশেষ্যাৎ। উভয়ের মধ্যে মহান অন্তর বিদ্যমান হেতু।

বৈশেষ্য পদটি শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণে এই প্রকার সিদ্ধ করিয়াছেন—গুণ বচন এবং ব্রাহ্মণাদির উত্তরে নৃসিংহ য প্রত্যয় হয়, অর্থাৎ তাহার ভাব অথবা কর্ম্ম এই অর্থে গুণবচনের উত্তরে তথা ব্রাহ্মণাদির উত্তরে নৃসিংহ 'য' প্রত্যয় হয়। এই রূপে বিশেষের ভাব বৈশেষ্য পদ হয়। পাপপুণ্য হেতু দেহযোগই সুখ এবং দুঃখ ভোগে কারণ হয়, কিন্তু অপহতপাপ্মাদি লক্ষণ শ্রীভগবানে সুখ দুঃখ সম্ভবের গন্ধলেশও নাই' এই সিদ্ধান্ত স্পষ্ট করিতেছেন—এই স্থানে অভিপ্রায় এই যে' ইতি। দেহসম্বন্ধ মাত্রই সুখ দুঃখ উপভোগের হেতু নহে. কিন্তু কর্ম্মপরাধীনতাই তাহার কারণ, অথচ ঐ কর্ম্মপারতন্ত্র্য শ্রীভগবানের নাই। অনন্তর শ্রীপরমেশ্বরের সুখদুঃখ উপভোগের হেতু যে কর্ম্মপারতন্ত্র্য তাহা শ্রুতি সংবাদের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন—তচ্চ ইত্যাদি। এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বলেন—অন্য ভক্ষণ না করিয়াও শোভা পায়। অর্থাৎ—অন্য শ্রীপরমেশ্বর জীবের অন্তর্য্যামী হইয়াও জীবের সহিত এক শরীরে নিবাস করিয়াও "ভোজন না করিয়া" জীববৎ পাপপুণ্যজাত সুখদুঃখাদি ভোগ না করিয়াও সর্ব্বতোভাবে

তদাহ—ন মামিতি। হে ধনঞ্জয়! কর্ম্মাণি যথা জীবান্ নিবদ্ধন্তি তথা মাং সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্বনিয়ন্তারং ন লিম্পন্তি, বিশ্বসৃষ্ট্যাদীনি আসক্তং ন কুর্ব্বন্তি নির্লেপত্বাৎ, স্বরূপানন্দ পূর্ণত্বাৎ তস্মাৎ মে মম তস্মিন্ কর্ম্মফলে স্পৃহা ন বর্ত্ততে, ফল স্পৃহয়া যঃ কর্ম্মাণি করোতি সঃ তৈর্বধ্নাতি, অহন্তু কর্ম্মফলদাতা অতঃ তেষু মম স্পৃহাগন্ধোঽপি নাস্ত্যেব। এবমেবাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—১।১।১২৩৪ "বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যে ন সাপেক্ষত্বা-ত্তথাহি দর্শয়তি॥ তস্মাৎ মনোময়-ভারূপ-আকাশাত্মা-সর্ব্বগন্ধ-সর্ব্বরস-সর্ব্বকাম-সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাদি দিব্যা-লৌকিকাচিন্ত্যানন্তগুণবৃন্দমণ্ডনঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেষাং জীবানাং হৃদিস্থিতোঽপি প্রাকৃতধর্ম্মাস্পৃষ্ট ইতি অধিকরণার্থঃ।

আকাশাত্মা মনোময়ঃ সর্ব্বরসশ্চ ভারূপঃ। সর্ব্বশ্রুতিষু প্রসিদ্ধো ব্যাপকঃ শ্যামসুন্দরঃ॥ ৮॥

॥ ইতি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণং প্রথমং সমাপ্তম্॥ ১॥

দীপ্তিশালী হইতেছেন, অর্থাৎ স্বানুভাবানন্দে তথায় অবস্থান করিতেছেন। শ্রীগীতা বাক্যে তাহাই স্থির করিতেছেন—"ন মাং" ইত্যাদি। কর্ম্ম আমাকে আসক্ত করিতে পারে না, এবং কর্ম্মের ফলেও আমার স্পৃহা নাই। অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! পাপ পুণ্যাদি কর্ম্মসকল যেমন জীবদিগকে নিবদ্ধ করে, সেই প্রকার আমাকে, আমি যে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা লেপন, লিপ্ত-আসক্ত করে না, অর্থাৎ বিশ্বসৃষ্ট্যাদি কার্য্য আমাকে আসক্ত করিতে পারে না, কারণ আমি নির্লেপ, স্বরূপানন্দ পূর্ণ এই হেতু। অতএব আমার সেই কর্ম্মফলে স্পৃহা নাই। ফল প্রাপ্তির স্পৃহা করিয়া যে কর্ম্ম করে সে ঐ কর্ম্মের দ্বারা আবদ্ধ হয়, আমি কিন্তু কর্ম্মের ফল প্রদান কর্ত্তা, সুতরাং ঐ কর্ম্মসকলে আমার স্পৃহার গন্ধও নাই, সুতরাং আমি বন্ধন মুক্ত। এই প্রকার স্মৃতির অনুশাসনও দেখা যায়।

ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণও বলিয়াছেন—বিষমতা এবং নির্দ্দয়ালুতা শ্রীভগবানে নাই, কারণ জীব কর্ম্মসাপেক্ষতা অনুসারে ফল ভোগ করে, এই প্রমাণ প্রদর্শন করাইতেছেন। অতএব মনোময়, ভারূপ, আকাশাত্মা, সর্ব্বগন্ধ সর্ব্বরস সর্ব্বকাম সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাদি দিব্য অলৌকিক অচিন্ত্য অনন্তগুণবৃন্দমণ্ডন শ্রী-শ্রীগোবিন্দদেব জীব সকলের হৃদয়াকাশে অবস্থান করিলেও তিনি কোন প্রকার প্রাকৃত ধর্ম্মের দ্বারা স্পৃষ্ট নহেন, ইহাই এই অধিকরণের অর্থ। আকাশাত্মা মনোময় সর্ব্বরস এবং পরমজ্যোতি স্বরূপ যিনি সকল শ্রুতিশাস্ত্রে সর্ব্বব্যাপক রূপে প্রসিদ্ধ সেই শ্রীশ্যামসুন্দরকে উপাসনা করি॥ ৮॥

॥ এই প্রকার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণ প্রথম সমাপ্ত হইল॥ ১॥

২ ॥ অত্ত্রাধিকরণম্ ॥

কঠবল্ল্যাং পঠ্যতে (১।২।২৫) "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রঞ্চ উভে ভবতঃ ওদনঃ। মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ ॥ ইতি।

---

২ ॥ অত্ত্রাধিকরণম্ ॥

পূর্ব্বাধিকরণে শ্রীগোবিন্দদেবস্য সর্ব্বোপাস্যত্বেন সর্ব্বেষু শাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধমিতি নিরূপ্য তস্য সর্ব্বসংহর্ত্তৃত্বং প্রকরণেঽস্মিন্ নিরূপ্যতে ইত্যধিকরণসঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ অত্ত্রাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—যস্যেতি। যস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণত্বজাত্যভিমানী ব্রাহ্মণজাতিবিশেষো মানবঃ। ক্ষত্রঞ্চ - ক্ষত্রিয়ত্ব জাত্যভিমানী ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষো মানবঃ। "চ" কারাৎ পরিদৃশ্যমানমিদং সর্ব্বং জগদিতি। উভে ওদনো ভবতঃ,—ওদনোঽশনং, ভোজনযোগ্যদ্রব্যং ভবতি, এবং সর্ব্বভক্ষকস্য যস্য মৃত্যুর্মরণং উপসেচনং ব্যঞ্জনবৎ ভোজন সহায়কঃ ভবতি, সঃ সর্ব্বসংহারকঃ যত্র যস্মিন্ শ্রীগোলোকাদৌ তিষ্ঠতি তং শ্রীগোবিন্দদেবম্ ইত্থা উক্ত প্রকারেণ সর্ব্বভোক্তাস্বরূপেণ কঃ, বেদ ন কোঽপি ইতি। অত্র কঠোপনিষদ্ বাক্যে অত্তা ভোজনকর্ত্তা প্রতীয়তে ইতি বিষয়বাক্যম্।

---

২ ॥ অত্ত্রাধিকরণ—

অতঃপর অত্ত্রাধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধাধিকরণে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সর্ব্ব উপাস্যত্বরূপে সকলশাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে, এই প্রকার নিরূপণ করিয়া, তাঁহার সংহার কর্ত্তৃত্ব এই প্রকরণে নিরূপণ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণসঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অনন্তর অত্ত্রাধিকরণের বিষয় বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—যস্য ইত্যাদি। কঠোপনিষদে এই প্রকার পাঠ করিয়াছেন—যাহার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই উভয় ওদন হয়, মৃত্যু যাহার উপসেচন তাহাকে কে জানে সে কোথায় থাকে? অর্থাৎ যাঁহার—পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ব্রহ্ম-ব্রাহ্মণত্ব জাত্যভিমানী ব্রাহ্মণজাতি বিশেষ মানব। ক্ষত্র—ক্ষত্রিয়ত্ব জাতি অভিমানী ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষ মানব। শ্রুতিবাক্যে যে 'চ' কার আছে তাহার দ্বারা পরিদৃশ্যমান সকল জগৎকে বুঝাইতেছে। এই উভয় অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় যাঁহার ওদন ভোজন যোগ্য দ্রব্য হয় এবং সর্ব্বভক্ষণকর্ত্তৃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণের মৃত্যু-মরণ উপসেচন অর্থাৎ ব্যঞ্জনবৎ ভোজনের সহায়ক হয়, সেই সর্ব্বসংহারক শ্রীভগবান্ যে স্থানে শ্রীগোলোক প্রভৃতি নিত্যধামে বিরাজ করেন সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে এই প্রকারে অর্থাৎ সর্ব্বভোক্তা স্বরূপে কে জানে? কেহই জানিতে পারে না. ইহাই অর্থ। এই প্রকার কঠোপনিষদ্ বাক্যে যেন কাহাকে অত্তা-ভোজনকর্ত্তা রূপে প্রতীতি হইতেছে, এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

অত্র কশ্চিদোদনোপসেচনশব্দ সূচিতোঽত্তা প্রতীয়তে। স কিমগ্নিরুত জীবঃ? পরো বা? ইতি ভবতি সংশয়ঃ।

বিশেষানিশ্চয়াৎ ত্রয়াণাং প্রশ্নোত্তরসত্ত্বাচ্চ। কিং তাবৎ প্রাপ্তমগ্নিরত্তেতি "অগ্নিরন্নাদঃ" (বৃ০ ১।৪।৬) ইতি শ্রুতেঃ প্রসিদ্ধেশ্চ। জীবো বা ভবেৎ অদনস্য কর্ম্মনিমিত্তত্বাৎ

সংশয়ঃ—অত্র কঠোপনিষদ্ বাক্যে সংশয়ো ভবতি, সঃ প্রসিদ্ধভোজনকর্ত্তা কিং অগ্নিঃ? সর্ব্বভক্ষকো হুতাসনঃ কিম্? কিম্বা—ব্যঞ্জনোপসিক্তান্নভক্ষকো জীবোঽয়ম্? অথবা—সর্ব্বসংহারকঃ পরমেশ্বরঃ? ইতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবমস্য বাক্যস্য সংশয়ে সমুৎপন্নে সতি পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—বিশেষানিশ্চয়াৎ, তত্র কঠোপনিষদি—ত্রয়াণামেব নির্ব্বচনাৎ "এষ তেঽগ্নির্নচিকেতঃ স্বর্গ্যো যমবৃণীথা" ইতি অগ্নিবিষয়ঃ। ১।১।১৮। "ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিৎ" ১।২।১৮ ইতি জীববিষয়ঃ। "মহান্তং বিভুমাত্মানং" ১।২।২২ ইতি পরমেশ্বর বিষয়কঃ। এতৎ ত্রয়েষু একস্যাপি বিশেষনির্ব্বচনাভাবাৎ, ত্রয়াণাং অগ্নি-জীব-পরমেশ্বরাণাম্ নচিকেতা যম প্রশ্ন-উত্তরবিদ্যমানত্বাৎ অনিশ্চয়েন ভবিতব্যম্। কিং বা অগ্নিরেব ভবিতুমর্হতি। কুতঃ? "অগ্নিরন্নাদঃ" ইতি বৃহদারণ্যক প্রমাণাৎ। কথমগ্নিরত্তা? কিং ভক্ষয়তি? তত্রাহ—সোম এতাবদ্ বা ইদং সর্ব্বমন্নম্" অতঃ সোমস্য ভক্ষ্যমানত্বাদন্নম্, অগ্নেস্তদ্দাহকতয়া—অন্নাদত্বম্। তস্মাৎ সোমাত্মকং সর্ব্বমিদং

সংশয়—এই কঠোপনিষদ বাক্যে সন্দেহ হইতেছে—বিষয়বাক্যে ওদন ও ব্যঞ্জন দ্বারা ভোজন কর্ত্তা বোধ করাইতেছে। সেই প্রসিদ্ধ ভোজন কর্ত্তা কি অগ্নি? সর্ব্বভক্ষণ কর্ত্তা হুতাসন কি? কিম্বা জীব? এই ভোজনকারী ব্যঞ্জনোপসিক্ত অন্নভোজনকর্ত্তা জীব? অথবা পর, পরমেশ্বর, সর্ব্বসংহারকর্ত্তা ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব? এই প্রকার সংশয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই ভাবে কঠোপনিষদ্ বাক্যে সন্দেহের উৎপন্ন হইলে বাদীগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—বিশেষের অনিশ্চয় হেতু। কঠোপনিষদ্ বাক্যে যে অত্তার কথা বর্ণিত আছে তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নিশ্চয় করিয়া নিরূপণ করার অভাব হেতু অনিশ্চয়ই হইবে। কারণ যম ও নচিকেতার যে প্রশ্ন এবং উত্তর হইয়াছিল তাহাতে ঐ তিনটি বস্তুই রহিয়াছে, কিন্তু কাহাকেও নিশ্চয় করিয়া নিরূপণ করেন নাই, যে অত্তা এই ব্যক্তি। অর্থাৎ—হে নচিকেতা! এই হইল তোমার অগ্নি তুমি যাহাকে স্বর্গ প্রাপ্তির জন্য বরণ করিয়াছিলে।" এই প্রকার অগ্নিবিষয়ক বাক্য দেখা যায়। "এই জীবাত্মা জাত হয় না এবং মরণও প্রাপ্ত হয় না" এই ভাবে জীব বিষয়বাক্য রহিয়াছে।

আরও—মহান বিভু আত্মাকে জানিয়া" ইত্যাদি পরমেশ্বর বিষয়ক বাক্যও দেখা যায়। এই বাক্যত্রয়ের মধ্যে একটিরও বিশেষভাবে নির্ব্বাচনের অভাব হেতু, তিনটি অগ্নি-জীব-পরমেশ্বর, নচিকেতা যমের প্রশ্ন ও উত্তরে বিদ্যমান হেতু কোন নিশ্চয় করিয়া বলিবার অভাব বশতঃ অনিশ্চয়ই হউক। এই

কর্ম্মিণো জীবস্য তৎ সম্ভবতি, ন তু কর্ম্মশূন্যস্য। এবমভিপ্রেত্য শ্রুতিরপি তয়োরদনানদনে দর্শয়তি "তয়োরন্যঃ পিপ্পলম্" (শ্বে॰ ৪।৬) ইত্যাদিনা। তস্মাজ্জীবোঽয়মিতি প্রাপ্তৌ—

ওঁ ॥ অত্তাচরাচর গ্রহণাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।২।৭।

ভক্ষকত্বাৎ অগ্নিরেবাত্তা ইতি। অথবা জীবো ভবেৎ' ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—অদনেতি। "পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি জীবস্য ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদনাৎ, তস্মাৎ ব্রহ্ম-ক্ষত্রাত্মকং জগদিদং জীবো ভক্ষয়তীতি—"জীবে চ লয়মিচ্ছন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। ন চাত্র পরমেশ্বরোঽত্তা ভবিতুমর্হতি, তস্য ভোক্তৃত্বাভাবাৎ "অনশ্নন্" ইতি শ্রবণাৎ, "বিজিঘৎসোঽপিপাসঃ" ইতি ছান্দোগ্যবাক্যাৎ, তস্মাৎ জীবোঽয়মত্তা ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং বাদীনাং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অত্তেতি। অত্তি ভক্ষয়তীতি—অত্তা, অদ্ ভক্ষণে অদাদি। "ণক তৃণৌ" শ্রীহরি॰ না॰ ব্যা॰ ৫।১৭৪, ইতি তৃণ প্রত্যয়েণ—অত্তা।

অনিশ্চয়তার মধ্যে কি লাভ হইল অত্তা অগ্নিই হইবে অগ্নিই হওয়া উচিত কারণ "অগ্নি অন্ন ভোজন করে" এই প্রকার শ্রুতি প্রসিদ্ধি আছে। অর্থাৎ "অগ্নি অন্ন ভক্ষক" বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার প্রমাণ আছে। অগ্নি কি প্রকারে অত্তা হইল ? এবং কি ভক্ষণ করে ? তাহা বলিতেছেন—"এতাবৎ সর্ব্ববিধ অন্নই সোম" সুতরাং সোমের ভক্ষ্যমানত্ব হেতু অন্নতা, অগ্নি তাহার দাহক হওয়া হেতু অন্ন ভক্ষণ কর্ত্তা, অতএব সোমাত্মক এই সকলকে ভক্ষণ করা হেতু অগ্নিই অত্তা—সংহার কর্ত্তা, অন্য কেহ নহে। অথবা জীবই হইবে, এই প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন—কারণ অদন কর্ম্ম হওয়ার নিমিত্ত কর্ম্মকর্ত্তা জীবেরই তাহা সম্ভব হয়, কিন্তু কর্ম্মশূন্য ঈশ্বরের কর্ম্ম করা সম্ভব নহে। এই অভিপ্রায়েই শ্রুতি এই উভয়ের ভক্ষণ ও ভক্ষণরহিত রূপে প্রতিপাদন করিতেছেন—জীব এবং ঈশ্বরের মধ্যে জীব পিপ্পল কর্ম্মফল, অর্থাৎ "জীব সুস্বাদু কর্ম্মফল ভোগ করে" এইরূপে জীবের ভোক্তৃত্ব প্রতিপাদন হেতু ব্রহ্ম ক্ষত্রাত্মক এই সম্পূর্ণ জগতের ভক্ষণকর্ত্তা জীব, অথবা জীবসকল ভক্ষণ করে। পরমেশ্বর ভোজন কর্ত্তা হইতে পারে না, কারণ তাহার ভোক্তৃত্ব গুণ নাই "সে ভক্ষণ করে না" এই শ্রুতি পরমেশ্বরের ভোজন নিষেধ করিয়াছেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদে শ্রীভগবানকে "ভক্ষণ করিবার ইচ্ছা ও পিপাসা রহিত" বলিয়াছেন। অতএব সোমাত্মক সমগ্র জগৎ অগ্নি ভক্ষণ করে, অত্তা শব্দে অগ্নিকেই প্রতিপাদন করিয়াছেন। কিম্বা ব্রহ্ম ক্ষত্রোপলক্ষিত সম্পূর্ণ জগতের ভক্ষণকর্ত্তা জীব, পরমেশ্বর নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ বাক্য।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার বাদীগণ কর্ত্তৃক পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত সূত্রের অবতারণা করিতেছেন- অত্তা ইত্যাদি। চরাচর গ্রহণ করা হেতু পরব্রহ্মই অত্তা। অর্থাৎ 'অত্তি' যিনি ভক্ষণ করেন তিনি অত্তা, 'অদ্' ধাতুর অর্থ ভক্ষণ করা, ইহা অদাদিগণীয় ধাতু।

পর এবাত্তা কুতঃ? চরাচরেতি। ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতং কৃৎস্নং জগৎ মৃত্যুসিক্তমন্নাদ্যত্বেন গৃহীতম্। ন হি তাদৃশস্য তস্যাত্তা পরস্মাদন্যঃ সম্ভবেৎ। উপসেচনং খলু স্বয়মত্ত্যমানং সদিতরাদনে নিমিত্তম্। মৃত্যুপসিক্ত নিখিলজগদত্তৃত্বং নাম সংহর্তৃত্বমেব, তচ্চ পরমাত্মৈকান্তমেব প্রসিদ্ধম্। ন চ "অনশ্নন্" (শ্বে০ ৪।৬) ইতি শ্রুত্যা তস্য প্রতিষেধ ইতি বাচ্যম্, তস্য স্বভাবিকত্বাৎ কিন্তু কর্ম্মফলাদনস্যৈব নিষেধ ইতি সুষ্ঠূক্তং পরোঽত্তেতি ॥ ৯ ॥

কঠবল্লীষু যোঽত্তৃরূপেণোক্তঃ স পরব্রহ্মৈব নান্যঃ কুতঃ? চরাচরগ্রহণাৎ—চরাচরং স্থাবরজঙ্গমাত্মকং জগৎ তস্য পরব্রহ্মণোঽদ্যত্বেন গ্রহণং কথনং তস্মাৎ ইতি। অথ পরব্রহ্মণ এব অত্তৃত্বধর্ম্ম, নাগ্নেঃ ন জীবস্য ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—পরেতি। অথ পরমেশ্বরস্য ভোক্তৃত্বে শঙ্কয়ন্তি—ন চেতি। তস্যেতি-পরব্রহ্মণঃ সর্ব্বসংহর্তৃত্বং স্বাভাবিকত্বাৎ। তথাহি শ্রীগীতাসু—১১।৩০—"লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তাৎ" "লেলিহ্যসে অতিশয়েন ভক্ষয়সি" ইতি। অথ শ্রীভগবতঃ কর্ম্মপারবশ্যতাগন্ধাভাসোঽপি নিরাকুর্ব্বন্তি—কিন্তু ইতি। ননু তত্র কঠোপনিষদ্‌বাক্যে চরাচরভক্ষণং নোপলভ্যতে, তৎ কথং "চরাচরগ্রহণাৎ" হেতুত্বেনোপাদীয়তে

"ণক তৃণ" এই সূত্রের দ্বারা তৃণ্ প্রত্যয়ান্ত এই পদ সিদ্ধ হয়। কঠবল্লীতে যাঁহাকে অত্তারূপে নিরূপণ করিয়াছেন তিনি পরব্রহ্মই, অন্য কেহ নহে, কেন? তিনি চরাচর গ্রহণ করেন এই হেতু, চরাচর স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই জগৎ সেই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মের ভক্ষণীয় রূপে গ্রহণ কথন হেতু পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অত্তা, অগ্নি অথবা জীব অত্তা নহে।

অনন্তর পরব্রহ্মেরই অত্তৃত্ব ধর্ম্ম বিদ্যমান আছে, কিন্তু অগ্নি বা জীবের নাই, এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন—পর ইত্যাদি। পরমব্রহ্মই ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষণলক্ষিত সমগ্র জগতের অত্তা, কেন? তিনি চরাচর গ্রহণ করেন। অর্থাৎ এইস্থলে ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিত সমগ্র জগৎ মৃত্যুরূপ ব্যঞ্জন অভিসিক্ত অন্ন ভক্ষণীয় রূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। এতাদৃশ সমগ্র জগতের ভক্ষণকর্ত্তা পরব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কাহার সম্ভব হইবে। উপসেচন বস্তু ভক্ষণকর্ত্তা কর্ত্তৃক স্বয়ং ভক্ষিত হইয়া অন্য বস্তুর ভক্ষণে সহায়তা করে। মৃত্যু দ্বারা উপসিক্ত নিখিল জগৎ ভোজন কর্ত্তৃত্ব অর্থাৎ সমগ্র জগৎ সংহার কর্ত্তৃত্ব এই সংহার কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম পরমাত্মৈকান্তনিষ্ঠ, সর্ব্ব সংহার কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম পরব্রহ্মেই রহিয়াছে ইহা প্রসিদ্ধ, সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অত্তা বা সংহারকর্ত্তা, অগ্নি অথবা জীব নহে।

অনন্তর পরমেশ্বরের ভোক্তৃত্বে আশঙ্কা প্রকট করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। যদি বলেন—তিনি ভোজন করেন না" এই শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বাক্যের দ্বারা পরব্রহ্মের ভোজন নিষেধ করা হইয়াছে, এই কথা বলিতে পারেন না, কারণ পরব্রহ্মের সর্ব্ব সংহার কর্ত্তৃত্ব ধর্ম্ম স্বাভাবিক ভাবে বিদ্যমান আছে। এই বিষয়ে শ্রীগীতাবাক্য—শ্রীঅর্জ্জুন বলিলেন—হে দেব! আপনি জ্বলন্তবদন সকলের দ্বারা সকলকে গ্রাস করিতেছেন, লেলিহ্যসে অর্থাৎ অতিশয় রূপে ভক্ষণ করিতেছেন।

ওঁ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।২।১০।

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্" (কঠ০ ১।২ ২০) ইত্যাদিভির্হি পর এব প্রকৃতঃ। "অত্তাসি লোকস্য চরাচরস্য" ইতি স্মৃতেরপি চৈনং সমুচ্চীয়তে ॥ ১০ ॥

ইতি চেৎ—তত্রাহুঃ—উপসেচনম্। উপসেচনং নাম স্বয়মদ্যমানং সৎ অন্যস্য অদনহেতুঃ। তস্মাৎ উপসেচনত্বেন মৃত্যোরপি অদ্যমানত্বাৎ মৃত্যুপসিচ্যমানস্য কৃৎস্নস্য প্রাণিনিকায়স্য ব্রহ্ম-ক্ষত্রয়োশ্চ প্রাধান্যাৎ, ব্রহ্ম-ক্ষত্র পূর্ব্বকস্য জগতশ্চরাচরস্য অদনমত্র প্রতীয়তে, ঈদৃশম্ অদনং সর্ব্বসংহারকং তত্তু পরমেশ্বরস্যৈব ইতি ॥ ৯ ॥

অথ সূত্রান্তরেণ সঙ্গতি প্রকারং দর্শয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রকরণাচ্চেতি। প্রকরণাৎ—পরমেশ্বরপ্রকরণাৎ, যস্মাৎ প্রোক্তমত্তৃবাক্যং পরমেশ্বর প্রকরণগতং তস্মাদত্তা পরমেশ্বর এব। "চ" কারাৎ স্মৃতিবাক্যদেরপি গ্রহণম্। অথ পূর্ব্বসূত্রেণ যদ্ শ্রীভগবতঃ সর্ব্বাত্তৃত্বং যস্যেতি মন্ত্রেণ প্রতিপাদিতং, তৎ প্রকরণেনাপি প্রতিপাদিতং ভবতীতি দর্শয়ন্তি—অণোরিতি। সর্ব্বাতিশয়াৎ সূক্ষ্মচেতনাৎ সূক্ষ্মতরঃ।

অতঃপর শ্রীভগবানের কর্ম্মপারবশ্যতা গন্ধাভাসও নাই তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—কিন্তু ইত্যাদি। শ্রীভগবানের ভোজন কর্ত্তৃত্ব নিষেধ করেন নাই, কিন্তু কর্ম্মফল জন্য সুখ দুঃখাদি ভোগেরই নিষেধ করিতেছেন। শঙ্কা এই স্থলে আমাদের আশঙ্কা এই যে—ঐ কঠোপনিষদের বাক্যে চরাচর ভক্ষণের কথা উপলব্ধ হয় না, কেবল ব্রহ্মক্ষত্রের ভোজনের কথা বুঝা যায়, সুতরাং "চরাচর গ্রহণাৎ" এই হেতুবাক্য কি প্রকারে উপনিষৎ বাক্যের সমর্থক হইবে ?

সমাধান—আপনাদের আশঙ্কার উত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—এই নিমিত্ত উপসেচন শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, উপসেচন, অর্থাৎ স্বয়ং ভক্ষ্যমান—ভক্ষিত হইয়া অন্যের ভক্ষণের হেতু হয়। অতএব উপসেচনরূপের দ্বারা মৃত্যুকেও ভক্ষণ করেন এই হেতু মৃত্যুরূপ উপসিচ্যমান সমগ্র প্রাণীসমূহের ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ই প্রধান, এই ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্য হেতু ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় পূর্ব্বক চরাচর জগতের ভোজন প্রতীতি হয়, এই অদন সকলসংহারকে বুঝায় তাহা একমাত্র পরমেশ্বর পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরই কর্ম্ম, জীবের নহে, সুতরাং পরেশই যে অত্তা তাহা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে ॥ ৯ ॥

অনন্তর ভগবান্ শ্রীসূত্রকার অন্য সূত্রের দ্বারা সঙ্গতি প্রকার প্রদর্শন করিতেছেন—প্রকরণ ইত্যাদি। প্রাকরণিক অর্থের দ্বারাও পরব্রহ্মকেই অত্তা বলিয়া নিশ্চয় করিতেছেন। অর্থাৎ কঠোপনিষদে যে ভোজনের কথা আছে তাহা পরমেশ্বর প্রকরণ হওয়া হেতু, উক্ত অত্তৃবাক্য পরমেশ্বর প্রকরণগত হয়, অতএব ব্রহ্মক্ষত্র উপলক্ষিত জগৎ প্রপঞ্চের অত্তা শ্রীপরমেশ্বরই, জীব নহে। 'চ' কারের দ্বারা অত্তা প্রতিপাদিত স্মৃতিবাক্য সকলেরও গ্রহণ করিতে হইবে। অতঃপর পূর্ব্বের সূত্রে যে শ্রীভগবানের সর্ব্ব অত্তৃত্ব "যস্য" মন্ত্রের দ্বারা প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা প্রকরণের দ্বারাও প্রতিপাদিত হয় তাহা নিরূপণ

"সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবঃ" ইতি সূক্ষ্মতমস্য জীবস্যাপি তদন্তঃপ্রবিশ্য নিয়ামকত্বাৎ। মহতো মহীয়ান্—মহৎ পরিণামবতাম্। তথাহি ভাষা পরিচ্ছেদে—২৬, 'কালখাত্মদিশাং সর্ব্বগতত্বং পরমং মহৎ' ইতি তেষামপি ব্যাপকত্বাৎ পরমমহত্তরঃ, স্বব্যাপ্তবস্তুরহিতত্বাদিত্যর্থঃ। ইত্যারভ্য—প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়া-বল্লী-সমাপ্তিং যাবৎ ব্রহ্মণ এব মহিমাতিশয়ং বর্ণিতং শ্রীযমেন। তস্মাৎ মনোময়াদি ধর্ম্মবৎ অত্তৃত্বাদয়োঽপি পরব্রহ্মণঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য ধর্ম্মা এব।

প্রসঙ্গ সঙ্গত্যা স্মৃতিবাক্যমুদাহরন্তি—অত্তাসীতি। হে দেব! অস্য চরাচরস্য লোকস্য ত্বমেব অত্তাসি সংহারকর্ত্তাসি "অভিসংবিশন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাৎ কঠবাক্যোক্ত অত্তা শ্রীভগবানেব ইত্যধিকরণ নির্ণয়ঃ ॥ ১০ ॥

॥ ইত্যত্ত্রাধিকরণং দ্বিতীয়ং সমাপ্তম্ ॥ ২ ॥

করিতেছেন—অণু ইত্যাদি। শ্রীভগবান্ অণু হইতেও অণীয়ান, মহান হইতেও মহীয়ান্। অর্থাৎ সর্ব্বা-তিশয় সূক্ষ্ম চেতন বস্তু যে আছে তাহা হইতেও তিনি সূক্ষ্মতম, শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"সূক্ষ্ম পদার্থ সকলের মধ্যে আমি জীব" এই প্রকার সূক্ষ্মতম জীব হইতে শ্রীভগবান্ পরম সূক্ষ্মতম, কারণ—তিনি জীবের অন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিয়ামক হওয়ার জন্য। শ্রীভগবান্ মহান হইতেও মহীয়ান্, অর্থাৎ ভাষা পরিচ্ছেদে যে কাল-আকাশ, আত্মা এবং দিক্ এই সকল সর্ব্বব্যাপক এবং পরম মহৎ পদার্থ, এই প্রকার এই পরম মহান পদার্থ সকল হইতেও শ্রীভগবান্ পরমমহত্তর পদর্থ। কারণ তাঁহার ব্যাপক কোন পদার্থ নাই।

এই প্রকার প্রারম্ভ করিয়া কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয়া বল্লী সমাপি পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেরই মহিমাতিশয় শ্রীযম কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। অতএব মনোময়াদি ধর্ম্মবৎ অত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম সকলও পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরই ধর্ম্ম। সুতরাং অত্তৃত্বাদি ধর্ম্ম পরমেশ্বরকে অবলম্বন করিয়াই প্রকৃত-নিরূপিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গ সঙ্গতির নিমিত্ত স্মৃতিবাক্যও উদাহৃত করিতেছেন—অত্তা হও" ইত্যাদি। হে দেব! এই চরাচর লোকের আপনি অত্তা হয়েন অর্থাৎ আপনি সংহার কর্ত্তা, জীব নহে। শ্রুতিও "অভিসংবিশন্তি" বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব কঠোপনিষৎ বাক্যের দ্বারা নিরূপিত অত্তা বা সংহারকর্ত্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, অগ্নি অথবা জীব নহে, ইহাই এই অত্তাধিকরণের দ্বারা নির্ণয় হইল ॥ ১০ ॥

॥ এই প্রকার অত্তাধিকরণ দ্বিতীয় সমাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

৩ ॥ গুহাধিকরণম্ ॥

তত্রৈব (কঠ০ ১।৩।১) ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধ্যে। ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিনাচিকেতাঃ॥ ইতি শ্রুতম্।

---

৩ ॥ গুহাধিকরণম্ ॥

অথ ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিতং সর্ব্বং জগৎ ব্রহ্মৈবাত্তি ইতি অত্রাধিকরণে প্রতিপাদিতং, তত্র কঠোপনিষদি "যস্য ব্রহ্ম" ইতি বাক্যানন্তরং "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি মন্ত্রোঽস্তি, তস্মিন্ 'পিবন্তৌ' ইতি দ্বিবচনপাঠাৎ কৌ তৌ ইতি নিশ্চয়ার্থমিদং গুহাধিকরণারম্ভ ইত্যনেন প্রকারেণ অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ গুহাধিকরণস্য বিষয়বাক্যং নিরূপয়ন্তি—তত্রৈবেতি। 'তত্রৈব ইতি কঠোপনিষদঃ প্রথমোঽধ্যায়ে তৃতীয়বল্ল্যাং প্রথম শ্লোকে। ঋতমিতি—সত্যং অবশ্যম্ভাবিকর্ম্মফলম্, পিবন্তৌ ভুঞ্জানৌ সুকৃতস্য লোকে পুণ্যস্য দেহরূপে লোকে স্থিতৌ, পরার্দ্ধ্যে পরস্য ঈশস্য অর্দ্ধং স্থানমর্হতীতি হৃদিস্থিতৌ ইতি। কীদৃশে হৃদি পরমে শ্রেষ্ঠে, গুহামিতি—যা গুহা নভোলক্ষণা হৃদয়াকাশলক্ষণা তাং প্রবিষ্টৌ, তৌ কীদৃশৌ ছায়াতপৌ বিরুদ্ধধর্ম্মাণৌ পরতন্ত্রস্বতন্ত্রৌ জীবাত্মাপরমাত্মানৌ তৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, ন তু

---

৩ ॥ গুহাধিকরণ—

অনন্তর গুহাধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার ব্রহ্মক্ষত্রোপলক্ষিত সমগ্র জগৎ পরব্রহ্মই ভক্ষণ করেন, ইহা অত্রাধিকরণে প্রতিপাদন করিয়াছেন।

কঠোপনিষদে "যস্য ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যের পর "ঋতং পিবন্তৌ" এই মন্ত্র বিদ্যমান আছে। সেই মন্ত্রে "পিবন্তৌ" এইরূপ দ্বিবচনান্ত পাঠ আছে দ্বিবচন দ্বারা নিরূপিত তাহারা কে? তাহাদিগকে নিশ্চয় করিবার নিমিত্ত এই গুহাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন। এই প্রকরণের দ্বারা অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শন করা হইল।

বিষয়—অনন্তর গুহাধিকরণের বিষয়বাক্য নিরূপণ করিতেছেন—তত্রৈব ইত্যাদি। তত্রৈব অর্থাৎ কঠোপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে তৃতীয় বল্লীর প্রথম শ্লোকে। শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফলের দ্বারা প্রাপ্ত মনুষ্যদেহ মধ্যে অবস্থিত হৃদয়স্বরূপ পরমধানে, বুদ্ধি গহ্বরে অবস্থান করিয়া ছায়া ও আতপরূপে পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত দুইজন সত্যের পান করে, ব্রহ্মবাদিগণ এবং পঞ্চাগ্নিবিদ্‌গণ ও নাচিকেত অগ্নির তিনবার চয়নকারি ব্যক্তিগণও এই প্রকার বলিয়া থাকেন। অর্থাৎ—সত্য অবশ্যম্ভাবি কর্ম্মফল ভোজন করিয়া পুণ্য দ্বারা লভ্য মানবদেহ রূপে তাহারা দুইজন অবস্থান করেন, তাহারা কোন স্থানে অবস্থান করেন? হৃদয়রূপ পরম শ্রেষ্ঠস্থানে, গুহা—অথবা যে গুহা নভোলক্ষণ—হৃদয়াকাশলক্ষণ যে স্থান তাহাতে প্রবেশ করিয়া, যাহারা প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহারা কি প্রকার? ছায়া আতপরূপ বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ত স্বতন্ত্র এবং পরতন্ত্র

তত্র কর্ম্মফলভোক্তু,র্জীবস্য সদ্বিতীয়ত্বমভিধীয়তে। দ্বিতীয়শ্চ বুদ্ধিঃ? প্রাণো বা? পরমাত্মা বা? ইতি বিচিকিৎসায়াং বুদ্ধ্যাদের্জীবোপকরণত্বাদৃতপানরূপকর্ম্মফলভোগঃ কথঞ্চিৎ

সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসিনো বদন্তি কিন্তু যে চ পঞ্চাগ্নয়ো বিদন্তি তেঽপি তৌ জীবপরমাত্মনৌ বিরুদ্ধধর্ম্মানৌ বদন্তি, ইতি। পঞ্চাগ্নয় ইতি—গার্হপত্য-দক্ষিণাগ্নি-আহবনীয় সভ্য আবসথ্যা ইতি। যদ্বা—দ্যু-পার্জ্জন্য-পৃথিবী-পুরুষ-যোষিৎসু যেঽগ্নিদৃষ্টিং কুর্ব্বন্তি তে পঞ্চাগ্নয়ঃ। ত্রিনাচিকেতাঃ—ত্রিকৃত্বো নাচিকেতোঽগ্নিশ্চিতো যৈ স্তে ত্রিনাচিকেতাঃ। ইতি শ্রুতম্। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অস্মিন্ বাক্যে স্বর্গাদি কর্ম্মফলভোক্তু,র্জীবস্য সহভোগিত্বং বোধ্যতে, স চ জীবাদ্ ভিন্ন এব যেন সহ ভুজ্যতে তস্মাদত্র ভবতি সংশয়ঃ। জীবাতিরিক্তো দ্বিতীয়ভোক্তা কিং বুদ্ধিঃ? অথবা প্রাণঃ? কিম্বা—পরমেশ্বরঃ? ইতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—অথ পক্ষত্রয়ে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তীতি—বিচিকিৎসা সংশয়ঃ। তথাহি অমরে—ধীবর্গে—১।৫।৩ "বিচিকিৎসা তু সংশয়ঃ, সন্দেহ দ্বাপরঃ" সাধনপ্রকারান্ত—শ্রীহরি° না° ব্যা°—৩।২১৭, কিৎ নিবাসে রোগাপনয়নে" তিপ্,-শপ্,-দ্বির্ব্বচনাদি,লক্ষ্ম্যাদাপ্, বিচিকিৎসা তস্যাং বিচিকিৎসায়াং জাতায়াং

স্বভাববিশিষ্ট জীবাত্মা ও পরমাত্মা নিবাস করেন তাহাদিগকে ব্রহ্মবিৎ পণ্ডিতগণ জানেন, কিন্তু সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীগণ জানেন না, কিন্তু যাঁহারা পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন তাহারাও এই বিরুদ্ধ ধর্ম্মযুক্ত জীবাত্ম পরমাত্মা জানেন। পঞ্চাগ্নিবিদ্যা—গার্হপত্য, দক্ষিণাগ্নি আহবনীয়, সভ্য এবং আবসথ্যা এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা। অথবা দ্যু-পর্জ্জন্য-পৃথিবী-পুরুষ-যোষিতে যিনি অগ্নিদৃষ্টি করেন তিনি পঞ্চাগ্নিবিৎ। ত্রিনাচিকেতা—তিনবার করিয়া নাচিকেতা অগ্নি চয়ন করেন যিনি তিনি ত্রিনাচিকেতা। এই প্রকার হৃদয়াকাশে জীবাত্মা পরমাত্মা উভয়ে নিবাস করেন। এইভাবে বিষয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

সংশয়—এই বাক্যে স্বর্গাদি কর্ম্মফল ভোক্তা জীবের সহিত নিবাসকারী এবং ভোগকর্ত্তা দ্বিতীয় বস্তু বোধ করাইতেছে। সে জীব হইতে ভিন্ন, কারণ যাহার সহিত ভোগ করে সে ভিন্ন, সুতরাং এই স্থলে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। জীবের সহিত ভোগকর্ত্তা, জীব হইতে যে ভিন্ন বস্তু, তাহা কি বুদ্ধি? অথবা—সমানাদি ভেদযুক্ত-প্রাণ? কিম্বা—সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর? এই বুদ্ধি প্রাণ ও পরমেশ্বরের মধ্যে জীবের সহিত ভোগকর্ত্তা কে? ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—অনন্তর এই পক্ষত্রয়ে পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—বিচিকিৎসা ইত্যাদি। এই প্রকার ত্রিপক্ষীয় সংশয় উৎপন্ন হইলে, এইরূপ সমাধান করিতে হইবে—জীবের ভোগ করিবার উপকরণ হইল বুদ্ধি ও প্রাণ, সুতরাং ভোগোপকরণ বিদ্যমান হেতু ঋতপানরূপ কর্ম্মফল ভোগ জীবের কোন প্রকারে সম্ভব হয়, কিন্তু পরমেশ্বরের তাহা সম্ভব হয় না, কারণ তাঁহার ভোগ নিষেধ করিয়াছে। অর্থাৎ বিচিকিৎসার অর্থ সংশয়। অমরকোষের অনুশাসনে—বিচিকিৎসা-সংশয়-সন্দেহ এবং দ্বাপর এইগুলি সম

সম্ভবতি, ন তু পরমাত্মনঃ তস্য নিষেধাৎ। তস্মাদসৌ বুদ্ধিঃ প্রাণো বা ইতি প্রাপ্তৌ—

ওঁ ॥ গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৩।১১।

গুহাং গতাবাত্মানাবেব জীবেশরূপৌ, ন তু বুদ্ধিজীবৌ, প্রাণজীবৌ বা। কুতঃ?

সত্যাম্ বাদিনো বুদ্ধিং স্বীকুর্ব্বন্ত আহুঃ বুদ্ধিপ্রাণয়োর্জীবোপকরণত্বাৎ পূর্ব্বপক্ষমিদং সাংখ্যমতাবলম্বিনাম্। "অধ্যবসায়ো বুদ্ধিঃ" ইতি সাংখ্যদর্শনম্—২।১৩, অধ্যবসায়শ্চ নিশ্চয়াখ্যঃ তস্যাসাধারণীবৃত্তিঃ। শ্রীভাগবতে চ—৩।২৬।৩১, 'প্রাণস্য হি ক্রিয়া শক্তির্বুদ্ধের্বিজ্ঞানশক্তিতা' তস্মাৎ তয়োর্জীবসহায়কত্বাৎ তাবেব ভবিতুমর্হতঃ, কথং? জীবস্যৈব ঋতপানাদিরূপসম্ভবাৎ। "অনশ্নন্নভিচাকশীতি" শ্রুত্যা পরমেশ্বরস্য ভোগনিষেধাৎ জীবেন সহভোগো ন সম্ভবেৎ। তস্মাৎ জীবেন সহভোক্তা বুদ্ধিঃ, প্রাণো বা ভবিতুমর্হতি ন তু পরমেশ্বর ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং সাংখ্যানুগতানাং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সতি সিদ্ধান্তং দর্শয়তি—ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—গুহামিতি। কঠবল্লীষু "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহা প্রবিষ্টৌ যৌ উক্তৌ তৌ আত্মনৌ-জীবাত্ম-পরমাত্মানৌ ভবতঃ, ন তু বুদ্ধিজীবৌ, প্রাণ-জীবৌ বা, কুতঃ? তদ্দর্শনাৎ—অন্যত্রাপি-গুহাহিতং-

---

পর্য্যায় শব্দ। বিচিকিৎসা পদের সাধন প্রকার এইরূপ—'কিৎ' ধাতু নিবাস ও রোগাপনয়ন অর্থে ব্যবহার হয়, এই কিৎ ধাতুর উত্তরে তিপ, শপ, সন্—অর্থাৎ সন্দেহ ও রোগ প্রতিকার অর্থে সন্ প্রত্যয় হয়, তাহার পর দ্বির্ব্বচনাদি হইলে স্ত্রীলিঙ্গে আপ, করিয়া বিচিকিৎসা পদ সিদ্ধ হয়। এই প্রকার কঠোপনিষৎ বাক্যে বিচিকিৎসা উৎপন্ন হইলে পরে পূর্ব্বপক্ষকারী বাদিগণ জীব সহচর বুদ্ধিকে স্বীকার করিয়া বলিতেছেন বুদ্ধি ও প্রাণ জীবের উপকরণ হেতু বুদ্ধি কিম্বা প্রাণই হইবে।

পূর্ব্বপক্ষটি সাংখ্যমতাবলম্বনকারিদিগের, অধ্যবসায়ই বুদ্ধি" এই প্রকার সাংখ্যদর্শনে নিরূপণ করিয়াছেন। অধ্যবসায় নিশ্চয়, তাহার অসাধারণ বৃত্তিই বুদ্ধি। এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—প্রাণের শক্তি ক্রিয়া এবং বুদ্ধির শক্তি বিজ্ঞান। অতএব প্রাণ ও বুদ্ধি জীবের সহায়ক হওয়া হেতু জীবের সহচর ঐ দুইটিই হইবে, অন্য নহে। কারণ জীবেরই ঋতপানাদি রূপ কার্য্য সম্ভব হয়, "ভোজন না করিয়াও শোভা পাইতেছে" এই শ্রুতি বাক্যের দ্বারা শ্রীপরমেশ্বরের কোন প্রকার ভোগ নিষেধ হেতু জীবের সহিত ভোগ সম্ভব হইবে না। সুতরাং জীবের সহিত ভোগকর্ত্তা বুদ্ধি অথবা প্রাণই হইবে, কিন্তু পরমেশ্বর হইবে না। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ নিরূপণ করা হইল।

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার সাংখ্যানুগতবাদিগণ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত প্রদর্শন করিতেছেন—গুহা ইত্যাদি। সাধকের হৃদয়গুহায় প্রবেশকর্ত্তা জীব ও পরমাত্মাই হইবে, কারণ অন্য শ্রুতিতে সেই প্রকার দেখা যায়। অর্থাৎ কঠোপনিষদে যে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মফলের দ্বারা প্রাপ্ত মনুষ্যদেহ

তদ্দর্শনাৎ "যা প্রাণেন সম্ভবত্যদিতির্দেবতাময়ী। গুহাং প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী যা ভূতেভির্ব্যাজায়ত" (কঠ০ ২।১।৭) ইতি। "তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্। অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি॥ (কঠ০ ১।২।১২) ইতি চ ক্রমেণ

গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" ইত্যাদৌ তস্য পরমাত্মন এব গুহা প্রবিষ্টত্ব দর্শনাদিত্যর্থঃ।

অথ জীবান্তর্হৃদয়াকাশে যৌ দৃশ্যেতে তৌ জীব-পরমেশ্বরৌ ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—গুহামিতি। তদ্দর্শনাদিতি যদুক্তং তৎ প্রতিপাদয়ন্তি—'যা' ইতি যা দেবতাময়ী—ইন্দ্রিয়াধীন ভোগা 'অদিতিঃ' কর্ম্মজন্য শুভাশুভফলান্ অত্তি ইতি অদিতিঃ "প্রাণেন' - সম্ভবতি" প্রাণেন সহ বর্ত্ততে, কুত্রেতি? গুহাং হৃৎপুণ্ডরীক-মধ্যে প্রবিশ্য তিষ্ঠন্তী। যা অদিতিঃ 'ভূতেভিঃ' বিবিধৈশ্বর্য্যযুক্তা দেবতাদি স্বরূপেণ জায়তে ইতি।

অথ প্রমাণান্তরমাহুঃ—তমিতি। হে নচিকেতা! ত্বং তং প্রাপ্যস্য পরব্রহ্মণঃ স্বরূপং জ্ঞাতুমিচ্ছসি তং-পরব্রহ্ম দুর্দর্শং দুঃখেনাপি দ্রষ্টুমশক্যম্. গূঢ়ং শ্রীভগবত্তত্বং পরমগোপনীয়ম্ অনুপ্রবিষ্টং—সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং হৃদয়গুহাস্থিতম্, গহ্বরেষ্ঠং—সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্। দেবম্ অপরিমিত লীলাবিলাসিনম্। পুরাণং—সর্ব্ব কারণম্। অধ্যাত্মযোগেন—আত্মধর্ম্মেণ শ্রীভগবদ্ভক্ত্যা মত্বা-জ্ঞাত্বা, মনু-অববোধনে, সম্যকপ্রকারেণ

মধ্যে অবস্থিত হৃদয়স্বরূপ পরমধামে দুই ব্যক্তি নিবাস করে" ইত্যাদির দ্বারা হৃদয় গুহায় প্রবেশকারী যে দুই জনের কথা বলিয়াছেন তাহারা জীবাত্মা এবং পরমাত্মা হয়েন, কিন্তু বুদ্ধি জীব, অথবা প্রাণ জীব নহে। কারণ তাহা দেখা যায়, অর্থাৎ অন্যত্রও "গুহাহিত, গহ্বরেষ্ঠ. পুরাণ" ইত্যাদির দ্বারা সেই পরমাত্মারই গুহা প্রবিষ্টাদি দর্শন করা যায়।

অতঃপর জীবের অন্তর হৃদয়াকাশে যে দুইটি পদার্থ দেখা যায় তাহারা জীব এবং পরমেশ্বর ইহা প্রতিপাদন করিতেছেন—গুহা ইত্যাদি। সাধকের হৃদয়গুহাগত জীবাত্মা এবং পরমাত্মা হয়েন, কিন্তু বুদ্ধি জীব, কিম্বা প্রাণ জীব নহে। কারণ—জীব ও পরেশকেই হৃদয়গুহা প্রবেশকর্ত্তা রূপে শাস্ত্রে দেখা যায়। "শাস্ত্রে তাহা দেখা যায়" এই বাক্যের সার্থকতা প্রতিপাদন করিতেছেন—যা ইত্যাদি। যে দেবতাময়ী ইন্দ্রিয়াধীন ভোগা অদিতি অর্থাৎ কর্ম্ম জন্য শুভাশুভফলসকল ভোগকারিণী (অত্তি) ইতি অদিতি, প্রাণের সহিত বর্ত্তমান থাকে. কোথায় অবস্থান করে? গুহায় অর্থাৎ হৃদয় পুণ্ডরীক মধ্যে প্রবেশ করিয়া অবস্থান করে। যে অদিতি বিবিধ ঐশ্বর্য্য (ভোগ) যুক্ত দেবতাদি রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। এই প্রমাণের দ্বারা জীবের গুহা প্রবেশের কথা প্রমাণিত হইল।

অনন্তর প্রমাণান্তর প্রদর্শিত করিতেছেন তম্ ইত্যাদি। শ্রীযম কহিলেন—হে নচিকেতা! তুমি সাধকের প্রাপ্য পরব্রহ্মের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছ, সেই পরব্রহ্ম দুর্দর্শ অত্যন্ত দুঃখেও দর্শন করিতে পারা যায় না, গূঢ়—শ্রীভগবানের তত্ত্ব পরম গোপনীয়, অনুপ্রবিষ্ট—সকল প্রাণিবৃন্দের হৃদয়গুহায় অবস্থান করিতেছেন, গহ্বরেষ্ঠ—সকলের অন্তর্য্যামী। দেব—অপরিমিত লীলাবিলাসী। পুরাণ—সমস্ত

তয়োর্গুহাপ্রবেশ বীক্ষণাৎ। 'হি' শব্দেন পুরাণপ্রসিদ্ধিঃ সূচ্যতে। "পিবন্তৌ" (কঠঃ ১।৩।১) ইতি ছত্রিন্যায়েন প্রযোজ্য প্রযোজকভাবেন বা দ্বয়োঃ পানে কর্ত্তৃত্বম্। "ছায়াতপৌ"

বিদিত্বা আরাধ্য চ, হর্ষশোকৌ—স্বর্গনরকাদি লাভালাভৌ জহাতি—পরিত্যজতি। তস্মাৎ 'গুহাং' গহ্বরেষ্ঠং ইতি বাক্যদ্বয়েন জীবস্তথা শ্রীভগবত এব হৃদয়সরোজকুহরে স্থিতিরুক্তা, ন তু বুদ্ধি প্রাণৌ ইতি। এবমেবাহ সুবালোপনিষদি—৭।১, "অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যঃ" কৌষীতকি ব্রাহ্মণে চ—৪।১৯, "আত্মেদং শরীরমনুপ্রবিষ্টঃ" শ্বেতাশ্বরাণাঞ্চ—৬।১১, একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা॥ শ্রীগীতাসু—১০।২০, "অহমাত্মা গুড়াকেশ! সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ" অষ্টাদশে চ—৬১, "ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" 'হি' শব্দেন পুরাণ প্রসিদ্ধিরিতি—তথাহি শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে—১১।১১।৬-৭, সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে। একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্॥ আত্মানমন্যং চ স বেদ বিদ্বান পিপ্পলাদো ন তু পিপ্পলাদঃ। যোঽবিদ্যায়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ॥

কারণের কারণ। অধ্যাত্মযোগ—আত্মধর্ম্ম শ্রীভগবদ্ ভক্তির দ্বারা, মত্বা—জানিয়া, অর্থাৎ মনু ধাতুর অর্থ অববোধন করা, সম্যক প্রকারে জানিয়া এবং আরাধনা করিয়া সাধক হর্ষ-শোক, স্বর্গ-নরকাদি, লাভ-ক্ষতি প্রভৃতি পরিত্যাগ করে। এই প্রকার প্রমাণ দ্বয়ের দ্বারা ক্রমপূর্ব্বক অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে জীবাত্মার, দ্বিতীয় মন্ত্রে পরমাত্মার গুহা প্রবেশ দেখা যায়। অতএব উপরোক্ত বাক্যদ্বয়ের "গুহা" এবং "গহ্বরেষ্ঠম্" দ্বারা জীবাত্মার এবং শ্রীভগবানেরই হৃদয়সরোজকুহরে অবস্থান নিরূপণ করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধি বা প্রাণ নহে। এই প্রকার সুবালোপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—মানবশরীরের অন্তর্হৃদয়ে গুহায় একমাত্র জন্মরহিত অজ নিত্য পরমেশ্বর নিহিত আছেন।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণোপনিষদে দেখা যায়—পরমাত্মা এই শরীরের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া আছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—সর্ব্বব্যাপক একমাত্র ক্রীড়াশীল সকলের অন্তরাত্মা সকল ভূতের হৃদয়ে গূঢ়রূপে অবস্থান করিতেছেন। শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে পার্থ! প্রাণীসকলের হৃদয়ে অবস্থানকারী আমি পরমাত্মা। শ্রীগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে—হে অর্জ্জুন! সর্ব্বনিয়ামক ঈশ্বর ভূত-প্রাণীসকলের হৃদয়স্থলে অবস্থান করিতেছেন। সূত্রে যে 'হি' শব্দ আছে সেই 'হি' শব্দের দ্বারা পুরাণ প্রসিদ্ধি বাক্যসকলও গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীমদ্ ভাগবত মহাপুরাণের বাক্য—শরীররূপ বৃক্ষে নীড়রূপ হৃদয়ে দুইটি পক্ষী নিবাস করে, তাহারা দুইটি সমানধর্ম্মযুক্ত অর্থাৎ চেতন, এবং সখ্যতা সম্বন্ধে আবদ্ধ, ঐ উভয় পক্ষীর মধ্যে একটি দেহবৃক্ষের পিপ্পল—কর্ম্মফল ভোগ করে, অন্য একটি পক্ষী কোন প্রকার ভোজন না করিয়াও অতীব বলবান্ হইয়া বিদ্যমান রহিয়াছে। এই উভয় পক্ষী জীবাত্মা ও পরমাত্মা বলিয়া জানিবে, তন্মধ্যে পরমাত্মা জগৎকার্য্য বিষয়ে সর্ব্বজ্ঞ হয়েন, কিন্তু পাপপুণ্যরূপ

(কঠ০ ১।৩।১) ইতি চ জ্ঞান তারতম্যেন সংসারিত্বাসংসারিত্বেন বা সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

নন্থ পরমেশ্বরস্য ঋতপানাসম্ভবাৎ, "অনশ্নন্" ইতি নিষেধাৎ, কথং "পিবন্তৌ" ইতি উপপদ্যতে ইতি চেৎ তত্রাহ—"পিবন্তৌ" ইতি। ছত্রিন্যায়েন—ছত্রিনো গচ্ছন্তীতি একেনাপি ছত্রিনা বহূনাং ছত্রিত্বোপচার দর্শনাৎ এবমেকেনাপি পিবতা দ্বৌ পিবন্তৌ উচ্যেতে।

প্রযোজ্য-প্রযোজক ভাবেনেতি—ঈশ্বরস্তু পায়য়তি, জীবস্তাবৎ পিবতি, নন্থ ছায়াতপৌ ইত্যস্য কোঽর্থঃ, তত্রাহ—জ্ঞান তারতম্যেন-অল্পজ্ঞত্ব-সর্ব্বজ্ঞত্ব, অণুত্ব—বৃহত্ত্বাদি তারতম্যেন। তস্মাৎ গুহাপ্রবিষ্টৌ জীব পরমেশ্বরৌ, ন তু বুদ্ধিপ্রাণৌ ইতি সঙ্গমনীয়ম্ ॥ ১১ ॥

ফল ভোগকর্ত্তা জীব নিজের স্বরূপও জানে না, যে অবিদ্যার দ্বারা যুক্ত যে জীব চেতনবস্তু সে নিত্যবদ্ধরূপে বিখ্যাত। পক্ষান্তরে যে বিদ্যাযুক্ত নিত্যশক্তি যুক্ত দ্বিতীয় চেতনবস্তু পরমেশ্বর নিত্যমুক্ত। সুতরাং মানবশরীরের হৃদয়গুহায় জীবাত্মা ভোক্তারূপে এবং শ্রীপরমাত্মা দ্রষ্টারূপে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে পরমেশ্বরের ঋতপান অর্থাৎ অবশ্যম্ভাবী কর্ম্মফল ভোগ করা অসম্ভব হেতু, "পরমেশ্বর ভোজন করেন না" এই শ্রৌত নিষেধ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও কি প্রকারে "পিবন্তৌ" 'তাহারা দুইজনে পান বা ভোজন করে' এই দ্বিবচনান্ত শব্দের উপপত্তি হইবে ?

সমাধান—আপনাদের এই বক্তব্যের উত্তরে আমরা বলিব—'পিবন্তৌ' এই স্থানে ছত্রিন্যায়ের অবতারণা করিতে হইবে। ছত্রিন্যায় এই প্রকার—যেমন অনেক লোক গমন করিতেছে, তন্মধ্যে অনেকে ছত্রধারণ করতঃ রৌদ্র নিবারণ করিয়া গমন করিতেছে, তাহাদিগকে দেখিয়া "ছত্রিনো গচ্ছন্তি" ছত্রধারিগণ গমন করিতেছে এই প্রকার বলা হয়, কিন্তু ঐ মানবসকলের মধ্যে সকলের ছত্র না থাকিলেও ছত্রধারিগণ গমন করিতেছে এই বাক্য উপপন্ন হয়, সেই প্রকার এই স্থলেও অর্থাৎ 'পিবন্তৌ' এই দ্বিবচনান্ত পদ প্রয়োগও জীবাত্মার মাত্র ভোগ বুঝিতে হইবে, পরমাত্মা কর্ম্মফল ভোগ করেন না।

অথবা প্রযোজ্য-প্রযোজক ভাবে সমাধান করা যাইতে পারে। অর্থাৎ ঈশ্বর জীবকে কর্ম্মফল ভোগ করান, জীব কিন্তু স্বয়ং ভোগ করে। এই রূপে প্রযোজ্য-প্রযোজক ভাবে উভয়ের কর্ত্তৃত্বও সিদ্ধ হয়। অতএব দ্বিবচনান্ত 'পিবন্তৌ' প্রয়োগ যুক্তিযুক্তই। যদি বলেন "ছায়াতপৌ" এই শব্দটির অর্থ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান তারতম্য দ্বারা অল্পজ্ঞত্ব সর্ব্বজ্ঞত্ব, অণুত্ব বৃহত্ত্বাদি তারতম্যের দ্বারা সমাধান করিতে হইবে। অথবা সংসারিত্ব জীবাত্মা সংসারদুঃখ ভোগ করে, কিন্তু শ্রীভগবান্ সংসারের মধ্যে অবস্থান করিয়াও অসংসারিত্ব অর্থাৎ সংসারের দুঃখ সুখ ভোগ করেন না।

সুতরাং হৃদয়গুহায় প্রবেশকর্ত্তা জীবাত্মা এবং পরমাত্মাই হয়েন, কিন্তু জীবের সহিত বুদ্ধি বা প্রাণ নহে এই প্রকার সঙ্গতি করিতে হইবে ॥ ১১ ॥

ওঁ ॥ বিশেষণাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৩।১২।

অস্যাং প্রক্রিয়ায়াং জীবেশাবেব মন্তৃত্বমন্তব্যত্বাদিভাবেন বিশেষিতৌ বিজ্ঞায়েতে। "তং দুর্দর্শম্" (ক০ ১।২।১২) ইতি পূর্ব্বস্মিন্ গ্রন্থে মন্তৃত্ব মন্তব্যত্বাভ্যামেতাবেব বিশেষিতৌ। ইহাপি বাক্যে "ছায়াতপৌ" (ক০ ১।৩।১) ইত্যজ্ঞত্ববিজ্ঞত্বাভ্যাম্। "বিজ্ঞান সারথির্যস্তু মনঃ

অথ সঙ্গতিমুখেন সিদ্ধান্তং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—বিশেষণাচ্চেতি। বিশেষণাৎ—অণুত্ব-বৃহত্ব, মন্তৃ-মন্তব্য, গন্তৃ গন্তব্য আরাধ্য-আরাধকত্বাদি বিশেষণাচ্চ। অস্যাং কঠোপনিষদুক্ত—যম-নচিকেতাসংবাদ প্রক্রিয়ায়াং জীবস্য মননকর্ত্তা ইতি বিশেষণং ঈশ্বরস্য তু মন্তব্যং—মননস্য বিষয়মিতি বিশেষণং দৃশ্যতে। কুত্র বিজ্ঞায়েতে ইত্যাহুঃ—তমিতি। তং দুর্দর্শং দুঃখেনাপি দ্রষ্টুমশক্যম্, শ্রীভগবন্তং শ্রীভক্তিযোগেন মত্বা মননং কৃত্বা সংসারং তরতি জীবেতি শেষঃ। অত্র মন্তা জীবঃ, ঈশ্বরস্তু—মননকর্ত্তৃং যোগ্যমিতি জীবেশ্বরৌ এব বিশেষিতৌ ন তু বুদ্ধিজীবৌ, প্রাণজীবৌ বা। ইহাপি "ঋতং পিবন্তৌ" ইতি বাক্যে 'ছায়াতপৌ' শব্দেন তয়োর্জীবেশ্বরয়োরেব বিশেষিতৌ, ন তু অন্যঃ।

যৎ প্রাপ্য-প্রাপকত্বমভিহিতং তৎ প্রতিপাদয়ন্তি—বিজ্ঞান ইতি। যো নরঃ শ্রীভগবত্তত্ত্বজ্ঞঃ, বিজ্ঞানসারথিঃ বিজ্ঞানং বুদ্ধিঃ, "বুদ্ধিন্তু সারথিম্" ইত্যুক্তেঃ। বুদ্ধিং সারথিং কৃত্বা, রথস্তু শরীরমেব। মনঃ

অনন্তর সঙ্গতি মুখে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন—বিশেষণ ইত্যাদি। বিশেষণের দ্বারাও হৃদয়গুহায় জীবাত্মা এবং পরমাত্মাই নিবাস করেন। অর্থাৎ বিশেষণ এই প্রকার অণুত্ব বৃহত্ব, মন্তামন্তব্য, গন্তাগন্তব্য, আরাধক-আরাধ্য ইত্যাদি উভয়ের বিশেষণ হেতু জীবাত্মা পরমাত্মাই হৃদয়-গুহায় প্রবিষ্ট আছে।

এই কঠোপনিষদুক্ত যম-নচিকেতা সংবাদ রূপ প্রক্রিয়ায় জীব ও ঈশ্বরই মন্তৃত্ব মন্তব্যত্বাদি ভাবের দ্বারা বিশেষিত হইয়াছে বুঝা যায়। অর্থাৎ জীবের মননকর্ত্তা এই প্রকার বিশেষণ। ঈশ্বরের কিন্তু মন্তব্য মনন করার বিষয় এই প্রকার বিশেষণ দেখা যায়। ঈশ্বর ও জীবের উপাস্য উপাসক ভাব কোথায় বোধ করায় তাহাই বলিতেছেন – তম্ ইত্যাদি। অর্থাৎ দুর্দ্দর্শং অত্যন্ত দুঃখের দ্বারাও দর্শন করিতে অসমর্থ" ইত্যাদি পূর্ব্বসন্দর্ভে মন্তৃত্ব ও মন্তব্যত্ব বিশেষণের দ্বারা জীব ও শ্রীভগবানকেই বিশেষিত করিয়াছেন, অর্থাৎ শ্রীভগবানকে শ্রীভক্তিযোগের দ্বারা মনন করিয়া জীব সংসার সাগর পার হয়, এই স্থলে মন্তা-মননকর্ত্তা জীব, ঈশ্বর কিন্তু মন্তব্য মনন করিবার যোগ্য। এইরূপে জীব এবং ঈশ্বরকেই বিশেষিত করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধিজীব বা প্রাণজীবকে নহে। সেই প্রকার এই স্থানের অর্থাৎ 'ঋতং পিবন্তৌ' এই বাক্যেও 'ছায়াতপৌ' শব্দের দ্বারা অজ্ঞত্ব ও বিজ্ঞত্ব—সর্ব্বজ্ঞত্ব রূপে জীব এবং ঈশ্বরকেই বিশেষিত করিয়াছেন। অন্যকে নহে।

প্রগ্রহবান্নরঃ। সোঽধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ (কঠ॰ ১।৩।৯) ইতি প্রাপ্তৃপ্রাপ্যত্বাভ্যাং পরত্র চ ॥ ১২ ॥

প্রগ্রহবানিতি—প্রগ্রহঃ—অশ্বনিয়মন রজ্জুঃ তদ্ গৃহীত্বা গচ্ছতি, অস্মিন্ সংসার পথীতি। স এব অধ্বনঃ অস্য সংসারমার্গস্য পারম্ আপ্নোতি গচ্ছতি।

ক্ব গচ্ছতি ইত্যপেক্ষায়ামাহ—তদিতি। তদ্ বিষ্ণোঃ—সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবস্য পরমং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং শ্রীগোলোকং পদং স্থানমিতি, তত্র গত্বা জীবঃ সর্ব্বারাধ্যং শ্রীগোবিন্দদেবং প্রাপ্য আনন্দী ভবতীতি শেষঃ। এবং প্রাপ্য-প্রাপকত্ব, সেব্য-সেবকত্ব আরাধ্য-আরাধকত্বাদি বিরুদ্ধধর্ম্মাভ্যাং তয়োর্জীবেশয়োরেব বিশেষণাৎ নাত্র গুহাপ্রবিষ্টৌ বুদ্ধিজীবৌ, প্রাণজীবৌ বা ইতি অধিকরণার্থঃ ॥ ১২ ॥

॥ ইতি গুহাধিকরণং তৃতীয়ং সমাপ্তম্ ॥ ৩ ॥

অতঃপর যে প্রাপ্য ও প্রাপকরূপে কীর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—বিজ্ঞান ইত্যাদি। যে মানব বিজ্ঞান সারথি এবং মন প্রগ্রহ যুক্ত হয় সে সংসার পার হইয়া শ্রীবিষ্ণুর পরম পদ লাভ করে। অর্থাৎ যে সাধক মানব শ্রীভগবানের তত্ত্ব জ্ঞাতা বিজ্ঞানকে, বিজ্ঞানবুদ্ধি "বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া জানিবে" ইত্যাদি শ্রুতি প্রমাণদ্বারা বুদ্ধিকে সারথি করিয়া, এই মানব শরীরকে রথ ভাবিয়া, মন প্রগ্রহবান অর্থাৎ প্রগ্রহ—অশ্ব নিয়মনকারী রজ্জুবিশেষ তাহা গ্রহণ করিয়া এই সংসার পথে যাত্রা করেন, তিনিই অধ্বন এই সংসার পথের পারে গমন করেন।

কোথায় গমন করেন? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তৎ ইত্যাদি। তদ্বিষ্ণোঃ—সর্ব্বব্যাপক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের পরম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগোলোক নামে যে স্থান তথায় গমন করেন, সেই স্থানে গমন করিয়া সর্ব্বারাধ্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে প্রাপ্ত করিয়া সাধক জীব আনন্দী হয়। এই প্রকার প্রাপ্তকর্ত্তা এবং প্রাপ্তব্য প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা ও পরের প্রকরণে জীব এবং পরমেশ্বরই প্রতিপাদন করিতেছেন।

এইরূপে প্রাপ্য-প্রাপকত্ব, সেব্য-সেবকত্ব আরাধ্য-আরাধকত্ব প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মের দ্বারা জীব এবং শ্রীভগবানকে বিশেষিত করিয়াছেন, অতএব হৃদয়াকাশবর্ত্তী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ও জীবই হইবে, কিন্তু হৃদয়গুহা প্রবেশকর্ত্তা বুদ্ধিজীব অথবা প্রাণজীব নহে ইহাই অধিকরণার্থ ॥ ১২ ॥

॥ এই প্রকার গুহাধিকরণ তৃতীয় সমাপ্ত হইল ॥ ৩ ॥

৪ ॥ অন্তরাধিকরণম্ ॥

ছান্দোগ্যে (৪।১৫।১) "য এষোঽক্ষিণি পুরুষো দৃশ্যতে এষ আত্মেতি হোবাচ। এতদমৃতমভয়মেতদ্ব্রহ্ম তং যদ্যপ্যস্মিন্ সর্পিবোদকং বা সিঞ্চতি বর্ত্মনী এব গচ্ছতি এতং সংযদ্বাম ইত্যাচক্ষত এতং সর্ব্বাণি বামান্যভিসংযন্তি" ইত্যাদি শ্রূয়তে।

---

৪ ॥ অন্তরাধিকরণম্ ॥

পূর্ব্বস্মিন্নধিকরণে শ্রীভগবতো হৃদয়ান্তর্গুহায়াং নিবাসং প্রতিপাদিতং অত্র তু তস্য অক্ষ্যন্তর্ব্বর্ত্তী গোলোক নিবাসিত্বং প্রতিপাদয়িতুমধিকরণারম্ভ ইতি।

বিষয়ঃ—অথ অন্তরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি। আচার্য্যোপকোশলঃ—সত্যকামমনুশশাস—য ইতি। যোঽয়ং অক্ষিণি চক্ষুর্গোলকমধ্যস্থলে পুরুষঃ নেত্রনিয়ামকঃ, ইন্দ্রিয়-পরিচালকো বা দৃশ্যতে, এষ আত্মা সর্ব্বেশ্বরঃ ইতি হোবাচ। এতদমৃতত্বাদি গুণবিশিষ্টঃ পরং ব্রহ্ম। তৎ তস্মাৎ কারণাৎ অস্মিন্ পুরুষস্য নিবাসস্থানে অক্ষিণি সর্পিঃ বা উদকং বা সিঞ্চতি নিক্ষিপতি তৎ বর্ত্মনী পক্ষ্মৌ এব গচ্ছতি, ন তু চক্ষুষা সম্বদ্ধ্যতে, শ্রীভগবন্নিবাসস্থানত্বাৎ।

---

৪ ॥ অন্তরাধিকরণ—

অনন্তর অন্তরাধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। পূর্ব্বে গুহাধিকরণে শ্রীভগবান্ সাধকের অন্তর্গুহায় নিবাস করেন ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই অন্তরাধিকরণে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের নয়নান্তর্বর্ত্তী গোলক-মধ্যে নিবাসকর্ত্তারূপে প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত এই অধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল।

বিষয়—অতঃপর অন্তরাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণ করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। "এই যে লোচনের মধ্যে পুরুষ দেখা যাইতেছে ইনিই আত্মা", এই প্রকার বলিলেন—ইনি অমৃত, ইনি অভয়, ইনিই ব্রহ্ম, অতএব যদি এই নয়নে সর্পি—ঘৃত, অথবা জলসেচন করা হয় তাহা হইলে সেই ঘৃত বা জল নেত্রপলকে আসিয়া পড়ে, অতএব এই পুরুষকে সংযদ্বাম বলিয়া থাকে, এই ব্রহ্মকে যে সংযদ্বাম রূপে আরাধনা করে সে সাধকও বামানী শোভাযুক্ত হয়। অর্থাৎ আচার্য্য উপকোশল শিষ্য সত্যকামকে ব্রহ্মবিষয়ে অনুশাসন করিয়াছিলেন—য ইত্যাদি। যিনি এই নয়নের গোলকমধ্যে পুরুষ নয়নের নিয়ামক রূপে, অথবা ইন্দ্রিয়ের পরিচালকরূপে দেখা যায়, ইনি আত্মা সর্ব্বেশ্বর এই প্রকার বলিলেন। এই আত্মা বা পুরুষই অমৃতত্বাদি দিব্যগুণ বিশিষ্ট পরমব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। এই কারণেই এই পুরুষের নিবাস স্থানে লোচন মধ্যে সর্পি-ঘৃত অথবা জল সিঞ্চন করা হয় তাহা হইলে ঐ জল বর্ত্মনী—চক্ষুর পলকে গমন করে, কিন্তু চক্ষুর দ্বারা সম্বন্ধ হয় না, অর্থাৎ ঐ ঘৃত বা জল চক্ষুতে সংযুক্ত হয় না, কারণ তাহা শ্রীভগবানের নিবাস স্থান হওয়া হেতু পরম নির্ম্মল।

তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং পুরুষঃ প্রতিবিম্বঃ? কিং বা দেবতাত্মা? আহোৎস্বিৎ জীবঃ? উতাহো পরমাত্মা? ইতি। আদ্যঃ স্যাৎ, অক্ষ্যাধারত্ব দৃশ্যত্বয়োস্তত্র সত্ত্বাৎ। দ্বিতীয়ো বা "রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" (৫।৫।২) ইতি বৃহদারণ্যকাৎ। কিম্বা তৃতীয়ঃ

এবং শ্রীভগবতো মাহাত্ম্যমুক্ত্বা তস্য গুণানাহ—এতং চাক্ষুষং পুরুষং শ্রীগোবিন্দদেবম্ সংযদ্‌বাম ইতি কথ্যতে, সংযন্তি সঙ্গতানি, বামানি—সর্ব্বাণি বননীয়ানি সম্ভজনীয়ানি আরাধনযোগ্যানি শোভানি অভিসংঙ্গচ্ছন্তি যস্মিন্ স সংযদ্বামঃ। তস্মাৎ যঃ সাধকঃ শ্রীগোবিন্দদেবং সংযদ্বামত্বরূপেণ আরাধয়তি সোঽপি তথৈব ভবতি, বামানি সর্ব্বশোভা সম্পদ্‌যুক্তো ভবতীতি শেষঃ। ইত্যুপকোশলবিদ্যায়াং শ্রূয়তে। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অথাস্মিন্ উপকোশলবিদ্যায়াং সংশয়ানবতারয়ন্তি—তত্রেতি। তত্র অক্ষিপুরুষবাক্যে অক্ষিণি যঃ পুরুষো দৃশ্যতে, সঃ কিং প্রতিবিম্বঃ? দেবতাত্মা—ইতি চক্ষুরিন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা। স চ সূর্য্য এব। জীবো বা পরমাত্মা বা ইতি সন্দেহ চতুষ্টয়ম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—এবং সন্দেহচতুষ্টয়াত্মকে সমুদ্ভাবিতে সতি পূর্ব্বপক্ষমাহুঃ—আদ্য ইতি। আদ্যঃ স্যাৎ—প্রতিবিম্ব এব ভবেৎ, কথং—নয়নস্য অতিস্বচ্ছত্বাৎ, তস্মাৎ স্বচ্ছে বস্তুনি এব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন তু মলিনে, কিঞ্চ তস্য পুরুষস্য দৃশ্যমানত্ব প্রসিদ্ধেঃ, "পুরুষো দৃশ্যতে" ইতি উপদেশাৎ। এবমেবাহ

এই প্রকার শ্রীভগবানের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া তাঁহার গুণাবলী বর্ণনা করিতেছেন—এই গোলকান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে 'সংযদ্‌বাম' এই প্রকার বলিয়া থাকে। সংযদ্‌বাম শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন—সংযন্তি, সঙ্গত হইয়াছে বামানি সকল, অর্থাৎ বননীয়ানি—সম্ভজনীয়ানি—আরাধনা করিবার যোগ্য শোভাসম্পদ্ সকল সঙ্গত হইয়াছে যাঁহাতে তিনি সংযদ্‌বাম। অতএব যে সাধক শ্রীশ্রী-গোবিন্দদেবকে সংযদ্‌বামত্বরূপে আরাধনা করেন, তিনিও সেই প্রকার অর্থাৎ বামানি—সকল শোভা-সম্পদ্‌যুক্ত হয়েন। এইরূপ উপকোশল বিদ্যায় শ্রবণ করা যায়। ইহাই বিষয়বাক্য।

সংশয়—অনন্তর এই ছান্দোগ্য উপনিষদের উপকোশল বিদ্যায় অনেক প্রকার সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই স্থলে সংশয় উৎপন্ন হইতেছে—এই অক্ষিপুরুষ বাক্যে নয়নমধ্যে যে পুরুষ দেখা যায় সে কি প্রতিবিম্ব? অথবা—দেবতাত্মা, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা, সে সূর্য্য হইবে কি? কিম্বা জীব, প্রসিদ্ধ জীবাত্মা কি অক্ষিপুরুষ? অথবা—পরমাত্মা সর্ব্বেশ্বর শ্রীভগবান নয়ন-গোলকের মধ্যে অবস্থান ফরিতেছেন? এই প্রকার সন্দেহ চতুষ্টয় প্রদর্শিত হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার সন্দেহ চতুষ্টয় সমুদ্‌ভাবনা করিলে বাদিপক্ষ পূর্ব্বপক্ষ স্থাপনা করিতেছেন—আদ্য ইত্যাদি। আদ্য হইবে, অর্থাৎ অক্ষিপুরুষ প্রতিবিম্বই হইবে, কারণ—নয়ন অতিশয় স্বচ্ছ বস্তু হওয়ার জন্য, যে হেতু স্বচ্ছ বস্তুতেই প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু মলিন বস্তুতে প্রতিবিম্ব দেখা যায় না,

স্যাৎ. স হি চক্ষুষা রূপং পশ্যংস্তত্র সন্নিহিতো ভবতি। তস্মাদেষামন্যতমোঽয়মিত্যস্যাং প্রাপ্তৌ—

ওঁ ॥ অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ওঁ । ১।২।৪।১৩।

ভামত্যাম্ —"এষ দৃশ্যত ইত্যেতৎ প্রত্যক্ষেঽর্থে প্রযুজ্যতে। পরোক্ষং ন ব্রহ্ম তথা প্রতিবিম্বে তু যুজ্যতে ॥"

অথ পক্ষান্তরং আশঙ্কয়ন্তি—দ্বিতীয় ইতি। অস্য পক্ষস্য শ্রুতিপ্রমাণমাহুঃ—রশ্মিরিতি। রশ্মিভিঃ স্বপ্রকাশরূপৈঃ রশ্মিভিঃ অনুগ্রহং কুর্বন্ এষ আদিত্যোঽস্মিন্ চাক্ষুষেঽধ্যাত্মে প্রতিষ্ঠিতঃ। আকাশমণ্ডলস্থ সূর্য্য এব অনুগ্রহং কৃত্বা চক্ষুষি বর্ত্ততে, অতো মানবাঃ সর্ব্বং পশ্যন্তি। তস্মাৎ অক্ষিস্থ-পুরুষো দেবতাত্মা সূর্য্য এব।

অথ অক্ষিস্থপুরুষো জীবো বা ইতি প্রতিপাদয়ন্তি—কিম্বা ইতি। স জীব এব অক্ষিপুরুষঃ, জীবঃ চক্ষুষা রূপং পশ্যংস্তত্র চক্ষুষি সন্নিহিতো ভবতি—অধিতিষ্ঠতি। অতঃ অক্ষিপুরুষো জীব এব। তস্মাদিতি—এষাং প্রতিবিম্ব-সূর্য্য-জীবানাং মধ্যে কোঽপি ভবেদিতি, ন তু পরমেশ্বরঃ। ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

আরও সেই পুরুষের দৃশ্যমানত্ব প্রসিদ্ধই আছে, সুতরাং "পুরুষ দেখা যাইতেছে" এই প্রকার উপদেশ করিতেও দেখা যায়। সুতরাং শ্রীমদ্ বাচস্পতি মিশ্র ভামতীতে এই প্রকার বলিয়াছেন—"এই দেখা যাইতেছে" এই প্রকার শব্দ প্রত্যক্ষ অর্থে, অর্থাৎ বর্ত্তমান চক্ষুরিন্দ্রিয় সন্নিকর্ষ বস্তুতে প্রয়োগ হয়, কিন্তু পরোক্ষ পরব্রহ্মে এই প্রকার "এই দেখা যাইতেছে" শব্দ প্রয়োগ হয় না, ঐ শব্দ কেবল প্রতিবিম্বেই প্রয়োগ সিদ্ধ হয়। সুতরাং "যে এই পুরুষ" শ্রুতিমন্ত্রে দেখা যায় তাহা প্রতিবিম্ব পুরুষেই সম্ভব হইবে অন্যত্র নহে।

অনন্তর পক্ষান্তর আশঙ্কা করিতেছেন—দ্বিতীয় ইত্যাদি। দ্বিতীয় অর্থাৎ দেবতাত্মা সূর্য্য এই অক্ষিপুরুষ হইবে। দ্বিতীয় পক্ষ স্থির করিবার নিমিত্ত শ্রুতিবচন প্রমাণিত করিতেছেন—"ইনি রশ্মির দ্বারা চক্ষুতে অধিষ্ঠিত হয়েন" অর্থাৎ সূর্য্যদেব স্বপ্রকাশরূপ রশ্মিসকলের দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া এই অধ্যাত্ম চক্ষুর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত আছেন। আকাশমণ্ডলস্থিত সহস্ররশ্মি সূর্য্যদেবই অনুগ্রহ করিয়া চক্ষুমণ্ডলমধ্যে অবস্থান করেন, অতএব মানবগণ ঘটপটাদি সকল পদার্থ দেখিতে পায়। সুতরাং অক্ষিপুরুষ দেবতাত্মা সূর্য্যই, অন্য কেহ নহে। এই প্রকার বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে।

পুনরায় অক্ষিপুরুষ জীবও হইতে পারে, এই প্রকার প্রতিপাদন করিতেছেন। কিম্বা তৃতীয় অর্থাৎ জীবই অক্ষিপুরুষ হইবে, কারণ—সেই জীবই চক্ষুর দ্বারা রূপ বিলোকন করিয়া চক্ষুতে সন্নিহিত হয়, অর্থাৎ—সেই জীবই অক্ষিপুরুষ, অন্য কেহ নহে। সুতরাং ইহাদের অর্থাৎ প্রতিবিম্ব, সূর্য্য এবং জীবের মধ্যে যে কোন একটি হইবে, কিন্তু পরমেশ্বর নহে। ইহাই পূর্ব্বপক্ষ।

অক্ষ্যন্তরঃ পরমাত্মৈব। কুতঃ? উপপত্তেঃ। আত্মত্বামৃতত্ব ব্রহ্মত্ব নির্লেপত্ব সংযদ্বামত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তত্রৈব সিদ্ধেঃ ॥ ১৩ ॥

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্তর ইতি। ছান্দোগ্যোপনিষদি অক্ষিস্থানত্বেনোপদিষ্টঃ পুরুষঃ পরমেশ্বর এব, ন তু প্রতিবিম্বাদয়ঃ। কুতঃ? উপপত্তেঃ। তৎপ্রকরণোক্তানাম্ অমৃতমভয়ত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং পরমেশ্বরে এব উপপত্তি দৃশ্যতে, ন তু জীবাদিষু। ন হি প্রতিবিম্বাদয়ঃ অমৃতাভয়ধর্ম্মাণো ভবিতুমর্হন্তি, পরমেশ্বরস্তু নিতরামেব তান্ ধর্ম্মান্ অধিকরোতীতি অক্ষ্যন্তরঃ পুরুষঃ পরব্রহ্মৈব।

অথ নয়নদেশান্তরঃ পুরুষঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব, নান্যে জীবাদয়ঃ। কুতঃ? উপপত্তেঃ, শ্রীভগবতি যে গুণা বিদ্যন্তে তেঽত্রাপি অক্ষিপুরুষে উপদিশ্যমানত্বাৎ। আত্মত্বাদিতি—আত্মত্বং তাবৎ মুখ্যবৃত্ত্যা শ্রীভগবত্যেব উপপদ্যতে "স আত্মা" ইতি শ্রুতেঃ। অমৃতত্বাভয়ত্বে ভূয়ো ভূয়ঃ প্রতিপাদ্যেতে। নির্লেপত্বম্—অপহত পাপ্মত্বাদয়ঃ। তথা চ শ্রীভগবান্ সর্ব্বদোষৈরলিপ্তঃ, এবং তস্য নিবাসম্ অক্ষিস্থানমপি তথৈব সর্ব্বদোষবিবর্জিতম্। সংযদ্বামত্বম্—সংযন্তি সঙ্গতানি বামানি সর্ব্বাণি বননীয়ানি আরাধনযোগ্যানি শোভানি অভিসঙ্গচ্ছন্তি যস্মিন্ স সংযদ্বামঃ। যদ্বা—বননীয়ানি শোভনীয়ানি পুণ্যফলাণি বামানি,

---

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত পক্ষের অবতারণা করিতেছেন - অন্তর ইত্যাদি। চক্ষুর অন্তরে পরমাত্মাই হইবে কারণ তাহাই উপপত্তি হয়। অর্থাৎ—ছান্দোগ্য উপনিষদে অক্ষিস্থাননিবাসিরূপে উপদিষ্ট পুরুষ শ্রীপরমেশ্বরই হইবে, প্রতিবিম্বাদি নহে। অক্ষিপুরুষ পরমেশ্বর কেন হইবে? তাহার উপপত্তি হেতু, উপকোশলবিদ্যাপ্রকরণে যে সকল অমৃতত্ব অভয়ত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকল শ্রীপরমেশ্বরেই উপপত্তি দেখা যায়, কিন্তু জীবাদিতে তাহার উপপত্তি হয় না। প্রতিবিম্ব সূর্য্য জীব ইহারা অমৃত অভয়াদি ধর্ম্মযুক্ত হইতে পারে না। শ্রীপরমেশ্বর কিন্তু ঐ সকল ধর্ম্মের নিত্য অধিকারী. অতএব অক্ষিগোলকের অন্তর্বর্ত্তী পুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই।

লোচনের মধ্যে যে পুরুষ বিদ্যমান আছেন তিনি পরমাত্মাই অর্থাৎ অক্ষিপুরুষ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হইবেন, অন্য জীবাদি নহে। কারণ উপপত্তি হেতু, শ্রীভগবানে যে গুণসকল বিদ্যমান আছে ঐ গুণসকল অক্ষিপুরুষেও উপকোশল সত্যকামকে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব যে সকল গুণের দ্বারা অক্ষিপুরুষ হয়েন সেই গুণসকল নিরূপণ করিতেছেন—আত্মত্ব ইত্যাদি। আত্মত্ব ধর্ম্ম মুখ্যবৃত্তির দ্বারা শ্রীভগবানেই উপপত্তি হয়, "তিনি আত্মা" ইত্যাদি শ্রুতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। অমৃতত্ব অভয়ত্বাদি ধর্ম্ম বারম্বার প্রতিপাদন করা হইয়াছে। নির্লেপত্ব—অপহত পাপ্মত্বাদি ধর্ম্ম সকল। সুতরাং শ্রীভগবান্ সকল প্রাকৃতদোষকর্ত্তৃক অলিপ্ত এবং তাঁহার নিবাস স্বরূপ অক্ষিস্থানও সেই প্রকার সকল প্রকার দোষ বিবর্জিত। সংযদ্বামের অর্থ এই প্রকার—সংযন্তি—সঙ্গত করিয়াছেন বামানি সকল, অর্থাৎ বননীয়ানি

ওঁ ॥ স্থানাদিব্যপদেশাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৪।১৪।

"যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠন্" (বৃ৹ ৩।৭।১৮) ইত্যাদিনা চক্ষুষি স্থিতিনিয়মনাদিকং পরমাত্মন এবোক্তং বৃহদারণ্যকে ॥ ১৪ ॥

সংযন্তি সংযচ্ছমানানি বামানি অনেন ইতি সংযদ্বামঃ পরমেশ্বরঃ। পুণ্যানাং শ্রীভগবৎসেবা ফলত্বাৎ, তেন পুণ্যফলেন জীবান্ সঙ্গচ্ছন্তে, স এব "বামানি নয়তি" ইতি তান্ স্বলোকং নয়তীতি ভাবঃ। তস্মাদেতে অমৃতত্বাদিধর্ম্মাণঃ তত্রৈব শ্রীগোবিন্দদেব এব সম্ভবেয়ু র্নান্যত্র ইতি ॥ ১৩ ॥

ননু সর্ব্বব্যাপকস্য দেশকালাদ্যপরিচ্ছিন্নস্য পরব্রহ্মণঃ কথমক্ষ্যাদি ক্ষুদ্রস্থান নির্ব্বচনমুপপদ্যতে, ইতি শঙ্কাং নিরাকরোতি ভগবান্ সূত্রকারঃ শ্রীবাদরায়ণঃ—স্থানাদীতি। লোচনমধ্যবর্ত্তী পুরুষঃ পরব্রহ্ম এব, কুতঃ? স্থানাদি ব্যপদেশাৎ কথনাৎ চক্ষুরাদি স্থানম্, আদি পদাৎ "হৃদিহ্যেষ আত্মা" "হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি" ইত্যাদি। সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ সর্ব্বকারণকারণস্য, সর্ব্বোপাস্যস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য তথা স্থান-নির্দ্দেশাৎ। অথ চক্ষুষি যস্তিষ্ঠতি স শ্রীপুরুষোত্তমঃ, ইতি দ্রঢ়য়িতুং শ্রুতি প্রমাণমাহঃ—'যঃ' ইতি।

সম্ভজনীয়ানি—আরাধনা করিবার যোগ্য শোভা সকল সর্ব্বতোভাবে মিলিত হয় যে স্থানে তিনি সংযদ্বাম। অথবা বননীয়ানি - সম্ভোগ করার যোগ্য শোভা যুক্ত পুণ্যফল সকলের নাম বামানি, সংযন্তি অর্থাৎ পরম শোভাসম্পন্ন কর্ম্মফল সকল সম্যকরূপে প্রদান করেন যিনি, তিনি সংযদ্বাম শ্রীপরমেশ্বর। পুণ্যসকলের চরমফল শ্রীভগবৎ সেবা লাভ করা, শ্রীভগবান্ সেই পুণ্যফলের সহিত জীবসকলকে সংযুক্ত করেন, এবং তিনিই "বামানি নয়তি" অর্থাৎ শ্রীভগবান্ সেই জীব সকলকে নিজ শ্রীগোলোকাদি ধামে আনয়ন করেন ইহাই ভাবার্থ। অতএব এই অমৃতত্বাদি ধর্ম্মসকলের শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই সম্ভব হয় অন্যত্র নহে ॥ ১৩ ॥

শঙ্কা—এই স্থলে আমাদের বক্তব্য এই যে সর্ব্বব্যাপক দেশকালাদির দ্বারা পরিচ্ছিন্ন রহিত পরব্রহ্মের কি প্রকারে নয়ন প্রভৃতি অতিশয় ক্ষুদ্র স্থানে নিবাসকরা যুক্তিযুক্ত হয়? এই প্রকার আশঙ্কায় ভগবান্ শ্রীশ্রীসূত্রকার বাদরায়ণ নিরাকরণ করিতেছেন—স্থানাদি ইত্যাদি। স্থানাদি ব্যপদেশ হেতুও শ্রীভগবানই অক্ষিপুরুষ। অর্থাৎ লোচনমধ্যবর্ত্তী পুরুষ পরব্রহ্মই হইবে। যে হেতু তাঁহার স্থানাদি ব্যপদেশ করার নিমিত্ত। চক্ষু প্রভৃতি স্থানে পরমেশ্বর নিবাস করেন এই কথন হেতু পরমেশ্বরই অক্ষিপুরুষ, সূত্রস্থ আদিপদের দ্বারা হৃদয়কেও গ্রহণ করিতে হইবে, এই বিষয়ে শ্রুতি বলিয়াছেন—"এই আত্মা হৃদয়-দেশে নিবাস করেন।" শ্রীভগবান্ শ্রীগীতায় বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর সকল প্রাণীর হৃদয়ে অব-স্থান করেন, ইত্যাদি। সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বকারণ কারণ, সর্ব্বোপাস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের ঐ প্রকার স্থান নির্দ্দেশ করা হেতু আক্ষি পুরুষ তিনিই, অন্য কেহ নহে।

অনন্তর যিনি চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করেন তিনি শ্রীপুরুষোত্তম এই সিদ্ধান্ত দৃঢ় নিশ্চয় করিবার

ওঁ ॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেব চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৪।১৫।

"প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" (ছা° ৪।১০।৪) ইত্যপরিচ্ছিন্ন সুখবিশিষ্টং যদ্ব্রহ্ম

"যশ্চক্ষুষি তিষ্ঠংশ্চক্ষুযোঽন্তরো যং চক্ষুর্ন বেদ যস্য চক্ষুঃ শরীরং যশ্চক্ষুরন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মা-অন্তর্য্যা-ম্যমৃতঃ" ইতি। (বৃ° ৩।৭।১৮) তস্মাৎ তত্র তিষ্ঠন্ তন্নিয়মনাদি কার্য্যং তু শ্রীভগবত এব, ন তু জীবাদী-নামিতি সূত্রার্থঃ ॥ ১৪ ॥

অথ প্রকারান্তরেণ সঙ্গতিমুখেনাক্ষিস্থপুরুষস্য পরব্রহ্মত্বং প্রতিপাদয়তি শ্রীসূত্রকারঃ—সুখেতি। উপকোশলবিদ্যায়াং "প্রাণো ব্রহ্ম, কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম", ইত্যাদৌ প্রকৃতস্য অক্ষিস্থপুরুষস্য সুখবিশিষ্টস্য সুখ-গুণযুক্তস্য উপাস্যত্বাভিধানাৎ-কথনাৎ পরব্রহ্মৈব অয়ং অক্ষ্যাধারঃ পুরুষ ইতি অবধার্য্যতে, ন তু অন্যঃ।

অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদি দরিদৃশ্যতে—আসীৎ কিল সত্যকামজাবালস্য কশ্চিদুপ-কোশলো নাম শিষ্যঃ। স চ জাবালঃ অগ্নিপরিচর্য্যার্থং স্বশিষ্যং নিযোয্য তীর্থাটনায় জগাম। শিষ্যোঽপি গুরোঃ প্রতিনিধির্ভূত্বা অগ্নিমারাধয়ামাস। তদারাধন প্রসন্নোঽগ্নিঃ তমুপদিদেশ—"প্রাণো ব্রহ্ম কং ব্রহ্ম

নিমিত্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—যিনি চক্ষুতে অবস্থান করিয়া" ইত্যাদির দ্বারা চক্ষুতে অবস্থান করতঃ স্থিতি নিয়মনাদি পরমাত্মারই কার্য্য বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। সমগ্র মন্ত্রটি এই প্রকার যিনি চক্ষুতে অবস্থান করেন, এবং চক্ষুর অন্তর্য্যামী, যাঁহাকে চক্ষু জানিতে পারে না, যাঁহার চক্ষু শরীর, যিনি চক্ষুর অন্তরে নিবাস করিয়া তাহাকে পরিচালিত করিতেছেন, তিনি তোমার এবং আমারও আত্মা, অন্তর্য্যামী ও অমৃত" ইত্যাদি। অতএব চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করিয়া তাহার নিয়মনাদি কার্য্য কিন্তু শ্রীভগবানেরই, জীবাদির কার্য্য নহে ॥ ১৪ ॥

অনন্তর প্রকারান্তরে সঙ্গতি মুখের দ্বারা অক্ষিপুরুষের পরব্রহ্মত্ব শ্রীসূত্রকার প্রতিপাদন করিতে-ছেন—সুখ ইত্যাদি। ঐ অক্ষিপুরুষকে সুখবিশিষ্ট অভিধান হেতু তিনি পরব্রহ্মই, অন্য নহে। অর্থাৎ ছান্দোগ্য উপনিষদে উপকোশল বিদ্যায় 'প্রাণব্রহ্ম' 'কং ব্রহ্ম' 'খং ব্রহ্ম' ইত্যাদি নিরূপণ করিতে প্রারম্ভ করিয়া চক্ষুরন্তর্ব্বর্ত্তী সুখবিশিষ্ট সুখগুণযুক্ত পুরুষের উপাস্যত্ব অভিধান কথন হেতু ইনি পরব্রহ্মই অক্ষ্যাধার পুরুষ এই প্রকার অবধারণা করিতে হইবে কিন্তু অন্য নহে।

"প্রাণব্রহ্ম" "কং ব্রহ্ম" "খং ব্রহ্ম" এই অপরিচ্ছিন্ন সুখবিশিষ্ট বর্ণনা করিবার যে উপক্রম করা হইয়াছিল, তাঁহারই পুনরায় অক্ষিস্থ বাক্যে নিরূপণ করা হেতু প্রকৃত অর্থাৎ যথার্থ বস্তু গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। এই বিষয়ে একটি আখ্যায়িকা ছান্দোগ্য উপনিষদে দেখা যায়—সত্যকাম জাবালের উপ-কোশল নামক কোন একজন শিষ্য ছিলেন! একদা সত্যকাম জাবাল অগ্নিপরিচর্য্যার নিমিত্ত নিজ শিষ্য উপকোশলকে নিযোজন করিয়া তীর্থ পর্য্যটনের নিমিত্ত গমন করেন। বশম্বদ শিষ্যও শ্রীগুরুদের

প্রক্রান্তং তস্যৈব পুনরত্রাপ্যক্তিস্ববাক্যে নিগদাচ্চ প্রকৃতগ্রহণং হি ন্যায্যম্। আন্তরালিক্যগ্নিবিদ্যা

খং ব্রহ্মেতি" সর্ব্বেষাং প্রাণীনাং প্রাণনং যস্মাৎ সঃ প্রাণঃ, প্রাণোব্রহ্ম, তথা কং সুখং তদেব ব্রহ্ম, খমাকাশং তদপি ব্রহ্ম। ন চ "কং ব্রহ্ম খং ব্রহ্ম" ইতি কথমবগম্যতে পরব্রহ্মাভিহিতম্? যস্য সুখরূপত্বং প্রতিপাদ্যতে, আভ্যাং লৌকিকসুখে প্রসিদ্ধ ভূতাকাশে চ ব্রহ্মদৃষ্টির্বিধীয়তে, ন তু ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, ইতি বাচ্যম্। তয়োরৈক্যোপদেশাৎ। "যদ্ বাব কং তদেব খং যদেব খং তদেব কম্" ইত্যুপদেশাৎ।

প্রকৃতগ্রহণমিতি—পরব্রহ্মগ্রহণম্। ননু অত্র "কং ব্রহ্ম" ইত্যাদিনা ন ব্রহ্ম প্রতিপাদ্যতে, অস্যাগ্নিবিদ্যাপরত্বাৎ। "অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস" ছা০ ৪।১১।১ ইত্যারভ্যাগ্নীনামুপাসনমুপদেশয়ামাসুরগ্নয়ঃ। ন চাত্র অগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গং শক্যং বক্তুং ফলবিরোধাৎ। তথাহি—ছা০ ৪।১১।২, "স য এতমেবং বিদ্বানুপাস্তেঽপহতে পাপকৃত্যাং লোকী ভবতি সর্ব্বমায়ুরেতি জ্যোগ্ জীবতি" ইতি শ্রবণাৎ। পাপাদিবিনষ্টে সতি লোকী ভবতি স্বর্গাদি লোকং গচ্ছতি, সর্ব্বমিতি—বর্ষশতমভিব্যাপ্য জীবতি, জ্যোগ্,

---

প্রতিনিধি হইয়া অগ্নিদেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। উপকোশলের আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া অগ্নিদেব তাহাকে এইপ্রকার উপদেশ করিলেন—

অর্থাৎ সমস্ত প্রাণীদিগের প্রাণধারণ যাহা হইতে হয় তিনি প্রাণ, এই প্রাণই ব্রহ্ম, এবং কং সুখ তাহাও ব্রহ্ম, খং—আকাশ তাহাও ব্রহ্ম। শঙ্কা—"কং ব্রহ্ম, খং ব্রহ্ম' এই প্রকার কথনের দ্বারা পরব্রহ্ম বোধ করায়, ইহা কি প্রকার বলিতেছেন? যে শব্দবোধের দ্বারা পরব্রহ্মের সুখরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন? এই বিশেষণ দুইটির দ্বারা অর্থাৎ কং ব্রহ্ম লৌকিক সুখে এবং খং ব্রহ্ম প্রসিদ্ধ ভূতাকাশে ব্রহ্মদৃষ্টির বিধান করিতেছেন, কিন্তু ঐ দুইটি বস্তুকে ব্রহ্ম বলিয়া প্রতিপাদন করেন নাই।

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কা করিতে পারিবেন না, কারণ কং এবং খং এই উভয়কে ঐক্য রূপে উপদেশ করিয়াছেন। "যাহা কং তাহাই খং, যাহা খং তাহাই কম্" উপকোশলকে এই প্রকার উপদেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যে যে 'প্রকৃতগ্রহণ' এই প্রকার বলিয়াছেন, তাহার দ্বারা পরব্রহ্মকে গ্রহণ করিয়াছেন।

শঙ্কা—এই স্থলে "কং ব্রহ্ম" ইত্যাদির দ্বারা ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করিতেছে না, কারণ এই প্রকরণটি অগ্নিবিদ্যাপর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। "অনন্তর ইহাকে গার্হপত্য অগ্নি অনুশাসন করিতেছেন" এই প্রকার অগ্নিগণ হুতাশন সকলের উপাসনা উপদেশ করিয়াছেন। এই অগ্নিবিদ্যাকে ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ বলিয়া বর্ণনা করিবার শক্তি আপনাদের নাই, কারণ উভয়ের ফল পৃথক্‌রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। এই বিষয়ে ছান্দোগ্যে বলিয়াছেন—এইরূপ যে ব্যক্তি অগ্নিকে কং রূপে খং রূপে উপাসনা করে, সে পাপসকল নাশ করিয়া স্বর্গাদি লোকে গমন করে, পৃথিবীতে সকল আয়ু সুন্দর জীবিত থাকে। অর্থাৎ পাপাদি বিনষ্ট হইলে বিদ্বান সাধক লোকী হয়, স্বর্গাদি লোকে গমন করে, সর্ব্ব অর্থাৎ শতবৎসর পর্য্যন্ত জীবিত

তু ব্রহ্মবিদ্যাঙ্গং ভবেৎ। ইহ বিশিষ্টোক্ত্যা জ্ঞানাদিশঙ্কানাং ধর্ম্মিপরত্বঞ্চ ব্যাখ্যাতম্ ॥ ১৫ ॥

—উজ্জ্বলং জীবতি ইতি। ইতি চেৎ তত্রাহুঃ—আন্তরালিকীতি। অগ্নিবিদ্যায়াঃ চিত্তশোধকতয়া ব্রহ্ম-বিদ্যায়া আন্তরালিকী মধ্যবর্ত্তী পাঠো ন বিরোধঃ। তথাহি—অগ্নয়স্তাবৎ "প্রাণো ব্রহ্ম" ইত্যুপদেশারম্ভে উদ্‌ঘোষয়ামাস, তদ্বৈব তু "এতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্ম" ইতি তস্য গুরুরপি উপদেশারম্ভে ব্রহ্ম এব উপদিদেশ। অথ এতয়োরন্তরালে এব "অথ হৈনং গার্হপত্যোঽনুশশাস" (৪।১১।১) ইত্যুবাচ। অনন্তরং—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি গত্যুপদেশাৎ পূর্ব্বমেব ব্রহ্মবিদ্যায়া অসমাপ্তেঃ তস্মাৎ ব্রহ্মবিদ্যামধ্যগতাগ্নিবিদ্যায়া ব্রহ্ম-বিদ্যাঙ্গত্বমবশ্যমেব নিশ্চয়ো ভবেৎ। "আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ছা° ৪।১৪।১, ইত্যস্যায়মভিপ্রায়ঃ—অদৌ ব্রহ্মবিদ্যামনুপদিশ্যাগ্ন্যুপাসনে নিযোজ্য চ গুরুঃ তীর্থযাত্রাঞ্চকার। তদলাভাদ্‌ক্ষীণে উপকোশলে তদারাধন প্রসন্নাঃ গার্হপত্যাদয়োঽগ্নয়ঃ স্ববিদ্যাং ব্রহ্মবিদ্যাঞ্চ উপদেশয়ামাসুঃ, তত্র তে ব্রহ্মস্বরূপমাত্রং কথিতবন্তঃ ন তু তস্য গুণাদি ন চ সাধকস্য গতিঞ্চ। অগ্নয়স্তু স্ববিদ্যামুপদিশ্য—

"আচার্য্যাদ্ধ্যেব বিদ্যা বিদিতা সাধীষ্টং প্রাপয়তীতি" ছা° ৫।৯।৩, ইতি বিদ্যায়াঃ সাধুতমত্ব

থাকে এবং সে যতদিন বাঁচিয়া থাকে ততদিন উজ্জ্বল জীবন ব্যতীত করে।" সুতরাং এই প্রকরণ পরব্রহ্ম প্রতিপাদক নহে, কিন্তু অগ্নিবিদ্যা প্রতিপাদক হয়।

সমাধান—আপনাদের এই প্রকার আশঙ্কার উত্তরে আমাদের শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ বলি-তেছেন—আন্তরালিকী ইত্যাদি। উপকোশল বিদ্যায় অন্তরে যে অগ্নিবিদ্যা বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গ হইবে। অর্থাৎ অগ্নিবিদ্যার চিত্তশোধনকারিরূপে গ্রহণ করা ব্রহ্মবিদ্যার অন্তরালে—মধ্যে পাঠ বা নিরূপণ করা কোন প্রকার বিরোধ হয় না।

এই স্থলে বক্তব্য এই যে—অগ্নিসকল "প্রাণ ব্রহ্ম" এই প্রকার উপদেশের প্রারম্ভে উদ্‌ঘোষ করিয়াছেন, পুনরায় সেই উপকোশলকে উপদেশ করিবার উপক্রমে "ইনি অমৃত, ইনিই অভয় ইনিই ব্রহ্ম" এই প্রকার উপকোশলকে তাঁহার গুরুদেব সত্যকাম জাবাল উপদেশারম্ভে ব্রহ্মকেই উপদেশ করেন। এই প্রকার এই উভয় ব্রহ্মোপদেশের অন্তরালেই "অনন্তর ইহাকে গার্হপত্য অগ্নি অনুশাসন-উপদেশ করিলেন" এইরূপ বলিয়াছেন। তাহার পর অগ্নিগণ "তোমার আচার্য্য তোমাকে গতিবিষয়ক উপদেশ করিবেন" এই প্রকার গতি উপদেশের পূর্ব্বে ব্রহ্মবিদ্যার অসমাপ্ত হেতু, সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে নিরূপণ করার জন্য এই অগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গই হইবে, ইহাই নিশ্চিত। "তোমার আচার্য্য তোমাকে গতি-বিষয়ক উপদেশ করিবেন" এই বাক্যের অভিপ্রায় এইরূপ—প্রথমতঃ শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ না করিয়াই অগ্নির আরাধনে নিযুক্ত করিয়া শ্রীগুরুদেব তীর্থদর্শন করিতে গমন করিলেন।

ব্রহ্মবিদ্যা লাভ না করায় উপকোশল ক্ষিন্নমনা হইলে, তাহার অর্চ্চনায় প্রসন্ন হইয়া গার্হপত্যাদি অগ্নিসকল নিজ বিদ্যা (অগ্নি বিদ্যা) এবং ব্রহ্মবিদ্যা বলিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রহ্মের রূপ গুণাদি ও সাধকের

প্রাপ্ত্যর্থং আচার্য্য এবাস্য ব্রহ্মণঃ সংযদ্‌বামত্বাদিগুণং তদুপাসনাক্ষিরাদিস্থানং অর্চ্চিরাদিকাং গতিঞ্চ উপদিশতু ইতি মত্বা—"আচার্য্যস্তু তে গতিং বক্তা" ইতি কথয়ামাসুঃ।

গতিগ্রহণমুপদেশস্তু বিদ্যাশেষ প্রদর্শনার্থম্। তস্মাদাচার্য্যোঽপি—"অহং তু তে তদ্ বক্ষ্যামি যথা পুষ্করপলাশ আপো ন শ্লিষ্যন্তে এবমেবং বিদি পাপং কর্ম্ম ন শ্লিষ্যতে ইতি" ছা০ ৫।১৪।৩ ইত্যুপক্রম্য—সংযদ্বামত্বাদি কল্যাণগুণগণবিশিষ্টং ব্রহ্ম স চাক্ষিস্থানোপাস্যঃ, তদুপাসকস্যার্চ্চিরাদিগতিমুপদিদেশ। 'অর্চ্চিষমেবাভিসম্ভবন্তি' ইতি (ছা০ ৪।১৫।৫) ইহ ছান্দোগ্যে যম্মিথো বৈশিষ্ট্যম্ অগ্নিবিদ্যাব্রহ্মবিদ্যয়োর্বৈশিষ্ট্যং সূত্রে স্ফুটম্।

তস্মাৎ সূত্রেঽস্মিন্ পরব্রহ্মণঃ স্ফুটং বৈশিষ্ট্যে 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি শব্দানাং ধর্ম্মিপরত্বং ব্যাখ্যাতমিতি সূত্রার্থঃ। ইতঃ পরম্ 'অতএব চ স ব্রহ্ম' ইতি সূত্রং নিম্বার্কভাষ্যে শ্রীভাষ্যে চ দৃশ্যতে ॥ ১৫ ॥

গতি উপদেশ করেন নাই। তাহা না করিয়া অগ্নিবিদ্যা উপদেশ করিয়া "আচার্য্য হইতে প্রাপ্ত বিদ্যাই নিজের অভীষ্ট প্রাপ্ত করায়" এই প্রকার ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পরম শ্রেষ্ঠতম বস্তুকে প্রাপ্তির নিমিত্ত আচার্য্যদেবই এই পরব্রহ্মের সংযদ্‌বামত্ব প্রভৃতি গুণ সকল ও তাঁহার উপাসনা, অক্ষি-হৃদয় আদি স্থান, তথা অর্চ্চিরাদি গতি, তোমার আচার্য্য তোমাকে উপদেশ করুক, ইহা অগ্নিসকল মনে ধারণা করিয়া "তোমার আচার্য্য তোমাকে গতি বিষয়ক উপদেশ করিবেন" এই প্রকার বলিলেন। এই গতি গ্রহণ করার উপদেশই বিদ্যাশেষ অর্থাৎ শিষ্যকে শ্রীগুরুদেবের বিদ্যা উপদেশ করা সমাপ্ত হইল' এই প্রকার প্রদর্শনের নিমিত্ত বুঝিতে হইবে।

সুতরাং আচার্য্য সত্যকামও "আমি তোমাকে তাহা বলিতেছি—যেমন পদ্মপত্র মধ্যে যে প্রকার জল স্পর্শ করে না, এইরূপ যে সাধক পরব্রহ্মকে জানে সে পাপকর্ম্মের দ্বারা আশ্লিষ্ট-সংযুক্ত হয় না" এই প্রকার উপদেশ করিতে প্রারম্ভ করিয়া—সংযদ্‌বামত্বাদি কল্যাণ গুণবিশিষ্ট পরব্রহ্ম, তাঁহার উপাসনার স্থান অক্ষিগোলক এবং সংযদ্‌বামত্বাদি গুণগণালঙ্কৃত অক্ষিপুরুষ ব্রহ্মের উপাসক সাধকের অর্চ্চিরাদি গতির উপদেশ করিয়াছিলেন।

"সংযদ্‌বাম ব্রহ্মের উপাসক অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করে। এই প্রকার ছান্দোগ্যোপনিষদে যে উভয়ের অগ্নিবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যার বৈশিষ্ট্য সূত্রে স্পষ্টভাবেই পরিলক্ষিত হইতেছে, সুতরাং অগ্নিবিদ্যা ব্রহ্মবিদ্যার অঙ্গই হয়। এই স্থলে সত্য জ্ঞান আনন্দ প্রভৃতি শব্দের ধর্ম্মিপরত্বরূপেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। অতএব এই সূত্রে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপে নিরূপিত হইলে "সত্য জ্ঞান অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম" ইত্যাদি শব্দের ধর্ম্মিপরতারূপে নিরূপণ করা হইল ইহাই সূত্রার্থ। ইহার পরে "অতএব তিনি ব্রহ্ম" এই প্রকার একটি ব্রহ্মসূত্র শ্রীনিম্বার্কভাষ্যে এবং শ্রীভাষ্যে অধিক দেখা যায় ॥ ১৫ ॥

ওঁ ॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৪।১৬।

উপনিষদং শ্রুতবতোঽধিগতরহস্যস্য শ্রুত্যন্তরে যা দেবযানাখ্যা গতিরুক্তা সা

অথ প্রকারান্তরেণ অক্ষিপুরুষস্য পরব্রহ্মত্বং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—শ্রুত ইতি। শ্রুতং বিজ্ঞাতং উপনিষদ্ রহস্যং পরব্রহ্মোপাসনং যেন স শ্রুতোপনিষৎকঃ, তস্য যা গতিঃ দেবযানাখ্যা শ্রুতৌ স্মৃতৌ চ প্রসিদ্ধা, তস্যাগতেঃ তত্র উপকোশলবিদ্যায়াম্ অভিধানাৎ কথনাৎ এতদ্ বাক্যস্থ-অক্ষিপুরুষো পরব্রহ্ম এব ইতি।

অথ গতিবর্ণনেনাপি অর্থাৎ অক্ষিস্থপুরুষোপাসকস্য যা গতিঃ সৈব অন্যেষাং পরব্রহ্মোপাসকানামপি ভবতীতি প্রতিপাদয়ন্তি—উপনিষদমিতি। অথ অন্যাসুপনিষৎসু—তত্র প্রশ্নোপনিষদি—১।১০, "অথোত্তরেণ তপসা ব্রহ্মচর্য্যেণ শ্রদ্ধয়া বিদ্যয়াত্মানমন্বিষ্যাদিত্যমভিজয়ন্তে, এতদ্ বৈ প্রাণানামায়তনমেতদমৃতমভয়মেতৎ পরায়ণম্ এতস্মাৎ ন পুনরাবর্ত্তন্তে" ছান্দোগ্যোপনিষদি—৫।১০।১-২ "তদ্ য ইত্থং বিদু র্যে

অনন্তর প্রকারান্তরের দ্বারা ভগবান্ সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ অক্ষিপুরুষের পরব্রহ্মত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—শ্রুত ইত্যাদি। উপনিষৎবিদ্যা জ্ঞানীর অন্যান্য শ্রুতিতে যে গতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। অর্থাৎ—যিনি বিশেষভাবে উপনিষৎ রহস্য পরব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞাত আছেন, তিনি শ্রুতোপনিষৎ ক, সেই শ্রুতোপনিষৎক সাধকের যে দেবযান রূপা গতির কথা শ্রুতি ও স্মৃতি শাস্ত্রাদিতে প্রসিদ্ধভাবে বর্ণন করিয়াছেন, সেই দেবযান গতির মহিমা এই উপকোশল বিদ্যাতেও নিরূপণ করিয়াছেন, এই কারণে এই প্রকরণস্থ অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই।

উপনিষৎ শ্রবণকারী—তাহার রহস্য অধিগত ব্যক্তির শ্রুত্যন্তরে যে দেবযান রূপা গতির কথা নিরূপিত হইয়াছে সেই গতি অক্ষিপুরুষ বিদ্বান উপকোশলেরও নিরূপণ করিতেছেন—"তাহারা অর্চ্চিগতিতে অধিষ্ঠিত হয়" ইত্যাদির দ্বারা। অনন্তর উপকোশল বিদ্যার ব্রহ্মবিদ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—গতি বর্ণনের দ্বারাও অর্থাৎ অক্ষিস্থপুরুষোপাসক সাধকের যে গতি ছান্দোগ্য উপনিষদে নিরূপণ করিয়াছেন, সেই গতি প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মোপাসকেরও হয় তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন—উপনিষৎ ইত্যাদি। অন্যান্য উপনিষৎ সকলে যে এই একই প্রকার গতির কথা নির্ণয় করিয়াছেন তাহা নিরূপণ করিতেছেন—প্রশ্নোপনিষদে এই প্রকার বর্ণনা আছে—যে সাধক সংসারভোগে বিরক্ত হইয়া ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ তপস্যার দ্বারা শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা পরব্রহ্মকে অন্বেষণ—আরাধনা করিয়া আদিত্যলোকে গমন করেন, এই পরব্রহ্মই প্রাণের আশ্রয় ইনিই অভয়, ইনিই অমৃত, ইনিই পরম আশ্রয়. এই ব্রহ্মকে লাভ করিলে পুনরায় আর পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে না।

ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণনা করিয়াছেন—যে ব্যক্তি এই প্রকার পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানে, যে মানব

এবেহাক্ষিপুরুষবিদ উপকোশলস্যোচ্যতে "অর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" (ছা° ৪।১৫।৫) ইত্যাদিনা।

চেমেঽরণ্যে শ্রদ্ধা তপ ইত্যুপাসতে তেঽর্চ্চিষম্" ইত্যারভ্যঃ—তৎ পুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি" ইতি। পুনঃ—৮।১৩।১, ব্রহ্মণোক্তাত্মবিদ্যা জ্ঞানিনঃ ফলমাহ—"অশ্ব ইব রোমাণি বিধূয় পাপং চন্দ্র ইব রাহোর্মুখাৎ প্রমুচ্য ধূত্বা শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসম্ভবামি" ইতি। অথ বৃহদারণ্যকোপনিষদি —৬।২।১৫ "তে য এবমেতদ্ বিদু র্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাং সত্যমুপাসতে তেঽর্চ্চিরভিসংভবন্তি অর্চ্চিষোঽহ রহ্ন আপূর্য্যমান পক্ষমাপূর্য্যমানপক্ষাদ্ যান্ ষন্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্ বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষোঽমানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ। ইতি। শ্রীগীতাসু—৮।২৪, "অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষন্মাষা উত্তরায়ণম্। তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥" শ্রীভাগবতে চ—২।২।৩১ "তেনাত্মনাত্মানমুপৈতি শান্তমানন্দমানন্দময়োঽবসানে। এতাং গতিং ভাগবতীং গতো যঃ স বৈ পুনর্নেহ বিষজ্জতেঽঙ্গ॥

ইত্যাদি শাস্ত্রান্তরে যা দেবযানাখ্যা গতিরুক্তা সা এব—উপকোশলস্যাপ্যুচ্যতে ছা° ৪।১৫।৫

অরণ্যে গমন করিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তপস্যার দ্বারা ব্রহ্মের আরাধনা করে তাহারা অর্চ্চিরাদিমার্গে গমন করে। এই প্রকার আরম্ভ করিয়া—অমানব পুরুষ অর্থাৎ শ্রীভগবানের দূত তাহাদিগকে ব্রহ্মলোক বা শ্রীভগবদ্ধামে লইয়া যান। পুনঃ অষ্টম অধ্যায়ে বর্ণিত আছে—ব্রহ্মা যে আত্মবিদ্যা উপদেশ করিয়াছেন—সেই বিদ্যাবিৎ সাধকের ফল নিরূপণ করিতেছেন—অশ্ব যেমন রোমাবলী বিধূনিত করিয়া স্বচ্ছ হয়, ব্রহ্মবিৎ সেই প্রকার পাপসকল বিধৌত করিয়া, চন্দ্র যেমন রাহুর মুখ হইতে মুক্ত হয়, সেই প্রকার বিশুদ্ধ হইয়া, কৃতাত্মা হইয়া পরব্রহ্মের গোলোকে গমন করে" ইত্যাদি।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে বর্ণিত আছে—যে মানব এই পঞ্চাগ্নি বিদ্যা জানে এবং যে মানব অরণ্যে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে উপাসনা করে, তাহারা অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করে, অর্চ্চি হইতে অহঃ, অহঃ হইতে আপূর্য্যমানপক্ষ, আপূর্য্যমানপক্ষ (শুক্লপক্ষ) হইতে উত্তরায়ণে গমন করে, এই মাস হইতে দেবলোক, তথা হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে বৈদ্যুৎলোক, বৈদ্যুৎলোক হইতে অমানব পুরুষ আসিয়া সাধককে ব্রহ্মলোকে গমন করান, সাধক ব্রহ্মলোকে চিরকাল নিবাস করে, তাহদের আর সংসারে পুনরাবৃত্তি হয় না ইত্যাদি।

শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে পার্থ! অগ্নি, জ্যোতিঃ দিবস, শুক্লপক্ষ, উত্তরায়ণের ছয়মাস, এই সকলে ব্রহ্মবিৎ যোগিগণ প্রাণত্যাগ করিলে পরব্রহ্ম লাভ করে, তাহাদের আর পুনরায় জন্ম হয় না। শ্রীভাগবত মহাপুরাণে বর্ণিত আছে—সেই সাধক শুদ্ধ জীবাত্মা কর্ত্তৃক সর্ব্বশেষ শান্ত, আনন্দ, আনন্দময় পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করে, হে রাজন্! যে সাধক এই ভাগবতী গতিতে গমন করিয়া শ্রীভগবানকে লাভ করে, সে আর কখনও এই সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয় না।

তস্মাচ্চ তথা ॥ ১৬ ॥

প্রতিবিম্বাদীনাং ত্রয়াণাং গ্রহণং ত্বিহ ন সম্ভবতীত্যাহ—

ওঁ ॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৪।১৭।

"অথ যদু চৈবাস্মিন্ শব্যং কুর্ব্বন্তি যদি চ নার্চ্চিষমেবাভিসংভবন্তি, অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমানপক্ষমাপূর্য্যমানপক্ষাদ্ যান্ ষড়ুদঙেতি মাসাং স্তান্ মাসেভ্যঃ সম্বৎসরং সংবৎসরাদাদিত্যমাদিত্যাচ্চন্দ্রমসং চন্দ্রমসো বিদ্যুতং তৎপুরুষোঽমানবঃ স এনান্ ব্রহ্ম গময়তি এষ দেবপথো ব্রহ্মপথ এতেন প্রতিপাদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্তং নাবর্ত্তন্তে নাবর্ত্তন্তে ॥

সঙ্গতিঃ—অথাস্যাধিকরণস্য **সঙ্গতিমাহুঃ**—তস্মাচ্চ তথেতি। শাস্ত্রান্তরেষু ব্রহ্মবিদো যা গতিরুক্তা তা অক্ষিপুরুষবিদপি লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৬ ॥

অথ প্রকারান্তরেণ যুক্তিমুপন্যস্য ধিকরণং সমাপয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অনবস্থিতেরিতি। প্রতিবিম্ব-দেবতাত্মা-জীবাদীনাম্ অক্ষিণি অনবস্থিতেঃ—নিয়মেন অবস্থানাভাবাৎ, অমৃতত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং

ইত্যাদি অন্যান্য শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রকর্ত্তৃক যে দেবযান গতির কথা বর্ণিত হইয়াছে সেই দেবযানগতিই উপকোশলবিদ্যাতেও নিরূপিত হইয়াছে অর্থাৎ সেই দেবযানগতি উপকোশলেরও হইয়াছে। উপকোশলবিদ্যায় এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—এই প্রকার ব্রহ্মবিদ্যাবিদের শরীর ত্যাগের পর তাহার পুত্রগণ ব্রহ্মবিদ্যাবিদের শব্য কর্ম্ম, শব সম্বন্ধ দাহাদি শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পাদন করুক, অথবা না করুক, সেই সাধক অর্চ্চিরাদি গতি প্রাপ্ত হয়, অর্চ্চি হইতে দিবা, দিবস হইতে শুক্লপক্ষ, শুক্লপক্ষ হইতে উত্তরায়ণ ছয়মাস, ঐ মাস হইতে সম্বৎসর, সম্বৎসর হইতে আদিত্যলোক, তথা হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ, বিদ্যুৎ লোক হইতে অমানব পুরুষ এই সাধককে ব্রহ্মলোকে গমন করান, এই মার্গটি দেবপথ ও ব্রহ্মপথ বলিয়া বিখ্যাত, মানব এই মার্গে পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে লাভ করিয়া এই মানবাবর্ত্তে—জন্মমৃত্যুরূপ আবর্ত্তনে আবর্ত্তিত হয় না, আবর্ত্তিত হয় না।

সঙ্গতি—অনন্তর এই অধিকরণের সঙ্গতি প্রকার নিরূপণ করিতেছেন—অতএব তথা। শাস্ত্রান্তরে ব্রহ্মবিদের যে দেবযান গতি নিরূপণ করিয়াছেন, সেই দেবযান গতি অক্ষিপুরুষবিদেরও লাভ হয় ইহাই অর্থ ॥ ১৬ ॥

অনন্তর অক্ষিপুরুষরূপে প্রতিবিম্ব-সূর্য্য-জীব এই পাদর্থত্রয়ের গ্রহণ, এই স্থলে কোন প্রকারে সম্ভব হইবে না তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। এই ভাবে প্রকারান্তরের দ্বারা যুক্তি উপন্যস্ত করতঃ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ অধিকরণ সমাপন করিতেছেন—অনবস্থিতি ইত্যাদি। অনবস্থিতি এবং অসম্ভব হেতু ইতর জীবাদি অক্ষিপুরুষ নহে। অর্থাৎ—প্রতিবিম্ব, দেবতাত্মা সূর্য্য, জীব প্রভৃতির চক্ষুরভ্যন্তরে

তেষাং চক্ষুষি নিয়মেন স্থিতেরভাবাদমৃতত্বাদের্নিরূপাধিকস্য তেষ্বসম্ভবাচ্চ নেতরঃ তেষামন্যতমঃ কোঽপ্যক্ষিস্থঃ। কিন্তু পরমাত্মৈব স ইতি ॥ ১৭ ॥

প্রতিবিম্বাদিষু অসম্ভবাৎ চ ন ইতরঃ পরমেশ্বরাদন্যঃ ছায়াদিঃ নাক্ষিপুরুষঃ প্রত্যেতব্যঃ কিন্তু শ্রীভগবানেব। তেষামিতি—প্রতিবিম্ব-সূর্য্য-জীবানাম্। তত্রাদৌ প্রতিবিম্বস্য অনবস্থিতিং প্রতিপাদয়ন্তি-প্রতিবিম্বস্য পুরুষান্তর-সন্নিধ্যায়ত্তত্বাৎ, যদা চক্ষুসন্নিধানে পুরুষান্তরস্তিষ্ঠন্তি তদৈব চক্ষুষি প্রতিবিম্বং দৃশ্যতে, যদাপসরতি তদা প্রতিবিম্বং ন দৃশ্যতে, তস্মাৎ তস্য নিয়মেনাবস্থিতেরসম্ভবঃ।

দেবতাত্মাসূর্য্যস্য অসম্ভবং প্রতিপাদয়ন্তি—"রশ্মিভিরেষোঽস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতঃ" বৃ০ ৫।৫।২, ইতি শ্রুত্যা সূর্য্যস্য রশ্মিদ্বারেণ চক্ষুষি স্থিতি শ্রবণাৎ ন তু স্বয়ং তত্র তিষ্ঠতি। কিঞ্চ নিশায়াং তস্য নিতরামভাবাৎ করণ প্রবর্ত্তকত্বমপি নোপপদ্যতে। তস্মাৎ সূর্য্যস্যাপি চক্ষুষি মিয়মেনাবস্থিতেরসম্ভবঃ। জীবস্য অসম্ভবং প্রতিপাদয়ন্তি—জীবস্য চ নিখিলেন্দ্রিয়াণামানুকূল্যায় নিখিলেন্দ্রিয়াশ্রয়ভূতে স্থানবিশেষে হৃদি অবস্থান শ্রবণাৎ তস্য তত্রাবস্থানং নিতরামসম্ভবঃ। কিঞ্চ তেষু "অমৃতমভয়ম্" ইত্যাদি ব্রহ্ম ধর্ম্মাণাং

অনবস্থিতি নিয়মিতভাবে অবস্থানের অভাব হেতু এবং অমৃতত্বাদি ধর্ম্ম সকলের প্রতিবিম্ব প্রভৃতিতে অসম্ভব হেতু, ইতর নহে, অর্থাৎ শ্রীপরমেশ্বর হইতে অন্য ছায়া-প্রতিবিম্বাদি অক্ষিপুরুষ নহে, এই প্রকার প্রত্যয় করিতে হইবে, কিন্তু অক্ষিপুরুষ শ্রীভগবানই।

তাহাদের মধ্যে অর্থাৎ—প্রতিবিম্ব, সূর্য্য, জীবের মধ্যে কাহারও চক্ষুগোলকে অবস্থানের অসম্ভব হেতু অক্ষিপুরুষ প্রতিবিম্ব নহে। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম প্রতিবিম্বের অনবস্থিতি প্রতিপাদন করিতেছেন—প্রতিবিম্ব তখনই সম্ভব হয়, যখন অন্য কোন পুরুষ কাহারও সান্নিধ্য লাভ হয়. সুতরাং প্রতিবিম্ব সান্নিধ্যায়ত্ত। অর্থাৎ—চক্ষুর সন্নিকটে অন্যপুরুষ আসিয়া উপস্থিত হইলেই তখনই চক্ষুমণ্ডলে প্রতিবিম্ব দেখা যায়, যখন ঐ পুরুষ অপসারিত হয় তখন প্রতিবিম্ব আর দেখা যায় না। অতএব প্রতিবিম্বের চক্ষুমণ্ডলে নিয়মপূর্ব্বক অবস্থানের অসম্ভব হেতু, অক্ষিপুরুষ প্রতিবিম্ব নহে, কিন্তু পরব্রহ্মই।

অনন্তর দেবতাত্মা সূর্য্যের নয়নে অবস্থান অসম্ভব প্রতিপাদন করিতেছেন—"রশ্মির দ্বারা সূর্য্য এই নয়নমণ্ডলে প্রতিষ্ঠিত আছেন" এই শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা সূর্য্য নিজ রশ্মি দ্বারা নয়নে অবস্থান করে এই প্রকার শ্রবণ করা যায়, কিন্তু সূর্য্য স্বয়ং নয়নে অবস্থান করে না, সুতরাং অক্ষিপুরুষ সূর্য্যও নহে। আরও বিশেষ কথা এই যে রাত্রিকালে সূর্য্যের নিতান্ত অভাব হেতু, তাহার করণপ্রবর্ত্তকত্বও যুক্তিসঙ্গতরূপে সিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ রাত্রিকালে সূর্য্য চক্ষুরিন্দ্রিয়কে রূপ গ্রহণের জন্যও প্রবর্ত্তিত করে না। অতএব সূর্য্যেরও নিয়মিতরূপে লোচনে অবস্থানের অভাব বশতঃ তিনিও অক্ষিপুরুষ নহেন, শ্রীভগবানই অক্ষিপুরুষ।

অনন্তর নেত্রমধ্যে জীবের অবস্থানও অসম্ভব, তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন—নিখিল ইন্দ্রিয়ের অনুকূলের নিমিত্ত নিখিল ইন্দ্রিয়ের আশ্রয়ভূত স্থানবিশেষে হৃদয়ে জীবের অবস্থান শ্রবণ করা যায়,

৫ ॥ অন্তর্য্যাম্যধিকরণম্ ॥

বৃহদারণ্যকে শ্রূয়তে (৩।৭।৩) "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ" ইতি। অত্র পৃথি-

---

সুতরাং অসম্ভবাৎ ন জীবাদয়ঃ। তস্মাৎ অক্ষিপুরুষঃ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব এব ইতি অধিকরণার্থঃ ॥ ১৭ ॥

॥ ইত্যন্তরাধিকরণং চতুর্থং সম্পূর্ণম্ ॥ ৪ ॥

৫ ॥ অন্তর্য্যাম্যধিকরণম্ ॥

অথ অন্তরাধিকরণে শ্রীভগবতোঽক্ষিপুরুষত্বং প্রতিপাদিতং ইদানীং সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বং প্রতিপাদয়িতুং অন্তর্য্যাম্যধিকরণারম্ভঃ।

বিষয়ঃ—অথান্তর্য্যাম্যধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—বৃহদারণ্যক ইতি। বৃহদারণ্যকোপনিষদি আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যসংবাদে আরুণিনা কাপ্যস্যূত্রমন্তর্য্যামিনং পৃষ্টে সতি উত্তরয়তি যাজ্ঞবল্ক্যঃ—য ইতি। যঃ পরমেশ্বরঃ সর্ব্বব্যাপক শক্ত্যা পৃথিবীমভিব্যাপ্যঃ তিষ্ঠন্নপি যঃ শ্রীভগবান্ সর্ব্বান্তর্য্যামিশক্ত্যা পৃথিব্যা

সুতরাং এই হেতু জীবের নয়নে অবস্থান করা অত্যন্ত অসম্ভব, অতএব জীব অক্ষিপুরুষ নহে। এবং অমৃতত্বাদি নিত্যধর্ম্মসকল প্রতিবিম্ব সূর্য্য ও জীবে অসম্ভব হেতু ইতর—তাহাদের কোন একটি অক্ষিস্থ পুরুষ নহে। কিন্তু শ্রীপরমাত্মাই অক্ষিপুরুষ। অতএব উপকোশল বিদ্যা প্রতিপাদিত নয়নমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী অক্ষিপুরুষ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই, ইহাই এই অন্তরাধিকরণের অর্থ ॥ ১৭ ॥

॥ এই প্রকার চতুর্থ অন্তরাধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৪ ॥

৫ ॥ অন্তর্য্যাম্যধিকরণ—

অনন্তর অন্তর্য্যামী অধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। অতঃপর পূর্ব্বে অন্তরাধিকরণ শ্রীভগবানের অক্ষিপুরুষত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, ইদানীং শ্রীভগবানের সর্ব্বান্তর্য্যামীত্ব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অন্তর্য্যাম্যধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন, ইহাই অধিকরণ সঙ্গতি।

বিষয়—এই প্রকার অন্তর্য্যামী অধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—বৃহদারণ্যক ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার শ্রবণ করা যায়—যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া পৃথিবীর অন্তরে অধিষ্ঠিত আছেন, পৃথিবী যাঁহাকে জানে না, পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাকে নিয়মন করেন, ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত" এই বাক্যে পৃথিবী প্রভৃতির অন্তরে নিবাসকর্ত্তা এবং তাহাদের সংযমন কর্ত্তা প্রতীত হইতেছে। অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে—

ব্যাদ্যন্তঃস্থো যময়িতা প্রতীতঃ। স কিং প্রধানং? জীবঃ? পরো বা? ইতি সংশয়ে, প্রধানমিতি তাবৎ প্রাপ্তং তদন্তঃস্থত্বাদেস্তত্র সম্ভবাৎ। কারণং হি কার্য্যেঽনুস্যূতং তস্য নিয়ন্তৃ চ ভবতি। প্রীতিপ্রদত্বাদাত্মত্বং তত্রোপচরিতং, ব্যাপ্তিযোগাদ্বা নিত্যত্বাদমৃতত্বঞ্চ তদিতি।

অন্তরে হৃদি তিষ্ঠতি, পরমগূঢ়রূপত্বহেতু র্যং স্বান্তর্য্যামিনং শ্রীভগবন্তং পৃথিবী স্বয়ং ন বেদ, ন জানাতি, যস্য পৃথিবী শরীরম্, যঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বনিয়ামকঃ পৃথিবীদেবতাং যময়তি নিয়ময়তি স্বব্যাপারে প্রেরয়তি, হে আরুণে! এষ প্রসিদ্ধঃ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ামকঃ তে তব আত্মা পরমপ্রেষ্ঠঃ, অমৃতশ্চ প্রাপ্যশ্চ। অত্র অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণবাক্যে পৃথিব্যাদীনাং সর্ব্বেষামন্তস্থ পুরুষঃ কশ্চিৎ যময়িতা-নিয়ামকঃ প্রতীতির্ভবতি। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বৃহদারণ্যকবাক্যে ভবতি সংশয়ঃ। পৃথিব্যাদ্যন্তর্য্যামী কিং প্রধানং ত্রিগুণাত্মিকাম্? উতো জীবাত্মা? কিম্বা পরঃ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরঃ? ইতি দ্বিকোটিকবাক্যং সংশয়ম্।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে সমুদ্ভাসিতে পূর্ব্বপক্ষমবতারয়ন্তি—প্রধানমিতি। বৃহদারণ্যক বাক্যেন যঃ পৃথিব্যাদেরন্তর্য্যামী কথিতম্ তৎ প্রধানমেব ভবিতুমর্হতি। তৎ সিদ্ধ্যৈ যুক্তিমাহুঃ—পৃথিব্যান্ত-

---

আরুণি যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদে আরুণি যাজ্ঞবল্ক্যকে কাপ্যসূত্র অন্তর্য্যামীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য এই প্রকার উত্তর প্রদান করিলেন—যিনি ইত্যাদি। যে পরমেশ্বর নিজ সর্ব্বব্যাপক শক্তির দ্বারা পৃথিবীর অন্তরে ও বাহিরে অবস্থান করিলেও শ্রীভগবান সর্ব্বান্তর্য্যামী শক্তির দ্বারা পৃথিবীর হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, পরম নিগূঢ় স্বরূপ হওয়া হেতু পৃথিবী নিজ অন্তর্য্যামী শ্রীভগবানকে জানেন না, কিন্তু ঐ পৃথিবী যাঁহার শরীর, অর্থাৎ যে সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ামক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব পৃথিবীদেবতাকে নিয়মিত, স্বব্যাপারে প্রেরণ করেন, হে আরুণে! এই প্রসিদ্ধ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ামক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব তোমার আত্মা-পরম প্রিয়তম, এবং অমৃত-পরম প্রাপ্য, ইনিই কপ্যাস সূত্রের অন্তর্য্যামী।

এই অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণবাক্যে পৃথিবী প্রভৃতি সকলের অন্তর্য্যামী পুরুষ কোন একজন নিয়মিতা ও নিয়ামক প্রতীতি হইতেছে, এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

সংশয়—এই বৃহদারণ্যক ব্রাহ্মণবাক্যে সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে—পৃথিবী প্রভৃতির অন্তর্য্যামী কি প্রধান? ত্রিগুণাত্মিকা জড়া প্রকৃতি পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী কি? অথবা অণুচৈতন্য জীবাত্মা অন্তর্য্যামী? কিম্বা পর, পরমেশ্বর সাক্ষাৎ শ্রীভগবান? এই প্রকার দ্বিকোটিক সংশয়বাক্য প্রতীতি হইতেছে। ইহাই সন্দেহবাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—বৃহদারণ্যকের অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে এই প্রকার সন্দেহ সমুৎপন্ন হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন—প্রধান ইত্যাদি। এই অন্তর্য্যামী ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইবে, কারণ প্রধানের পৃথিবীর অভ্যন্তরে নিবাস সম্ভব হয়, কারণই কার্য্যরূপে বিস্তৃত হইয়া তাহার নিয়ামক হয়, যদি

জীবো বা কশ্চিদ্ যোগী স স্যাৎ, সর্ব্বান্তঃ প্রবেশনান্তর্দ্ধানশক্তিভ্যাং নিয়ন্তৃত্বাদৃষ্টত্বাদেস্তত্র যোগাৎ। আত্মত্বামৃতত্বে চ তস্য মুখ্যে তস্মাৎ প্রধানজীবয়োরেকতরঃ স ইতি প্রাপ্তে—

ওঁ ॥ অন্তর্য্যাম্যধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৫।১৮।

স্থিতত্বাৎ প্রধানস্য, অত্র প্রধানং কারণং পৃথিবীং কার্য্যম্। কারণত্বাৎ তস্য নিয়ন্তৃত্বং—নিয়ামকত্বং সিদ্ধ্যত্যেব। প্রীতি—অমৃতত্বাদয়ো গুণাস্তত্র উপচর্য্যন্তে। তস্মাৎ প্রধানমেবান্তর্য্যামীতি।

অথ পক্ষান্তরং প্রতিপাদয়ন্তি—জীব ইতি। সর্ব্বান্তঃ প্রবেশনম্—তথাহি পাতঞ্জলে—৩।৩৮, "বন্ধকারণ শৈথিল্যাৎ প্রচার সংবেদনাচ্চ চিত্তস্য পরশরীরাবেশঃ" ইতি। অন্তর্দ্ধানমিতি—পাতঞ্জলে—৩।২১ "কায়রূপ সংযমাৎ তদ্গ্রাহ্যশক্তিস্তম্ভে চক্ষুঃ প্রকাশাসম্প্রয়োগেঽন্তর্দ্ধানম্" ইতি জীবস্য সর্ব্বনিয়ামকত্বাৎ, অনয়োরেকতরং অন্তর্য্যামী ভবতীতি পূর্ব্বপক্ষীয়ানামাশয়ঃ।

বলেন—প্রধানে আত্মা শব্দের সঙ্গতি কি প্রকারে হইবে? তদুত্তরে বলিব প্রীতিপ্রদত্তগুণের দ্বারা তাহাতে আত্মত্ব উপচরিত করা হয়, এই প্রকার প্রধান সর্ব্বব্যাপক হেতু, অথবা নিত্যত্ব গুণ প্রযুক্ত অমৃতত্ব সঙ্গত হয়। অর্থাৎ বৃহদারণ্যকে যে পৃথিবী প্রভৃতির অন্তর্য্যামিরূপে কথিত হইয়াছে তাহা প্রধানই হওয়া উচিত, পৃথিব্যাদির অন্তর্য্যামী যে প্রধান তাহা সিদ্ধির নিমিত্ত যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—পৃথিবীর অন্তরে অবস্থান করা হেতু প্রধানই অন্তর্য্যামী। কার্য্য কারণ অর্থাৎ—প্রধান কারণ, পৃথিবীকার্য্য। প্রধান পৃথিবীর কারণ হওয়ার জন্য সে তাহার নিয়ামক, সিদ্ধ হইতেছে। প্রীতি এবং অমৃতত্বাদি গুণসকল প্রধানে উপচার করা হইয়াছে, অতএব প্রধানই অন্তর্য্যামী।

অনন্তর পক্ষান্তর প্রতিপাদন করিতেছেন—জীব ইত্যাদি। বৃহদারণ্যক বাক্যে যে অন্তর্য্যামী কথা শ্রবণ করা যাইতেছে তাহা কোন মহাযোগপ্রভাব সম্পন্ন যোগিপুরুষ হইবে, যে-হেতু যোগিপুরুষ যোগ সিদ্ধির প্রভাবে সকল প্রাণীর অন্তঃকরণে প্রবেশ এবং অন্তর্দ্ধান হইতে পারে, এবং ঐ শক্তির প্রভাবে সকলের নিয়ামক, ও অদর্শনও হয়। আত্মত্ব অমৃতত্ব জীবে মুখ্যরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থাৎ—যোগী জীব যোগ সিদ্ধির প্রভাবে সকলের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তাহা পাতঞ্জলদর্শনের সূত্রের দ্বারা সিদ্ধ করিতেছেন—বন্ধের কারণ শিথিল হইলে এবং চিত্তের পূর্ণরূপে জ্ঞান হইলে চিত্তের পরশরীরে প্রবেশ করা সিদ্ধ হয়। অন্তর্দ্ধান বিষয়ে পাতঞ্জলদর্শনে এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—শরীরকে রূপে সংযম করিবার পরে যখন তাহার স্তম্ভন করার শক্তি স্তম্ভিত হইয়া যায়, তখন চক্ষুর প্রকাশ রূপের সহিত সম্বন্ধ রহিত হওয়ার জন্য যোগীর অন্তর্দ্ধান সিদ্ধি হয়। এই প্রকার জীবের সর্ব্বনিয়ামকত্ব সিদ্ধ হওয়ায় জীবই অন্তর্য্যামী হউক। সুতরাং জীব অথবা প্রধান এই উভয়ের মধ্যে একতর—জীব কিম্বা প্রধানই অন্তর্য্যামী হইবে, এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষকারিগণের অভিপ্রায়। এইরূপে পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

যোঽয়মধিদৈবাদিষু বাক্যেষু অন্তর্য্যামী শ্রুতঃ স পরেশ এব। কুতঃ? তদিতি। পৃথিব্যাদিসর্ব্বান্তঃস্থত্ব তদবেদ্যত্ব তন্নিয়ন্তৃত্ব বিভুবিজ্ঞানানন্দত্বামৃতত্বাদীনাং

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে প্রাপ্তে সিদ্ধান্তমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অন্তর্য্যামীতি। বৃহদারণ্যকবাক্যে অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্" ইতি পৃথিব্যাঃ অন্তর্য্যামিরূপেণ পঠ্যতে, পুনঃ "এষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্" বৃ° ৩।৭।১৪, ইতি অধিষ্ঠাতৃত্বাদিরূপেণ শ্রূয়তে, সোঽন্তর্য্যামী নিয়ন্তা পরমেশ্বর এব, কুতঃ? তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ, তত্রান্তর্য্যামিবাক্যে পরব্রহ্মণো ধর্ম্মাণাং নির্দ্দেশাৎ।

অধিদৈবাদিষু—ইতি। বৃহদারণ্যকে—৩।৭।১৪, "যস্তেজসি তিষ্ঠংস্তেজসোঽন্তরো যং তেজো ন বেদ যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেতোঽন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিদৈবতমথাধিভূতম্। যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরো যং সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতমথাধ্যাত্মম্। ৩।৭।১৪। যঃ প্রাণে তিষ্ঠন্ প্রাণাদন্তরো যং প্রাণো ন বেদ যস্য প্রাণঃ শরীরং যঃ প্রাণমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥ (বৃ° ৩।৭।১৬)

সিদ্ধান্ত—অন্তর্য্যামী অধিকরণে এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রাপ্ত হইলে ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত-পক্ষ বলিতেছেন—অন্তর্য্যামী ইত্যাদি। অন্তর্য্যামী অধিদৈবত প্রভৃতিতে পরব্রহ্মের ধর্ম্ম সকলের নির্দ্দেশ হেতু অন্তর্য্যামী পরব্রহ্মই হইবে, প্রধান অথবা জীব নহে। অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে "যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া" এই প্রকার পৃথিবীর অন্তর্য্যামী রূপে পাঠ করেন, পুনরায় "ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত, এই প্রকার অধিদৈবতা, অতঃপর অধিভুত" ইত্যাদি অধিষ্ঠাতাদি রূপে শ্রবণ করা যায়, সেই অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা শ্রীপরমেশ্বরই। কারণ—তাঁহার ধর্ম্ম ব্যপদেশ হেতু, অর্থাৎ অন্তর্য্যামী বাক্যে পরব্রহ্মের ধর্ম্মসকল নির্দ্দেশ করা হেতু অন্তর্য্যামী পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব, অন্য কেহ নহে।

অধিদৈবাদি বাক্য সকলের মধ্যে যাঁহাকে অন্তর্য্যামিরূপে শ্রবণ করা যায় তিনি পরমেশ্বরই হইবেন। অধিদৈবাদি বাক্য বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই প্রকার বর্ণিত আছে—যিনি তেজের মধ্যে অবস্থান করিয়া, তেজের অন্তরে, তেজ যাঁহাকে জানে না, যাঁহার তেজ শরীর, যিনি তেজের অন্তরে অবস্থান করিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত, ইহা দেবতা অধিকৃত উপাসনা, অতঃপর ভূতাধিকৃত উপাসনা বলিতেছেন—যিনি ভূতসকলে অবস্থান করিয়া, যিনি সকল ভূতের অন্তরে, যাঁহাকে ভুতসকল জানিতে পারে না যাঁহার ভূতসকল শরীর, যিনি সকল ভূতের অন্তরে অধিষ্ঠান হইয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত, ইহা ভূতাধিকৃত উপাসনা, অনন্তর অধ্যাত্ম বিষয়ক উপাসনা বর্ণনা করিতেছেন—যিনি প্রাণে অবস্থান করিয়া, যিনি প্রাণের অন্তরে, প্রাণ

তদ্ধর্ম্মানামিহোক্তেঃ ॥ ১৮ ॥

ওঁ ॥ ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৫।১৯

ইত্যাদি বাক্যেষু য আত্মা অন্তর্য্যামিত্বেন শ্রুতঃ স পরেশঃ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ। কুতঃ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেষামন্তর্য্যামী? ইত্যপেক্ষায়ামাহুঃ—তদিতি। পৃথিব্যাদি সর্ব্বান্তঃস্থত্ব—"সর্ব্বেভ্যো ভূতেভ্যোঽন্তরঃ" অবেদ্যত্ব—"যং সর্ব্বাণি ভূতানি ন বিদুঃ" তন্নিয়ন্তৃত্ব—"যঃ সর্ব্বাণি ভূতান্যন্তরো যময়তি" বিভুত্ব—"যঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্" বিজ্ঞানাদি—"বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম" বৃ: ৩।৯।২৮ ইত্যাদীনাং নিত্য চিদ্ধর্ম্মাণাং ইহ পরব্রহ্মণ্যেব বিদ্যমানত্বাৎ শ্রীগোবিন্দদেব এবান্তর্য্যামীতি ॥ ১৮ ॥

অথ প্রধানপক্ষং নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—ন চেতি। ন চ স্মার্ত্তম্—কপিলস্মৃতি বর্ণিতং প্রধানং অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্যং ন ভবতি। কুতঃ? অতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ। প্রকৃতের্ধর্ম্ম তদ্ধর্ম্ম, ন

যাঁহাকে জানিতে পারে না, যাঁহার প্রাণ শরীর, যিনি প্রাণের অন্তরে অধিষ্ঠিত হইয়া তাহাকে নিয়মিত করেন ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী অমৃত।

ইত্যাদি বাক্যসকলে যে আত্মা ও অন্তর্য্যামিত্বাদিরূপে শ্রবণ করা যায় তিনি পরেশ পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব।

কি কারণে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব সকলের অন্তর্য্যামী? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তাহা ইত্যাদি। এই অন্তর্য্যামি প্রকরণে পরব্রহ্মের নিত্যধর্ম্মসকল নিরূপণ করিয়াছেন। ধর্ম্মসকল এই প্রকার পৃথিব্যাদি সকলের অন্তর্য্যামীত্ব, তাহাদের অবেদ্যত্ব, তাহাদের নিয়ামকত্ব, বিভুত্ব, বিজ্ঞাতৃত্ব, আনন্দত্ব অমৃতত্ব প্রভৃতি পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবের ধর্ম্মসকল এই অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণে বর্ণন করা হেতু অন্তর্য্যামী তিনিই। অর্থাৎ শ্রীভগবান্ যে পৃথিব্যাদি সকলের অন্তর্হৃদয়ে অবস্থান করেন তাহা বলিতেছেন—শ্রী ভগবান সকল ভূতের অন্তরে নিবাস করেন। তিনি অবেদ্যত্ব—যাঁহাকে ভূতসকলে জানিতে পারে না। সকলের নিয়ামক—যিনি ভূত সকলের অন্তরে অধিষ্ঠান হইয়া সকলকে সংযমিত করেন। বিভুত্ব—যিনি সকল ভূতে অবস্থান করেন। বিজ্ঞানাদি—তিনি বিজ্ঞানস্বরূপ আনন্দময় ব্রহ্ম। ইত্যাদি নিত্য চিদ্ধর্ম্ম সকলের এই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই বিদ্যমান হেতু শ্রীগোবিন্দদেবই অন্তর্য্যামী, প্রধান অথবা জীব নহে ॥ ১৮ ॥

অতঃপর ভগবান শ্রীবাদরায়ণ প্রধান পক্ষ নিরাকরণ করিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। এই অন্তর্য্যামী স্মার্ত্ত—প্রধান নহে, কারণ—অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে জড় প্রধানের ধর্ম্ম নিরূপণ করা হয় নাই এই হেতু। অর্থাৎ—স্মার্ত্ত কপিলস্মৃতি বর্ণিত প্রধান অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য নহে, প্রধান কেন অন্তর্য্যামী শব্দবাচ্য নহে? কারণ—তাহার ধর্ম্ম কথন না হওয়া হেতু। প্রকৃতির ধর্ম্ম—তদ্ধর্ম্ম, তাহার ধর্ম্ম নহে—অতদ্ধর্ম্ম,

উক্ত হেতুভ্যঃ স্মার্ত্তং প্রধানমন্তর্য্যামীতি ন বাচ্যম্। কুতঃ ? অতদিতি। "অদৃষ্টো দ্রষ্টাঽশ্রুতঃ শ্রোতাঽমতোমন্তাঽবিজ্ঞাতো বিজ্ঞাতা নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা নান্যোঽতোঽস্তি শ্রোতা নান্যোঽতোঽস্তি মন্তা নান্যোঽতোঽস্তি বিজ্ঞাতৈষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতোঽতোঽন্যদার্ত্তম্"

তদ্ধর্ম্ম অতদ্ধর্ম্ম অভিলাপাৎ—কথনাৎ, অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণে প্রকৃতের্জড়ত্বাদি ধর্ম্মাণামকথনাৎ। উক্তহেতুভ্য ইতি। পৃথিব্যাদেঃ কারণত্বাৎ, "মূল প্রকৃতিরবিকৃতিঃ" ইতি কারিকোক্তেঃ। সত্ত্বাধিক্যাৎ প্রীতি প্রদত্বম্। ব্যাপ্তিযোগাৎ সর্ব্বব্যাপকত্বম্। ইতি হেতুভ্যঃ প্রধানমন্তর্য্যামীতি শঙ্কাং নিরাকুর্ব্বন্তি—কুতঃ—ইতি।

অথ তস্য ধর্ম্মাভাবত্বং শ্রুতিপ্রমাণেন দ্রঢ়য়ন্তি—অদৃষ্ট ইতি। নন্থ পৃথিব্যাদি দেবতা মহাভাগাঃ সত্যো মনুষ্যাদিবদাত্মনি তিষ্ঠন্তমাত্মনো নিয়ন্তারমন্তর্য্যামিনং ন বিদুরিত্যত আহ—অদৃষ্ট ইতি। ন দৃষ্টং ন বিষয়ীভূতঃ কস্যচিৎ চক্ষুর্দর্শনস্য, কিন্তু স্বয়ং চক্ষুষি সন্নিহিতত্বাৎ স এ দ্রষ্টা, এবঞ্চ অশ্রুতঃ—কস্যচিৎ শ্রবণগোচরতামনাপন্নঃ সন্ স্বয়ং তু অলুপ্তশ্রবণশক্তিঃ সর্ব্বেষাং শ্রবণেষু বিদ্যমানত্বাৎ শ্রোতা। তথা অমত ইতি।

অভিলাপাৎ—কথনহেতু, অন্তর্য্যামী ব্রাহ্মণে প্রকৃতির জড়ত্বাদি ধর্ম্মসকলের নিরূপণ না হওয়ায় প্রধান অন্তর্য্যামী নহে।

পূর্ব্বকথিত হেতু সকলের দ্বারা কপিলস্মৃতি বর্ণিত প্রধান অন্তর্য্যামী এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ—অতদিত্যাদি। পূর্ব্বকথিত হেতু সকল হইতে—ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবী প্রভৃতির সর্ব্বকারণ হওয়ার জন্য, মূল প্রকৃতি অথবা প্রধান অবিকৃত, সে কাহারও কারণ কার্য্য নহে। সত্ত্বাধিক্য হেতু প্রধান প্রীতিও প্রদান করে এবং সকল বস্তুতে ব্যাপিয়া থাকা হেতু প্রধানই সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং অন্তর্য্যামীও প্রধান। এই সকল কারণের দ্বারা প্রধানই যে অন্তর্য্যামী, এই আশঙ্কা নিরাকরণ করিতেছেন—কেন ? ইত্যাদি।

অতঃপর প্রধানের ধর্ম্মাভাব প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত শ্রুতিবাক্য প্রমাণিত করিতেছেন—অদৃষ্ট ইত্যাদি। তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, তিনি সকলকে দেখেন, তিনি শ্রবণগোচর হয়েন না, তিনি সকল শ্রবণ করেন। তাঁহাকে কেহ মনন করিতে পারে না, তিনি সকলের মন্তা, তাঁহাকে কেহ জানে না, তিনি সকলকে জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই, মন্তা নাই, বিজ্ঞাতা নাই। ইনি তোমার আত্মা অন্তর্য্যামী এবং অমৃত, ইনি ভিন্ন আর অন্য সকল আর্ত্ত।

এই প্রকার অন্তর্য্যামি ব্রাহ্মণের বাক্যশেষে যে সকল দর্শন কর্তৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্ম শ্রবণ করা যায় তাহা প্রধানে অসম্ভব হেতু প্রধান অন্তর্য্যামী নহে। শঙ্কা—মহাভাগ্যবান্ পৃথিবী প্রভৃতি দেবতা হইয়াও মানবের সমান নিজ অন্তরে বিরাজিত নিজের অন্তর্য্যামী নিয়ন্তাকে কেন জানিতে পারেন না ? সমাধান —এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অদৃষ্ট ইত্যাদি। দর্শন করা যায় না, অর্থাৎ চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় হয়েন না যিনি তিনি অদৃষ্ট, কিন্তু তিনি স্বয়ং চক্ষুর মধ্যে অবস্থান করা হেতু তিনিই দর্শন কর্ত্তা, অন্য কেহ

(বৃ· ৩।৭।২৩) ইতি বাক্যশেষ শ্রুতানাং দ্রষ্টৃত্বাদীনাং তস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ১৯ ॥

ওঁ ॥ শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ওঁ ॥

১।২।৫।২০।

কস্যচিৎ মনন বিষয়তামনাপন্নঃ স্বয়ং তু সর্ব্বেষাং মনসি বিদ্যমানত্বাৎ মন্তা। এবঞ্চ অবিজ্ঞাত ইতি।

ইদমিত্থম্ভাবেন নিশ্চয়গোচরতাভাবঃ স্বয়ং তু অবিলুপ্তজ্ঞানশক্তিত্বাৎ সর্ব্বেষাং জ্ঞানোৎপাদকত্বাচ্চ বিজ্ঞাতা॥ অতোঽস্মাৎ কারণাৎ স সর্ব্বান্তর্য্যামিনং বিনা অন্যে দ্রষ্টাদয়ো ন সন্তীতি এব তে আত্মান্তর্য্যামী, অতোঽন্যদিতি—সর্ব্বান্তর্য্যামিনঃ সর্ব্বেশ্বরাৎ শ্রীগোবিন্দদেবাৎ সর্ব্বমন্যৎ আর্ত্তং দুঃখপ্রদং, যদ্বা তদারাধনং বিনা সর্ব্বে দুঃখভাজো ভবন্তি ইতি। তস্মাৎ দ্রষ্টৃত্বাদীনাং ধর্ম্মাণাং তস্মিন্ প্রধানে কেনাপি প্রকারেণ অসম্ভবাৎ, অন্তর্য্যামী ভবিতুং নার্হতি প্রধানমিতি ভাবঃ॥ ১৯॥

অথ সঙ্গতিমুখেন শারীরং নিবারয়ন্নন্তর্য্যামিনং প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—শারীরশ্চেতি। শারীরশ্চ জীবোঽপি ন অন্তর্য্যামী, যতঃ—উভয়েঽপি কাণ্বশাখিনঃ, মাধ্যন্দিনশাখিনশ্চ অন্তর্য্যামিনো ভেদেন নিয়ম্যত্বেন এনং শারীরং যোগী জীবং অধীয়তে কথয়ন্তি ইত্যর্থঃ।

নহে। এই প্রকার অশ্রুত – এই অন্তর্য্যামী কাহারও শ্রবণ গোচর না হইয়া স্বয়ং কিন্তু অলুপ্ত শ্রবণশক্তি সম্পন্ন হইয়া সকলের শ্রবণেন্দ্রিয়ে বিদ্যমান হেতু তিনিই শ্রবণ কর্ত্তা। এইরূপ অমন্তা—শ্রীভগবান কাহারও মননের বিষয়তা প্রাপ্ত না হইয়া স্বয়ং কিন্তু সকলের মনে অবস্থান করেন সুতরাং তিনিই মননকর্ত্তা এবং অবিজ্ঞাত—শ্রীপরমেশ্বর এই প্রকার তিনি এই রূপ নহেন" ইত্যাদি ভাবে নিশ্চয় করিয়া কাহারও গোচর হয়েন না, তিনি স্বয়ং অবিলুপ্ত জ্ঞান শক্তিমান হওয়া হেতু এবং সকলের জ্ঞানোৎপাদক হওয়ার কারণ তিনি বিজ্ঞাতা। অতএব এই সকল কারণ হেতু সেই অন্তর্য্যামী বিনা অন্য কেহ দ্রষ্টা নাই; অতএব ইনি তোমার অন্তর্য্যামী।

ইহা হইতে অন্য অর্থাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বেশ্বর শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব হইতে অন্য সকল আর্ত্ত অর্থাৎ দুঃখপ্রদানকারী, অথবা যাহারা শ্রীগোবিন্দদেবের আরাধনা করে না তাহারা দুঃখের ভাগী হইয়া থাকে। অতএব দ্রষ্টৃত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসকলের সেই জড় প্রধানে কোন প্রকারে সম্ভবের অভাব হেতু প্রধান অন্তর্য্যামী হইতে পারিবে না ইহাই ভাবার্থ॥ ১৯॥

অনন্তর সঙ্গতিমুখে শারীর অর্থাৎ জীবাত্মা নিবারণ করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ অন্তর্য্যামিকে প্রতিপাদন করিতেছেন—শারীর ইত্যাদি। শারীর—যোগিজীব অন্তর্য্যামী নহে কারণ উভয় শাখাই ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন। অর্থাৎ—শারীর যোগী জীব অন্তর্য্যামী নহে, যে হেতু উভয় কাণ্বশাখিগণ

নেত্যনুবর্ত্ততে, (১।২।৫।১৯) উক্তহেতুভ্যঃ শারীরো যোগিজীবোঽন্তর্য্যামীতি ন বাচ্যম্। কুতঃ ? হি যস্মাদুভয়ে কাণ্বামাধ্যন্দিনাশ্চ এনমন্তর্য্যামিতো ভেদেনাধীয়ন্তে "যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তি (বৃ° ৩।৭।২২) ইতি। "য আত্মানমন্তরো যময়তি" ইতি চ নিয়ম্য-নিয়ন্তৃস্বভাবেন ভেদং তয়োঃ পঠন্তীত্যর্থঃ। তস্মাৎ স শ্রীহরিরেব। সুবালোপনিষদি তু

পূর্ব্বসূত্রাৎ "ন" ইত্যস্য অনুবর্ত্তনমিতি। উক্তহেতুভ্য ইতি। যোগপ্রভাবেন পরশরীর প্রবেশনং পরান্তঃকরণজ্ঞানং অন্তর্দ্ধানাদিকং যৎ যোগিনাং প্রভাবং দৃশ্যতে তেভ্যো হেতুভ্যঃ। "যো বিজ্ঞানমন্তরো যময়তীতি" কাণ্বাঃ। অত্র বিজ্ঞান শব্দেন জীবাত্মা উচ্যতে। "য আত্মানমন্তরো যময়তীতি মাধ্যন্দিনাঃ মাধ্যন্দিন শতঃ ব্রা° বৃ° ১৪।৬।৭।৩০। অত্র আত্মাশব্দেন জীব উচ্যতে। তস্মাদিতি সর্ব্বান্তর্য্যামী সর্ব্বনিয়ামকঃ প্রকৃতি প্রবর্ত্তকঃ যোগিজনোপাস্যঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব।

অত্র সুবালোপনিষদ্‌বাক্যেন সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ ইতি যৎ পঠিতং তদ্দর্শয়ন্তি—"অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো, যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ।

এবং মাধ্যন্দিন শাখাধ্যায়িগণ অন্তর্য্যামী হইতে ভেদ—নিয়ম্যরূপে এই শারীর—যোগী জীবকে বর্ণনা করিয়াছেন ইহাই অর্থ।

পূর্ব্বসূত্র হইতে "ন" এই শব্দের অনুবর্ত্তন করিতে হইবে। পূর্ব্বোক্ত কারণ হইতে, অর্থাৎ যোগ প্রভাব দ্বারা পরের শরীরে প্রবেশ করা, পরের অন্তঃকরণের জ্ঞান দ্বারা, অন্তর্দ্ধান প্রভৃতি যে যোগিগণের প্রভাব দেখা যায়, ঐ কারণ হেতু শারীর যোগীজীব অন্তর্য্যামী হয়, এই কথা বলিতে পারেন না, যেহেতু উভয়ে কাণ্বশাখা এবং মাধ্যন্দিন শাখা এই জীবকে অন্তর্য্যামী হইতে ভেদ স্বরূপে নিরূপণ করিয়াছেন। "যিনি বিজ্ঞানের জীবের অন্তরে অবস্থান করিয়া জীবকে নিয়মিত করেন" এই প্রকার কাণ্বশাখায় পাঠ দেখা যায়।

এই স্থলে বিজ্ঞান শব্দের দ্বারা জীবাত্মাকে নিরূপণ করিতেছেন। "যিনি আত্মার অন্তরে অবস্থান করিয়া আত্মাকে নিয়মন করেন" এই প্রকার মাধ্যন্দিন শাখায় পাঠ দেখা যায়। এই স্থলে আত্মা শব্দের দ্বারা জীবকে প্রতিপাদন করিতেছেন। এই উভয় শাখার মন্ত্রে নিয়ম্য-নিয়ামক ভাবে, অর্থাৎ জীব শ্রীভগবান কর্ত্তৃক নিয়ম্য এবং শ্রীভগবান জীবের নিয়ামক, উপাস্য-উপাসক ভাব হেতু সর্ব্বান্তর্য্যামী, সর্ব্বনিয়ামক প্রকৃতি প্রবর্ত্তক, যোগিজনোপাস্য শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই অন্তর্য্যামী।

সুবালোপনিষদে কিন্তু পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া অব্যক্ত অক্ষর অমৃত পর্য্যন্ত অন্ত করিয়া শ্রীনারায়ণই অন্তর্য্যামী বলিয়া পাঠ করিয়াছেন। এই স্থানে সুবালোপনিষদের বাক্যের দ্বারা সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীনারায়ণ এই প্রকার যে পাঠ করিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত করিতেছেন—শরীরের অন্তরে

পৃথিব্যাদীনামব্যক্তাক্ষরামৃতান্তানাং শ্রীনারায়ণোঽর্য্যামীতি পঠিতম্ "অন্তঃ শরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্ যং পৃথিবী ন বেদ" (সু° ৭।১) ইত্যাদিনা ব্রাহ্মণেন ॥ ২০ ॥

যস্যাপঃ শরীরং যোঽপোঽন্তরে সঞ্চরন্ যমাপো ন বিদুঃ। যস্য তেজঃ শরীরং যস্তেজোঽন্তরে সঞ্চরন্ যং তেজো ন বেদ। যস্য বায়ু শরীরং যো বায়ুমন্তরে সঞ্চরন্ যং বায়ুর্ন বেদ। যস্যাকাশঃ শরীরং য আকাশমন্তরে সঞ্চরন্ যমাকাশো ন বেদ। যস্য মনঃ শরীরং যো মনোঽন্তরে সঞ্চরন্ যং মনো ন বেদ। যস্য বুদ্ধিঃ শরীরং যো বুদ্ধিমন্তরে সঞ্চরন্ যং বুদ্ধির্ন বেদ। যস্যাহঙ্কারঃ শরীরং যোঽহঙ্কারমন্তরে সঞ্চরন্ যমহঙ্কারো ন বেদ। যস্য চিত্তং শরীরং যশ্চিত্তমন্তরে সঞ্চরন্ যং চিত্তং ন বেদ। যস্যাব্যক্তং শরীরং যোঽব্যক্তমন্তরে সঞ্চরন্ যমব্যক্তং ন বেদ। যস্যাক্ষরং শরীরং যোঽক্ষরমন্তরে সঞ্চরন্ যমক্ষরং ন বেদ। যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ। এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাপহত পাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ" ইতি। (৭।১)। তস্মাৎ সর্ব্বান্তর্য্যামী অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকরঃ শ্রীগোবিন্দদেব এব, ন তু প্রধানজীবৌ ইত্যধিকরণার্থঃ ॥ ২০ ॥

॥ ইত্যন্তর্য্যাম্যধিকরণং পঞ্চমং সমাপ্তম্ ॥ ৫ ॥

যে হৃদয়গুহা আছে তাহাতে জন্মরহিত একমাত্র নিত্য শ্রীনারায়ণ, যাঁহার পৃথিবী শরীর, যিনি পৃথিবীর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাঁহাকে পৃথিবী জানিতে পারে না। যাঁহার জল শরীর, যিনি জলের অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাঁহাকে জল জানিতে পারে না। যাঁহার তেজ শরীর, যিনি তেজের অন্তরে বিচরণ করেন যাঁহাকে তেজ জানে না। যাঁহার বায়ু শরীর, যিনি বায়ুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাঁহাকে বায়ু জানে না। যাঁহার আকাশ শরীর, যিনি আকাশের অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাঁহাকে আকাশ জানিতে পারে না। যাঁহার মন শরীর, যিনি মনের অন্তরে নিবাস করেন, মন যাঁহাকে জানিতে পারে না। যাঁহার বুদ্ধি শরীর যিনি বুদ্ধির অন্তরে অবস্থান করেন, বুদ্ধি যাঁহাকে জানিতে পারে না। অহঙ্কার যাঁহার শরীর, যিনি অহঙ্কারের অন্তরে অবস্থান করেন, অহঙ্কার যাঁহাকে জানে না। যাঁহার চিত্ত শরীর, যিনি চিত্তের অন্তরে নিবাস করেন, যাঁহাকে চিত্ত জানিতে পারে না। যাঁহার অব্যক্ত শরীর, যিনি অব্যক্তের অন্তরে সঞ্চরণ করেন, অব্যক্ত যাঁহাকে জানে না। যাঁহার অক্ষর শরীর, অক্ষরের অন্তরে যিনি নিবাস করেন, অক্ষর যাঁহাকে জানিতে পারে না। যাঁহার মৃত্যু শরীর, যিনি মৃত্যুর অন্তরে সঞ্চরণ করেন, যাঁহাকে মৃত্যু জানিতে পারে না। ইনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, অপহত পাপ্মা, দিব্যগুণগণালঙ্কৃত, লীলাবিলাসী একমাত্র শ্রীনারায়ণ। শ্রীভগবানকে এই প্রকার বাক্যসমূহের দ্বারা পৃথিবী প্রভৃতি সকলের নিয়ামক, শাসক, অন্তর্য্যামী রূপে নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব সকলের অন্তর্য্যামী অনন্তকল্যাণগুণরত্নাকর শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবই হয়েন, কিন্তু জীব অথবা প্রধান নহে ইহাই অধিকরণের অর্থ নির্ণয় হইল ॥ ২০ ॥

॥ এই প্রকার পঞ্চম অন্তর্য্যামী অধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৫ ॥

৬ ॥ অদৃশ্যত্বাধিকরণম্ ॥

"অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে, যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রম্ । তদ-

৬ ॥ অদৃশ্যত্বাধিকরণম্ ॥

অথ পূর্ব্বত্র অন্তর্য্যাম্যধিকরণে প্রধান বিরোধিদ্রষ্টৃত্বাদি চেতন ধর্ম্মবশাৎ অচেতনং প্রধানং নান্তর্য্যামী ইতি প্রতিপাদিতম্, ইহ তদ্বিরোধি ধর্ম্মাশ্রবণাৎ ইহ অদৃশ্যত্বাদিগুণকং প্রধানং ভূতযোনিরস্তু ইতি প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি । যদ্বা—অন্তর্য্যাম্যধিকরণে সর্ব্বেষামন্তর্য্যামিনং শ্রীগোবিন্দদেবং প্রতিপাদিতম্ । অথাদৃশ্যত্বাদিগুণা অপি তস্য এব ইতি প্রতিপাদয়িতুমধিকরণারম্ভঃ ।

বিষয়ঃ—অথাদৃশ্যত্বাধিকরণস্য অথর্ব্ববেদোক্তমুণ্ডকোপনিষৎ বাক্যং বিষয়বাক্যরূপেণাবতারয়ন্তি—অথেতি । দ্বে বিদ্যে পরাপরে । তত্র সাঙ্গ-সশিরস্কবেদ এবা পরাবিদ্যা । অথ অপরা বিদ্যা কথনানন্তরং পরা বিদ্যা নিরূপয়তি—যয়া বিদ্যয়া, হ্লাদিনীসার সমবেত সম্বিৎ সাররূপয়া শ্রীভক্ত্যা, তদক্ষরং সর্ব্বোৎপাদকং প্রধান-জীব নিয়ামকং শ্রীগোবিন্দদেবমধিগম্যতে, স্বরূপতো গুণতশ্চ সম্যক্ জ্ঞায়তে সা পরা বিদ্যা ইতি শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ ।

৬ ॥ অদৃশ্যত্বাধিকরণ—

অনন্তর অদৃশ্যত্ব অধিকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন । অতঃপর পূর্ব্বে অন্তর্য্যামী অধিকরণে প্রধান বরোধি দ্রষ্টৃত্বাদি ধর্ম্ম অন্তর্য্যামিতে থাকা হেতু অচেতন প্রধান অন্তর্য্যামী নহে, ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন, এই স্থলে কিন্তু প্রধানের অবিরোধিধর্ম্মসকল শ্রবণ করা হেতু, অর্থাৎ এই স্থানে যে সকল ধর্ম্মের বর্ণনা করা হইবে তাহা প্রধানে বিদ্যমান হেতু অদৃশ্যত্বাদি গুণ যুক্ত প্রধানই ভূতযোনি হউক এই প্রকার প্রত্যুদাহরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল । অথবা—অন্তর্য্যামী অধিকরণে সকলের অন্তর্য্যামী শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ইহা প্রতিপাদন করিয়াছেন । অদৃশ্যত্বাদি গুণসকলও তাঁহারই, এই প্রকার নিরূপণ করিবার নিমিত্ত অধিকরণ প্রারম্ভ করিতেছেন, ইহা অধিকরণ সঙ্গতি প্রদর্শিত হইল ।

বিষয়—অতঃপর অদৃশ্যত্ব অধিকরণের অথর্ব্ব বেদোক্ত মুণ্ডক উপনিষদের বাক্য বিষয়বাক্যরূপে অবতারণা করিতেছেন—অথ ইত্যাদি । অনন্তর পরাবিদ্যা বর্ণন করিতেছেন, যাহার দ্বারা অক্ষরের অধিগম বোধ হয় । পরাবিদ্যার দ্বারা যে অক্ষরের বোধ হয় তিনি অদ্রেশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, চক্ষুরহিত অশ্রোত্র, পাণিপাদ রহিত, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, অতীবসূক্ষ্ম, অব্যয়, সেই ভূতযোনিকে ধীর ব্যক্তিগণ দর্শন করিয়া থাকেন । অর্থাৎ মুণ্ডকোপনিষদে পরা এবং অপরা এই দুইটি বিদ্যার কথা নিরূপণ করিয়াছেন । তন্মধ্যে সাঙ্গ বেদাঙ্গ এবং উপনিষদের সহিত বেদচতুষ্টয়ই অপরা বিদ্যা ।

অপরা বিদ্যা নিরূপণের পর পরা বিদ্যা নিরূপণ করিতেছেন—যে বিদ্যার দ্বারা, অর্থাৎ হ্লাদিনী

পাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং তদ্ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" (মুং

অথ পরাবিদ্যাবেদ্যঃ পরমাত্মনঃ স্বরূপমাহ যদিতি, যৎ পরাবিদ্যাধিগম্যঃ তৎ কীদৃশমিত্যপেক্ষয়ামাহ—তদিতি। যত্তদোর্নিত্যসম্বন্ধঃ। অদ্রেশ্যম্—অদৃশ্যম্ জ্ঞানেন্দ্রিয়ৈরলভ্যম্। অগ্রাহ্যম্—কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈরলভ্যম্। "নেন্দ্রিয়াণি নানুমানম্" ইতি শ্রুতেঃ। অগোত্রম্ গোত্রং মূলং মূলরহিতম্। যদ্বা বংশশূন্যম্, সর্ব্বমূলরূপত্বাৎ। অবর্ণং—ব্রাহ্মণাদিজাতিরহিতম্, প্রাকৃতবর্ণরহিতং বা। "য একোঽবর্ণঃ" ইতি শ্রুতেঃ। অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্—প্রাকৃত-জ্ঞানেন্দ্রিয়রহিতম্। অপাণিপাদম্—প্রাকৃত-কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিতম্। কিন্তু নিত্যস্বরূপানুবন্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয়বান্। তথাহি শ্বেতাশ্বতরে—৩।১৯, "জবনো গ্রহীতা" ইতি। ব্রহ্মসংহিতায়ামপি—৫।৩২, "অঙ্গানি যস্য সকলেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি পশ্যন্তি পান্তি কলয়ন্তি চিরং জগন্তি। আনন্দচিন্ময় সদুজ্জ্বল বিগ্রহস্য গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

নিত্যং—সদৈকরূপম্, নিত্য কৈশোর স্বরূপম্। "নবযৌবনঞ্চ" ইতি ব্রহ্মসংহিতায়াম্। শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলঃ ৩।২৮।১৭, "সন্তং বয়সি কৈশোরে ভৃত্যানুগ্রহকাতরম্" বিভুম্—সর্ব্বব্যাপ-

সার সমবেত সম্বিৎসার রূপা শ্রীভক্তির দ্বারা সেই অক্ষর সর্ব্বোৎপাদক প্রধান ও জীবের নিয়ামক শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব অধিগত স্বরূপতঃ এবং গুণতঃ সম্যক প্রকারে জ্ঞাত হয়েন, তাহা পরাবিদ্যা এই প্রকার শ্রুতির অভিপ্রায়।

অতঃপর পরাবিদ্যা বেদ্য পরমাত্মার স্বরূপ বর্ণনা করিতেছেন—যৎ ইত্যাদি। যাহাকে পরাবিদ্যার দ্বারা জানা যায় তিনি কি প্রকার? এই অপেক্ষায় বলিতেছেন—তৎ ইত্যাদি। 'যৎ' শব্দ এবং 'তৎ' শব্দের সম্বন্ধ নিত্য। অদ্রেশ্যম্—অদৃশ্য, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের দ্বারা ইহাকে লাভ করা যায় না। অগ্রাহ্যম্—কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহাকে পাওয়া যায় না, "ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীভগবানকে পাওয়া যায় না এবং অনুমানের দ্বারাও পাওয়া যায় না" শ্রুতি এই প্রকার বলিয়াছেন।

অগোত্র—গোত্র-মূল, মূলরহিত, অথবা পূর্ব্ববংশ শূন্য, কারণ তিনি সকলের মূলপুরুষ। অবর্ণ—ব্রাহ্মণাদি জাতিরহিত, কিম্বা প্রাকৃত বর্ণশূন্য। শ্রুতি শ্রীভগবানকে 'এক এবং অবর্ণ' বলিয়াছেন। অচক্ষু-শ্রোত্র-প্রাকৃত জ্ঞানেন্দ্রিয় রহিত। অপাণিপাদ—প্রাকৃত কর্ম্মেন্দ্রিয়রহিত। কিন্তু নিত্য স্বরূপানুবন্ধি সর্ব্বেন্দ্রিয় পরিপূর্ণ।

এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে বর্ণিত আছে—শ্রীভগবান্ অতীব বেগশালী এবং সর্ব্বগ্রহন কর্ত্তা। ব্রহ্মসংহিতায় বর্ণিত আছে—যাঁহার অঙ্গসকল সর্ব্ব ইন্দ্রিয় বৃত্তিমান, অর্থাৎ আনন্দপূর্ণ চিন্ময় পরম শোভাযুক্ত শ্রীবিগ্রহের অঙ্গসকল দর্শন করেন, পালন করেন এবং গ্রহণ করেন, গমনাদি ক্রিয়া সম্পাদন করেন, সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব আদিপুরুষকে আমি ভজনা করি।

নিত্য—সর্ব্বদা একরূপ, নিত্যকৈশোর স্বরূপ। ব্রহ্মসংহিতায় বলিয়াছেন—"যিনি নবযৌবন

১।১।৫।৬) ইতি। উত্তরত্র—দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অপ্রাণো হ্যমনাঃ

কম্। শ্রীগীতাসু –৯।৪, "ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্ত মূর্ত্তিনা" শ্রীভাগবতে শ্রীশুকঃ—১০।৯।১৩, ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্ব্বং নাপি চাপরম্ পূর্ব্বাপরং বহিশ্চান্তর্জগতো যো জগচ্চ যঃ॥" সুসূক্ষ্মম্—দুর্জ্ঞেয়ং, যদ্বা ভক্তিবিনা জ্ঞানযোগাদিনা গ্রহণাযোগ্যম্। অব্যয়ম্—অবিনাশী, যদ্বা স্বভক্তেভ্যঃ স্বাত্মপর্য্যন্ত দানেনাপি ব্যয়রহিতম্। ভূতযোনিম্—সর্ব্বেষামুদ্ভবস্থানম্। "তজ্জলানিতি" ছান্দোগ্যশ্রুতেঃ।

শ্রীভাগবতে—১।১।১, "জন্মাদ্যস্য যতঃ" তৈত্তীরিয়কে চ—৩।১-১,—"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ধীরাঃ পরিপশ্যন্তি—ঐকান্তিকাঃ শ্রীভক্তিমন্তঃ সর্ব্বতোভাবেন পশ্যন্তি, অনুভবন্তি চ। ইত্যেবং নির্ব্বণ্যঃ—উত্তরত্র চ এবং পঠ্যতে—দিব্য ইতি। দিব্যঃ—পরম মনোহর ক্রীড়াশালী। অমূর্ত্তঃ—সংযোগসম্বন্ধেন মূর্ত্তিরহিতঃ। যদ্বা—প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিতত্বে সতি দিব্যনিত্য কৈশোর বিগ্রহবান্। পুরুষঃ—পরম শোভাসম্পন্ন কমনীয় হস্তচরণাদি যুক্তাবয়ববিশিষ্টঃ। শ্রীভাগবতে—১।৭।৪, "অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণম্" স

পূর্ণ বিগ্রহ। শ্রীভাগবতে ভগবান্ শ্রীকপিলদেব বলিয়াছেন—যিনি নিত্যকৈশোর বয়সে সর্ব্বদা বিরাজিত এবং নিজ অনুগত সেবকগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য অত্যন্ত কাতর। বিভু—সর্ব্বব্যাপক, শ্রীগীতায় শ্রীভগবান বলিয়াছেন—আমি অব্যক্ত মূর্ত্তির দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত আছি। শ্রীভাগবতে শ্রীশুকদেব কহিলেন—হে রাজন্! যাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই, পূর্ব্ব নাই, অপর নাই এবং যিনি পূর্ব্ব অপর বাহির অন্তর সকল যিনি জগতের অভ্যন্তরে এবং জগৎ যাঁহাতে অধিষ্ঠিত আছেন। সুতরাং তিনি সর্ব্বব্যাপক। সুসূক্ষ্ম—দুর্জ্ঞেয়, শ্রীভক্তিবিনা কেবল জ্ঞানযোগাদির দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। অব্যয়—অবিনাশী, অথবা নিজ ভক্তগণকে স্বাত্ম পর্য্যন্ত দাম করিয়াও তাঁহার কোন প্রকার ব্যয় নাই। ভূতযোনি—সকলের উদ্ভবস্থান, ছান্দোগ্য শ্রুতি তাঁহাকে "তজ্জলান্" বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

শ্রীভাগবতে—যাঁহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগতের জন্ম স্থিতি ও লয় হয় সেই পরম সত্য পরমেশ্বরকে আমরা ধ্যান করি।" এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন। তৈত্তীরিয়ক উপনিষদে বর্ণিত আছে—যাহা হইতে এই ভূতসকল জাত হয়। সুতরাং তিনি ভূতযোনি। ধীরসকলে সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন—অর্থাৎ ঐকান্তিক শ্রীভক্তিমান সাধকগণ সম্যক প্রকারে দর্শন করেন এবং অনুভব করেন।

এই বাক্যের পরে—পুরুষ দিব্য মূর্ত্তিরহিত, তিনি অজ এবং বাহ্য অন্তরে অবস্থিত, তিনি প্রাণ ও মন রহিত, তিনি শুভ্র এবং অক্ষর হইতেও পরম শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ পূর্ব্বে ভূতযোনি প্রভৃতি বর্ণনা করিয়া উত্তরভাগে এই প্রকার পাঠ করিয়াছেন—দিব্য ইত্যাদি। দিব্য—পরম মনোহর ক্রীড়াশালী। অমূর্ত্ত সংযোগ সম্বন্ধের দ্বারা মূর্ত্তিরহিত। অথবা—প্রাকৃত মূর্ত্তিরহিত হইয়াও দিব্য নিত্য কৈশোর বিগ্রহবান। পুরুষ—পরমশোভাসম্পন্ন অতি কমনীয় হস্ত চরণাদি যুক্ত অবয়ব বিশিষ্ট। শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—শ্রীবাদরায়ণ শ্রীভক্তিযোগসমাধি দ্বারা পূর্ণ পুরুষকে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই পুরুষ সকল পদার্থের

শুভ্রোঽক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ ॥ (মু· ২।১।২) ইতি চ।

কিমত্র বাক্যদ্বয়ে প্রকৃতিপুরুষৌ ক্রমেণ প্রতিপাদ্যৌ ? কিম্বা পরমাত্মা এব। ইতি সন্দেহে—দ্রষ্টৃত্বাদিচেতনধর্ম্মাশ্রবণাৎ যোনিশব্দস্যোপাদানবাচিত্বাচ্চ প্রধানমেবাক্ষরং স্যাৎ।

"অক্ষরাৎ পরত পরঃ" (মু· ২।১।২) তু পুরুষো ভ:বৎ, সর্ব্ববিকারভূতাদক্ষরাৎ পরত্বস্যক্ষেত্রজ্ঞেঽপি যুক্তেঃ। তস্মাত্তাবেবাত্র বেদ্যাবিতি প্রাপ্তে—

এব পুরুষঃ সর্ব্বেষাং পদার্থানাং বাহ্যাভ্যন্তরে তিষ্ঠতি, ইতি সোঽজঃ সর্ব্ববাহ্যাভ্যন্তরে ইতি। এবং স এব অক্ষরাৎ প্রধানাৎ, পরতঃ—মহতঃ পরঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যর্থঃ। ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—ইত্যস্য বিষয়বাক্যদ্বয়স্য সংশয়মবতারয়ন্তি—কিমিতি সংশয়ঃ।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং সংশয়ে জাতে বাদী পূর্ব্বপক্ষমবতারয়তি—দ্রষ্টৃত্বাদীতি। বিষয়বাক্যে যে অদৃশ্যত্বাদয়ো ধর্ম্মা বর্ণিতাঃ তত্র চেতনশব্দাশ্রবণাৎ সর্ব্বৈ বিশেষণৈঃ প্রধানমেব ভবিতুমর্হতি নান্যঃ। কিঞ্চ "অক্ষরাৎ" ইত্যত্র জীব এব জ্ঞেয়ঃ। তস্মাৎ তৌ প্রধান-জীবৌ বেদ্যৌ ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

বাহিরে ও ভিতরে অবস্থান করেন, এই প্রকার ঐ জন্মরহিত অজ সকলের বাহ্য ও অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছেন এবং সেই পুরুষ অক্ষর প্রধান হইতে এবং পরত-মহৎ হইতেও পর-শ্রেষ্ঠ ইহাই অর্থ। এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপিত হইল।

সংশয়—এই প্রকার অদৃশ্যত্বাধিকরণে বিষয়বাক্যদ্বয়ে সংশয়ের অবতারণ করিতেছেন—কিম্ ? ইত্যাদি। এই মুণ্ডকোপনিষদের এই বাক্য দুইটিতে প্রকৃতি এবং পুরুষকে প্রতিপাদন করিতেছে কি ? কিম্বা ঐ বাক্য দুইটির প্রতিপাদ্য বিষয় পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব ? এই প্রকার সন্দেহ উৎপন্ন হইতেছে। ইহাই সংশয়বাক্য।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার মুণ্ডকোপনিষদ বাক্যে সংশয় উৎপন্ন হইলে বাদিগণ পূর্ব্বপক্ষের অবতারণা করিতেছেন…দ্রষ্টৃত্বাদি ইত্যাদি। দ্রষ্টৃত্বাদি যে সকল চেতনের ধর্ম্ম সেই দ্রষ্টৃত্বাদি চেতনধর্ম্ম শ্রবণের অভাব হেতু, এবং বিষয়বাক্যে যোনি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সুতরাং ঐ যোনি শব্দ উপাদান কারণ বাচক, অতএব প্রধানই অক্ষর শব্দ বাচ্য, অন্য কেহ নহে। অর্থাৎ বিষয়বাক্যে অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্ম সকল বর্ণনা করা হইয়াছে সেই স্থলে চেতন শব্দ না থাকার নিমিত্ত সকল বিশেষণের দ্বারা প্রধান হওয়া উচিত, পরমেশ্বর নহে। "অক্ষর হইতে, মহৎ হইতে শ্রেষ্ঠ" ইহা কিন্তু পুরুষ নিরূপিত হইল, কারণ সর্ব্ববিকার-ভূত অক্ষর হইতে পরত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব প্রয়োগ ক্ষেত্রজ্ঞে জীবে যুক্তিযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ অক্ষর হইতে শ্রেষ্ঠ জীবকেই জানিতে হইবে। অতএব তাহারা প্রধান এবং জীব বা পুরুষ এই স্থলে বেদ্য বা জানিবার বিষয়। এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষ প্রদর্শিত হইল।

ওঁ ॥ অদৃশ্যত্বাদিগুণকো ধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৩।২১।

অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মা পরমাত্মৈবোক্তযত্র বেদ্য। কুতঃ ধর্ম্মোক্তেঃ। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ। তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নামরূপমন্নঞ্চ জায়তে" ॥ (মু· ১।১।৯) দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ

সিদ্ধান্তঃ ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অদৃশ্য ইতি। অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ—মুণ্ডকশ্রুতৌ "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্" ইত্যাদিনা য উক্তঃ স পরব্রহ্ম এব নান্যৌ প্রধানজীবৌ, কুতঃ? ধর্ম্মোক্তেঃ। সর্ব্বজ্ঞত্ব—সর্ব্বনিয়ামকত্ব-সর্ব্বোৎপাদকত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্বাদি পরমাত্মৈকনিষ্ঠানাং ধর্ম্মাণাং কথনাৎ। মুণ্ডকশ্রুতিবাক্যে পূর্ব্বম্ অদৃশ্যত্বাদিধর্ম্মাঃ উত্তরং দিব্যাদিধর্ম্মাঃ পরব্রহ্মণ এব ধর্ম্মা ন তু অন্যেষাম্ কিঞ্চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিধর্ম্মাঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্য এব প্রমাণমুখেন প্রতিপাদয়ন্তি—য ইতি। যঃ পরাবিদ্যালভ্যঃ অদৃশ্যত্বাদি গুণবান্ ঊর্ণনাভিবৎ সর্ব্বসৃষ্টিসংহারকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞঃ—সামান্যেন সর্ব্বেষাং পদার্থানাং জ্ঞাতা, সর্ব্ববিৎ—বিশেষেণ-সর্ব্বেষাং পৃথিব্যাদি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থানাং বিশেষ জ্ঞানবান্, কিঞ্চ যস্য পরব্রহ্মণঃ জ্ঞানময়ং তপঃ। তপ ইতি—সর্ব্বজ্ঞস্য সৃষ্টিকরণরূপা ইচ্ছা।

তথাহি শ্রীভাগবতে—২।৯।২৩, "সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ। বিভর্ম্মি তপসা বিশ্বং বীর্য্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥" তস্মাদিতি—সৃজনোন্মুখাৎ সর্ব্বজ্ঞাৎ সর্ব্বশক্তিকাৎ স্রষ্টাদৌ ব্রহ্ম জায়তে,

---

সিদ্ধান্ত—এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবনা করিলে ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—অদৃশ্য ইত্যাদি। মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যে যে অদৃশ্যত্বাদি গুণযুক্ত তিনি পরব্রহ্ম, কারণ তাঁহার ধর্ম্মসকল এই প্রকরণে নিরূপিত হইয়াছে। অর্থাৎ—অদৃশ্যত্বাদি গুণক মুণ্ডকশ্রুতিতে যে অদৃশ্য অগ্রাহ্য ইত্যাদির দ্বারা যাঁহাকে নিরূপণ করিয়াছেন তিনি পরব্রহ্মই, অন্য প্রধান অথবা জীব নহে। কারণ এই স্থানে পরব্রহ্মের গুণসকল নির্ণয় হেতু। সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বনিয়ামকত্ব, সর্ব্বোৎপাদকত্ব, সর্ব্বেশ্বরত্বাদি পরমাত্মৈকনিষ্ঠ ধর্ম্মসকলের এই শ্রুতিবাক্যে বর্ণনা করা হেতু অক্ষর পরব্রহ্মই।

মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যে প্রথমে অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মসকল এবং পরে দিব্যাদি ধর্ম্মসমূহ একমাত্র পরব্রহ্মেরই ধর্ম্ম অন্য কাহারও নহে। কিন্তু সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেরই তাহা প্রমাণের দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন—য ইত্যাদি। যিনি পরাবিদ্যালভ্য, অদৃশ্যত্বাদি গুণবান ঊর্ণনাভির সদৃশ সকলের সৃষ্টি এবং সংহার কর্ত্তা। যিনি সর্ব্বজ্ঞ—অর্থাৎ সামান্যরূপে সকল পদার্থের জ্ঞাতা, সকল বস্তু পুর্ণরূপে জানেন। যিনি সর্ব্ববিৎ বিশেষরূপে সকল পৃথিবী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ সকলের বিশেষ জ্ঞানবান। আরও যে পরব্রহ্মের জ্ঞানময় তপস্যা। তপস্যা অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ভগবানের সৃষ্টিকরণরূপা ইচ্ছা।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে শ্রীভগবান বলিয়াছেন—হে পদ্মযোনে! আমি তপস্যার দ্বারাই এই সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করি, পুনরায় তপস্যার দ্বারা সৃষ্ট জগৎ সকল গ্রাস করি এবং এই সমগ্র বিশ্ব তপস্যার

পুরুষঃ" (মু· ২।১ ২) ইত্যাদিনা সর্ব্বজ্ঞত্বাদিতদ্ধর্ম্মকথনাৎ পরবিদ্যাবিষয়ত্বাচ্চ ॥ ২১ ॥

ব্রহ্ম চাত্র সত্যসঙ্কল্পস্য স্রষ্টুকামস্য শ্রীভগবতো বহিরঙ্গশক্তিভূতা প্রকৃতির্বোদ্ধব্যা। তথাহি শ্রীগীতাসু—১৪৩, "মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্। সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত! ॥"

অথ তত্র মহতি ব্রহ্মণি বীজ প্রদানানন্তরং 'নাম' যজ্ঞদত্তঃ কৃষ্ণদাসাদয়ো নাম জায়তে, রূপং—নীল পীতাদয়ঃ। অন্নম্—ব্রীহ্যাদি-মানব ভোজনযোগ্যং শস্যাদিঃ। এতানি সর্ব্বাণি তস্মাদেব জায়ন্তে ইত্যর্থঃ।

ননু"দিব্যোহ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ" ইত্যাদিনা প্রকৃতিজীবৌ প্রতিপাদিতৌ ইতি চেৎ তত্রাহঃ—ইত্যাদিনা, পরবিদ্যাবিষয়ত্বাৎ—ন চাত্র পরবিদ্যাবিষয়ং—প্রধানং ভবতি, নাপি জীবঃ, কিঞ্চ পরবিদ্যাপরপর্য্যায়ঃ শ্রীভক্তিগ্রাহ্যং শ্রীভগবানেব। তথাহি শ্রীগীতাসু—১৮।৫৫, "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।

সঙ্গতিঃ—তস্মাৎ অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মাঃ প্রধানজীবভিন্নস্য পরব্রহ্মণঃ শ্রীপুরুষোত্তমস্য এব ॥ ২১ ॥

দ্বারাই পালন করি, কারণ তপস্যাই আমার অতিশয় দুর্জ্জয় শক্তি। তাঁহা হইতে—অর্থাৎ সৃজনোন্মুখ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান শ্রীভগবান হইতে সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্ম জাত হয়, এই স্থলে ব্রহ্মশব্দের দ্বারা সত্যকাম সৃষ্টিকামী শ্রীভগবানের বহিরঙ্গ শক্তিভূতা প্রকৃতিকে বুঝাইতেছে। শ্রীগীতাবাক্যে এই প্রকার বর্ণনা আছে—শ্রীভগবান কহিলেন—হে ভারত! আমার যোনি অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বের উৎপাদক স্থান তাহাকে মহদ্ ব্রহ্ম বলে, আমি ঐ মহদ্‌ব্রহ্মে সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত গর্ভ ধারন করি এবং তাহা হইতে ভূতসকলের সম্ভব বা উৎপন্ন হয়।

অনন্তর সেই মহদ্ ব্রহ্মে বীজ প্রদানের পর তাহা হইতে নাম অর্থাৎ যজ্ঞদত্ত দেবদত্ত কৃষ্ণদাস প্রভৃতি নাম জাত হয় এবং নীল পীতাদি রূপসকলও তাহা হইতে উৎপন্ন হয়। অন্ন—ব্রীহি যব ধান্যাদি মানবের ভক্ষণ যোগ্য শস্য সকল জাত হয়। অর্থাৎ এই বস্তুসকল আমার শক্তিস্বরূপা মায়া বা প্রধান হইতেই সৃজন হয়। পুনরায় বলিতেছে—দিব্য, প্রাকৃতমূর্ত্তিরহিত এবং তিনি পুরুষ।

যদি বলেন—অমূর্ত্ত শব্দের দ্বারা প্রকৃতি এবং পুরুষ শব্দের দ্বারা জীবকে প্রতিপাদন করিতেছেন, ঈশ্বরকে নিরূপণ করেন না" তদুত্তরে বলিতেছেন—সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, অমূর্ত্ত, দিব্য, পুরুষ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা শ্রীভগবানের ধর্ম্ম কথন হেতু পূর্ব্বোক্ত বাক্যদ্বয়ে পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিতেছেন। কারণ—তিনি পরাবিদ্যার বিষয় হওয়া হেতু, এই স্থলে প্রধান বা জীব পরাবিদ্যার বিষয় নহে। আরও বিশেষ কথা এই যে—পরাবিদ্যার অপর নাম শ্রীভক্তি এবং এই শ্রীভক্তির দ্বারা শ্রীভগবানই গ্রাহ্য, অন্য কেহ নহে। শ্রীভগবান শ্রীগীতায় এই প্রকার বলিয়াছেন—হে অর্জ্জুন! আমি যে প্রকার, আমার ঐশ্বর্য্য যে রূপ এই সকল একমাত্র শ্রীভক্তির দ্বারাই যথার্থ জানিতে পারে।

ওঁ ॥ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৬।২২।

ইতরৌ প্রকৃতিপুরুষৌ তাভ্যাং ন বোধ্যৌ কুতঃ? বিশেষণেতি। "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ" (মু° ১।১।৯) ইত্যাদিনাক্ষরস্য বিশেষণাৎ। "দিব্যঃ" (মু° ২।১।২) ইত্যাদিনা স্মার্ত্তাৎ পুরুষাদ্

অথ সঙ্গতিমুখেন সাংখ্যপক্ষং নিরস্য সিদ্ধান্তয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—বিশেষণ ইতি। বিশেষণাৎ—সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বেশ্বরঃ সর্ব্বকারণঃ স্বেতরসর্ব্বনিয়ামকঃ প্রকৃতি প্রবর্ত্তক ইত্যাদি বিশেষণাৎ "অদ্রেশ্য" শ্রুতিবাক্যেন প্রধানং ন বোধ্যম্। কিঞ্চ ভেদব্যপদেশাৎ—সর্ব্বজ্ঞাল্পজ্ঞত্বাদি ভেদ কথনাৎ পুরুষং জীবমপি "দিব্যঃ" ইতি বাক্যেন ন বোধ্যম্।

তস্মাৎ বিশেষণ—ভেদব্যপদেশাভ্যাং নেতরৌ, ইতরৌ প্রকৃতিপুরুষৌ ন বোধ্যৌ। নমু মুণ্ডকোপনিষদ্ বাক্যে কুতো ন প্রকৃতি-পুরুষৌ প্রতিপ্রতব্যৌ তত্রাহুঃ—ইতরাবিতি। ইদমত্ররহস্যম্—

শৌনকঃ স্বগুরুম্ অঙ্গিরসং জিজ্ঞাসিতবান্ "কস্মিন্ নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি?" তদুত্তরে—অঙ্গিরসঃ সর্ব্ববিদ্যা প্রতিষ্ঠা ভূতাং ব্রহ্মবিদ্যামেবোপদিদেশ। তত্র ব্রহ্মবিদ্যায়া ভাগদ্বয়মস্তি, পরাপরঞ্চ। অপরাবিদ্যা তু শব্দব্রহ্ম এব। পরা বিদ্যা চ শ্রীভগবদ্ বশীকারিণী ভক্তিরূপা,

---

সঙ্গতি—অতএব অদৃশ্যত্বাদি ধর্ম্মসকল প্রধান এবং জীব ভিন্ন পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীশ্রীকৃষ্ণেরই ॥ ২১ ॥

অনন্তর সঙ্গতি মুখে সাংখ্যপক্ষ নিরসন করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন বিশেষণ ইত্যাদি। বিশেষণ এবং ভেদের ব্যপদেশ হেতু জীব ও প্রধান মুণ্ডক শ্রুতিবাক্যের প্রতিপাদ্য নহে। অর্থাৎ বিশেষণ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকারণ স্বেতরসর্ব্বনিয়ামক, প্রকৃতি প্রবর্ত্তক, ইত্যাদি বিশেষণ হেতু "অদ্রেশ্য" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের দ্বারা প্রধানকে বোধ করাইতেছে না, তথা ভেদব্যপদেশ—সর্ব্বজ্ঞ, অল্পজ্ঞ; বৃহৎ, অণু ইত্যাদি ভেদ নিরূপণ হেতু পুরুষ-জীবও "দিব্য" ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা বোধ করায় না। অতএব বিশেষণ এবং ভেদব্যপদেশ হেতু মুণ্ডকশ্রুতি প্রতিপাদিত বস্তু প্রধান বা জীব নহে। যদি বলেন—মুণ্ডক উপনিষদ্ বাক্যে জীব এবং প্রধানকে কি কারণে গ্রহণ করিবেন না?

তদুত্তরে বলিতেছেন—ইতর ইত্যাদি। ইতরদ্বয় প্রকৃতি এবং পুরুষ মুণ্ডক বাক্যদ্বয়ে বোধ হইতেছে না। কেন বোধ হইতেছে না? বিশেষণ বিদ্যমান থাকা হেতু। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ" ইত্যাদির দ্বারা অক্ষরের বিশেষণ বর্ণনা করিয়াছেন, "দিব্যলীলাবিলাসী" ইত্যাদির দ্বারা সাংখ্য স্মৃতি প্রতিপাদিত পুরুষ হইতে ভেদ নিরূপণ করিয়াছেন, অতএব মুণ্ডকোপনিষদের উভয় বাক্যেই সর্ব্বকারণ ভূত পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দদেবকেই প্রতিপাদন করিতেছেন।

এই প্রকরণের রহস্য এইপ্রকার—শৌনক নিজ শ্রীগুরু অঙ্গিরসের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন

ভেদোক্তেশ্চ। তস্মাদুভয়ত্রাপি সর্ব্বকারণভূতঃ পুরুষোত্তম বোধ্যেতি ॥ ২২ ॥

ওঁ ॥ রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৬।২৩।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্

যয়া তদ্ ব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব অধিগম্যতে। অত্র সর্ব্ববিদ্যাশ্রয়ত্বাৎ ব্রহ্মবিদ্যায়াঃ ব্রহ্মবিজ্ঞানেন সর্ব্বং বিজ্ঞাতং ভবতীতি ভাবঃ। ন চাত্র পরা বিদ্যাগম্যং প্রধানং জীবং বা। ন বা প্রধান জ্ঞানে, জীবজ্ঞানে বা সর্ব্ববিজ্ঞানং ভবতি, ন বা সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মাঃ তয়োর্বিদ্যন্তে। তস্মাৎ অদৃশ্যত্বাদিগুণকো পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবঃ পরাবিদ্যা বেদ্য ইতি ॥ ২২ ॥

অদৃশ্যত্বাদি প্রকরণে প্রধানজীবৌ কুতো ন গৃহ্যেতে তত্র সমাধানমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ— রূপোপন্যাসাচ্চ। রূপম্—"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণম্" "সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণম্" গী॰ ৮।৯ "মেঘাভং বৈদ্যুতাম্বরম্" গো॰ তা॰ পূ॰ ১০, ইত্যাদি শাস্ত্রেষু শ্রীভগবদ্রূপাণাম্ উপন্যাসাৎ বর্ণনাৎ অদৃশ্যত্বাদিগুণবান্ শ্রীগোবিন্দদেব এব ন তু জীবপ্রধানে।

ননু "অজামেকাং লোহিত শুক্লকৃষ্ণাম্" ইত্যাদৌ প্রকৃতিরপরপর্য্যায়-প্রধানস্য রূপশ্রবণাৎ কস্মাৎ

হে ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সকল বস্তুকে জানিতে পারা যায়? তদুত্তরে শ্রীগুরুদেব অঙ্গিরস নিজ শিষ্যকে সর্ব্ববিদ্যা যাহাতে প্রতিষ্ঠিত আছে সেই ব্রহ্মবিদ্যাকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এই স্থলে ব্রহ্মবিদ্যা দুইভাগে বিভক্তা আছে। প্রথমা অপরা বিদ্যা, দ্বিতীয়া পরা বিদ্যা, অপরাবিদ্যা কিন্তু বেদাদি শব্দ ব্রহ্ম। পরা বিদ্যা শ্রীভগবানকে বশীভূতকারিণী শ্রীভক্তিরূপা, যে বিদ্যার দ্বারা পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবকে জানিতে পারা যায়। এই স্থানের সারার্থ—ব্রহ্মবিদ্যা সকল বিদ্যার মূল আশ্রয় হওয়া হেতু, ব্রহ্ম বিজ্ঞানের দ্বারাই সকল বস্তুকে জানা যাইবে। ইহাই ভাবার্থ। কিন্তু পরাবিদ্যাগম্য প্রধান অথবা জীব নহে এবং প্রধানের জ্ঞান হইলে, কিম্বা জীবের জ্ঞান হইলে সকলের বিশেষ জ্ঞান হয়, অপর– সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্ম প্রধানে বা জীবে বিদ্যমান নাই। সুতরাং অদৃশ্যত্বাদিগুণক পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবই পরাবিদ্যা বেদ্য ॥ ২২ ॥

অদৃশ্যত্বাদি প্রকরণে প্রধান এবং জীবকে কেন গ্রহণ করা হয় নাই ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ তাহার সমাধান বর্ণন করিতেছেন – রূপ ইত্যাদি। অক্ষর-ভূতযোনি-পরব্রহ্মের রূপের উপন্যাস হেতু প্রধান বা জীব নহে। অর্থাৎ রূপ—"যখন সাধক স্বর্ণবর্ণ পরব্রহ্মকে দর্শন করে" যিনি সকলের ধারণকর্ত্তা, সূর্য্যসদৃশ অচিন্ত্যরূপ সম্পন্ন। যিনি নবীন মেঘের বর্ণ ও পীতাম্বর পরিহিত" ইত্যাদি শাস্ত্র সকলে শ্রীভগবানের রূপাদির উপন্যাস বর্ণনা করা হেতু অদৃশ্যত্বাদি গুণবান্ শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই হইবেন, কিন্তু জীব ও প্রধান নহে।

পুণ্যপাপেবিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি" (মু· ৩।১।৩) ইত্যক্ষরস্য ভূতযোনে রূপনিরূপণাচ্চ তথা। ইদং খলু পরমাত্মানো রূপং ন তু প্রকৃতেঃ ন বা জীবস্য ॥ ২৩ ॥

অদৃশ্যত্বাদিগুণকং প্রধানং ন ভবেদিতি চেৎ তত্রাহ—যদা" ইতি। পশ্যঃ—ব্রহ্মজ্ঞসাধকঃ যদা যস্মিন্ কালে, ন তু শুক্লাদৌ, অনেন শ্রীভক্তানাং শ্রীভগবৎপ্রাপ্তৌ কালাদেরনপেক্ষত্বাৎ। যদা পশ্যতে অপরোক্ষেণ সাক্ষাৎ স্বভাবানুসারেণ চ অনুভবং করোতি তদৈব তৎপ্রাপ্তির্ভবতি,

অথ শ্রীভগবন্তং বিশেষয়তি—রুক্মবর্ণমিতি। রুক্মবর্ণম্—পরমকমনীয়রূপম্। তথা চ—সৌন্দর্য্য-সৌকুমার্য্য-মাধুর্য্য-লাবণ্য-মার্দ্দব-সৌশীল্য-সৌগন্ধ্য-সৌস্বর্য্যাদি-অনন্তগুণগণালঙ্কৃত-ভক্তবাৎসল্যপারাবার শ্রীগোবিন্দদেবম্. ব্রহ্মযোনিম্—প্রকৃত্যুৎপাদকং কর্ত্তারম্—জগৎ কর্ত্তারম্, ঈশম্— সর্ব্বনিয়ামকং পুরুষং সর্ব্বান্তর্য্যামিনম্। সাধকো যদা লভতে তদা পাপপুণ্যে বিধূয় নিরস্য নিরঞ্জনঃ—প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ লক্ষণোপাধিরহিতঃ সন্ পরমং সাম্যং—সাধনাবির্ভাবিতগুণাষ্টকো ভবতীতি।

ন চাত্র ঈদৃশগুণাবলীং প্রধানে জীবে বা সম্ভবতি, ন বা তয়োর্জ্ঞানে জীবো মুক্তো ভবতি। কিঞ্চ তৈত্তিরীয়কাঃ—৩।১০।৭, "সুবর্ণ জ্যোতিঃ" ইতি পঠন্তি। পুনশ্ছান্দোগ্যে—১।৬।৬ "য এষোঽন্তরাদিত্যে

শঙ্কা—যদি বলেন—"লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণ বর্ণ বিশিষ্টা এক মাত্র অজা বা প্রকৃতি হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রকৃতির অপর নাম যে প্রধান তাহার রূপ শ্রবণ করা যায়, অতএব অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্ত প্রধান কেন হইবে না?

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন···যদা ইত্যাদি। যখন বিদ্বান্ সাধক সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বেশ্বর পুরুষ রুক্মবর্ণ পরব্রহ্মকে দর্শন করে, তখন বিদ্বান্ সাধক পুণ্য পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া নিরঞ্জন হইয়া পরম সাম্য লাভ করে। অর্থাৎ—পশ্য ব্রহ্মজ্ঞ সাধক যখন, যে কোন কালে, কিন্তু শুক্ল বা অর্চ্চিরাদিতে নহে। এতদ্দ্বারা শ্রীভগবদ্ ভক্তগণের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে কাল দেশ প্রভৃতির কোন অপেক্ষা নাই। ব্রহ্মসাধক যখন আরাধ্যদেবতাকে দর্শন করেন, অর্থাৎ অপরোক্ষরূপে ও নিজ ভাবানুসারে অনুভব করেন তখনই সেই সাধকের শ্রীভগবৎ প্রাপ্তি হয়।

অনন্তর শ্রীভগবানকে বিশেষণের দ্বারা বিশেষিত করিতেছেন রুক্মবর্ণ ইত্যাদি। রুক্মবর্ণ—পরম কমনীয় রূপ বিশিষ্ট। অনন্তর—সৌন্দর্য্য, সৌকুমার্য্য, মাধুর্য্য লাবণ্য, মার্দ্দব, সৌশীল্য, সৌগন্ধ্য, সৌস্বর্য্যাদি অনন্তগুণগণালঙ্কৃত, ভক্তবাৎসল্য পারাবার, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে এবং যিনি ব্রহ্মযোনি—প্রকৃতির উৎপাদক, কর্ত্তা— জগৎকর্ত্তা. ঈশ—সর্ব্ব নিয়ামক, পুরুষ সর্ব্বান্তর্য্যামী সাধক তাঁহাকে যখন লাভ করে, তখন পাপ পুণ্য বিদূরিত করিয়া নিরঞ্জন—প্রাকৃত দেহ সম্বন্ধ লক্ষণ উপাধি রহিত হইয়া পরম সাম্য সাধনাবির্ভাবিত গুণাষ্টক যুক্ত হয়।

এই প্রকার গুণাবলী প্রধানে বা জীবে কোন প্রকারে সম্ভব হইবে না এবং ঐ উভয়ের জ্ঞানে

নন্বেষ রূপোপন্যাসস্তস্যৈবেতি কুতো জ্ঞায়তে ? অত্রাহ—

হিরণ্ময়ঃ পুরুষো দৃশ্যতে হিরণ্যশ্মশ্রুর্হিরণ্যকেশ আপ্রণখাৎ সর্ব্ব এব সুবর্ণঃ” শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদারাধন প্রসঙ্গে—১১।২৭।৩৮ “তপ্ত জাম্বুনদ প্রখ্যম্” রূপনিরূপণাচ্চ, তথা ইতি পরাবিদ্যাধিগম্যাপ্রাকৃত দিব্যরূপ-গুণালঙ্কৃত-সর্ব্বোৎপাদক-প্রাণাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ামক—প্রকৃতি প্রবর্ত্তক সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণ বিভূষিতাশেষ,কারুণ্যাদি পারাবারঃ শ্রীগোবিন্দদেবস্তথা ভূতযোনিত্বাদি বোদ্ধব্যমিতি। তস্মাদিতি নিগমনম্॥ ২৩॥

নন্বু—“যচ্চক্ষুষা ন পশ্যতি” কে০ ১।৬ “অচক্ষুঃ শ্রোত্রম্” মু০ ১।১।৬, “দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ” মু০ ২।১।২ “ন চক্ষুষা গৃহ্যতে” মু০ ৩।১।৮, “অদৃষ্টমব্যবহার্য্যমগ্রাহ্যম্” মাণ্ডু০—৭ ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যৈররূপত্ব প্রতিপাদনাৎ কথং তস্য রূপোপন্যাসঃ ? ইত্যেবং শঙ্কায়াং পঠন্তি—নন্বেষ ইতি। তস্যৈবেতি—তস্য পরব্রহ্মণঃ

সাধক কোন কালেও মুক্ত হয় না। তৈত্তিরীয়কগণ “সুবর্ণজ্যোতি” বলিয়া পরব্রহ্মের রূপের বর্ণনা করেন।

পুনঃ ছান্দোগ্যোপনিষদে—যে এই আদিত্যের অন্তরে হিরণ্ময় পুরুষ দেখা যায় যাঁহার হিরণ্য-শ্মশ্রু হিরণ্যকেশাবলী, চরণ হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বাঙ্গই সুবর্ণ সদৃশ। শ্রীভাগবতে শ্রীভগবদারাধনা প্রসঙ্গে শ্রীভগবানকে “তপ্তজাম্বুনদ সদৃশ রূপ” বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। এই প্রকার অক্ষর পরব্রহ্মের প্রকৃতি প্রবর্ত্তকের রূপ নিরূপণ করা হেতু অদৃশ্যত্বাদিগুণবান্ শ্রীভগবানই, অন্য কেহ নহে। এই মুণ্ডক-বাক্যে যে রূপের কথা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পরমাত্মা শ্রীভগবানেরই রূপ, কিন্তু প্রকৃতি বা জীবের নহে। ভাষ্যে যে রূপ নিরূপণ হেতু তথা বলিয়াছেন তাহার অভিপ্রায় এই প্রকার—পরাবিদ্যাধিগম্য অপ্রাকৃত দিব্য-রূপ গুণগণালঙ্কৃত, সর্ব্বোৎপাদক, প্রাণাদি সর্ব্বেন্দ্রিয় নিয়ামক, প্রকৃতি প্রবর্ত্তক, সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণ বিভূষিত, অশেষ কারুণ্যাদি পারাবার, শ্রীগোবিন্দদেব তথা অর্থাৎ—ভূতযোনিত্বাদি গুণগণালঙ্কৃত ইহাই জানিতে হইবে। ‘তস্মাৎ’ শব্দটি নিগমনের বোধ করায়। অতএব অদৃশ্যত্ব ভূতযোনিত্ব প্রভৃতি গুণসকল শ্রীগোবিন্দদেবেরই, অন্যের নহে॥ ২৩॥

শঙ্কা—“যাহাকে চক্ষুর দ্বারা দেখা যায় না” “যাহার চক্ষু নাই, শ্রবণ নাই” “যিনি দিব্য-অলৌকিক ও মূর্ত্তিরহিত” “চক্ষুর দ্বারা যাহাকে গ্রহণ করা যায় না” “যাহাকে দেখা যায় না, ব্যবহার করা যায় না এবং গ্রহণ করা যায় না”, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকলের দ্বারা পুরুষের অরূপত্ব প্রতিপাদন হেতু কি প্রকারে তাহার রূপ বর্ণন হইতে পারে ? এই প্রকার আশঙ্কা হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রীমদ্ ভাষ্যকার তাহা উত্থাপন করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি।

যদি বলেন—শ্রুতিবাক্যে যে রূপের কথা নিরূপণ আছে, তাহা তাহারই, অর্থাৎ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেবেরই তাহা কি প্রকারে অথবা কি প্রমাণের দ্বারা জানা যাইতেছে ?

ওঁ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৬।২৪।

প্রকরণেতি স্পষ্টম্। স্মৃতিরপ্যেতদ্বিষ্ণুপরং ব্যাচষ্টে—"দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ। পরয়া ত্বক্ষর প্রাপ্তিঃ ঋগ্‌বেদাদিময়াপরা ॥ যত্তদব্যক্তমজরমচিন্ত্যমজমব্যয়ম্। অনির্দ্দেশ্যমরূপঞ্চ পাণিপাদাদ্যসংযুতম্ ॥ বিভুং সর্ব্বগতং নিত্যং ভূতযোনিমকারণম্।

শ্রীগোবিন্দদেবস্য কস্মাদ্ধেতোজ্ঞায়তে ? এতচ্ছঙ্কানিবারণার্থং সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—প্রকরণাদিতি। "শাস্ত্রৈকদেশসম্বন্ধং শাস্ত্রকার্য্যান্তরে স্থিতম্। আহুঃ প্রকরণং নাম গ্রন্থভেদং বিপশ্চিতঃ॥ তস্মাৎ প্রকরণাদপি ভূতযোনি অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরমকরুণাময়ঃ শ্রীহরিরেব। এতৎ অদৃশ্যত্বাদি প্রকরণং শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—শ্রীবিষ্ণুপরং বর্ণ্যতে। আথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—আথর্ব্ববেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষৎ, সা চ দ্বে বিদ্যে প্রতিপাদয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ—দ্বে বিদ্যে বেদিতব্য ইতি" মু০ ১।১।৪ কে তে ? তত্রাহ—"পরা চৈবাপরা চ" তদেব স্পষ্টয়তি—পরয়া বিদ্যয়া তু অক্ষরং পরব্রহ্ম প্রাপ্তির্ভবতি। সা চ ভগবৎ প্রাপ্তিলক্ষণা ভক্তিঃ অপরা বিদ্যা তু ঋগ্‌বেদাদিময়া নিখিল শব্দশাস্ত্রমিত্যর্থঃ।

অথ পরাবিদ্যাপ্রাপ্যং পরমেশ্বরং নিরূপয়তি যত্তদিতি—যৎ পরয়া বিদ্যয়া লভ্যতে তৎ কীদৃশমিত্যপেক্ষায়াং প্রতিপাদয়তি—অব্যক্তং প্রাকৃতেন্দ্রিয়াগ্রাহ্যম্, যদ্বা ভক্তিহীনানাং সবিধে ন প্রকাশয়তি—

সমাধান—এই প্রকার আশঙ্কা নিবারণ করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ সূত্র রচনা করিতেছেন—প্রকরণ ইত্যাদি। প্রকরণ হইতেও তাহা জানা যায়। অর্থাৎ—পণ্ডিতগণ প্রকরণের সংজ্ঞা এই প্রকার করিয়াছেন, সমগ্র শাস্ত্রের সম্বন্ধ যাহার অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে এবং শাস্ত্রের কার্য্য বা বিষয়সকল যাহাতে অবস্থান করিতেছে শাস্ত্রজ্ঞপণ্ডিতগণ ঐ প্রকার একটি পৃথক্ গ্রন্থকে প্রকরণ গ্রন্থ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন। অতএব এই প্রকরণ হইতেও ভূতযোনি অদৃশ্যত্বাদি গুণবান পরম করুণাময় শ্রীহরি ইহাই বুঝা যায়।

স্মৃতিশাস্ত্রও এই অদৃশ্যত্বাদি প্রকরণ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও ঐ গুণসকল শ্রীবিষ্ণু পর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন—আথর্ব্বণী শ্রুতি দুইটি বিদ্যা, পরা ও অপরা বিদ্যা জানিতে বলিয়াছেন, অর্থাৎ অথর্ব্ববেদান্তর্গত মুণ্ডকোপনিষৎ দুই বিদ্যা পরা ও অপরা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

এই বিষয়ে—দুই বিদ্যা জানিবার যোগ্য। ঐ বিদ্যা দুইটি কি ? পরা এবং অপরা। তাহাদের কার্য্য নিরূপণ করিতেছেন—পরাবিদ্যার দ্বারা অক্ষর প্রাপ্তি হয়, অর্থাৎ পরব্রহ্ম লাভ হয়, এই পরা বিদ্যা শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিলক্ষণা ভক্তি। ঋগ্‌বেদাদিময় শাস্ত্রসমূহ অপরা বিদ্যা।

অনন্তর পরাবিদ্যার দ্বারা লভ্য শ্রীপরমেশ্বরকে নিরূপণ করিতেছেন—যিনি অব্যক্ত, অজর, অচিন্ত্য, অজ, অব্যয়, অনির্দ্দেশ্য, অরূপ, কর চরণাদি রহিত, বিভু, সর্ব্বগত, নিত্য, ভূতযোনি, অকারণ,

ব্যাপ্যাব্যাপ্যং যতঃ সর্ব্বং তদ্বৈ পশ্যন্তি সূরয়ঃ॥ তদ্ ব্রহ্ম পরমং ধাম তদ্ধ্যেয়ং মোক্ষ-কাঙ্ক্ষিণাম্। শ্রুতিবাক্যোদিতং সূক্ষ্মং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥ তদেব ভগবদ্বাচ্যং স্বরূপং পরমাত্মনঃ। বাচকো ভগবচ্ছব্দস্তস্যাদ্যস্যাক্ষরাত্মনঃ॥ এবং নিগদিতার্থস্য সতত্ত্বং তস্য তত্ত্বতঃ। জ্ঞায়তে যেন তজ্জ্ঞানং পরমন্যৎ ত্রয়ীময়ম্॥ (শ্রীবি॰ পু॰ ৬।৫।৬৫-৭০) ইতি। ॥২৪॥

তথাহি শ্রীগীতাসু ৭।২৫, "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়া সমাবৃতঃ॥" অজরম্—জরাদিরহিতম্, যদ্বা ষড় ভাববিকারশূন্যম্, নিত্য পূর্ণানন্দস্বরূপম্। অচিন্ত্যম্—মানবচিন্তয়া গ্রহণাভাবম্। অজম্—জন্মরহিতম্, অব্যয়ম্—ভক্তেভ্যঃ স্বাত্মপর্য্যন্তদানেনাপি ব্যয়শূন্যম্। অনির্দ্দেশ্যাদিগুণকং, যদ্ বস্তু সূরয়ঃ সাধকাঃ পশ্যন্তি তন্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভির্ধ্যেয়ম্, বাচ্যং ন তু লক্ষ্যম্।

তস্মাত্তাদৃশ্যাবিদ্যয়া যৎ জ্ঞায়তে তৎ বাসুদেব সংজ্ঞং পরব্রহ্ম, অন্যত্তু অপরা বিদ্যা ত্রয়ীময়ম্ বেদাদি শাস্ত্রমিতি। অত্র চাথর্ব্বণী শ্রুতিঃ—মুঃ ১।১।৭, "যত্তদদ্রেশ্যমগ্রাহ্যমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃ শ্রোত্রং তদপাণিপাদং নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মং তদব্যয়ং তদ্ ভুতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ" এবমেবাহ শ্রীগীতাসু

সর্ব্বব্যাপক, অব্যাপক, যাঁহা হইতে সকল সৃষ্টি হয়, পণ্ডিতগণ যাঁহাকে দর্শন করেন, তিনি পরব্রহ্ম, দিব্য জ্যোতিষ্মান, মোক্ষকামী সাধকগণের তিনিই ধ্যানের বস্তু শ্রুতিবাক্যের দ্বারা নিরূপিত পরম সূক্ষ্মবস্তু তিনি, তিনি সর্ব্বব্যাপক পরমপদ, তাহাই ভগবৎ শব্দবাচ্য এবং পরমাত্মার স্বরূপও তাহাই তথা সেই আদ্য, অক্ষর, পরমাত্মার বাচক ও ভগবৎ শব্দ, এই প্রকার তাঁহার সকল তত্ত্বের সহিত যথার্থতত্ত্ব নিরূপণ করা হইল, যে জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় তাহা অন্য জ্ঞান, অর্থাৎ ত্রয়ীময়ী বেদাদি শাস্ত্রসকল, এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ—অব্যক্ত-প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না, অথবা যিনি ভক্তিহীন পাষণ্ডগণের নিকটে প্রকাশিত হয়েন না এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান অর্জ্জুনকে কহিলেন—হে পার্থ! আমি সর্ব্বদা যোগমায়া কর্ত্তৃক সমাবৃত থাকি অভক্তগণের নিকট প্রকাশিত হই না, সুতরাং তিনি অব্যক্ত।

অজর—জরাদি রহিত, অথবা জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয় ও নাশ এই ষড় ভাব বিকারশূন্য এবং নিত্য পূর্ণানন্দস্বরূপ। অচিন্ত্য—মানবচিন্তার দ্বারা গ্রহণের অভাব। অজ—জন্মরহিত। অব্যয়—নিজ ভক্তগণকে আত্মা পর্য্যন্ত দান করিয়াও যিনি ব্যয়শূন্য। এই প্রকার অনির্দ্দেশ্যাদি গুণবান যে পরম বস্তু, যাঁহাকে বিদ্বান সাধকগণ দর্শন করেন, মোক্ষকামী সাধকবৃন্দ যাঁহার ধ্যান করেন তিনি বাসুদেব। তিনি বেদাদি শাস্ত্রসকলের বাচ্য, লক্ষ্য নহেন।

অতএব পরা বিদ্যার দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় তিনি শ্রীবাসুদেবাপর পরব্রহ্ম স্বয়ং ভগবান শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব। অন্যটি কিন্তু অপরা বিদ্যা যাহা ত্রয়ীময়ী অর্থাৎ বেদাদি শাস্ত্রসকল। এই স্থলে

৭ ॥ বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥

ছান্দোগ্যে—(৫।১১।১) "কো ন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি" "আত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং

১১।১৮, "ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্। ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে॥" শ্রীভাগবতে শ্রীধ্রুবঃ—৪।৯।১৬, "যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যাৎ। তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে॥

তস্মাৎ পরাবিদ্যালভ্যঃ অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরম কমনীয়রূপাদিবান্ পরব্রহ্ম শ্রীগোবিন্দদেব এব বোধ্যঃ, ন তু প্রধানং জীবো বা। তয়োস্তাদৃশত্বাভাবাৎ ইতি অধিকরণার্থঃ। (সূত্রমিদং শঙ্কর-শ্রী মাধ্ব-নিম্বার্ক-বল্লভ-ভাষ্যেষু নোপলভ্যতে।) ॥ ২৪ ॥

॥ ইতি ষষ্ঠমন্তর্য্যাম্যধিকরণং সমাপ্তম্ ॥ ৬ ॥

৭ ॥ বৈশ্বানরাধিকরণম্ ॥

অথ অদৃশ্যত্বাদিগুণযুক্-শ্রীহরিং প্রতিপাদ্য ইদানীং বৈশ্বানরাদি শব্দেনাপি স এব নিরূপয়িতুং বৈশ্বানরাধিকরণমারম্ভঃ।

আথর্ব্বণী শ্রুতি এই প্রকার—যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র, অবর্ণ, অচক্ষু, কর্ণরহিত, পাণিপাদরহিত, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সুসূক্ষ্ম, অব্যয়, ভূতযোনি ইত্যাদি রূপে ধীর সাধকগণ দর্শন করেন। শ্রীগীতাও এই প্রকার নিরূপণ করিয়াছেন—আপনি অক্ষর, মানবের জানিবার পরম বস্তু, আপনি এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, অব্যয়, শাশ্বত ভক্তিধর্ম্মের রক্ষক এবং আপনি সনাতন পুরুষ ইহাই আমার মত। শ্রীভাগবতেও শ্রীধ্রুব এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন—যাহাতে বিদ্যাদি বিবিধ শক্তিসকল আনুপূর্ব্বীক্রমে সর্ব্বদা প্রবর্ত্তিত হয়, স্ব স্ব ব্যাপারে নিয়োগ করে, সেই পরব্রহ্ম, বিশ্বস্রষ্টা, এক, অনন্ত, আদ্য, আনন্দমাত্র বিকাররহিত, আপনার শরণ গ্রহণ করি।

অতএব পরাবিদ্যালভ্য অদৃশ্যত্বাদিগুণবান, পরম কমনীয় রূপাদিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেব। কিন্তু প্রধান বা জীব এতাদৃশ গুণবিশিষ্ট নহে, তাহাদের তাদৃশ গুণের সর্ব্বথা অভাব বর্ত্তমান আছে। ইহাই এই অধিকরণের অর্থ। (এই সূত্রটি শঙ্কর, শ্রী, মাধ্ব, নিম্বার্ক, বল্লভ প্রভৃতি ভাষ্যে দেখা যায় না।) ॥ ২৪ ॥

॥ এই প্রকার ষষ্ঠ অন্তর্য্যামী অধিকরণ সমাপ্ত হইল ॥ ৬ ॥

৭ ॥ বৈশ্বানরাধিকরণ—

অতঃপর বৈশ্বানর অধিকরণ ব্যাখ্যা করিতেছেন। এই প্রকার অদৃশ্যত্বাদিগুণবান শ্রীহরিকে

নম্ন অদৃশ্যত্বাদি প্রকরণে বাক্যশেষস্থ-সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণকো হরিরিতি ভবতু, কিন্তু "এষঃ বঃ পন্থা সুকৃতস্য লোকে, ইত্যুক্ত্বা—মু° ১।২।১, "যদা লোলায়তে হ্যর্চ্চিঃ সমিদ্ধে হব্যবাহনে" ইতি বাক্যশেষ প্রতিপাদনাৎ। কিঞ্চ—"এষঃ বঃ পুণ্যঃ সুকৃতো ব্রহ্মলোকঃ" ১।২।৬, ইত্যাদি প্রতিপাদনাৎ প্রকরণমিদং অগ্নিবিষয়কমস্তু ইতি চেৎ—তত্রাপি বৈশ্বানর শব্দাদয়োঽপি শ্রীভগবত্যেব মুখ্যবৃত্ত্যা প্রবর্ত্তন্তে ইতি অধিকরণ সঙ্গতিঃ।

বিষয়ঃ—অথ বৈশ্বানরাধিকরণস্য বিষয়বাক্যমবতারয়ন্তি—ছান্দোগ্য ইতি। অত্রেয়মাখ্যায়িকা ছান্দোগ্যোপনিষদি দরিদৃশ্যতে। (৫।১১)। প্রাচীনশাল-সত্যযজ্ঞ-ইন্দ্রদ্যুম্ন-জন-বুড়িলা এতে পঞ্চ ঋষয়ঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ "কো ন আত্মা?" নঃ অস্মাকং আত্মা কঃ? যঃ খলু ইদং পাঞ্চভৌতিকমচেতনং শরীরং চেতয়তি, চেষ্টয়তি সঃ কঃ, ইত্যেবমস্মাকং জ্ঞাতুমুচিতমিতি তে পরস্পবমালোচয়ামাসুঃ।

কিঞ্চ কিং ব্রহ্ম ইতি। অস্মাকং, দেবানাং, সর্ব্বেষাং জীবানাঞ্চ কিমুপাস্যং, অথবা—সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু, সর্ব্বধারক-সর্ব্বপ্রকাশক-সর্ব্বাধার-সর্ব্বেশ্বর-সর্ব্বকর্ত্তা-সর্ব্বনিয়ামক-সর্ব্বারাধ্যং কিমিতি মীমাংসয়ামাসুঃ

প্রতিপাদন করিয়া, ইদানীং বৈশ্বানরাদি শব্দের দ্বারা তিনি যে বেদ্য তাহা নিরূপণ করিবার নিমিত্ত বৈশ্বানরাধিকরণ আরম্ভ করিতেছেন।

শঙ্কা—যদি বলেন—অদৃশ্যত্বাদি প্রকরণে বাক্যশেষে সার্ব্বজ্ঞ্যাদি গুণাবলী নিরূপণ হেতু ঐ অধিকরণের প্রতিপাদ্য শ্রীহরি হউক, কিন্তু "সুকৃত লোকে গমন করার জন্য এই তোমাদের পন্থা" এইরূপ বর্ণন করিয়া "যে সময় ইন্ধন দ্বারা পরিবর্দ্ধিত অর্চ্চি হব্যবাহন লোলায়তে" ইত্যাদি বাক্যশেষে অগ্নি প্রতিপাদন হেতু, পুনরায়—"এই তোমাদের পুণ্য সুকৃত ব্রহ্মলোক" ইত্যাদি প্রতিপাদন হেতু এই প্রকরণ অগ্নি বিষয়ক হউক"। সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কা অমূলক, কারণ সেই স্থলের বৈশ্বানর শব্দ সকলও শ্রীভগবানেই মুখ্যবৃত্তির দ্বারা প্রবর্ত্তিত হয়, এই প্রকার অধিকরণ সঙ্গতি হইল।

বিষয়—অনন্তর বৈশ্বানরাধিকরণের বিষয়বাক্যের অবতারণা করিতেছেন—ছান্দোগ্য ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—"কে আমাদের আত্মা? এবং কে ব্রহ্ম? আপনি এই বৈশ্বানর আত্মাকে পূর্ণরূপে জানেন অতএব তাহা আমাদিগকে উপদেশ করুন" এই প্রকার বলিতে উপক্রম করিয়া অর্থাৎ—ছান্দোগ্যোপনিষদে এই প্রকার একটি আখ্যায়িকা দেখা যায়—প্রাচীনশাল, সত্যযজ্ঞ, ইন্দ্রদ্যুম্ন, জন এবং বুড়িল এই পাঁচজন ঋষি একত্রিত হইয়া মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিলেন—"কে আমাদের আত্মা" অর্থাৎ আমাদের আত্মা কে? যে এই পাঞ্চভৌতিক অচেতন শরীরকে চেতন করে, চেষ্টা আদি সম্পাদন করায় সে কে? এই প্রকার আমাদের জ্ঞান বিদ্যমান থাকা উচিত, ইহা তাঁহারা পরস্পর সমালোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

এবং তাঁহারা আরও বিচার করিতে আরম্ভ করিলেন—ব্রহ্ম কি? অর্থাৎ আমাদের,

সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি" (৫।১১।৬) ইত্যুপক্রম্য "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভি

তে নির্দ্ধারয়িতুমসর্থাঃ সন্ত উদ্দালকসমীপং জগ্মুঃ, সোঽপি তানবলোক্য শ্রুত্বা চ তেষাং প্রশ্নং—"তান্ হোবাচ" সম্প্রতি কেকয় ইমং আত্মানং বৈশ্বানরমারাধয়তি তস্মাত্তং অভ্যাগচ্ছামঃ।

তদুত্তরমুদ্দালকেন সার্দ্ধং তে "অসৌ বৈশ্বানরঃ" ইতি নির্দ্ধারায় অশ্বপতি কেকয়রাজানমাগতাঃ জিজ্ঞাসরামসুশ্চ কো ন আত্মেতি। কিঞ্চ—"তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নো ব্রূহীতি" ৫।১১।৬, সম্প্রত্যধ্যেষি—সর্ব্বদা ধ্যায়সি, অধিকং জানাসীতি বা। "তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাস্মীতি" পরেদ্যুঃ তান্ সমেতান্ সমিৎ পাণীন্ হোবাচ—রাজা যূয়ং কিমুপাস্থ? স চ রাজা দ্যুলোক-সূর্য্য-বায়ু-আকাশ-অপ, পৃথিবীনাম্ একৈকো বৈশ্বনর ইতি বিবদমানা এতে ষড় ঋষয়ো মৎসান্নিধ্যমাগতাঃ, ইত্যবগম্য তাদৃগ, বিপরীতবুদ্ধিং নিরাকৃত্য সম্যগ, বৈশ্বানর বুদ্ধিং গ্রাহয়িতুং তান্ পপ্রচ্ছ—"কং ত্বমাত্মানম্ উপাস্স ইতি" ৫।১২।১, এবং পৃষ্টানাং তেষাং প্রাচীনশালঃ—"দিবমেব ভগবো রাজন্নিতি" উবাচ। সত্যযজ্ঞস্তু—"আদিত্যমেব ভগবো রাজন্নিতি" ইন্দ্রদ্যুম্নশ্চ—"বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি" জনস্তু—"আকাশমেব ভগবো রাজন্নিতি" বুড়িলস্তু—"অপ এব ভগবো রাজন্নিতি" আরুণিস্তু—"পৃথিবীমেব ভগবো

দেবতাগণের এবং জীবসকলের উপাস্য কি? অথবা—সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু সর্ব্বধারক, সর্ব্বপ্রকাশক, সর্ব্বাধার, সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বনিয়ামক, সর্ব্বারাধ্য বস্তু কি? এই প্রকার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা ঐ বিষয় দুইটিকে নির্দ্ধারণ করিতে অসমর্থ হইয়া ঋষি উদ্দালকের সমীপ গমন করিলেন, ঋষি উদ্দালক তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন—সম্প্রতি মহারাজ কেকয় এই আত্মা বৈশ্বানরকে আরাধনা করেন, অতএব আমরা সকলে তাঁহার নিকটে গমন করিব।

তদনন্তর ঋষি উদ্দালকের সহিত তাঁহারা পাঁচজন "ইনি বৈশ্বানর" এই প্রকরে নির্দ্ধারণ করিবার নিমিত্ত অশ্বপতি কেকয়রাজের সমীপে আগমন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন আমাদের আত্মা কে? এবং বর্ত্তমানে আপনি এই আত্মা বৈশ্বানরকে জানেন, তাহা আমাদিগকে বলুন, সম্প্রত্যধ্যেষি—সর্ব্বদা ধ্যান করেন, অথবা অধিক বা পূর্ণরূপে জানেন। রাজা কেকয় তাঁহাদিগকে বলিলেন—আগামী কাল প্রাতঃকালে আপনাদিগকে বলিব। পরদিন প্রাতঃকালে সকল ব্রাহ্মণগণকে সমিৎপাণি দেখিয়া রাজা কহিলেন—আপনারা কি উপাসনা করেন? রাজা কেকয় দ্যুলোক, সূর্য্য, বায়ু, আকাশ, আপ, পৃথিবী আদি পৃথক্ পৃথক্ এক এক পদার্থকে বৈশ্বানর বলিয়া কলহ করিয়া এই ছয়জন ঋষি আমার নিকটে আসিয়াছেন, এই প্রকার জানিয়া তাঁহাদের সেই প্রকার বিপরীত বুদ্ধি নিরাকরণ করিয়া সম্যক-রূপে বৈশ্বানর বুদ্ধি গ্রহণ করাইবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আপনারা কোন্ আত্মার উপাসনা করেন?

রাজন্নিতি হোবাচ" তেষাং দ্যু-সূর্য্যাদীনাং বৈশ্বানরত্বং শ্রুত্বা, ক্রমাৎ সুতেজস্ত্ব-বিশ্বরূপত্ব-পৃথগ্‌ধর্ম্মত্ব-বহুলত্ব-রয়িত্ব-প্রতিষ্ঠাত্বগুণযোগং বিধায় প্রত্যেক বৈশ্বানরত্বপক্ষং মূর্দ্ধাপাত-অন্ধত্ব-প্রাণোৎক্রমণ-দেহশীর্ণতা-বস্তিভেদ-শ্লথীভবন দোষৈর্বিনিন্দ্য তেষামেব দ্যুলোকাদীনাং বৈশ্বানরপুরুষং প্রতি মূর্দ্ধাদিভাবমভিধায় কৃৎস্নাং বৈশ্বানরোপাসনামুপদিশতি—যস্ত্বেতমেবমিতি।

তত্রাদৌ বৈশ্বানরস্য স্বরূপং নিরূপয়তি—প্রাদেশমিতি। "প্রাদেশস্তর্জ্জন্যাঙ্গুষ্ঠয়োর্বিস্তারঃ স এব মাত্রা প্রমাণং যস্যেতি হৃদয়পরিমাণং তত্রোপচর্য্যতে" ইতি শ্রীস্বামিচরণাঃ। (শ্রীভা০ ২।২।৮)।

তথাচামরসিংহঃ—২।৫।৮৩, "প্রাদেশ-তাল-গোকর্ণাস্তর্জ্জন্যাদি যুতে ততে" ননু তথাত্বে তস্য

এই প্রকার রাজা জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহাদের মধ্যে প্রাচীনশাল বলিলেন—হে ভগবন্! আমি 'দিব'কে উপাসনা করি। সত্যযজ্ঞ বলিলেন—হে রাজন্! আমি আদিত্যকে উপাসনা করি। ইন্দ্রদ্যুম্ন কহিলেন—হে ভগবন্! আমি বায়ুর আরাধনা করিয়া থাকি। ঋষি জন বলিলেন—হে রাজন্! আমি আকাশের উপাসনা করি। বুড়িল বলিলেন—আমি অপ্‌ (জল) ব্রহ্মের উপাসনা করি। আরুণি উদ্দালক কহিলেন—হে রাজন্! আমি কিন্তু পৃথিবীর আরাধনা করি।

রাজা অশ্বপতি ঋষিদের নিকটে দ্যু, সূর্য্য প্রভৃতির বৈশ্বানরত্ব শ্রবণ করিয়া ক্রমপূর্ব্বক তাহাদের সতেজস্ত্ব বিশ্বরূপত্ব, পৃথগ্‌ধর্ম্মত্ব, বহুলত্ব, রয়িত্ব, প্রতিষ্ঠাত্ব গুণযুক্ত অর্থাৎ দ্যু সুতেজা গুণযুক্ত, আদিত্য বিশ্বরূপ গুণবান্, বায়ু পৃথক্ ধর্ম্মযুক্ত, আকাশ বহুলগুণযুক্ত, জল রয়িগুণযুক্ত, পৃথিবী প্রতিষ্ঠাগুণযুক্তা এই প্রকার বিধান করিয়া পুনঃ তাহাদের বৈশ্বানর পক্ষ স্বীকার করিলে—মস্তকনিপাত, অন্ধত্বা, প্রাণোৎক্রমণ দেহশীর্ণতা, বস্তিভেদ এবং শ্লথ হওয়া ইত্যাদি দোষের দ্বারা বিনিন্দিত করিয়া, আবার তাহাদেরই অর্থাৎ বৈশ্বানর পুরুষের মূর্দ্ধাদিভাব প্রতিপাদন করিয়া সম্পূর্ণ বৈশ্বানর উপাসনা উপদেশ করিতে আরম্ভ করিলেন—যে সাধক এই প্রকার প্রাদেশমাত্র পরিমিত আত্মা বৈশ্বানরকে উপাসনা করে সে সকল লোকে সকলভূতে সকল আত্মাতে অন্ন ভক্ষণ করে। সেই আত্মাস্বরূপ বৈশ্বানরের মস্তকই সুতেজা স্বর্গ, চক্ষুই বিশ্বরূপ-সূর্য্য, প্রাণ পৃথগ্‌বর্ত্মা-বায়ু সন্দেহ—শরীরের মধ্যভাগই বহুল-আকাশ, যাহার বস্তিপ্রদেশই রয়ি-জল এবং দুইটি চরণই পৃথিবী প্রতিষ্ঠা, হৃদয় বেদী, লোমসকল বর্হিঃ-কুশ। হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি, মন অন্বাহার্য্য অগ্নি, মুখ আহবনীয় অগ্নি, এই প্রকার শ্রবণ করা যায়।

অর্থাৎ—রাজা কেকয় প্রথমতঃ বৈশ্বানর ব্রহ্মের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন—প্রাদেশ ইত্যাদি। যে সাধক প্রাদেশ পরিমিত আত্মা, অর্থাৎ অঙ্গুষ্ঠ এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলির মধ্যভাগে যে বিস্তার তাহাকে প্রাদেশ বলা হয়, সেই প্রাদেশমাত্র পরিমাণ প্রমাণ যাহার, অতএব হৃদয়ের মাত্রা প্রাদেশ মাত্র হওয়ার জন্য ঐ বৈশ্বানর পুরুষও প্রাদেশমাত্র রূপে উপচার করা হয়। এই প্রকার শ্রীশ্রীধর স্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

বিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি" (৫।১৮।১) "তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ-

---

পরিচ্ছিন্নতা দোষপ্রসঙ্গঃ" তন্নিরাকরোতি—অভিবিমানম্, ভক্তসবিধে, অভিসর্ব্বতো ভাবেন বিগতো মানং পরেমৈশ্বর্য্যাভিমানং যস্য তথাবিধম্। "অহং ভক্তপরাধীনঃ" ইত্যুক্তেঃ। বিগত পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞানং প্রাদেশমাত্র পরিমিতং ভক্তসুখবিধানার্থং অচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্যশক্তিযোগেন প্রাদেশমাত্রত্বম্।

তথাত্বেঽপি তস্য বিভুচৈতন্যানন্দস্বরূপং প্রতিপাদয়তি—আত্মানমিতি। তং মুমুক্ষোপাস্যং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বেশ্বরং বিভুচৈতন্যানন্দস্বরূপং বৈশ্বানরং শ্রীগোবিন্দদেবম্ উপাস্তে। বৈশ্বানরমিতি—বিশ্বান্ নরান্ নয়তি পুণ্যপাপানুরূপাং গতিমিতি সর্ব্বাত্মা পরমেশ্বরো বৈশ্বানর ইতি। যদ্বা—বিশ্বান্ নরান্ স্বধামং নয়তীতি বৈশ্বানরঃ শ্রীভগবানেব।

অথ বৈশ্বানরোপাসনফলমাহ—সর্ব্বেষু লোকেষু ইন্দ্র-ব্রহ্মলোকেষু, ভূতেষু, চরাচরেষু, আত্মসু শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিষু প্রাণিনামন্নমত্তি, অন্নমত্র শুভাশুভ কর্ম্মফলম্ তৎ ইহামুত্র প্রাপ্নোতি, ইতি অন্নশব্দার্থঃ।

অমরসিংহ অনুশাসনে প্রাদেশের মাত্রা এই প্রকার নির্ণয় করিয়াছেন—অঙ্গুষ্ঠ হইতে প্রারম্ভ করিয়া তর্জনী, মধ্যমা, অনামিকা ও কনিষ্ঠা এই অঙ্গুলি চতুষ্টয়ের মাত্রাকে ক্রমপূর্ব্বক প্রাদেশ, তাল, গোকর্ণ এবং বিতস্তি বলা হয়। এই প্রাদেশমাত্র বৈশ্বানরকে যে সাধক উপাসনা করে, যদি বলেন—পরব্রহ্মকে প্রাদেশমাত্র স্বীকার করিলে তাঁহার পরিচ্ছিন্নতা দোষ প্রসঙ্গ হয়, এই দোষ নিবারণের নিমিত্ত বলিতেছেন—অভিবিমান, অর্থাৎ নিজ ভক্তগণের নিকটে যিনি অভি সর্ব্বতোভাবে বিমান—মানবিবর্জ্জিত, পারমৈশ্বর্য্য অভিমান পূর্ণরূপে বিগত হইয়াছে সেই প্রকার পরব্রহ্মকে, এই বিষয়ে শ্রীভগবান্ স্বয়ং নিজমুখেই বলিয়াছেন—"আমি আমার ভক্তগণের অধীন"। অতএব শ্রীভগবান্ বিগত পারমৈশ্বর্য্যজ্ঞান, প্রাদেশমাত্র পরিমিত হয়েন তাহা কেবল নিজ ভক্তগণের সুখ বিধানের জন্য, শ্রীভগবানের অচিন্ত্য মহা ঐশ্বর্য্য শক্তিযোগের দ্বারা প্রাদেশমাত্রতা সিদ্ধ হয়।

শ্রীভগবান প্রাদেশমাত্র হইলেও তাঁহার বিভু চৈতন্য আনন্দস্বরূপ প্রতিপাদন করিতেছেন—আত্মা ইত্যাদি। আত্মা—মুমুক্ষোপাস্য সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বেশ্বর বিভু চৈতন্য আনন্দ স্বরূপ বৈশ্বানর শ্রীশ্রীগোবিন্দ দেবকে উপাসনা করে। বৈশ্বানর শব্দের অর্থ এই প্রকার—বিশ্ববাসী নরগণকে যিনি পুণ্য ও পাপের অনুরূপ গতি প্রদান করেন, বা গতি প্রাপ্ত করান তিনি সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা বৈশ্বানর। অথবা—বিশ্ববাসী ভক্তগণকে যিনি স্বধামে আনয়ন করেন তিনি বৈশ্বানর শ্রীভগবানই।

অতঃপর বৈশ্বানর উপাসনার ফল বর্ণনা করিতেছেন—সর্ব্বলোকে ইত্যাদি। বৈশ্বানর আরাধক ইন্দ্রলোক ব্রহ্মলোক প্রভৃতি লোকে চরাচরে, আত্মাতে-শরীর ইন্দ্রিয়-মন বুদ্ধি প্রভৃতিতে প্রাণিগণের অন্ন

বর্ত্ম। সন্দেহো বহুলো বস্তিরেবরয়িঃ পৃথিব্যেব পাদৌ উর এব বেদির্লোমানি বর্হিহৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ" (৫।১৮।২) ইত্যাদি শ্রূয়তে।

তত্র সংশয়ঃ—কিময়ং বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নিঃ ? কিং বা দেবতাগ্নিঃ ? উত ভূতাগ্নিঃ ?

নন্বু শ্রীভগবতো বৈশ্বানরত্বে দিব-সুতেজাদেঃ কা গতিস্তত্রাহ—সুতেজস্ত্বগুণদ্যৌস্তস্য বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধা ভবতি, বিশ্বরূপত্বগুণকঃ সূর্য্যস্তস্য চক্ষুর্ভবতি, বিবিধরূপত্বং, তথাহি—"এষ শুক্ল এষ নীলঃ" ইতি শ্রুতেঃ। নানাবর্ত্মগমনাৎ পৃথগ্‌বর্ত্মা বায়ুঃ। নানাগতিত্বগুণকস্তস্য বৈশ্বানরস্য প্রাণঃ। বহুলগুণক আকাশস্তস্য সন্দেহঃ, সন্দেহো মধ্যকায়ঃ। রয়ির্ধনং তদগুণিকা আপস্তস্য বস্তিঃ, নাভেরধঃ স্থানম্। পৃথিবী তস্য পাদৌ ভবতঃ। বৈশ্বানর পুরুষস্য হোমাধারত্ব সিদ্ধয়ে উর এব বেদিরিতি। লোমানি বর্হিঃ কুশঃ। গার্হপত্যনামাগ্নিস্তস্য হৃদয়ম্। অন্বাহার্য্যপচনস্তস্য মনঃ। আহবনীয়াগ্নিস্তস্য আস্যং মুখম্। ইতি তান্ স বৈশ্বানর পুরুষমুপদেশয়ামাস, তে চ তং যথার্থং বিজ্ঞাতবন্ত ইতি বিষয়বাক্যম্।

সংশয়ঃ—অত্র বিষয়বাক্যে সংশয়মবতারয়ন্তি—তত্রেতি। কিময়ং বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নিঃ ? কুতঃ ? বৃহদারণ্যকে তস্য জাঠরাগ্নৌ প্রয়োগদর্শনাৎ "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে যেনেদং অন্নং

ভোজন করে, অন্ন শব্দে এই স্থলে শুভাশুভ কর্ম্মফল বুঝিতে হইবে, ঐ শুভাশুভ কর্ম্মফল ইহলোকে ও পরলোকে প্রাপ্ত হয়, ইহ ই অন্ন শব্দের অর্থ।

যদি বলেন শ্রীভগবান যদি বৈশ্বানর হয়েন তাহা হইলে দিব সুতেজা ইত্যাদি শব্দের কি গতি হইবে ? তদুত্তরে আমাদের বক্তব্য এই যে—সুতেজস্ত্বগুণ সম্পন্ন দ্যুলোক বৈশ্বানরের মস্তক হয়, বিশ্বরূপ-গুণ যুক্ত তাঁহার নয়ন হয়, এই প্রকার তাঁহার বিবিধরূপ শ্রুতিতে শ্রবণ করা যায়—"ইনি শুক্ল ইনি নীল" ইত্যাদি বর্ণন করিয়াছেন। নানাবিধ গতিতে গমন করা হেতু পৃথগ্‌বর্ত্মা শব্দে বায়ুকে বুঝায়, সুতরাং নানা গতি গুণযুক্ত পৃথক্‌বর্ত্মা বৈশ্বানরের প্রাণ। বহুল গুণযুক্ত আকাশ তাঁহার সন্দেহ, সন্দেহ শব্দে শরীরের মধ্যভাগকে বুঝায়। রয়ি—ধন, রয়িগুণযুক্ত জল বৈশ্বানরের বস্তিদেশ, নাভির অধোদেশকে বস্তি বলে। পৃথিবী তাঁহার চরণদ্বয়, এই প্রকার বৈশ্বানর পুরুষের হোমাধারত্ব সিদ্ধির নিমিত্ত হৃদয়ই বেদীস্বরূপ, লোমসকল কুশ সদৃশ, গার্হপত্য নামক অগ্নি যাঁহার হৃদয়, অন্বাহার্য্য পচন বৈশ্বানরের মন, আহবনীয় অগ্নি তাঁহার আস্য অর্থাৎ মুখ। এই প্রকার পরব্রহ্ম বৈশ্বানর সকলের উপাস্য এবং তিনিই ব্রহ্ম। এই প্রকার ছয়জন ঋষিকে রাজা অশ্বপতি কেকয় বৈশ্বানর পুরুষকে উপদেশ করিয়াছিলেন। এবং ঐ ঋষিগণও বৈশ্বানর পুরুষকে যথার্থরূপে জানিয়াছিলেন। এই প্রকার বিষয়বাক্য নিরূপণ করা হইল।

সংশয়—এই প্রকার ছান্দোগ্য উপনিষদের বিষয়বাক্যে শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ সংশয়ের অবতারণা করিতেছেন—তত্র ইত্যাদি। এই প্রকরণে সন্দেহ এই প্রকার—এই বৈশ্বানর কি জাঠরাগ্নি,

আহোস্বিৎ বিষ্ণুরিতি ? অত্র চতুর্ষ্বপি বৈশ্বানরশব্দস্য সাধারণ্যাদনির্ণয়োঽস্তু ইতি প্রাপ্তে —

পচ্যতে যদিদমদ্যতে তস্যৈষ ঘোষো ভবতি" বৃ০ ৫।৯।১, তস্মাৎ বৈশ্বানরশব্দেন জাঠরাগ্নিরেব। কিম্বা—বৈশ্বানরো দেবতাগ্নিঃ। "বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা হি কং ভুবনানামভি শ্রীঃ (যজুঃ কাণ্ব০ ১।৫।১১) ব্যাখ্যা—বৈশ্বানরস্য অগ্ন্যধিষ্ঠাতুর্দেবস্য সুমতৌ শোভনায়াং বুদ্ধৌ স্যাম বয়ং ভবেম। তস্য অস্মদ্ বিষয়া সুমতিরস্তু ইত্যর্থঃ। অত্র হেতুঃ—রাজা হীতি। হি যতো ভুবনানাং স রাজা ভবতি, কিঞ্চ কং জগদ্বাসীজীবানাং পরম সুখস্বরূপম্। অভিশ্রীঃ—সর্ব্বতোভাবেন শোভাশালী। অতঃ—বৈশ্বানরশব্দেন দেবতাগ্নির্বোধ্যতে।

অথ তৃতীয়পক্ষমবতারয়ন্তি—উতেতি। অথবা কিময়ং বৈশ্বানরো ভূতাগ্নিঃ ? "বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা বৈশ্বানরং কেতুমহ্নামকৃণ্বন্" (শ্রীভাষ্যম্) ব্যাখ্যা—চ-বিশ্বস্মৈ ভুবনায় বৈশ্বানরমগ্নিং অহ্নাং কেতুং চিহ্নং সূর্য্যমকৃণ্বন্ দেবাঃ কৃতবন্তঃ, সূর্য্যোদয়ে সতি সর্ব্বেষাং দিন ব্যবহারাৎ ইত্যর্থঃ। তস্মাৎ ভূতাগ্নিরেব বৈশ্বানর ইতি।

আহোস্বিৎ—স বৈশ্বানরঃ কিং পরমাত্মা ভবিষ্যতি ? "স এব বৈশ্বানরো বিশ্বরূপঃ প্রাণোঽগ্নিরুদয়তে" প্রশ্ন০—১।৭, ব্যাখ্যা—স এষোঽহন্তা বৈশ্বানরঃ সর্বাত্মা, বিশ্বরূপঃ—সর্ব্বপ্রকাশকঃ, প্রাণঃ—

উদরস্থিত অগ্নি কি ? বৈশ্বানর কেন জাঠরাগ্নি তাহা নিরূপণ করিতেছেন—বৃহদারণ্যক উপনিষদে বৈশ্বানরের জাঠরাগ্নিতে প্রয়োগ দেখা যায়, যেমন—এই অগ্নির নাম বৈশ্বানর, যে পুরুষের অন্তরে অবস্থান করে যাহার দ্বারা এই অন্ন পাচিত হয়, যাহা ভক্ষণ করা যায় তাহারই ঘোষ উৎপন্ন হয়। অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জাঠরাগ্নিকেই প্রতিপাদন করিতেছে।

কিম্বা বৈশ্বানর দেবতাগ্নি ? যজুর্ব্বেদের কাণ্বশাখায় তাহা বর্ণিত আছে—আমরা বৈশ্বানরের বিষয়ে সুমতি হইব, তিনি রাজা এবং জীবের সুখদাতা তথা শোভাশালী।

ব্যাখ্যা—বৈশ্বানরের অগ্নিঅধিষ্ঠাতৃদেবতার, সুমতি—শোভায়মানা বুদ্ধি যুক্ত আমরা হইব, অর্থাৎ বৈশ্বানরের আমাদের বিষয়ে সুমতি হউক, ইহাই অর্থ। তাহার কারণ—তিনি রাজা, যে হেতু তিনি সকল ভুবনের রাজা হয়েন এবং আরও তিনি কং অর্থাৎ জগদ্বাসিজীবগণের পরম সুখস্বরূপ। তথা তিনি অভিশ্রী, সর্ব্বতোভাবে পরম শোভাশালী। সুতরাং বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা দেবতাগ্নিকেই বোধ করাইতেছে।

অনন্তর তৃতীয়পক্ষের অবতারণা করিতেছেন—উত ইত্যাদি। অথবা এই বৈশ্বানর ভূতাগ্নি কি ? কারণ—জগতে দেবতাগণ বৈশ্বানরকে দিবসের কেতু করিয়াছেন। ব্যাখ্যা—ভুবনের নিমিত্ত বৈশ্বানর অগ্নিকে দেবতাগণ দিবসের কেতু চিহ্ন অর্থাৎ সূর্য্য করিয়াছেন, কারণ সূর্য্যের উদয় হইলেই সকল জগৎবাসিজীবদিগের দিন ব্যবহার হয়, ইহাই অর্থ। সুতরাং ভূতাগ্নিই বৈশ্বানর হউক।

ওঁ ॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণ শব্দ বিশেষাৎ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।২৫।

চেতন প্রদাতা সর্ব্বেষাং জীবানাং প্রাণোঽগ্নিশ্চ, উদয়তে—প্রকাশয়তে। অতো বৈশ্বানরশব্দবাচ্যো বিশ্বরূপঃ শ্রীহরিরেব নান্যেতি। ইতি সংশয়চতুষ্টয়ং সমুপস্থিতমিতি।

পূর্ব্বপক্ষঃ—ইত্যেবং চতুষ্টয়াত্মকে সংশয়ে সমুপস্থিতে তত্র পূর্ব্বপক্ষং সমুদ্ভাবয়ন্তি—অত্রেতি। অত্র চতুর্ষ্বপি জাঠরাগ্নি-দেবতাগ্নি-ভূতাগ্নি-শ্রীবিষ্ণুষু ইতি সর্ব্বত্রৈব সমানসামর্থ্যদর্শনাৎ সাধারণ্যাচ্চ বৈশ্বানর শব্দেন সর্ব্বেষামেব গ্রহণমুচিতং কিম্বা বিশেষ নির্ণয়াভাবাৎ বৈশ্বানর শব্দস্য শাব্দবোধোঽনির্ণয়োঽস্তু ইতি পূর্ব্বপক্ষঃ।

সিদ্ধান্তঃ—ইত্যেবং পূর্ব্বপক্ষে সমুদ্ভাবিতে সিদ্ধান্তমবতারয়তি ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—বৈশ্বানর ইতি। ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণিতো বৈশ্বানরঃ পরমাত্মা এব নান্যো ভবিতুমর্হতি। কুতঃ ? সাধারণ শব্দবিশেষাৎ। যদ্যপ্যয়ং বৈশ্বানরশব্দঃ জাঠরাদিত্রয়াণাং সাধারণস্তথাপ্যত্র বিশেষোপলভ্যতে, "কো ন আত্মা

আহোস্বিৎ বিষ্ণু কি ? অথবা সেই বৈশ্বানর কি পরমাত্মা শ্রীহরি হইবেন ? কারণ প্রশ্নোপনিষদে বর্ণনা আছে সেই এই বৈশ্বানর বিশ্বরূপ, যাহা হইতে প্রাণ ও অগ্নির উদয় হয়। অর্থাৎ সেই এই ভক্ষণ কর্ত্তা বৈশ্বানর সর্ব্বাত্মা বিশ্বরূপ সর্ব্বপ্রকাশক, প্রাণ চেতন প্রদাতা, অর্থাৎ যাঁহা হইতে সকল জীবের প্রাণ এবং অগ্নি উদয় হয় প্রকাশিত হয়। সুতরাং বৈশ্বানর শব্দবাচ্য বিশ্বরূপ শ্রীহরিই অন্য কেহ নহে। এই প্রকার সন্দেহ চতুষ্টয় সমুপস্থিত হইয়াছে। ইহাই সংশয়বাক্য নিরূপণ হইল।

পূর্ব্বপক্ষ—এই প্রকার চারিটি সন্দেহের উপস্থিত হইলে তাহাতে পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবন করিতেছেন—অত্র ইত্যাদি। এই স্থলে চারিটির মধ্যেই বৈশ্বানর শব্দের সাধারণ প্রয়োগ বিদ্যমান থাকা হেতু কোন পক্ষের নিশ্চয়ই না হউক। অর্থাৎ—জাঠরাগ্নি, দেবতাগ্নি, ভূতাগ্নি ও শ্রীবিষ্ণু এই চারিটিতে সর্ব্বত্রই সমান সামর্থ্য থাকা হেতু এবং সাধারণ প্রয়োগ হেতু বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা সকলেরই গ্রহণ করা উচিত, অথবা কোন বিশেষ নির্ণয়ের অভাব হেতু বৈশ্বানর শব্দের শাব্দবোধেরই অনির্ণয় হউক, সুতরাং বৈশ্বানর শব্দের কোন অর্থই নাই। এই প্রকার সংশয়বাক্য।

সিদ্ধান্ত—বাদিগণ এই প্রকার পূর্ব্বপক্ষের সমুদ্ভাবন করিলে ভগবান সূত্রকার শ্রীবাদরায়ণ সিদ্ধান্তের অবতারণা করিতেছেন—বৈশ্বানর ইত্যাদি। বৈশ্বানর শব্দ যদিও সর্ব্বত্র সাধারণ তথাপি শ্রীবিষ্ণুতে বিশেষ প্রয়োগ হেতু বৈশ্বানর শ্রীভগবানই। অর্থাৎ ছান্দোগ্যশ্রুতি বর্ণিত বৈশ্বানর পরমাত্মা শ্রীগোবিন্দদেবই, অন্য কেহ নহে। কেন অন্য হইবে না ? সাধারণ শব্দ বিশেষ হেতু। যদিও এই বৈশ্বানর শব্দ জাঠরাদি তিনটির মধ্যে সাধারণ ভাবে প্রয়োগ হইয়াছে, তথাপি ঐ প্রকরণে বিশেষ উপলব্ধ হইতেছে।

বৈশ্বানরো বিষ্ণুরেব, কুতঃ? সাধারণেত্যাদেঃ। অয়ম্ভাবঃ-যদ্যপি স শব্দস্তত্র তত্র সাধারণস্তথাপি বিষ্ণুসাধারণৈর্দ্যুমূর্দ্ধাদিশব্দৈর্বিশেষ্যমাণঃ সন্ স্বস্য বিষ্ণ্বর্থং গময়তি, তথাত্ম-ব্রহ্মশব্দাভ্যামুপক্রমস্তদ্বিদঃ ফলবিশেষশ্রুতিঃ "তদ্ যথেষিকতুলম্" (ছা০ ৫।২৪।৩) ইত্যাদিকা

কিং ব্রহ্ম" ইত্যুপক্রমে ব্রহ্ম শব্দশ্রবণাৎ, "আত্মানং বৈশ্বানরং" ইত্যুপসংহার বাক্যাচ্চ।

অত্র বৈশ্বানরস্য আত্মত্ব ব্রহ্মত্ব কথনাৎ। তস্মাৎ বৈশ্বানরোঽত্র পরব্রহ্ম এব বেদিতব্যঃ। সাধারণস্য ইতি—বৈশ্বানরশব্দস্য পরমেশ্বরসাধারণধর্ম্মৈর্বিশেষ্যমানত্বাৎ, যে ধর্ম্মা বৈশ্বানরে বিদ্যন্তে তে পরব্রহ্মণ্যপি বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ।

এতৎ সূত্রস্য নিষ্কর্ষমাহুঃ—অয়মিতি। বিষ্ণুত্বে লিঙ্গমিতি—আদৌ ঋষয়স্তু—"কো নু আত্মা কিং ব্রহ্ম" ইতি জিজ্ঞাসিতবন্তঃ। তদুত্তরে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদিবিশিষ্টোঽবস্থান্তরগতঃ পরব্রহ্মৈব উপাস্যত্বেন কথিতঃ। সর্ব্বলোক ভোগ প্রাপ্যত্বং সর্ব্বপাপ প্রদাহণত্বঞ্চ শ্রীবিষ্ণুপরিগ্রহে সম্ভবেৎ, ন তু অন্যেষাম্। "তদ্ যথেতি—তদ্যথেষীকাতুলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে" ইতি কৃৎস্না শ্রুতিঃ। ব্যাখ্যা চ—যথা ঈষিকায়াঃ তূলং অগ্নৌ প্রোতং প্রক্ষিপ্তং প্রদূয়েত ভস্মী ক্রীয়েত এবমতি শীঘ্রং হ প্রসিদ্ধে অস্য বৈশ্বানরসাধকস্য সর্ব্বে নিরবশেষাঃ পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে সম্যক্ রূপেণ দংদহ্যন্তে।

প্রকরণের—"আমাদের আত্মা কে? ব্রহ্ম কি? এই প্রকার উপক্রমে "আত্মা বৈশ্বানরকে" এই প্রকার উপসংহারে এই স্থলে বৈশ্বানরকে আত্মা ও ব্রহ্ম কথন হেতু সুতরাং বৈশ্বানর শব্দে পর-ব্রহ্মকেই বুঝিতে হইবে। বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণুরই অপর নাম, কারণ সাধারণ ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। সাধারণ অর্থাৎ বৈশ্বানর শব্দের শ্রীপরমেশ্বরের যে সকল সাধারণ ধর্ম্ম আছে তাহার দ্বারা বিশেষিত করা হইয়াছে, যে ধর্ম্মসকল বৈশ্বানরে বিদ্যমান আছে, তাহারা পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেও বিদ্যমান আছে ইহাই অর্থ।

শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদ এই সূত্রের নিষ্কর্ষ সারার্থ বর্ণনা করিতেছেন—এই ইত্যাদি। এই স্থলের ভাবার্থ এই যে—যদিও বৈশ্বানর শব্দ জাঠরাগ্নি, দেবতাগ্নি, ভূতাগ্নিতে সাধারণ ভাবেই প্রয়োগ করা হইয়াছে, তথাপি শ্রীবিষ্ণুর সাধারণ বিশেষণ দ্যুমূর্দ্ধাদি শব্দের দ্বারা বিশেষিত হইয়া বৈশ্বানর শব্দ নিজের শ্রীবিষ্ণু অর্থ বোধ করায় এবং এই প্রকরণের আত্মা ও ব্রহ্ম শব্দের দ্বারা উপক্রম করা হইয়াছে। তথা বৈশ্বানর জ্ঞানীর ফল বিশেষ নিরূপণ করিতেছেন—"অগ্নি যেমন ঈষিকার তূলাকে দাহন করে, সেই প্রকার তাহার সকল পাপ দাহ করে"। ইত্যাদি প্রমাণ বৈশ্বানরের শ্রীবিষ্ণুপরতা প্রতিপাদন করে। বৈশ্বানর শব্দ শ্রীবিষ্ণুর জ্ঞাপক—অর্থাৎ প্রথমতঃ ঋষিগণ "আমাদের আত্মা কে? ব্রহ্ম কি?" ইহা রাজাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। তদুত্তরে রাজা কেকয় দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি বিশিষ্ট অবস্থান্তর্গত পরব্রহ্মকেই উপাস্যত্ব রূপে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ সর্ব্বপ্রকার ভোগ প্রদান কর্ত্তৃত্ব, সর্ব্বপ্রকার পাপ প্রদাহন

তস্য বিষ্ণুত্বে লিঙ্গম্। সোঽপি যোগেন তত্রৈব বর্ত্ততে, বিশ্বে নরা অস্যেতি। তস্মাদ্ বিষ্ণুরেব সঃ ॥ ২৫ ॥

ইতোঽপীত্যাহ —

ওঁ ॥ স্মর্য্যমাণমনুমানং স্যাদিতি ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।২৬॥

তথাহি শ্রীগীতাসু—৪।৩৭. "জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা" সোঽপীতি—বৈশ্বানরশব্দোঽপি যৌগিকবৃত্ত্যা শ্রীভগবত্যেব বর্ত্ততে। অতঃ সঙ্গময়ন্তি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ—মহাশ্রোত্রিয়জিজ্ঞাস্যত্বাৎ, দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি বিশিষ্টত্বাৎ, নিখিল পাপ বিনাশকত্বাৎ, সর্ব্বাশ্রয়ত্বাৎ শ্রীবিষ্ণুরেব বৈশ্বানর ইতি ॥ ২৫ ॥

অথ সঙ্গতিমুখেন বৈশ্বানর শব্দস্য শ্রীবিষ্ণুত্বং স্মৃতিসম্বাদেন প্রতিপাদয়িতুং অবতরনিকামারচয়ন্তি—ইতোঽপীতি। ইতঃ—অস্মাৎ কারণাদপি বৈশ্বানরঃ শ্রীবিষ্ণুরেব। অথ স্মৃতি প্রমাণেনাপি শ্রীবিষ্ণুরেব বৈশ্বানর ইতি প্রতিপাদয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—স্মর্য্যমানমিতি।

কর্ত্তৃত্ব বৈশ্বানরকে শ্রীবিষ্ণু বলিয়া পরিগ্রহণ করিলেই সম্ভব হইবে, কিন্তু জাঠর-দেবতা-ভূতাগ্নিকে গ্রহণ করিলে সম্ভব হইবে না।

এই বিষয়ে সমগ্র শ্রুতিটি এই প্রকার—যেমন ঈষিকা তূলা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে দগ্ধ হয়, সেই প্রকার তাহার সকল পাপ প্রকৃষ্টরূপে দগ্ধ হয়। ব্যাখ্যা—যেমন ঈষিকার তূলা অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত করিলে সঙ্গে সঙ্গে ভস্মীভূত করে, এই প্রকার অতি শীঘ্র সুপ্রসিদ্ধ এই বৈশ্বানর সাধকের সকল পাপ নিরবশেষে দাহ করে, অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে পুনঃ পুনঃ দাহ করিয়া থাকেন।

এই বিষয়ে শ্রীগীতায় শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—হে পার্থ! আমা বিষয়ক জ্ঞান সকল পাপ পুণ্যকর্ম্মকে ভস্মসাৎ করিয়া দেয়। সুতরাং বৈশ্বানর শব্দে শ্রীবিষ্ণুগ্রহণই উচিত। বৈশ্বানর শব্দও যৌগিকবৃত্তির দ্বারা শ্রীভগবানেই বর্ত্তমান আছে। "বিশ্বে নরা অস্য" বিশ্ববাসী মানবসকল ইহার" এই অর্থে বৈশ্বানর শব্দ সিদ্ধ হয়।

অতএব সঙ্গতি এই প্রকার—মহাশ্রোত্রিয়গণ কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসা করা হেতু, দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি বিশিষ্ট হওয়ার জন্য, নিখিল পাপ বিনাশ কর্ত্তৃত্ব হেতু, সকলের পরম আশ্রয় হওয়ার কারণ সর্ব্বব্যাপক শ্রীগোবিন্দদেবই বৈশ্বানর শব্দ বাচ্য। ইহাই সিদ্ধান্ত ॥ ২৫ ॥

অতঃপর সঙ্গতিমুখে বৈশ্বানর শব্দের শ্রীবিষ্ণুত্ব স্মৃতিসম্বাদের দ্বারা প্রতিপাদন করিবার নিমিত্ত অবতরণিকা রচনা করিতেছেন—ইহা দ্বারাও ইত্যাদি। এই কারণ হইতেও বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণুই, অন্য নহে। অনন্তর স্মৃতিপ্রমাণের দ্বারাও শ্রীবিষ্ণুই যে বৈশ্বানর, ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা প্রতিপাদন

'ইতি' শব্দো হেত্বর্থে "অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ" (শ্রীগী॰১৫।১৪) ইতি বিষ্ণোস্তত্ত্বং স্মর্য্যমাণমেতস্যা বিদ্যায়া বিষ্ণুপরত্বেঽনুমানং লিঙ্গং ভবতীতি হেতোঃ স বিষ্ণুরেব ॥ ২৬ ॥

স্মর্য্যমানং প্রতিজ্ঞায়মানং অনুমানং-অনুমীয়তে অনেন ইতি লিঙ্গং জ্ঞাপকমিত্যর্থঃ। "অহং বৈশ্বানরঃ" ইতি শ্রীগীতাবাক্যেন স্মর্য্যমানং বৈশ্বানরস্য রূপং শ্রীবিষ্ণুপরিগ্রহে অনুমানং জ্ঞাপকং স্যাদিতি সূত্রার্থঃ।

অহমিতি শ্রীগীতাবাক্যম্। "প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্" ইতি বাক্যশেষম্। ব্যাখ্যা চ—হে পার্থ! ভোগ্যানামন্নাদীনাং পাকহেতুশ্চাহমেব বৈশ্বানরো জাঠরাগ্নিঃ তচ্ছরীরকো ভূত্বা প্রাণিনাং সর্ব্বেষাং দেহমুদরমাশ্রিতঃ প্রাণাপানাভ্যাং তদুদ্দীপকাভ্যাং সমাযুক্তশ্চ সন্ অহং তৈর্ভুক্তং চতুর্ব্বিধমন্নং পচামি পাকং নয়ামি। অন্নস্য চাতুর্ব্বিধ্যম্—ভক্ষ্যম্, ভোজ্যম্, লেহ্যম্ চূষ্যঞ্চেতি ভেদাৎ। দন্তচ্ছেদ্যং চণক-পূপাদি ভক্ষ্যং, মোদকৌদন সূপাদি ভোগ্যম্। পায়স-গুড়-মধ্বাদি লেহ্যম্। পক্কাম্র-ইক্ষুদণ্ডাদি চূষ্যমিতি। তস্মাৎ সর্ব্বপ্রাণিহৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী সর্ব্ববিধান্ন পরিপাচকঃ শ্রীবিষ্ণুরেব বৈশ্বানরঃ।

করিতেছেন—স্মর্য্যমান ইত্যাদি। শ্রীবিষ্ণুই যে বৈশ্বানর তাহা স্মর্য্যমান অনুমানের দ্বারাই সিদ্ধ হইবে। অর্থাৎ—স্মর্য্যমান-প্রতিজ্ঞায়মান অনুমান—যাহার দ্বারা অনুমিত করা হয় তাহা লিঙ্গ বা জ্ঞাপক। "আমি বৈশ্বানর" এই শ্রীগীতা বাক্যের দ্বারা স্মরণ করা হইয়াছে যে বৈশ্বানরের স্বরূপ তাহা শ্রীবিষ্ণুকে পরিগ্রহণ করিলেই অনুমান বা জ্ঞাপক হইবে অন্য অর্থ গ্রহণ করিলে হইবে না। ইহাই সূত্রার্থ।

সূত্রে যে ইতি শব্দের প্রয়োগ রহিয়াছে তাহা হেতু অর্থে। 'আমি' এইটি শ্রীগীতায় শ্রীভগবানের বাক্য। শ্রীভগবান কহিলেন—হে অর্জ্জুন! আমি বৈশ্বানর হইয়া প্রাণিগণের দেহ আশ্রয় করতঃ প্রাণ অপান সমাযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি। "প্রাণ অপান সমাযুক্ত হইয়া চতুর্ব্বিধ অন্ন পরিপাক করি" এই অংশটি ভাষ্যস্থ শ্লোকের শেষ পাদ।

ব্যাখ্যা—হে পার্থ! মানবের ভোগ্য অন্নাদির পরিপাকের হেতু আমিই বৈশ্বানর জাঠরাগ্নি, জাঠরাগ্নিরূপ হইয়া সকল প্রাণীর দেহ-উদর আশ্রয় করিয়া প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু যাহারা জাঠরাগ্নির উদ্দীপক তাহাদের সহিত সমাযুক্ত হইয়া আমি প্রাণীগণ কর্ত্তৃক ভোজন করা চারি প্রকার অন্ন পাক করিয়া থাকি।

চতুর্ব্বিধ অন্ন এই প্রকার—ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য এবং চূষ্য ইত্যাদি। অর্থাৎ দন্তের দ্বারা যাহা ছেদন করা যায়, যেমন—চণক, পৃষ্টক প্রভৃতি ভক্ষ্য অন্ন। মোদক ওদন সূপ প্রভৃতি ভোগ্য অন্ন। পায়স গুড় মধু প্রভৃতি লেহ্য অন্ন। পক্ক আম্র ইক্ষুদণ্ড প্রভৃতি চূষ্য অন্ন। সুতরাং সকল প্রাণিগণের হৃদয়ান্তর্ব্বর্ত্তী, সর্ব্ববিধ অন্ন পরিপাচক শ্রীবিষ্ণুই বৈশ্বানর।

অথ জাঠরং নিরস্যতি –

ওঁ ॥ শব্দাদিভ্যোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যু-পদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষবিধমপি চৈনমধীয়তে ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।২৭।

এতৎ পরিপোষকবাক্যং শ্রীভীষ্মপর্ব্বণি—৪৭।৬৯ "যস্যাগ্নিরাস্যং দ্যৌর্মূর্দ্ধা খং নাভিশ্চরণৌক্ষিতিঃ। সূর্য্যশ্চক্ষুর্দিশঃ শ্রোত্রে তস্মৈ লোকাত্মনে নমঃ। তত্ত্বং বৈশ্বানরত্বং, এতস্যাঃ—ছান্দোগ্যোপনিষৎস্থ বৈশ্বানর বিদ্যায়াঃ শ্রীবিষ্ণুপরত্বে জ্ঞাপকমিতি হেতোঃ স শ্রীবিষ্ণুরিতি ॥ ২৬ ॥

যত্তু—"অয়মগ্নির্বৈশ্বানরো যোঽয়মন্তঃ পুরুষে" বৃ০ ৫।৯।১, ইতি প্রয়োগদর্শনাৎ জঠরাগ্নিরয়ম্ বৈশ্বানর ইতি আশঙ্ক্য তন্নিরাকুর্ব্বন্তি—অথেতি।

অথ জাঠরাগ্নিং শঙ্কাং কুর্ব্বন্ নিরাকরোতি ভগবান শ্রীবাদরায়ণঃ—শব্দাদীতি। শব্দাদিভ্যঃ—অর্থান্তর প্রসিদ্ধেভ্যো বৈশ্বানরাদি শব্দেভ্যঃ, তথা অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাৎ পুরুষান্তঃ প্রতিষ্ঠিতত্বোক্তেঃ, ন বৈশ্বানরঃ পরমেশ্বর ইতি ন বক্তব্যম্। কুতঃ? তথা দৃষ্টিঃ উপদেশাৎ অসম্ভবাৎ পুরুষশব্দেনোক্তত্বাচ্চ এনং বৈশ্বানরমধীয়তে। বিশেষস্তু ভাষ্যে দ্রষ্টব্যম্।

এই প্রকরণের পরিপোষক বাক্য মহাভারতের শ্রীভীষ্মপর্ব্বেও দেখা যায়—এই সর্ব্বলোকাত্মক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, এই পুরুষের অগ্নিই মুখ, মস্তক স্বর্গলোক, আকাশ নাভিপ্রদেশ, চরণদ্বয় পৃথিবী, চক্ষু সূর্য্য শ্রবণ দশদিক্, অতএব লোকাত্মক পুরুষকে নমস্কার। এই প্রকার শ্রীবিষ্ণুর তত্ত্ব অর্থাৎ বৈশ্বানরত্ব স্মরণ করিয়াছেন, অতএব এই ছান্দোগ্য উপনিষৎ বর্ণিত বৈশ্বানর বিদ্যার শ্রীবিষ্ণুপরত্বে অনুমান-জ্ঞাপক, এই হেতু সেই বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণুই অন্য কেহ নহে ॥ ২৬ ॥

এই প্রকরণে যাঁহারা বলেন "এই অগ্নি বৈশ্বানর যে পুরুষের মধ্যে বাস করে" এইরূপ প্রয়োগ শ্রুতিতে বিদ্যমান থাকা হেতু এই বৈশ্বানর জাঠরাগ্নি" এই প্রকার আশঙ্কা করেন, তাহা নিরাকরণ করিতেছেন—অথ ইত্যাদি।

বৈশ্বানর শব্দে যে জাঠরাগ্নির বোধ হইয়াছিল তাহা নিষেধ করিতেছেন। অনন্তর বৈশ্বানর শব্দে জাঠরাগ্নি আশঙ্কা উত্থাপন করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ তাহা নিবারণ করিতেছেন—শব্দ হইতে ইত্যাদি। বৈশ্বানর শব্দাদি প্রয়োগ হেতু এবং পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠা হেতু, বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণু নহে, এই কথা বলিতে পারিবেন না, কারণ—সেই প্রকার দৃষ্টি করিয়াই উপদেশ করা হইয়াছে, অসম্ভব হেতু ও পুরুষ শব্দের দ্বারা নিরূপণ করা হেতু এই বৈশ্বানর শব্দ শ্রুতি অধ্যয়ন করেন। শব্দাদি অর্থাৎ অর্থান্তর

নন্বু বৈশ্বানরো ন বিষ্ণুঃ "অয়মগ্নির্বৈশ্বানরঃ" (বৃ° ৫।৯।১°) ইতি বৈশ্বানরশব্দৈকার্থাগ্নিশব্দাৎ "হৃদয়ং গার্হপত্যঃ" (ছা° ৫।১৮।২) ইত্যাদিনা হৃদয়াদিস্থস্য তস্যাগ্নিত্রেতা প্রকল্পনাৎ "প্রাণে" (ছা° ৫।১৯।২) ইত্যাধারত্বোক্তেঃ। "পুরুষোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ" (শত° ব্রা° ১০।৬।১।১১) ইত্যন্তঃপ্রতিষ্ঠানাচ্চ, কিন্তু জাঠরাগ্নিরেবায়মিতি চেন্ন, কুতঃ ?

অথ ছান্দোগ্যোপনিষদি বৈশ্বানরবিদ্যায়াং যৎ বৈশ্বানরমুক্তং তৎ কিল জাঠরাগ্নিরেব ন তু পরমেশ্বর ইতি শঙ্কতি—নন্বিতি। অত্র বৃহদারণ্যকবাক্য-প্রমাণেন অগ্নি বৈশ্বানরয়োরেকার্থতা প্রতিপাদনাৎ, নায়মত্র বৈশ্বানর শব্দেন বিষ্ণুগ্রহণম্। তথা চ অমরসিংহেন—১।১।৫৩, "অগ্নির্বৈশ্বানরো বহ্নির্বীতিহোত্রো ধনঞ্জয়ঃ" ইতি পর্য্যায়শব্দ প্রতিপাদিতম্। অগ্নিত্রেতা—গার্হপত্যান্বাহার্য্যাহবনীয় ইতি অগ্নিত্রয়রূপ কথনাৎ। প্রাণ ইতি—তত্র এবং সতি প্রথমং ভোজনকালে ভোজনার্থমন্নমাগচ্ছেদ্ তদ্ধোমীয়ং অন্নাদিকং "প্রাণায় স্বাহা" ইতি প্রাণে জুহুয়াৎ, এবং প্রাণস্তৃপ্যতি, 'প্রাণে' তৃপ্যতি সতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি তৃপ্যন্তি ইতি সকলেন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তেঃ প্রাণাধারত্ব সিদ্ধেঃ।

প্রসিদ্ধ বৈশ্বানরাদি শব্দ হইতে, তথা অন্ত প্রতিষ্ঠান হেতু—পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি প্রমাণ বিদ্যমান থাকার নিমিত্ত বৈশ্বানর পরমেশ্বর নহেন, এই প্রকার বলিতে পারিবেন না, কারণ তথা দৃষ্টি উপদেশ প্রদান হেতু, অসম্ভব হেতু, পুরুষের অন্তরে অবস্থান করা হেতু এই বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণুরূপে পাঠ করিয়াছেন। এই বিষয়ে বিশেষ ভাষ্যে দ্রষ্টব্য।

শঙ্কা—অনন্তর ছান্দোগ্যোপনিষদে বৈশ্বানরবিদ্যায় যে বৈশ্বানর বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা নিশ্চিতরূপে জাঠরাগ্নিই হইবে, কিন্তু পরমেশ্বর নহে, এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন—নন্বু ইত্যাদি। এই বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণু নহে, কারণ "এই অগ্নি বৈশ্বানর" এই প্রকার বৈশ্বানর শব্দের সহিত অগ্নি শব্দের সমানার্থ হওয়া হেতু, অর্থাৎ বৃহদারণ্যক বাক্য প্রমাণের দ্বারা অগ্নি শব্দ ও বৈশ্বানর শব্দের একার্থতা প্রতিপাদন হেতু এই স্থলে বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর গ্রহণ করা উচিত নহে। শ্রীঅমরসিংহ অমরকোষে "অগ্নি, বৈশ্বানর বহ্নি, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয় ইত্যাদি পর্য্যায় শব্দরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। সুতরাং অগ্নিও বৈশ্বানর পর্য্যায় বাচক।

পুনঃ—"যাঁহার হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি" ইত্যাদির দ্বারা হৃদয়াদি স্থানে অবস্থানকারী বৈশ্বানরের অগ্নিত্রেতা কল্পনা করা হইয়াছে। অগ্নিত্রেতা—অর্থাৎ গার্হপত্য, অন্বাহার্য্য এবং আহবনীয় এই অগ্নিত্রয়কে অগ্নিত্রেতা বলে। বৈশ্বানরকে অগ্নিত্রেতা রূপে নিরূপণ করা হেতু শ্রীবিষ্ণু হওয়া অসম্ভব। ছান্দোগ্য শ্রুতিবাক্যে বৈশ্বানরের "প্রাণে" এইরূপ আধার নিরূপণ করা হেতু বৈশ্বানর শ্রীবিষ্ণু নহে। অর্থাৎ এই স্থানে—প্রথম ভোজনকালে যে ভোজনের নিমিত্ত অন্ন আসে তাহা হোমীয় বস্তু, এই অন্নাদি হোমীয় বস্তুকে "প্রাণায় স্বাহা" এই প্রকার বলিয়া প্রথমে প্রাণে হবন করিবে, এই ভাবে প্রাণ তৃপ্ত হয়, প্রাণ

তথেতি। তথা জাঠররূপত্বেন দৃষ্টৈর্বিষ্ণূপাসনস্যোক্তেঃ. তন্মাত্রপরিগ্রহে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদের্‌সম্ভবাচ্চ। কিঞ্চ "স যো হ্যেতমেবাগ্নিং বৈশ্বানরং পুরুষবিধং পুরুষোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং বেদ"

এবমেবাহ শ্রীভাগবতে শ্রীনারদঃ—৪।৩১।১৪, "প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাম্" ইতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাং প্রাণাধারত্বং প্রসিদ্ধেরিতি। কিঞ্চ শতপথ ব্রাহ্মণবাক্য প্রমাণেন পুরুষে পুরুষাণাং—অন্তে জঠরে প্রতিষ্ঠানাৎ—অবস্থানাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয়ধারত্বং বেদ ইতি জাঠরত্বমস্য প্রসিদ্ধম্ ইতি।

তস্মাৎ—অগ্নিশব্দ সামানাধিকরণ্যাৎ, অগ্নিত্রেতা পরিকল্পনাৎ- প্রাণাহুত্যাধারত্বাৎ, অন্তঃ প্রতিষ্ঠানাচ্চ জাঠরাগ্নিরেবায়ং বৈশ্বানর ইতি বোদ্ধব্যঃ, ন তু শ্রীবিষ্ণুরিতি শঙ্কাবীজম্।

তন্মাত্রপরিগ্রহে—জাঠরাগ্নিমাত্র পরিগ্রহে, তস্য জাঠরস্য দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি—ছাং—৫।১৮।২, "বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষু বিশ্বরূপঃ" ইত্যাদি বর্ণনং সর্ব্বথাসম্ভবাদিতি। কিঞ্চ শুক্ল যজুর্ব্বেদস্য শাখাবিশেষো বাজসনেয়িনঃ নিরূপয়তি—স য ইতি। পুরুষবিধং—পরমকমনীয় করচরণাদি দিব্যাবয়ববিশেষযুক্তং পুরুষাকারম্। ন চাত্র কেবলস্য জাঠরস্য পুরুষবিধত্বং সম্ভবতি, পরব্রহ্মণ এব নিরুপাধিকং

তৃপ্ত হইলে পরে সকল ইন্দ্রিয় তৃপ্ত হয়, ইন্দ্রিয় সকলের তৃপ্তির আধার প্রাণ সিদ্ধ হইতেছে।

শ্রীভাগবতে দেবর্ষি শ্রীনারদ বলিয়াছেন—প্রাণকে উপহার অর্থাৎ অন্নাদি প্রদান করিলে ইন্দ্রিয় সকল তৃপ্ত হয়" এই প্রকার সকল ইন্দ্রিয়ের প্রাণই আধার শ্রবণ করা যায়. সুতরাং প্রাণাধারে বৈশ্বানর জাঠরাগ্নি তাহা ভক্ষণ করে। আরও শতপথ ব্রাহ্মণ বাক্যের প্রমানের দ্বারা বৈশ্বানরের জাটরত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন—এই অগ্নি বৈশ্বানর পুরুষের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত যে জানে" অর্থাৎ পুরুষগণের অন্তে জঠরে প্রতিষ্ঠান—অবস্থান হেতু সকল ইন্দ্রিয়গণের ধারকত্ব রূপে বৈশ্বানরকে যে জানে, এই প্রকারে বৈশ্বানরের জাঠরত্ব সিদ্ধ হয়। সুতরাং অন্তরে অবস্থান হেতু বৈশ্বানর জাটরাগ্নিই অন্য কেহ নহে।

অতএব অগ্নি শব্দ সামানাধিকরণ্য হেতু, অগ্নিত্রেতা পরিকল্পনার দ্বারা, প্রাণের আহুতির আধার হওয়ার কারণ, মানবের অন্তরে প্রতিষ্ঠা হেতু এই বৈশ্বানরকে জাঠরাগ্নি বলিয়াই জানিতে হইবে, কিন্ত শ্রীবিষ্ণু নহেন। ইহাই এই স্থলের আশঙ্কার বীজ।

সমাধান—আপনাদের এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আপনারা এই প্রকার বলিবেন না। কারণ—তথা ইত্যাদি। তথা জাঠররূপেই তাঁহাকে দর্শন করিয়া শ্রীবিষ্ণুর উপাসনার উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে। তন্মাত্র পরিগ্রহণ করিলে দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি সর্ব্বথা অসম্ভব হইবে, অর্থাৎ বৈশ্বানরকে জাঠরাগ্নি মাত্র পরিগ্রহণ করিলে, সেই জাঠরের দ্যুমূর্দ্ধত্ব—"বৈশ্বানরের মস্তকই সুতেজা, চক্ষুই বিশ্বরূপ" ইত্যাদি বর্ণনা সর্ব্বথা অসম্ভব হইবে ইহাই অর্থ।

আরও—শুক্ল যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ বাজসনেয়িন শাখা নিরূপণ করিতেছেন—"যিনি এই প্রকার বৈশ্বানর অগ্নি পুরুষরূপকে মানবের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত জানেন; অর্থাৎ—বৈশ্বানর পুরুষবিধ—

(শত ব্রা° ১০।৬।১।১১) ইতি পুরুষবিধমপ্যেনমধীয়তে বাজসনেয়িনঃ। জাঠরে গৃহীতে তস্য পুরুষোঽন্তঃ প্রতিষ্ঠানং স্যাৎ, ন তু পুরুষবিধত্বঞ্চ, বিষ্ণোস্তূভয়ং সম্ভবেৎ ॥ ২৭ ॥

অথ দেবতাগ্নিভূতাগ্নী নিরাকরোতি –

পুরুষত্বম্, তথাহি পুরুষসূক্তে—শু° যজুঃ ৩১।১, "সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ" "পুরুষ এবেদং সর্বম্" ছান্দোগ্যে চ— ৮।১২।৩, "স উত্তমঃ পুরুষঃ" শ্রীগীতাসু—১১।১৮, "ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্ম গোপ্তা সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে" শ্রীভাগবতে চ – শ্রীব্রহ্মা—১০।১৪।২৩, "একস্ত্বমাত্মা পুরুষঃ পুরাণঃ সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরনন্ত আদ্যঃ" তস্মাৎ বৈশ্বানরস্তু শ্রীবিষ্ণুরেব। বিষ্ণোস্তূভয়ম্—জাঠরাগ্নিরূপং পুরুষাকারত্বঞ্চ, তস্মাৎ জাঠরাদীনাং নৈকোঽপি সম্ভবেৎ। "সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুরেবায়ং ন দৈবতম্ ন জাঠরম্। ন চ ভূতাগ্নিরপিতু যদ্ বৈশ্বানরঃ শব্দিতম্ ॥ ২৭ ॥

যত্তু—"বৈশ্বানরস্য সুমতৌ স্যাম রাজা" ইত্যাদিনা দেবতাগ্নিত্বং প্রতিপাদিতম্। কিঞ্চ— বিশ্বস্মা অগ্নিং ভুবনায় দেবা" ইত্যাদিনা ভূতাগ্নিত্বং প্রতিপাদিতম্। তৎ পক্ষদ্বয়ং নিরাকুর্ব্বন্তি— অথেতি। অথ পূর্ব্বোক্তহেতুভ্যঃ পক্ষদ্বয়ং নিরাকরোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অত ইতি।

পরম কমনীয় করচরণাদি অবয়ব বিশেষ যুক্ত পুরুষাকার, এই স্থলে কেবল জাঠরাগ্নি গ্রহণ করিলে পুরুষবিধত্ব সম্ভব হয় না। এই প্রকার বাজসনেয়িনগণ বৈশ্বানরকে পুরুষবিধরূপে অধ্যয়ন করেন।

পরব্রহ্মেরই নিরুপাধি পুরুষাকারতা শাস্ত্রসকলে এই প্রকার প্রতিপাদন করিয়াছেন—যেমন শুক্লযজুর্ব্বেদীয় পুরুষসূক্তে বর্ণনা করিয়াছেন –"এই পুরুষ সহস্র মস্তক যুক্ত" "এই পুরুষই এই পরিদৃশ্যমান সকল বস্তু" ছান্দোগ্যোপনিষদে বর্ণিত আছে—তিনি উত্তম পুরুষ, তাঁহা হইতে কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। শ্রীগীতায় নিরূপণ করিয়াছেন—শ্রীঅর্জ্জুন কহিলেন—হে দেব! আপনি অব্যয়, শাশ্বত ভক্তিধর্ম্মের রক্ষক তথা সনাতন পুরুষ, ইহাই আমার অভিমত। শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিলেন—হে ব্রজরাজনন্দন! আপনি একমাত্র আত্মা পুরাণ পুরুষ, সত্যস্বরূপ, স্বয়ং শক্তিমান, জ্যোতির্ম্ময় অনন্ত এবং সকলের আদি কর্ত্তা। অতএব বৈশ্বানর শ্রীগোবিন্দদেবই, অন্য নহে।

বিশেষ কথা এই যে—বৈশ্বানরকে জাঠরাগ্নিরূপে গ্রহণ করিলে তাহার পুরুষদিগের অন্তরে অবস্থান করা সিদ্ধ হইবে। কিন্তু পুরুষবিধতা প্রতিপন্ন হইবে না। অতএব সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর উভয়রূপ, অর্থাৎ জাঠরাগ্নি রূপ ও পুরুষাকারত্ব সম্ভব হইবে। সুতরাং জাঠরাগ্নি প্রভৃতি একটিরও বৈশ্বানরত্ব অসম্ভব হেতু শ্রীগোবিন্দদেবই বৈশ্বানর।

যাঁহাকে বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে, তিনি দেবতাগ্নি নহেন, জাঠরাগ্নিও নহেন এবং ভূতাগ্নিও নহেন, কিন্তু সাক্ষাৎ সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণু ইহাই সূত্রার্থ ॥ ২৭ ॥

ওঁ ॥ অতএব ন দেবতাভূতঞ্চ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।২৮।

ননু দেবতাগ্নেরৈশ্বর্য্যবশেন দ্যুলোকাদ্যঙ্গত্বসম্ভবাদেষ নির্দ্দেশস্তথা ভূতাগ্নেশ্চ "যো ভানুনা পৃথিবীং দ্যামুতেমামাততানরোদসী চান্তরীক্ষম্" (ঋক্ সং০ ১০।৮৮।৩) ইত্যাদি মন্ত্রবর্ণাদিতি চেন্ন। কুতঃ? অতএব ইতি। এভ্য উক্তেভ্য এব হেতুভ্যো দেবতাগ্নির্ভূতাগ্নিশ্চ ন স ইত্যর্থঃ। মন্ত্রবর্ণস্তু প্রশংসাবচনম্ ॥ ২৮ ॥

অতঃ—উক্তেভ্যো হেতুভ্যঃ বৈশ্বানরো ন দেবতা ন বা ভূতাগ্নিঃ, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুরেব। অথ দেবতাগ্নেরৈশ্বর্য্যযোগাদ্ দ্যুলোকব্যাপকত্বং, ভূতাগ্নেশ্চ পৃথিবীব্যাপকত্বং স্পষ্টয়ন্তি—নন্বিতি। অত্র ঋঙ্-মন্ত্রং প্রমাণমাহুঃ—য ইতি। যো দেবতাগ্নি বৈশ্বানরো ভানুনা সূর্য্যস্বরূপেন দ্যাং দ্যুলোকম্ আততান, তথা স এব ভূতাগ্নির্বৈশ্বানর অগ্নিরূপেণ পৃথিবীম্ আততান তিষ্ঠতি, রোদসী—ইতি দ্যৌ চ পৃথিবী চ দ্যাবাপৃথিব্যৌ তে দ্বিবচনান্তোঽয়ং রোদসী শব্দঃ।

শঙ্কা—যাঁহারা বলেন—এই বৈশ্বানর দেবতাগ্নি, কারণ "অগ্নির অধিষ্ঠাতৃ দেবতাব বিষয়ে আমাদের শোভাশালিনী বুদ্ধি হউক" ইত্যাদি প্রমাণ বাক্যের দ্বারা বৈশ্বানরকে দেবতাগ্নিরূপে প্রতিপাদন করিয়াছেন। এবং "দেবতাগণ অগ্নিকে জগতের নিমিত্ত ধ্বজ প্রস্তুত করিয়াছেন" ইত্যাদির দ্বারা ভূতাগ্নি প্রতিপাদন করিয়াছেন।

তাঁহাদের এই পক্ষদ্বয় অর্থাৎ দুইটি সন্দেহের নিরাকরণ করিবার নিমিত্ত বলিতেছেন—অথ ইত্যাদি। অনন্তর বৈশ্বানর যে দেবতাগ্নি ও ভূতাগ্নি তাহা নিরাকরণ করিতেছেন। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ পূর্ব্বোক্ত হেতু সকলের দ্বারা এই পক্ষদ্বয় নিষেধ করিতেছেন—অত ইত্যাদি। অতএব বৈশ্বানর দেবতাগ্নি এবং ভূতাগ্নি নহে। অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত কারণ সকলের দ্বারা বৈশ্বানর দেবতাগ্নি নহে এবং ভূতাগ্নিও নহে, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু হয়েন।

শঙ্কা—এই আমাদের বক্তব্য এই যে—বৈশ্বানর দেবতাগ্নি হউক, কারণ দেবতাগ্নির ঐশ্বর্য্য-যোগ হেতু দ্যুলোকের ব্যাপকতা প্রসিদ্ধি আছে, অর্থাৎ দ্যুমূর্দ্ধাদি যুক্তিযুক্তই হয়। কারণ "এষ" 'এষ' নির্দ্দেশ হেতু তাহা বোধ হয়। এই প্রকার ভূতাগ্নিও পৃথিবী ব্যাপক হেতু বৈশ্বানর শব্দবাচক বুঝিতে হইবে। এই বিষয়ে ঋগ্‌বেদের মন্ত্র প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—'য' ইত্যাদি। যে ভানু কর্ত্তৃক আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে অর্থাৎ যে দেবতাগ্নি বৈশ্বানর সূর্য্যরূপে গগনমণ্ডল পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তথা তিনিই ভূতাগ্নি বৈশ্বানর অগ্নিরূপে পৃথিবী ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছেন, রোদসী শব্দটি আকাশ ও পৃথিবীর বাচক এবং দ্বিবচনান্ত শব্দ। সুতরাং বৈশ্বানর শব্দে দেবতাগ্নি কিম্বা ভূতাগ্নিকে প্রতিপাদন করে, কিন্তু শ্রীবিষ্ণুকে নহে।

বৈশ্বানর শব্দবদগ্নিশব্দস্যাপি সাক্ষাত্তৎপরত্বমিতি জৈমিনিমতেন দর্শ্যতে—

ওঁ ॥ সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।২৯।

ইত্যস্য শঙ্কায়া উত্তরং—কুতঃ" পূর্ব্বোক্তেভ্য এব হেতুভ্যঃ তৌ ন ভবতঃ। ন চ ভূতাগ্নেরৌষ্ণ্য প্রকাশমাত্রাত্মকস্য দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি সম্ভবেৎ, তস্য বিকারাত্মকত্বাৎ। দেবতাগ্নেরপি সত্যপ্যৈশ্বর্য্যযোগে ন দ্যু-মূর্দ্ধত্বাদি সম্ভাবনাপি। ন চ তয়োঃ সর্ব্বব্যাপকত্ব সম্ভাবনা। ননু তথাত্বে মন্ত্রস্য কা গতিঃ ? তত্রাহ—প্রশংসা বচনং, সর্ব্বৈরেব যজ্ঞপুরুষং শ্রীবিষ্ণুমারাধয়তু ইতি ॥ ২৮ ॥

ননু বৈশ্বানরশব্দো ভবতু নাম বিষ্ণুপ্রতিপাদকঃ। কিন্তু অগ্নিশব্দঃ সাক্ষাৎ দেবতাগ্নিভূ'তা-গ্নির্ব্বা প্রতিপাদয়তি ইতি চেত্তত্রাহ—বৈশ্বানর ইতি। তৎপরত্বং শ্রীবিষ্ণুপরত্বমিতি। অথ যে আচার্য্যাগ্নি-শব্দেনাপি সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুং প্রতিপাদয়ন্তি তেষাং মতান্যাহ-ভগবান্ শ্রীসূত্রকারঃ—সাক্ষাদিতি।

বিশ্বেষাং নরাণাং নেতৃত্বাৎ বৈশ্বানরশব্দো যথা পরব্রহ্মণি বর্ত্ততে, তথাগ্রনয়নাদগ্নিশব্দস্যাপি

সমাধান—আপনাদের এই প্রকার আশঙ্কা পূর্ণ বক্তব্যের উত্তরে আমাদের কথা এই প্রকার—আপনারা ইহা বলিতে পারিবেন না, কারণ—অতএব ইত্যাদি। পূর্ব্বোক্ত হেতুসকলের দ্বারা সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করা নিমিত্ত বৈশ্বানর দেবতাগ্নি বা ভূতাগ্নি কোন প্রকারে হইবে না কিন্তু সর্ব্বব্যাপক শ্রীগো-বিন্দদেবই হইবেন ইহাই অর্থ।

এই স্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে—কেবলমাত্র উষ্ণ এবং প্রকাশাত্মক ভূতাগ্নির দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি সম্ভা-বনা নাই। কারণ তাহা বিকারাত্মক। দেবতাগ্নিরও ঐশ্বর্য্যাদির যোগ থাকিলেও তাহার দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি সম্ভব নহে এবং অগ্নিদ্বয়ের সর্ব্বব্যাপকতাও অসম্ভব। যদি বলেন—তাহা হইলে ঐ ঋঙ্ মন্ত্রের কি গতি হইবে ? উত্তর এই যে তাহা প্রশংসা বাক্য। সারার্থ এই যে—সকলেই যজ্ঞপুরুষ ভগবান শ্রীবিষ্ণুকে আরাধনা করুক ইহাই অর্থ ॥ ২৮ ॥

শঙ্কা—আমরা বলিব—বৈশ্বানর শব্দ পূর্ব্ব কথিত কারণ সকলের দ্বারা শ্রীবিষ্ণুর প্রতিপাদক হউক, কিন্তু অগ্নি শব্দ সাক্ষাৎ ভাবে দেবতাগ্নি অথবা ভূতাগ্নিকে প্রতিপাদন করিতেছেন।

সমাধান—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বৈশ্বানর ইত্যাদি। বৈশ্বানর শব্দ যেমন সাক্ষাৎ ভাবে শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিপাদন করে, অগ্নিশব্দও সেই প্রকার সাক্ষাৎ ভাবেই শ্রীবিষ্ণুপরতা ইহা মহর্ষি জৈমি-নির সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রদর্শিত করিতেছেন।

অনন্তর যে সকল আচার্য্যগণ অগ্নিশব্দের দ্বারাও সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিপাদন করেন, তাঁহাদের মত বা সিদ্ধান্ত ভগবান শ্রীবাদরায়ণ নিরূপণ করিতেছেন—সাক্ষাৎ ইত্যাদি। মহর্ষি জৈমিনি উভয়শব্দের সাক্ষাৎ ভাবে অবিরোধ স্বীকার করেন। অর্থাৎ বিশ্ববাসী মানবগণের নেতা—নিজধামে আনয়ন কর্ত্তা

বিশ্বনেতৃত্বেন গুণেন "বিশ্বে নরা অস্য" ইতি সর্ব্বকারণত্বাদিনা বা যথা বৈশ্বানরশব্দস্তথাত্র নয়নাদি গুণযোগেনাগ্নিশব্দেন সাক্ষাদেব বিষ্ণুবাচক ইত্যবিরোধমত্র জৈমিনির্মন্যতে গুণবিশেষস্যোপজীব্যত্বাৎ ॥ ২৯ ॥

সাক্ষাদব্যবধানেন পরমাত্মনি বৃত্তৌ অবিরোধং বিরোধাভাবাং পূর্ব্বমীমাংসাকারঃ জৈমিনিরাচার্য্যো মন্যতে ইতি সূত্রার্থঃ।

সাক্ষাদেব বিষ্ণুবাচক ইতি—বৈশ্বানরশব্দো যথা সাক্ষাদ্ বিষ্ণুং প্রতিপাদয়তি, বিশ্বেষাং নিখিলানাং প্রাণিনাং নরো নেতা স্বধাম প্রাপকঃ, সদ্বুদ্ধিপ্রবর্ত্তকো বা, সর্ব্বেশ্বর ইতি ভাবঃ। তথা অগ্নিশব্দেনাপি শ্রীবিষ্ণুমেব প্রতিপাদয়তি—"অগি গতৌ" ইতি ধাতোরুত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে নিপ্রত্যয়ঃ, ইতি অগ্নিঃ। তন্নিরুক্তিশ্চ—অঙ্গয়তীতি অগ্নিঃ, মানবজন্ম প্রাপয়তীতি অগ্নির্ব্বা। নিখিল জন্মপ্রদো বা। মহর্ষি জৈমিনিরপি কথমেবং কথয়তি—তত্রাহ—গুণ ইতি। গুণস্তু—দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি, স্বভক্তদোষনির্দ্দাহকত্বাদি স্বধাম প্রাপকত্বাদি, নিখিল মানব কর্ম্মফলপ্রদত্বাদি গুণস্তত্রৈব শ্রীবিষ্ণৌ বর্ত্ততে নান্যত্র। তস্মাৎ শ্রীজৈমিনি মতেনাপি বৈশ্বানরঃ অগ্নিশব্দো বা শ্রীবিষ্ণোরেব বাচক ইতি ॥ ২৯ ॥

হওয়ার নিমিত্ত বৈশ্বানর শব্দ যেমন পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবেই উপপত্তি হয়, সেই প্রকার সকলের অগ্রে আনয়নকারিতা গুণের দ্বারা অগ্নিশব্দও সাক্ষাৎ—অব্যবধানে পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণে বৃত্তি রহিয়াছে, তাহা কোন প্রকার বিরোধ না করিয়াই পূর্ব্বমীমাংসাদর্শনের রচয়িতা আচার্য্য শ্রীজৈমিনি মানেন—স্বীকার করেন ইহাই সূত্রার্থ।

বিশ্বনেতৃত্ব গুণের দ্বারা "বিশ্বের প্রাণিগণকে ইনি আনয়ন করেন" এই গুণের দ্বারা, অথবা সকল কারণের কারণ যিনি" এই প্রমাণের দ্বারা যেমন বৈশ্বানর শব্দ শ্রীবিষ্ণুবাচক, তথা এই স্থলে আনয়নাদি গুণ যোগের দ্বারা অগ্নি শব্দও সাক্ষাৎভাবে শ্রীবিষ্ণুবাচক—অর্থাৎ বৈশ্বানর শব্দ যে ভাবে অব্যবধানরূপে শ্রীবিষ্ণুকে প্রতিপাদন করেন তাহা প্রদর্শন করিতেছেন—বিশ্বে ইত্যাদি। যিনি বিশ্ববাসী নিখিল প্রাণিগণের নর—নেতা, অর্থাৎ শ্রীগোলোকাদি স্বধাম প্রাপক অথবা সদ্বুদ্ধি প্রবর্ত্তক সর্ব্বেশ্বর।

তথা অগ্নিশব্দের দ্বারাও সাক্ষাৎ শ্রীবিষ্ণুকেই প্রতিপাদন করিতেছেন—'অগি' ধাতুর অর্থ গতি, অগি ধাতুর উত্তরে কর্ত্তৃবাচ্যে 'নি' প্রত্যয়ের দ্বারা অগ্নি পদ সিদ্ধ হয়। অগ্নিশব্দের নিরুক্তি এই প্রকার—'অঙ্গয়তি, অর্থাৎ মানবগণের জন্ম প্রাপ্ত করায় এই অর্থে অগ্নিপদ সিদ্ধ হয়। অথবা সকলের জন্ম প্রদান কর্ত্তা অগ্নি, এই ভাবে বৈশ্বানর বা অগ্নি শব্দের সহিত শ্রীবিষ্ণু শব্দের কোন প্রকার বিরোধ নাই, ইহা মহর্ষি শ্রীজৈমিনি মনে করেন। মহর্ষি জৈমিনিও কেন এই প্রকার স্বীকার করেন তাহা বলিতেছেন—গুণ ইত্যাদি। কারণ অগ্নিশব্দেও গুণবিশেষের উপজীব্য হেতু, অর্থাৎ গুণ—দ্যুমূর্দ্ধত্ব, স্বভক্তদোষ নির্দ্দাহকত্ব নিজভক্তগণকে স্বধামপ্রাপকত্ব, নিখিল মানবের কর্ম্মানুরূপ ফল প্রদান কর্ত্তৃত্ব প্রভৃতি গুণ সকল সেই

নন্বু কথমত্র প্রাদেশমাত্রোক্তিরপরিচ্ছন্নস্য তত্রাহ —

ওঁ ॥ *অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ* ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।৩০।

তদ্দৃষ্টিবিশিষ্টানামুপাসকানাং তথাভিব্যক্তো বিভাতো ভবতি বিষ্ণুরিত্যাশ্মরথ্যো মন্যতে ॥ ৩০ ॥

নন্বু ভবতু অগ্নিশব্দো শ্রীবিষ্ণুবাচকঃ, বিষ্ণোস্তু সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ কথং তস্য তত্র "যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রম্" ছা০ ৫।১৮।১, ছান্দোগ্যে প্রাদেশমাত্রপরিমিতত্বম্। কথং বা বিভোঃ পরিচ্ছিন্নত্বমিতি শঙ্কাবীজম্। অথ অস্যাঃ শঙ্কায়াঃ পরিহারস্তু আশ্মরথ্যঃ মতেন করোতি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অভীতি।

সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণোঃ প্রাদেশমাত্রত্বকথনং স্বভক্তেষু অভিব্যক্তি নিমিত্তমিতি আশ্মরথ্যঃ আচার্য্যঃ স্বীক্রীয়তে। তদ্দৃষ্টীতি—প্রাদেশমাত্রত্বেন উপাসকানাং হৃদয়ে প্রাদেশমাত্রত্বেন শ্রীবিষ্ণোরভিব্যক্তির্ভবতি। তথাহি শ্রীভাগবতে—২।২।৮; "কেচিৎ স্বদেহান্তর্হৃদয়াবকাশে প্রাদেশমাত্রং পুরুষং বসন্তম্। চতুর্ভুজ কঞ্জ রথাঙ্গ-শঙ্খ-গদাধরং ধারণয়া স্মরন্তি॥ নচেদং প্রাদেশমাত্রত্বমেব তস্য স্বরূপম্, কিন্তু—ত্বং ভক্তিযোগ

শ্রীবিষ্ণুতেই বর্ত্তমান আছে, অন্যত্র নহে। সুতরাং মহর্ষি শ্রীজৈমিনি মতের দ্বারাও বৈশ্বানর বা অগ্নিশব্দ সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণু শ্রীগোবিন্দদেবেরই বাচক, কিম্বা প্রতিপাদক ॥ ২৯ ॥

শঙ্কা—যদি বলেন - অপরিচ্ছিন্ন সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর প্রাদেশমাত্র পরিমিততা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ অগ্নি শব্দ শ্রীবিষ্ণুবাচক হউক, তাহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু শ্রীবিষ্ণু সর্ব্বব্যাপক হওয়া হেতু কি প্রকারে তাঁহার "যে এই এইরূপ প্রাদেশ মাত্র" ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাদেশমাত্র পরিমিত স্বরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। কি কারণের প্রয়োজনে সর্ব্বব্যাপক বিভু শ্রীবিষ্ণুর পরিচ্ছিন্নতা প্রতিপাদন করা হইয়াছে? ইহাই এই স্থলের শঙ্কা বীজ।

সমাধান—এই প্রকার এই আশঙ্কার পরিহার ভগবান শ্রীবাদরায়ণ আশ্মরথ্য মতে করিতেছেন—অভি ইত্যাদি। প্রাদেশমাত্ররূপে অভিব্যক্তি হয়েন, এই প্রকার মহর্ষি আশ্মরথ্য স্বীকার করেন। অর্থাৎ—সর্ব্বব্যাপক শ্রীবিষ্ণুর প্রাদেশমাত্রতা বর্ণনা করা নিজ ভক্তগণের হৃদয়ে অভিব্যক্তির নিমিত্ত প্রকাশ করেন, এই প্রকার আচার্য্য আশ্মরথ্য স্বীকার করেন। প্রাদেশমাত্র দৃষ্টি বিশিষ্ট উপাসকগণের সেই রূপেই শ্রীবিষ্ণু অভিব্যক্ত হয়েন, এই প্রকার ঋষি আশ্মরথ্য স্বীকার করেন। তদ্দৃষ্টি অর্থাৎ—প্রাদেশমাত্রত্ব পরিমিত সাধকগণের হৃদয়ে প্রাদেশমাত্রত্বরূপেই শ্রীবিষ্ণুর অভিব্যক্তি হয়।

এই বিষয়ে শ্রীভাগবতে বর্ণিত আছে—কোন শ্রীভগবদ্ভক্ত নিজের দেহান্তর্বর্ত্তী হৃদয়াকাশে প্রাদেশমাত্র চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র গদা ও পদ্মধারণকারি পরম পুরুষকে ধারণার দ্বারা স্মরণ করেন। কিন্তু এই প্রাদেশমাত্রতা শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপ নহে, কারণ—শ্রীভাগবতে—শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে নাথ! আপনার

ওঁ ॥ অনুস্মৃতেরিতি বাদরিঃ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।৩১।

প্রাদেশমাত্র হৃৎপদ্ম প্রতিষ্ঠিতেন মনসা অয়মনুস্মর্য্যতেঽতঃ প্রাদেশমাত্র উচ্যতে, ইতি বাদরির্মন্যতে ॥ ৩১ ॥

পরিভাবিত হৃৎসরোজ আস্সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্ বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ইতি ভা০ ৩।৯।১১।। তস্মাৎ প্রাদেশমাত্রত্বং তস্য শ্রীভক্তানুগ্রহগুণস্বরূপমিতি। স্বরূপস্ত শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ শ্রীশ্যামসুন্দর ইতি ॥ ৩০ ॥

ননু মধ্যমপরিমাণস্য শ্রীগোবিন্দদেবস্য কথং প্রাদেশমাত্রত্বমিতি নির্ণেতুং বাদরিঋষের্মতমাহ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—অনুস্মৃতেরিতি। শ্রীগোবিন্দঃ প্রাদেশমাত্রেণ হৃদয়েন মনসা অনুস্মর্য্যতে ইতি অনুস্মরণ নিমিত্তা প্রাদেশ শ্রুতিরিতি বাদরিরাচার্য্যস্তাহ। তথা চ শ্রুতিঃ—কঠ০ ২।১।১২, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষো মধ্য আত্মনি তিষ্ঠতি। ঈশানো ভূত ভব্যস্য ন ততো বিজুগুপ্সতে॥ শ্বেতাশ্বতরে চ — ৩।১৩, "অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ॥ তস্মাৎ ভক্তবৎসলস্য শ্রীভগবতঃ প্রাদেশমাত্রত্বং ন বিরুদ্ধমিতি ভাবঃ ॥ ৩১ ॥

শ্রীভক্তিপথ কেবল গুণ শ্রবণের দ্বারাই জানা যায়, আপনি নিশ্চিতরূপে সাধকপুরুষগণের শ্রীভক্তিযোগের দ্বারা পরিশুদ্ধ হৃদয়কমলে নিবাস করেন, হে ভক্তবৎসল! আপনার ভক্তগণ যে যে ভাবে আপনাকে চিন্তন বা উপাসনা করেন আপনি সেই সেই বিগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং শ্রীভগবানের প্রাদেশমাত্রত্ব শ্রীভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই প্রকাশ করেন। ইহা তাঁহার ভক্তানুগ্রহকারী স্বরূপ। কিন্তু শ্রীভগবানের স্বয়ং স্বরূপ কিন্তু শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধু-বন্ধুরাঙ্গ শ্রীশ্যামসুন্দর ॥ ৩০ ॥

যদি বলেন মধ্যম পরিমাণ শ্রীগোবিন্দদেবের কি প্রকারে প্রাদেশমাত্রতা স্বীকার করা যাইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন—যে ভাবে তাহা সম্ভব হয় নির্ণয় করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীসূত্রকার বাদরায়ণ শ্রীবাদরি ঋষির মত বলিতেছেন - অনুস্মৃতি ইত্যাদি। হৃদয়কমলে স্মরণ করিবার নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রাদেশ মাত্র হয়েন, এই প্রকার শ্রীবাদরি ঋষিবর স্বীকার করেন।

প্রাদেশ মাত্র পরিমিত হৃদয়কমলে প্রতিষ্ঠিত মনের দ্বারা স্মরণ করা যায়, সুতরাং শ্রীভগবানকে প্রাদেশমাত্র বলা হয়। অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দদেব সাধকগণের প্রাদেশমাত্র পরিমিত হৃদয়কমলে যে শ্রীভক্তি বিশুদ্ধ মন আছে তাহার দ্বারা বারম্বার স্মরণ করা হয়, অতএব শ্রীভগবানকে অনুস্মরণ নিমিত্ত প্রাদেশ শ্রুতিসকল সঙ্গত হইয়াছেন, এই প্রকার শ্রীবাদরি আচার্য্য নিরূপণ করিয়াছেন। সেই শ্রুতিসকল এই প্রকার—কঠোপনিষদ্ বাক্য এইরূপ—অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ শ্রীভগবান্ সকলের হৃদয়ের মধ্যে অবস্থান করেন তিনি সকল ভূত ও ভবিষ্যৎ পদার্থের ঈশ্বর, তাঁহাকে জানিলে কেহ নিন্দিত হয়েন না। শ্বেতাশ্বতর

ওঁ ॥ সম্পত্তেরিতি জৈমিনিস্তথাহি দর্শয়তি ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।৩২।

বিভোরপি তস্য যৎ প্রাদেশমাত্রত্বং তৎ কিল সম্পত্তেরবিচিন্ত্যশক্তিরূপাদৈশ্বর্য্যাদেব ন ত্বৌপাধিকমিতি জৈমিনির্মন্যতে এব। কুতঃ? তত্রাহ তথেতি। হি যতঃ "তমেকং

নন্বু প্রাদেশমাত্রত্বং মধ্যম পরিমাণত্বঞ্চ বিকারিত্বং তথাত্বৈতয়োঃ সাধকানাং কথং মুক্তিরিতি শঙ্কাং হৃদি নিধায় সূত্রয়তি ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণঃ—সম্পত্তেরিতি। সম্পত্তেরিতি—শ্রীভক্তিবিশুদ্ধসাধকানাং হৃদয়ে শ্রীভগবতো যদভিব্যক্তিঃ তদবিচিন্ত্যশক্ত্যা এব ভবেদিতি, অচিন্ত্যশক্তিরেব সম্পত্তিরিতি, জৈমিনির্মন্যতে, তথা—শ্রুতিরপি হি নিশ্চয়েন দর্শয়তীতি।

অচিন্ত্যশক্তিকত্বম্—তর্কাগোচরত্বম্, দুর্ঘটঘটনা পটীয়স্ত্বম্, দুর্ঘটঘটকত্বম্বা" ইতি শ্রীমদাচার্য্যচরণাঃ (শ্রীভং সং—১৬ অনু) ন তু ঔপাধিকমিতি—শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহানাং সর্ব্বেষাং নিত্যত্বাৎ। তথাহি—শ্রীভক্তি রং সং—২।১।২৪৪ "সর্ব্বে নিত্যাঃ শাশ্বতাশ্চ দেহাস্তস্য পরাত্মনঃ। হানোপাদান-রহিতা নৈব

উপনিষদে বর্ণিত আছে—অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পরিমিত পুরুষ যিনি অন্তরাত্মা, তিনি সর্ব্বদা সাধক মানবগণের হৃদয়ে সন্নিবেশিত আছেন। অতএব পরম ভক্তবৎসল ভগবান শ্রীগোবিন্দদেবের প্রাদেশমাত্র রূপে সাধকের নিকটে অভিব্যক্তি কোন ক্রমে বিরুদ্ধ নহে ইহাই ভাবার্থ॥ ৩১ ॥

অতঃপর—প্রাদেশমাত্র পরিমাণ এবং মধ্যম পরিমাণ এই দুইটি বিকারি বস্তু, যদি শ্রীভগবানের ঐ দুইটি স্বরূপ বিকারি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উভয় স্বরূপের সাধকগণের কি প্রকারে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হয়? এই প্রকার আশঙ্কা হৃদয়ে চিন্তা করিয়া ভগবান শ্রীবাদরায়ণ সূত্রের অবতারণা করিতেছেন—সম্পত্তি ইত্যাদি। সম্পত্তি—অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবেই শ্রীভগবান সকল প্রকার স্বরূপ প্রকাশ করেন তাহা মহর্ষি জৈমিনি স্বীকার করেন এবং এই বিষয়ে শ্রুতি প্রদর্শন করিতেছেন। অর্থাৎ সম্পত্তি শ্রীভক্তির দ্বারা বিশুদ্ধ সাধকগণের হৃদয়ে শ্রীভগবানের যে অভিব্যক্তি তাহা শ্রীভগবানের অবিচিন্ত্য শক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়।

শ্রীভগবানের অচিন্ত্যশক্তিকেই সম্পত্তি বলিয়া মহর্ষি জৈমিনি স্বীকার করেন এবং শ্রুতি সকলেও তাহা নিশ্চিতরূপে প্রদর্শিত করা হইয়াছে।

অচিন্ত্যশক্তি অর্থাৎ যাহা তর্কের অগোচর, দুর্ঘট ঘটনায় পটীয়ান্ অথবা দুর্ঘট ঘটক শক্তিমান, এই সকল অচিন্ত্যশক্তি এই প্রকার শ্রীমদ্ আচার্য্যদেব বর্ণনা করিয়াছেন। সর্ব্বব্যাপক শ্রীভগবানের যে প্রাদেশমাত্র রূপে অভিব্যক্তি তাহা কিন্তু সম্পত্তি অর্থাৎ অবিচিন্ত্যশক্তিরূপ ঐশ্বর্য্যযোগের দ্বারা হয়, তাহা কিন্তু কোন প্রকার ঔপাধিক নহে, এই প্রকার মহর্ষি জৈমিনি স্বীকার করেন। শ্রীভগবানের বিগ্রহ কোন প্রকার ঔপাধিক নহে, সকল শ্রীভগবৎস্বরূপ নিত্য হওয়া হেতু, শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু এই প্রকার

গোবিন্দং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্" (গো॰ তা॰ পূ॰ ৪৬) "একোঽপি সন্ বহুধা যোঽবভাতি" (গো॰ তা॰ পূ॰ ২৪) ইত্যাদ্যা শ্রুতিস্তথাবিচিন্ত্যশক্তিকত্বেনেশে বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশং বোধয়তীত্যর্থঃ। তে চ ধর্ম্মা জ্ঞানত্বেঽপি মূর্ত্তত্বমেকত্বেঽপি বহুত্বমিত্যাদয়ঃ। উপরি চৈতদ্বহুলী ভবিষ্যতি' (৩ ৩)। বিভুত্বে সত্যেব মধ্যমত্বমেবেতি ন কিঞ্চিদবদ্যম্ ॥ ৩২ ॥

প্রকৃতিজাঃ ক্বচিৎ ॥" কিঞ্চ তস্য মায়ারহিতত্বমপি শ্রূয়তে—শ্বেতাশ্বতরে—৪।১০, "মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্। শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা—২।৫।১৩, "বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষা পথেঽমুয়া" শ্রীদশমে চ—১৪।২ "অস্যাপি দেব বপুষো মদনুগ্রহস্য স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি" কিঞ্চ—অস্মিন্ বিষয়ে প্রমাণং দর্শয়ন্তি—তমিতি। সচ্চিদানন্দ বিগ্রহমিতি—মায়াগন্ধাস্পৃষ্টং ঔপাধিকত্বঞ্চ নিরাকৃতং বেদিতব্যম্। একোঽপীতি—শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহাণাং নিত্যত্বং দর্শিতম্। বিরুদ্ধধর্ম্মসমাবেশম্—প্রাদেশত্ব-বিশ্বরূপত্ব-মধ্যমপরিমাণত্বাদি শ্রীভগবদ্‌বিগ্রহম্। এবমেবাহ শ্রীধ্রুবঃ—৪।৯।১৬, "যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়ো হ্যনিশং পতন্তি বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্ব্যাৎ। তদ্‌ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্যমানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে ॥ তস্মাৎ

নির্দ্দেশ করেন—পরমাত্মা শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের বিগ্রহ সকল নিত্য এবং শাশ্বত, হানি কিম্বা কোন রূপ উপাদন রহিত, তাহা কদাপি প্রাকৃত বস্তুজাত নহে। অধিক কি—শ্রীভগবানের মায়া সম্বন্ধ গন্ধরহিতও শ্রবণ করা যায়—শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলেন—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মহেশ্বরকে মায়াসম্বন্ধ রহিত তাহার নিয়ামক বলিয়া জানিবে।

শ্রীভাগবতে শ্রীব্রহ্মা বলিয়াছেন - যে মায়া শ্রীভগবানের ঈক্ষণ পথের নিকটে দাঁড়াইতে বিলজ্জিতা হয়। শ্রীদশমে শ্রীব্রহ্মা কহিলেন—হে দেব! আমাকে অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত এই স্বরূপ প্রকাশ হইয়াছেন এই বিগ্রহ কোন প্রকার ভূতময়—পাঞ্চভৌতিক নহে। কেন? অর্থাৎ শ্রীভগবানের বিগ্রহ ঔপাধিক কি কারণে হয় না?

তদুত্তরে বলিতেছেন—তথা ইত্যাদি। যে হেতু এই বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছেন—তম্ ইত্যাদি। সেই একমাত্র সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শব্দের দ্বারা তাঁহার মায়াগন্ধের স্পর্শ শূন্য এবং ঔপাধিকতাও নিরাকরণ করা হইল বুঝিতে হইবে। পুনঃ—যিনি এক হইয়াও বহুরূপে অবভাত হয়েন" এতদ্দ্বারা শ্রীভগবানের বিগ্রহসকলের নিত্যতা প্রতিপাদন করা হইল।

ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যসকল শ্রীভগবানে অবিচিন্ত্য শক্তি সকল বিদ্যমান আছে তাহা প্রতিপাদন করিতেছেন। সুতরাং ঈশ্বরে সর্ব্বদা বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ রহিয়াছে তাহা বোধ করায় ইহাই অর্থ।

বিরুদ্ধধর্ম্মের সমাবেশ এই প্রকার—প্রাদেশত্ব, বিশ্বরূপত্ব, মধ্যম পরিমাণত্বাদি শ্রীভগবানে যুগপৎ বর্ত্তমান থাকা। এই বিষয়ে শ্রীধ্রুব বলিয়াছেন—বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি সকল যাঁহাতে সর্ব্বদা আনুপূর্ব্বী ক্রমে বিদ্যমান আছে, সেই ব্রহ্ম, বিশ্বের কারণ, এক, অনন্ত, আদ্য, আনন্দমাত্র বিকাররহিত শ্রীভগবানের

ওঁ ॥ আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ওঁ ॥ ১।২।৭।৩৩।

এনমচিন্ত্যশক্তিযোগং ধর্ম্মমাথর্ব্বণিকা অস্মিন্ পরমাত্মনি আমনন্তি "অপাণিপাদোঽহম-চিন্ত্যশক্তিঃ" (কৈ॰ ২১) ইতি।

অবিচিন্ত্যশক্তিমান্ শ্রীগোবিন্দদেবঃ সর্ব্বেষাং ভক্তানাং সাধনানুসারেণ ভাবানুসারেণ চ স্ববিগ্রহং প্রকটয়-তীতি শ্রুতীনাং মুনীনাঞ্চাভিমতমিতি ভাষ্যার্থঃ ॥ ৩২ ॥

ননু পরমেশ্বরস্যাচিন্ত্যশক্তিমত্বং মুনয়ঃ স্বীকুর্ব্বন্তু নাম নতু শ্রুতয়ঃ স্বীকুর্ব্বন্তি, ইতি শঙ্কামুরীকৃত্য বৈশ্বানরাধিকরণমুপসংহরতি—আমনন্তীতি। এনম্ অচিন্ত্যমহৈশ্বর্য্যশক্তিযোগম্, অস্মিন্ পরব্রহ্মণি শ্রীগো-বিন্দদেব আমনন্তীতি—আথর্ব্বণিকাঃ শ্রীভগবদারাধকাঃ স্বীকুর্ব্বন্তি। "চ" শব্দাৎ স্মৃতয়শ্চ।

অপাণিরিতি—অহং প্রাকৃতপাণিপাদাদি রহিতম্ অচিন্ত্যশক্তিযুক্তঞ্চ। অচিন্ত্যমিতি—তর্কা-গোচরম্। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ" ইতি শ্রীভারতে - ভী॰ প॰—৫।২২ ইতি

আমি শরণ গ্রহণ করি" সুতরাং পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব নানা প্রকার বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। শ্রীভগবা-নের বিরুদ্ধ ধর্ম্মসকল এইরূপ—জ্ঞানস্বরূপ হইয়াও তিনি মূর্ত্তিমান, এক হইয়াও তিনি অনেক স্বরূপ, ইত্যাদি। এই বিষয়ে এই শ্রীমদ্ বেদান্তসূত্রের তৃতীয় অধ্যায়ে তৃতীয় পাদে বিস্তারপূর্ব্বক নিরূপণ করা হইবে। অতএব শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বব্যাপক বিভু হইলেও তিনি সর্ব্বদা মধ্যমাকারে অচিন্ত্য শক্তিবলে বিরা-জিত আছেন। সুতরাং অবিচিন্ত্য শক্তিমান, শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব নিজ ভক্তগণের সাধনানুসারে এবং ভাবা-নুসারে নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন, ইহাই শ্রুতিসকলের এবং মুনিগণের অভিমত, অতএব এই বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই, ইহাই ভাষ্যের অর্থ ॥ ৩২ ॥

শঙ্কা—শ্রীপরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিমত্তা মহর্ষিগণ স্বীকার করিলে করিতে পারেন অথবা করুন, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু ঐ প্রকার শ্রুতিগণ স্বীকার করেন নাই"।

এই প্রকার আশঙ্কা মনের মধ্যে অঙ্গীকার করিয়া ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণ বৈশ্বানর অধিকরণ উপসংহার করিতেছেন—আমনন্তি ইত্যাদি। এই পরব্রহ্মে অচিন্ত্য শক্তি আছে তাহা স্বীকার করেন। অর্থাৎ—অবিচিন্ত্য মহৈশ্বর্য্য শক্তিসকল এই পরব্রহ্ম শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবে সর্ব্বদা বিদ্যমান রহিয়াছে এই প্রকার আথর্ব্বণিকা-অথর্ব্ববেদবিজ্ঞমুনিগণ যাঁহারা শ্রীভগবানের আরাধনা করেন তাঁহারা স্বীকার করিয়া-ছেন। সূত্রে যে "চ" শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন তাহার দ্বারা স্মৃতিশাস্ত্রসকলও গ্রহণ করিতে হইবে।

অনন্তর অথর্ব্ববেদীয় কৈবল্য উপনিষদের প্রমাণ এই বিষয়ে উদ্ধৃত করিতেছেন—অপাণি ইত্যাদি। 'আমি করচরণাদি রহিত ও অচিন্ত্য শক্তিমান। অচিন্ত্য অর্থাৎ—তর্কের অগোচর। কারণ যে ভাববস্তু সকল মানব চিন্তার অতীত তাহা তর্কের দ্বারা গোচর বা প্রত্যক্ষ হয় না। এই প্রকার

"আত্মেশ্বরোঽতর্ক্যসহস্রশক্তিঃ" (শ্রীভা০ ৩।৩৩।৩) ইতি স্মৃতিশ্চ শব্দাৎ। ন চাত্র-মিথো মতানাং বিরোধঃ। "ব্যাসচিত্তস্থিতাকাশাদবিচ্ছিন্নানি কানিচিৎ। অন্যে ব্যবহরন্ত্যেত-দুরীকৃত্য গৃহাদিব॥ (স্কান্দে) ইত্যাদি স্মৃতেঃ॥ ৩৩॥

ইতি শ্রীমদ্‌বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়ঃ পাদঃ॥ ১।২॥

শ্রুতিসম্মতিং নিরূপ্য স্মৃতিবাক্যং প্রমাণয়ন্তি—আত্মেতি। আত্মা—পরমসাক্ষী ঈশ্বরঃ স্বচ্ছন্দেচ্ছঃ, তত্রা-বিরোধহেতুমাহ—অতর্ক্যেতি, অচিন্ত্যানন্তাপরিমিতাঃ শক্তয়স্তস্য সর্ব্বদৈব সন্তীতি শ্রীমদ্‌ভাষ্যকারাণামাশয়ঃ। তস্মাৎ প্রাদেশত্বাদি-পরিমিতঃ শ্রীগোবিন্দদেব বৈশ্বানরাদি শব্দবাচ্য এব।

ননু—"নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্" (ম০ ভা০ বন০—৩১৩।১১৭) ইতি মহাভারতোক্তেঃ কথং তেষাং মহর্ষীণাং মতৈক্যম্? ইত্যাশঙ্ক্যাহুঃ—নচেতি। তেষাং মুনীনাং মতানাং মিথঃ পরস্পরো বিরোধো নাস্তীত্যর্থঃ, কুতঃ—ব্যাসচিত্ত স্থিতাকাশাৎ কানিচিৎ ছিন্নানি গৃহাদিব উরীকৃত্য অন্যে ব্যবহরন্তি। শ্রীবাদরায়ণস্য যো হৃদয়াকাশঃ তত্র যো জ্ঞান চন্দ্রমা বিরাজতে, তস্য চন্দ্রমসঃ কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ প্রকাশমাহৃত্য অন্যে মুনয়ঃ স্ব স্ব গ্রন্থেষু নিবদ্ধাঃ, তস্মাৎ সর্ব্বেষাং মুনীনাং জ্ঞানপ্রদত্বাৎ শ্রীবাদরায়ণমতমেব

শ্রীমহাভারতে বর্ণিত আছে। অচিন্ত্য শক্তি বিষয়ে শ্রুতিসম্মতি নিরূপণ করিয়া স্মৃতিবাক্য প্রমাণ রূপে উদ্ধৃত করিতেছেন—আত্মা ইত্যাদি। ঈশ্বর আত্মা প্রিয়তম, তিনি তর্কাতীত সহস্র শক্তি সমন্বিত, অর্থাৎ আত্মা পরম সাক্ষী বা পরম প্রিয়তম, ঈশ্বর—স্বচ্ছন্দ ইচ্ছা যুক্ত, সুতরাং তাঁহার শ্রীবিগ্রহে কোন প্রকার বিরোধ নাই, এই অবিরোধের কারণ বর্ণনা করিতেছেন—অতর্ক্য ইত্যাদি।

অচিন্ত্য-অনন্ত-অপরিমিত শক্তি সকল শ্রীভগবানের সর্ব্বদাই আছে, এই প্রকার শ্রীমদ্ ভাষ্যকার প্রভুপাদের অভিপ্রায়। অতএব প্রাদেশাদি পরিমিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবই বৈশ্বানর শব্দ বাচ্য।

শঙ্কা—এমন একজনও ঋষি নাই যাহার মত প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যাইবে" এই মহাভার' তের উক্তি হইতে জানা যায় কোন ঋষির মতই যখন প্রমাণ বলিয়া স্বীকৃত হইতেছে না, তখন কি প্রকারে শ্রীজৈমিনি, শ্রীআশ্মরথ্য, শ্রীবাদরি প্রভৃতি ঋষিগণের মত বা সিদ্ধান্ত এক হইবে?

এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—ন চ ইত্যাদি। এই স্থলে পরস্পর ঋষিগণের মতের কোন প্রকার বিরোধ নাই, কারণ—স্কন্ধপুরাণে এই প্রকার বর্ণিত আছে—শ্রীব্যাসদেবের হৃদয়াকাশস্থিত চন্দ্রমার জ্যোৎস্নার সদৃশ অন্যে সকলে ব্যবহার করেন। অর্থাৎ ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণের যে হৃদয়াকাশ অন্য ঋষিবৃন্দ ঘটাকাশ মঠাকাশ সদৃশ ঐ হৃদয়াকাশকে ব্যবহার করেন।

সারার্থ—ভগবান্ শ্রীবাদরারণ ব্যাসদেবের হৃদয়াকাশে যে জ্ঞান চন্দ্রমা বিরাজ করিতেছে, সেই

মুমুক্ষুণামাশ্রয়ণীয়মিতি সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র সিদ্ধান্তঃ। তন্মতে তু শ্রীগোবিন্দদেব এব দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি গুণবান্— অনন্তাচিন্ত্যাপরিমিত শক্তিমাংশ্চ বৈশ্বানরাগ্নি শব্দ বাচ্য ইতি অধিকরণ নির্ণয়ঃ।

ভক্তানাং সবিধে যস্তু বৈশ্বানরাদি রূপধৃক্। অশ্নাতি যজ্ঞ ভাগাদীন্ গোবিন্দং তং নমাম্যহম্॥ ৩৩॥

॥ ইতি বৈশ্বানরাধিকরণং সপ্তমং সমাপ্তম্॥ ৭॥

ইতি শ্রীমদ্ব্রহ্মসূত্রে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যেঽস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতিসমন্বয়াখ্যস্য প্রথমাধ্যায়স্য দ্বিতীয়পাদস্য "শ্রীশ্রীরসিকানন্দভাষ্যম্" সমাপ্তম্॥ ১।২॥

জ্ঞানচন্দ্রের যৎ সামান্য প্রকাশ আহরণ করিয়া অন্য মুনিগণ নিজ নিজ গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

অতএব সকল মুনিগণের জ্ঞান প্রদান কর্ত্তা হওয়ার কারণ শ্রীবাদরায়ণের মতই মুমুক্ষুগণের আশ্রয় করা উচিত, ইহাই সর্ব্বতন্ত্র স্বতন্ত্র সিদ্ধান্ত। ভগবান্ শ্রীবাদরায়ণের মতে শ্রীগোবিন্দদেবই দ্যুমূর্দ্ধত্বাদি গুণবান, অনন্ত, অচিন্ত্য, অপরিমিত শক্তিমান বৈশ্বানর ও অগ্নিশব্দবাচ্য ইহাই অধিকরণার্থ।

যিনি ভক্তগণের নিকটে বৈশ্বানরাদিরূপ ধারণ করতঃ যজ্ঞভাগ সকল ভোজন করেন সেই শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবকে আমি নমস্কার করি॥ ৩৩॥

॥ এই প্রকার বৈশ্বানর অধিকরণ নামক সপ্তম অধিকরণ সমাপ্ত হইল॥ ৭॥

ইতি শ্রীমদ্বেদান্তদর্শনে শ্রীশ্রীগোবিন্দভাষ্যে অস্পষ্টব্রহ্মলিঙ্গশ্রুতি সমন্বয়ে প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয় পাদের "শ্রীশ্রীরাধাচরণচন্দ্রিকা" বঙ্গানুবাদ সমাপ্তা॥ ১।২॥